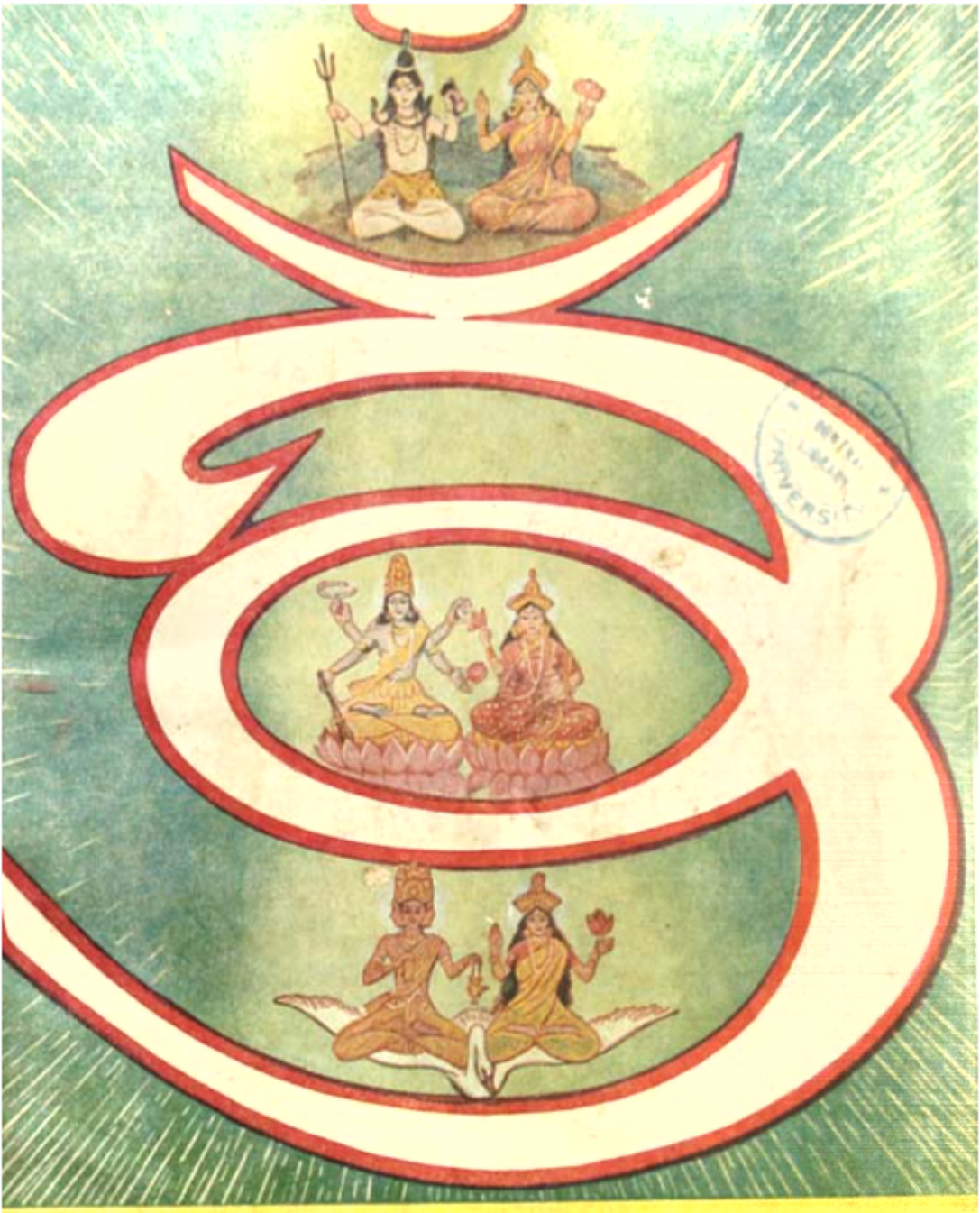

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁতৎসৎ

১৪৮৭/৬৬

ব্রহ্মনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

অবতীর্ণ হই আমি যুগে যুগে ঈশ্বররূপে ধর্ম রক্ষিতে ধরাতে।

আমার অবতার ধর্ম ব্রহ্মা, শিব, নারদ, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বৈবস্বত যম, ব্যাসপুত্র শুকদেব এবং মহম্মদ এই বারজন মাত্র অবতার আছেন। অন্য কেহ বিশুদ্ধ ওই যুক্তিপূর্ণ মহাত্মা জানে না।

আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলাম,—যেমন শুদ্ধ সুবর্ণের কটক অঙ্গদ মুকুট আদি ভেদ, যেমন সমুদ্রসলিলের ফেন-বুদ্বুদ-তরঙ্গ ভেদ, বুদ্বুদ, তরঙ্গ, ফেন, পাষাণ আদি অনন্ত বস্তু ভেদ, যেরূপ ভূমির পর্বত, বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, লতাদি অনন্ত ভেদ, তদ্রূপ

শ্রীমদ্ঋষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্ষাশাস্ত্রে

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র।

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব

(জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণ-পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ধৃতরাষ্ট্রের উৎসাহের নিমিত্ত সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধের বিষয়জিজ্ঞাসা।	৪৮৭
২।	ব্যাসদেবকর্ত্তৃক সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান ও তদ্দ্বারা উৎপাতসমূহ বর্ণন।	৪৮৯
৩।	রাজাদের সমূহ অমঙ্গলসূচক উৎপাতসমূহ ও বিশেষতঃ মঙ্গলসমূহ বর্ণন।	৪৯০
৪।	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক বিজয়ের আশা করিয়া সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধ বর্ণন।	৪৯২
৫।	[redacted]সমূহ ও কুরু-পাণ্ডবের সংখ্যা বর্ণন।	৪৯৪
৬।	[redacted]ের বধ, সমর, ভেরীধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ বর্ণন।	৪৯৬
৭।	উপপ্লব্য, অঙ্গদেশ ও মাগধদের পরাক্রম বর্ণন।	৪৯৮
৮।	প্রভদ্রক, ত্রিগর্ত্ত ও শূরসেন দেশ এবং কৌরবদের বর্ণন।	৫০০
৯।	তাম্রবর্ণের নদী, দেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের প্রাচুর্য্য এবং মাগধাদির বর্ণন।	৫০৩
১০।	রাজাদের যুদ্ধার্থ সজ্জাকরণের আধিক্য ও অন্যান্য বর্ণন।	৫০৬

(ভূমিপর্ব্ব)

১১।	দ্বীপবর্ণনের বর্ণন।	৫১০
১২।	ভূমি, ক্রৌঞ্চ ও শাকদ্বীপ এবং ভূমি, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রমাণবর্ণন।	৫১৩

(ভীষ্মবধপ্রতিজ্ঞা-পর্ব্ব)

১৩।	যুদ্ধভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সঞ্জয়কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যুদ্ধান্তরের প্রকাশ।	৫১৭
১৪।	ভীষ্মের যুদ্ধান্তরের পোষকতিকৃত ও বিপক্ষের ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকট ভীষ্মের যুদ্ধান্তরের জিজ্ঞাসা।	৫১৮
১৫।	সঞ্জয়ের যুদ্ধপ্রত্যবর্ণনারম্ভ। দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক দ্রোণসমক্ষে ভীষ্মের রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ দান	৫১৯
১৬।	ধৃতরাষ্ট্রের বৈক্লব্যের বর্ণন	৫২০
১৭।	কৌরবসৈন্যের যুদ্ধোদ্যম ও যাত্রার ঘোর, বাদ্য ও অন্যান্য বর্ণন	৫২১
১৮।	কৌরবসৈন্যের ব্যূহাকার ও ভীষ্মের রক্ষণাবেক্ষণের বর্ণন।	৫২২
১৯।	যুদ্ধবিষয়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের আলাপ, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ব্যূহ রচনা এবং ভীষ্মরক্ষার্থী সৈন্যগণের অবস্থান।	৫২৩
২০।	উৎসাহের সৈন্যগণের অবস্থিতি এবং কৌরবসৈন্যের অবস্থান।	৫২৫
২১।	কৌরবসৈন্যগণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিষাদ এবং 'ঐক্যের কারণ অবলম্বন করিবে' এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান	৫২৭
২২।	যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধারম্ভ, ভীষ্মদেব ও অর্জ্জুনের প্রশংসা, কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিবার জন্য অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।	৫২৯
২৩।	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের ভর্ৎসনা, তাঁহার যুদ্ধসাজ, অর্জ্জুনকৃত দুর্য্যোধনের পরিতোষণ।	৫৩১
২৪।	সৈন্যদিগের যশ ও উৎসাহবিষয়ে সঞ্জয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।	৫৩৫
২৫।	উৎসাহের সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ প্রমাণ ভীষ্মদিগের ঐক্য, পঞ্চজন্যধ্বনি এবং তদ্দ্বারা তাহাদের পাণ্ডবদিগকে ভীত করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ।	৫৩৮
২৬।	যুদ্ধের জন্য অর্জ্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকৃত বিপক্ষসৈন্যের বিশেষতঃ পূর্ব্বক পাণ্ডবযোগ, তদ্দ্বারা ও বিভূতিযোগের উপবর্ণন।	৫৪০
২৭।	জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অর্জ্জুনের কর্ত্তব্যকর্ম্মযুদ্ধের অর্জ্জুনের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকর্ত্তৃক যুদ্ধারম্ভ ও তাহার বিরোধ-উপায়ের বর্ণন।	৫৪৮
২৮।	সকল শ্রীভগবানের প্রভাব, বিশ্বরূপ দর্শনযোগ, যোগযুক্ত মহাপুরুষদিগের আচার ও ব্যবহারের বিবেচনাধারণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বিবিধ ধর্ম্মসমূহ এবং তাহার পরিত্যাগফল	৫৫৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৯।	সাংযোগিক বিধায় কর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং তদ্বিষয়ে সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন।	৩৩৬
৪০।	নিজের স্বরূপযোগ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আত্মসংযমযোগের তত্ত্ব ভেদোপায়, মনোনিগ্রহপূর্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণন।	৩৬১
৪১।	বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভূতি (ঐশ্বর্যতত্ত্ব) এবং তদ্বিষয়ে ভেদজ্ঞানের উপায়ের ফলসহিত বর্ণনা করিয়া প্রজ্ঞাবাদী ভগবানের শরণে সমর্পিত নিজের নিষ্ঠা ও তৎসহকে অবিচলিতের মহিমাকথন।	৩৮৩
৪২।	ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্মাদি বিষয়সমূহ উপলক্ষ করিয়া অর্জুনের চারি প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভক্তিযোগ এবং শুক্ল ও কৃষ্ণ পথ বর্ণনপূর্বক নিজের।	৩৯৬
৪৩।	জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভগবানের উৎপত্তি, ভৌতিক শরীরের মৃত্যু সময়ের-বিষয়ে-স্থিতি উপলব্ধি ও ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণন।	৪০৯
৪৪।	শ্রীভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তির মহিমা তথা প্রজ্ঞাবাদীর ভক্তিযোগের ফল ও অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানকর্তৃক নিজ বিভূতি এবং যোগশক্তির পুনর্বর্ণনা।	৪১৩
৪৫।	বিষয়ন বর্ণন করাইবার জন্য পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্ ও সঞ্জয় দ্বারা বিষয়নের বর্ণনা। অর্জুন কর্তৃক শ্রীভগবিষয়নের স্তুতি, ভবিষ্যৎ পার্থের দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি। শ্রীভগবানকর্তৃক চতুর্মূর্তি ও বিষয়ন বর্ণনের মহিমা-বর্ণনা করিয়া কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবদ্প্রাপ্তি প্রতিপাদন।	৪১৮
৪৬।	লাভার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিধি এবং ভগবৎপ্রাপ্তি উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন।	৪২১
৪৭।	জ্ঞানের সহিত যোগ ও যোগফলের বিস্তারকথন এবং প্রকৃতি ও পুরুষের বিজ্ঞান।	৪২৯
৪৮।	জ্ঞানবিজ্ঞানসহ, প্রকৃতি-পুরুষকর্তৃক ভগবদ্ উৎপত্তি, লয়, হর ও তত্ত্ব এই তত্ত্বত্রয়, ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় এবং জ্ঞানীভক্তের লক্ষণসমূহের বর্ণন।	৪৩৫
৪৯।	সাংযোগিকের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের-জ্ঞানযোগ, যোগের সহযোগের ও তার-অঙ্গভূত পুরুষযোগের বর্ণন।	৪৩৮
৫০।	কালের মহিমা তৈল ও আহুতি দানসমূহের বর্ণন এবং বাহ্য-বিষয়ীক আত্মসংযমযোগের তত্ত্ব ও তদঙ্গভূত আত্মসংযমযোগের অনুষ্ঠানের বহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঘোষণা।	৪৪৩
৫১।	ত্রিবিধ প্রকারবর্ণিতসহিত জ্ঞানযুক্ত কর্ম, আহার যজ্ঞ ও দানসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভেদবর্ণন এবং "ওঁ তৎ সৎ" এই শব্দসমূহের ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা।	৪৫
৫২।	ত্যাগের মহিমাকথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত সহিত বর্ণনপূর্বক, উপাসনার সহিত জ্ঞানযুক্ত ভক্তি দ্বারা নিজের ভগবানের ও ঐশ্বরযোগ	

(চীকাবয়বসূচী)

১।	ঐশ্বরযোগের, পূর্বাভিধানকৃত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্যের নিধন দ্বারা সমাপ্তি করিয়া দুর্যোধন বধ উল্লেখ।	৪৭৭
২।	কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথমদিনের যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন।	৪৮৮
৩।	উভয়পক্ষ সৈন্যের সজ্জা।	৪৭৩
৪।	কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম যুদ্ধ।	৪৭৮
৫।	ভীষ্মের সহিত অভিমন্যুর অদ্ভুত যুদ্ধ, অভিমন্যুর উৎসাহবাক্যের বল ও ভেদের পরাক্রম।	৪৮৭
৬।	ভেদের অসাধারণ পরাক্রমবর্ণন এবং ভীষ্ম-কর্তৃক তাহার নিবারণ।	৪৮৯
৭।	সন্ধ্যার যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রথম পরাজয় এবং প্রথম দিনের যুদ্ধসমাপ্তি।	৪৯৫
৮।	দুর্যোধনের নিকট, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আগমনের, ভীষ্মের উৎসাহ এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য কৌরবগণ যুদ্ধসজ্জা।	৪৯৯
৯।	কৌরবসৈন্যের যুদ্ধযাত্রা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ।	৫০২
১০।	ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন।	৫০৬
১১।	ভীষ্মের ও যোদ্ধাগণের যুদ্ধ।	৫০৯
১২।	কলিঙ্গ নিবাসগণের সহিত ভীষ্মসেনের যুদ্ধ, ভীষ্মসেন কর্তৃক পরাজয়, ভাগদত্ত ও ভেদযুদ্ধের	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	বিবাদ এবং তাহাদের যুদ্ধ সৈন্য সংহার।	৩৮৩
৫৫।	অভিমন্যু ও অর্জুনের পরাক্রম এবং বিপক্ষসৈন্যের যুদ্ধসজ্জা।	৩৮৯
৫৬।	দুর্যোধনের—কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধারম্ভ ও যুদ্ধারম্ভ।	৩৯৭
৫৭।	উভয়পক্ষের সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ বর্ণন।	৩৯৯
৫৮।	পাণ্ডবীসেনার পরাক্রম, কৌরব-সৈন্যগণের ব্যূহভঙ্গ ও ভীষ্মের অগ্রসরণ।	৩৯৯
৫৯।	ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তদনন্তর কৌরব-সৈন্যগণের পরাজয় এবং দুর্যোধনের যুদ্ধোদ্যোগ।	৪০৫
	[illegible]দিনে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের ঘোর [illegible] ভীষ্ম ও অর্জুনের বৈরথ যুদ্ধ।	৪০৮
৬১।	অভিমন্যুর পরাক্রম ও দ্রৌপদীপুত্রগণ সমেত সুভদ্রাকে বিরাটনগরে প্রেরণ।	৪১৫
৬২।	উভয়পক্ষের দুর্যোধন ও সেনা প্রভৃতি বীরগণের ঘোর যুদ্ধ এবং ভীষ্মের বধার্থ অর্জুনের সজ্জা।	৪১৫
৬৩।	যুদ্ধস্থলে ভগ্ন পরাক্রমী ভীষ্মসেনের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম।	৪১৮
৬৪।	ভীষ্মের ও ঘটোৎকচের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং তদ্বর্ণনের যুদ্ধসমাপ্তি।	৪২১
৬৫।	দুর্যোধন ও শকুনের সহিত যুদ্ধোদ্যতদ্বয় যুধিষ্ঠিরের পাণ্ডবদলের বিজয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের যুদ্ধকর ভগবৎ-উক্তিকথন।	৪২৩
৬৬।	রাজাক-অবস্থায় ঐরক ও মত-অবস্থায় অর্জুনের অভিধানকথন।	৪২৪
৬৭।	ভগবান্ ঐরকের অভিধানবর্ণন।	৪২৮
৬৮।	ঐরকস্তোত্র এবং ঐরক ও অর্জুনের অন্তর্ধানকথন।	৪৩০
৬৯।	কৌরবগণের যুদ্ধোদ্যম ও পাণ্ডবগণের ক্ষেমযুক্ত নির্বাণ এবং শকুনিসৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ।	৪৩১
৭০।	ভীষ্ম ও ভীষ্মসেনের তুমুল যুদ্ধ।	৪৩৫
৭১।	ভীষ্ম-অর্জুনাদি যোদ্ধৃগণের তুমুল যুদ্ধবর্ণন।	৪৩৭
৭২।	উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ।	৪৪১
৭৩।	বিরাট-ভীষ্ম, অবন্তীরাজ-অর্জুন, দুর্যোধন-ভীষ্মসেন এবং অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের মধ্যে অদ্ভুত।	৪৪৩

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৪।	সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যুদ্ধ, ভূরিশ্রবাকৃত সাত্যকির বধ পূর্ব বিষয়, অর্জুনের পরাক্রম এবং পক্ষবিভাগের যুদ্ধসমাপ্তি।	৪৪৭
৭৫।	অভিমন্যুর যুদ্ধ আরম্ভ, দ্যূতের ও কৌরবগণের যথাক্রমে অবতরণ এবং ক্ষেমযুক্ত নির্বাণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তি।	৪৫৩
৭৬।	দুর্যোধনের চিন্তা।	৪৫৩
৭৭।	ভীষ্মসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীপুত্রগণের পরাক্রম।	৪৫৪
৭৮	উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ।	৪৫৭
৭৯।	ভীষ্মসেনকৃত দুর্যোধনের পরাজয়, অভিমন্যু ও কৌরবীয় পুরুষদের সহিত দুর্যোধন-পুরুষিগের যুদ্ধ এবং ঘটোৎকচের যুদ্ধসমাপ্তি।	৪৫৯
৮০	ভীষ্মকৃত দুর্যোধনকে আশ্বাসদান এবং সমস্ত দিনের যুদ্ধের পর কৌরব-সৈন্যের প্রত্যাগম।	৪৬৩
৮১।	সমস্তদিনের যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের হতাবশিষ্ট বিশ্রামপূর্বক ভীষণ সংঘর্ষ।	৪৬৮
৮২।	ঐরক ও অর্জুনের তত্ত্ব কৌরবসৈন্যগণের যুদ্ধভাগ করিয়া পলায়ন, ভোগবতীর ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শঙ্খের বিনাশ, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ, সাত্যকিকর্তৃক অলম্বুষের পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্নকৃত দুর্যোধনের পরাজয় এবং ভীষ্মের ও দ্রুপদের যুদ্ধ।	৪৭৩
৮৩।	ঐরাবান্ কর্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দের পরাজয়, তদনন্তর নিজ ঘটোৎকচের পরাজয় এবং যুদ্ধান্ত পর্যন্ত অন্য অভিন্ন মহান্-সংহারের বিবরণলাভ।	৪৮৩
৮৪।	দুর্যোধনের যাবা ভাতা অবান্তর পরাজয়, যুদ্ধ ভেঙ্গিয়ার ও ভগদত্তের যুদ্ধ, ভূরিশ্রবা কর্তৃক ধৃষ্টকেতু এবং অভিমন্যুসহ চিত্রসেন প্রভৃতির পরাজয় ও যুদ্ধসহিত অর্জুন ও যুদ্ধারম্ভ।	৪৮৫
৮৫।	অর্জুনের পরাক্রম, ভীষ্মের উপর পাণ্ডবসেনার আক্রমণ, যুধিষ্ঠিরের বিষণ্ণতা ও চিন্তাকুল এবং ভীষ্মসেনের যুদ্ধসমাপ্তি।	৪৯৫
৮৬।	ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ, দ্রৌপদী এবং পাণ্ডবগণের সহিত বিন্দ ও অনুবিন্দের সংগ্রাম, ভোগ	

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রকৃতির সহায়তা এবং সমর বিষয়ের মুখবন্ধ।	৫৮৪৩
৮৭।	অর্জুনের মুখের কৌরব-পাণ্ডব-সৈন্যদের মুখ-ধারা এবং তাহাদের সজ্জার মুখ।	৫৮৫৮
৮৮।	ভীষ্মের পরাক্রম, ভীষ্মেরকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমুখের বিনাশ এবং যুদ্ধোদ্যম ও ভীষ্মের মুখ্যবিষয়ক কথোপকথন।	৫৮৭২
৮৯।	কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের মুখের মুখ ও তাহাদের সোন্দর্য্য।	৫৮৭৪
৯০।	ধৃতরাষ্ট্রকৃত সঞ্জয়ের আহ্বানের বর এবং রাজা অনন্তর সঞ্জয়ের যুদ্ধোদ্যমের বিবাদ।	৫৮৭৬
৯১।	ঘটোৎকচ ও যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে অন্তর মুখ।	৫৮৮৫
৯২।	যুদ্ধোদ্যম এবং রোগাদি প্রধান বীরগণের সহিত ঘটোৎকচের অন্তর মুখ।	৫৮৮৮
৯৩।	ঘটোৎকচের ইচ্ছা পরিবার জন্য আসন্ন ভীষ্মাদি বীরগণের সহিত কৌরবগণের মুখ এবং পলায়ন।	৫৮৯১
৯৪।	যুদ্ধোদ্যমের সহিত ভীষ্মসৈন্যের এবং অশ্বত্থামার সহিত রাজা নীলের মুখ ও ঘটোৎকচের মায়ায় মোহিত হইয়া কৌরবসৈন্যগণের পলায়ন।	৫৮৯৪
৯৫।	যুদ্ধোদ্যমের অনুরোধে এবং ভীষ্মের আজ্ঞায় রোহিত অন্যান্য বহুল অক্ষৌহিণ, ভীষ্মসেন ও পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যোদ্ধৃত্ব।	৫৮৯৯
৯৬।	ইরাবানের মৃত্যুতে অর্জুনের মুখপূর্ণ খেদোক্তি, ভীষ্মসেনকর্তৃক মুখধারাষ্ট্রের সব মুক্তকে সংহার, অভিমন্যু ও অন্যের মুখ, মুখের তাহাদের অন্যান্য বর্ণন এবং সর্ব্ব বিষয়ের মুখের সমাপ্তি।	৫৯০৪
৯৭।	বীর মহীরঞ্জনের সহিত সহদেব কাহার মুখোমুখি-সংবাদ-প্রত্যুত্তরসহকে বধ করিয়া অথবা বর্ণনে মুখ করিয়া আসেন বিবাহ জন্য ভীষ্মের নিকট অনুমতি আসন।	৫৯১৬
৯৮।	ভীষ্মকৃত মুখোমুখির নিকট অর্জুনের পরাক্রমের কথা বর্ণন এবং তাহার মুখ করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও প্রাসাদকালে মুখোমুখির দ্বারা ভীষ্মের রক্ষা বাখা।	৫৯৮৫
৯৯।	নবমদিনের মুখের জন্য উৎসাহের সৈন্যের মুখ-রচনা, তাহাদের মুখুল মুখ আরম্ভ এবং বিবাদ-সমর উৎসাহমুখের বর্ণন।	৫৯৮৮
১০০।	মৌ-ভীষ্ম সকলের ও অভিমন্যুর বাহন অর্জুনের সাথে তাহার মুখ এবং অভিমন্যুকর্তৃক বি-ই হইতে বর্ণনে মৌরসৈন্যের মুখ হইতে পলায়ন।	৫৯৯১
১০১।	অভিমন্যুকৃত অর্জুনের পরাজয়, অর্জুনের সাথে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা ও রোণাচার্য্যের সাথে সংগ্রামের মুখ।	৫৯৯৫
১০২।	রোণাচার্য্য ও দ্রুপদের সাথে অর্জুনের মুখ এবং ভীষ্মসেনকৃত অন্যান্যের পরাজয়।	৫৯৯৮
১০৩।	উৎসাহের সৈন্যদের মুখুল মুখ এবং রাজসূয় প্রধানীর বর্ণন।	৬০০৩
১০৪।	অর্জুনকৃত ত্রিগর্ত্তদের পরাজয়, কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে ঘোরতর মুখ, ভীষ্মকর্তৃক উত্তরের রোণকৃত ক্রুদ্ধ এবং ভীষ্মসেনকৃত বাহনের পরাজয় ও পলায়ন ও ভীষ্মের মধ্যে ভীষণ মুখ।	৬০০৬
১০৫।	ভীষ্মের বধ করিবার জন্য রোণাচার্য্যের মুখ-ধারণের আয়োজন, দুর্যোধন ও দুঃশাসনকর্তৃক পাণ্ডবের অন্যায়যোধী সৈন্যদের পরাজয় এবং পলায়ন সাহস তাহাদের অন্তরের মুখ।	৬০১৩
১০৬।	ভীষ্মকৃত পরাজয় পাণ্ডবসৈন্যের পলায়ন এবং ভীষ্মের বধ করিবে উদ্যত উদ্যতকে অর্জুনের বিবাদ।	৬০২১
১০৭।	নবমদিনের মুখের সমাপ্তি, রাত্রিতে পাণ্ডবগণের অন্য মন্ত্রণা এবং ভীষ্মের নাম ও নিশিত হইয়া উৎসাহ-সহ পাণ্ডবগণের তাঁহার বধের উপায়-জ্ঞান।	৬০২৯
১০৮।	দশমদিনে উৎসাহের সৈন্যের মুখের জন্য প্রস্থান, ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর সমাগম এবং ভীষ্মের বধ করিবার জন্য শিখণ্ডীকে অর্জুনের উৎসাহদান।	৬০৪৭
১০৯।	ভীষ্ম ও দুর্যোধনের আলাপ এবং ভীষ্মকৃত শত্রু সৈন্য বিনাশ।	৬০৫১
১১০।	অর্জুনকৃত উৎসাহিত হইয়া শিখণ্ডীর ভীষ্মের উপর আক্রমণ, উৎসাহের প্রধান বীরগণের সহসা অন্যান্য এবং অর্জুনের সহিত মুখোমুখির অন্তর মুখ।	৬০৬৪

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১১১।	কৌরব ও পাণ্ডবদলের প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণের বলাবলের বর্ণন।	৪০৬৯
১১২।	দ্রোণাচার্য্যকৃত অদ্ভুত সৈন্যসংস্থান বর্ণন। অর্জ্জুনকে বধ করিতে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য অম্বার তপস্যা।	৪০৭০
১১৩।	কৌরবদের দশ প্রধান মহারথীর সহিত একাকী ভীষ্মদেবের যুদ্ধ করিতে করিতে অদ্ভুত পরাক্রম-প্রকাশ।	৪০৭৬
১১৪।	কৌরবদলের প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধে ভীষ্মদেব ও অর্জ্জুনের অদ্ভুত পুরুষার্থ-প্রকাশ।	৪০৮০
১১৫।	ভীষ্মের আদেশে দুর্য্যোধনের ভীষ্মকে উগ্র আক্রমণ এবং কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধগণের ভীষণ যুদ্ধ।	৪০৯৪
১১৬।	কৌরব-পাণ্ডব মহারথীদিগের অদ্ভুত বর্ণন এবং ভীষ্মের পরাক্রম।	৪০৯৭
১১৭।	উভয়দলের সৈন্যের অল্প যুদ্ধ, তুমুলসমরের পরাক্রম এবং অর্জ্জুনকৃত ভীষ্মের যুদ্ধ।	৪১০৩
১১৮।	অদ্ভুত পরাক্রম দেখাইয়া যোদ্ধাদিগের ভীষ্মের সাধুবাদসহকারে সম্বোধ।	৪১১৮
১১৯।	কৌরবদলের প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণকর্ত্তৃক ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেও অর্জ্জুনকৃত ভীষ্মের বল হরণে তুলনায়, পরাক্রমে যিনি ভীষ্মের নিকট দাঁড়াইতে পারেন, এমন বীরের আগমন এবং তাঁহাদের কথোপকথনে উভয়দলের প্রধান যোদ্ধাদিগের পরিচয় করিতে ভীষ্মের প্রস্থান।	৪১২১
১২০।	ভীষ্মের মারণবর্ম্ম, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ভীষ্মকে উপমান (বালির) দান, উভয়দলের সৈন্যগণের নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান এবং রাত্রিকে দুর্য্যোধনের সভায়	৪১২৯
১২১।	দিবা অন্ত প্রভৃতির পরিমাণ করার দ্বারা অর্জ্জুনকৃত ভীষ্মের সেনাপতি নিযুক্তকরণ এবং অর্জ্জুনের প্রধান প্রধান বীরের বীরত্বে ভীষ্মের দুর্য্যোধনকে পরিত্রাণ করিতে প্রতিজ্ঞা।	৪১৩৪
১২২।	ভীষ্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতির পরাক্রম বর্ণন।	৪১৭৯

১০ম বর্ষ, আষাঢ়মাস ১৩৭৮] [প্রথম সংখ্যা—মূলমাত্র

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামচন্দ্রকবিরত্নকৃতভীষ্মপর্ব্বভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত অত্যধিক ব্যয়ের দিকে ও কর্মিগণের মহার্ঘ ভাতাবৃদ্ধিজনিত অর্থাভাবহেতু এই পুস্তক মুদ্রণকার্য্যে বিলম্ব ঘটিয়াছে

* * *

মুখ্য-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যনামতৌ

সহ-সম্পাদক বর্গ

শ্রীরামানন্দ বিদ্যাভূষণ — শ্রীদুর্গা [illegible]-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীনরেন্দ্র [illegible]-ব্যাকরণতীর্থ

কার্য্যাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(রেজিষ্টার্ড সমবায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকার :—
বিদ্যা বিনোদানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ [illegible], এম-বি,
ডি. এ. এম., এফ, ডি.পি.এইচ,
ডি.টি.এম, এণ্ড এইচ, (লণ্ডন)।
এফ আর.সি.ভি.এস এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিদ্যানন্দপল্লী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৫৭-৬৬৮৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাধাম শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা ইংরাজী ১লি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। মাসিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্বপাকে সডাকে ১৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র মাসিক সডাক ২১'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা ধার্য্য। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাত্মা বিশ্বজিৎকবিরাজ, ব্রহ্মলোকি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীরাসীতি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যথাক্রমে আর্যাধাম যথাযথভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্যাধাম, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা-৫৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সহকারী সম্পাদক আর্যাধাম, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কূপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী মাসের ২৫শে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিভুল করা হয় কিন্তু প্রয়োজন বোধে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রালাপ ব্যয়ভার-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাধামের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে বার্ষীয় কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশীল
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৫৪

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরের ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-শল্যপ্রভৃতি-মহারথগণের যুদ্ধোদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তা পুণ্ডরীকাক্ষঃ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা॥ ১
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বজ্ঞেনেশ্বরেণ হরিঃ।
সর্বজ্ঞোঽয়ময়ী গঙ্গা সর্বজ্ঞেনেশ্বরো মনুঃ॥ ২
গীতা গঙ্গা চ মাতরৌ দোষিণোস্তি ধ্রুবং দ্বিয়ে।
চতুর্থকারণাভূতে পুনরত্র ন বিদ্যতে॥ ৩
ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানাঃ প্রাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিঃ তু সঞ্জয়ঃ॥ ৪
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকদ্বয়ং গীতায়া মানমুচ্যতে।
আয়তাক্ষমসংখ্যেয়ভীষ্মাদ্যা ঘধিতস্ত চ॥ ৫
সাক্ষাদ্ভুবনরূপা কৃষ্ণেন অর্জুনস্য মুখে ধৃতম্॥

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধনঞ্জয়ং দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রীধনাধিপম্।
পুনরেব মহানাদং সাগরস্য মহারবাঃ॥ ৬
পাণ্ডবাঃ সোমকাশ্চৈব যে চৈবামনুযায়িনঃ।
প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ পদ্মান্ বীরাঃ সাগরসঙ্গমান্॥ ৭
ততো ভের্যশ্চ পেশ্যশ্চ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত তত্ঃ শব্দো মহানভূৎ॥ ৮
তথা ভেরাঃ সমন্তাঃ পিণ্ডিতশ্চ জনাধিপ।
সিন্ধুচারণসঙ্ঘাশ্চ সমীয়ুস্তে দিদৃক্ষয়া॥ ৯
অথাব্রবীন্ মহাবাহুঃ পুরুষর্ষভ শঙ্খভৃৎ।
সমীয়ুস্তত্র সহিতা দ্রষ্টুং তত্ বৈশম্পায়ন॥ ১০

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[গীতামাহাত্ম্য, যুধিষ্ঠিরকৃত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যের সৈন্য হইতে অজুনাদি লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে জনমেজয়! অন্য শাস্ত্র লইয়া কি প্রয়োজন আছে? গীতাই উত্তমরূপে পাঠ (শ্রবণ, কীর্তন, পঠন-পাঠন, মনন ও ধারণ) করা কর্তব্য। কারণ, এই গীতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নির্গতা হইয়াছেন। ১

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী (গীতায় সকল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব নিহিত আছে), শ্রীহরি সর্বজ্ঞেশ্বর, গঙ্গা সর্বজ্ঞেশ্বরী এবং মনু (অর্থাৎ তাঁহার বর্ণনার মহত্ত্বহেতু) সর্বজ্ঞেশ্বর। ২

গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও বেদমাতা—"দ"কার আদিতে থাকে, এতদ্ভিন্ন এই চারিটি নামে ভেদ কল্পনা করিলে দ্বিতীয়কে পুনরায় আর এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৩

এই শ্রীগীতাশাস্ত্রে ছয়শত বিংশতি (৬২০) শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সাতাশটি (২৭) শ্লোক অর্জুন বলিয়াছেন, সাতষট্টি (৬৭) শ্লোক সঞ্জয় বলিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছে একটি (১) শ্লোক—ইহাই গীতার শ্লোকের পরিমাণ (সর্বসাকুল্যে সাতশত সাতচল্লিশ ৭৪৭। কিন্তু শ্রীশ্রীগীতায় ৭০০ সাতশত শ্লোকমাত্র)। ৪-৫

ভারতের অদ্বিতীয় সঞ্জয় সাধুরূপা ইত্যাদি ভগবৎ স্তুতি করিয়া তাহার পর বলিতে লাগিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে (অর্থাৎ নিজ অর্জুন-মূর্তিতে) গীতা বিস্তার করিলেন। ৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! তাহার পর অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু ও বাণ ধারণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথিগণ, সোমকগণ ও তাঁহার অনুগামী সৈন্যগণ পুনরায় অতি বেগে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সঙ্গে এই সব বীরগণ আনন্দিত হইয়া সমুদ্র হইতে উৎসব শঙ্খসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৬-৭

তখনকার ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোবিষাণি বাদ্য সমূহ বাজিতে লাগিল। তাহাতে সেখানে অতিশয় শব্দ সমুত্থিত হইল। ৮

মহারাজ! সেই সময় ভেরাও, পটহ ও শিঙ্গসমূহ এবং সিদ্ধ, চারণ ও মহাত্মাগণ মহাত্মি দেবরাজ ইন্দ্রকে অগ্রে করিয়া এই ভীষণ রণোদ্যোগ দৃশ্য দেখিবার জন্য একত্রে সেখানে আসিলেন। ৯

রাজন্! তখনকার বীর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদ্রের ন্যায় বিশাল উভয় পক্ষের সেই সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত ও সজ্জিত দেখিয়া কবচ উন্মোচন পূর্বক বীর ইন্দ্র অজাতশত্রু যান করত রথ হইতে শীঘ্রতার সহিত নামিয়া পদব্রজে ভ্রাতাদি সমভারে

ততো যুধিষ্ঠিরো দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমবস্থিতে।
উবাচ সোমকপ্রেষ্ঠো দুঃখ প্রচলিতে নৃপ। ১১
বিমৃশ্য ভরতশ্রেষ্ঠো নিক্ষিপ্য চ বরায়ুধম্।
অবরুহ্য রথাৎ ক্ষিপ্রং পদ্ভ্যামেব কৃতাঞ্জলিঃ। ১২
পিতামহমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাগ্‌যতঃ প্রযযৌ যেন প্রায়ুধ্যো বিপুলাহিনীম্। ১৩
তং প্রয়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাতরৌ পুরুষর্ষভৌ।
অনুজগ্মতুরব্যগ্রৌ ভীমার্জুনসমীরিতৌ। ১৪
বাসুদেবশ্চ ভগবান্ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম তম্।
তথা যুধ্যান্ত রাজানস্তস্থিরে তত্র তৎপরাঃ। ১৫

অর্জুন উবাচ।

কিং তে ধারয়িতা রাজন্ বলস্যাস্যপরস্য বৈ।
পদ্ভ্যামেব প্রযাতোঽসি প্রায়ুধ্যো বিপুলাহিনীম্। ১৬

ভীষ্মসেন উবাচ।

ন খল্বিদং ত্বয়া রাজেন্দ্র নিক্ষিপ্তকবচেন বৈ।
শক্যমেবংবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রাপ্তুং পুরুষসত্তম পার্থিব। ১৭

নকুল উবাচ।

এষ নঃ সততং যুদ্ধে মম ভ্রাতরি তাদৃশে।
ভীতে দুর্যোধনে তস্মাদ্ ভবিষ্যতি কথং ন হি। ১৮

সহদেব উবাচ।

অস্মিন্ রণসমূহে বৈ বর্তমানে মহাভয়ে।
উৎসৃজ্য ত্বং যুধাং শ্রেষ্ঠ শত্রুসৈন্যমুখে নৃপ। ১৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমাত্মাত্মবাংশ্চাপি ভ্রাতৃভিঃ কুরুনন্দনঃ।
নোবাচ বাগ্‌যতঃ কিঞ্চিৎ প্রস্থিতো যুধিষ্ঠিরঃ। ২০
তান্নুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাসুদেবো মহামনাঃ।
অভিপ্রায়োঽস্য বিজ্ঞাতো মনসেতি প্রহর্ষয়ন্। ২১
এষ ভীমঃ তথা দ্রোণঃ সৌমদত্তিঃ শল্যেন চ।
অনুযাস্যতি তত্রস্থান্ যোৎস্যমানে পার্থিবোঽস্মিকিঃ। ২২
প্রহরেতি হি পুরুষৈঃ শুভবক্ত্রমুদাহৃতম্ যৎ।
যুধ্যতে স তবেদ্ বাক্যমপ্যাত্মো ঘনবত্তরৈঃ। ২৩
অনুযাস্যে তথাপ্যাহং যত্ত যুদ্ধ্যেন্নরর্ষভৈঃ।
ক্ষত্রধর্মা তরো যুদ্ধে তবেদিতি মতির্মম। ২৪

শিবিরের ভীতরে রক্ষা করিয়া সমর করিতে লাগিলেন। রাজাকে যুধিষ্ঠির কোন কিছু কথা না বলিয়া যুদ্ধমুখে শত্রুবাহিনীর দিকে যাইতে লাগিলেন। ৯-১০

যুধিষ্ঠির সমর ঘোষণা করিয়া শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে দেখিয়া অতি দুঃখ ও ভয়ে আসিয়া পড়িলেন এবং ভাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন এবং তৎপরচিত্ত হইয়া প্রধান প্রধান রাজারাও উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত চলিলেন। ১১-১৫

অর্জুন বলিলেন,—আপনি কি স্থির করিয়াছেন যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি পদব্রজেই শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতেছেন? ভীমসেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! কৃপাময়! বজ্র ও অস্ত্রসমান দুর্ভেদ্য অস্ত্রাদিকে পরিত্যাগ করিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত শত্রুসৈন্যের মধ্যে আপনি কোথায় যাইবেন? নকুল এই বলিলেন,—ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনি এইভাবে শত্রুসৈন্যের দিকে যাইতে থাকায় আমার হৃদয় ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছে। বলুন—আপনি কোথায় যাইবেন? ১৬-১৮

সহদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! এই ভয়ঙ্কর যেখানে বহু শত্রুসৈন্য সমবেত হইয়াছে এবং যাহার সম্মুখে আসিয়াছে, এরূপ এক পরিস্থিতিতে অন্য আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া শত্রুসৈন্যের দিকে কোথায় যাইবেন? ১৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভাতারা এইরূপ বলিলেও কুরুকুলের আনন্দবর্ধন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কিছুই বলিলেন না, পরন্তু নীরবে যাইতে লাগিলেন। তখন পরম বুদ্ধিমান্ মহাযশা ভগবান্ বাসুদেব সেই ভাবি রাজাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ইহার অভিপ্রায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ২০-২১

এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও শল্য—এই সমস্ত গুরুজনের অনুমতি লইয়া শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ২২

প্রাচীনকাল হইতে শুনা যায়—যে ব্যক্তি গুরুজনদিগের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই সেই সব মাননীয় পুরুষদিগের দৃষ্টি হইতে অপসারিত হয়। ২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানদিগের মাননীয় পুরুষদিগের অনুমতি লইয়া যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ হইয়া থাকে—ইহাই আমার ধারণা। ২৪

এবং ব্রুবতি কৃষ্ণেয়ে ধার্তরাষ্ট্রবলং প্রতি।
(সৌবলনিধিষৈঃ সার্ধং প্রেক্ষন্তে স্ম যুধিষ্ঠিরম্)
হাহাকারো মহানাসীদ্বিশাম্পতেঽদ্ভুতদর্শনম্। ২৪
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং দূরাদ্ ধার্তরাষ্ট্রাস্তথা সৈনিকাঃ।
কিমঃ সংকথয়াঞ্চক্রুরেতো হি কুলপাংসনঃ। ২৫
ব্যক্তং ভীত ইবায়াতি রাজাসৌ ভীমমন্ত্রিকম্।
যুধিষ্ঠিরঃ সমোঘায়াঃ শরণার্থং প্রযাচকঃ। ২৭
ধনঞ্জয়ে বধং নাথে পাণ্ডবে চ দুরাত্মনি।
মকুলে সহদেবে চ ভীতিরস্যেতি পাণ্ডবম্। ২৮
ন নূনং ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ সম্প্রমিতে ভুবি।
যস্যায়ং হ্রদয়ং ভীতমস্মাসু সমুপাগতম্। ২৯
ততস্তে সৈনিকাঃ সর্বে প্রহসন্তি স্ম কৌরবান্।
হৃষ্টাঃ সুমনসো ভূত্বা তৈলানি দধুরুত্তমম্। ৩০
ব্যনিন্দংশ্চ তদা সর্বে যোধাস্তব পিতাম্পতে।

যুধিষ্ঠিরঃ সমোঘায়াঃ সহিতঃ কেশবেন হি। ৩১
ততস্তং কৌরবাঃ সৈন্যাঃ বিজুগুপ্সা হ যুধিষ্ঠিরম্।
বিশেষতস্তবং দূর্যং পুত্রস্তেব বিশাম্পতে। ৩২
কিং নু বক্ষ্যতি রাজাসৌ কিং ভীমঃ প্রতিবক্ষ্যতি
কিং ভীমঃ সমরশ্লাঘী কিং নু কৃষ্ণানুবক্ষ্যতি। ৩৩
বিধক্ষিতঃ কিমবোচদ্ভয়াদ্ ভীমং সুরক্ষিতম্।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ যুধিষ্ঠিরকৃতে তদা। ৩৪
সোদ্বেগয়োঃ চক্রুঃ পরাঃ পরবলিনমাকুলম্।
ভীমসেনাভয়াদ্ দূর্যং রাজ্ঞো দৃষ্টিঃ পরিবারিতঃ। ৩৫
তমুবাচ ততঃ পালো ধরাজ্যাঃ পীতা পাণ্ডবঃ।
ভীতা পাণ্ডবসং রাজা মুক্তায় সমুপাগতম্। ৩৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আগচ্ছতে যাং দুর্ধর্ষ তয়া যোৎস্যামহে মহ।
অনুজ্ঞামৌহি মাং তাত আশিষশ্চ প্রযোজয়। ৩৭

হেন তখনই তিনি এই কথা বলিতেছেন, সেই সময় দুর্যোধনের সৈন্যের অধিনেতা সমরের যুধিষ্ঠিরকে সকলের অলক্ষিতভাবে দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে কোন কোন বীর অতিশয় হাস্যকোলাহল করিতে লাগিল এবং কোথাও আবার কেহই কোন শব্দই করিলেন না। ২৪

যুধিষ্ঠিরকে দূর হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের সৈন্যগণ পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন যে, এই যুধিষ্ঠিরকে ত' দেখিতেছি—দুরের কথা-বটে। ২৫

যে,—স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির বেশ ভীত হইয়াই মহাত্মা ভীমের নিকট পরামর্শ হইবার নিমিত্ত আসিতেছেন। ২৭

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, দুরাত্মা ভীম ও নকুল-সহদেবের ভয় আমাদিগের থাকিবে এই যুধিষ্ঠিরের মনে এত ভয় কোথা হইতে আসিল? ২৮

নিশ্চয়ই এই ভূমণ্ডলে প্রখ্যাত ক্ষত্রিয়কুলে ইহার জন্ম হয় নাই, কারণ, ইহার মানসিক বল অতিশয় অল্প, তাই এই যুদ্ধের সময় আসিয়া ইহার হৃদয়ে এত ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ২৯

তাহার পর সেই সময় সৈন্যগণ কৌরবদিগের প্রশংসা করিতে থাকিলেন এবং হৃষ্ট হইয়া প্রত্যেকে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। ৩০

প্রধানগণ! আপনার এই সব যোদ্ধারাই তখন রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত কেশবের কি [illegible] নিন্দা করিতে লাগিলেন। ৩১

রাজন্! এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া সমস্ত কৌরবদৈন্য পুনরায় সমর করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ৩২

তখন সকল লোকেই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিবেন এবং ভীমই বা তাহাকে কি উত্তর দিবেন? যুদ্ধের প্রত্যাশাকারী ভীমসেন, শত্রুর ও অজুনের কথা কি বলিবেন? ৩৩

রাজন্! সেই সময় উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের বিষয় মহাজনের ঘোষণা হিল। সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিয়া ভীমকে প্রসন্ন করিতেছেন? ৩৪

রাজা ও পঞ্চিমকুল পূর্ব সঙ্কেতের মতো প্রবেশ করিয়া রাজা পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠির অতি সত্বর ভীমের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

সেখানে যাইয়া সেই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ উচ্চ হস্তে পিতামহ ভীমের চরণযুগ ধারণ করিয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত সেই পাণ্ডবনন্দন ভীমকে এই কথা বলিলেন। ৩৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দুর্ধর্ষ বীর পিতামহ! আমি আপনার নিকট অনুমতি চাহিতেছি, আমাকে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তাত! হৈয়ে অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন এবং আশীর্বাদ প্রদান করুন। ৩৭

ভীষ্ম উবাচ।

হন্তব্যঃ নাস্তিসন্দেহো যদি মাং পৃথিবীপতে।
সংগ্রামে বাং মহারাজ পরাজয়ায় ভারত ॥ ৫৮

প্রীতোঽহং পুত্র যুধ্যস্ব জয়মাপ্নহি পাণ্ডব।
যং ত্বেচ্ছসি বিতং চাস্মৈ প্রদাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৯

ত্রিয়তাং বর পার্থ ত্বমস্মত্তোঽভিকাঙ্ক্ষসি।
এবমুক্তো মহারাজ ন ত্বাহং পরাজয়ঃ ॥ ৬০

অর্থস্তু পুরুষো দাসো দাসস্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ৬১

অতস্ত্বাং ক্লীববদ্ রাজন্ ব্রবীমি কুরুনন্দন।
কুরুভিঃ সহ যুদ্ধস্ব ন মে যুদ্ধং কথঞ্চন ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহদ্যশ মহারাজে হিতৈষী মম নিত্যশঃ।
যুধ্যস্ব কৌরবার্থায় মনসৈব সতাং বর ॥ ৬৩

ভীষ্ম উবাচ।

রাজন্ কিমত্র সাহ্যং তে করোমি কুরুনন্দন।
কামং যোৎস্যে পরস্তাদ্বৈ প্রতি যং তে বিবক্ষিতম্ ॥ ৬৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং জয়েয়ং সংগ্রামে তবজ্ঞমপরাজিতম্।
এবমে যদ্যহং হিতঃ যদি জ্ঞেয়ঃ প্রপদ্যসি ॥ ৬৫

ভীষ্ম উবাচ।

নৈবং পঞ্চামি কৌন্তেয় যো মাং যুধ্যন্তমাহবে।
বিজয়েত পুমান্ কশ্চিৎ সাক্ষাদপি পুরন্দরঃ ॥ ৬৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তত্ত্ব পৃচ্ছামি তস্মাৎ ত্বাং পিতামহ মমোহস্ত তে।
বধোপায়ং ব্রবীহি ত্বমাত্মনঃ সমরে পরৈঃ ॥ ৬৭

ভীষ্ম উবাচ।

ন মাং তাত পশ্যামি সমরে যো জয়েত যাম্।
ন যাবদ্ মৃত্যুকালোঽপি পুরুষাণমনং কুরু ॥ ৬৮

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে! অবশ্যই এরূপ হইবে। যদি এই যুদ্ধের সময় তুমি এইরূপে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম। ৫৮

পাণ্ডুনন্দন! যুদ্ধ কর, আমি এখন প্রসন্ন হইয়াছি এবং তোমাকে আজ্ঞা প্রদান করিতেছি,—তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়ী হও। ইহা নিশ্চয়, তোমার সহিত যাহা অভিলাষ আছে, তাহাও তুমি এই যুদ্ধ-বৃত্তিতে লাভ কর। ৫৯

পার্থ! বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার নিকট হইতে কি চাও? মহারাজ! এরূপ অবস্থায় তোমার পরাজয় হইবে না। ৬০

মহারাজ! মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নহে। এই কথাই যথার্থ সত্য। আমি কৌরবগণের দ্বারা অর্থ দ্বারা বদ্ধ হইয়াছি। ৬১

কুরুনন্দন! সেইজন্য আজ আমি তোমার সম্মুখে নপুংসকের ন্যায় (বীরত্বশূন্য) বাক্য বলিতেছি। কুরুশ্রেষ্ঠ! দুরাত্মা পুরুষগণ ধনের দ্বারা আমাকে ক্রয়-পোষণ করিয়াছে, সেই-জন্য (তোমার সম্মুখবর্তী হইয়া) তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কি আজ্ঞা করিতে পারিতেছ, তাহা বল। ৬২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! আপনি সর্বদা আমার হিতকামী হইয়া পরামর্শ প্রদান করুন এবং যুদ্ধোদ্যমের জন্য যুদ্ধ করুন। আমি এই বর লাভ প্রার্থনা করিতেছি। ৬৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ কুরুনন্দন! আমি তোমার কি সাহায্য করিব? যুদ্ধ ত' আমি ইচ্ছানুসারে তোমার পক্ষে পরেই করিব, অতএব তুমি বল, কি বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৬৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি যা' যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিতই থাকেন, সুতরাং আমি যুদ্ধে আপনাকে কিরূপে পরাজিত করিব? যদি আপনি আমার কল্যাণ দেখিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করেন, তবে আপনি আমাকে আমার হিতকর পরামর্শদানে বরণ। ৬৫

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! আমি এরূপ কোন বীরকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে যুদ্ধ-নিরত আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে। যুদ্ধকালে কোন ব্যক্তিই, এমন কি সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। ৬৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। সেই জন্য আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে যুদ্ধে পরপক্ষগণের আপনার মৃত্যুর উপায় বলুন। ৬৭

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! যে ব্যক্তি যুদ্ধে আমাকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, এরূপ কোন বীরকে আমি দেখিতেছি না। এখন আমার মৃত্যুর সময়ের আগমন হয় নাই, অতএব এই প্রসঙ্গের উত্তর পাইবার জন্য অন্য কোন সময়ে তুমি পুনরায় আসিও। ৬৮

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজন্ ভীষ্মস্য কুরুনন্দন।
নিধনং প্রতিজগ্রাহ কৃষ্ণস্যৈবানুমোদনাৎ ॥ ১১

প্রাহরৎ পুনরেবাচার্যস্তাঞ্চ হন্যা প্রতি।
পঞ্চভিঃ সপ্তভিস্তস্য মর্মজ্ঞস্তাড়য়ন্ মুহুঃ ॥ ১২

স তোমরমভিপ্রেক্ষ্য কৃষ্ণা চাভিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ দ্রাগ্ দুর্ধর্ষমাত্মনিস্ত্রোমনা ইব ॥ ১৩

আয়ান্তং তং তথৈবাশু দ্রোণং বিপ্রকরন্তবঃ।
কথং ত্বয়ে রিপুন্ সর্বাংস্ত্রাতারস্তা বিদ্ধ ॥ ১৪

দ্রোণ উবাচ।

যদি বাং নাভিপশ্যেয়ং যুধ্যন্তৌ কৃষ্ণপিঙ্গলৌ।
শপেয়ং বাং মহারাজে পরাভাবায় সর্বতঃ ॥ ১৫

তত্ যুধিষ্ঠির দুষ্টাংশ্চি পুজিতস্ত্বয়ানঘ।
অনুজানামি যুধ্যস্ব বিজয়ঃ সমরায় তি ॥ ১৬

কময়ামি চ তে কামং ক্ষত্রি ত্বমতিকাঙ্ক্ষিতম্।
এবমস্তে মহারাজ যুধ্যস্বেতি কিমিষ্যসি ॥ ১৭

অর্থনা পুরুষো বাসো যাসয়ন্তো ন কদাচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ অর্থোঽস্মার্থেন কৌরবৈঃ ॥ ১৮

ত্রয়ীসোমস্য ক্রীবস্য যাং যুধ্যস্বেতি কিমিষ্যসি।
যোৎস্যেঽহং কৌরবস্যার্থে তথাপ্যেতো বরো মম ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জয়মাশাস্য যে ব্রহ্মন্ ময়ায় চ মন্ত্রিতম্।
যুধ্যস্ব কৌরবস্যার্থে বর এষ কৃতো ময়া ॥ ২০

দ্রোণ উবাচ।

এবমস্তে বিজয়ো রাজন্ যথা বক্ষ্যসি তদ্বচঃ।
অহং ত্বামভিজানামি যথা পরমং বিমোক্ষণে ॥ ২১

যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
যুধ্যস্ব পশ্য কৌন্তেয় পৃচ্ছ যাং কিং ব্রবীষি তে ॥ ২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পৃচ্ছামি যাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৃণু মেঽভিপ্রায়িকং মম।
কথং তরেয়ং সংগ্রামে ব্রূহি তন্মে সুরর্ষভ ॥ ২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণের আজ্ঞা নিতান্তায় করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্রোণাচার্যের রথের দিকে গমন করিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আচার্য যুধিষ্ঠির সাক্ষাতে পতিত হইয়া দ্রোণাচার্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ করত দুর্ধর্ষ বীরপুরুষদিগের দ্রোণাচার্যকে নিবেদ দিবসের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১-১৩।

ভগবন্! আমি পরমধর্ম প্রার্থনা করিতেছি যে, কি উপায়ে আপনার সহিত নিরন্তর হইয়া যুদ্ধ করিব? আপনার আজ্ঞায় আমি সমর সমুদয়ে কিরূপে জয় করিব? ১৪

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—মহারাজ! যদি যুদ্ধের নিমিত্ত করিয়া লইবার পর তুমি আমার নিকট না আসিবে, তবে আমি তোমাকে সর্বপ্রকারে পরাজিত হইবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিতাম। ১৫

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার উপর অভিশয় সম্মান প্রদর্শন করিয়াছ। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয় লাভ কর। ১৬-১৭

মহারাজ! আমি তোমায় কামনা পূর্ণ করিব। তোমার অভীষ্ট জানাইতে কি? বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ ত' আর করিতে পারি না। সুতরাং উহা ব্যতীত তুমি আর কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? ১৭

মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কিন্তু কাহারও দাস নয়। মহারাজ! ইহাই প্রকৃত সত্য। আমি কৌরবদের অন্ন খাইয়া বড় হইয়াছি। ১৮

সেই কারণে আজ বসুদানের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত আমার নিকট হইতে অন্য কি কামনা করিতেছ? আমি দুর্যোধনের হইয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু তোমার জন্য আমি যে প্রার্থনা করিব। ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার বিজয়কামনা করুন এবং আমার হিতের জন্য পরামর্শদান করুন, পরন্তু যুদ্ধে অবশ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকুন। এই বর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ২০

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! তোমার বিজয় ত' নিশ্চিতই হইবে, তাহাও সত্যই তাহাই ঘটিবে। আমি আজ্ঞা দিতেছি যে, তুমি যুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন হইল করিবে। ২১

যেখানে ধর্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, আর যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে জয়। যুধিষ্ঠির! তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আরও যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে বল, আমি তোমাকে কি উত্তর দিব? ২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমার অভিপ্রায়িক প্রশ্ন শ্রবণ

দ্রোণ উবাচ।

ন তেঽস্তি বিজয়স্তাবদ্ যুধ্যমানস্য মে রণে।
যদাত্ত নিধনং রাজন্ ধ্রুবং সর্ব সংশয়ৈঃ॥ ৫১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত তস্মাদ্ব্রবীমি ত্বাং ব্রহ্মোপায়ং ব্রহ্মবিদ্।
আচার্য্য প্রতিপদ্যস্ব যুধ্যমানো মহাহবে॥ ৫২

দ্রোণ উবাচ।

ন শক্যঃ ত্বাত্ত সংগ্রামে যো মাং হন্যাদ্ রণে স্থিতম্।
যুধ্যমানঃ পুনঃসঙ্ঘং শরবর্ষৈঃ সহস্রিণম্॥ ৫৩

ঋতে প্রায়ন্তবঃ রাজন্ শস্ত্রমস্ত্রবিদো রণে।
ইত্যাহুঃ যুধি যোধানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ৫৪

শস্ত্রং চাহং রণে ত্যক্ত্বা ক্ষত্রিয়া হ্যু বহুশ্রিয়ম্।
অন্যেভ্যস্ত্বাত্ত পুরুষাদ্যেভ্যঃ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ৫৫

৫৪-৫। আপনি যুদ্ধে সর্বদা অপরাজিত, সুতরাং আপনাকে আমি কিরূপে বধ করিব? ৫১

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! আমি যে পর্যন্ত শস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিব, সে পর্যন্ত তোমাদের জয়লাভ হইবে না। তুমি বীর পুরুষদের সহিত এরূপ প্রতারণা কর, যাহাতে অতি শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়। ৫২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো আচার্য! সৌভাগ্য আপনি আপনার বধের উপায় আমাকে বলুন। আপনাকে নমস্কার। আমি আপনার ইচ্ছামত প্রস্তাব করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছি। ৫৩

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! যখন আমি রথে উপবেশন করিয়া স্থির হইয়া বাণ বর্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ করিব, তখন যে ব্যক্তি আমাকে বধ করিতে পারিবে, এরূপ কোন পুরুষকেই আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৫৪

রাজন্! যখন আমি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া অচেতন হইয়া আমরণ অবসাদের জন্য উপবিষ্ট হইব, এরূপ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময়েই কেহ আমাকে বধ করিতে পারিবে না। এজন্য এরূপ বিশেষ অবস্থায় কোন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা আমাকে নিহত করিতে পারিবে। ইহা আমি তোমাকে সত্য সত্য বলিয়া দিলাম। ৫৫

যদি আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে হৃদয়ভেদী কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনিতে পাই, তবে অস্ত্র পরিত্যাগ করিব। আমি তোমাকে এই সত্য সংবাদই বলিলাম। ৫৬

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ তাবকানাং মহারথঃ।
অনুজ্ঞাপ্য তমাচার্যং প্রায়াদ্ রাজ্ঞো রথং প্রতি॥ ৫৭
সোঽভিবাদ্য কৃপং রাজা কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
উবাচ দুর্বচতরং বাক্যং বাক্যবিদাং বরঃ॥ ৫৮
অনুমানয়ে ত্বাং যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠং গুরো বিগতকল্মষঃ।
ভবেচ্চ বিপুলং সর্বানুজ্ঞাতস্ত্বয়ানঘ॥ ৫৯

কৃপ উবাচ।

যদি মাং নাভিজানীষে যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ম্।
সংপ্রয়াহি মহারাজ সমাত্তাবাহ সর্বশঃ॥ ৬০
অবশ্যং পুরুষো যাদৃগ্ ভাগধেয়ো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ যতোঽস্মাকমনেন কৌরবৈঃ॥ ৬১
তেষামর্থে মহারাজ যোদ্ধব্যমিতি যে মতিঃ।
অবধ্যাং ক্ষীণবদ্ ব্রহ্মাং যুধ্যমানং কিমিচ্ছসি॥ ৬২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরম বুদ্ধিমান্ দ্রোণাচার্যের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্মান করত রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্যের নিকট গমন করিলেন। ৫৭

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবার পর বাক্যবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দুর্বচ বীর কৃপাচার্যকে বলিলেন। ৫৮

বিশাল হৃদয়! আমি বাহাতে নিষ্পাপ হইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তাহার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার আদেশ পাইলে আমি সমস্ত শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিব। ৫৯

কৃপাচার্য বলিলেন,—মহারাজ যদি যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির নিশ্চয় করিয়া আমার নিকট তুমি না আসিতে, তবে আমি বাহাতে তোমার সর্বপ্রকারে পরাজয় হয়, তাহার জন্য শাপ দিতাম। ৬০

পুরুষ মাত্রেই হার, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা অতি সত্য কথা। সৌভাগ্য আমি কৌরবদিগের দ্বারা অর্থবান হইয়া পড়িয়াছি। ৬১

মহারাজ! অতএব আমি বিবেচনা করত স্থির করিয়াছি যে, আমি সৌভাগ্যবান হইয়াই যুদ্ধ করিব। সৌভাগ্য আমি মনুষ্যদেবের ন্যায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—যুদ্ধবিষয়ক মনোগতি। বল তুমি অস্ত্র আর কিছু আমার কি কামনা করিতেছ? ৬২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হন্ত পৃচ্ছামি ত্বে তাত যথাবাচার্যো ভূশং মে বচঃ।
উদ্যচ্ছন্ বাধিতো রাজা লোধাচ্চ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬

নকুল উবাচ।

যঃ পৌরবঃ প্রভুর্বাচ বিজয়ায়াশু বিক্রমিন্।
মরণোদ্যতং মহীপালং যুধ্যস্ব ভরতর্ষভ ॥ ১৭
শ্রীমন্তেঽতিশয়েনোক্তং তাত তব নরাধিপ।
অস্মাদ্বিদ্ধে ন্যধোপায় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৮
এবমুক্ত্বা মহারাজ পৌরবস্তু বিশাম্পতে।
অনুজ্ঞাতঃ কৃপং রাজ্ঞা প্রবিবেশ তদা নরাধিপ ॥ ১৯
স তমাবেদয়িত্বাথ কৃত্বা চাতিপ্রদক্ষিণম্।
উবাচ রাজা যুধ্যস্ব নিঃশেষেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২০

অনুবধ্নাতু যাং যুধ্যে যোৎস্যে বিগতসাধ্বসঃ।
তয়োঃ পু পরমং ত্রাণমনুজ্ঞাবচনং বিভূঃ ॥ ২১

নকুল উবাচ।

যদি যাং নাভিজানীথা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ম্।
শপেয়ং ত্বাং মহারাজ পরাসুত্বায় বৈ ভৃশম্ ॥ ২২
যুধ্যস্বাপি পুরস্কৃত্য যং কাঙ্ক্ষসি তমন্তক ভো।
অনুজানামি চৈব ত্বাং যুদ্ধায় জয়মাপ্নুহি ॥ ২৩
ত্রয়ি চৈব পরং বীর্যং কেবলে বিং যমাশ্রি ভো।
এবমুক্তো মহারাজ যুদ্ধায়ৈব বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৪
অথাস্য পুরুষো ভূত্বা শাসনাদ্ধর্ম এব কস্যচিৎ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মহারাজ যত্নোঽস্যাবধে ভৌমকৈঃ ॥ ২৫
অভিজ্ঞাসি ত্বি যে কামঃ তমিদানীং ব্রবীহি মে।
ধর্মরাজঃ প্রীতিমং যাং যুদ্ধায়ৈব বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহদ্ভয় মহারাজ নিত্যং মদ্বিজয়ৈষিণম্।
কামং যুধ্য পরস্মার্থে ধনমেবং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আচার্য! এইজন্য এতক্ষণ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির বাহিক হইলেন এবং তখন যেন ঈশ্বরের চেষ্টায় দূত হইল ও তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। ১৩

নকুল বলিলেন,—মহীপাল! ইহাতেই সেই সময় যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির কি বলিতে চাহে; তাই তিনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! আমি অবধ্য। যাও, যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ১৪

মহারাজ! তোমার এই আশ্রমে আমি অধিক কাল বাস করিয়াছি, অতএব আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া তোমার বিজয়ের জন্য তব কামনা করিব, এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ১৫

মহারাজ প্রজানাথ! ইহাতেও এই কথা শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে অনুজ্ঞাপূর্বক যথায় যেখানে মহারাজ পদ্ম আছেন, সেই দিকে চলিলেন। ১৬

হৃষ্টচিত্ত বীর পদ্মকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিজের হিতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৭

হৃষ্ট বীর! আমি নিশ্চয় হইয়া যাহাতে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্য আমি আপনার অনুমতি চাহিতেছি। রাজন্! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি সকল শত্রুদিগকে যুদ্ধে

জয় করিতে পারিব। ১৮

পদ্ম বলিলেন,—মহারাজ! যুদ্ধের জন্য স্থির লক্ষ্য করিয়া পর পর তুমি আমার নিকট এ আসিবে, তবে আমি যুদ্ধে পরাজিত হইবার জন্য তোমাকে অভিশাপদান করিব। ১৯

আমি বদ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার অধিক সম্মান করিয়াছ। তুমি যাহা কামনা করিতেছ, তোমার তাহা পূর্ণ হউক। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যুদ্ধ কর এবং বিজয়প্রাপ্ত হও। ২০

বীর! তুমি আরও কিছু বল, কিরূপে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে? আমি তোমাকে কি দান করিব? মহারাজ! এরূপ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রবর্তনিয়া দ্বারা আর কি তুমি আমার নিকট আশা করিতেছ? ২১

পুরুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে। মহারাজ! ইহা সত্য কথা। আমি কৌরবদের দ্বারা অর্থ দ্বারা হইয়াছি ২২

এইজন্য আমি তোমাকে নকুলকের ন্যায় বলিতেছি। বল, তুমি যুধিষ্ঠিরের মনোরথিনী বাহীক অন্য আর কি আমার নিকট কামনা করিতেছ? কামিনের! আমি তোমার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিব ২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনার নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি প্রতিদিন আমাকে উত্তম হিতবাক্য পরামর্শ প্রদান করিবেন। বীর ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ আপনি অবধ্য হইয়া করুন ২৪

শল্য উবাচ।

কিমত্র চিত্রং রাজেন্দ্র যৎ ত্বমেবং নৃপত্তমম্।
ব্রূয়াঃ যোধয়ন্ পরমার্থে যদ্ধোঽর্থেনেতরেণ বৈ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স এব যে মহান্ শল্য উপায়ো বধহা কৃতঃ।
সূতপুত্রস্য সংগ্রামে ভার্গবাস্ত্রোপবৃংহিতঃ ॥৮৬
(যং হি মোক্ষ্যতি সূতস্তে সূতপুত্রস্য সায়কম্।
দুর্যোধনো মহৎ পুণ্যমিতি যে নৈষ্ঠিকী মতিঃ)

শল্য উবাচ।

সম্পাদয়ামি তে কামং কুন্তীপুত্র যথেপ্সিতম্।
যচ্চ ব্রূষাৎ বিজয়ঃ প্রতিজ্ঞানে বচস্তব ॥৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

অনুজ্ঞাতস্তু কৌন্তেয়ো মাদ্রীপুত্রং যুধাংপতিম্।
নিরক্ষয়ত যত্তৈস্তান্ ভারতি: পরিঘায়তঃ ॥৮৮
যত্রেতরেষাং ভাবেষামাত্মনশ্চাভিরক্ষণে বৈ।

তত এনমুবাচেদং পাণ্ডবার্থে যতব্রতঃ ॥৮৯
ভ্রাতঃ যে কর্ণ ভীষ্মস্য দ্বেষাৎ বিদ্ধি ন যোৎস্যতে।
তস্মান্ যত্নস্ত যাবেন যাবদ্ ভীষ্মো ন হন্যতে ॥৯০
হতে তু ভীষ্মে রাধেয়ং পুনরেষ্যসি সংযুগে।
যাতরাষ্ট্রস্য সাহায্যং যদি পশ্যসি তেঽনঘ ॥৯১

কর্ণ উবাচ।

ন বিদ্যিতং করিষ্যামি যাতরাষ্ট্রস্য কেশব।
তাত্ত্বপ্রাণং হি মাং বিদ্ধি দুর্যোধনহিতৈষিণম্ ॥৯২

সঞ্জয় উবাচ।

উক্ত্বা বচনং কৃষ্ণঃ সাত্যকির্ভরতর্ষভ।
যুধিষ্ঠিরপুরোগৈস্তু পাণ্ডবৈঃ সহ সঞ্জয়ঃ ॥৯৩
অথ সৈন্যস্য মধ্যে তু প্রাক্রোশৎ পাণ্ডবাগ্রজঃ।
যোদ্ধুকামঃ রণোদ্রিক্তঃ হরন্ হরন্ মহাবলান্ ॥৯৪
অথ তান্ সমতিক্রম্য মুহুর্মুহুরিবরবীৎ।
ধীমান্ ধর্মরাজানং কুন্তীপুত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৯৫

শল্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! বল, এ বিষয়ে আমি তোমার কি সাহায্য করিব? কৌরবগণের অর্থে আমি যাহা আছি; সুতরাং আমি নিজের ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ও তোমার বিপক্ষে হইয়াই করিব। ৮৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মামা! যখন যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ চলিতেছে, তখন আপনি আমাকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর আমার পক্ষে আবশ্যক। যে সময় সূতপুত্র কর্ণের সহিত আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় আপনি তাহার উৎসাহপূর্ণ প্রস্তাব-বাক্য বলিয়া দিবেন। ৮৯

(মামা! আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখনকার সেই কর্ণার্জুনের যুদ্ধে দুর্যোধন নিশ্চয়ই আপনার হাত পরাক্রমশালী বীরকে অবশ্যই সূতপুত্র কর্ণের সারথিকর্ম করিতে বলিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।)

শল্য বলিলেন,—কুন্তীপুত্র! তোমার এই অভীষ্ট অবশ্যই পূর্ণ হইবে। যাও, নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার বাক্য পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম। ৯৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে নিজের দ্বারা অন্যের পক্ষের অনুমতি লইয়া রাজপদে পরিবেষ্টিত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই বিপক্ষ সৈন্যবাহিনী হইতে বহির্গত হইলেন। ৯৮

এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধমান ভাতাদিগের কর্মে নিবিষ্ট মনস্ক হইলেন। সেখানে যাইয়া আবার শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের হিতের জন্য উদ্যমের এই কথা বলিলেন। ৯৯

কর্ণ! আমি শুনিয়াছি যে, তুমি ভীষ্মের সহিত দ্বেষবশতঃ যুদ্ধ করিবে না। রাধানন্দন! এখন পরিস্থিতিতে যতক্ষণ না ভীষ্ম নিহত হন, ততক্ষণ তুমি আমাদের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ কর। ৯০

রাধানন্দন! যখন ভীষ্ম নিহত হইবেন, সেই সময় তুমি যদি যুদ্ধে যাও, তবে পুনরায় দুর্যোধনের সহায়তার জন্য চলিয়া আসিবে। ৯১

কর্ণ বলিলেন,—কেশব! আপনার দ্বারা উচিত যে, আমি দুর্যোধনের একজন হিতৈষী। প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য আমি নিজ প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তাঁহার অপ্রিয় আমি কখনই করিতে পারিব না। ৯২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! কর্ণের এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন। ৯৩

তখনকার যোদ্ধা পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সৈন্যগণের মধ্যে প্রস্থানপূর্বক যাইবার সময় বলিলেন—যদি কোন বীর মহাবলবান্ শত্রু আমাদের পক্ষ গ্রহণ করেন, তবে আমিও তাঁহাকে বীরত্ব বলিয়া মানিব। ৯৪

সেই সময় শত্রুনিধনে দৃঢ় সংকল্প পাণ্ডবগণের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ৯৫

অহং যোৎস্যামি তবতঃ সাধুনে দৃঢ়বাহুনা।
যুদ্ধশৌণ্ডং মহারাজ যদি মাং নানুমেনসে ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতি সখে যোৎস্যামস্তব ভ্রাতৃনরাধিপান্।
মুহূর্তো বাহুবেগেন বলঞ্চ তব দর্শয়ঃ ॥ ২৭
যথোক্তং তব মহাবাহো যুধ্যস্ব মম কারণাৎ।
যদি নিগ্রন্থ তত্রস্থ দৃঢ়বাহুনা দৃঢ়ম্ ॥ ২৮
তত্রবাস্যান্ বাজপুত্র তত্রমানান্ মহারথে।
ন তবিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ধার্তরাষ্ট্রোঽত্যমর্ষণঃ ॥ ২৯

নকুল উবাচ।

তথো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং প্রিয়বাদিনম্।
(স নস্তাপিতি মন্যুনো যুধিষ্ঠিরবচঃক্ষমা)
ক্ষমায় পাণ্ডুপুত্রাণাং সেনাং বিজ্ঞায় দুর্মুখম্ ॥ ১০০
(অবদন্ ধার্তরাষ্ট্রস্য কুলমন্ত্র কর্ম দুষ্কৃতম্। -
সেনামধ্যে হি তৈঃ সার্ধং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।)

নিষ্পাপ মহারাজ! যদি আপনি আমাকে প্রহণ করেন, তবে আমি এই যুদ্ধে আপনাদের হইয়া ধনঞ্জয়পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিব। ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুব্রত! তুমি এস, এস। আমরা সকলে মিলিত হইয়া তোমার এই দৃঢ় বাহুবলের সহিত যুদ্ধ করিব। এই কথা আমরা ও বাসুদেব সকলেই বলিয়াছি। ২৭

মহারাজ! আমি তোমাকে প্রহণ করিলাম। তুমি আমার ভক্ত যুদ্ধ কর। রাজা দুর্যোধনের যেরূপ সম্পত্তি ও সৈন্যসংগ্রহ ছিল। (আজ-উপস্থিত) তোমাকে অবলম্বন করিয়াই থাকিব দেখিতেছি। ২৮

মহাবাহো! আমরা তোমাকে নিজের করিয়া লইয়াছি। তুমিও আমাদিগকে নীরোগ কর। অথবা কৌরবী দুর্যোধন এখন আর এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিবে না। ২৯

নকুল বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের কথা সত্য জ্ঞান করিয়া আপনার সকল পুত্রকে আগে করত তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে চলিয়া যাইবেন। ১০০

(তিনি তখন দুর্যোধনের পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে করিতে দুর্মুখ নিজের করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদেরই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

তথো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং প্রিয়বাদিনম্।
অব্রবীৎ কথং দুর্যো বীরিবং তবকোজ্জলম্ ॥ ১০১
প্রত্যাগচ্ছন্ত তে সর্বে যথেমান্ পুরুষর্ষভাঃ।
তথো ব্যাহ যথাপূর্বং প্রত্যাগচ্ছন্ত তে পুনঃ ॥ ১০২
অথাব্রবীন্ দুন্দুভীংশ্চ পরমর্দ্ধেব সুস্বরান্।
সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ বিনেদুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৩
রথবান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রেক্ষ্য পার্থিবাঃ।
দৃষ্ট্বাত্মানঞ্চ সর্বে পুনর্হৃষিরে তদা ॥ ১০৪
গৌরবং পাণ্ডুপুত্রাণাং বাসুদেবঞ্চ মানদম্।
দৃষ্ট্বা মহীক্ষিতশ্চক্রু পূজয়াকৃতিভিস্তদা ॥ ১০৫
সৌহৃদঞ্চ কৃপাং চৈব প্রাপ্তকালং মহাযশাঃ।
দধার ভারতীং সেনাং কবয়াকৃতিভির্বপুঃ ॥ ১০৬
সাধু সাধিতি সর্বত্র নিষ্ক্রোশঃ সমজায়তাঃ।
বাচঃ পুণ্যাঃ শ্রোতিসুখা মনোজ্ঞস্বরবর্ণাঃ ॥ ১০৭

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবলের সহিত অগ্রসর হইয়া স্বয়ং নির্দিষ্ট ভাগেতেজন্য ব্যবস্থাপন করিলেন। ১০১

তাহার পরিবর্তে যোদ্ধা পুরুষগণ নিজ নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় পূর্বোক্তরূপে ব্যূহ রচনা করিলেন। ১০২

সেই সেই পুরুষগণ পরে পরে দুন্দুভি ও মহাভেরী বাজাইতে লাগিলেন এবং নানাবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১০৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে পুনরায় এরূপ ধ্বনিত করিতে দেখিয়া রাজগণ প্রফুল্লিত হৃদয়বিশিষ্ট হইলেন। ১০৪

মানদাতা পুরুষগণের সম্মানকারী পাণ্ডবদিগের সেই গৌরব দেখিয়া সকল মহীপতিগণই তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১০৫

তখন মহাযশা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৌহার্দ, কৃপা, সময়োচিত কর্তব্যতাজ্ঞান এবং আকৃতিগণের প্রতি অভিলাষ দেখা—এই সব আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১০৬

সমস্ত পাণ্ডবগণের অঙ্গ সর্বদিক্ হইতে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ ও প্রশংসাপূর্ণ "সাধু সাধু" এই কথা বহির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা এরূপ শব্দ যে বাক্য উচ্চারিত হইতে লাগিল যে, তাহা মন ও শ্রবণের সুখকর হইয়া থাকে। ১০৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মাভিপ্লবনে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(কৌরব-পাণ্ডবানাং প্রথমদিবস্য যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্ ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং বূঢ়েষনীকেষু মামকেষিতরেষু চ।
কে পূর্বং প্রাহরংতত্র যুযুধুঃ পাণ্ডবা নু কিম্ । ১

সঞ্জয় উবাচ।

আকৃতিঃ সদৃশো রাজন্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
ভীষ্মং প্রত্যুদ্যযৌ হৃষ্টো প্রথমো সহ সেনয়া । ২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে ভীমসেনপুরোগমাঃ।
ভীষ্মমেব মুখনিঘ্নাঃ প্রথমুর্জেতুমাহবে । ৩
ভেরীঃ কিলকিলাশব্দাঃ শঙ্খাশ্চ মেঘনিঃস্বনাঃ।
ভেরীমৃদঙ্গপটহা হয়নূপুরনিঃস্বনাঃ । ৪

উভয়োঃ সেনয়োর্হ্লাদঃ শব্দস্তোয়ান্ সমাক্ষিপৎ।
যদ্ধ তান্ প্রতিনর্দন্তঃ পৃথুলাঃ সহসা নরাঃ । ৫
মহাত্মানীকানি মহাসমুদ্যমে
সমাগমে পাণ্ডব-ধার্তরাষ্ট্রয়োঃ।
চকম্পিরে শঙ্খ-মৃদঙ্গনিঃস্বনৈঃ
প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা । ৬
নরেন্দ্র-নাগাশ্ব-রথানুমানা-
মহাত্মনামাপতিতৈ র্মহদ্ভিঃ।
বভূব ঘোষস্তুমুলস্তদুল্বণো
বারোর্যথা নামনিব সাগরান্তে । ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

(কৌরব-পাণ্ডবগণের প্রথম দিবস যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণন।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! একণে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবেরা নিজ নিজ সৈন্যদিগকে যখন যুদ্ধার্থে স্থাপিত করিল, তখন কোন্ পক্ষ প্রথমে আরম্ভ করিল, কৌরবেরা কিংবা পাণ্ডবেরা? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তোমার সহিত আমার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া যখন করিতে লাগিলেন। ২

এই প্রকারে সমস্ত পাণ্ডবগণও ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় প্রথমতঃ আক্রমণ করিলেন। ৩

তাহাতে সেই উভয়পক্ষের সৈন্য মধ্যে সিংহনাদ, কিলকিলাশব্দ ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঘোড়ার নূপুর প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি এবং শঙ্খ ও হস্তিগণের গর্জনধ্বনি মিশ্রিত হইল। পাণ্ডব সৈন্যেরা আমাদের আক্রমণ করিল এবং আমরাও বিপক্ষ ধ্বংস করিতে করিতে তাহাদের উপর পড়িতে লাগিলাম। এইরূপে তখন অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ৪

ভীম বাহুবাস্ফোট করিয়া মহাযুদ্ধ করিবার অভিলাষে পুত্রসহ ও পাণ্ডবগণের বিপক্ষ সৈন্যবাহিনী প্রতি বারে বন্দিত হওয়ায় তাহার শব্দ ও হস্তের শব্দ মিশ্রিত হইতে লাগিল। ৫

মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণ এবং ইতস্ততঃ পূর্ণ উভয়পক্ষের সৈন্যকুল সেই সমরসময় মুহূর্তে যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন বায়ুর উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহাদের তুমুল কোলাহল চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৭

তস্মিন্ সমুদ্যতে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।
ভীষ্মসেনো মহাবাহুঃ প্রাক্রমৎ লোকুলো যথা ॥ ৮
পদ্ম-ঋষ্ট্যুষ্টিনির্ঘাতৈঃ বাহুবেগৈশ্চ কুঞ্জরম্।
নিঘ্নন্নেকঃ সৈন্যনোঃ ভীমসেনস্তরোচতাধুঃ ॥ ৯
ইয়ানাং ত্রেষমাণানামনীকেষু সহস্রশঃ।
সর্বানন্যান্ সমুল্লঙ্ঘ্য ভীমসা নমতঃ পদঃ ॥ ১০
তং দৃষ্ট্বা নিনদং তস্য সৈন্যাস্তস্য বিশেষতঃ।
ভীমসেনস্য নদতঃ সাক্ষাদশনিসমস্বনম্ ॥ ১১
বাহনানি চ সর্বাণি শত্রুসৈন্যানি সর্বশঃ।
সঙ্ঘেন তস্য বীরস্য নিঘ্নন্তেবেতরে বৃকাঃ ॥ ১২
দর্শয়ন্ ঘোরমাত্মানং মহাস্ত্রমিব নাশয়ন্।
বিভীষয়ংস্তব সুতান্ ভীমসেনঃ সমন্ততঃ ॥ ১৩
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং লোকপাল্যাঃ পরাক্রমৈঃ।
ভাবয়ন্তঃ শরব্রাতৈরেষা ইব নিবারয়ন্ ॥ ১৪
দুর্যোধনস্তু সুমহৎ দৃষ্ট্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্।
ভীমসেনস্তাতিবলস্তা দুর্মর্ষো নৃপ ॥ ১৫
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ সৌমদত্তিশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৬
মহাচাপানি ধুন্বন্তো যেষা ইব সবিদ্যুতঃ।
আরুরাবাস্য নারাচান্ নির্ভিন্দাদীবিরোপমান্ ॥ ১৭
(অন্যত্রঃ পাণ্ডবেনাথ ভবিষ্যন্ পৃথিবীক্ষিতঃ ॥)
অথ যে দ্রৌপদীপুত্রাঃ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পৃষ্ঠগোপাস্ত পার্শ্বতঃ ॥ ১৮
ধার্তরাষ্ট্রান্ প্রতিযযুর্হন্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
বজ্রৈরিব মহাবেগৈঃ শিখরাণি মহাদ্রিভান্ ॥ ১৯
তস্মিন্ প্রবর্তমানে তু ভীমস্যায়তনিঃস্বনে।
আরবানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥ ২০
লাঘবং ত্রোণশিষ্যাণামস্ত্রাণাং তত্ত্বদর্শনম্।
বিবিক্তযোধিনো হৈব সর্বাস্ত্রেষ্বজয়ং নৃপ ॥ ২১

সেই ঘোরদর্শনী মহৎ সৈন্য যখন উদ্যত হইলেই মহাবাহু ভীমসেন বৃকের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

ভীমসেনের সেই গর্জন পদ্ম ও ঋষ্টি প্রভৃতির ঘর্ষণে পৃথিবী কম্পিত হইল এবং অন্যান্য সৈন্যদিগের সিংহনাদকে দমাইয়া দিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

সেই সৈন্যসমূহের হাতার হাতার মধ্যে যেমনি হইতেছিল, কিন্তু ভীমসেনের সিংহনাদ সেই সকলকেও দমাইয়া দিয়া শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১০

যিনি যেদের সমূহ মহাবেগকে গর্জন-গর্জন করিতেছিলেন। তাহার এই গর্জন ইন্দ্রের বজ্রনিষ্ঠুন্য ভয়ানক ছিল। তাঁহার এই সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল ॥ ১১

যেমন সিংহের শব্দ শুনিয়া অন্য বনচারী পশুরা ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বীর ভীমসেনের গর্জনে ভীত হইয়া কৌরব সৈন্যের সমস্ত যানবাহন-মৃগসমূহ পলায়ন করিয়া ফেলিল ॥ ১২

মহাবেগের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে, গর্জন করিতে করিতে এবং আপনার পুত্রগণকে ত্রস্ত প্রদর্শন করিতে করিতে ভীমসেন কৌরবসৈন্যের দিকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

মহাধনুর্ধর ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া দুর্যোধনের ভ্রাতৃগণ যাঁহারা লোকপালদিগের ন্যায় পরাক্রমশালী তাঁহারা শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

হে নৃপ! আপনার পুত্র দুর্যোধন, দুর্মুখ, দুঃশল, অতিবল দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ ও সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা—ইহারা সকলে নিজ নিজ বিশাল ধনুক টঙ্কারিতে টঙ্কারিতে ও প্রচণ্ড বিষের সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান বাণকে হাতে গ্রহণ করিয়া বিদ্যুৎ-প্রভৃতির যেমের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। এই সময় দ্রৌপদীপুত্রগণ সাত্যকিসৌভদ্র সমূহে (ভীমসেনকে বেষ্টিয়া) অবস্থান হইলেন ॥ ১৫-১৭

আপনার দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি—এই সব যোদ্ধারা মহাবলশালী ভীম বাণসমূহ দ্বারা পর্বতসকলের শিখরদেশের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পীড়া দান করিতে করিতে তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেই প্রবল সংগ্রামে যখন ভয়ানক সাইসার ও ভারদ্বাজের সব হইতে লাগিল, তখন আপনার ও পাণ্ডবদের সৈন্যদলের কোন যোদ্ধাই মুখ হইতে বিমুখ হইলেন না ॥ ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমি দ্রোণাচার্যের সেই শিষ্যগণের

নোপলভামহি বিষোঢ়ো বহুধাঃ কৃজতাঃ তথা।
বিনিঃশ্বসন্তঃ সরা ভীতা জ্যোতীংষীব নভস্তলাৎ ॥ ২২
সর্বে বয়ং মহীপালাঃ প্রেক্ষকা ইব তারত।
দদৃশুর্ধর্মীক্ষ্ণ তং ভীষ্মং জ্বলিতমাত্মনম্ ॥ ২৩
তত্রস্থে জামদগ্ন্যস্তু পরস্পরকৃতাগসৌ।
অন্যোন্যস্পর্ধিনৌ দৃষ্ট্বা যাচমানৌ মহারথৌ ॥ ২৪
কুরু-পাণ্ডবসেনে তে হন্যাতাং বলশালিনে।
ততস্তাভ্যাং হবেণীব পটে চিত্রার্পিতে ইব ॥ ২৫
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে প্রগৃহীতশরাসনাঃ।
সহসৈন্যাঃ সমাদেশুঃ সূত্রস্থ তব শাসনাৎ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেণ চাদিষ্টে পার্থিবাস্তে সহপ্রগঃ।
বিনিঘ্নন্তঃ সমাদেশুঃ সূত্রস্থা তব বাহিনীম্ ॥ ২৭
উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে সৈন্যানাং স সমাগমঃ।
অন্তর্ধীয়ত ভামিত্রঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৮
প্রযুধ্যমানাঃ প্রহরাবাঃ সূর্যরশ্মিভাবপি।
নাত্র শেকুঃ পরেষাং বা বিশেষঃ সমদৃশ্যত ॥ ২৯
তস্মিংস্তু তুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়াবহে।
অভিনদ্যাথ শীঘ্রাণি পিতা তেজস্বিনোঽবেচত ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যুধ্যারম্ভে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা দেখিলাম। তাঁহারা অতিশয় ভীত মনিতে বল নিরূপণ করিতে ও লক্ষ্যস্থানে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেখানে তখন ঠাহরানিমূর্ত সূর্যরশ্মির পক্ষ তফাতে যাত্র হইল না। আকাশে বজ্রাবর্তের ন্যায় সেই সব বহু হইতে প্রতীত বলসমূহ অবিরত বাহির হইতে লাগিল ॥ ২২

হে ভারত! অত্র সব ক্ষত্রিয়গণ সেই জামদগ্ন্যদের তুমুল ধনুর্যুদ্ধ আকাশস্থ গ্রহদের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বহু অপরাধ করিয়াছিলেন। তখন সেই দুই বিষ্ণু তুল্য হইতে থাকিলে এই মহাবীরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধে অগ্রসর হইবার তরে বিশেষ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

হে রাজা, অত্র ও তখন পরিপূর্ণ কৌরব-পাণ্ডবগণের এই সৈন্যবাহিনী পটে অঙ্কিত চিত্রিত সৈন্যসমূহের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধনের আদেশে অত্র সব রাজারা হইতে সহসা প্রবল হইয়া সৈন্যবাহিনীর সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

এদিকে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি পাইয়া সমস্ত সমর্থ রাজগণ বধ করিতে করিতে আপনার পুত্রের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৭

এই উভয় পক্ষের সৈন্যগণের সেই সংগ্রাম অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। তখন সৈন্যোত্থিত ধূলিজালে আচ্ছাদিত হইয়া সূর্যদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ২৮

সেই সময় কিছু দেখা দূর করিতে ছিল, কিছু আবার পলায়ন করাইয়া এবং কিছু দেখা পলায়ন দিয়া দূরবার ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই বিষয়ে আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যাইল না ॥ ২৯

যে সময় সেই অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, সেই সময় আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তীব্র ভেরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের যুদ্ধারম্ভবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশাঽধ্যায়ঃ।

(উভয়পক্ষীয়-সৈন্যানাং যুদ্ধমুদ্যমঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

পূর্বাহ্নে তত্র কৌরব্য যুদ্ধমাসীদ্বিশাম্পতে।
প্রাবর্তত মহারৌদ্রং যোধানাং দেহনাশনম্ ॥ ১
কুঞ্জরাঃ সাদিনশ্চৈব শিক্ষিতাশ্চ পরস্পরম্।
নিঘ্নন্তো বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ বিবিধুশ্চৈব সায়কান্ ॥ ২
আদায় বিবিধাংশ্চাপি শরজালশতৈরপি।
তস্মিন্ সংগ্রামে তুমুলে ব্যাকুলে লোমহর্ষণে ॥ ৩
ব্যচরন্ত রথিনশ্চাপি সূতপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
তথৈব পাণ্ডবস্যাপি যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৪
তত্রাস্তিকরণাশ্চৈব জ্ঞাতয়শ্চ তবৈব হি।
পাঞ্চালাশ্চ সপাঞ্চালা যুধ্যন্তে স্ম পরস্পরম্ ॥ ৫
কেচিদ্ভূশমিবাক্রান্তা আয়ুধানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
হস্ত্যশ্বস্য নাদানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥ ৬
তস্মিন্ সম্মর্দিতে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।
বহুধা ধর্মবিধ্বংসে পঞ্চত্বনিরপেক্ষিণাম্ ॥ ৭

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

(উভয় পক্ষ সৈন্যের ঘোর যুদ্ধ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! সেই সময় কিরূপ প্রবলভাবে মহাযশাগণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহাতে যাহাদিগের শরীর নিক্ষেপ হইয়াছিল। ১

কৌরব ও পক্ষবর্দ্ধনীয় যোদ্ধগণ পরস্পর পরস্পরকে বধসাধন করিবার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই সিংহনাদ পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিনাদিত করিতে লাগিল। ২

সেই সময় হস্ত ও পথের অধিক সহিত সৈন্যগণের কিরূপ পথ উচিত হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি পর্যবেক্ষণকারী যুদ্ধগণের বিবেচনাও হইতে লাগিল। ৩

তখনকার: তখনকার পাঞ্চাল উচিত জগৎ পথ, পাণ্ডবি সৈন্যগণের পাঞ্চালেরা পথ, উভয়ের ক্রুদ্ধ অন্যান্যের হোমাগ্নি, যুদ্ধীদিগের ঘোষ (কথা) ও অস্ত্রের পথ, অস্ত্রসমূহের ঘনঘন পথ এবং পরস্পরের প্রতি নাদিত বলবাক্যগণের পক্ষীনাদ—এই সব পথ মিলিত হইয়া এমন এক ভয়ানক রব উঠিল, যাহা শরীর রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দেয়। সেই অবস্থায় রক্তসমূহের জন্য মেঘের বিষ্টি পর্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৪-৬

যে মনঃ কুরুমাত্রার সমভিব্যাহারীবিতাঃ।
পাণ্ডবানন্যাবর্তন্ত সর্ব এবোদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৭
অথ পাণ্ডবযো রাজন্নয়ুধ্যতাং ঘনস্বনম্।
প্রবৃত্তে কাম্যুকঃ ঘোরঃ কালযোগোপমঃ রণে ॥ ৮
অন্যোন্যমপি যত্তন্তি পাণ্ডবাঃ লোকবিশ্রুতম্।
অন্যত্রাপাক্ত ভেরবী পাঞ্চেঃ ধনুর্ধ্বনি ॥ ৯
তাবুভৌ কুরুসার্দূলৌ পরস্পরবৈরিণৌ।
পাঞ্চেয়স্তু রণে শাস্তঃ বিদ্ধা নাকম্পতে মনী ॥ ১০
তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ ভীষ্মঃ নাকম্পত যুধি।
সাত্যকিস্তু রণেরাজঃ কুরবীণামনীকাগ্রে ॥ ১১
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধঃ তুমুলঃ লোমহর্ষণম্।
সাত্যকিঃ কুরবনাং কুরবশ্চ ন সাত্যকিম্ ॥ ১২

সেই সময় কৌরব সৈন্যেরা নিজের মনকে কঠোর করিয়া প্রাণের পর ভয়ত উচ্চ করিয়া পাণ্ডবদলের উপর পড়িয়া পড়িল। ৭ -

রাজন্! তখনকার পাঞ্চালগণ তীব্র সেই যুদ্ধভূমিতে কালান্তের ন্যায় ভীষণ শস্ত্র গ্রহণ করিয়া অর্জুনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ৮

এদিকে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ অর্জুনও তাঁহা লোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের সম্মুখভাগে পরাক্রম তাঁহার দিকে ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন। ৯

তখন এই কুরুসত্তমেরা উভয়েই পরস্পরের বধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। বলবান্ ভীষ্ম যুদ্ধে অর্জুনকে অগ্রসর করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। ১০

রাজন্! সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধ হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই। অপর দিকে মহারথগণের অগ্রণী সাত্যকি কুরুসেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ১১

তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় তখনও সাত্যকি কুরুবধের এবং তখনও কুরুবর্গ সাত্যকিকে তাহাদের বাসনমূহ আঘাত করিতে করিতে পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ১২

আসন্দ্যাং তু পরেষোর্বৈদ্যকরাণৌ পরন্তপৌ।
তৌ পরাচিতসর্বাঙ্গৌ তত্তত্রাতে মহারথৌ ॥ ১৩
বন্ধস্তে মুখ-পরণৌ মুখিরাবিব কিংশুকৌ।
অভিমন্যুর্মহেষ্বাসঃ সুহৃদ্বলসমাবৃতঃ ॥ ১৪
তত্তঃ কোশলরাজানাবভিমন্যুবিশাম্পতে।
অন্তকঃ চিক্ষেপ সমরে সায়কিং ক্রপণাতয়ন্ ॥ ১৫
সৌভদ্রস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাতিতে ভ্রাতরি প্রভো।
বৃহদ্বলং মহারাজ বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অথাপরাভ্যাং তীক্ষ্ণাভ্যাং নিতীক্ষ্ণাভ্যামরিন্দমঃ।
ধনুষেকেন চিক্ষেপ সাক্ষিমেকেন সারথিম্ ॥ ১৭
অন্তোক্তস্য শরৈঃ ক্রুদ্ধৌ ততক্ষাতে পরন্তপৌ।
মানিনৌ সমরে বৃদ্ধৌ কুরুণৈরঃ মহারথৌ ॥ ১৮
ভীমসেনস্তু শুশ্রূষুর্যুবানমমরোপমম্।
তাবুভৌ নরশার্দূলৌ কুরুবৃদ্ধৌ মহারথৌ ॥ ১৯
অন্তোক্তং শরবর্ষাভ্যাং বর্ষমাণৌ ন্যবারয়ৎ।

তৌ বীক্ষ্য তু মহাত্মানৌ কৃতিনৌ চিত্রযোধিনৌ ॥ ২০
বিস্মিতঃ সর্বভূতানাং সমপদ্যত ভারত।
হুংশাসনস্তু নকুলঃ প্রাদ্রবদ্যত্র মাধবম্ ॥ ২১
অথিভিন্দিপালৈর্বাণৈঃ ক্ষুরপ্রৈর্নতপর্বভিঃ।
তস্য মাদ্রীসুতঃ কেতুং সশরং ধনুরাচ্ছিনৎ ॥ ২২
চিচ্ছেদ বিশিখৈর্বীরঃ প্রহসন্নিব ভারত।
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ ॥ ২৩
পুত্রস্তু তব দুর্ধর্ষো নকুলস্য মহারথে।
দৃশ্যমানস্তিসৃভিরে বাণৈর্মর্মভিদ্ভিরৈঃ ॥ ২৪
দুর্মুখঃ সহদেবস্য প্রাদ্রবদ্যত্র মাধবী।
বিব্যাধ পঞ্চবাণেন যমজৌ সমরে ॥ ২৫
সহদেবস্তুতো বীরো দুর্মুখস্য মহারথে।
শরেণ তূর্ণং তীক্ষ্ণেন পাতয়ামাস সারথিম্ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য সমরে যুদ্ধদুর্মদৌ।
ত্রাসয়েতাং শরৈর্ঘোরৈঃ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ ॥ ২৭

ভারত! এই দুই মহাবলশালী বীর তখন সর্বাগ্রে বাণবর্ষণে অন্যান্য যোদ্ধৃবৃন্দের গমন বন্ধ করিয়া পরস্পরের প্রতি শাণিত ক্ষুরপ্র-সদৃশ দুইটি ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু মহাবীর বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। প্রজানাথ! কোশলরাজ বৃহদ্বল সেই যুদ্ধে অভিমন্যুর অশ্ব ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন। ১১-১৪

মহারাজ! বীর রথের সারথি নিহত হইলে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু দুখিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি কুরুবংশের যশস্বী বীরে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

তাহার পরমুহূর্তে অভিমন্যু অন্য দুই তীক্ষ্ণ বাণে বৃহদ্বলের অশ্ব ছেদন করিলেন এবং অন্য এক বাণে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ও অপর এক বাণে সারথিকে বধ করিলেন। ১৬

তখন ঊরুদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। যুদ্ধে অভিমানশূন্যতাকারী মনিষি ও পূর্ব হইতে পরস্পরের আশ্রমে মহাবল পুত্র দুর্যোধনের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই দুই মহাত্মা মহাবল বীর যুদ্ধদুর্মদ প্রধান ছিলেন। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভারত! এই দুই মহাত্মা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বিপক্ষ বীরদিগের যুদ্ধ করিতে পারিতেন। সেই সময় ইহাদের দেখিয়া সমস্ত প্রাণীরই অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল।

দুঃশাসন অগ্রসর হইয়া মাদ্রীনন্দন নকুলের নিকটে উপস্থিত হইলে মাদ্রীনন্দন নকুলও তাঁহার প্রতি বাণবর্ষণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিলেন। দুঃশাসন অন্য ধনুঃ (১৯) বাণ গ্রহণ করিয়া আসিতে করিলেন।

তাহার পরমুহূর্তে পুত্র দুঃশাসন সেই মহাযুদ্ধে নকুলের অশ্বসমূহকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে ভূপাতিত করিলেন। ২০-২১

মহারাজ সহদেবের সেই মহাযুদ্ধে বীর বিপক্ষদলের অন্য অভিমন্যু প্রভৃতি করিতেছিলেন, তাঁহার নিকট আসিয়া পুত্র দুর্মুখ বাহির হইয়া বীর সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। ২২

তখন বীর সহদেব সেই মহাযুদ্ধে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দুর্মুখের সারথিকে নিহত করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ২৩

এই দুইজন যুদ্ধদুর্মদ বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের প্রতীক্ষা করিয়া পূর্বকৃত প্রতীকারবশতঃ অন্যের বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে ভীত করিতে লাগিলেন। ২৭

যুধিষ্ঠিরঃ পরং রাজা মন্ত্রয়ামাসমন্ত্রবিৎ।
তত্র মন্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ ত্বিজা নিত্যেব বাহ্নিষে ॥ ২৮

অথাপশ্যত্ততো রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অক্ষতং কার্মুকশ্রেষ্ঠং বেগবন্তং দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ২৯

ততো মন্ত্রেষ্বরঃ রাজা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তাবয়ামাস সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩০

গৃহীত্বাস্ত্রতরো দ্রোণমভ্যধাবত ভারত।
তত্র দ্রোণঃ পুনঃক্রুদ্ধঃ পরাবৃত্তরথং দৃঢ়ম্ ॥ ৩১

ত্রিধা চিচ্ছেদ সমরে পাঞ্চাল্যস্য চ কার্মুকম্।
শরং চৈব মহাঘোরং কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩২

প্রেষয়ামাস সমরে সোহস্য বাহে ন্যমজ্জত।
অথাস্যন্ বহুবাদায় সায়কাংস্তে চতুর্দশ ॥ ৩৩

দ্রোণঃ ক্রুদ্ধমুখস্তত্র প্রতিবিব্যাধ সাত্বতে।
তাম্রক্ষাক্ষঃ পুনঃক্রুদ্ধো চক্রতুঃ যুদ্ধমুত্তমম্ ॥ ৩৪

সৌমদত্তিং রণে খড়্গৈ ছত্রঞ্চ ধ্বজমেব চ।
অপাতয়দ্ধনুশ্চাস্য মহারাজ ছিধা বিশেতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৫

তদা বৈ ত্বরিতঃ বীরো নিবিষ্টেন রণে ক্ষুরম্।
সৌমদত্তিরথা খড়্গং জগ্রাহাশনিসন্নিভম্ ॥ ৩৬

ভ্রাতরাবন্তরম্ যুদ্ধে ঘোরতমে বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বাস্যোঃ সমরে পূর্বং যুদ্ধ-বাসনমোহিতৌ ॥ ৩৭

বাহ্লীকঃ তু রণে ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে।
অভ্যদ্রবদরেঃ রাজা দৃষ্টকেতুর্মহাবলঃ ॥ ৩৮

বাহ্লীকস্তু রণে রাজন্ দৃষ্টকেতুমমর্ষণম্।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৩৯

তেষিয়েত্ত সংক্রুদ্ধো বাহ্লীকঃ নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সমরে তূর্ণং মর্মজ্ঞো মর্মভিদ্ বিশম্ ॥ ৪০

তৌ তত্র সমরে ক্রুদ্ধৌ নর্দন্তৌ চ পুনঃ পুনঃ।
সমীয়তুঃ পুনঃক্রুদ্ধাবেরকমৃগাবিব ॥ ৪১

পরে রাজা যুধিষ্ঠির মহারাজ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! তখন মহারাজ তাঁহার সহায়কে বিদায় দিয়া বিদায় দিলেন ॥ ২৮

তারপর যুধিষ্ঠির দেই দ্বিজ সহজে ফেলিয়া দিয়া অন্য একটি বেগযুক্ত ও প্রকাণ্ড বহু ধনুক করিলেন এবং মহাপরাক্রমে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা মহারাজ দলাকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দাঁড়াও ॥ ২৯-৩০

হে ভারত! অনন্তরে গৃহীয়া দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর বিনষ্ট করিবার সাধনভূত গৃহীয়ার ধনুক বহুবে ছিন্ন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥

তারপর সেই যুদ্ধে তিনি দ্বিতীয় তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রের বার সমান করিলেন। এই বার গৃহীয়ার শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥

তারপর ক্রুদ্ধমুখ গৃহীয়া দ্বিতীয় ধনু লইয়া চতুর্দশ (১৪)টি সায়ক ফেলন করিয়া দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়ে অধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩৪

মহারাজ! বেগবান্ খড়্গ সেই যুদ্ধে বেগশালী সোমদত্তপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ধনু-বিহীন করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যুদ্ধে স্থির থাক, স্থির থাক ॥ ৩৫

বীর খড়্গ এই যুদ্ধে তুরিতবার শত্রুদের বিনাশ করিতে করিতে, তখন যুধিষ্ঠিরের অন্যের ধনুর্ধারীদের ধারণ করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গনে এইরূপে ভীষণ ও ভয়ানক যুদ্ধ সেই দুই অধিপতি বীরের মধ্যে অধিকতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭

মহারাজ! তখনকার যুদ্ধের ভয়ানক উপরে অপরিমিত আক্রমণকারী মহারথী দৃষ্টকেতু ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

রাজন্! অমর্ষশীল বাহ্লীক সমরাঙ্গনে বহু বাণ দ্বারা দৃষ্টকেতুকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

তখন ক্রোধান্বিত দৃষ্টকেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মর্মজ্ঞ সমস্ত নব্বই বাণ দ্বারা সেই যুদ্ধে বাহ্লীকের মর্ম-বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪০

সেই সময়ে এই দুই বীর পরস্পর অধিকার ছুটিয়া বেড়ান ও যুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

রাজন্! সৌভদ্রকর্ণাদয় দ্রুতবর্মা ঘটোৎকচঃ।
অলম্বুষো প্রদ্যুম্নবিরাট্ দ্রুপদঃ শত্রু ইরাবানে ॥ ৪২

ঘটোৎকচস্তথা দ্রুদ্ধো রাজন্ বঃ মহাবলম্।
নবভিঃ সাহৈকভীর্ণৈর্বাণরাসাদ তারত ॥ ৪৩

অলম্বুষস্ত সমরে তৈমসেনিং মহাবলম্।
ষড়ভা বাণজালেন শীঘ্রঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৪

ব্যাত্রদত্তস্তথা তত্রস্তো দ্রু সংযুগে শরবিক্ষতৌ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বলশক্রো মহাবলৌ ॥ ৪৫

বিন্দানুবিন্দৌ সমরে রাজন্ শ্রৌণিমুদ্রাধরৌ বলী।
অবধ্যাতা ততঃ দ্রুদ্ধৌ বিন্দভিন্দ্রপদ্বিতম্ ॥ ৪৬

নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন ক্ষুরং বিদ্ধা ধ্বজাগ্রজ।
বিন্দস্তাপি ততো রাজন্ শ্রোণপুত্রধনুশ্চ্যুতম্ ॥ ৪৭

নাদ্রাচেন সুতীক্ষ্ণেন ক্ষুরেণ নিশিতেন চ।
তৌ ভ্রাতৃধ্বজমাসাদ্য শরৈর্বিব্যধতুর্ভৃশম্ ॥ ৪৮

তমসঃ ক্ষুরেণ ক্ষুরং বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অবধ্যাত্ম ধনিতো রাজংস্তদা যুদ্ধমবর্তত ॥ ৪৯

বিরাটো তমসঃ তু শরবর্ষেণ তারত।
অবাকরং সুসংক্রুদ্ধো মেঘো বৃষ্ট্যা ইবাচলম্ ॥ ৫০

তমসস্তস্তবর্ণঃ বিরাটো পৃথিবীপতিম্।
ছাদয়ামাস সমরে মেঘঃ সূর্যমিবোদিতম্ ॥ ৫১

দ্রুপদস্তু তু কৈকেয়ঃ কৃপঃ শারদ্বতো রথী।
তং কৃপঃ শরবর্ষেণ ছাদয়ামাস তারত ॥ ৫২

সৌভদ্রঃ কৈকেয়ঃ ক্রুদ্ধঃ শরবৃষ্ট্যাভ্যপূরয়ৎ।
তাবকোস্তং সমরে দৃষ্ট্বা ধনুশ্চিত্বা চ তারত ॥ ৫৩

বিরথাবসিমুদ্যম্য সহসাভূতবিক্রমৌ।
অযোজয়তবম্ যুদ্ধং ঘোররূপং সুদারুণম্ ॥ ৫৪

দ্রুপদস্তু ততো রাজন্ কৈকেয়ং বৈ মহারথম্।
অলম্বুষস্তথা ভীমং পরমুদ্যম্য সত্বরঃ ॥ ৫৫

যেমন ইন্দ্র যুদ্ধে বলাসুর বৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, সৌভদ্র দ্রুতবর্মা ঘটোৎকচ তারত শত্রুপক্ষীয় অলম্বুষনামক রাক্ষসের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪১

হে তারত! ক্রোধে পূর্ণ ঘটোৎকচ সর্বাগ্রে যাহা সেই মহাশক্তিশালী অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ৪৩

তখন অলম্বুষও ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন-পুত্র ঘটোৎকচকে নব পর্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সত্বরতার সহিত আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৪

যেমন দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবল বলাসুর ও ইন্দ্র পরস্পরের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুই পরাক্রমের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অলম্বুষ ও ঘটোৎকচ শোভা প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৫

রাজন্! যখন বলশালী বিন্দী রাজকুমার শ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার উপর পতিত হইলেন, তখন অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া একটী তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা বিন্দের আগত বিন্দীরকে বাণদ্বারা আঘাত করত ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। মহারাজ! তখন বিন্দীও ঐরূপ একটী তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্য দ্বারা শ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আঘাত করিলেন। তারপর তাঁহারা উভয়েই সেই সময় দ্রুত নারাচ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৮

রাজন্! সেনাপতি বিরাট এই দ্রুত ভীষণ তমসকে তমসের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে দ্রুত বাধিয়া গেল ॥ ৪৯

তারত! বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তমসের উপর তীব্র বাণবর্ষণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন মেঘ পর্বতের উপর বারি বর্ষণ করিয়াছে ॥ ৫০

যেমন মেঘ বর্ষীভূত হইয়া সূর্যকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ তখন তমসক তমসরূপে নিজের বাণবর্ষণের দ্বারা পৃথিবীপতি বিরাটকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১

হে তারত! কৈকেয়রাজ দ্রুপদপুত্র উপর শরবৃষ্টির দ্বারা কৃপাচার্যকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং তীব্র বাণসমূহ দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলেন ॥ ৫২

তখন কৈকেয়রাজ দ্রুতবর্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের ধনুকটির দ্বারা কৃপাচার্যের আচ্ছাদিত করিলেন। তারত! এই দুই বীর তখন পরস্পরের অশ্বসমূহ ও সারথি মারিয়া ফেলিয়া রথহীন হইয়া পড়িলেন। এইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহারা পরস্পরের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ানক ও লোমহর্ষক যুদ্ধ বাধিয়া গেল ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্! অলম্বুষের পরাক্রমের ফলে পতিগত ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যুৎবেগে তমসকের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন তমসকও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৫৫

তমঃ সৈন্ধবকো রাজা দ্রুপদং বিবিধৈঃ শিখৈঃ।
আচ্ছাদয়ন্ সমরে স চ তং প্রত্যবিধ্যত ॥ ৪৬

অথোত্তমৌজসং যুদ্ধে ঘোররূপং মুকোদরম্।
ঈক্ষণপ্রীতিজননং তুরগাভ্যবহোদ্বিষ ॥ ৪৭

বিকর্ণস্য সুতস্তূর্ণং সুতসোমং মহাবলম্।
শতধারাঞ্জনৈর্বাণৈস্তূর্ণং বৃদ্ধমবর্তত ॥ ৪৮

বিকর্ণঃ সুতসোমস্তু বিদ্ধ্বা বাক্যমুবাচ হ।
সুতসোমো বিকর্ণস্য তদ্ধনুশ্চিচ্ছেদ হ ॥ ৪৯

সুদর্শনং মহারাজ ক্ষেমধূর্তিরনো মহারথঃ।
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥ ৫০

সুদর্শনস্তু মহারাজ ক্ষেমধূর্তিং মহারথম্।
নবভিঃ শরবর্ষেণ ব্যাকিরদ্ যুধি সংযুগে ॥ ৫১

ক্ষেমধূর্তিরপি ক্রুদ্ধঃ সুদর্শনং মহারথম্।
আজঘ্নে তমিষুভির্নবভির্মর্মভেদিভিঃ ॥ ৫২

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যস্তু পরাক্রান্তঃ পরাক্রমী।
অভ্যদ্রবত রাজেন্দ্র নকুলং যুদ্ধি বিক্রমৈঃ ॥ ৫৩

যৌধিষ্ঠিরস্তু সংক্রুদ্ধঃ সৌবলং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যধমন্নকুলঃ সংখ্যে মর্মদারণিভির্ভৃশম্ ॥ ৫৪

শকুনিঃ প্রতিবিন্ধ্যস্তু প্রতিবিধ্যন্তমাহবে।
ব্যধমন্নকুলং রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৫৫

সুতসিংস্তু রাজেন্দ্র কারোজানাং মহারথম্।
ক্রতুকর্মা পরাক্রান্তমভ্যধাবত সংযুগে ॥ ৫৬

সুতসিংস্তু সমরে সাহদেবিং মহারথম্।
বিদ্ধ্বা ব্যকম্পয়ত্ তূর্ণং সৈন্যমধ্যে পরন্তপম্ ॥ ৫৭

ক্রতুকর্মা ততঃ ক্রুদ্ধঃ কারোজানাং মহারথম্।
পরৈর্দুর্বিষহানন্যৈর্ব্যধয়ত্ সর্বতঃ ॥ ৫৮

ইরাবানপি সংক্রুদ্ধঃ ক্রতায়ুধমরিন্দমম্।
আজ্ঘ্নে সপ্তভির্বাণৈর্ধ্বজং চাস্যাচ্ছিনদ্ বলী ॥ ৫৯

শকুনি প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহাকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৪৬

এই উভয়ের অদ্ভুত তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেই যুদ্ধ তখন ভয় ও মনস্তাপের হেতুর ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ৪৭

আচার্যের পুত্র বিকর্ণ বেগবান্ অশ্বগণের সাহায্যে ভীমপুত্র মহাবলবান্ সুতসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন। তাহাতে তখন তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ৪৮

বিকর্ণ নিজ বাণসমূহ সুতসোমকে বিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপ সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের এই পরাক্রম তখন অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ৪৯

মহারাজ! পরাক্রমী মহারথ ক্ষেমধূর্তি পাণ্ডবগণের হিত সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুদর্শনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৫০

মহারাজ! সুদর্শনও তখন ক্রোধভরে ধনুষ্টঙ্কার করিয়া মহারথ ক্ষেমধূর্তিকে যুদ্ধে সজ্জিত হইতে ললকারিয়া দিলেন। ৫১

তখন ক্ষেমধূর্তিও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাযুদ্ধে নিজ বাণসমূহে সুদর্শনকে ঘোরতররূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেমন মেঘের অন্তরালে পর্বতকে সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৫২

বাণের দ্বারা পরাক্রমী শকুনি পরাক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি অসংখ্য নিশিতাগ্র তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ আক্রমণের দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ৫৩

যেরূপ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে শম্বরকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া তখনই শকুনিকে নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৫৪

যুদ্ধে বলবিক্রমশালী প্রতিবিন্ধ্যকে পরম বুদ্ধিমান্ শকুনি সত্বরই বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৫

রাজেন্দ্র! ধর্মপুত্র ক্রতুকর্মা সহদেবপুত্র শ্রুতসেনের সহিত মিলিত হইয়া কারোজদেশের রাজা পরাক্রমশালী মহারথ সুতসিংসের উপর ধাবমান হইলেন। ৫৬

যদিও তখন সুতসিং সমরাঙ্গণে সহদেবপুত্র মহারথ শ্রুতসেনকে বাণের দ্বারা অত্যধিকরূপ বিদ্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। তিনি যুদ্ধে সৈন্যের পশ্চাতে যাইয়া অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৫৭

তাহাতে ক্রতুকর্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ কারোজরাজকে সজ্জিতই যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে নিজের বলসহকারে বাণবর্ষণ বৃদ্ধিত করিতে লাগিলেন। ৫৮

অন্যদিকে নিজ শত্রুদমন মহারাজ ইরাবান্ যুদ্ধে কুপিত হইয়া শত্রুনাশন ক্রতায়ুধের দিকে ধাবিত হইলেন। ক্রতায়ুধও তখন সহিত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ৫৯

আহূয় নিহতঞ্চ সমরে দ্রুপদং দ্রুপদাত্মজঃ।
নবভিঃ কদনস্যাগ্রে তং সৈন্যং প্রত্যপূরয়ৎ ॥ ৭০
অথাহনৎ ততঃ ক্রুদ্ধঃ দ্রৌপদেয়ঃ সমরে দ্রুপদম্।
নিজঘান পরাক্রান্তো মুক্তমর্মাস্থিবন্ধনম্ ॥ ৭১
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কুন্তিভোজঃ মহারথম্।
সহসেনং সমুদ্যন্তং বীরঃ সাত্যকিরভ্যয়াৎ ॥ ৭২
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভয়োর্যদ্ধং পরাক্রমম্।
অন্যোন্যতাঃ হিতৌ কৃত্বা মহত্যা সেনয়া সহ ॥ ৭৩
অনুবিন্দস্য সমরে কুন্তিভোজসুতঃ ক্রুদ্ধঃ।
কুন্তিভোজস্তু তঃ তূর্ণং শরব্রাতৈরবাকিরৎ ॥ ৭৪
কুন্তিভোজসুতশ্চাপি বিদ্ধঃ বিব্যাধ সাত্বতম্।
স চ তং প্রতিবিব্যাধ তূর্ণমুভয়তো রণে ॥ ৭৫
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাঞ্চালান্ পঞ্চ মার্গিব।
সসৈন্যান্তে সসৈন্যাংশ্চ যোধয়ামাসুরাহবে ॥ ৭৬

বীরবাহশ্চ তে পুত্রো বৈরাটিঃ দ্রৌপদাত্মজম্।
উত্তরঃ যোধয়ামাস বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৭
উত্তরাস্যাপি তং বীরঃ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তেষিরাণে সমরে রাজন্ তং সমন্তিষ্ঠত ॥ ৭৮
তমৈষং শরবর্ষেণ ঊর্দ্ধঃ সমবিধ্যত।
ঊর্দ্ধঃস্যাপি তং বাণৈর্নিশিতৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৭৯
অন্যোন্যং ক্ষতসর্বাঙ্গৌ যোধয়ন্তৌ বিশাম্পতে।
ধারয়েতাং সুসংক্রুদ্ধাবন্তকোপমপাজিতৌ ॥ ৮০
এবং বন্ধসহস্রাণি বধ-বারণ-বাজিনাম্।
পরাক্রীনাঞ্চ সমরে তত্র তেষাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৮১
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমতীবমুদ্দর্শনম্।
তত্র ঊনশতং রাজন্ ন প্রাজানাত কিঞ্চন ॥ ৮২
যত্নো যত্নেন সমরে রথিনঞ্চ রথী যযৌ।
অশ্বোহশ্বং সমভিপ্রায়াৎ পত্তিঞ্চ পত্তিনম্ ॥ ৮৩

অর্জুনের এই মহাবীর পুত্র ইরাবান্ সমরক্ষেত্রে অস্ত্রকৌশলের অবলম্বনে বিপক্ষ করিয়া অভিমন্যু সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণকে মারণ করিয়া ফেলিলেন। ১০

ইহা দেখিয়া ভগবান্ ভোজবংশ জন্মগ্রহণে অর্জুনপুত্র ইরাবানের অবলম্বনে মস্তকাঘাতে নিহত করিলেন। তাহার তাহাদের উভয়ের মধ্যে আরও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ১১

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ সৈন্যগণ ও পুত্রের সহিত বীর মহারথ কুন্তিভোজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১২

আমি তখন তাঁহাদের উভয়ের অদ্ভুত ও অসহ্য পরাক্রম দেখিয়াছি। তাঁহারা উভয়ে বীর বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত বিপক্ষের সমক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৩

অনন্তর অনুবিন্দ কুন্তিভোজের উপর মহান্ বাণ বর্ষণ করিলেন। তখন কুন্তিভোজও অতি দ্রুত নিজ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ১৪

সেই সময় কুন্তিভোজের পুত্র বিপক্ষেও নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কুন্তিভোজপুত্রকে অন্যান্য বাণ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল। ১৫

রাজন্! পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ সৈন্যকে আনিয়া বীর বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত উপস্থিত পাঞ্চালদেশীয় পঞ্চবীরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১৬

আপনার পুত্র বীরবাহ বিরাটের ছোট পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৭

উত্তরও সেই বীর বীরবাহকে নিক্ষিপ্তবাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তেজিয়ান সমরাঙ্গণে উভয়ের উপর আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে বাণবর্ষণ করিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। সেইরূপ উভয়ও পক্ষপাতিত্ব তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ভেদিয়াছেন ও আঘাত করিলেন। ১৮-১৯

প্রধানতঃ তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অভিমন্যু অন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অপরাজিত এই দুই বীর অন্যান্য ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ৮০

এইভাবে সেই হস্তীর যুদ্ধ আরোহণ ও সারথিগণের বধ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৮১

মহারাজ! মুহূর্তকাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে অতি ভীষণ বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু তাহার পরই এই যুদ্ধ উভয়ের ভাব বিপরীত চলিতে লাগিল। সেই সময় তাহাদের কিছুই বুঝিবার শক্তি ছিল না। ৮২

সেই সময়ক্ষুব্ধিত হস্তী হস্তীর সহিত, রথী রথীর সহিত, অশ্ব অশ্বের সহিত এবং পদাতি-সৈন্য পদাতির সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৮৩

ততো মুহূর্তং সুস্বর্থং রাজ্ঞশ্চ সমপদ্যত।
পূজ্যমানঃ সমন্তাচ্চ সর্বাসাদ্ভেরবেরবম্ ॥ ৮৪
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ সমাগতাঃ।
ঐক্ষন্ত তদ্ বলং ঘোরং দেবাসুরসমং যুধি ॥ ৮৫
ততো রথিসহস্রাণি রথানাং চাপি সাদিনঃ।
অযোধয়ঃ পুরুষ্বৌষাস্ত বিপক্ষীয়ঃ সমাযযুঃ ॥ ৮৬

তত্র তত্র প্রদৃশ্যন্তে রথ-যাজন-পত্তয়ঃ।
সাদিনশ্চ নরব্যাঘ্র মুহ্যমানা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠমুদ্ধে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভারতঃ অবশিষ্টদিবসের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের এই সমরাঙ্গনে বীর সৈন্যগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়ের ও তুমুল যুদ্ধ চালাইতে লাগিল ॥ ৮৪

যুদ্ধ দেখিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমবেত দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণগণ তুমুলে আসন্ন এই যুদ্ধকে দেবাসুর-সংগ্রামের সমান ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

রাজন্! তারপর সহস্র সহস্র রথী, হয়, গজ ও পদাতিক সৈন্য দুই যুদ্ধের মুখোমুখি হয় উপস্থিত হইয়া সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৮৬

মহারাজ! যেখানে সেখানেই দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানে সেখানেই রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণ যাহাদের যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইত ॥ ৮৭

ইতিশ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠমুদ্ধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(কৌরব-পাণ্ডবানাং তৃতীয়ঃ যুদ্ধম্)

সঞ্জয় উবাচ

রাজন্ শতসহস্রাণি তত্র তত্র পদাতিনাম্।
নির্মর্যাদং প্রবৃত্তানি তং মে বক্ষ্যসি ভারত ॥ ১
ন যুদ্ধে পিতরং জ্ঞেষ্ঠং পিতা বা পুত্রমৌরসম্।
ন ভ্রাতা ভ্রাতরং তত্র যত্তীব্রং ন চ বাচুলে ॥ ২
ন মাতুলং ভাগিনেয়ো ন সখায়ং সখা তথা।

আবিশ্যৈব তু যুদ্ধায় পাণ্ডবাঃ কুরুভিঃ সহ ॥ ৩
ব্যধমৎ নরব্যাঘ্রঃ কৌরবাণাং বলং মহৎ।
অন্তরাস্থ মৃগৈরেব মৃগাণি ভরতর্ষভ ॥ ৪
রথেষাশ্চ রথৈরাশু কৃতা রথবরূথিনঃ।
গজৈঃ সহিতাঃ কেচিৎ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ৫

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

(কৌরব-পাণ্ডবদের তৃতীয় যুদ্ধ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতকুলশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই সময়ে যেখানে সেখানেই লক্ষ লক্ষ সৈন্যের ঘমাসান্ত (ঘিমঘিমে) যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আমি তৎসমস্তই আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১

তখন যুদ্ধ পিতাকে চিনিতে পারিতেছিল না এবং পিতাও নীয় ঔরসজাত পুত্রকে চিনিতে পারিতেছিলেন না। এইরূপ ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও মাতুল নিজ ভাগিনেয়কে চিনিতে পারিতেছিলেন না ॥ ২

আবার ভাগিনেয়ও মাতুলকে জানিতে পারে নাই এবং বিনা বিচারে যুদ্ধিতে সমর্থ হয় নাই। সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা কৌরব-সৈন্যের সহিত যে ঘোর প্রহারিকরূপ আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩

কিন্তু নরশ্রেষ্ঠ বীর নিজ নিজ রথসমূহের দ্বারা পক্ষপাতশূন্য কৌরব-সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অন্য রথের মৃগসমূহ (অশ্বের ন্যায় দ্রুতগামী আরোহী মৃগ বলে।) বিপক্ষের রথের মৃগের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৪

রথারূঢ় যোদ্ধগণ ও মৃগারূঢ়গণ সম্মুখে আসিয়া বিপক্ষের রথসমূহের যোদ্ধগণ ও মৃগারূঢ়দের দ্বারা বধ করিয়া ফেলিতেছিল। পরস্পরকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় হস্তী, রথ প্রভৃতিসহ সম্মুখীন হইয়া যোদ্ধগণ একটুও চলিতে সমর্থ হইল না।

বে মেঘস্থলিতঃ কেচিৎ সলিলস্য ঘনা ঘটেঃ।
প্রতিরাজ্ঞ মহারাজ সলিলস্য পতা ঘটেঃ॥ ৬
বধ্যমা ধাবমন্ দৃষ্টঃ বিষাণৈরিতরেতরম্।
সংগ্রামে-পতাকৈশ্চ বারণা বরবারণৈঃ॥ ৭
অভিপত্য মহারাজ বেগবদ্ভিরমর্ষণৈঃ।
হস্তৈরভিহতাস্তত্র দুষ্কৃতঃ পদমাদুরাঃ॥ ৮
অভিনীতাস্ত শিক্ষাভিস্তোমরাঙ্কুশসমাহতাঃ।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধা জঘ্নুর্নাগা মহাবলাঃ॥ ৯
ঋষ্টিভিশ্চাপি সংরব্ধাঃ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
ক্রোঞ্চয়ন্তিনঃ কৃত্বা দুষ্কৃতুঃ সংঘশো দিশম্॥ ১০
সমাদ্রু প্রহৃতা নাগাশ্চ প্রতিনাগানটন্মুখাঃ।
ঘণ্টা-তোমর-নারাচৈর্নিহতা বরবারণাঃ॥ ১১
প্রপেদুশ্চিন্নবর্মাণো বিপেদুশ্চ মহাগজাঃ।
প্রাদ্রবন্ত দিশঃ কেচিন্নাগাস্তত্র ভয়ার্দিতাঃ॥ ১২
পদাতানাং পদাতস্য পুরুষৈরুত্তমা নরাঃ।

ঋষ্টিভিশ্চ বহুভিশ্চ বিষক্সেনস্য পশ্যতঃ॥ ১৩
অসিভির্মুসলৈশ্চৈব ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ।
আয়সৈঃ পরিঘৈশ্চৈব নিস্ত্রিংশৈর্বিবিধৈঃ শিতৈঃ॥ ১৪
প্রমথ্যবীরৈঃ সুমহদ্ভয়ং প্রবমবাস্তদা তদা।
বাহ্যমানা মহারাজ পরস্পরজিঘাংসবঃ॥ ১৫
রাজমানাশ্চ নিস্ত্রিংশাঃ কালিকা ইব রূপিণীঃ।
প্রবরাস্তত্র পুরুষাদাদ্ভেদমভিযযুস্তদা॥ ১৬
অবচ্ছিন্নাবপুত্রাণাং বাহনীনাং বীরবাহিনি।
সংজজ্ঞে তুমুলঃ শব্দঃ পততাং পরমর্ষয়ে॥ ১৭
পদা-মুসল-ভগ্নানাং ভিন্নানাঞ্চ বরাসিভিঃ।
অঙ্গিনস্ত্রাণভিন্নানাং দৃষ্টিভানাঞ্চ বর্ষ্টিভিঃ॥ ১৮
তত্র তত্র নরৌঘাণাং ক্রোশতাঞ্চাভিধাবতাম্।
শুশ্রুবুঃ পুরুষা ঘোষাঃ ক্রোশতাঞ্চাভিধাবতাম্॥ ১৯
হয়ৈরপি হয়ারোহাশ্চোদয়ন্তশ্চাভিধাবিতি।
হয়ৈরিব মহাবেগৈরন্যোন্যমভিনির্জিতাঃ॥ ২০

অতঃপর হস্তারোহণকারী বিপক্ষদিগের প্রতিপক্ষ মুদ্রিত হইয়া অপর পক্ষের গজবিদের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হইয়া কোলাহল দিক দিক হইতে সাহায্যে পরস্পরকে নানাপ্রকারে বিনষ্ট করিতে লাগিল।

মহারাজ! কত হাতী তোমর ও পতাকাযুক্ত, বেগশালী এবং বিপক্ষদলস্থ হস্তীদিগের সহিত যুদ্ধ লাগিলে হইয়া থাকে সেই সকল আরোহে আমাকে বলিতে হইবে। মহাবল কত বিক্রান্তরা চীৎকার করিতে লাগিল। ৪-৫

যাহারা মহাবাতে বিপক্ষদল করিবারে এবং যাহাদের মস্তকেরা এখনও ক্ষতি হয় নাই, এমন হাতীরা তোমর ও অঙ্কুশের প্রহার পাইয়া সম্মুখে ধাবমান হইতেছে দেখিয়া পক্ষান্তরের দলের মুখ ফিরাইয়া আপনে লাভ করত কৌরবপক্ষীয় হাতী চীৎকার করিতে করিতে রণস্থলে পলায়ন করিল। ৬-৮

উভয়পক্ষে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেগবান হাতী এবং যাহাদের পরস্পর হইতে মস্তকে বহিয়া যাইতেছে এমন সব হাতী, ঘণ্টা, তোমর ও নারাচসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ধাবমান বিবশ হইয়া যাইতে চীৎকার করিতে লাগিল এবং প্রাণমুক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কত হাতী অন্যের হত করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। ৯-১২

মহারাজ! হাতীদিগের পাদ-রক্ষাকারী যোদ্ধারা, যাহাদের মস্তকস্থল ছিন্নভিন্ন ও বিদ্ধ ছিল, ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিকে যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিতেছিল এবং হস্তে খড়্গ, গদা, বিমল পরশু, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহনির্মিত পরিঘ এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার জন্য উদ্যত দৃষ্ট হইতেছিল। ১৩-১৫

পরস্পরের দিকে ধাবিত বীরগণের হস্তস্থিত বলবতী অসিসমূহের তীক্ষ্ণ রশ্মি দেখা যাইতে লাগিল। ১৬

বীরগণের বাহনেরা দূরিত হইয়া চারিদিক অবরোধিলে যখন অপরের বধসাধনে আপনি করিতেছিল, তখন তাহাদের ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ১৭

এই যুদ্ধস্থলে পদাতি ও যুদ্ধের আঘাতে কতক মানুষের অঙ্গ ছিন্ন হইয়াছিল, কতক মানুষের শরীর উত্তম তরবারি দ্বারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং কতক মানুষের দেহ দৃষ্টিবিষের দ্বারে আবিষ্ট হইয়া বিবর্ণ হইয়াছিল, আবার কতক মানুষের অঙ্গ হস্তীরাই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এইরূপে অনেকে যুদ্ধমদে মত্ত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতেছিল। আরও তাহাদের সেই সময় ঘোরতর ক্রোধভরে কোলাহলের ন্যায় অভিযোগের হইতেছিল। ১৮-১৯

তাহার ও হয়াদি যুদ্ধে অশ্বারোহী যুদ্ধমুখ্য হস্ত ও মহাবেগশালী অশ্ব উপস্থিত হইয়া এক অন্যান্যকারী বিপক্ষদল অন্যান্যকারিগণের দিকে ধাবিত হইল। ২০

তৈর্বিমুক্তা মহাপ্রাণা জাম্বূনদবিভূষণাঃ।
আজগ্মা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্জবসংযুতাঃ ॥ ২১
অন্যৈরপ্যাজিতৈ কেচিদ্বাসুতা মহতো রথান্।
নিরাতঙ্কাস্তদিবে বীরা রথিনামধ্বনাশিনঃ ॥ ২২
বহুনপি হয়শ্রেষ্ঠান্ তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রপর্বভিঃ।
ত্বরী জঘান সম্প্রাপ্য বাসবোচিতমাহবম্ ॥ ২৩
নবত্বেষপ্রতীকাশাস্তাক্ষিপ্তা দূরমাশু গজাঃ।
পাদৈরেব বিমর্দন্তি মত্তাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২৪
পাটীমানেষু কুম্ভেষু পার্শ্বেষপি চ বারণাঃ।
প্রাসৈর্বিনিহতা কেচিদ্ বিনেদুঃ পবনাত্মজাঃ ॥ ২৫
সাস্থারোহান্ হয়ান্ কাশ্চিদ্ধয়া ধ্বজবাহকাঃ।
সহসা চিক্ষিপুস্তত্র সঙ্কুলে রৈবতে সতি ॥ ২৬
সাস্থারোহান্ বিষাণাগ্রৈরুৎক্ষিপ্তা দূরমাশু গজাঃ।
বধৌঘানভিমুখাংশ্চক্রুঃ শমনস্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥ ২৭

পুরুষাদমিবন্তাশ্চ কেচিৎ তত্র মহাগজাঃ।
সাস্থারোহান্ হয়ান্ জঘ্নুঃ কৈশ্চিৎ সহ কৈস্তথা ॥ ২৮
অন্যারোহৈশ্চ সমরে চক্রিরে বিপ্রিয়ং ভৃশম্।
প্রতিমানেষু পাদেষু পার্শ্বেষপি চ বারণান্ ॥
আজগ্মা বিমলাস্তীক্ষ্ণাঃ সম্পেতুর্জবসংযুতাঃ ॥ ২৯
নরাশ্বকায়ান্ নিহিত্য লৌহানি কবচানি চ।
নিষ্পেতুর্বিমলাঃ শক্ত্যো বীরবক্ষোবিদারিতাঃ ॥ ৩০
মহোগ্রপ্রতিমা ঘোরাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
ঋষিচর্মাবনদ্ধৈশ্চ বাসঃচর্মভিরেবচ ॥ ৩১
বিকোষৈর্বিমলৈঃ খড়্গৈরচিত্রৈঃ পরমং বপুঃ।
অভিমুক্তমভিক্রুদ্ধমেকপার্শ্বেঽবিহত্য ॥ ৩২
বিবর্ষভঃ সম্পেতুঃ খড়্গ-চর্ম-পরশ্বধৈঃ।
কেচিদাক্ষিপ্য কবিভিঃ সাস্থানপি হয়ান্ কৈশ্চিৎ ॥ ৩৩

ধারাঘাতে ধারা নিক্ষিপ্ত বর্শাবিদ্ধ নিশিত ও তীক্ষ্ণ ধারাল শিরস্ত্রাণী মহাপ্রাণে অহরহ সর্পের ন্যায় ধাবিত হইয়া বিপক্ষের উপরে পতিত হইল। ২১

তখন বীর অশ্বারোহী অশ্বের দ্বারা বাহিত হইয়া বিপক্ষ বিপক্ষ রথের উপর যাইয়া লাফাইয়া পড়িল এবং রথীদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। ২২

এইরূপ কোন কোন রথী আসন্নমৃত্যু অন্যান্য বাসবতুল্য আহবের মধ্যে স্থিত অশ্বারোহীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ২৩

নূতন মেঘের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত পর্বতসদৃশ হস্তীরা যে অস্ত্রেই আঘাত দ্বারা চূর্ণিত করিয়া সমরে সারথিদিগকে নিহত করিয়া ফেলিল। ২৪

কতক হাতী প্রাসের আঘাতে পাটা, কুম্ভস্থল ও পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে ভয়ঙ্কর শব্দ পরাক্রম করিতে করিতে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। ২৫

আবার অন্য কত কত হাতী অনেক অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে দন্তের দ্বারা বধিত করিয়া আকাশ মণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৬

কতক হাতী বিপক্ষ অশ্বারোহীর সহিত অশ্বকে উৎক্ষেপ করিয়া ও অনন্তর ভূমিতলে পাতের দ্বারা পেষণ করিয়া সংহারিত বিপক্ষ করিতে লাগিল। ২৭

কেহবা বহু মনুষ্যকে অনায়াসে ভক্ষণ করিতে থাকায় ঐ সকল হাতী যম ও অশ্বারোহীদিগের বিঘ্ন করিতে লাগিল। ২৮

কতক অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নিশিত, তীক্ষ্ণ ও সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর ইস্পাতী বাণগুলি হস্তিদলের শরীর, অঙ্গ দেহ ও পার্শ্বভাগে আঘাত করিতে লাগিল। ২৯

যোদ্ধাদের বাহুদ্বারা চালিত নিশিত শক্তিসমূহ মহা ও অশ্বগণের দেহগুলি এবং লৌহময় কবচসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। হে মহারাজ! সেখানে নানাপ্রকার সমর কারক শক্তিসমূহকে বিপক্ষ উপর ছাড়া হচ্ছিল।

নিশিত (ছেদকারী) এবং উজ্জ্বল তরবারি সকলে চিত্রবিচিত্র কিংবা সাধারণ বর্মের চর্মের দ্বারা নির্মিত কোষে রক্ষ ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই কোষ হইতে নিষ্পন্ন করিয়া বীর যোদ্ধাগণ বিপক্ষ সৈন্যগণের কোষ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বহু যোদ্ধা চাপ, তরবারি ও পরশু দ্বারা নিহত হইয়া পড়িয়া সম্মুখে ভয়ন করিল, কোন কোনজন বীরের দ্বারা ঐ সকল করিতে লাগিল এবং কাহারও আঘাতসকল বিদীর্ণ করিবার প্রচেষ্টা দেখাইয়া পড়িয়া উঠে আক্রমণ করিল।

291615

বিবর্ধন্তো দিশঃ সর্বাঃ সংস্পৃশুঃ সর্বতঃ খগাঃ।
বহুভির্নাশিতা কেচিৎ পক্ষিভাশ্চ পরস্পরৈঃ ॥ ৫৪
হস্তিভিঃ হিংসিতাঃ কেচিৎ ক্ষুরান্তাস্তে তুরঙ্গমৈঃ।
রথনেমিনিকৃত্তাশ্চ নিকৃত্তাশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৫৫
ব্যাক্রোশন্ত নরা রাজংস্তত্র স্ম বান্ধবান্।
পুত্রানেকে পিতৃনন্যে ভ্রাতৃংশ্চ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৫৬
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ পরানপি চ সংযুগে।
বিকীর্যমাণাঃ সুবহবো ভয়মন্বভ্যবর্তত ॥ ৫৭
বাহনিস্কাপরে বিদ্ধৈঃ পাদৈশ্চ বিপাতিতাঃ।
ক্রন্দন্তঃ সমবৃশ্যন্ত তৃষিতা জীবিতেপ্সবঃ ॥ ৫৮
তৃষা পরিহতাঃ কেচিদ্রসন্তো বিপ্রসংস্থিতে।
ভূমৌ নিপতিতাঃ সংখ্যে কৃষ্যমাণাশ্চ ভারত ॥ ৫৯
রুধিরৌঘপরিক্লিন্না ক্লিশ্যমানাশ্চ ভারত।
বান্ধিনন্ কৃপমাযান্তং তব পুত্রাশ্চ সম্ভ্রমাৎ ॥ ৬০

অপরে কৃচ্ছ্রিতাঃ শূরাঃ কৃপবৈরেণ সংযুগে।
নৈব যাতুং বিযুঞ্জন্তি নৈব ক্রমন্তি মানিবঃ ॥ ৬১
তত্র হন্তি চ সংহৃষ্টস্তত্র তত্র পরস্পরম্।
মাধবা যদুবৈশ্চাপি ক্রোধাৎ সংরম্ভমাহবম্ ॥ ৬২
ভ্রূকুটীকৃটিলৈর্বক্ত্রৈঃ প্রেক্ষন্তি চ পরস্পরম্।
অপরে ক্রীড়মানাস্তু পরার্ধ্যা রণপীড়িতাঃ ॥ ৬৩
নিত্যজাঃ সমসজ্জন্ত দৃঢ়বৈরা মহাবলাঃ।
অন্যে চ বিরথাঃ শূরা রথমন্যস্য সাদুষে ॥ ৬৪
প্রার্থয়ানা নিপতিতাঃ সংযুক্তা বরবারণৈঃ।
অশোভন্ত মহারাজ সপুষ্পা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৬৫
সমন্ততস্তু নীরেষু বারণা বৈরবন্ধনাঃ।
বর্তমানে মহারৌদ্রে ক্ষত্রিয়ান্ বীরঘাতিনঃ ॥ ৬৬
নিজঘান পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং রণে।
ভ্রাতরো মাতুলাঃ চাপি ভ্রাতৃঃ চাপি মাতুলঃ ॥ ৬৭

প্রবিশন্তের অশ্বিমুখে গমনকারী স্ব স্ব হাতী আরোহীর সহিত স্বপক্ষ নিজ দলকে উৎপাদিত করিয়া তাহাদের সহিতই চারিদিকে পৌড়াপৌড়ি করিতে লাগিল।

কিছু মানুষ বাণে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, কিছু পক্ষীরা আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কতক মানুষ হাতীর পায়ে পিষ্ট হইয়াছে, কতক মানুষ ঘোড়ার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, কতক মানুষের শরীর রথের চক্রে ছিন্ন হইয়াছে এবং কতক রথের কুবরে খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে ॥ ৫০-৫৪

রাজন্! রণভূমিতে যেখানে সেখানে পতিত অনেক মানুষ নিজের আত্মীয়স্বজনকে আহ্বান করিতেছে। কেহ পুত্রকে, কেহ পিতাকে, কেহ ভাই-বন্ধুকে, কেহ মামা-ভাগ্নেকে এবং কেহ কেহ অন্যের নাম লইয়া বিলাপ করিতেছে। ভারত! বহু মানুষের শরীরগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কেহ কাঁদিয়া গিয়াছে, কাহারও বাণ বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কাহারও পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ হইয়াছে এবং কেহ কেহ আহত অবস্থায় পিপাসাতে পীড়িত হইয়া জীবনের শেষে ক্রন্দন করিতেছে—দেখা যাইল ॥ ৫৫-৫৮

রাজন্! কেহ কেহ পৃথিবীতে আসে হইয়া পতিত হইল। তাহাদের অন্য জীবনীশক্তি অল্প হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা পিপাসায় কাতর হইয়া জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৫৯

হে ভারত! প্রচুর রক্তধারায় আপ্লুত হইয়া ক্লেশপ্রাপ্ত হৈরেরা নিজের ও আপনার পুত্রগণের নিন্দা করিতেছিল ॥ ৬০

মহারাজ! অন্য বীর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হইয়া সেই আহব অবস্থাতেও নিজ নিজ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন না এবং ক্ষমা করিতেছিলেন না ॥ ৬১

তাঁহারা যাদবগণ উৎপাদিত হইয়া পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে সকলে দ্বারা ঘোর সংগ্রাম করিয়া ভ্রূকুটী করত পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কৃতাস্ত্র ক্ষত্রিয় বৈরী ধরিয়া অন্য সংগ্রামে বীরগণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইয়া ক্লেশ সহ করিতে করিতে বীরত্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন—বীর কেহ প্রত্যাগমন করিলেন না।

মহারাজ! কোন কোন বীরপুরুষ নিজ নিজ রথ ত্যক্ত হইয়া বাহনে ঘুরে ঘুরিয়ে বাহিয়া অন্যের রথ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন সেই অবস্থায় বহু বহু হস্তীর পাদদেশের বিদলিত হইয়া যাইলেন। সেই সময় ভক্তক্ষিত তাঁহাদের শরীর বিকসিত পলাশপুষ্পের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৬২-৬৪

সেই সৈন্যগণের মধ্যে যে সৈন্যরাই অবশ্য পড়ে তাহা যাইতেছিল। কেহ বীরগণের অবশ্যকার সেই মহাসংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাই ভাইকে, ভাই ভাগ্নেকে, ভিন্ন ভিন্নকে এবং সকলে নিজ বান্ধবকে বধ করিতে লাগিলেন।

তথা লঘুহস্ত তথা সত্ত্বী বাহুবং তথা।
এষা মূর্খিষ্ঠির তব মুখং পাঞ্চালি সর্ব ॥ ৪৮
বর্তমানে তথা তস্মিন্ নির্ঘাতে তুমুলে তদা।
ভীমবাদ্যায় পার্থানাং বাহিনী সমকম্পত ॥ ৪৯
কেতুনা পঞ্চতারেণ তালেন তরসর্ষভ।

রাজতেন মহাবাহুরুচ্ছ্রিতেন মহারথে।
বভৌ ভীমস্তদা রাজংস্তদ্বা চৈব মেদিনী ॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

এইরূপ মহাসমরে ভয়ানক সংগ্রামে পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই অবসরে বুদ্ধী পুরুষদের সৈন্যবাহিনী ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৪৮-৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবীর ভীষ্ম ঘোর সংগ্রাম করে ঐরূপ বাহিনী রচনা করিয়া কৌরবদিগের পক্ষটী অত্যন্ত ভয়ানক ভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতার বৈয়াসিকী ভীষ্মপর্বের ভীষ্মবধপর্বের অন্তর্গত ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের সহিত অভিমন্যুর তথা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতির যুদ্ধ, পাণ্ডবসৈন্যের ব্যূহভঙ্গ এবং ভীষ্মের পরাক্রম।]

সঞ্জয় উবাচ।

পক্ষপূর্বামনুপ্রাপ্তে তস্মিন্নহনি ভারত।
বর্তমানে তথা রৌদ্রে মহাবীর্যবরক্ষয়ে ॥ ১
দুর্মুখঃ কুণ্ডধর্মা চ কুণ্ডঃ শল্যো বিবিংশতিঃ।
ভীমং শুশুভুরাসাদ্য তব পুত্রস্য চোদিতাঃ ॥ ২
এতৈরভিহিতৈর্ভীষ্মঃ পক্ষতির্ভরতর্ষভঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বিক্রমাদে মহারথঃ ॥ ৩
ক্ষেপি-ভাসি-করেষু পক্ষালেষু চ ভারত।
ভীষ্মস্য বহবো ভালক্ষয়ং কেতুরুপাযযুঃ ॥ ৪

ন বিবাধে তদা ভীষ্মো ধনুষ্মান্ বলবান্ রণে।
নিঘ্নন্ মহারথৈর্যোধৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৫
সর্বাস্তা বলবদ্ধীষ্মং ভীষ্মসা তনয়ঃ।
অভ্যধাবৎ ততঃ ক্রুদ্ধো দিশো ধাবন্তমার্চ্ছিয়ৎ ॥ ৬
অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডিপ্রমুখৈরথৈঃ।
অন্বযুধ্যত বলবান্ প্রযান্তং ভীষ্মমাহবে ॥ ৭
আয়ুধবিচিত্রেণ ধ্বজিনীমুখে কেতুনা।
অভ্যবর্তত ভীষ্মং তাংশ্চৈব রথসত্তমান্ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মের সহিত অভিমন্যুর তথা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রভৃতির যুদ্ধ এবং ভীষ্মের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই অমাবস্যা তিথির দিবস পূর্ণ ভাগ তখন প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন ঘোর ভীষণরূপ বিনাশকর এই ভয়ানক সংগ্রামে আপনার পুত্রের আজ্ঞায় দুর্মুখ, কুণ্ডধর্ম, কুণ্ডাচার্য, শল্য ও বিবিংশতি আসিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১-২

এই পাঁচ অধিপতি বীরে সুরক্ষিত হইয়া ভরতবংশকুল মহারথ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩

তাহাতে ক্ষেপি, অসি, বল্লম ও পাঞ্চালদিগের বলবান বিচক্ষণ যোধী ভীষ্মের তালকৃতিচিহ্নে চিহ্নিত ধ্বজ অনেক প্রকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ৪

তিনি মহাবলযুক্ত মহাধনুর্ধারী মহারণস্থলে সহস্রদিগের মধ্যে, রথ, যুদ্ধ (অর্থের দ্বারা ভাগ্যপরীক্ষাবিশেষ) ও গজ সেনার ক্ষয় করিতে লাগিলেন। ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজার সৈন্য তখন ভীষ্ম যেন রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার বাণে বধ্যমানে আর্দিত হইয়া ইতিপর ভয়ের আর্তনাদ করিতে লাগিল। ৬

ইহা দেখিয়া অভিমন্যু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীর ন্যায় অসমসাহসে বাহিনী মধ্যে উপস্থিত হওয়া ভীষ্মের সম্মুখে বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার এই ধ্বজ কপিরাজের চিহ্নিত ও

স তানকেনোত্তীর্ণেন কেতুমাহত্য পত্রিণা।
তীক্ষ্ণেন ক্ষুরেণ ধীরস্তস্য চিচ্ছেদ তদ্ধনুঃ ॥ ৯
কৃত্তকর্মাণমেকেন দ্বাভ্যাং সূতমথাশুগৈঃ।
বিব্যাধ নবভিস্তীক্ষ্ণৈস্ত্রিভিস্ত্রিবেণুমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১০
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সন্নতপর্বণা ভৃশম্।
অন্যেনৈকেন বিব্যাধ ভানুমন্তং পরিষ্কৃতম্ ॥ ১১
দুর্মুখস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনমপোথয়ৎ।
অয়ত্নাৎ সায়কৈঃ ক্ষিপ্রৈঃ সপ্তভির্ভরতর্ষভ ॥ ১২
ধ্বজস্থিতেন তত্রেন কার্তস্বরবিভূষিতম্।
কৃপস্য নিশিতাগ্রেণ বাল্যে ভীমধনুঃ শরৈঃ ॥ ১৩
জঘান পরমক্রুদ্ধো হৃত্যাশিব মহারথঃ।
তস্য লাঘবমুদ্বীক্ষ্য দুষ্করং কর্ম চাপি ॥ ১৪
সর্বলোকস্য কার্তেঃ সর্বে ভীমমুখা ভৃশম্।

সাধুসাধ্বিতি তত্রাসন্ বচনানি মহাত্মনাম্ ॥ ১৫
তস্য লাঘবমার্গস্থমলাতচক্রমদ্ভুতম্।
দিশঃ পর্যাপতৎকাশং গান্ধীবমিব ঘোষবৎ ॥ ১৬
তমাসাদ্য মহাবেগৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ।
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো মার্গণৈ র্নিশিতৈ র্দৃঢ়ম্ ॥ ১৭
অজঃ চাস্য ত্রিভির্ভল্লৈশ্ছিত্ত্বা পারষ্টবধ্বজম্।
সারথিং ত্রিভিরাপৈরাজঘান মহাবলঃ ॥ ১৮
তথৈব কৃতবর্মা চ কৃপঃ শলশ্চ মারিষ।
বিব্যধুঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সৈন্যমস্যমিব পর্বতম্ ॥ ১৯
স তৈঃ পরিবৃতঃ সূতো মার্গণাগ্নৈর্মহারথৈঃ।
সমর্থ মহদপ্যাশু কার্ষ্ণিঃ পক্ষ বশান্ প্রতি ॥ ২০
তত্রস্থেভ্যঃ মহাস্ত্রাণি সংধায় সমরপ্রিয়ঃ।
মমাথ বলবান্ কার্ষ্ণিস্তীক্ষ্ণায় বিপচন্নরান্ ॥ ২১

পরিবৃত্তিত বিদ্ধি অন্যে সুশোভিত ছিল। তিনি তখন তীক্ষ্ণের উপর এবং তীক্ষ্ণে যাহারা রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব শ্রেষ্ঠ রথিগণের উপরও আক্রমণ করিলেন। ১৮

বীর অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণে সেই সারথিরা আহত হইয়া যেমন করিলেন এবং তীক্ষ্ণ ও তাঁহার অনুগামী রথিগণের রথির মুখ আবৃত করিলেন। ১৯

তিনি এক বাণে কৃতবর্মাকে ও পাঁচ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ বাহন অশ্ব বাণে প্রপিতামহ ভীষ্মকেও আঘাত করিলেন। ২০

তাহার পর তিনি উত্তমরূপে আকর্ণ করিয়া পূর্ণ বলসহকারে সহিত নিক্ষিপ্ত এক বাণে তাঁহার পূর্বপুরুষ সকলকেও বিদ্ধ করিলেন। ২১

তাহার বজ্রসদৃশ এবং শত্রুগণের আবরণকে ভেদ করিতে সমর্থ এমন বাণ দ্বারা অরিন্দম অর্জুনের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ২২

সেই সময় কৃপাচার্যের ধনুযুক্ত মুষ্টিতল এবং তীক্ষ্ণের ধ্বজ ছিন্ন করিলেন। তাহার চারিদিকে বিচরণপূর্বক যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই মহারথী অরিন্দম অন্যান্য সৈনিক হইতে তীক্ষ্ণ মহারথ সূতপুত্র বলবান্ তীক্ষ্ণকে রক্ষা করিতে নিযুক্ত সমস্ত মহারথীকেই আহত করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দমের এই কার্য দেখিয়া দেবগণও খুশী হইলেন। ১৩-১৫

অর্জুনের অরিন্দমের এই অমানুষ লক্ষ্যভেদের সকলের প্রকাশিত তীক্ষ্ণ প্রভৃতি সমস্ত মহারথিগণ তাঁহাকে সাধু সাধু অর্জুনের জয় পতিপালী সব করিলেন। ১৫

অরিন্দমের এই বহু গাণ্ডীবধনুর জয় টঙ্কার ধ্বনি করিয়া থাকে, রথের অন্যান্য সৈন্যদের দেখাইবার উপযুক্ত স্থানে এবং আকাশ করিলে অনাহতচক্রের ন্যায় মনোহারী প্রকাশিত, হইয়া থাকে। এই শব্দাদি তখন চারিদিক পরিব্যাপ্ত করিতে লাগিল। ১৬

অর্জুনবধুর অরিন্দমকে পাইয়া সমরবীরমনস্কা তীক্ষ্ণ বৃক্ষ-ক্ষেত্রে অরিন্দম বাণী ঈশ্বরাধী ও মহাবেগশালী বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৭

সেই সঙ্গে মহাবেগবতী বীর অরিন্দমের অন্যও তিনটী বাণ বিদ্ধ করিলেন। কেবল ইহাই নহে, নিয়মপূর্বক অস্ত্রশস্ত্রের-পালনকারী তীক্ষ্ণ অন্য তিনটী বাণে অরিন্দমের সারথিকে ও বধ করিলেন। ১৮

আর্য! এইরূপ কৃতবর্মা, কৃপাচার্য ও শল্য সৈন্যসমূহের ন্যায় বিশালাকার অবস্থিত অর্জুনপুত্র অরিন্দমকে বাণে বিদ্ধ করিতে বিচলিত করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯

দুর্যোধনের এই মহান সৈন্যগণ আবৃত হইয়া পশ্চিমে বীরবর অর্জুনপুত্রের সেই পাঁচ ঘোড়া উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার তীব্র বাহুবীর্যের সেই সব বীরশ্রেষ্ঠ মহারথদের প্রতিরোধ করিয়া বলবান্ অর্জুনপুত্রের তীক্ষ্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করতে নিয়মিত করিতে লাগিলেন। ২০-২১

অথাস্য সুমহৎ কর্ম বাহ্যোরেবমভূদ্যুধি।
যত্তথানস্য সমরে ভীষ্মস্যাসীন্মহাত্মনঃ॥ ২২

পরাক্রান্তস্য তস্যৈব ভীষ্মস্যাপি প্রাহিণোদ্ধরান্।
ন চাপ্নিদ্রোণ সমরে ভীষ্মশান্তনবং শরান্॥ ২৩

ততো নবভিরেবাস্য ভূর্ভীমস্য নবভিঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ সমরে বীরস্তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ॥ ২৪

স রাজতো মহাকক্ষ্যস্তালো হেমবিভূষিতঃ।
সৌভদ্রবিনিবৈশ্ছিন্নঃ পপাত ভুবি ভারত॥ ২৫

তং তু সৌভদ্রবিনিবৈঃ পাতিতং ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বা ভীষ্মো নবালোহৈঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবে॥ ২৬

অথ ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি দিব্যানি সুবহূনি চ।
প্রাদুশ্চক্রে মহারৌদ্রে রণে ত্রস্তিন্ মহাবলঃ॥ ২৭

ততঃ সমন্ততস্তেন সৌভদ্রঃ প্রদিশানহঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা অমৃতমিবাম্বরম্॥ ২৮

ততো দশ মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
প্রকার্যমত্যমাবব্রুঃ সৌভদ্রং ধরিতা রথৈঃ॥ ২৯

বিরাটঃ সহ পুত্রেণ দ্রুপদশ্চাপি পার্থবঃ।
ভীমশ্চ কেকয়াশ্চৈব সাত্যকিশ্চ বিশাম্পতে॥ ৩০

ধৃষ্টদ্যুম্নো ঘটোৎকচশ্চ শান্তনবং রণে।
পাঞ্চালাঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ সাত্যকিশ্চ নবভিঃ শরৈঃ॥ ৩১

পূর্বৈরেবাভিসংদৃষ্টৈঃ ক্ষুরৈশ্চ নিশিতৈশ্চ ভ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ ভীমসেনস্য পত্রিণা॥ ৩২

ভানুমানথ ক্ষ্ত্রিয়ঃ কেতুমাংশ্চ নরোত্তম।
পপাত ভীমসেনস্য ভীষ্মেণ বধিতৌ রথাৎ॥ ৩৩

ততো ভীমস্ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ভীষ্মং শান্তনবং রণে।
কৃপমেকেন বিব্যাধ কৃতবর্মাণমষ্টভিঃ॥ ৩৪

প্রসৃষ্টাভ্যাং প্রহস্তেন বৈরাটিরপি ধন্বিনা।
অন্যাভ্যাং ধ্বজমাত্তাভ্যাং মহাবিশসিতৌ ভুজৌ॥ ৩৫

রাজন্! এই সময় সমরাঙ্গনে প্রকাশমুক্ত বীর ভীষ্মের ভীষণ বাহুযুগলের অলৌকিক বল প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। ২২

তখন ভীষ্মও পরাক্রমশালী সেই বীরের উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু অভিমন্যু ভীষ্মের বাণ হইতে নিক্ষিপ্ত সকল বাণই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ২৩

অভিমন্যুর বাণ অমোঘ ছিল। সেই বীর সমরে নয়টি বাণে ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন সকল যোদ্ধই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিল। ২৪

হে ভারত! সেই রজতনির্মিত, স্বর্ণভূষিত, অত্যুচ্চ উচ্চ তালসদৃশচিহ্নিত ভীষ্মের ধ্বজ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২৫

ভরতর্ষভ! অভিমন্যুর বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে সেই ধ্বজকে দেখিয়া ভীষ্মদেব সুভদ্রানন্দনের প্রতিকার করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ২৬

তখন মহাবল ভীষ্ম সেই অত্যাশ্চর্য সমরে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মহাস্ত্রসকল আবির্ভাব করিলেন। ২৭

তাঁহার অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতিভাবলে ভীষ্ম সুভদ্রানন্দনের উপর সহস্র বাণবর্ষণ করিলেন। তখন বোধ হইল যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ২৮

রাজন্! সেই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ বিরাট, জলদসদৃশ দ্রুপদ, ভীমসেন, পরম ধার্মিক কেকয়রাজকুমারগণ ও সাত্যকি—পাণ্ডবপক্ষের এই সব মহারথী বীর অভিমন্যুকে রক্ষা করিবার জন্য অভিমন্যুর সেবকদল সৌভদ্রকে আসিলেন। ২৯-৩০

পাঞ্চালদেশীয় ভীষ্ম প্রভৃতির সেই সমস্ত সৈন্যের আক্রমণকারী নয় মহারথীর মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে ও ঘটোৎকচকে নয়টি বাণে ভীষ্ম আঘাত করিলেন। ৩১

পূর্বদৃষ্ট লক্ষ্যে উপযুক্তরূপে আঘাত করিয়া নিক্ষিপ্ত পরমশুক্ল একটি ভীষ্ম বাণে ভীমসেনের ধ্বজের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩২

হে নরোত্তম! ভীষ্মদেবের সেই সুবর্ণময় সুন্দর ধ্বজ সিংহের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল। উহা ভীষ্মকৃত ছিন্ন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। ৩৩

তখন ভীমসেন সেই ধ্বজচ্ছেদে পাঞ্চালনন্দন ভীষ্মকে তিন বাণে আহত করিয়া কৃপাচার্যকে এক বাণে ও কৃতবর্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৪

এই সময় যে হাতীটি শিক্ষার গুণে চক্রব্যূহ করিয়া ঘোরতর করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ধনুর্ধর হাতীর উপর বিরাটপুত্র উত্তর সহদেবের অধিপতি রাজা শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৩৫

তস্য বাণপ্রহারস্য ক্ষণেনোপহতো হয়ঃ।
পপাত নিধনায়াশু বেগমদ্ভির্হয়ৈঃ সহ। ৫৬
তস্য ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো দৃষ্টঃ সাধুবাহিনঃ।
পদা মুখবিধূতেন কদনং চক্রুরো মহৎ। ৫৭
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ মহাভিপরিবারণীম্।
উদ্যতামুরসা শক্তিং চিক্ষেপ কুরুসোপরাম্। ৫৮
তয়া বিনিহতঃ প্রাণৈ বিপুলঃ তমঃ।
স পপাত মহারাজ প্রভূতাম্বুদ-সোমকঃ। ৫৯
অনিবার্যাস্ত পপাতাপি মমন্থুর্যা রথোত্তমান্।
তস্য বাণপ্রহারস্য নিঘ্নন্তো নাভিকন্। ৬০
ছিন্নধ্বজ-ধনুশ্চৈব ছিন্নচক্রঃ স বীরবঃ।
ভীমমার্তস্বরং কৃত্বা পপাত চ ননাদ চ। ৬১
প্রগৃহীতশরঃ কৃত্বা মহারাজো নরাধিপ।
আক্রন্দোর রথং তূর্ণং তাবকং কুরুবর্ধনঃ। ৬২
উত্তরং বৈ রথং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।

কৃতবর্মাণং চ সহিতং দৃষ্ট্বা শল্যমবস্থিতম্। ৬৩
সেতুং ক্রোধাৎ প্রজজ্বাল হবিষা হব্যবাড়িব।
স বিস্ফার্য মহচ্চাপং শত্রুচাপোপমং বলী। ৬৪
অভ্যধাবজ্জিঘাংসুস্তৈ পরাং মন্ত্রাধিপা বলী।
মহতা রথবংশেন সমন্তাৎ পরিবারিতঃ। ৬৫
মুক্তং বাণময়ং বর্ষং প্রাবর্ষদ্ভৈরবং প্রতি।
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মহতারবিকৃষ্যম্। ৬৬
তাবকানাং ভয়াং নস্তু সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্।
মহারাজমতীক্ষ্ণেন দ্রুতোদেনোদ্যতং পতম্॥ ৬৭
দৃষ্টবন্তঃ কৌরবেয়া মহাসেনস্য বাণতঃ।
যথা কল্পান্তরে রাজন্ পর্জন্যস্য প্রভাপবান্॥ ৬৮
বিস্ফার্যমাণাবারব্যৌ কার্মুকস্য সুবর্চিনঃ।
দৃষ্টবন্তস্তদা রাজন্ বৈরাটস্য মহদ্ধনুঃ। ৬৯
মনোরমবিচিত্রাণি ধনূংষি চ মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতানি কৃতবো তোয়দেষিব বিদ্যুতঃ। ৭০

সেই মহারাজ অভিমন্যু দেখে আনিয়া শল্যরাজের রথের নিকট উপস্থিত হইল। এই সময় শল্য বীর বাণবর্ষণে ঐ রাজার অনুচরদিগকে বেদনাযুক্ত করিয়া দিলেন। ৫৬

ইহাতে মহেন্দ্র শল্যের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং নিজের একটী চরণ দ্বারা মুখের উপর বারিয়া উহাকেও বহুসংখ্যক রাক্ষসী বিনাশ অবশ্য স্থির করিল। ৫৭

অতঃপর ভিন্ন রথের সেই রথী মহারাজ শল্য উপস্থিত হইয়া সৌভদ্রির একটী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তি সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর এবং রাজকুমার উত্তরের বিনাশকর ছিল। ৫৮

এই শক্তি উহাদের কাহাকে ছিন্ন করিল। তাহার আঘাতে উত্তর অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়িলেন। তাহার হাত হইতে তখন অমনি ধনু ও তোমর পতিত হইল এবং তিনিও অচেতন হইয়া রাজার পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫৯

এই সময় শল্য হাতে তরবারি লইয়া বীর সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের মহারাজের বিনাশ ওঁৎপাতে করিয়া ফেলিলেন। ৬০

শল্য শত্রু বধে সেই রথীর ধ্বজ, ধনুষ্কাণ ছিন্ন হইয়াছিল, তূণীরের উপর আবার ওঁৎপাতও ছিন্ন হইল। ইহাতে সেই মহারাজ ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল এবং

ভূমিতলে পড়িল। ৬১

এদিকে মহারাজ শল্য এইরূপ সংগ্রাম করিয়া অভিমন্যুর কুরুসেনার মোহের রথে গিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ৬২

বীর রাজা উত্তরকে নিহত এবং শল্যকে কুরুবর্ধনের রথে উঠিতে দেখিয়া বিরাটপুত্র ক্রোধে অধিক উত্তেজিত হইলেন। তখন মনে হইতেছিল— পর্বতের যেন দুরারোহ দেখা হইয়াছে।

সেই সময়ে বীর সেই বৈরাটপুত্র নিজের বিশাল ও কর্ণ পর্যন্ত টানিয়া মহারাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় উহার প্রতি ধাবিত হইলেন।

মহান্ ধনুর ন্যায় সংগ্রামশালী সেতুকে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার সমস্ত বীর কুরুসৈন্য হতের অন্য পতিত মহারাজ শল্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে (সেতুকে) চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৬৩-৬৫

রাজন্ সেই সময় রথীর নাম হইল—কোশলরাজ বৃহদ্বল, মদ্ররাজ শল্যদেব, পাঞ্চাল প্রতাপশালী পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, অবন্তি-দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং মৃগপতির পুত্র শিখণ্ডী সকলে। ৬৬-৬৯

এই সব মহাত্মা বীরদের বিস্ফারিত নানা বর্ণের বিচিত্র মহাধনু অনবরতের মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৭০

তে তু বাণবরাঃ ঘোরাঃ ভেদয়ন্তঃ ক্ষিতিপাতলম্।
বিবাধান্তুহনিস্রোতো বেগা ইব মহো জলম্ ॥ ৫১ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসঃ সপ্তভিস্তৈঃ শুভৈঃ শরৈঃ।
ধনুষি ভেষামাচ্ছিদ্য মমর্দ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৫২
নিকৃত্তাগ্রেষু তানি স সমদৃশ্যন্ত তাবতা।
ততস্তে তু নিমেষার্ধাৎ প্রত্যাপন্নান্ ধনূংষি ॥ ৫৩
সপ্ত চৈব পুনস্তূর্ণং ভেদয়ন্তোঽপরাপরান্।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা তৈঃ সপ্তভিরতন্দ্রিতঃ।
নিচকর্ত মহাবাহুস্তেষাং চাপানি ধন্বিনাম্ ॥ ৫৪
তে নিকৃত্তমহাচাপাস্তু দ্বয়াঃ মহারথাঃ।
রথশক্তীঃ পরামৃশ্য বিনেদুস্তে রবান্ রবান্ ॥ ৫৫
অথাদুর্ভরতশ্রেষ্ঠ সপ্ত তেষাং রথে রথে।
ততস্তা অলিতাঃ সপ্ত মহেন্দ্রাশনিনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬
অন্যাংশ্চ সপ্তভিস্তৈস্তৈর্ভেদে সমমায়সৈঃ।
ততঃ সমাদায় শরং সর্বকাঞ্চনভূষণম্ ॥ ৫৭
প্রাহিণোদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ তেষ্বেবাং রথেষু বৈ।
তস্য তেন নিপাতেন বাণো বজ্রাভিগো মহান্ ॥ ৫৮
ততো রথবরেণাশু রাজন্ সাদেকমূর্ধজঃ।
নিপপাত মহাবেগো কম্পয়ন্ ধরণীতলম্ ॥ ৫৯
তং বিসংজ্ঞং বিমনসং মহারাজস্য সাদিনম্।
অপোবাহ ন মহাত্মা সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ৬০
ততোঽন্যান্ বহূ সমাদায় তেষ্বেবাস্ত্রবিদুত্তমান্।
তেষাং মধ্যং মহাবাহুর্জগাহ ভরতর্ষভঃ ॥ ৬১
মুহূর্তাদ্ভ তেষাং বিদ্ধিষ্ঠ সার্থিংশ্চ পরন্তপ।
ধনূংষ্যেষাঞ্চ সমাক্ষীয় প্রাহাঙ্কুশমাত্রবঃ প্রতি ॥ ৬২
ততো হলহলাশব্দস্তব সৈন্যেষু ভারত।
দৃষ্ট্বা তেষাংস্তথা তূর্ণং ধাত্রা নিহতমাত্রবঃ প্রতি ॥ ৬৩
ততো ভীমঃ পুরস্কৃত্য তব পুত্রো মহাবলঃ।
মৃত্যুং সর্বসৈন্যেন প্রায়াদ্ভনাত্রবঃ প্রতি ॥ ৬৪

ইহারা সকলেই ঘোড়ার রক্ষায় বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন ঘর হইতে বাহির—প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে যেমন বাদলের জল ঝড়ের উপরিস্থ মেঘ পর্বতে বারি বর্ষণ করিতেছে। ৫১

সেই সময় মহাবলবান্ ঘোড়সওয়ার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যেখানে সাতটী শত্রুনামক বাণদ্বারা সেই সাত যোদ্ধাই যন্ত্র ছেদন করত ধনু ধনু করিয়া ফেলিলেন। ৫২

তারত! সেই সাতটী ধনুকই তখন ছিন্ন ভিন্ন দেখা যাইল। তাহার তাঁহারা সকলেই অর্ধ নিমিষের মধ্যে আপন আপন ধনু গ্রহণ করিলেন এবং ঘোড়ার উপর একবারে সাতটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন অপরিমিত আত্মবলশালী মহারাজ ঘোড়া পুরুষার ক্ষমতাপন্ন সাতটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই ধনুকধরদের সকল ধনুকই ছিন্ন করিলেন। ৫৩-৫৪

নিমেষের বিলম্ব সহ্যও ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই সব মহারথী মহারাজসমীপে হতশক্তিসমূহ বাণ করত ভয়ের গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সাতটী শক্তি প্রজ্বলিত হইয়া ঘোড়ার রথের ধ্বজের বাণ তাহার সব করিতে করিতে ঘোড়ার রথের দিকে একবারে যাইতে লাগিল। ৫৬

কিন্তু ঘোড় উহার অসম্মুখে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তখন সাতটী তল্ল ঘোড়ার করিয়া নিকটে আসিবার পূর্বেই সেই সাতটী শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তখনকার! তারপর ঘোড় সকলেই ঘোড়বিশারদ একটি বাণ লইয়া উহা ধনুকের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

বজ্র ইন্দ্রের অশনি প্রহারশালী সেই মহাবাণটী ধনুকের পরীরে যাইয়া পতিত হইল। রাজন্! এই বাণে আঘাত পাইয়া ধনুক বিশ্ব রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুকের ঘোড়াসহ হইলেন। ৫৭-৫৯

তাঁহাকে অচৈতন্য ও বিমনা দেখিয়া সারথি অন্যত্র বিবাহ না হইয়া অতি সত্বর সকলের দৃষ্টিগোচরেই রণভূমি হইতে তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইল। ৬০

তখন মহারাজ ঘোড় অন্য অধিকতর দুটী বাণ লইয়া সেই দুই দলের মধ্যভাগ কাটিয়া ফেলিলেন। ৬১

পরন্তপ! তারপর তাঁহাদের অশ্ব ও সারথিসমূহকে বিনাশ করিয়া তাঁহাদের পরীরের মধ্যভাগ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। পরক্ষণ ঘোড় শত্রুদের মধ্যে দিকে ধাবিত হইলেন। ৬২

তারত! তখন ঘোড়সৈন্য ঘোড়কে একা শত্রুর মধ্যে দিকে যাইতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদলের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যাইল। ৬৩

তখন আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন ভীমকে অগ্রে করিয়া

দুর্যোধনস্তমন্বপ্রাপ্তঃ সমরাজমবোচত্।
ওতো দুষ্টঃ সমতবৎ বুদ্ধুলাঃ লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৪
তাবকানাং পরেষাঞ্চ ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্।
সৌম্যহে ভীষ্মসেন চ সাত্যকৌ চ মহারথে ॥ ৬৬
কৈকেয়ে চ বিরাটে চ দৃষ্টদ্যুম্নে চ পাণ্ডবে।
এতেষু নরসিংহেষু ক্ষেমি-সংস্থেষু বৈ হ।
কথং পাণ্ডবসৈন্যানি কুরুসঙ্ঘাঃ পিপাতয়ঃ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠেভূমে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

সমস্ত সৈন্যের সহিত যোদ্ধা হবার উপর অকস্মাৎ ঝরিলেন এবং মুখ নম্রিত করিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন।

তাহার আগমনে ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন রথের ধারা রথ এবং হাতীর ধারা হাতী আক্রান্ত হইল।

পাণ্ডবপক্ষের দিকে যুদ্ধাবলম্বন অভিমন্যু, ভীমসেন, মহারথী সাত্যকি, কেকয়রাজকুমার, রাজা বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হইয়া—এই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এবং ক্ষেমি ও ভয়ত্রাণের অভিরক্ষা যুক্ত করিতেছিলেন। কুরুসৈন্যের যুদ্ধকুশল সিপাহীরা ভীম বৈয়াসিকের সকলের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ৬৪-৬৭

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে ষষ্ঠেভূমে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ষষ্ঠেভূমে মহাভয়ঙ্করপাঞ্চজন্যশব্দবর্ণনম্, ভীষ্মেণ তস্য বিনাশশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

এবং ষষ্ঠে মহেষ্বাসে প্রাপ্তে সঞ্জয়ক্ষয় প্রতি।
কুরবঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কিমকুর্বত সঞ্জয়। ১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পিতৃঃ বা অমরাচার্য পৃষ্ঠজঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ শৃণুসহায়ানি উতঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ২
ষষ্ঠেভূমে সেনাপতিঃ শূরঃ পুরুষত্বা মহারথঃ।
রাজ্ঞো বলং ধর্মসুতস্য পুরস্কৃত্য তস্থুস্ত ॥ ৩
নিযন্তিনঃ পুরস্কৃত্য ত্রাতুমৈক্ষরয়োধনঃ।
অভ্যবর্তত ভীষ্মস্ত হস্ত ষেমপরিচ্ছদম্ ॥ ৪
জিঘাংসন্তঃ মুদা যোধাঃ তমালীঢ়ং মুদুলঃ মহৎ।
তস্য ভেদায় সজ্ঞন্যানি মহাবৈশসমদ্ভুতম্ ॥ ৫
তাবকানাং পরেষাঞ্চ তদা যুদ্ধমবর্তত।
অন্যোন্যরোষাৎ সংযোপস্থান্ শূরান্ পাণ্ডবযোধান্ ॥ ৬
ওতাদুভঃ মহাশঙ্খান্ শ্বেতাশ্বাঞ্চ মহারথঃ।
মহারণোন্মাদকরান্ কুরুণাং প্রত্যপূরয়ন্ ॥ ৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

[ষষ্ঠেভূমে মহাভয়ঙ্কর পাঞ্চজন্যশব্দবর্ণন এবং ভীষ্ম কর্তৃক তাহার বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে মহাধনুর্ধর ষষ্ঠেভূমে সন্যের রথের নিকট উপস্থিত হইয়া ষেমিয়া যোদ্ধা ও পাণ্ডবগণ কি করিল? ১

পাণ্ডুনন্দন ভীষ্মই বা তখন কি করিলেন? আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল। সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবপক্ষের সকল যোদ্ধা মিলিয়া ভীম সেনাপতি ষেমকে অগ্রে করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনকে নিজেদের রক্ষা সেনাইয়ের সেনাইয়ে নিযুক্তীদের সম্মুখে স্থাপন করত ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষায় রথের উপর আক্রমণ করিলেন। ২-৩

তারপর! ইহারা সকলে ষেমকে রক্ষা করিবে ইচ্ছুক ছিলেন। সেজন্য ষেমকে বধ করিবে উদ্যত যোদ্ধাদিগের মধ্যে ষোর ভীষণ যুদ্ধারম্ভ আরম্ভ হইল। তখন মহাভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মধ্যে যেরূপ লোমহর্ষকারী অদ্ভুত মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, আমি উহা সেইরূপই বর্ণনা করিব।

সেই যুদ্ধে সাত্যকিসহ ভীম রথি-ঊপরি রথ রথে উপস্থিত করিয়া ছিলেন। তিনি তখন অতিশয় অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন। ভীম বাণবর্ষণে তিনি রথ হইতে রথীকে ও ঘোড়া বিনাশ করিয়াছিলেন। যমতুল্য ষেমসী ভীম নিজ অস্ত্রকৌশলে যুদ্ধ-ষেমকে সর্বতোভাবে আকুল করিয়া ষেলিলেন। ৪-৭

হৃতম্ সমন্তাৎ সমরে রবিরশ্মিম্ যথা তথা।
তেনাজৌ প্রেষিতা রাজন্ শরাঃ সন্নতপর্বণঃ। ৮
কঙ্কবাসসকাঃ সংখ্যে গৃধ্রবেগা ঘতোপলাঃ।
বিবাসাসি পাতয়ামাসুর্বীরাণাং শত্রুশো রণে॥ ৯
গজান্ কল্টকসন্নাহান্ বর্মোপেত বিশেষকান্।
রথা রথেষু সংসক্তা বাহুশস্ত্র বিশাসনে। ১০
একে হয়াঃ পর্যাবহংস্তত্রতত্র সমুদ্ভ্রমম্।
যুধানো নিহতঃ বীরঃ সত্যবানঃ সকার্মুকম্। ১১
উদীর্যন্তে হতা রাজন্ বহুসন্নহ যোধিনঃ।
বহবশ্চনিহতাস্তত্র বিনস্তশিরসো হতাঃ। ১২
শতশঃ পতিতা ভূমৌ বীরবাহু শোভনে।
পরস্পরেণ বাহবঃ পতিতাঃ পুনরুদ্যতাঃ। ১৩
উদ্যম্য চ প্রবাহন্তো মমন্থুস্তত্রতত্রহ।
পীড়িতাঃ পুনরুত্তস্থুঃ পুষ্টেষ্টা রণমূর্ধনি। ১৪
সন্নাহাঃ সন্নিবিদ্ধাশ্চ ভারভগ্নপরিচ্ছদাঃ।
বিস্রস্তরথবীরাশ্চ শতশঃ পরিপীড়িতাঃ। ১৫
তেন তেনাভ্যধাবন্ত বিপ্রজগ্মুশ্চ ভারত।
মত্তো গজঃ পরাবৃত্তোঽভ্যাগচ্ছন্ হতসাদিনি। ১৬
সাদিনো রথিনশ্চাপি বিচরন্তঃ সমন্ততঃ।
পুরুষাদৈশ্চরন্তিস্মিংস্তেন সাদৈঃ। ১৭
হতসারথিপুষ্টৈঃ পলাদ্ভ কার্মুকৈ যথা।
যুধানস্য সংগ্রামে ঘোরে রজসি তোষিতে। ১৮
ধনুঃ সূজিবিমানাং তত্রাসীৎ প্রবিমুঞ্চতাং।
যাদৃশস্তুমুলো ঘোরো বাজাস্ত পরিপপ্লবিম্। ১৯
যুধ্যমানং রণে রাজন্ সিন্ধুসৌবীরকৈর্বৃতং।
অভ্যদ্রবন্ত সৌবলশ্চেদি পাঞ্চালকৈস্তথা। ২০

যেরূপ ঘৃণা ঈষিত হইয়া অন্ধকার নাশ করেন, সেইরূপ তিনি সমরভূমির চারিদিকে বিচরণ করিয়া শত শত বাণ নিক্ষেপ করত শত্রুসৈন্যদিগের নাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাঁহার ঐ বাণগুলি মহাবেগশালী ও মহাবলশালী ছিল। যুদ্ধে অভিমন্যুর বিনাশকারী বীরের সেই বাণসমূহ শত শত বীরের মস্তক ছেদন করিয়া রণভূমিতে পাতিত করিল। ৮-৯

সেই বাণগুলি সংগ্রামে পর্বতসদৃশ বিশালদেহ প্রায় কণ্টকপূর্ণ কবচসমন্বিত হস্তিসমূহকে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। প্রভাবান্ সেই সময় কবচসহ খড়্গ সমন্বিত বিনষ্ট হইয়া ধরাতে পড়িল। ১০

রথ সকল রথের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভগ্ন হইয়া গেল এবং সেই রথ সহিত বীর যুদ্ধ করিতে করিতে নষ্ট হইয়া পতিত ছিল। ১১

রাজন্! সেই প্রবল সংগ্রাম চলিতে থাকিয়া যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহী (যোদ্ধারা) অশ্বারোহী ও পুরুষ পুরুষ শত শত বীর হত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া বীরোচিত শয়ন করিয়া রহিল।

পরস্পরের অভিমুখে ধাবিত বহু সৈন্যই কবচের ভারে ভূতলে পড়িয়া গেল, আবার তাহারা কবচের ভার ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধার্থ চলিল। তাহারা নিজেদের সৈন্যদিগের সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুনরায় পরস্পরের প্রহারে পীড়িত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া পড়িল। ১২-১৪

ভারত! সব সব বীর বহু ও যুদ্ধ করিয়া দুর্বলতা বশতঃ দুর্বিষহ হইয়া অস্ত্র ও শস্ত্রসমূহের বীরগণের বিশ্রামস্থানে বিশ্রাম করিল, যাহার পক্ষদিগের প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া রাখিল এবং তাহারাও সমানভাবে যুদ্ধ প্রহার করিতে করিতে বিশেষ বিশিষ্ট পথ দিয়া একদিক একদিক দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।

রাজন্! যুদ্ধ সেই অবস্থাতে সন্ধ্যাকালে পতিত হইল, যোদ্ধাদের আসাযাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ রাত্রির প্রবিষ্টকাল চারিদিকে ভূতলে পতিত শরীরসমূহদিগকে সেই করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কত বীর সন্নাহের ভারে নিম্ন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল। কোন স্থলে রথের সারথি নিহত হইলে রথী সাধারণ যোদ্ধার রথ উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া যাইল।

সেই যুদ্ধের সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত যোদ্ধাদের এরূপ ধূলি উঠিয়াছিল যে, কিছুই বুঝা যাইত না। কেবল শব্দ শ্রবণ করিয়া ইহাই বুঝা যাইতেছিল যে, অভিমন্যু যুদ্ধ করিতেছে। রথ যোদ্ধা অশ্ব যোদ্ধাদিগের যে শব্দ শ্রবণ করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল যে, ইহারা সন্নাহের। ১৫-১৯

রাজন্! তখন বিদ্ধ যোদ্ধ বহুল সৈন্যমধ্যে ও সৈন্যদের যোদ্ধাদল করিয়া ইহাই বুঝিতে পারিল যে, কোন যোদ্ধা যমসদনে যুদ্ধ করিতেছে। যোদ্ধারা পরস্পরের প্রতি যে ঘোরতর গর্জন করিতেছিল, তাহাও সেই সময় স্পষ্টরূপে শোনা যাইতেছিল না। ২০

শঙ্খান্ দধ্মুঃ সংগ্রামে পটহাংশ্চ সমন্ততঃ।
মৃদঙ্গানক সংগ্রামে দুর্দুরাঃ পৌরুষং তথা। ২১
নাগৌঘাঃ নাদ-সোন্মাদি ভীষণক পরাক্রমম্।
ভীমচাপচ্যুতৈর্বাণৈর্ভর্ৎসনাঃ দুরাসাং দৃঢ়ে। ২২
পরস্পরেণাঃ বীরাণাং মনাংসি সমকম্পয়ন্।
তস্মিন্নত্যাকুলে যুদ্ধে বাকণে লোমহর্ষণে। ২৩
পিতা পুত্রক সময়ে মাতিজ্ঞানাতি কশ্চন।
চক্রে তত্র মৃধে ছিন্নে একধূর্যো হয়ে হয়ঃ। ২৪
আক্ষিপ্তঃ তত্রবাণ্ বীরঃ সন্নাহবিরতিক্ষমৈঃ।
এবক সময়ে সর্বে বীরাশ্চ বিমুখীকৃতাঃ। ২৫
তেন তেন চ দৃশ্যন্তে যাবমানাঃ সমন্ততঃ।
গজো হতঃ শিরশ্ছিন্নঃ বর্ম ছিন্নঃ হতো হয়ঃ। ২৬
অন্যঃ কোপি নৈবাদীৎ তীব্রে বিগতি শাশ্বতম্।
ভেজঃ কুরুপাণ্ডবয়োঃ তত্র তস্মিন্ মহাহবে। ২৭

রাজপুত্রান্ রথোদারানবীক্ষ্যরণমস্তকে।
চিন্তয়ন্ রথিনা শ্রেষ্ঠঃ বিধানেন তদেরিত। ২৮
নাদয়ন্ শার্ঙ্গবন্তৈব ধনুষি চ সমন্ততঃ।
রথেষাং রথচক্রাণি তূণীরাণি ধ্বজানি চ। ২৯
ছত্রাণি চ মহার্হাণি পতাকাশ্চ বিশাম্পতে।
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চৈব সর্বশঃ। ৩০
বারণাঃ পত্তয়শ্চৈব হয়াঃ যোধেন তাড়িত।
যত্র যোদ্ধব্যমাত্র ভীতা বিহায় হবলম্বয়ম্। ৩১
অপয়াতাস্তথা পশ্চাত্ বিমুখ পত্তয়ে মুকুট।
পরাপতন্তিক্রম্য তুরগঃ কুরুনন্দন। ৩২
ভীষ্ম যাবনবা যুদ্ধে বিভাঃ পত্তয়ে সর্বশঃ।
অশীনো বীবলম্বে ভীষ্মাঃ যাবঃ মহাহবে। ৩৩
একস্তম্ভো নরব্যাঘ্রো গিরিমেরুরিবাচলঃ।
আজঘান ইব প্রাণান্ সবিতা বিবিধাত্মকে। ৩৪

তখন কৌরবদের তথায় বিরাট সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যেরা সেখানে নিজের মূল্যবান্ত্রশস্ত্রাদিও ফেলে রেখেছিল, তাহারা আর ফিরিয়ে আনে নাই।

যুদ্ধ ভীষ্মের বশ হইতে বিভিন্ন রাজপুত্রে সকল যোদ্ধারাই ভীষ্ম অনুকরণ করিতেছিলেন। ঐ রাজপুত্রি পরস্পর সকল বীরেরই হৃদয় কম্পিত করিতেছিল।

সেই যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যোদ্ধাকারী ও সকলের রোমহর্ষণ ছিল। এই সময় কেহ পিতাকে নিজ পুত্রকেও চিনিতে পারিত না।

তখন ভীষ্মের বাণে চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধ (রথের সময় রাজপুত্রোক্তি করিবার কার্যবিশেষ—যোদ্ধন) বন্ধ হইয়া ছিল এবং একমাত্র রক্ষিত রথের অশ্বও বিনষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় রথের উপরে উপবিষ্ট সারথির সহিত বীর রথীও ভীষ্মের সম্মুখবর্তী হইয়া বর্ষণ করিল।

এইরূপ সেই সময়ে রথহীন হইয়া সকল বীর ভিন্ন-ভিন্ন দিকে ছাড়িয়াছিল যোদ্ধারা পলায়ন করিল।

কাহারও হস্তী বিনষ্ট হইল, কাহারও রক্ষক ছিন্ন হইয়া গেল, কাহারও বর্মখান বিদীর্ণ হইল এবং কাহারও অশ্ব বিনষ্ট হইল। যখন ভীষ্ম শত্রুসৈন্য সংহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার সম্মুখে আসিতে কোন একজন বীর ছিলেন না, তিনি বীরহীন মাঠের মতন হইয়াছিলেন।

এইরূপ সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের ভীষণতেজ সংহার করিতেছিলেন। তিনি তখন শত শত প্রবল রথী রাজপুত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভীষ্ম নিজ বাণসমূহ তখন বহু রথীর বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন। ২৮-৩৮

তিনি সকলদিকেই বাণক্ষেপ করিয়া বহু যোদ্ধার বহু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। রথের ঈষাদণ্ড, চক্র, তূণীর এবং ধ্বজ তিনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৯

রাজন্! রথসমূহ হয় ও পতাকাসমূহও তাঁহার বাণে খণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর! যেসব যুদ্ধ ও সংগ্রামের বহু সম্ভারে ও বিনাশ করিয়াই ছিলেন, তাহার উপর তিনি তখন শত শত হস্তীকেও নিহত করিয়াছিলেন।

কুরুনন্দন! আমরা যেসের ভয়ে মহাবলী ভীষ্মকে একাকী রাখিয়া পলাইয়া যাইলাম। সৈন্যেরা আর তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম। সকল সৈন্যরা যেসের মান রক্ষার পলায়ন করিতে পারিল, তখনও পলায়ন করিয়া ছাড়িয়া রাখিয়াই রহিলাম এবং পর্বতের ন্যায় শালবৃক্ষের ভীষ্মকে দেখিতে লাগিলাম।

সেই মহাসংগ্রামে বহিত আমাদের পক্ষে কাজেরা সময় আসিয়াছিল, তথাপি মহারাজ ভীষ্ম একাকী বীরত্বপূর্ণ হইয়া মেঘপর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পরস্তিরিবিবাধিত্যস্তন্থৌ শরশতৈচিতান্।
ন মুমোচ ধনুষ্পাণিঃ শরসন্ধানমেবকঃ ॥ ৫৫
নিঘ্নন্তমিতান্ সমরে বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ প্রত্যযুধ্যন্ত মহাবলম্ ॥ ৫৬
অসুরাধিব তে যুদ্ধাদ্ভূয়িষ্ঠং ব্যাকুলম্।
অমেয়বলসম্পন্নৈরেকো যুদ্ধে পরন্তপ ॥ ৫৭
দুর্যোধনপ্রিয়ে যুক্তঃ পাণ্ডবান্ পরিশোচয়ন্।
জীবিতং দুস্ত্যজং ত্যক্ত্বা তস্থৌ মুমুক্ষুবদ্রণে ॥ ৫৮
পাতয়ন্নাশু সৈন্যানি পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
প্রহরন্তমনীকানি পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৫৯
দৃষ্ট্বা সেনাপতিঃ ভীষ্মস্ত্রিদিবঃ দেবমজ্জয়ম্।
ন ভীষ্মং শরজালেন বধতো সমবারয়ন্ ॥ ৬০
দেবাঃ স্থাপি তদা ভীষ্মং শরৌঘৈঃ সমবারয়ন্।

যৌ যুধাবিব নর্ষভৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ৬১
ব্যাঘ্রাবিব মুদাযুক্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
অন্যৈরপি সংগ্রামে তত্রস্থৌ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৬২
ভীষ্মঃ দেবশ্চ যুযুধে পরস্পরবধৈষিণৌ।
একাহ্না নির্দহেদ্ ভীষ্মঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৬৩
অতৈঃ পরমসংযুক্তো যদি দেবো ন পালয়েৎ।
পিতামহং তদা দৃষ্ট্বা দেবেন বিনিষূদিতম্ ॥ ৬৪
প্রহর্ষং পাণ্ডবা জগ্মুঃ সুমন্ত্রে বিজয়াবহে।
ততো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ পার্থিবৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ৬৫
অনীকৈঃ পাণ্ডবানীকমভ্যবর্তত সংযুগে।
দুর্মুখঃ কুশলশ্চৈব দুষ্কর্ণো বিশাম্পতিঃ ॥ ৬৬
ভীষ্মং জুগুপ্সমানাস্তে তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
দৃষ্ট্বা তু পার্থিবৈঃ সর্বৈর্দুর্যোধনপুরোগমৈঃ ॥ ৬৭

দেবগণ সূর্যদেব শীতকালের শেষে ঐশ্বরূপে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীষ্ম সমর মৈন্যের প্রাণসংহার করিতেছিলেন। কিন্তুপ্রোক্ষিত সংগ্রামে কুরু ভীষ্ম বীর বাসনা করিতে প্রবোধিত হইয়া সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন।

যেরূপ বজ্রপাণি ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করেন, সেইরূপ মহাবীর্য ভীষ্ম সেই রণক্ষেত্রে শত্রুগণকে বিনাশ করিতে করিতে যাহারা যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইল তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন।

মহাবল ভীষ্ম বীর বল হইতে বহির্গত হইলে অমিত তেজস্বী ভগবান দেব নিজ সৈন্যগণ হইতে মুক্ত হইয়া সেই রণভূমিতে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিলেন। তাঁহার শরের প্রহারে সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

পরন্তপ! দেবকে পূর্বোক্তরূপে সৈন্যসংহারে সংহার করিতে দেখিয়া একাকী ভীষ্মই উৎসাহিত ও প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দেবের নিমিত্ত কল্পিত করিতে ভীষ্মের দেহ ও তাহা পরিত্যাগ করিয়া সেই মহাসমরে দুর্যোধনের প্রিয়কার্যে নিরত হইলেন। ৩০-৫৮

রাজন্! ভীষ্ম পাণ্ডবগণের বহু সৈন্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আপনার পিতৃব্যগণ দেবব্রত যখন দেখিলেন যে, সেনাপতি দেব আমাদের সৈন্যের উপর অস্ত্র প্রহার করিতেছেন, তখন তিনি অতিশয় তাঁহার সম্মুখে আসিলেন।

সেই সময় দেব বীর অবাধে বাণের জাল বিস্তার করিয়া ভীষ্মকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীষ্মও তাঁহার উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সেই দুই বীর বর্ষণকারী বৃষ, মদোন্মত্ত গজরাজ এবং অন্যান্য ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় পরস্পরের উপর আঘাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা ঐ দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দেব নিজ নিজ বাণের দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র ছেদ করিয়া পরস্পরকে বিনাশ করিবার বাসনায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

যদি তখন দেব পাণ্ডবসৈন্যগণকে রক্ষা না করিতেন, তবে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একাকী সেই দিনেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতেন।

তারপর পিতামহ ভীষ্মকে দেবব্রতের যুদ্ধস্থলে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, কিন্তু আপনার পুত্র দুর্যোধনের মন উদাস হইয়া পড়িল।

তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধচিত্তে দুঃশিবিরে পরিবৃত হইয়া সৈন্যের সেই যুদ্ধভূমিতে পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন।

দুর্মুখ, কুশলী, দুষ্কর্ণ ও রাজা শল্য আপনার পুত্রের আজ্ঞায় সমবেত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুর্যোধনাদি নৃপগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে যুদ্ধে নিরত হইতে দেখিয়া দেব মহাবল ভীষ্মকে আপনার পুত্রের সৈন্যগণকে সৌজন্যে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বজ্রধারী বীর বলে দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

পাণ্ডবানামনীকানি ব্যগাহন্ত সমন্ততঃ।
যেতো গাঙ্গেয়মূৎসৃজ্য তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ৪৮
নাবস্থাতুং যযৌ সেনা বায়ুর্জলনিবৌজসঃ।
দ্রাবয়িত্বা চমূং রাজন্ বৈরাটিঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। ৪৯
আসসাদ সহসা দূরে যত্র ভীষ্মো ব্যবস্থিতঃ।
তৌ অন্যোন্যবধে রাজন্ শরশীতৌ মহাবলৌ ॥ ৫০
অন্যূনব্যায়তৌ মত্তাবন্যোন্যে দৃঢ়-বাসবৌ।
অন্যোন্যং তু মহারাজ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৫১
নিপুণৌ কার্মুকৈঃ যেতো ভীষ্মঃ বিরাটঃ সপত্তিকঃ।
পরাক্রমঃ তত্তক্ষ পরাক্রম্য পরাক্রমী ॥ ৫২
তত্রসা বায়ুরাজান মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
যেতঃ শান্তনবং যুদ্ধে শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ৫৩
বিব্যাধ সপ্তবিংশত্যা তমপ্যুবিরতেষুধিঃ।
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা। ৫৪
স বিদ্ধস্তেন বলবান্ নাকম্পত মহাচলঃ।

বৈরাটিঃ সমরে ক্রুদ্ধো ভূশমাহত্য কার্মুকম্। ৫৫
আজঘান ততো ভীষ্মং যেতঃ ক্ষত্রিয়মর্দনঃ।
সপ্তভিস্তু ততঃ যেতঃ সৃঞ্জিনী পরিসংলিহন্। ৫৬
শরচ্ছিন্নেন ভীষ্মস্য নবচ্ছিন্নমনা মৃধে।
সন্ধায় বিশিখং তৈক্ষ্ণং শরং লোমপ্রবাহিনম্। ৫৭
উত্তরায় ততস্তস্মৈ প্রহর্তুং মহাবলঃ।
যেতুঃ বিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য তনয়াগ্রজম্ ॥ ৫৮
হত্বা ভীষ্মস্তস্তু যেতস্য তনয়াগ্রজম্।
পাণ্ডবান্তাপি সংক্রুদ্ধো হন্তুং সর্বান্ মুদা যুতঃ ॥ ৫৯
ভীষ্মস্য পতিতং যেতুং দৃষ্ট্বা তাদৃশং মহাধনুঃ।
ততো দুর্যোধনঃ ক্রোধাদ্ যবনীকমনোদয়ৎ ॥ ৬০
ততো ভীষ্মং পরীপ্সন্তঃ রক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।
যা নঃ প্রপন্নমানানাং যেতাদ্ ভ্যমরাদ্যভি ॥ ৬১
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ যুদ্ধে সঙ্গাং ত্রীণি বং।
রাজন্ যস্মাং ক্ষয়ং ক্ষত্রা যমায়া মহাক্ষয়ঃ ॥ ৬২

রাজন্! বিরাটপুত্র শ্বেত সেই সময় ক্রোধে মূর্ছিত (জ্ঞানহীন) ছিলেন। তিনি আপনার সৈন্যবিনাশে সুর হইয়া নিজ পুরুষার্থ প্রকাশ করেন যেখানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ভীষ্ম ছিলেন।

মহারাজ! সেই দুই মহাপুরুষ বীর মহাত্মা বাসব ভীষ্ম হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় স্বীয় আয়ুধ ও বৈর্য্যের দ্বারা উভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৮-৫১

শ্বেত শর আকর্ণ করিয়া সাতটী বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন পরাক্রমশালী ভীষ্মও শ্বেতের সেই পরাক্রমকে বার্থ পরাক্রম করিয়া যুদ্ধ করিতে। তাহাতে বোধ হইল—কোন এক মদের হাতী অন্য এক মদমত্ত হাতীকে যুদ্ধ করিতেছে।

তদনন্তর শ্বেত পুনরায় নতপর্বযুক্ত পঁচিশটী বাণে শান্তনবকে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল।

তখন শান্তনবকে ভীষ্মও স্পষ্ট বাণে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সেই বাণের আঘাতেও বলশালী শ্বেত বিচলিত হইলেন না, পরন্তু পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তারপর ক্ষত্রিয়মর্দন শান্তনবপুত্র বিরাটপুত্র শ্বেত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের উপর পুনরায় বাণের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি হাত করিয়া ক্ষুরের দুই প্রান্তভাগ তেজে ধারণ বাণ সন্ধানপূর্বক ভীষ্মের ধনুটিকে শত খণ্ড করিয়া দিলেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুর পুত্র সমর করিয়া তাড়াতাড়ি অন্য ভীষ্মের তালচিহ্নযুক্ত ধ্বজের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিলেন।

ভীষ্মের ধ্বজকে নিম্নে পতিত দেখিয়া আপনার পুত্রগণ ভীষ্মকে ঘেরিয়া। রক্ষা করিবার মনে করিতে লাগিলেন।

তাহাতে ভীষ্মের তালচিহ্নের ধ্বজকে পতিত দেখিয়া শান্তনবপুত্র ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় আকর্ণধনুকে টঙ্কারধ্বনি করিলেন।

তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া বীর সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন—বীরগণ! সাবধান হইয়া চারিদিক্ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাকে আগুলিয়া অবস্থান কর। তখনও একথা শেষ না হয় যে, আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে শিখণ্ডীর হাতে ভীষ্মের মৃত্যু হইল। আমি পোরাণিকদিগের এই কথা বলিতেছি যে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পৌরাণশালী বীর।

রাজা দুর্যোধনের এই কথা শুনিয়া সকল মহারথী বীরগণ অভিনব যত্ন করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বাহিনীর সহিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

বলেন চতুর্ভদ্রেণ গদেষুরথপাণয়ম্।
বাহ্লীকঃ কৃতবর্মা চ শল: শল্যশ্চ ভারত ॥ ৬৩
অনাধৃষ্টো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
দ্রৌপদীপাঞ্চরাত্রার্থে পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৬৪
শঙ্খদুন্দুভি সুতুমুলাঃ ঘোষঃসোপর্ব্বণাপাক্রমন্।
তান্ দৃষ্ট্বা বিনিবৈর্যাপৈস্তরমাণো মহাযশঃ ॥ ৬৫
অবারয়দ্রথঘোষান্ দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
স বিধ্যন্ বৈ তান্ সর্ব্বান্ ক্ষেমন্ত্রী কুরুনন্দন ॥ ৬৬
মহতা শরবর্ষেণ ভীমস্য রথমাদিশৎ।
তমোঽভূদ্ মহদাকাশে ভীমঃ শত্রুশরৈর্বৃতঃ ॥ ৬৭
ঘোষঃ বিধ্যে রথেভ্যস্তু কঙ্কপত্রৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো ভীমঃ স্বরথিনাবধীৎ ॥ ৬৮
বিধ্যে সমরে রাজন্ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
ততঃ প্রব্যথিতো রাজা ভীমঃ দৃষ্ট্বা বিধারিতম্ ॥ ৬৯

প্রবীরঃ সর্বলোকস্য ঘোষেষু বৈ তদা।
নিষ্টানকস্য পুরুষাস্তের দৈত্যস্য চাহবে ॥ ৭০
তং ভীমঃ ধারিতঃ দৃষ্ট্বা ঘোষেষু সরবিক্ষরম্।
ততঃ ঘোষেষু সঙ্ক্রুদ্ধো ঘোষস্য বধমাদিশৎ ॥ ৭১
ততঃ ঘোষবধং শ্রুত্বা পিতা ঘোষস্য তস্য বৈ।
ধনুশ্চূড়িঃ দৃষ্ট্বা তাত ঘোষং বিধারিতম্ ॥ ৭২
ঘোষং প্রতি মহারাজ ধাবমানং সায়কান্ বহূন্।
তাবাবার্য্য রথে ঘোষো ভীমস্য বধিনাং বরঃ ॥ ৭৩
ধনুশ্চিচ্ছেদ তস্যেব পুনরেব শিতৈঃ শরৈঃ।
ঔদস্যন্ তাম্ভ্রং রাজন্ সারথেঃ ঘোষধন্বিনঃ ॥ ৭৪
অথাস্য কার্ম্মুকাদায় বিপুলং বলবত্তরম্।
তস্য সন্ধায় বিপুলান্ তান্ সর্ব্ব নিরাশিতান্ ॥ ৭৫
চতুর্ভিস্তু তথাবাহান্ ঘোষেণ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ ধারয়ং তু চিত্রেষু সপ্তভেন চ সায়কৈঃ ॥ ৭৬

ধারয়। বাহ্লীক, কৃতবর্মা, শল, শল্য, অনাধৃষ্ট, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি—ইহারা সকলে সশস্ত্রে হইয়া সমরে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া ঘোষকে বিপদে ফেলিবেন এবং ঘোষের উপর অবশ্য আক্রমণ করিতে পারেন বলিলেন।

তখন অর্জ্জুনের আত্মসম্মানের মহাবীর ঘোষ বিপক্ষের আক্রমণের নৈপুণ্য দেখাইতে থাকিয়া অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত ক্রোধভরে ভীষণ বাণের বাণবৃষ্টি তাঁহাদের সকলকেই বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

যেরূপ সিংহ ক্রিয়াশীল শত্রুগণকে ভঙ্গ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সকল মহারথীকে ভঙ্গ করিয়া বিপুল বাণবর্ষণে তখন ঘোষ ভীষণের বধ ঘোষণা করিলেন।

রাজেন্দ্র! তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অন্য এক ধনুক লইয়া তুমুলযুদ্ধে তখনকার ভীষণ বাণবৃষ্টি দ্বারা ঘোষকে বিদ্ধ করিলেন।।

রাজন্! তাহাতে সেনাপতি ঘোষ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থানেই তখন লৌহময় বাণদ্বারা সকলের দৃষ্টিসমক্ষে অবশ্যই ভীষ্মকে অস্ত্র-বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

ঘোষ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচার বীর ভীষ্মকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বিরত করিলেন, ইহা দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সময় আপনার সকল সৈন্যের মনেই ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইল।।৫৫-৭০

ঘোষ ভীষ্মের ভীষণে বিধারিত করিলেন এবং তাঁহার দেহ বাণে অস্ত-বিদ্ধ করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিল যে, ভীষ্ম ঘোষের বশীভূত হইয়া পরিত্রাণের এবং তাঁহারই হস্তে নিহত হইবেন।।৭১

তখন আপনার পিতৃতুল্য ঘোষের ভীষ্ম নিজের ধনুকে স্থির হইয়া তূণস্থিত ও হৈরণবাকে বিধারিত হইতে দেখিয়া ক্রোধের বশীভূত হইলেন।।৭৯

মহারাজ! তিনি ঘোষের উপর বহু বাণ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু অধিকাংশ ঘোষ তাহাকে তাঁহার সকল বাণই বিধারিত করিয়া পুনরায় একটি ভল্লের আঘাতে পিতৃতুল্য ভীষ্মের বহু ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! ইহা দেখিয়া মহাবলবান ভীষ্ম ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ছিন্ন বহু পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি প্রবল ও বিশাল বহু গ্রহণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণের সাহায্যে তাহা যোজনা করিলেন। তাহার মধ্যে চারটি ভল্লের দ্বারা সেনাপতি ঘোষের চারিটি অশ্বকে নিহত করিলেন, দুইটি ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে কাটিয়া ফেলিলেন এবং নিজের অলৌকিক বিক্রম দেখাইতে দেখাইতে অপর আটটি বাণ ঘোষের সর্ব্বাঙ্গে সমস্ত ভেদন করিলেন

বিনিশ্চিক্ষেপ তত্রৈন শাক্রুণো লঘুবিক্রমঃ।
হতাশ্বসূতাৎ স রথাদবপ্লুত্য মহাবলঃ ॥ ৭৭
অমর্ষবশমাপন্নো ব্যাকুলঃ সবলদ্ধক।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং দেবং দৃষ্ট্বা পিতামহঃ ॥ ৭৮
তাড়য়ামাস নিশিতৈঃ শরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
স তাড্যমানঃ সমরে ভীষ্মচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৯
অন্যদ্ধে বলবৎপক্ষা শক্তিং জগ্রাহ কাঞ্চনীম্।
ততঃ শক্তিং বধে তস্যো জগ্রাহোগ্রা মহাভুজম্ ৮০
কালদণ্ডোপমাং ঘোরাং মৃত্যোর্জিহ্বামিব স্বয়ম্।
অব্রবীচ্চ তদা দেবো ভীষ্মং শান্তনবং রণে ॥ ৮১
ত্রিদেবনীং পুরস্কৃত্য সপ্ত বাঃ পুরুষো ভব।
এবমুক্ত্বা মহেষাসো ভীষ্মং মৃধি পরাক্রমী ॥ ৮২
ততঃ শক্তিমমোঘাং তু ক্ষিপেদ ভুজগোপমাম্।
পাণ্ডবার্থে পরাক্রান্তস্তদানর্ত চিকীর্ষুকঃ ॥ ৮৩
হাহাকারো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তে বিশাম্পতে।

দৃষ্ট্বা শক্তিং মহাঘোরাং জ্বলন্তীমন্তকাদ্রয়ম্ ॥ ৮৪
দেবব্রত বধনিমিত্তং নিমিত্তং ক্রোধসম্ভবম্।
অপতৎ সহসা রাজন্ মহেন্দ্রস্য করাতলাৎ ॥ ৮৫
জলদ্ভীমমুল্কাভাং তাং আলাভিরিব সংবৃতাম্।
অন্তরাকুরুষা রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৮৬
অষ্টভির্নবভিশ্চৈব শক্তিং চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
ঊনষ্টষ্টেষবিচ্ছিন্না নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৭
উল্কা ভূতাস্ততঃ সর্বে তারকা ভরতর্ষভ।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈরাটিঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥ ৮৮
কালোপহতচেতাস্তু কর্তব্যং নাজানন্ত।
ক্রোধসম্মূঢ়চিত্তো রাজন্ বৈরাটিঃ প্রাদ্রবদ্রথি ॥ ৮৯
গদাং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো ভীষ্মস্য নিধনং প্রতি।
ক্রোধেন রক্তনয়নো যুগান্তাগ্নিরিবান্তকঃ ॥ ৯০
ভীষ্মং সমভিদুদ্রাব জলৌঘ ইব পর্বতম্।
তস্য বেগবতাবার্যা মহা ভীষ্মঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯১

অর্থ ও সারথি বিহত হইলে মহারথ দেব রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অমর্ষে বশীভূত হইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

রথিবরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবকে রথহীন দেখিয়া পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণে বারংবার পীড়িত করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে ভীষ্মের বাহুমুক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া বাহিনে দেব বীর পুরুষকে রথেই রাখিয়া দিয়া একটি দুর্ধর্ষ-নিবিড়া শক্তি গ্রহণ করিলেন।

অমোঘ উহা, মহাকায়, কালদণ্ডতুল্য ঘোরতর ও মৃত্যুর জিহ্বাসদৃশ প্রতীয়মান সেই শক্তিকে হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং নীরবে ফেলিতে ফেলিতে দেবকে শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন। ৭৬-৮১

ভীষ্ম! তুমি এই সপ্ত বাহ্যের সহিত অবস্থান কর। আমাকে দেখ এবং পুরুষ হও। এই বলিয়া সমিত শান্তনু-নন্দন মহাধনুর্ধর ও পরাক্রমশালী বীর দেব ভীষ্মের উপর সেই সর্বাঙ্গসুন্দর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৮২-৮৩

রাজন্! দেবের হাত হইতে পরিত্যক্ত, বজ্রতুল্য প্রভাবশালী ও ভোগসদৃশ সর্বাঙ্গসুন্দর ভয়ঙ্কর সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পুত্রদের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। রাজন্! সেই শক্তি আকাশ হইতে বিপাশ উল্কার ন্যায় অধঃ পতিত হইল। ৮৪-৮৫

অবধিতে প্রজ্বলিতা ও জ্বালাসমূহে পরিবৃতা সেই শক্তিকে দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত তখন অন্যত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রথমে আটটি পরে নয়টি বাণ সন্ধান করিয়া সেই শক্তিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ভরতর্ষভ! উহার মধ্যে বিদ্ধিত সেই শক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণে ঐ রূপে বিদ্ধ দেখিয়া আকাশে পুচ্ছল সহ মহা তারাপাত করিতে লাগিল।

বীর শক্তিকে এইরূপে বিফল হইতে দেখিয়া বিরাটপুত্র ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন কাল তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন, সেইজন্য তিনি তখন নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অধিকার হারা হইয়া মহাক্রোধভরে ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি গদা গ্রহণ করিলেন।

সেই সময়ে ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং হাতে গদা ধারণ করায় সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় তাঁহাকে মনে হইতেছিল। যেরূপ মহাজলপ্রবাহ ঘোর পর্বতকে লক্ষ্য

প্রহারবিক্ষতোকার্তঃ সহসা ধরণীং গতঃ।
সেতুঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভ্রাতরিষা মু তাং ধরাম্ ॥ ১২
রথে তীক্ষ্ণ নিক্ষেপ মমা সেনো মনোহরঃ।
তমা তীক্ষ্ণনিপাতিতা ন রথো ভরসাংকৃতঃ ॥ ১৩
সমরঃ সহ পুত্রেণ নাগঃ সমুদ্রবন্ধুঃ।
বিরথঃ রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ তীক্ষ্ণঃ দৃষ্ট্বা রথোত্তমাঃ ॥ ১৪
অভ্যধাবন্ত সহিতাঃ গদাপ্রাসকরা মধাঃ।
তমেবোগ্রং রথমাস্থায় ধনুর্বিস্ফার্য দুর্মনাঃ ॥ ১৫
পঞ্চভিঃ পঞ্চমাস্থেন্দ্রঃ পাণ্ডবঃ প্রহসন্নিব।
এতস্মিন্নন্তরে তীক্ষ্ণঃ তমাব বিপুলাং শিরম্ ॥ ১৬
আকাশস্থৈরিবা নিশাচারমো দিব্যসত্ত্ববান্।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ মহাবাহো ভীমঃ যঃ কুরুষ বৈ ॥ ১৭
এব ক্ষত্য রণে কালো নির্দিষ্টো বিধযোনিনা।
এতস্মাদ্ধি মু বলবা সেনসূনেন তাদিতম্ ॥ ১৮

সত্যসন্ধেন ভূমা বলে তস্য মনো বধে।
বিরথা রথিনাং শ্রেষ্ঠং সেনং দৃষ্ট্বা পলায়িনম্ ॥ ১৯
সহিতাস্তাবকাস্তত্র পরীপ্সন্তো মহারথাঃ।
সাত্যকিং ভীমসেনঞ্চ দৃষ্ট্বাক্রন্দ পাণ্ডবঃ ॥ ২০
তৈরেষো দৃষ্টকেতুশ্চ অভিমন্যুশ্চ বীর্যবান্।
এতাবাপততঃ সর্বান্ সোম-পলা-কুরূন্ মহ ॥ ২১
আবাহয়ন্তমেবাথা বারিসেনানিবাহনঃ।
সন্নিপেতুঃ সমেত্য পাণ্ডবেন্ মহাত্মসু ॥ ২২
সেনং মহামনাস্তত্র তীক্ষ্ণমা ধনুরাদিনম্।
তমসাস্ত ধনুশ্চিত্ত্বা ভল্লাভ্যাং শিতাভ্যাং ॥ ২৩
সেনসূতমঃ ক্রুদ্ধা বধে তস্য মনো দধে।
ততঃ প্রচক্রমাবস্ত শিনো সেনব্রতস্তব ॥ ২৪
অস্তং কালে তমাদায় ভরসাগো মহারথঃ।
ক্ষণেন মহামরোদ্ধক্রচাপসমপ্রভম্ ॥ ২৫

করিয়া বাহির হইয়া যাইত, সেইরূপ তিনিও সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণের নিকটে বাহির হইলেন।

প্রহারপটু তীক্ষ্ণ এই সময়ে সেনকে অধিকতর দুর্বিষহ হইয়া তাহার প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহসা রথ হইতে ভূতলে লাফাইয়া পড়িলেন।

এদিকে সেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সময়ে আকাশে ঘুরাইয়া তীক্ষ্ণের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন, মনে হইল—যেন ভয়ঙ্কর বেগে গদা প্রহার করিলেন।

তীক্ষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় বিক্ষিপ্ত সেই গদার আঘাতে অশ্ব, সারথি, অস্ত্র, ধ্বজ ও যুগাদির সহিত সম্পূর্ণ রথই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইল।

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীক্ষ্ণকে রথহীন হইতে দেখিয়া গদা প্রভৃতি উত্তম মহাস্ত্রধারী এক সঙ্গে সেনসূতের দিকে আসিলেন।

তখন অন্য রথে উপবিষ্ট হইয়া বহুল উপায়াদি করিতে করিতে সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ উপস্থিত হইলে করিতে করিতে তাঁহার বীর সেনের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

এই সময়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ নিজের বিজয়ধনুকে এক দিব্য ও ভয়ঙ্কর আকাশচারী অস্ত্র যোজনা করিলেন—মহারাজ ভীষ্ম! তীক্ষ্ণ অতি সহজ সেনের বধের জন্য এক যম. কারণ, বিধাতাই তাহাকে এই সময়েই সেনকে বধ করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

সেনসূতশ্রেষ্ঠ এই মাত্র মনে করিয়া তীক্ষ্ণের বধ করিতে মনস্থ হইল এবং তখনই তিনি সেনকে বধ করিবার পরামর্শ করিলেন।

ইত্যবসরে সেই সেনকে রথহীন ও পলায়ি (পাঞ্চালী) দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক সঙ্গে বহু মহারথ ছুটিয়া আসিলেন।

ইঁহাদের নাম হইল—সাত্যকি, ভীমসেন, ক্রুদ্ধসূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেনবরাক্ষসুমান, ধৃষ্টকেতু ও পরাক্রমশালী অভিমন্যু।

ইঁহাদের সকলকে আসিতে দেখিয়া অমিতপরাক্রমশালী তীক্ষ্ণ সোমকগণ, পলা ও কুরুগণের সহিত যাইয়া তাঁহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন মনে হইল—সোম পর্যন্ত জলের প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিয়াছে।

সকল মহারথ পাণ্ডবগণ অবরুদ্ধ হইয়া সত্বরে সেন তাহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন।

সেই স্থির বহু ভাবে করিয়া নিজাস্ত্র তীক্ষ্ণ সেনসূতের কথা চিন্তা করিয়া সেনকে বধের জন্য মনস্থির করিলেন।

তারপর আকাশের নিকটবর্তী মহাবেগ সেনকে অতি সহজ অন্য এক লইয়া সেনসূতকে বিনাশ করিতে করিতে আকাশের মধ্যেই তাহাকে অদৃশ্যভাবে করিলেন। তখন সেই বহু ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছিল। ৮৮-১০৫

পিতা যে তবয়ন্তো ঘোরং পৃষ্ঠ্যং মহারথৈঃ।
বৃতঃ ত্বং বহুভিব্যাঘ্রৈর্গিরেরপ্যুরুগোচরৈঃ। ১০৬
অভাবর্তত যাতেন্দ্রঃ ঘোরং সেনাপতিং ক্রতুম্।
আপতন্তং ততো ভীষ্মো ভীষয়ন্তং প্রতাপবান্। ১০৭
আজঘে বিবিধৈঃ বাণৈঃ সেনাগ্রং স মহারথঃ।
অভিমন্যুশ্চ সমরে পিতা দেবব্রতশ্চ হ। ১০৮
আজঘে তবতন্ত্রৈস্তৈস্তি: সপ্তভির্বতিভিঃ।
সাত্যকিশ্চ সহানীকো তবতানাং পিতামহঃ। ১০৯
দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ বিংশত্যা কৈকেয়শ্চাপি পঞ্চভিঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পিতা দেবব্রতশ্চ হ। ১১০
বারয়িত্বা শরৌঘৌঘৈঃ ঘোরমেবাভিদুদ্রুবে।
তত্র শরং মৃত্যুসমং তাতস্যাননমৃচ্ছতম্। ১১১
বিকৃষ্য বলবান্ ভীষ্মঃ সব্যাবস্থ ধনুঃশরম্।
তত্রাস্যেন মুহুঃক্রুদ্ধঃ তং শরং সোমবাহিনম্। ১১২
মৃত্যুদেব-পরীকাশং পিতামহেন-মানসাৎ।

স তস্য করং ছিত্বা ক্ষুরকল্পাভিরোজসা। ১১৩
জঘান বাহ্বীং বাণো মহেন্দ্রবিষিবং অলন্।
অন্যং গচ্ছন্ যথাবিত্তং প্রত্যাদায় সরঃ। ১১৪
এবং জীবিতমাদায় ঘোরমেবাভ্যবর্তত হ।
তং ভীষ্মেণ নারাচাঃ ত্বরা বিনিচকর্ত হ। ১১৫
প্রসভন্তমপক্রান্তং নিত্যঃ বৃত্রমিব দ্রুতম্।
অন্বধাবন্ পাণ্ডবাস্তু ক্ষত্রিয়াশ্চ মহারথাঃ। ১১৬
প্রহৃষ্টাশ্চ মুদান্বিতাঃ দুন্দুভাংশ্চাপি সর্বশঃ।
ততো দুশাসনো রাজন্ ঘোরং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্। ১১৭
বাহিনীবিনিবৈর্ভোরৈর্ভাতি স্ম সমন্ততঃ।
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে ভীষ্মেণাহবশোভিনা। ১১৮
আবেদয়ন্ত মহেষ্বাসাঃ পিতরি প্রদ্রুতা ভয়াৎ।
ততো বলময়ো রাজন্ ঘোরে হন্যমানে সর্বশঃ। ১১৯
অবহারং শনৈশ্চক্রুর্নিহতে বাহিনীপতৌ।
ততোঽবহারং তৈজানাং তব তেষাং চ ভারত। ১২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পিতৃব্য মহাবল ভীষ্ম মহাস্ত্রজ্ঞ ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ পরিবৃত হইয়া ঘোরকে লক্ষ করিয়া অতি দ্রুত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

সেই সময় সেনাপতি ঘোরসেনকে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভীষ্ম তাঁহাকে বাধা দানে অগ্রসর হইলেন।

সেই মহারথগণ আপনার পিতৃব্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম আসিতেছেন দেখিয়া তুমুল ভিন্নটী বাণে অভিহত করিতে লাগিলেন।

ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম তুমুল একশত বাণে সাত্যকিকে, বিংশতি বাণে দৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাঁচবাণে কৈকেয়গণকে, তুমুলরূপে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। এইরূপে আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম তীব্র তরঙ্গ বাণসমূহে সেই মহাধনুর্ধরগণকে নিবারিত করিয়া পুনরায় ঘোরের উপর আক্রমণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়াই ঘোরসেনের আগমন করত তাহার উপর তুমুলতুল্য ভয়ঙ্কর, তীব্রমুখ, সর্প যেমন গর্ত, উরগ, দুগ্ধ ও পদ্মমুক্ত একটী বাণ ত্বরান্বিত করিলেন। মৃত্যুর ন্যায় ঐ বাণ তাঁহার অভিমুখিন হইয়া সন্ধান করিতেছে। ১০৮-১১৪

সেই সময় দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ দেখিলেন যে, সেই বাণ মহাযমের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিমন্যুপাণী ঘোরের মস্তক ও হস্ত ছেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ঘোরের অস্ত্রকুশল পুত্র ভীম প্রতাপবলের সহিতই যত্ন সহকারে, সেইরূপ এই বাণ ঘোরের পার্শ্বে প্রবেশ করত তাহার প্রাণ হরণপূর্বক চলিয়া গেল।

ভীম তাঁহার নিহত মাতুলের ঘোর তুমুলরূপে পতনের নিমিত্তের ন্যায় পতিত দেখিয়াছেন—ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

মহারথ পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের পক্ষের অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ ঘোরের জন্য শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং আপনার পুত্র সমস্ত যোদ্ধৃগণ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

রাজন্! ঘোর নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন অন্যান্য রাজপুত্রের সহিত ভারিবিকে কৃপা করিতে লাগিলেন।

সৈন্যাধ্যক্ষ ঘোরপাণী ভীষ্ম ঐরূপ মহাযুদ্ধের ঘোর নিহত হইলে বিপক্ষী প্রভৃতি মহারথগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

রাজন্! তখন সেনাপতি ঘোর হইলে পাণ্ডব ও ঐরূপ বীরে বীরে বিপক্ষ সৈন্যগণকে তুমুলভূমি হইতে বিদারিত করিলেন। ভারত! তাহাতে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগেরও তখন তুমুলবৃত্তি হইয়াছিল। ১১৫-১২০

তাবকানাং পরেষাঞ্চ বর্তিষ্যতে মুহুর্মুহুঃ।
পার্থা বিজয়িনো যূয়ং ভবন্তশ্চ মহারথাঃ।
চিত্ররূপো বরঃ ঘোরঃ বৈরথেন পরন্তপাঃ ॥ ১২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

সেই সময় আপনার ও পক্ষপাতের বৈরথরূপ সংগ্রামের বর্তন করিয়াছিল। সেই বৈরথ যুদ্ধে যে কতক অবস্থার হইয়াছিল, তাহার কতক অবস্থান পাণ্ডব মহারথেরা জিতা করিতে করিতে উপস্থানে নিবিষ্টে প্রত্যাবর্তন করিলেন ॥ ১২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মপর্বে বৈয়াসিকীয় ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্থনা যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য প্রচণ্ডপরাক্রমঃ, প্রথমদিনস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যেতে সেনাপতেঃ তস্য সংগ্রামে নিহতে পরৈঃ।
কিমকুর্বন্ অথেতরাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১
সেনাপতিঃ সমাবর্ত্য যেতঃ যুদ্ধি বিশাম্পতিম্।
অর্থা যত্তত্রাজাপি পরেষাং প্রপলায়িনাম্ ॥ ২
মনঃ প্রীণাতি যে বাক্যং জয়ং সঞ্জয় শৃণ্বতঃ।
প্রত্যুপায়ং চিন্তয়তো নজ্ঞাঃ প্রায়োভি যে নহি ॥ ৩
স হি বীরোঽস্ত্রবিচ্ছুরঃ বৃদ্ধঃ কুরুপতিস্তথা।
কৃতঃ বৈরং সদা তেন পিতুঃ পুত্রেণ ধীমতা ॥ ৪

অন্যোন্যেনকৃতাজ্ঞাপি সংহিতঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
সর্বং বলং পরিত্যজ্য দুর্যঃ সংহিতা বিনির্গতি ॥ ৫
পাণ্ডবানাং প্রভাবেণ দুর্যঃ তেষাং বিশেষতঃ।
সপ্তানাং সহয়ঃ বাধ্যমাণানিবদ্ধতিঃ ॥ ৬
আশ্চর্যং বৈ মহা তেষাং যুদ্ধা বাজ্ঞাং মুহুর্মুহুঃ।
অতো যুধিষ্ঠিরে তন্ত্রঃ কথং সঞ্জয় সূচিতঃ ॥ ৭
অক্ষিপ্তং সহয়ঃ ক্ষুদ্রঃ পুত্রো যে সুমহাবলঃ।
ন যুদ্ধং রোচতেঽত্যর্থং ভীষ্মো ন চ কৃপঃ কথঞ্চন ॥ ৮

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[প্রথম যুদ্ধ, ভীষ্মের প্রচণ্ড পরাক্রম এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত! সেনাপতি যেই পক্ষপাত বহুল যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর মহারথীরা পাণ্ডবেরা ও পাণ্ডবগণ কি করিলেন? সঞ্জয়! সেনাপতি যেই যুদ্ধে যুদ্ধযজ্ঞ করিয়াছে। তাহার প্রভাব বড় এবং করিলেও পক্ষপাতে পলায়ন করিতে হয় এবং আমাদের বিজয় লাভ হয়—এই সব প্রভাব ভাবিয়া আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছে। পক্ষপাতের প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে আমি নিজ পক্ষের হানি হয় এমনটি কিছু আর চিন্তা করিয়াও সন্ধান করিতে পারি না ॥ ১-৩

সেই যুদ্ধ বীর যুদ্ধবান ভীষ্ম আমাদের উপায় সদা অনুরক্ত থাকেন। (কারণ, তিনিই যেতের সহিত এই সন্ধান করিয়াছেন।) সেই বৃদ্ধিমান্ বিচক্ষণ যেত বীর পিতার সহিত পূর্বে পক্ষতা করিয়াছিল ॥ ৪

সৈন্যের নিজের নিজের মধ্যে মত ও উদ্যোগ। তথা তিনি করিয়া এই যেত একবারই পাণ্ডবদলের সঙ্গে লইয়াছিল। পূর্বেই ও' যে সকল সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকীই দুর্যোধন আমার সহিত অবস্থান করিতেছিল। তাহার পাণ্ডবদলের প্রভাবে দুর্যে প্রবেশে বাধিত নিজের পক্ষপাতের যাবতীয় হইয়া সমাজাতীয়ের অবস্থান ছিল ॥ ৫-৬

আমার, পূর্বে নিজের সহিত বিরোধকারী নৃপতিদের উপর আমার দুর্বুদ্ধি বিজয়ান ছিল, কিন্তু সঞ্জয়! ইহা ও' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন যেত—যে বুধিষ্ঠিরের ভক্ত ছিল, সে কিভাবে বিরক্ত হইল? ৭

আমার পুত্র দুর্যোধন ক্ষুদ্রস্বভাব। সে অর্থ প্রকৃতির দ্বিজ এবং চঞ্চলমতি। আমার দৃষ্টিতে সে সকল মানুষের মধ্যে অধম। (এইজন্যই আমার মনে এমন যুদ্ধের আরম্ভ বিস্ময়ান।) সঞ্জয়! আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ও শান্তনু—ইহাদের কেহই যোদ্ধকর্ম যুদ্ধ চাহে না।

ন কৃপো ন চ গান্ধারী নাহং নত্বর মোক্ষ্যে।
ন বাসুদেবো যাস্যেতো যদ্যরাজ্যং পাণ্ডবঃ ॥ ৯
ন ভীমো নাজুনৈশ্চৈব ন যমৌ পুরুষর্ষভৌ।
যাস্যামাবো যদা নিত্যং যাস্যামো বিদুরেণ চ ॥ ১০
জাময়শ্চোন যাস্যন্তি যাস্যন্তি চ মহারথাঃ।
দুর্যোধনো যুযুধানো নিত্যমেব হি সত্বর ॥ ১১
কর্ণশ্চ সত্যসন্ধশ্চ শৌচবন্তশ্চ পাণ্ডবাঃ।
দুঃশাসনশ্চ তরুণো নাযতিষ্যন্তে ॥ ১২
তস্যাহং যাসনং ঘোরং মন্যে প্রাপ্তং তু সত্বর।
ধৃতস্য চ বিনাশেন ভীষ্মস্য বিজয়েন চ ॥ ১৩
সংক্রুদ্ধঃ কুরুসংসদি পার্থঃ কিমকরোদ্ যুধি।
অন্যূনাধি তরঃ কুরুদ্বয়ে তার ন সাম্যতি ॥ ১৪
ন হি যুদ্ধং কৌন্তেয়ৈঃ কিপ্রকারী মনস্বিভিঃ।
মন্যে ঘটেত শরীরাণি শতশো ন্যবিষ্যন্তি ॥ ১৫
ঐন্দ্রিমিন্দ্রানুজসমঃ মহেন্দ্রসদৃশো বলে।

অযোধয়ক্রোধবশাদ্ যুধি কিমনুত্তমঃ ॥ ১৬
তথৈব যেষবিজ্ঞেয়ো অনন্তবীর্যসম্মতিঃ।
ঐন্দ্রাস্ত্রবিদ্যেয়াত্মা প্রণতস্ত্ব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭
বজ্রসংস্পর্শপাণানস্ত্রাণাঞ্চ প্রযোক্তকঃ।
স কথমাক্ষেপ্যতে ঘোরা চক্রে মহাহবঃ ॥ ১৮
স নত্বর মহাপ্রাজ্ঞো ভূতসংস্কারবিদ্ বলী।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কিমকরোদ্ দ্রোণেনাচার্যেণ যুধি বিশাম্পতে ॥ ১৯
পৃষ্ঠা বৈবাসরাবেন বধেন চ ধনুষ্মতঃ।
অন্যে মন্যে প্রজহ্যুস্ত পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০
ক্রোধাঃ ক্রোধং চিন্তয়ন্ত অন্যোন্য ন নিবর্তন্তে চ।
ন ত্বাত্মিষ্যন্তি কুরবো ন ত্বাত্মিষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
অবধ্যাবুভয়ত্রাপি সর্বমাচক্ষ্ব সত্বর ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবাপনয়নো মহান্।
ন চ দুর্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ২২

ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ যাহাদের, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজ-সহোদর দুজনের অভিলাষী নহে।

আমি, গান্ধারী ও বিদুর সকলেই তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। অমিতবিক্রম পাণ্ডবগণ ও মহাত্মা বাসুদেবও তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের মত পাইয়া পাপী দুর্যোধন সদা যুদ্ধের ইচ্ছা পোষণ করিত। সে পাণ্ডবগণকে কোনরূপ চিন্তাই করে না ॥ ৮-১১

সঞ্জয়! আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, দুর্যোধনের উপর ঘোর সঙ্কট পতিত হইবে। সেত নিজে হইতেই এবং ভীষ্মের জন্য হইতে অন্যান্য কুরু বীরগণের সহিত অর্জুন যুদ্ধস্থলে কি করিলেন?

আজ! অর্জুন একেতো আমার জন্য সেই একেবারে এবং সেই জন্য কোনরূপেই ক্ষান্ত হইতেছে না; তাহার, যুধিষ্ঠির অর্জুন ভীম এবং যমজ দুইজনের অস্ত্রশস্ত্রের অভাবও নাই। আমি মনে করি, সে নিজ বাহুবলে শত্রুসৈন্যের শরীরসকল পতিত করিয়া ফেলিবে ॥ ১২-১৪

ইন্দ্রসম অর্জুন ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী ও অমেয়প্রভাব বলবান্। তাহার ক্রোধ ও শস্ত্র কখনও ব্যর্থ হয় না। তাহাকে ক্রোধিত করিয়া কোনোক্রমে কি কিছু রক্ষা করিতে পারে? ১৫

অর্জুন ক্রোধ, সৌম্যস্বভাব, ঋষি ও সূর্যসদৃশ তেজস্বী, ইন্দ্রের ভ্রাতা সদৃশ অথবা ইন্দ্রতুল্যবীর্য, অপরিমিত বাহুবলসম্পন্ন, বেগপূর্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে সদা বিজয়লাভী হয়। সে এমন অস্ত্রজ্ঞ প্রয়োগ করে, যাহাদের স্পর্শ বজ্রতুল্য হইবে। মহাবল অর্জুন বীর হস্তে সদা ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া থাকে এবং উহা প্রয়োগ করিয়া নিশ্চয়ই করিয়া থাকে ॥ ১৬-১৮

সঞ্জয়! জগতের পরম বুদ্ধিমান্ শূর বলবানী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে দ্রোণের সম্মুখে হইলে কি করিয়াছিল? ১৯

এবং ত' কৌরবেরা পাণ্ডবদের অপকার করিয়াছিল, তাহার উপর দেখাশুনি যেন বিপরীত হইবে আমি মনে করি—মহাত্মা পাণ্ডবদের মন অধিকতর ক্রোধান্বিত হইতে লাগিল ॥ ২০

দুর্যোধনের উপর পাণ্ডবদের মনে যে ক্রোধ আছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমি না দিনে না রাত্রিতে শান্তিলাভ করিতেছি। সঞ্জয়! সেই মহাযুদ্ধ কিরূপে হইয়াছে, তাহা সবই আমাকে বল ॥ ২১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। এই যুদ্ধের ফল যে যদ্রূপ আপনার হইবে, তাহা আপনার উপরই বর্তাইবে। আপনি এই দোষ দুর্যোধনের উপর আরোপ করিতে পারেন না ॥ ২২

যত্রোলূকে লোহমুখো বায়ুর্ভাস্করবিগ্রহঃ।
সন্ধীপ্তে ভবনে যদ্বৎ কৃপণস্য যথা ধনম্ ॥ ২৩
পতন্তীষ্টাসুসংঘৈর্হি তস্মিন্নহনি ভারত।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পুনর্যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৪
যেন যু নিহতঃ দৃষ্ট্বা বিরাটশ্চ মহামনাঃ।
কুলবর্ধনো চ সংহৃষ্টো দৃষ্ট্বা শলমবস্থিতম্ ॥ ২৫
শঙ্খং প্রদধ্মৌ প্রজ্বাল্য ভবিষ্যা মধ্যবাস্থিব।
ন বিক্রান্তো মহাত্মাসা শত্রুসংপোষণঃ বলী ॥ ২৬
অন্যান্যবধিগ্রাসম্ বৈ শল্যং মন্ত্রাধিপং যুধি।
মহতো জনসংঘস্য সমন্তাৎ পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৭
সৃজন্ বাণময়ং বর্ষং প্রাণাদানায় প্রাণিনাম্।
তদাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য মদ্ররাজমরিক্রমম্ ॥ ২৮
তাবকানাং ভয়াৎ সদ্য সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্।
মদ্ররাজং পরীপ্সন্তো যুদ্ধ্যোর্ঘাস্তুরয়া যুধি ॥ ২৯
তুমুলস্তস্য কৌরব্যো জজ্ঞে সেনস্য মারিষ।

তথা তস্মিন্নথো রাজন্ পুনঃ শলাস্ত্র মানিষু ॥ ৫০
বিশল্যাবিক্ষতাবস্থৌ কাযৌ তস্য সুদুর্মিদম্।
দৃষ্ট্বা তস্য তু ধাত্রাঃ সৈন্যবন্ত ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৫১
নানাধাতুবিচিত্রাণি কার্মুকাণি মহাত্মনাম্।
বিস্ফারিতান্যদৃশ্যন্ত তোয়দেষিব বিদ্যুতঃ ॥ ৫২
তে তু যাধাঃ বধং শঙ্খ্যুঃ স্বপাঞ্চজন্।
নিঃশেষাস্তেঽনিলাক্ষুব্ধা যেলা ইব মহোদধেঃ ॥ ৫৩
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষাসঃ সত্যকীর্তিঃ সুসেনজিৎ।
বভূবাভি তেষামাস্থিত্য রথং পুরুষসারথিঃ ॥ ৫৪
ততো ভীমো মহাবাহুবিদ্ধ জলদো যথা।
তাবন্মাত্রঃ মহর্তং তু সঙ্ঘর্ষস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ৫৫
তমুদ্ভূতমুদীক্ষ্যাথ মহেষাসং মহাবলম্।
সমন্তা পাণ্ডবী সেনা হারয়েদ্ধহর্ষে যৌ ॥ ৫৬
ততোঽভূদ্ভূমিঃ সংবিদ্ধঃ শঙ্খশব্দানীং পুনঃসহঃ।
ভীমায় রক্ষ্যোঽহমস্তেতি ততো যুদ্ধমবর্তত ॥ ৫৭

যেমন প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে চলিয়া যাইবে। সব ঐশ্বর্য বিষয়ে ভোগ করা অথবা যুদ্ধে অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পর কৃপণধনের ভোগ করা (দুর্লভ পরিণামের) যেমন আপাতরম্য এই বৃদ্ধি। (বিবেচনা ১। ১০

সেই প্রথম দিনের যুদ্ধাবসান অতিবাহিত হইয়া যাইলে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের ইচ্ছামত যথা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ২৩

বিরাটের সেনাপতি যেই নিহত হইয়াছেন ও যাহা দর্শনে প্রকৃতপক্ষে শত্রিত হয় ইহাই দেখিয়া যুদ্ধাবশিষ্ট পাণ্ডবেরা অতি হৃষ্ট হইয়া উঠে, সেইজন্য শঙ্খ ভেরী বাজাইয়া দিয়াছিলেন।

সেই মদ্ররাজ বীর শঙ্খ ঐরূপ দুরূহ বীর বিপক্ষ দলের বধ পর্যন্ত আরম্ভ করিয়া যুদ্ধারম্ভ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকে আসিয়া হইলেন।

বিপক্ষ সৈন্যগণ যাহা চারিদিকে রক্ষিত অবস্থায় শঙ্খ বধ করিতে করিতে শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন।

মহতে বলীর রাজ মহারাজকুলসেবকারী শঙ্খকে বধিত হইতে দেখিয়া আপনার সন্তানেরা বীর যুদ্ধার জন্যকল্প মহারাজ শল্যকে রক্ষা করিয়া ইহাকে তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ২৪-২৯

রাজন্! সেই সময় ভয়ের কারণ হইল—কোপনপতি প্রবল,

মদ্ররাজকে রক্ষণের, পরেরা প্রতাপশালী পুত্র সম্বন্ধে, অবশ্য যেমের রাজপুরুষ বিষয় ও অস্থিরচিত্ত, কারণেতেই দুশ্চিন্তা এবং মুহ্যমানের পুত্র শিশুপালাদিগণি ছাড়ে। ১০-৩)

এই মহাত্মা ভীমসেনের বিস্ফারিত শরাসনসমূহের বিচিত্র বহুসংখ্য ধনুকীর যেমন বিদ্যুতের ন্যায় দেখা যাইল। ৩২

ইহারা সকলে শঙ্খের মতোই লোকদিগের হৃদয়ের আরাম করিয়া দিলেন, যেমন প্রলয়কালের যেমে বায়ুতাড়িত যেমসমূহ পর্বতের উপরে বারবার করিয়া থাকে। ৩৪

সেই সময় মহাবলবান সেনাপতি শঙ্খ ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য যোদ্ধাগণ ত্যাগ করিয়া সেই শত্রু ভীম এর যেমন করিয়া ফেলিলেন। ৩৫

তারপর মহারাজ ভীম চারি হাত লম্বা বহু প্রকার ধনুক যেমের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৩৬

সেই সময় মহাযোদ্ধার মহারাজ ভীমকে উদ্যত দেখিয়া বায়ুবেগে আগত মৌজার ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয় পাইতে লাগিল। ৩৮

ইহা দেখিয়া অর্জুন অবিলম্বে শঙ্খের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সামনে আসিবার কারণ হইল ভীমের হাত হইতে শঙ্খকে রক্ষা করা। তখন উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৪৭

যাদৃশাকারো মহানাসীদ্ যোধানাং মুখি মুখ্যভাম্।
তেজস্তেজস্বিনি ন্যস্তং কৃষিতোঃ বিদুরঃ যথা॥ ৩৮
অথ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পাণ্ডবানীকীয়া মহারথাঃ।
শব্দস্তুমুলো ব্যানাদয়ন্ তবরবাংশ্চ॥ ৩৯
স ধার্তরাষ্ট্রান্ হৃদয়ান্যব্যদারয়ৎ তুমুলঃ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্॥ ৪০
ততো ভীষ্মরথে তূর্ণং বানরধ্বজমীক্ষতঃ।
ধনুরুদ্যম্য সশরং কপিপ্রবীরঃ॥ ৪১
ঋষভো ভীমসেনস্য তূর্ণমুৎপত্য পতন্নিব।
হৈ রথস্থিতঃ হনুমাংশ্চ সর্বতঃ সমবস্থিতঃ॥ ৪২
পাঞ্চালানাং মহাংশ্চাপি ক্ষেত্রক্ষান্তে প্রতিষ্ঠতাম্।
ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ পাণ্ডবানাং পরিক্ষিতঃ॥ ৪৩
উৎসৃজন্ সমরে রাজন্ পাণ্ডবঃ সবাসাচিনম্।
অভ্যদ্রবত পাঞ্চাল্যঃ ক্রুদ্ধঃ সেনা মুখম্॥ ৪৪
শ্রিয়া জ্বলন্তিঃ রাজন্ সবানরবিভূষিতম্ বহুম্।
অস্মিন্নেব প্রহরন্তি ধনানি বিবিধান্যুত॥ ৪৫

সেই সময় দুর্যোধনের মুখের সকল যোদ্ধার মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। তেজের সহিত তেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিলিত হইয়াছে—এই কথা বলিয়া সকলে বিলিত হইল। ৩৮

ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় ভাল শব্দ হইতে লাগিল। সিংহ সব হইতে লাগিল পড়িলেন এবং পলায়নে সকলের চারিদিক অবরোধ করিলেন। ৩৯

এই নিনাদ হইলে পর রাজা দুর্যোধনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল হইতে লাগিল পড়িলেন এবং অর্জুনের হাতে ধারণ করিয়া যুদ্ধের পরিচালন করিলেন। ৪০

তারপর ভীষ্মের রথ হইতে অতিশয় শব্দযুক্ত বানরচিহ্নযুক্ত উঠিতে লাগিল, যাহার তখন সমস্ত পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে চারিদিক আকুল করিয়াছিল। ৪১

যোদ্ধাদিগের মধ্যে সেই ভীষ্ম পাণ্ডবেরা, মৎস্য, কেকয় ও প্রভদ্রক বীরগণকে নিজ বাণসমূহে নিহত করিয়া ধ্বংসাভিমুখে করিতে লাগিলেন। ৪২

রাজন্! ভীষ্ম সমরস্থলে সব্যসাচী অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যে পরিবৃত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিজের দিকে সমস্ত উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

যেমন ভীষ্ম ক্রুদ্ধের অগ্নি দ্বারা সমস্ত বনস্থলি দগ্ধ করিয়া যায়, সেইরূপ দ্রুপদের সমস্ত সৈন্য ভীষ্মের বাণসমূহের দগ্ধ হইতেছে দেখা যাইল।

সমরস্থানস্থিত সৈন্যানি ক্রুদ্ধস্য হ।
অন্যান্যিন্ দধে ভীষ্মো বিদুর ইব পাবকঃ॥ ৪৪
মহাগিরে যথাগিরাঃ তপক্ষয়ির ভেজসা।
ন শেকুঃ পাণ্ডবেয়স্য যোধা ভীষ্ম নিরীক্ষিতুম্॥ ৪৬
ভীষ্মাস্ত্রক্ষুণ্ণ সমস্তাঃ যে পাণ্ডবা জয়গৈষিণঃ।
ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছন্ত গাবঃ শীতার্দিতা ইব॥ ৪৭
সা হি যৌধিষ্ঠিরী সেনা গাণ্ডেবস্যরক্ষিতা।
নিরেমেব বিনির্জিতা শুক্লা যৌরিব গোপতে॥ ৪৮
ততে বিদ্রুতেষু সৈন্যেষু নিজলোহে বিবর্তিতে।
ততোজারো মহানাসীৎ পাণ্ডুসৈন্যেষু ভারত॥ ৪৯
ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো নিত্যঃ মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোহ যাদান্ দীপ্তাগ্রবাহীনাশীবিষানিব॥ ৫০
শরৈরেকাদশীর্কুন্ দিশঃ সর্বা ব্যকম্পয়ঃ।
জঘান পাণ্ডবধানাধিস্তাধিক ভারত॥ ৫১

সেই সময় ভীষ্ম ক্রুদ্ধমনিতে সুতীক্ষ্ণ অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। যেমন মহাহবনে ভীষ্ম তেজে সমস্ত যোদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়নি, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যের পক্ষেও তখন ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার কোন সামর্থ্য ছিল না। ৪৪-৪৬

পাণ্ডবযোদ্ধারা জয়ে ইচ্ছুক হইয়া ভীষ্মশরে বেষ্টিত হইল; কিন্তু সেই সময় শীতপীড়িত গোসকলের ন্যায় নিজেদের কোন রক্ষক পাইল না। ৪৭

কুপাচার্য! পলায়নপর হইয়ের ন্যায় পাণ্ডবের সেই যুধিষ্ঠিরের (কেবল পরিচালিত) সৈন্যবাহিনী নিঃসন্দেহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। প্রভাত হইতে লাগিল। ৪৮

ভারত! পাণ্ডবসৈন্যের এই সৈন্য সেই সময় বিদ্রুত হইল, কবচ খুলিয়া ফেল এবং অস্ত্র বিপর্যস্ত হইল এবং কবচ উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। এইরূপ পাণ্ডবসৈন্যদলের মধ্যে মহা হাহাকার হয় উঠিল। ৪৯

সেই পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম নিজের এই বিপক্ষে পাণ্ডবদল করিতে করিতে ঘোরাকারে করিয়া ফেলিলেন এবং ভয়োৎপাদক সর্পসমূহ অথবা ও প্রজ্বলিতাগ্র বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৫০

ভারত! নিরন্তরভাবে ধনুমণ্ডলকারী ভীষ্ম সকল দিকে প্রচুর বাণবর্ষণ করিয়া কেবল একটী পথই (বাণশূন্য) প্রস্তুত করিলেন এবং পাণ্ডব-বধিষ্যের নাম উল্লেখ করিতে করিতে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৫১

ততঃ শৈব্যেন্ সুগ্রীবঃ যুযুধেঽথ চ সর্বশঃ।
প্রাহরৎ চাস্য শিরসি ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৫১
তীব্রেণ সমুদীর্ণেন দৃষ্ট্বা পার্থো মহাবলঃ।
অবহারমকুর্বন্ত শৈব্যস্য তুরগর্ষভঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে প্রথমদিবসাবহারে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

তখন শৈব্য সহসা সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে অবিলম্বে সুগ্রীবের অভিমুখে চালিত করিলেন। সুগ্রীব তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন এবং পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে সকলে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। ৫১

তখন মহাবল তুরগশ্রেষ্ঠ পার্থ তীব্র বাহিনীকে সুসজ্জিত হইতে দেখিয়া স্বয়ং অবহার করিলেন না। ৫২

ভীষ্মবধে : একদিকে সেই মহাযুদ্ধে ভীষ্মের বেগদর্শন এবং অন্যদিকে অর্জুনের বীর বাহিনীকে মুহুর্মুহু ছত্রভঙ্গ করিতে সমর্থ দেখিয়া কুরুপাণ্ডবগণ যেন বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া লইলেন। ৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চলক্ষশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধ পর্বের কুরু ও প্রথমদিবসের যুদ্ধের উপসংহারবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, দ্বিতীয়দিবসের যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের সৈন্যব্যূহনির্মাণ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতেঽবহারে সৈন্যানাং প্রথমে ভরতর্ষভ।
ভীষ্মে চ যুদ্ধমাত্তে ছত্তে দুর্যোধনে তথা ॥ ১
বর্ষরাজতনূর্ত্রাণিপমা জবাধনম্।
আবৃণ্বন্ সহিতঃ সর্বৈঃ সর্বৈশ্চৈব জনেশ্বরৈঃ ॥ ২
তত্তা পাণ্ডবা যুদ্ধশ্রদ্ধিতবানঃ পরাজয়ম্।
মার্কেয়মভবীন্ রাজন্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্ ॥ ৩
কৃষ্ণ পশ্য মহেষ্বাসঃ ভীষ্মঃ ভীষ্মপরাক্রমম্।
পর্বৈরেষ্যন্ শৈব্যা যে প্রীত্যে কুরুবিনাশনম্ ॥ ৪

কুরুসৈন্যের মহাযুদ্ধে অবস্থানে সঞ্জয়ঃ প্রতিবীক্ষিতুম্।
লেলিহ্যমানঃ সৈন্যং যে ধর্মরাজনিবারণম্ ॥ ৫
এবং হি যুদ্ধমানানাং মহাবলম্।
দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতাঃ সৈন্যং সমরে মার্গণাহতম্ ॥ ৬
শক্যো জেতুং যুধি ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্।
যুগান্তে পাশহস্তো বাপি যুধেরো বা যমাধমঃ ॥ ৭
ন তু ভীষ্মো মহাতেজাঃ শক্যো জেতুং মহাবলঃ।
সোঽহমেবংগতে মন্যে ভীষ্মাপাশ্রয়লক্ষণম্ ॥ ৮

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসদান, দ্বিতীয়দিনে যুদ্ধের উদ্যম এবং দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের সৈন্যব্যূহনির্মাণ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! প্রথম দিনের যুদ্ধ যখন পাণ্ডবেরা পরাজিত করে, ভীষ্মের যুদ্ধ বিষয়ে উদ্যম বাড়িয়া যায় এবং দুর্যোধন যখন অতিশয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, তখন বর্ষরাজ যুধিষ্ঠির বীর ভ্রাতৃগণ ও সম্পূর্ণ রাজমণ্ডলীর সহিত অবিলম্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং পরাজয় শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভীষ্মের পরাক্রম দর্শন করিয়া বিষণ্ণ সহকারে চিন্তা করিতে করিতে বৃষ্ণিবংশধর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১-৩

হে কৃষ্ণ! আপনি নিরীক্ষণ করুন—মহাধনুর্ধর ও মহাবল পরাক্রমী ভীষ্ম বীর বাণবর্ষণে আমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে বধ করিতেছেন, যেরূপ ভীষ্মবধের সময় অগ্নি তৃণকাষ্ঠাদিকে ভস্ম করিয়া থাকে। ৪

যেরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেখিলে প্রতিরোধ করা যায় না, সেইরূপ আমার ভীষ্ম বীর বাণবর্ষণে বিপক্ষের আমার সৈন্যগণকে ভস্ম করিতেছেন। আমরা কিরূপে প্রতীকারের কথা চিন্তা করিতে পারি—কিরূপে আমরা ইহার সম্মুখীন হইব? ৫

হয়ত স্বয়ং মহাবাহু এই মহাবল যুদ্ধমান ভীষ্মকে দেখিয়া এবং সমরে তাঁহার বাণবৃষ্টিতে আহত হইয়া আমার সৈন্যগণ পলায়ন করিতেছে। ৬

ক্রুদ্ধ বজ্র, বজ্রপাণি ইন্দ্র, পাশধারী যম অথবা যমান্তকারী রুদ্রদেবকে যদিও যুদ্ধে জয় করা সম্ভব হয়, তথাপি এই মহাতেজস্বী ও মহাবল ভীষ্মকে জয় করা কখনই সম্ভব হইবে না। ৭

হে কৃষ্ণ! এরূপ অবস্থায় আমি বীর বৃষ্ণির বৃষ্ণিবংশধর ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া ভীষ্মরূপ অগ্নিসমূহে লৌহ তুল্য বিনষ্ট হইয়া যাইতেছি। ৮

আত্মনো বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ ভীষ্মমাসাদ্য কেশব।
যদ্যং যাস্যামি বার্ষ্ণেয় ক্ষেমং যে তন্ন ভীবিদুম্ ॥ ৯
ন যেতাদৃগ্ পৃথিবীপালাদ্ ভয়ং ভীষ্মাদ্ বৃকোদরে।
কথঞ্চিদ্ধি নো নাশং যে কুর্যুঃ ভীষ্মো মহারথিঃ ॥ ১০
যথাবেলং প্রক্ষুভিতঃ পবনাদ্ সমকিম্পয়াৎ।
বিনাশায়োপপন্নস্তি তথা যে সৈনিকো জনঃ ॥ ১১
তত্র ভীমোঽপি বার্ষ্ণেয় বালাদেতোঃ পরাক্রমী।
আত্মবত্তৈশ্চ যে ভীষ্মঃ কথিতাঃ পরমীক্ষিতাঃ ॥ ১২
তৎকৃতে আত্মনশ্চাপি রাজ্যে স্ত্রীহরণে তথা।
ভীবিতং বত মন্যেঽহং ভীবিতং কৃষ্ণ দুর্লভম্ ॥ ১৩
ভীবিতস্য চ যোগেন বলপক্ষাদ্যি কৃষ্ণবৎ।
ন যাতয়িষ্যামি রণে বিনাভীষ্মাদি কেশব ॥ ১৪
যথান্ যে যুধ্যতঃ প্রাণান্ বিক্রান্তৈর্যশোবলৈঃ।
যাতয়ন্তাবিদঃ ভীষ্মঃ প্রবরাণাং প্রকাশিতম্ ॥ ১৫

কিং নু কৃষ্ণা ত্বিষ্টং যে স্যাদ্ ব্রূহি মাধব যাদিষ্যে।
যথাঽহমিব পাঞ্চাল্যি সমরে সবালান্ধিনম্ ॥ ১৬
একো ভীষ্মঃ পরং পক্ষাদ্ দুর্যোধন মহাদ্রুমঃ।
কেবলং বাহুবীর্যেণ কক্ষমগ্নিমুপাদদৎ ॥ ১৭
অথো বীরযাতিজ্ঞা অযোধয়ং মহাবনাঃ।
করোত্যাপুরুষং কর্ম যথাস্য-বল-বীর্যবিৎ ॥ ১৮
নাশয়েদ্ যঃ কুরূঁ পাঞ্চালেশ্চা যাদিষ্যে।
আজবেনৈব যুদ্ধেন বীর যজ্ঞবৈরপি ॥ ১৯
একোঽপি সন্ন কেনঞ্চ লোকপালান্ সমুদ্যতে।
নিবারয়ামাস্ ভীমেণ যোগেন চ মহাত্মনা ॥ ২০
বিধাস্যন্তাপি ভীষ্মস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ।
একাহ্নি কল্পিতান্ সর্বান্ প্রমৃক্তানি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১
কৃষ্ণ ভীষ্মঃ পুনঃ ক্রুদ্ধঃ সহিতঃ সর্বপার্থিবৈঃ।
কথঞ্চিদ্ধি নো নূনং যাদ্যেতস্য পরাক্রমম্ ॥ ২২

যে কৃষ্ণিপুত্রগণের যোদ্ধিতা এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। সেখানে ভীষ্মবধের কথাই আমার পক্ষে কল্যাণকর হইবে। এই কৃষ্ণিপুত্রগণকে কৃপা ভীষ্মকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করা যোদ্ধব্য হইবে না।

যে কৃষ্ণ! ভীষ্ম মহাত্মাদের অধিক্ষিপ্ত। তিনি আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। যেরূপ পবনবেগ বিশালের তরঙ্গ প্রক্ষুভিত করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আমার সৈন্যেরা বিপক্ষের বিনাশের জন্যই ভীষ্মের নিকটে গমন করিতেছে। ৭-১১

কৃষ্ণিপুত্রগণের কৃষ্ণ! রাজ্যের জন্য পরাক্রম করিতে আমি সর্বথাকারে ভীত হইয়া পড়িব। আমার বীর আত্মজন রাজ্যলাভের জীবিত হইয়া অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া যাইবে। ১২

হৈরথ্য অর্জুনোচিত সৌহার্দভেতুঃ আমার জন্য রাজ্য ও সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছেন। এই সময়ে আমি হৈরাজ্য ও আমার জীবনকেই অধিক বলিয়া মনে করি, কারণ, আজ আমাদের জীবনও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। ১৩

কেশব! যদি ভীষ্মকে বধ করিতে যাই, তবে আমি মূঢ়ের ন্যায় কার্য করিব; তথাপি এই সংগ্রামে আমি বিনাবিলম্বে তাঁহাকে বধ করিতে যাইব না। ১৪

মহাবল ভীষ্ম বীর দিব্য অস্ত্রসমূহে আমার পক্ষের শ্রেষ্ঠ অনেক সহস্র সৈন্যকে নিহত করিয়া যাইতেছেন। ১৫

মাধব! বলুন—কি করিলে আমাদের হিত হইবে? সত্যসন্ধী অর্জুনকে ত' আমি এই যুদ্ধে বধার্থ (উদ্যোগী) দেখিতেছি। ১৬

একমাত্র মহাবীর ভীষ্মদেবই কক্ষিরূপের দিকে সকল রাশিকে কেবল বায়ুবলেই আমার প্রবলপূর্বক পূর্ণশক্তি প্রয়োগে দগ্ধ করিয়া যাইতেছে। ১৭

মহাবল ভীষ্মের বিপক্ষের বীরযাতিজ্ঞী সকলযোদ্ধা হয়, অশ্ব, অস্ত্র ও হস্তিসিদের উপর বীর দ্বারা পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। ১৮

মাধব! বীর কৃষ্ণ! যদি একদা সমস্তদের সহিত যুদ্ধ করা হয়, তবে পক্ষবধের ভীষ্মদেব একাকী পাঞ্চালেশ্বরদের বিনাশ করিতে পারিবেন না। ১৯-২০

কেবল আমার নয় অর্জুনই বিনাশসমূহ অধিক, কিন্তু যে-ও মহাত্মা ভীষ্ম ও যোগাচার্যদের হত হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। ২০

মহাত্মা ভীষ্ম ও যোগাচার্যের দিব্য অস্ত্রসমূহ পুনঃপুনঃ প্রযুক্ত হইয়া সমস্ত অক্ষিহিনদেরই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ২১

কৃষ্ণ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীষ্ম সমস্তের সকল কৃষ্ণিপুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। ইহার যেরূপ পরাক্রম, ইহাতে আমারই শঙ্কিত হইতেছে। ২২

ন বঃ পশ্য মহাভাগ যোদ্ধব্যং মহাবলম্।
তীব্রাঃ খং পশ্যতে সংখ্যে দাবাগ্নিঃ জলতো যথা ॥ ১৩
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ পাণ্ডবা বিজয়ন্তি বৈ।
স্বরাজ্যমনুসম্প্রাপ্তা গোবিন্দস্তে সখাঽস্ত্বিতি ॥ ১৪
এবমুক্তঃ তু পার্থো বাসুদেবেন মহাত্মনা।
প্রিয়মক্লিষ্টকর্মাণং হৃষীকেশমভাষত ॥
শোকার্তঃ তমসা ঘোরা মোহেনাভিপরিপ্লুতঃ ॥ ১৫
অব্রবীৎ তত্র গোবিন্দো হৃষীকেশং ধনঞ্জয়ম্।
যা তবো ভবজ্জেষ্ঠ ন বঃ গোবিন্দযাচিনি ॥ ১৬
যস্য তে ভ্রাতরঃ পুত্রাঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতাঃ।
অহঞ্চ প্রিয়কৃদ্ রাজন্ সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৭
বিরাট-দ্রুপদৌ চেমৌ বৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
ত্বমেব সর্বলোকেষু রাজানো রাজসত্তম ॥ ১৮
যৎপ্রসাদাৎ প্রতীক্ষন্তে স্বরাজ্যান্ বিগতজ্বরাঃ।
এষ তে পার্থতো নিত্যং হিতকামঃ স্থিতো বলঃ ॥ ১৯
সৈন্যপত্যমনুপ্রাপ্তো দৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
শিখণ্ডী চ মহাবাহো তীক্ষ্ণঃ নিধনং কিল ॥ ২০
(কথিতঞ্চ ন সম্বন্ধো দ্রুপদাৎ যুধি পঞ্চভিঃ)
এবমুক্ত্বা ততো রাজা বৃষ্টদ্যুম্নঃ মহাবলম্।
অব্রবীৎ সহিতো ভ্রাতা বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥ ২১
বৃষ্টদ্যুম্ন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি মানিদ।
নাভিক্রম্যং তবেদং হি বচনং মম ভাবিতম্ ॥ ২২
ত্বমাত্ম সেনাপতিমন্ত্র বাসুদেবেন সংমিতঃ।
কার্তিকেয়ো যথা নিত্যং দেবসৈন্যস্য পূজ্যঃ ॥ ২৩
তথা যমপি শাত্রবাঃ সেনানীঃ পুরুষর্ষভ।
(তচ্ছ্রুত্বা তদ্ভবুঃ পার্থাঃ সাধিবাক্ষ মহারথাঃ।
সাধু সাধ্বিতি তথাকাম্বুঃ সর্বে হর্ষোদ্ধিতাঃ ॥
পুনরেবাব্রবীদ্ রাজা বৃষ্টদ্যুম্নঃ মহাবলম্ ॥)

মহাভাগ যোদ্ধবর! আপনি দেখুন কোন একজন যোদ্ধাকে আমরা রক্ষা করি, যিনি সমরে তীক্ষ্ণকে শান্ত করিতে পারিবেন, যেমন জলন্তবনদাহী ঘোর দাবানলকে শান্ত করিয়া থাকে ॥ ১৩

গোবিন্দ! আপনারই কৃপায় পাণ্ডবেরা শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া স্বরাজ্যলাভ করেন। হরি-বান্ধবদিগের সহিত আপনি ইহাঁর সখা হইবেন ॥ ১৪

এই কথা বলিয়া মহাত্মা বৃষ্টদ্যুম্নের সোমে বাহুযুগিত হইয়া রোদন করিতে করিতে অন্তর্মুখ হইয়া রহিলেন। বৃষ্টদ্যুম্নকে শোকাবিষ্ট ও দুঃখে হতচৈতন্য জানিয়া গোবিন্দ সত্বর পাণ্ডবগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি শোক করিবেন না। এক্ষণে শোক-প্রকাশ করা আপনার উচিত নয়। আপনার এই সব বীর ভ্রাতারা সর্বলোকেই বিখ্যাত পুরুষ। রাজন্! আপনি আপনার হিতকারী। কৃষ্ণকে। মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সৈন্যসহ অন্যান্য সকল রাজারাও আপনার কৃপাপ্রসাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মহারাজ! ইহারা সকলেই আপনার ভক্ত।

এই ধৃষ্টদ্যুম্ন মহারথ দ্রুপদের পুত্র আপনার হিতকামী এবং আপনার বিজয়লাভে তৎপর থাকিয়া ইনিই প্রধান সেনাপতির গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ! সমস্ত মহারথদলের মধ্যে এই শিখণ্ডী তীক্ষ্ণকে বধ করিবে—ইহাকে ঘোর সংশয় যায়। ১৫-২০

যদ্যপি তনিয়া তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া সেই সভায় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ২১

মহাবাহো বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা তুমি প্রত্যাখ্যান করিও না। আমার এই বচনের যাহা ভূমি প্রত্যাখ্যান করিবে না ॥ ২২

তুমি আমার সেনাপতি এবং মহাদেবতুল্য শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! পূর্বকালে ভগবান্ কার্তিকেয় যেমন দেবতাদের সেনাপতি হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডবগণের সেনাপতি হও। (যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণ ও মহারথ ভূপতিগণ সকলেই 'সাধু, সাধু' বলিয়া ইহাঁর এই বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় মহারথ দ্রুপদকে বলিলেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি বীর সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সৈন্যগণকে লাভ কর। পুরুষব্যাঘ্র! আপনি, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, মাদ্রীতনয় নকুল-সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অন্য প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ সমস্ত ব্যূহের দ্বারদেশে অবস্থান করিবে।

স চ: পুরুষব্যাঘ্রঃ বিক্রম্য অধি কৌরবম্ ॥ ৩৯
আহব ভোঃ মুধাস্যাধি ভীষ্ম: কৃতস্ত্র মাধিব।
মাধীপুত্রৌ চ সহিতৌ কৌশলেয়াস্ত মাধিবা: ॥ ৩৫
যে চাত্রে পৃথিবীপালা: প্রধানা: পুরুষর্ষভ।
তব ঔষধয়ন্ সর্বান্ দৃষ্ট্বায়োহস্ত্রাগ্নয়ে ॥ ৩৬
অহং রোগান্তক: পার্থ বিহিত: শম্ভুনা পুরা।
রণে ভীষ্ম: কৃপ: দ্রোণে তথা কর্ণে ভয়ম্বহ: ॥ ৩৭
সর্বানস্ত্র রণে কৃত্বান্ প্রক্ষিপোৎস্যামি পাণ্ডিব।
অথোৎক্রোষ্টু: মহেষ্বাসৈ: পাণ্ডবৈর্দুরতীকৈ: ॥ ৩৮
সমুদ্রতে পাণ্ডিবেয়ে পাণ্ডবে শত্রুসূদনে।
তমব্রবীৎ তত: পার্থ: পার্থক: পৃতনাপতিম্ ॥ ৩৯
ব্যূহ: ক্রৌঞ্চারুণো নাম সর্বশত্রুনিবর্হণ:।
যং কৃত্স্নবিদিস্রায় তথা দেবাসুরেঽব্রবীৎ ॥ ৪০
তং যথাবৎ প্রতিব্যূহ পরানীকবিনাশনম্।

অদৃষ্টপূর্ব: রাজেন্দ্র শত্রুভি: সহ ॥ ৪১
যথোক্ত: স তু বৃদ্ধেন বিষ্ণুর্দগ্ধ্বা দিবা।
(বার্হস্পত্যেন বিধিনা ব্যূহমার্গবিচক্ষণ:)
প্রতাতে সর্বদেবানামগ্রে চক্রে ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪২
আদিত্যপথগ: কেতুস্তস্যানুত্তরতোঽভবৎ।
আসনাৎ পুরুহূতস্য নির্দিষ্টো বিশ্বকর্মণা ॥ ৪৩
ঐন্দ্রাদ্ধনুষশ্চাপি পতাকাত্রিগুণক্রম:।
আকাশস্থ ইবাকাশে গন্ধর্বনগরোপম: ॥ ৪৪
নৃত্যমান ইবাত্যর্থি প্রবলবায়ু মাধিব।
যেন রক্ষতি পার্থ: স চ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৪৫
বহুব পাদযোপেন্দ্র: সুবেগবিব বায়ুনা।
শিরোঽভূদ্ ক্রপদো রাজন্ মহত্যা সেনয়া বৃত: ॥ ৪৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত্র ত্রৈলোক্য চক্ষুর্ণাং তৌ জনেশ্বরৌ।
সমার্পিতা: প্রজজ্ঞাস্ত সাধ্যেরক্ষগণৈ: সহ ॥ ৪৭

তখন কৃষ্ণার সকলের হৃদয়হর করিতে তাঁহাকে বলিলেন,—পার্থ! আমাকে ভগবান্ শঙ্কর পূর্ব হইতেই রোগান্তকের আসনে উপবেশ করিয়াছেন। কুলাস্ত! আজ আমি তোমাদের ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, কর্ণ ও অশ্বত্থামা—এই সকল অভিমানী যোদ্ধাদিগের শরীর প্রতিমুখ করিব।

ইহা বলিয়া মুখের অস্ত্র উদ্যত মহাস্ত্রের পাশুপত ঈক্ষণাস্ত্রের নিক্ষেপ করিলেন এবং শত্রুনাশন নৃপতিগণ জগৎস্তম্ভন কৃষ্ণার এইরূপ মুখের অস্ত্র উদ্যত হইলে মুহূর্তপূর্ব মূর্তিতে সেনাপতি জগৎস্তম্ভনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন। ৩৩-৩৯

সেনাপতি! ক্রৌঞ্চারুণনামক যুদ্ধ সকল শত্রুকে সংহার করে, যাহা বৃহস্পতি দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪০

শত্রুনিবর্হণকারী সেই ক্রৌঞ্চারুণ যুদ্ধকে তুমি যথাযথরূপে বিধান কর, আর সমস্ত রাজারা ভৈরবগণের সহিত এই অদৃষ্টপূর্ব যুদ্ধকে শত্রুকে অবলোকন করুন। ৪১

যেরূপ প্রজাপতি ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে ব্যূহরচনা বলিয়া থাকেন, সেইরূপ সমস্ত দেবতার পূর্বে বৃহস্পতিবিহিত বিধি অনুসারে প্রাতঃকালেই (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সমস্ত সৈন্যের যুদ্ধ নির্মাণ করিলেন, সেখানে সকল সৈন্যের অগ্রভাগে অর্জুনকে স্থাপিত করিলেন। ৪২

অর্জুনের অস্ত্র ও যোদ্ধার মধ্য সূর্যের পথে (উচ্চ আকাশে) উড়িতে ছিল। ইন্দ্রের আদেশে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা ইহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৪৩

ইন্দ্রধনুতুল্য ত্রিবিধিরি পতাকাদণ্ডের সেই অস্ত্রের আকার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ অস্ত্র আকাশে আকাশচারী গন্ধর্বের ন্যায় বিনা আধারেই চলিতেছিল, তখন ইহাকে অপর একটী গন্ধর্বনগরাকার প্রতীত হইতেছিল। ৪৪

আর্য! রথের যেরূপ অর্জুনের ঐ অস্ত্র যেন রক্ষা করিতেছে বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এই বায়ুসহিত অস্ত্র যাহা অর্জুন এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুন অস্ত্র ঐ অস্ত্র সৌষ্ঠব শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, যেরূপ সূর্যদেবতা হয়ক পর্বত ও হয়ের পর্বতের দ্বারা সূর্য শোভাপ্রাপ্ত হন।

রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যের সহিত দ্রুপদ সেই যুদ্ধের শিরস্থানে আসিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী—এই দুই মহারথি যুদ্ধের নেত্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখনকার! সাধ্যগণ, রাক্ষসগণসহিত প্রভদ্রক, অনুপদ ও বিরাটগণ গ্রীবাস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনূপকাঃ বিরাটাশ্চ শ্রীমান্ত্রাঃ ভরতর্ষভ।
পটচ্চরাশ্চ পৌণ্ড্রাশ্চ রাজন্ সৌহৃদকৈতবা ॥ ৪৮
বিধাতৈঃ সহিতশ্চাপি পৃষ্ঠমাসীদ্ বৃষ্টিতঃ।
পক্ষৌ তু ভীমসেনস্য ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৪৯
শ্রৌপদেয়াভিমন্যুশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
শিখণ্ডী দ্রাবণাশ্চৈব পুত্রাঃ দ্রুপদবিন্দয়োঃ সহ ॥ ৫০
মাদ্রবতী যেয়কাশ্চৈব তুলসাঃ পরতুলসাঃ।
বার্ষ্ণিকাভিষিরাশ্চৈব চোলাঃ পাণ্ড্যাশ্চ তারত ॥ ৫১
এতে জনপদা রাজন্ দক্ষিণঃ পক্ষমাশ্রিতাঃ।
অগ্নিবেশ্যাশ্চ গর্গাশ্চ বাসবা দমনাস্তথা ॥ ৫২
শবরা উল্লসাশ্চৈব কলমাশ্চ সহ নাকুলৈঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ রাজন্ পক্ষং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৩
রথানামযুতং পক্ষৌ সিংহস্য নিযুতং তথা।
পৃষ্ঠমস্যাযুতং সাগ্রং দশ নিত্যানি ৮ বিংশতিঃ ॥ ৫৪
গ্রীবায়াঃ নিযুতঞ্চাপি সহস্রাণি ৮ সপ্ততিঃ।
পক্ষকোটিসহস্রেষু পক্ষান্তেষু ৮ বারণাঃ ॥ ৫৫
অযুতং পরিমূঢ়া রাজংস্তস্যৈব পার্শ্বতঃ।
তস্যাঃ পালনায়াসে বিরাটঃ সহ কেকয়ৈঃ ॥ ৫৬
মালিনশ্চৈব শৈব্যশ্চ যমানামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
এবমেষা মহাব্যূহঃ যুক্ত আসীত পাণ্ডবাঃ ॥ ৫৭
সূর্য্যোদয়ং চ ঈক্ষন্তঃ স্থিতা যুদ্ধায় সর্বশঃ।
ভেরীমার্দিঙ্গধর্মাশ্চ বিবিধানি মহান্তি চ।
যোধহর্ষপ্রণাদাংশ্চ তত্র তত্র তুমুলে চ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি কৌরবব্যূহনির্মাণে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

পটচ্চর, পৌণ্ড্র, সৌহৃদ ও বিধাতৃগণের সহিত স্বয়ং রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন পৃষ্ঠদেশে বিরাজমান করিলেন। ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরব্যূহের দুই পক্ষের স্থানে নিযুক্ত থাকিলেন। রাজন্! সৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু ও মহারথী সাত্যকির সহিত শিখণ্ডী, দ্রাবণ, পুত্র, দ্রুপদীয়, মাদ্রবতী, যেয়ক, তুলস, পরতুলস, বার্ষ্ণেয় ভিষিক, চোল ও পাণ্ড্য—এই জনপদসমূহের সৈন্যেরা দক্ষিণপক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

অগ্নিবেশ্য, গর্গ, বাসব, দমনগণ, শবর, উল্লস, কলম ও নকুল জনপদবাসিগণের সহিত দুই ভ্রাতা নকুল এবং সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৪-৪৩

সেই কৌরবসৈন্য পক্ষ স্থানে দশ হাজার, সিংহাকারে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ), পৃষ্ঠভাগে এক অর্বুদ (দশ কোটি) বিশ হাজার এবং গ্রীবাদেশে এক লক্ষ (কাহারও মতে দশ লক্ষ) নয়শত হাজার সৈন্য নিযুক্ত ছিল।

রাজন্! লক্ষ, কোটি (অর্বুদাদি), প্রভৃতি (লক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ) ও সমস্ত স্থানে চলমান পর্বতসদৃশ হাজার হস্তিসৈন্য পরিমূঢ় হইয়া অবস্থান করিল।

রাজা বিরাট কেকয়রাজকুমারগণের সহিত সেই যূথের অগ্রে (ত্রিশ অক্ষৌহিণী) প্রবেশ করা করিতে লাগিলেন। মালিনরাজ ও শৈব্য তিন হাজার রথী বীরের সহিত উহার রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন।

রাজন্! এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবসৈন্যের মহাব্যূহ রচনা করিয়া সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুতিতে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করিলেন। ৪৪-৫৭

ইহাদের রথী ও হস্তিসমূহের উপর সূর্যকিরণ প্রতিফলিত, বিবিধ ও বিশাল ভেরীসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। ৫৮

শ্রীমদ্বিজিতেন্দ্রলালপ্রণীত পঞ্চাশত্তমী সংখ্যক মহা-ভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে কৌরব্যূহ বিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানাং ব্যূহরচনা, উভয়পক্ষমধ্যে শঙ্খধ্বনিঃ, সিংহনাদশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

দ্রোণঃ দৃষ্ট্বা তদা ব্যূঢ়মেতৈঃ পাণ্ডবসেনয়া ।
ব্যবস্থাপ্য মহাযোধং পার্শ্বেনাভিপ্রতস্থিবান্ ॥ ১
আচার্যস্যানুপদমথ কৃপঃ শলশ্চ পার্থিব ।
সৌমদত্তিঃ বিকর্ণশ্চ সোঽথশ্বত্থামমেব চ ॥ ২
দুঃশাসনাদীন্ ভ্রাতৃংশ্চ সর্বানেব চ ভারত ।
অব্রবীচ্চ সুবচুন্ শূরান্ দুর্যোধন সমুপাগতান্ ॥ ৩
প্রাহেদং বচনং কালে হ্যবঃস্থনবচ্চ ব ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪
এতৈরুক্তঃ সমর্থা হি যুদ্ধং সর্বে মহারথাঃ ।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ৫
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্যাপ্তমিত্বেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ৬
সংযানং পুরুসেনাশ্চ বেহিতং সুকুমারকঃ ।
আরোহকাস্ত্রিগর্তাশ্চ অম্বষ্ঠা মদ্রকাঃ সহ ॥ ৭
শত্রুঞ্জয়েন সহিতাস্তথা দুঃশাসনেন চ ।
বিকর্ণেন চ বীরেণ তথা সর্বোপসর্বকৈঃ ॥ ৮
চিত্রসেনেন সহিতাঃ সহিতাঃ পার্ষিণ্যকৈঃ ।
ভীমসেনাভিরক্ষ্যন্তু সহসৈন্যমুপাদ্রুতাঃ ॥ ৯

(সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্যোধনবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহারথাঃ
তথেত্যুক্ত্বা নৃপা উচুস্তদা সোমকপুরোগমাঃ ॥)
ততো ভীষ্মস্য সোমস্য তব পুত্রস্য চাভিভূ ।
অমৃষ্যন্ত মহাব্যূহং পাণ্ডবা প্রত্যবস্থিতম্ ॥ ১০
ভীষ্মঃ সৈন্যেন মহতা সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ।
অথৌ প্রবর্তয়ন্ মহতীং বাহিনীং সুরবাহিনীম্ ॥ ১১
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেরীশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কৌরবসৈন্যের ব্যূহরচনা এবং উভয়পক্ষের মধ্যে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সেই সময় রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদিগের সুদৃঢ় ব্যূহ দর্শনে আচার্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুঃশাসনাদি সকল ভ্রাতা এবং যুদ্ধের জন্য সমবেত অন্যান্য রাজা ও বীরগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদের সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন—হে বীরগণ ! আপনারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ । ১-৪

আপনারা সকলেই মহারথ । আপনাদের দ্বারা একত্রে যোগাই সৈন্যদল পাণ্ডবগণকে বধ করিতে সমর্থ, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে ? ৫

ভীষ্ম নিজাভিরক্ষিত অপরিমিত আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সর্বথা অজেয়, কিন্তু ভীমসেন রক্ষিত অপরিমিত এই পাণ্ডবসৈন্যবাহিনীকে জয় করা সুকঠিন, অতএব আমার মতে সংযান, সুরসেন, বেহিত, সুকুমার, আরোহক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ ও মদ্রক প্রভৃতি যোদ্ধবর্গী বীরগণ শত্রুঞ্জয়, দুঃশাসন, বীর বিকর্ণ, সহ, উপসহ, চিত্রসেন ও পার্শ্বিগ্রহক বীরবৃন্দের সহিত যাইয়া নিজ সৈন্যদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া ভীমসেনকে রক্ষা করুন । ৬-৯

(সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! দুর্যোধনের এই কথা শুনিয়া দ্রোণাদি সকল মহারথী বীরগণ এবং কৃপগণ সেই সময় "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহার বাক্য মানিয়া লইলেন ।)

আর্য ! তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনার পুত্রগণ বিপক্ষদলের ব্যূহ সৈন্যের এক মহা যুদ্ধসজ্জা করিলেন । এই যুদ্ধ পাণ্ডববাহিনীর পক্ষে যথাযথরূপ হইয়াছিল । ১০

তখনকার বিরাট সৈন্যবাহিনীকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া ভীষ্ম সেনাপতি হইয়া যার বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর করিলেন । ১১

তাঁহার পশ্চাতে শ্রবণপটহী বীর দ্রোণাচার্য যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন । মহারাজ ! সেই সময় যুদ্ধ, শঙ্খ, ভাণ্ড, ভিণ্ডি, ভেরুণ ও ঢক্ক প্রভৃতি বেগবাদী সৈন্যগণের সহিত গাধার, শিবি, সৌবীর, সিবি ও বসাতি দেশের বীর অভিরক্ষক যুদ্ধে গোত্রাপ্রাপ্ত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

কিরীটৈর্মকরৈশ্চিত্রৈ কর্ণপ্রাবরণৈরপি।
সহিতাঃ সপ্তসাহস্রৈ রৌদ্রমাহবমাবিশন্ ॥ ১৩

গান্ধারাঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
শকুনিস্তু সহস্রেণ তাবদ্ভিরশ্বসাদিভিঃ ॥ ১৪

তথা দুর্যোধনো রাজা সহিতঃ সর্বসোদরৈঃ।
অযুতেনৈকবিংশেন তথা চাষ্ট-শতেন চ ॥ ১৫

রথানাং সপ্তভিশ্চৈব তথা কুঞ্জর-যোধিভিঃ।
অন্যৈশ্চ বহুভিঃ শূরৈ র্বৃতো যোদ্ধুং ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৬

দুর্বিষহঃ সমঃ সহো দুর্মদশ্চ যুযুৎসুভিঃ।
বিকর্ণশ্চিত্রচিত্রশ্চ ত্রয়ো রাজন্ সমাহিতাঃ ॥ ১৭

সৌবলস্তু সুবর্মা চ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
ক্রথাচ্যুতায়ুতায়ুশ্চ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতাঃ ॥ ১৮

অবন্তযো রূপশ্চৈব বৃহদ্বলো চ সাত্বতঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্ধং সেনাপৃষ্ঠে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ১৯

পৃষ্ঠগোপাস্তু তত্রাসন্ নানাদেশ্যা অনেকধাঃ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাত্মজঃ ॥ ২০

তত্রস্থে তাবকাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় ভারত।
ধনুঃ শঙ্খান্ মুদা যুক্তাঃ সিংহনাদাংশ্চকারিরে ॥ ২১

ভেরীঃ শ্রুত্বা তু দৃষ্টাস্যাঃ বৃষঃ কুরুপিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ২২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবা বিবিধাঃ পরে।
আনকাস্তাম্রাশ্চ তদা সংগ্রামস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ২৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
প্রযযতুঃ শঙ্খবরৌ বেলয়েবাচলৌ স্থিরৌ ॥ ২৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ২৫

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ২৬

তাদৃশৌ রাজ্ঞ শৈব্যস্য বিশ্রুতৌ চ মহারথৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২৭

পাঞ্চালাশ্চ মহেষ্বাসা দ্রৌপদ্যাঃ সপ্ত চাত্মজাঃ।
সর্বে মহারথাখ্যাশ্চ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ॥ ২৮

পঞ্চমি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত যোদ্ধারাজের রথের নিকট হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাজা দুর্যোধন অবস্থান করিতে লাগিলেন, বিকর্ণ, সহ, কোশল, হয়, শক, কুরুব ও মাবেল্লি যোদ্ধৃবৃন্দের যোদ্ধবিগের সহিত কুরুপক্ষ পঞ্চমির সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১২-১৬

দুর্বিষহ, সম, সহ্য, মাবেলীয় রাজা ভরত এবং অন্যান্য যোদ্ধার দুই সহস্র দিব্য ও অন্যবিধ সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর রাজভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। সৌবলের পুত্র দুর্বিষহ, বিকর্ণরাজ সুবর্মা, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ক্রথরাজ ও অচ্যুতায়ু—ইহারা দক্ষিণপক্ষের সৈন্যদলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮

অবন্তিরাজ, রূপাচার্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্মা নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সৈন্যদলের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তাহাদের রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ১৯

কেতুমান্, বসুদান, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ ও অন্য বহু দেশের বহুসংখ্যক সৈন্যবাহিনীর পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। ২০

তাহারা। তাহারা আসিয়া সকল সৈন্যই যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিল। ২১

তাহাদের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ প্রতাপশালী ভীষ্ম উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ২২

তাহাদের শঙ্খ, ভেরী, নানাপ্রকার পণব ও আনকাদি যুদ্ধবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং এই সকলের সম্মিলিত শব্দ চারিদিকে তুমুল হইয়া প্রকাশ পাইল। ২৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণের অশ্বে যোজিত বিশাল রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পর্বতস্থিত দুইটি শ্রেষ্ঠ বৃষভ (পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত) বাজাইতে লাগিলেন। ২৪

ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভয়ানক কর্মকারী ভীমসেন পৌণ্ড্রনামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। ২৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজ করিতে লাগিলেন। ২৬

কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ বিশ্রুতী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথী সাত্যকি, পাঞ্চাল বীরগণ এবং মহাধনুর্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইহারাও সকলে মহাশঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিলেন। ২৭-২৮

স ঘোষং সুমহাতেজা ঘোরৈরেকৈ সমূলিখিতঃ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ৎ ॥ ১৯
এবমেতে মহারাজ প্রস্থিতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
পুনর্দ্বৈতবনং রাজন্ পুণ্যং পুণ্যজনোচিতম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তীর্থযাত্রাপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি কৌরবপাণ্ডবানামারণ্যকে-
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন এই সব ঘোরবেগের ঘারা ক্রমে সমস্ত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পৃথিবী ও আকাশকে বিনাদিত করিতে লাগিল। ১৯

ঘোরাদি। এইরূপে আমরা এই কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে করিতে পুনরায় দ্বৈত বনিবার জন্য দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলাম। ৩০

শ্রীমহাভারতে বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের তীর্থযাত্রাপর্বে তীর্থযাত্রাপর্বে কৌরবগণের পুনরাগমনাদিবিষয়ক এক-পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দ্বৈতারণ্যবিহারে যুধিষ্ঠিরপ্রশ্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বৃঢ়েষনীকেষু সাদরেষ্বিতরেষু চ।
তথা প্রহরমাণেষু ঘোরঃ সম্প্রাবর্ত্ত প্রত্যহিনে। ১
সঞ্জয় উবাচ।
(তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং যথাসুখমুপাস্ত তদ্ধনুঃ)
সমং বৃঢ়েষনীকেষু সংহতশ্চিরমভবৎ।
অপায়ত্বিব সংক্রুদ্ধ সাগরপ্রতিমঃ স্বনঃ ॥ ২
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজন্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অরক্ষৎ তাবকান্ সর্বান্ মুহ্যতশ্চিত্তি কর্শিতান্ ॥ ৩
যে মন্দঃ দ্রুতমাযান্তং সমবিধ্যত্তকৌরিবাঃ।

পাণ্ডবানস্যবর্ত্তন্ত সর্ব এবোদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৪
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যুধিষ্ঠিরকৃতে বিদম্ ॥ ৫
যুদ্ধায় মতিমিত্বানা জন্মুশ্চুঃ সুতেজসঃ।
সহিংপত্নকুষ্ঠাশ্চ নাগেষু চ রথেষু চ ॥ ৬
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে বহুলাস্যে ভয়াবহে।
অভিপত্য মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৭
সৌবলং ভীমসেনশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
বৈকর্ণেন চ বিকর্ণেন চিত্রসেনেন চার্জুনঃ ॥ ৮

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সঞ্জয়! এইরূপে আমার ও পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনিবার পূর্ব হইতে সম্পূর্ণ হইলে সেই ঘোর যোদ্ধারা কিরূপে পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—(পাণ্ডবগণের সহিত আমরা পুনরায় দ্বৈতবনে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি শুনুন।) যখন সমস্ত দ্বৈতের যুদ্ধরচনা শেষ হইল, তখন সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া এক মহাসাগরের ন্যায় মত্ত হইতে লাগিল। সেই সময় চারিদিকে রণ প্রবৃত্তিতে বদ্ধ বহু যুদ্ধের শব্দ উঠিয়াছিল। তাহা শুনিয়া দ্বৈতবনের মধ্যে অবস্থানকারী আপনার পুত্র দুর্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকেই এই কথা বলিলেন—তোমরা ভীমের। যুদ্ধ আরম্ভ করুন। ২-৩

তখন আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের যোদ্ধারা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। সেই সময় উভয়পক্ষের রথ ও হস্তী পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে ধাবিত হইল। ৪

হস্তী যোদ্ধাগণ বিবিধ বর্ণের পদ্মকুসুমের কেশরী মালাযুক্ত তোমর ও ঋষ্টি (বল্লমাদি) ধারণ করিয়া হস্তী ও রথ সমূহের মধ্যে পতিত হইল। ৬

এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইলে পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও বৃকোদরের ভয়াবহশালী যুদ্ধ পিপাসায় মহারাজ ভীম বহু উৎসাহিত করিয়া তখন তখনকার সমস্ত অস্ত্রের হইলেন এবং অভিমন্যু,

এতেষু নরবীরেষু ভেরি-শব্দেষু চাসিষু।
ববর্ষ সমরশ্লাঘী বৃষ্ণঃ কুরুপিতামহঃ ॥ ৯

অস্মিংস্তু তদ্যে যুগান্তস্থিন্ ভীমসাগরে।
সর্বেষামেব সৈন্যানামাসীদ্ ব্যাকুলতো মহান্ ॥ ১০

সাধিনো ধনিনশ্চৈব হতাঃ প্রবরবাজিনঃ।
বিপ্রজজ্ঞরথানীকং সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ ॥ ১১

অর্জুনস্তু নরব্যাঘ্রো দৃষ্ট্বা ভীষ্মং মহারথম্।
যার্কেয়মব্রবীদ্ হৃষ্টো যাহি যত্র পিতামহঃ ॥ ১২

এষ ভীষ্মঃ সুসংক্রুদ্ধো যার্কেয় মম বাহিনীম্।
নাশয়িষ্যতি সুব্যক্তং দুর্যোধনহিতে রতঃ ॥ ১৩

এষ ক্রোধ কৃশঃ শশ্বদ্ বিকর্ষন্ ধনুরার্জবম্।
যার্কেয়াদ্যান্ মহিতো দুর্যোধনপুরোগমঃ ॥ ১৪

পাঞ্চালান্ নিহনিষ্যতি চক্ষিতা দৃশ্যবন্ধনা।
সোহহং তীষ্মং বধিষ্যামি সৈন্যহেতোরমর্ষিণম্ ॥ ১৫

অনয়ন্নচীদ্ বাসুদেবো হয়ো রথবরম্।

এষ যাং প্রাপয়িষ্যামি পিতামহবধং প্রতি ॥ ১৬

এবমুক্ত্বা হয়ঃ শৌরী হয়ং হয়ং লোকবিশ্রুতম্।
প্রাপয়ামাস ভীষ্মস্য বধায় প্রতি ভারত ॥ ১৭

ক্ষত্রদেবপ্রযাতেন বলাকাবর্ণবাহিনা।
সর্বশুক্লমহাভীষবদ্বানরকেতুনা ॥ ১৮

মহতা মেঘনাদেন হনুমদ্বিরচেতসা।
বিনিঘ্নন্ কৌরবানীকং দৃশ্যসেনাস্ত্র পাতত ॥ ১৯

প্রায়াদ্রথস্য শৈব্যস্য সুগ্রীবস্য হয়র্ষভৈঃ।
তথাপতন্তং বেগেন প্রতিরন্নিব বারণম্ ॥ ২০

আসাদয়ন্ হয়ে শূরান্ নর্দতোহক্ষ্ণ সাদৈঃ।
সৈন্যবজ্রমুখৈর্ভগ্নঃ প্রায়াদৌঘৈঃ-কেকটৈঃ ॥ ২১

সমরা প্রাদুরীষায় ভীষ্মঃ শান্তনবোঽর্জুনম্।
কো হি পাণ্ডবধানায়ঃ কুরুপিতামহাৎ ॥ ২২

ক্রোধ-দৈবকৃতান্তাদ্ বা হৃতে সংগ্রামমূর্ধনি।
অতো ভীষ্মো মহারাজ সর্বলোকমহারথঃ ॥ ২৩

ভীষ্মকে, মহারথী সাত্যকি, কেকয়, বিরাট ও দ্রুপদপুত্রগণ ইহাঁরা সকলে—এই সব নরবীরগণের উপর এবং ভেরি ও শঙ্খশব্দের মৈন্যের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৮-৯

বীরগণের এই সমরে সৈন্যদিগের মুখ ভাসিয়া পড়িল ও সকল সৈন্যেরা পরস্পর মুখ অবলোকন করিতে করিতে মহীতলে বিলীন হইল। ১০

রথ অশ্বারোহী, অশ্বারোহী সৈনিক ও উত্তম অশ্ব বিনষ্ট হইল। পাণ্ডবগণের মহাসৈন্যেরা পলায়নে লাগিল। ১১

তখন বলবান্ অর্জুন মহাবীর ভীষ্মকে দেখিয়া তখনই শ্রীকৃষ্ণকে সোমহর্ষণে বলিলেন,—যার্কেয়! (হে কাশীরাজপুত্র!) যেখানে পিতামহ ভীষ্ম আছেন, সেইখানে চলুন। তাহা না হইলে ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই আমার সকল সৈন্যকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন। যাহা, তিনি বর্তমানে দুর্যোধনের হিতে নিরত আছেন। ১২-১৩

অনার্জব! বলবান্ মহারথেরা ভীষ্মকর্তৃক প্রবল্পিত এই সোমকগণ, দ্রুপদগণ, মৎস্য, বিরাট ও দুর্যোধনাদি সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ বিনিহত হইয়া পাঞ্চালযোধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন। অতএব সৈন্যদিগের মধ্যস্থ অশ্ব সেই আমি ভীষ্মকে বধ করিব। ১৪-১৫

তখন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সখা! তুমি সাবধান হও। আমি তোমাকে ভীষ্মের হাতে নিতান্ত উপস্থিত করিয়া দিতেছি।

অনেষর! এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিশ্ববিখ্যাত হয়কে ভীষ্মের রথের সমীপে লইয়া গেলেন। ১৬-১৭

ঐ রথে যে পতাকা শোভিত হইতেছিল। উহাতে বলদেবের তাল চারিটি শেতবর্ণের অশ্ব শোভিত ছিল। ইহার অশ্বের উচ্চে অবস্থিত অশ্বের উপরে এই বানর তাহার গর্জন করিতেছিল। এই রথের চক্ররক্ষকেরা দুর্যোধন দেবের অতিসম্মত মহাবীর এবং ঐ রথ অশ্বের তেজ (বাহি)-সম্পন্ন ছিল। এই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া সকলের পরমারাধ্য ও মহাত্মাদের আরাধ্যতম সাধুজনের অর্জুন কৌরবসেনা ও দুর্যোধনাদি যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে করিতে অতি অল্প ভীষ্মের নিকটই উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ! হনুমানের চিহ্নযুক্ত ভীষ্ম, মেঘনাদ ও সর্প

অর্জুনঃ সপ্তসপ্তত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
দ্রোণস্ত পঞ্চবিংশত্যা কৃপঃ পঞ্চাশতা শরৈঃ ॥২৪
দুর্যোধনস্ত্রিষষ্ট্যা তু শলশ্চ নবভিঃ শরৈঃ।
সৈন্ধবো নবভিশ্চৈব শকুনিশ্চাপি পঞ্চভিঃ ॥ ২৫
বিকর্ণো দশভিশ্চৈব রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
স তৈর্বিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সমন্তাদ্বিশিখৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ন বিব্যথে মহাবাহুর্বিক্ষিপান ইবাচলঃ।
স ভীষ্মং পঞ্চবিংশত্যা কৃপঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২৭
দ্রোণং ষষ্ট্যা নবত্যা তু বিকর্ণঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
শলাঞ্চৈব ত্রিভির্বাহৈ রাজানঞ্চৈব পঞ্চভিঃ ॥ ২৮
প্রত্যবিধ্যদমেয়াত্মা কিরীটী রথরশ্মিষু।
তং সায়কৈর্বিনাটন্তং দৃষ্ট্বাহৃষ্যন্ পরাবতঃ ॥ ২৯
সৌপদেয়াস্ত্রিষষ্ট্যাশু পরিবব্রুর্নরর্ষভম্।
ততো দ্রোণঃ মহেষ্বাসঃ শারদ্বতশ্চ শিনেঃ সুতম্ ॥ ৩০
অভ্যবর্ষত্ত পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিঃ সহ সোমকৈঃ।

ভীষ্মস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাজন্ বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩১
অন্যেষাং নিশিতৈর্বাণৈস্তবকোধস্য তাবকাঃ।
তেষাং তু নিধনং কৃত্বা সহিতানাং মহাত্মভিঃ ॥ ৩২
প্রবিবেশ ততো মধ্যং নরসিংহঃ প্রতাপবান্।
তেষাং মহারথানাং স মধ্যাৎ প্রাপ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩৩
চিক্ষেপ রথুষা রাজন্ কৃষ্ণা মহারথান্।
ততো দুর্যোধনো রাজা ভীষ্মমাহ জনেশ্বর ॥ ৩৪
পীড্যমানং বলং পৈতৃ দৃষ্ট্বা পার্থেন সংযুগে।
এষ পাণ্ডুসুতস্তাত কৃষ্ণেন সহিতো বলী ॥ ৩৫
ক্ষত্রস্য সর্বসৈন্যানাং মূলং বঃ পরিকৃন্ততি।
যদি জীবতি খাণ্ডব দ্রোণে চ রথিনাং বরে ॥ ৩৬
ক্ষত্রকৃত্তে তৈব কর্ণেঽপি কৃতপ্রজ্ঞো বিষাস্যতে।
ন যুধ্যতি রণে পার্থঃ ক্ষিপ্তকাম্মঃ কথা ময় ॥ ৩৭
স যথা যুধ্যতে পার্থো যথা রক্ষতি চাহবম্।
এবমুক্তস্ততো রাজন্ পিতা দেবব্রতস্তব ॥ ৩৮

ব্যতীত এরূপ কোন বীর আছেন যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

মহারাজ! আপনার সমক্ষে বিরাট বংশেই ভীষ্ম অর্জুনের উপর সাতাত্তরটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য পঁচিশ, কৃপাচার্য পঞ্চাশ, দুর্যোধন তেষট্টি, শল্য নব্বই, সুবলপুত্র শকুনি পাঁচটি বাণ এবং বিকর্ণ দশটি তীক্ষ্ণ বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

এই সমস্ত ভীষ্মপ্রভৃতি চারিদিক্ হইতে বিদ্ধ হইলেও মহাবাহু অর্জুন ব্যথিত হইলেন না, পরন্তু তিনি ব্যথিত পর্বতের ন্যায় বিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তরই অমিতবিক্রম আত্মজয়ী কিরীটধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভীষ্মকে পঁচিশ, কৃপাচার্যকে নব্বই, দ্রোণকে ষাট, বিকর্ণকে তিন, শল্যকে তিন এবং দুর্যোধনকে পাঁচ বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।

সেই সময় সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও অভিমন্যু—ইহারা সকলে অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিক্ বিরিয়া ফেলিলেন।

তখন মহাবাহু ভীষ্মের শিরস্ত্রাণে বিদ্ধ মহামূল্য স্বর্ণালঙ্কারের উপর সোমকগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাতিত করিলেন।

রাজন্! তখন রথিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্রধনঞ্জয় অর্জুনকে অতীব ভয়ানক বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যবাহিনী ভয়ে কোলাহল করিতে লাগিল।

সেই সব কৌরবসৈন্যের ভয়ানক ভয় করিয়া প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজন্! সেই মহাধনী বীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্জুন তাঁহাদের সকলকে তীব্র বাণের দ্বারা ভয়ানক ভীত করিতে লাগিলেন। তখন প্রতাপবান রাজা দুর্যোধন অর্জুনকর্তৃক দূরে ভীত সৈন্যসমূহ দেখিয়া ভীষ্মকে বলিলেন।

তাত! এই পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া সর্বপ্রকারে দূরে থাকিয়াই আমাদের সকল সৈন্যের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। মহাবাহু! আপনি এবং রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য জীবিত থাকিতেও আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে। ১৮-৩৫

প্রভাবান্! আপনার অজ্ঞাতে কর্ণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে এবং সে কারণেই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না। কর্ণ সর্বদাই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। ৩৬

মহাবাহু! আপনি এরূপ চেষ্টা করুন, যাহাতে অর্জুন বিনষ্ট হয়। রাজন্! দুর্যোধন এই কথা বলিলে আপনার

বিদ্ধ্যাদ্রয়ঃ সর্ষিবিদ্ধ্যাক্ষৌ প্রাহারং পার্থিবঃ প্রতি।
উভৌ বেগবন্তৌ রাজন্ সংরব্ধৌ শ্রেষ্ঠা পার্থিবাঃ। ৯৯
সিংহবদ্যান্ কৃপা চক্রুঃ শব্দান্ বহুন্ত মারিষ।
যৌধিষ্ঠিরোধনৈস্তত্র বিবর্দন্ত তদাবহঃ। ৯০
পরিঘাগ্র্য ভুজে তীক্ষ্ণং ক্ষিপ্তা মুহ্যন্ত মারিষ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিঘাগ্র্য বলত্তম্। ৯১
ক্ষিপ্তা মুহ্যন্ত মহতে তত্রো মুহ্যন্তর্ত্ত।
পাঞ্চালস্য রথে পার্থস্তেজস্বিনি শরৈঃ। ৯২
তমর্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্দশভিঃ শিতৈঃ।
ততঃ শরসহস্রেণ মুহ্যন্তেন পাণ্ডবঃ। ৯৩
অর্জুনঃ সমরশ্লাঘী তীক্ষ্ণধারেণ্যন্ বিশঃ।
শরজালং ততক্ষক্রে তু শরজালেন মারিষ। ৯৪
বারয়ামাস পার্থস্য তীক্ষ্ণ পাঞ্চালবন্ধবঃ।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ যুদ্ধাভিনন্দিনৌ। ৯৫
বিবিধেষ্বস্ত্রযোগেষু কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চিন্দ্রকাভি শরজালানি সর্বশঃ। ৯৬
শীঘ্রমাবেদয়ন্তৌ চ বিস্ময়ন্তৌ মনাংসি চ।
তথৈবার্জুনমুক্তানি শরজালানি সর্বশঃ। ৯৭
পাঞ্চালস্যন্দনস্থানি প্রাপতন্ত মহীতলে।
অর্জুনঃ পঞ্চবিংশত্যা তীক্ষ্ণধারৈঃ শিলীমুখৈঃ। ৯৮
তীক্ষ্ণোঽপি সমরে পার্থং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অস্ত্রোদ্যতং মহান্ বিদ্ধা ধনুশ্চ মুষ্টিদেশবৌ। ৯৯
রথেষাং রথচক্রে চ চিক্ষেদ কুরুপুঙ্গবঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ তীক্ষ্ণঃ প্রহরতাং বরঃ। ১০০
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরাজঘান ভুজান্তরে।
তীক্ষ্ণধারৈঃ শিলীমুখৈস্তু নিবিদ্ধো মধুসূদনঃ। ১০১
বিরাজতে রণে রাজন্ সমুদ্যম ইব দ্বিপতঃ।
তমেবার্জুনো রুষা ক্রুদ্ধো নিবিদ্ধঃ প্রেক্ষ্য মাধবম্। ১০২
সাবধিং সুতসূতঞ্চ নিবিদ্ধেন শিতৈঃ শরৈঃ।
মহাবাহো তু তৌ বীরাবন্যোন্যস্যান্তরং প্রতি। ১০৩

শিখণ্ডিনং তীক্ষ্ণ 'অহিং বধ্যে দ্বিষ্' এই বাক্য বলিয়া অর্জুনের রক্ষার দিকে মনন করিলেন।

মহারাজ! তখন উভয়েরই মনে ক্ষোভোদয় হয় দেখিতে পাইলাম। আর্য! ইহাদের উভয়কে পরস্পর যুদ্ধে নিরত হইতে দেখিয়া সকল রাজাই উভয়কেই নিরস্ত্র করিতে ও সম্মানিত করিতে লাগিলেন।

আর্য! সেই সময় ক্রোধপুত অন্তঃকরণ, ক্ষত্রধর্মে ও আপনার পুত্র নিষ্ঠুর ইহারা সকলে একাকার তীক্ষ্ণকে বিনিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ সময় পাণ্ডবগণ অর্জুনকে চারিদিকে বিরিয়া মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন, ইত্যবসরে তখন উহা সকলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল।

পরাক্রমশালী তীক্ষ্ণ সেই সময়ে নতপর্ব বাণে অর্জুনকে তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করিলেন। তখন অর্জুনও তাঁহাকে দশটী ঘোরতরা বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।

তাহাতে সমরশ্লাঘী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন উভয়রূপ ধনুক এবং হাতের মধ্যে তীক্ষ্ণকে সর্বশিখ বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

মাননীয় রাজন্! তখন পাঞ্চালপুত্র তীক্ষ্ণ অর্জুনের এই কার্যসমূহ নিরাকরণ করিলেন।

এই দুই বীরই তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং যুদ্ধকে অভিনন্দন করিতেছিলেন। উভয়েই উভয়ের জন্য বাণপ্রয়োগে তীক্ষ্ণ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আকাশ সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

তীক্ষ্ণ বহু বাণে অর্জুনের ধনুকের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে অর্জুন ধনুক ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তীক্ষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন।

এই দুই পুরুষসিংহ বীর মহাবলশালী ছিলেন। অতএব উভয়েই উভয়ের ধনু, রথের ঈষাদণ্ড ও চক্রকে বারংবার ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তাহাতে প্রহারকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন।

রাজন্! তখন তীক্ষ্ণের বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া ভগবান্ মধুসূদন রণক্ষেত্রে বক্রভাবে অবস্থান বিরাজিত পদ্মপলাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তুণ্ডপ্রদেশ তীক্ষ্ণের সারথি কিরীটী বাণসমূহে ছেদন করিলেন।

এইরূপে সেই সময় এই দুই বীর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি তাঁহারা রণক্ষেত্রে পরস্পরকে অতিক্রমণ (প্রহারাদি বাণপ্রয়োগ) করিতে সক্ষম হইলেন না।

ন ঘট্‌টা: তলাত্রোক্তমভিসন্ধা দুরাসদে ।
তৌ বভঞ্জতুঃ চিত্রাণি ধনুংষি রথিনাং চ ত ॥ ৫৪
অথর্ষভেক্ষণঃ বহ্বা সুভদ্রামর্ষণোদয়ম্ ।
অন্যোন্যং প্রহরেষুঃ তর্জয়ন্তো পরস্পরম্ ॥ ৫৫
রাজন্যুরমার্গস্থৌ বিরাজমানাঃ সুবর্চসঃ ।
ঈষতুঃ শিক্ষয়া যুক্তাঃ পথপ্রেক্ষ্য চক্রতুঃ ॥ ৫৬
ঔঘৈব চাপনিষ্পেষাঃ চক্রতুস্তৌ মহারথৌ ।
ওজসঃ পত্রিনিঘাতৈঃ ঘোরৈর্নিঘনৈর্ন চ ॥ ৫৭
বাহিতা সমরা ক্ষিপ্রমন্যোন্যস্য চ মর্মসু ।
যোজয়ন্তোঽন্তরা কাংশ্চিদ্ বধূদে ত্বরয়ন্বিতৌ ॥ ৫৮
বলিনৌ যুদ্ধমার্গজ্ঞৌ সমদৃশ্যেতাং তৌ ।
চিত্রমার্গেণ তীক্ষ্ণং তু প্রহরন্তৌ তদা তৌ ॥ ৫৯
যথা পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে চিত্রমার্গেণ যুদ্ধিরে ।
ঔঘৈবাপতয়ন্তৌ তু তানুগং তং পরাক্রমম্ ॥ ৬০
বিস্ময়ং সর্বভূতানি জগ্মুস্তত্রত তদ্‌যুধে ।

ন তয়োরন্তরং কশ্চিদ্ দদর্শ পততি ভারত ॥ ৬১
হর্ষে ক্ষিপ্রত্ব ইত্যেব ন কশ্চিদ্ দুষিতং যুধি ।
ঈষতুশ্চ সমাসেন তাদৃশৌ যুযুধুঃ ॥ ৬২
প্রযত্নৌ চ পুনর্যুদ্ধে যত্নবদ্ভূতকৌ রণে ।
ঔঘ যেষাং সমর্থানাং বাণসম্বিধিঃ সদা ॥ ৬৩
অন্যোন্যং প্রত্যভাষন্ত তয়োর্যুদ্ধে পরাক্রমম্ ।
ন সকৌ যুধি সংরম্ভৌ জেতুমেতৌ কথঞ্চন ॥ ৬৪
সমবাপ্তৌ মহাত্মানৌ মহাস্ত্রৈর্নীতিকোবিদৌ মহারথৌ ।
আশ্চর্য-ভূতং লোকেষু যুদ্ধমেতয়োরভূত্ ॥ ৬৫
নৈবাকুর্বন্নি যুদ্ধানি বিচিত্রাণি কথঞ্চন ।
ন হি শক্যো রণে জেতুং তীক্ষ্ণঃ পার্থেন বীর্যতঃ ॥ ৬৬
সমন্তু সমঃ সাক্ষাৎ প্রবপন্ সায়কান্ রণে ।
ঔঘৈব পাণ্ডবং যুদ্ধে দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬৭
ন বিজেতুং রণে তীক্ষ্ণ ইন্দ্রস্যাপি মহাত্মনঃ ।
আলোকয়লি যুদ্ধে বি সমরেষু বিশিষ্যতি ॥ ৬৮

যোদ্ধা উভয়ে সাত্যকি পার্থি ও ক্ষিপ্রতায় অত্ত মহাত্মাদের বিচিত্র রণকৌশল, শরসন্ধান ও লক্ষ্যভেদের প্রভৃতি বহুপ্রকার যুদ্ধকৌশল দেখাইতে লাগিলেন।

রাজন্! উভয়ই উভয়কে প্রহার করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করত সর্বদা সতর্ক ছিলেন। অথবা তাঁহারা পুনঃ পুনঃ সুযোগস্থানেই সরিয়া যাইতেন।

এই দুই মহারথী বীর শিক্ষানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং সেইজন্যে পরস্পরকে তর্জন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের পদক্ষেপে ও হস্তলক্ষ্যে বর্ষার সময়ে পৃথিবী যেন সহসা বিদীর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর মনস্বী, যুদ্ধে দৃঢ় ও পরস্পরের অনুরক্ত ছিলেন। অতএব যুদ্ধের সমান করিতে থাকিলেও কেহই কাহারও কোনরূপ ছিদ্র পাইলেন না।

সেই রোমহর্ষণ যুদ্ধের আরম্ভকালে চিহ্নই তাঁহাদের থাকিতে পারিত ছিদ্রের। এইরূপ পাকশাসনও কখনও চিহ্নই আর্জনের থাকিতে পারিতেছিলেন।

ভারত! সেই সংগ্রামে এই দুই শ্রেষ্ঠ পুরুষের অত্যাশ্চর্য পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই বিস্মিত হইয়া পড়িল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ ঘোর বর্ষাতে পুরুষের অন্য কোনও কোনরূপ ছেদ পাত দেখিতে পায় না, সেইরূপ ইহাদিগের এই দুই যোদ্ধার মধ্যে কেহই কোন ছিদ্র দেখিতে পাইল না।

উভয়েই সংগ্রামস্থলে পরস্পরের বাণসমূহে আঘাতিত হইয়া অক্ষুণ্ণ হইতে লাগিলেন এবং পরে উভয়ে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আবার প্রকাশিত হইয়াও যাইতেন।

সেখানে সমবেত দেবতা, গন্ধর্ব, চারণ ও মহর্ষিগণ এই দুই বীরের পরাক্রম দেখিয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই দুই মহারথী বীর যুদ্ধে অবিজয় হইয়া বিরাজমান, অতএব দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহও ইহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন না।

এই অবসরে অক্ষুণ্ণ যুদ্ধ সকল লোকেরই অভিনয় আশ্চর্যজনক ঘটনা। অতিশয়ও এইরূপ যুদ্ধ হইবার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই। বুদ্ধিমান্ পার্থ ভগবদ্ভক্তির তীক্ষ্ণতা জয় করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ইনি সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ, অস্ত্র ও বলদর্প উপস্থিত থাকিয়া রাজসূয়যজ্ঞে বীর বলে করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।

এইরূপ তীক্ষ্ণ যুদ্ধ দেবরাজের সহিত দুর্ধর্ষ মাতৃষাতী পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইহারা উভয়ে যুদ্ধ করিতে থাকেন, তবে যে পর্যন্ত এই জগৎ বর্তমান থাকিবে, সেই পর্যন্ত এই দুইজনের যুদ্ধ সমানভাবে চলিতে থাকিবে। ৫১-৬৮

উরি স্ম বাণৌঘমবেগ দ্রোণোদ্যতশরাসনঃ।
পাঞ্চালান্ কুরুবীরাংশ্চ বিনিঘ্নন্ বিচচারহ। ৬৯
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা দ্রোণঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ভারত।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুস্তুমুলোত্তম পরাক্রমে। ৭০
শিতবাণৈস্তথা খড়্গৈর্বিমলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
শরৈশ্চৈব বহ্নিঃ সর্টৈর্নানাবিধৈরপি। ৭১

ঊরুতে দেবতাঃ পূর্বাঃ কৃতকর্ম্ম পরম্পরাম্।
বর্ত্তমানে তথা ঘোরে তস্মিন্ যুদ্ধে পুরাভবে।
দ্রোণ-পাঞ্চালয়োর্ রাজন্ মহাবাণৌঘ সঙ্কুলঃ। ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি ভীষ্মার্জ্জুনযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

অনন্তর! এইরূপে সেখানে ভীষ্ম ও অর্জুনের অতিশয়সংযুক্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাতে সৈন্যগণের মহা ক্ষয় হইতে লাগিল। ৬৯

আরও! সেই সময় যুদ্ধে এই দুই বীরের পরাক্রমপ্রকাশ সময়ে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৭০

ভীষ্ম যাহাকে বধ, ভক্ষণ বা দগ্ধ করিতে লাগিল, অন্য যোদ্ধারা তাহাকে মারা ত দূরের কথা উহার সম্মুখে যাইতে সাহস পরম্পরাকে নিহত করিতে লাগিল। ৭১

রাজন্! যখন একদিকে এরূপ ভয়ানক ও অন্যান্য লোক যুদ্ধ চলিতেছে, তখন অন্যদিকেও দ্রোণাচার্য্য এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। ৭২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে। ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধবর্ণন বিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণাচার্য্যয়োর্ যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালানভ্যযুধ্যত।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সমরে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়। ১
বিস্তরেণ পরং ঔৎসুক্যমিহ মে বর্ত্ততে।
যন্ন শাম্যতি মে ভীষ্মঃ শান্তনুর্ যুধি পাণ্ডবম্। ২
ভীষ্মো হি সমরে ক্রুদ্ধো হন্যাদ্রাজ্ঞাং সহস্রাণ্যপ্যাততায়িনাম্।
ন তথা পাণ্ডবা যুদ্ধে নাততায়ং সুদুর্জ্জয়ম্। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যুদ্ধমেতদ্ যথাভবৎ।
ন শক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ। ৪
দ্রোণস্তু বিবিধৈর্বাণৈর্ দ্বৈরথবিধানতঃ।
সাত্যকিং চাপি ভল্লেন বিব্যাধোরসি ভারত। ৫
তথাবপদ্য চতুরো বাহাংস্তস্য হয়োত্তমান্।
পীড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সায়কৈঃ। ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই দুই বীর কিরূপ প্রণালীতে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা আমাকে বল। ১

আমি ত' পুত্রস্নেহ হইতে আমাদেরই অধিক প্রবলতা মনে করি এবং আমারই উপর বিশ্বাস করি; সুতরাং তত পাণ্ডবপক্ষের ভীষ্ম যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন হইতে বিপদ পাব নাই। ২

সঞ্জয়! যদি ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে দৃঢ়চিত্ত হন, তবে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কেহই তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারেন। তখন তিনি যেন ভীষ্ম পাণ্ডবদল যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ব্যতীত উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবগণকে দেবতারাও জয় করিতে সমর্থ নন্। এখন আপনি এই অবাধ তুমুল যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। ৪

দ্রোণাচার্য্য বিবিধ বাণসমূহে দ্বৈরথে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সাত্যকিকে তাহার নিহত করিয়া তাহার অশ্ব হইতে নিম্নে পাতিত করিলেন। ৫

আর্য্য! অনন্তর ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য চারিটী উত্তম অশ্বকে (সাথে) ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটী অশ্বকেও তৎক্ষণ পীড়িত করিলেন। ৬

দৃষ্ট্যুম্নতস্তো দ্রোণঃ নবভ্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ প্রহসন্ ধীমন্নিষ্ঠিতো বিকৃতিং চরন্ ॥ ৭
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
শরৈঃ প্রজ্ঞাস্ত্রসাহায়ে দৃষ্ট্যুম্নরথমর্দনম্ ॥ ৮
আবধ্য চ শরা ঘোরাঃ পাঞ্চালাধিপতিং যুধি।
পঞ্চাশদ্ভিরমর্ষণঃ কালাগ্নিমিবপাবকম্ ॥ ৯
হাহাকারো মহানাসীৎ সর্বসৈন্যেষু ভারত।
ব্যথিতঃ সহিতঃ দৃষ্ট্যুম্নো ভারদ্বাজেন সংযুগে ॥ ১০
অস্ত্রাস্ত্রমপহায়াশু দৃষ্ট্যুম্নস্য সৌলভম্।
অবেক্ষ্য সমরে বীর্যমুদ্যতো নিধিবিংসনঃ ॥ ১১
তত্ত ভীমঃ শরং ঘোরমাদায় মৃত্যুমাত্মনঃ।
চিক্ষেপ সমরশ্লাঘী ভারদ্বাজে মুমোচ হ ॥ ১২
তত উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
দৃষ্ট্যুম্নে তং বধং কৃত্বা দৃষ্ট্বা যুদ্ধমনুত্তমম্ ॥ ১৩

ততঃ শক্তিং মহাবেগাং সর্বলৌহময়ীমুখিতাম্।
দ্রোণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপ স পরাক্রমী ॥ ১৪
জ্বালাপরিষ্কৃতা সুতীক্ষ্ণা শক্তিঃ কনকভূষিতা।
ছিত্বা চিক্ষেপ সমরে ভারদ্বাজো হসন্নিব ॥ ১৫
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
ববর্ষ শরবর্ষাণি দ্রোণং প্রতি জনেশ্বর ॥ ১৬
সরথঃ সহসূতং তু সহিতাশ্বং মহারথঃ।
দ্রোণো দ্রুপদপুত্রস্য মধ্যে চিক্ষেপ কার্মুকম্ ॥ ১৭
স ছিন্নধন্বা সমরে শরৈঃ গুর্বীঃ মহাত্মবান্।
দ্রোণায় প্রেষয়ামাস নিশিতাংস্ত্রয়ো বলী ॥ ১৮
তা গদা বেগবন্মুক্তাঃ আয়ান্ দ্রোণজিঘাংসয়া।
অস্ত্রাস্ত্রমপহায় ভারদ্বাজস্ত বিক্রমম্ ॥ ১৯
ভারদ্বাজ ব্যসনয়ামাস গদাঃ হেমবিভূষিতাম্।
ব্যাসরিষা গদাঃ তাস্ত প্রেষয়ামাস পার্ষতম্ ॥ ২০

তখন দৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য করিতে করিতে অত্যন্তই তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—ধারণ কর ॥ ৭

ভারদ্বাজ অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য পুনরায় অবলীলা দৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮

অনন্তর দৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কালাগ্নিতুল্য একটী ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহার স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রতুল্য অসহ্য ছিল ॥ ৯

অনন্তজন! যুদ্ধে ভারদ্বাজকর্তৃক দ্রোণাচার্য কর্তৃক সেই বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সকল সৈন্যমধ্যেই হাহাকার ধ্বনি হাহাকার শুনিতে পেল ॥ ১০

সেই সময় আমি সেখানে দৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। সেই বীর সমরাঙ্গনে একাকীই সর্বসৈন্যকুলা অধিকারীদের উদ্ধার করিলেন ॥ ১১

বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুস্বরূপ ভয়ঙ্কর সেজন্য সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং দ্রোণাচার্যের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

দৃষ্টদ্যুম্নকে সেই অবস্থায় হৃষ্ট হর্ষ দেখিয়া পাণ্ডবগণসহ সমস্ত পাঞ্চালবীরগণ হর্ষে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

তাহার পর দ্রোণাচার্যের প্রাণসংহারক পরাক্রমশালী বীর দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার উপর স্বর্ণ ও বৈদূর্যমণিভূষিত একটী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

সেই স্বর্ণভূষিত শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য শরসমূহদ্বারে যেন হাস্য করিতে করিতেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

অনন্তর! বীর শক্তিকে ঐ ভাবে ছেদিয়া প্রতাপী দৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের উপর পুনরায় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তখন মহাযশস্বী দ্রোণাচার্য সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া দ্রুপদপুত্রের রথের মধ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

যত্ন ছিন্ন হইলে মহাযশস্বী বলবান্ দৃষ্টদ্যুম্ন সমরস্থলে দ্রোণাচার্যের উপর এক লৌহনির্মিত ভারী গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮

দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে নিক্ষিপ্ত সেই গদা অস্ত্রশস্ত্রসহিতে যাইতে দেখিয়া। কিন্তু সেই সময় আচার্য দ্রোণাচার্যের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ১৯

তিনি বীর কৌশলে সেই স্বর্ণভূষিত গদাকে স্বর্গ করিয়া নিলেন। এইভাবে সেই গদাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া দ্রোণাচার্য দৃষ্টদ্যুম্নের উপর স্বর্ণমণি পদ্মযুক্ত, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ॥ ২০

তমসং সুনিশিতৈঃ শীতৈঃ শস্ত্রপূগৈঃ সুবাসসম্।
কে তত্র কবচং ছিত্ত্বা পত্তুং শোণিতমাহবে। ২১
অথাস্যন্ দ্রুতমাসাদ্য দ্রৌণায়নো মহারথঃ।
যোধাং দৃষ্টি পরাক্রম্য শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ। ২২
কৃষিলাক্ষৌ তমস্তৌ তু তত্তমাসে নরর্ষভৌ।
বলক্ষয়ে রাজন্ পরাক্রম্য চক্রুষে। ২৩
দ্রোণো ক্রুদ্ধস্তুতঃ পুনস্তিষ্ঠেতি ভার্গবম্। ২৪
অথৈনং ত্রিংশতা গৃহ্য নারাচানাং সমর্পিতৈঃ।
অভ্যবর্ষদ্বেগেনোগ্রো দ্রৌণিঃ মেঘ ইবাচলম্। ২৫
সাত্যকিঃ তান্ তথেত্যেব ধনুষ্যাদায় সায়কান্।
অথাস্য চতুরো বাহানস্যন্নিভিনিশিটৈঃ শরৈঃ। ২৬
পাতয়ামাস সমরে সিংহনাদং নদন্ ভৃশম্।
তমেবাপরেণ ভল্লেন ধ্বজাগ্রমথ মাধবিঃ। ২৭
ন চিচ্ছেদ বিবৃধো বজ্রাণাং বজ্রসাধিঃ।
তথা শরশিলাবর্ষোগ্রং বাণপথং দ্রৌণেঃ মৃতং। ২৮

তারক বিশিখৈস্তূর্ণং পাতয়ামাস ভারত।
ধনাধনবদুদ্ভূতং তদদ্ভুতমিবাভবৎ। ২৯
ততঃ স বিপুলং ভূমৌ সত্যকস্তুক্ত তাদৃশম্।
ধনুষ্ক বিপুলং দিব্যং প্রগৃহ্য সুদৃঢ়ং বলী। ৩০
অভিদুদ্রাব বেগেন দ্রোণস্য রথমাহবে।
আশিষার্থী যথা সিংহো বনে মত্তমিব দ্বিপম্। ৩১
তমাপতন্তমপ্রাপ্তং দ্রাবয়ামাস সৌকরম্।
সায়কং চাস্যতোঽস্য বলং বাহৌ চ ভারত। ৩২
ধনুষো শরবর্ষেণ ব্যধমাসাদ্য সাত্যকিম্।
স শরাংশ্চ তথো সদ্যঃ বলবানপি সংদধে। ৩৩
নিবারিতস্তু দ্রোণেন দ্রৌণিরুগ্রো মহারথঃ।
তমবাকিরদৌষাংস্তান্ শরবর্ষেণ ভারত। ৩৪
তমুগ্রং ভীমমায়ান্তং শরসাত্যপতৎ বলী।
সাত্যকেস্তাবুভৌ সমরে পার্শ্বগৌ মহারথৌ। ৩৫

তারত! সেই সময়ে দ্রোণাচার্য অভিক্রুদ্ধ হইয়া নিজের রথ দ্রৌণির সম্মুখে তাঁহার রথ হইতে রথ টানিয়া বিপক্ষিত করিয়া দিলেন। তখন উভয়ে এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ১৮-১৯

অনন্তর ক্রুদ্ধতর বলবান্ বীর দ্রৌণায় ভল্লাস্ত্রে পরিপূর্ণ তূণাস্ত্রিত, বেগবতী ও বিপুল ধনু (তাঁর) এবং দিব্য ও বিশাল খড়্গ হাতে লইয়া দ্রোণদেবের রথ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর সবেগে লোমহর্ষণ আক্রমণ করিলেন, যেমন মনোরথকারী সিংহ বনে কোন এক মদমত্ত হাতীর উপর ধাবিত হয়। ৩০-৩১

তারত! সেই সময় আসন্ন সেনাদের দ্রোণাচার্যের অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা, অস্ত্রচালনা, বাহুবল ও পুরুষার্থ প্রত্যক্ষ করিলাম। ৩২

তিনি তখন তীব্র বলসম্পন্ন বেগ করিয়া ক্রুদ্ধতর দ্রৌণায়ের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অতএব তিনি বলবান্ দ্রৌণায় যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৩৩

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হন হইয়া মহারথী দ্রৌণায় বিক্রান্ত বীর পুরুষের ন্যায় নিজের তীব্রে সাহায্যার্থী তাঁহার বলসম্পন্ন নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩৪

তখন বলবান্ বীর মাধবের তীব্র সহসা সমরাঙ্গনে মহাবল দ্রৌণায়কে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

স ভ্রোণঃ নিশিতৈর্বাণৈঃ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
পার্ষতস্য ধ্বজং তূর্ণং ধনুশ্চাস্যাশু তস্য চ। ৩৬
ততো দুর্যোধনো রাজন্ ভানুমন্তমুপাদ্রবৎ।
তৈরেব সহসা যুক্তং তস্যাশ্বাংশ্চ ন্যপাতয়ৎ। ৩৭
ততঃ সা মহতী সেনা কলিঙ্গানাং ন্যবর্তত।
ভীমসেনস্তদা তূর্ণং তব পুত্রস্য শাসনাৎ। ৩৮
পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বেষাং দ্রোণোঽপি রথিনাং বরঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধৌ বারয়ামাস সংযুগে। ৩৯

দৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে ধর্মরাজেনরক্ষিতাৎ।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্। ৪০
কলিঙ্গানাঞ্চ সমরে ভীমস্য চ মহাত্মনঃ।
ক্ষণতঃ প্রক্ষয়ন্তঃ যোধমুখ্যা ন্যপাতয়ন্। ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দৃষ্টদ্যুম্ন-দ্রোণযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৩

ব্যাখ্যা। তিনি সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজ ও ধনুষ শীঘ্র তাঁহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন। ৩৬

মহারাজ! তখন দুর্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ভানুমান্‌কে দ্রোণাচার্যের সম্মুখে নিযুক্ত করিলেন॥ ৩৭

জনেজয়! সেই সময় আপনার পুত্রের আজ্ঞায় কলিঙ্গদেশীয় বীরগণের সেই বিশাল সৈন্য অভিমন্যু ভীমসেনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৩৮

তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা সেই দ্রোণাচার্যও যুধিষ্ঠিরের নিকটে চলিয়া গেলেন। তাহার পরবর্তী কলিঙ্গদেশীয় যোদ্ধাদিগের ও মহাবলী ভীমসেনের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ সময়ের বিপক্ষের যোদ্ধগণ ও মহারথগণ ছিন্ন। ৩৯-৪১

শ্রীমহাভারত মোক্ষশাস্ত্রের শতসাহস্রী সংহিতা আখ্যায়কের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে দৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণাচার্য যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কলিঙ্গৈর্নিবাতৈশ্চ সহ ভীমসেনস্য যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শত্রুঞ্জয়-ভানুমৎ-কেতুমতাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রতিনমাদিষ্টঃ কলিঙ্গো বাহিনীপতিঃ।
কথমভ্যদ্রবদ্যুদ্ধে ভীমসেনং মহাবলম্। ১
চক্ররক্ষঃ পরা বীরঃ পরস্পরজিঘাংসকম্।
যোধয়ামাস সমরে কলিঙ্গৈঃ সহ সেনয়া। ২

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রেণ তব রাজেন্দ্র স তথোক্তো মহাবলঃ।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ প্রায়াদ্ ভীমায় প্রাহ্নি। ৩
তামাপতন্তীং মহতীং কলিঙ্গানাং মহাচমূম্।
মহার্ণব-নিভাং দৃষ্ট্বা প্রগৃহীতমহায়ুধাম্। ৪

ব্যাখ্যা। তখন আপনার পুত্রের দ্বারা এইরূপ আদেশ পাইয়া সেনাপতি কলিঙ্গরাজ অদ্ভুত পরাক্রমশালী মহাবল ভীমসেনের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিলেন? ১

বীরবর ভীমসেন তখন হাতে গদা লইয়া বিপক্ষ করিতে থাকেন, তখন আপনার পক্ষীয় মহারথের ন্যায় মনে হয়। তাহার সহিত সৈন্যসহ কলিঙ্গরাজ কিরূপে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আপনার পুত্রের দ্বারা এইরূপ আদেশ পাইয়া বীর বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা রক্ষিত মহাবল কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের সম্মুখে নিকট উপস্থিত হইলেন। ৩

তাহার! রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিক বাহিনীতে পূর্ণ কলিঙ্গরাজের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে হাতে বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া আসিতে দেখিয়া ভেরিনেশীয় সৈন্যদলের সহিত

ভীমসেনঃ কলিঙ্গানামার্ষভং ব্যূহং ভারত যাহিনীম্।
কেতুমন্তঞ্চ বৈদর্ভিরাজানং সহ সেনিকৈঃ ॥ ৫
ততঃ প্রভদ্রাঃ সংক্রুদ্ধা রাজ্ঞঃ কেতুমতঃ সহ।
আসসাদ রণে ভীমং বৃত্রানীকেষু ভেদিনম্ ॥ ৬
বৈদর্ভসেনকাধ্যক্ষৈঃ কলিঙ্গানাং মহারথৈঃ।
অমৃষ্যমাণৈ গজানীকং নিঘ্নদ্ভিঃ সহ কেতুনা ॥ ৭
ভীমসেনঃ রথে রাজন্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
ভেদি-সংজ্ঞ-মহামাত্রে ভীমসেনমবাদুলাঃ ॥ ৮
অভ্যাবর্ত্ত সমরে নিষাদান্ সহ রাজভিঃ।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে ঘোররূপং ভয়াবহম্ ॥ ৯
ন প্রাজানন্ত যোধাঃ বান্ পরস্পরনিষাদনে।
ঘোরমাসীৎ তদা যুদ্ধং ভীমস্য সহসা পরৈঃ ॥ ১০
অথেতরস্ত মহারাজ মহত্যা সৈন্যসেনয়া।
তস্য সৈন্যস্য সংগ্রামে যুধ্যমানস্য ভারত ॥ ১১
ধনুষ্য সুমহান্ শব্দঃ সাগরস্যেব পর্বণঃ।
অন্যোন্যং ন তদা যোধা বিজ্ঞাতুং বিশাম্পতে ॥ ১২
মহীং চতুর্ভিরাস্তীর্ণাং সর্বাং শবশোণিতসংপ্লবাম্।
যোধাশ্চক্রু রথান্ পত্তীন্ বাজিনান্ ভিন্নমস্তকান্ ॥ ১৩
আসন্যাকৃতে যাংশ্চ পুরাঃ পরমদুর্জয়ঃ।
বিবর্দ্ধঃ সুমহাবাহুর্ভীমসেনঃ পরন্তপঃ সহ ॥ ১৪
কলিঙ্গৈঃ সহ সেনাভিঃ নিঘ্নদ্ভিশ্চ বিশাম্পতে।
কৃত্বা সুতুমুলং যুদ্ধং তস্মিন্ বৈশসিকে মহাবলাঃ ॥ ১৫
ভীমসেনং পরিত্যজ্য সাত্যকির্যত্র চেদিপঃ।
নর্দ্দৈঃ কলিঙ্গৈরাসঙ্গং সংবিবৃক্ষেষু চেদিষু ॥ ১৬
ধনুষ্যমুদ্যম্য বাণং ন সসর্জ্জ পাণ্ডবঃ।
ন চুকাল রথোপস্থাৎ ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১৭
বিধৈরবাকিরদ্ বাণৈঃ কলিঙ্গানাং বরূথিনীম্।
কালিঙ্গস্য মহেষ্বাসঃ পুরস্কৃত্য মহারথঃ ॥ ১৮

ভীমসেন তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে পারিলেন এবং সেই সময় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মিত্রবাহু কেতুমান্‌কেও বধ করিয়া ফেলিলেন। ৪-৫

তখন রাজা কেতুমানের সহিত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রভদ্রকগণ ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে চেদিদেশীয় সৈন্যগণ বৃহদ্রথকারে দাঁড়াইয়া ছিল। ৬

মহারাজ! কলিঙ্গদেশের অনেক হস্ত ও রথ দ্বারা হস্তী এবং নিষাদদিগের সহিত কেতুমান্ সেই স্থানেই ভীমসেনকে চারিদিকে বিরিয়া ফেলিলেন।

তখন ভীমসেনের সখা অত্যন্তবলশালী চেদি, মৎস্য ও সৃঞ্জয়দেশের অধিপতি মহাবীর নিষাদ ও তাহাদের রাজগণের উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর ও ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৮-৯

মহারাজ! সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা থাকিয়া সকল যোদ্ধাই নিজের ও পক্ষের দ্বারাদেরও চিনিতে পারিল না। কলিঙ্গদিগের সহিত ভীমসেনের এই যুদ্ধ সহসা অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠিল, যেরূপ বিশাল সৈন্যদলের সহিত যেরূপ ইন্দ্রের অসুর যুদ্ধ হইয়াছিল।

হে ভারত! সংগ্রামস্থলে যুদ্ধরত সেই কলিঙ্গ-সৈন্যদিগের অস্ত্রনিক্ষেপের শব্দ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় শুনা হইতেছিল।

মহারাজ! সেই সময় সকল যোদ্ধা বিভ্রান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ণন করিতে করিতে শত্রুদিগকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই যুদ্ধ অতি ভয়ানক (ঘমঘোষের) হওয়ায় ভীরু ব্যক্তিগণ ভীত হইয়া উঠিল।

পরে দুর্জয় পুরুষোত্তমগণ পরাক্রমপ্রকাশে বদ্ধপরিকর হইয়া তাঁহারা তখন এমন উগ্র হইয়া উঠিলেন যে, নিজের ও পরের কোন বিষয়ে কিছুই তাঁহাদের বোধ ছিল না। তাঁহারা নিজেরা নিজেদেরই মধ্যের নিজেদের সৈন্যগণকেই বধ করিবার জন্য ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

মহারাজ! এইরূপে যেখানে অস্ত্রশস্ত্রের সহিত অস্ত্রশস্ত্রের ভেদিদেশীয় সৈন্যবাহিনী অধিপতি হইতে লাগিল।

মহারাজ ভেদিসৈন্যরা ঘনগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত নিবর্ত্তিত হইল।

ভেদিদেশীয় সৈন্যগণ বিবর্দ্ধিত হইলে পরে কলিঙ্গ-সৈন্যরা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল। তখন শত্রুপক্ষের মহাবল ভীমসেন নিজের বাহুবলের উপর ভরসা করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না এবং ধনুর উপর বাণ সংযোজিত করিয়া আর নিক্ষেপ করিলেন না। ১০-১৭

তিনি কলিঙ্গসৈন্যের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহেষ্বাস কলিঙ্গরাজ ও তাঁহার মহারথ পুত্র

শক্রদেবো ইতি খ্যাতো জন্মতুঃ পাণ্ডবং শরৈঃ।
তয়ো ভীমো মহাবেগৈর্বিধুন্বন্ কবিতং ধনুঃ। ১৯
যোধয়ামাস কালিঙ্গং যত্নবন্তমমর্ষিতঃ।
শক্রদেবস্তু সমরে বিদ্ধ্বন্ পাণ্ডবান্ বহূন্। ২০
অথান্ জঘান সমরে ভীমসেনস্য সাদিনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতং তত্র ভীমসেনমরিন্দমম্। ২১
শক্রদেবোঽভিদুদ্রাব শরৈরবকিরন্ বিভো।
ভীমস্যোপরি রাজেন্দ্র শক্রদেবো মহাবলঃ। ২২
ববর্ষ শরবর্ষাণি তপান্তে জলদো যথা।
দৃষ্ট্বাথ তু রথে বিদ্ধং ভীমসেনো মহাবলঃ। ২৩
শক্রদেবায় চিক্ষেপ সপ্তৈকান্নাংস্তনূরুহান্।
স তয়া বিদ্ধতো রাজন্ কালিঙ্গস্য রথো দ্রুতম্। ২৪
সসার সহসূতেন জবেন মহতাবলম্।
হতসারথয়ঃ পৃষ্ঠে কলিঙ্গানাং জনাধিপঃ। ২৫
হৈমরেবতকক্ষ্যাস্তৈর্ভীমস্যাশ্বা রণেঽহরন্ নিজাঃ।

তত্তো ভীমো মহাবেগাঃ ক্রান্তা। তূর্ণী মহাবলাৎ। ২৬
নিরিক্ষ্যমাণস্তে যোধৈঃ ত্রিকৌর্বুঃ কর্ম দারুণম্।
চর্ম চাস্যাবিদ্ধ্যৎ রাজন্নার্ষভং শুভলক্ষণম্। ২৭
নবভির্নবভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ কুরুকুলোদ্বহঃ।
কালিঙ্গস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো দুর্জয়ো যুধি বীর্যবান্। ২৮
প্রগৃহ্য চ শরং ঘোরমেকং সর্পবিষোপমম্।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বধাকাঙ্ক্ষী জনেশ্বর। ২৯
তমাপতন্তং বেগেন প্রেরিতং নিশিতং শরম্।
ভীমসেনো দ্বিধা ছান্দ্যচ্ছিক্ষয়া বিপুলাসিনা। ৩০
উৎক্রোশচ্চ সন্তর্জয়ন্নাজৌ ধরণিনীম্।
কালিঙ্গোঽথ ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনায় সায়কান্। ৩১
ঘোরবান্ প্রাহিণোদ্ভিন্নাঃ চতুর্দশ বিশাংপতে।
তানপ্রাপ্তান্ মহাবাহুঃ খমেবানেন পাণ্ডবঃ। ৩২
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্সপ্তাভ্যো বরাসিনা।
বিক্রুষ্য তু রথে ভীমস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ। ৩৩

শক্রদেব উহাকে বিদ্ধ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবাহু ভীমসেন স্বয়ংবরের সময় দ্রুপদ যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিতে করিতেই শত্রুর ধনুক ছেদন করিতে লাগিলেন।

শক্রদেব বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিয়া সেই অবসরে ভীমসেনের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন।

পরাক্রম ভীমসেনকে সেখানে অধীর দেখিয়া শক্রদেব তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

রাজন্! যেরূপ প্রীষ্মকালের শেষে বর্ষাকালে জলদেরা বেগে প্রচুর জলবৃষ্টি বর্ষণ করে, সেইরূপ মহাবেগ শক্রদেব ভীমসেনের উপর বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহার অস্ত্র বিদ্ধ হইয়াছে, সেই রক্তের উপরই বিক্রান্ত মহাবলশালী ভীমসেন শক্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে লৌহ নির্মিত তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।।

রাজন্! সেই বাণের আঘাতে কলিঙ্গরাজকুমার শক্রদেব প্রাণ হারাইয়া তাঁর সারথি ও রথের সহিত রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন।

নিজ পুত্রকে নিহত দেখিয়া কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন।

মহাবেগে। তখন ভীমসেনের অশ্বগণ বেগশালিনী ও রক্তবর্ণা বলিয়া সেখানে খ্যাত হইয়া অধিপতি অন্যের কর্ণ ধরিবার ইচ্ছায় তাড়াতাড়ি রথে করিলেন এবং অন্যের চর্মনির্মিত অত্যন্ত একটী ঢাল লইলেন। রাজন্! এই ঢাল সুবর্ণময় বলয় ও অষ্টচন্দ্রাকার সূচিহ্ন বিভূষিত ছিল।

এদিকে ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ বহুদূর হইতে তীক্ষ্ণ করিয়া সর্পবিষতুল্য অত্যন্ত একটি বাণ গ্রহণ করত ভীমসেনের বধ বাসনাপূর্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১০-১১

রাজন্! ভীমসেন নিজের বিশাল বক্ষঃস্থল দ্বারা তাঁহার সেবের তুল্য বলবান তীক্ষ্ণ বাণকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনীকে ত্রাসযুক্ত করিতে করিতে ভীষণ-রবে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন।

তখন কলিঙ্গরাজ ভীমসেনের অধিপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের উপর অতিতীক্ষ্ণ চৌষট্টী তোমর নিক্ষেপ করিলেন, রাজাদিগের পূর্বে নিশাতে শান দিয়া তাঁহা ধারাল করা হইয়াছিল।

রাজন্! সেই তোমরগুলি ভীমসেনের নিকট আসিবার পূর্বেই মহাবাহু পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বিব্রত না হইয়া তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা সহসা আকাশেই সেগুলিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

তাবুবন্তঃ ততো ভীমঃ প্রাহরৎ পুরুষর্ষভঃ।
তাবুবাংশ্চ ততো ভীমঃ শরবর্ষেণ ছাদয়ন্ ॥ ৩১
সমাদ্য ধনুরগ্র্যং বাসুদেবো মহাত্মনঃ।
ন চ ৩ং মন্যতে ভীষ্ম শিখণ্যেষ মহারথে ॥ ৩২
ততঃ শঙ্খেন মহতা বিনাদ্য মহাধ্বনঃ।
তেন নাদেন বিত্রস্তা কলিঙ্গানাং মহাচমূঃ ॥ ৩৩
ন ভীষ্মং সমরে কেচে মানুষং তমরন্দম।
ততো ভীমো মহাবাহুর্নিঘ্না বিপুলং ধনুঃ ॥ ৩৪
সান্দিশৈবাশুগাংস্তূর্ণা যন্তারং চাস্য মার্গণৈঃ।
আজঘ্নে তত্রো মর্মজ্ঞঃ সাদিনঞ্চ ততো দ্বিধা।
যত্নেন পৃতনা মধ্যে তাবুবস্তমযাজিনম্ ॥ ৩৫
সোঽবপ্লুত্যাহবিনং হত্বা রাজপুত্রমরিন্দমঃ।
তস্থৌ তাবদ্রথং তস্য নাশয়ন্নিষুপাদপৈঃ ॥ ৩৬

হিরণ্যস্থঃ স বিব্যধে পলাশ ধ্বজমুত্তমম্।
আলম্বঃ শিখণ্যেবেন তাবুবানিব পর্বতঃ ॥ ৩৭
অথৈনমুদ্যতেষুং তং ধনুষ্যাধায় সায়কম্।
যন্তপাণিরবীনাত্মা তত্রৌ সূতো সুবর্চসিঃ ॥ ৩৮
স চচার বহূন্ মার্গানিত্রিঃ পাতয়ন্ রথাৎ।
অন্বিচক্রিরিবাবিধ্যৎ সর্বতঃ প্রমৃদ্নন্ চ ॥ ৩৯
অশ্বকুঞ্জরনাগেষু রথানীকেষু চাভিভূঃ।
পদাতীনাঞ্চ সঙ্ঘেষু বিচিত্রান্ মোক্ষিয়োক্ষিয়ঃ ॥ ৪০
ক্ষেপবদ্ ধনুষশ্চাস্য তত্রোরিষু বলোৎকটঃ।
দ্বিপত্তেষাং শরীরাণি বিবেশাশু চ মহাবলঃ ॥ ৪১
যত্নেন বিক্রমাবেশ সংমূঢ়ে সত্যবিক্রমম্।
পলাশিরেষঃ সাক্রুদ্ধঃ শতধা তত্তরর্ষভঃ ॥ ৪২
অন্যাহ্যাথাস্য স তান্ কালান্তকযমোপমঃ।
মুহূর্তাদ্ তে তত্রৈবাসন্ বিনষ্টাঃ সপ্তসাদিনঃ ॥ ৪৩

এইরূপে মুহূর্তমধ্যে ভীষ্মের ধনুকের সেই চৌদ্দটী জ্যা কাটিয়া ভাবুবানের প্রতি ধাবিত হইলেন।

ইহা দেখিয়া ভাবুবান্ বীর বাহুবলে ধনুক ভীষ্মদেবকে আস্ফালিত করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব সেই মহাযুদ্ধে ভাবুবানের উক্ত সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩১-৩৪

তখন তিনি আশু অরিকে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল। ৩৫

তখনকার তখন কলিঙ্গসৈন্যরা মুখে ভীষ্মদেবকে মনুষ্য নহে, দেবতা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। আহা! তখনকার যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদেব উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে যাকে তাকেই লইয়া শরের লক্ষ প্রদান করত যমালয়ের সমক্ষের সহায়তা তাহার সম্বন্ধে আরোহণ করিলেন। ৩৬-৩৮

এই অবসরে কলিঙ্গরাজপুত্র ভাবুবান্ বীরের উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীষ্মদেব উহাকেও বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন এবং ঘোর বিপক্ষ বালক দ্বারা ভাবুবানের শরীরে আঘাত হেনে করিয়া ফেলিলেন। ৩৯

এইরূপে হাতীতে আরোহণ করত মুহূর্তক কলিঙ্গরাজপুত্র ভাবুবানকে বিদ্ধ করিয়া সমরাঙ্গনে ভীষ্মদেব তার সহ সহ ধরিতে সমর্থ হাত বিপক্ষ অস্ত্রধারীকে সেই হতীর অঙ্গের উপর পাতিত করিলেন। ৪০

তাহাতে অস্ত্র ছিন্ন হইয়া যাইলে মনুষ্যদেহ অমন উচ্চৈঃ চীৎকার করিতে করিতে ভূমের বেগে রক্ত বিগলিত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। ৪১

তাহার। তাহার অবশিষ্ট, পক্ষপাতি, উৎসাহশূন্য ও অবসন্নপ্রায় ভীষ্মদেব সেই হতী হইতে লম্ফ দিয়া ভাবুবান্ পাতিত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ৪২

অনন্তর তিনি উহাদিগকে অভিমুখে পাতিত করিতে করিতে নানা মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তুমি ও অন্যান্য লোকের ন্যায় উহাদের চরিত্রিদেবই দেখা যাইতে লাগিল। ৪৩

পরিশালী ভীষ্মের অশ্ব, রথী, ধ্বজ ও পতাকার সৈন্যমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ৪৪

উৎকট বলশালী ও মহাপরাক্রম ভীষ্মদেব শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদের শরীর ও ধনুকসমূহ ছেদন করিতে করিতে বাজপক্ষীসদৃশ লাঘবে বিচরণ করিতে থাকিলেন। ৪৫

সেই সময়ে সমরাঙ্গ হইয়া যুদ্ধের যোদ্ধাদিগের মধ্যস্থলে বীর ভীষ্ম যখন তত্রত্যদিগের সাহায্যে ছেদন করিতে করিতে ভীষ্মদেব একাকীই ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুদের বিনষ্ট করিতে এবং পক্ষদিগের ত্রাস বর্ধিত করিতে লাগিলেন। কালান্তক যমতুল্য এই ভীষ্ম তখন সেই সৈন্যদলে সংঘর্ষিত করিয়া ফেলিলেন।

সাদিমুক্তমবেগেন বিচরন্তং মহারণে।
নিকৃত্য রথিনঃ প্রাপ্তো রথোপস্থে মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৮
তমপ্যন্যে রথিনস্তাপি বলবন্তো বিমুর্দনঃ।
ভীমসেনস্তবং মার্গান্ মুহুর্মুহুঃ সমাদ্রুতম্ ॥ ৪৯
আক্রম্যাধিরথং ভূয়ো ভূয়ঃ প্রত্যুদ্যযৌ মুহুঃ।
সম্পাত্য সমুদীর্ণেন বর্মণাসাদ পাণ্ডবঃ ॥ ৫০
কেচিদ্রথাদিনা ছিন্নাঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
বিনেদুর্বিস্বরং নাগা বিপ্রকীর্ণ মহাবলাঃ ॥ ৫১
ছিন্নবল্গাপ্রহস্তাংশ্চ ছিন্নযুগ্যাক্ষবন্ধুরান্।
বিধোধাঃ স্বান্তনীকানি ব্যধমদ্ভীমবাহিনঃ ॥ ৫২
বিপেতুরশ্বাশ্চ তথা বিবহন্তো মহারথান্।
ছিন্নাংশ্চ কোষতান্ রাজন্ মহামাত্রবিবাহিনঃ ॥ ৫৩

পরিস্তোমান্ বিচিত্রাংশ্চ কক্ষ্যাংশ্চ ধনকোজ্জ্বলান্।
হৈমেরোষ্ণীষ কবচাঃ পতাকাঃ কনকস্রজঃ ॥ ৫৪
ধ্বজীনাংশ্চ মহাঁশ্চ বিচিত্রাণি বহূনি চ।
কিঙ্কিণীজালযুক্তানি কোত্রাণি চামরৈঃ সহ ॥ ৫৫
যষ্টীশ্চ বিবিধা রাজন্ হেমদণ্ডাংশ্চ রশ্মিনঃ।
পতন্তঃ পাণ্ডিতাংস্তৈস্তৈ পক্ষাঃ সহ সাদিভিঃ ॥ ৫৬
ছিন্নসারথয়শ্চৈব নিহতৈশ্চাপি বাহকৈঃ।
আসীদ্ ভূমিঃ সমাস্তীর্ণা পতিতৈর্ভূষণৈরিব ॥ ৫৭
বিদ্রুতৈঃ মহানাদান্ মর্মাঙ্গান্ মহাবলঃ।
অমার্গেণাপয়াতৈশ্চ পাণ্ডবানাং সমুদ্যমঃ ॥ ৫৮
তদ্ যোধবলবদ্ যুদ্ধং তস্য রেজে ভারত।
ধনীনাঞ্চ যোক্তৃণি কক্ষ্যাংশ্চ ধনকোজ্জ্বলাঃ ॥ ৫৯

তখন যুদ্ধ হৈন্যরা বর্ম খুলিতে খুলিতে তাঁহারাই নিজেরা পৌঁছাইয়া থাকিতে লাগিল (এবং যুদ্ধ করিতে লাগিল)। ভীমসেন রাগে অন্ধপ্রায় হইয়া সেই মহাসংগ্রামস্থলে অবাধে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

শত্রুমর্দন বলশালী ভীমসেন যুদ্ধে অবাধে বিচরণের ফলস্বরূপে হৈন্যের ও যুদ্ধ (যুদ্ধের)-সকল রহস্য করিয়া রথিদলকে সংহার করিতে লাগিলেন।

সেই সময় শত্রুদমন ভীমসেনকে সংহারার্থে বিচরণ করিতে দেখা যাইল। তিনি বহুসংখ্যক রাজ (অবস্থাবিশেষে মহাকোরে যুদ্ধের নাম রাজ), আধিরথ (ইহা অধিক পরিমাণে হইলে আধিরথ বলা হয়), ঐরাজ (ঐরাজিকে অবস্থাবিশেষে যুদ্ধের নাম ঐরাজ), আনুত (অবস্থাবিশেষে যুদ্ধকে যুদ্ধকে ঈশ্বর সাধারণ ঈহার নাম—আনুত), প্রত্যুদ্যম (সর্বাপেক্ষা অবস্থাবিশেষে প্রত্যেকের নাম—প্রত্যুদ্যম), মুহু (অবস্থাবিশেষে যুদ্ধকে যুদ্ধকে অন্যান্য প্রকার নাম—মুহু), সম্পাত (অবস্থাবিশেষে যেমনে সম্পাত বলা হয়) ও সমুদীর্ণ (পক্ষবিশেষের উপর অবস্থাবিশেষে প্রহার ও আঘাত করিয়া উঠিবারে বলা হয়—সমুদীর্ণ) প্রভৃতি নৈপুণ্য দেখাইতে লাগিলেন। ৪৬-৫০

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা ভীমসেন যেই অবস্থাবিশেষ পরাক্রমের আঘাতে যত হাতীর অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল, আঘাতে মর্মস্থান বিদীর্ণ হইল এবং আঘাত অন্য উৎকট চীৎকার করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইতে থাকিল। ৫১

ভরতনন্দন! ঘোর ঘোর অবস্থাবিশেষ যত ও যুদ্ধের পরিচ্ছদ বিচিত্র কক্ষ্যা ও ধনকোজ্জ্বল। হৈমেরোষ্ণীষ কবচ পতাকা ও কনকস্রজ। ধ্বজীনি ও মহাঁ বিচিত্র বিচিত্র বহু। কিঙ্কিণীজালযুক্ত কোত্র চামরের সহ। যষ্টী ও বিবিধ রাজ হেমদণ্ড রশ্মি। পতন্ত পাণ্ডিত্য তাহাদের সহ সাদিগণ। ছিন্নসারথি ও নিহত বাহকে। আসীদ্ ভূমি সমাস্তীর্ণা পতিত ভূষণের ন্যায়। বিদ্রুত মহানাদ মর্মাঙ্গ মহাবল। অমার্গে অপয়াত পাণ্ডবানাং সমুদ্যম। তদ্ যোধবলবদ্ যুদ্ধ তস্য রেজে ভারত। ধনীনাঞ্চ যোক্তৃণি কক্ষ্যাংশ্চ ধনকোজ্জ্বল। ৫২

অবস্থান বাহির হইল এবং তাহারও আঘাত যুদ্ধস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থায় তাহারা এদিক্ ওদিক্ যাইয়া উভয়পক্ষের যুদ্ধস্থ বিশেষের যত হৈন্যকে বিনষ্ট করিল এবং সেই হৈন্যরা তখন ঘনঘোর চীৎকার করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বিলম্বিত হইতে লাগিল।

রাজন্! আমরা দেখিলাম—যত ঘোড়ার ও হস্তিকবচদিগের অঙ্গ ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে, রথিগণের শূন্য উপর বিস্তর বিচিত্র বিচিত্র শাস্ত্রসকল পড়িয়া আছে। ধ্বজীনিকে বহন করিবার ঘোড়া সর্বশরীরে উজ্জ্বল রত্নালঙ্কার পরিয়া আছে, যষ্টী ও অস্ত্রসকল ঘোড়সওয়ার আরোহণ, শক্তি, পতাকা, ধনুক (যুদ্ধের), তূণ বিচিত্র বহু, খড়্গ, ঘোড়ার ভিন্নীসাজ, ঘোড়ার (লাগাম), অঙ্কুশ, বিবিধ যষ্টী ও সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রী—এই সব বস্তু আরোহীসহ পতনোন্মুখ এবং পতিত হইয়াছে। ৫২-৫৬

ঘোড়ার ছিন্ন হস্তিগণের শরীরের উপরে পড়িয়া আছে। ঘোড়ার উহার অলঙ্কারসকল পড়িয়া আছে। ঘোড়ার ছিন্ন যুদ্ধ পতিত আছে, আবার ঘোড়ার মত হাতীর শুণ্ড পড়িয়া আছে। এই সব আস্তরণে সেই ভূমি সর্বতোভাবে আস্তরিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৫৭

ভারত! এইরূপে মহাবল ভীমসেন যত রথসমূহকে বিনষ্ট করিয়া অত আরও প্রাণীদিগকে মূর্ছিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি সমরাঙ্গনে যত প্রধান আরোহীদিগকেও নিহত করিলেন। এই ভাবে ভীমসেন ও ধনিকৈন্যদলের সেই যুদ্ধ অবাধে ঘোরতরূপ ধারণ করিল।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪০
তস্য তস্যাপচিত্যানি যাস্যন্ত্যস্তু সহস্রশঃ।
প্রাণৈর্যৈর্বিবিধৈশ্চৈব নরৈশ্চ বিবিধৈর্যুধা॥ ৪১
স চক্রে বসুধাং কীর্ণাং শবৈঃ কুথৈরিবৈব।
আদায়ৈব রথিনং কাশ্চিৎ পরামৃশ্য মহাভুজঃ॥ ৪২
পাতয়ামাস খড়্গেন সহাশ্বমপি সারথিম্।
মুক্তকেশপতাকো বিধুন্বানস্তনুং যথা॥ ৪৩
আর্ষভাক্ষ রথস্থিতঃ বাসুদেবস্য যথা জয়াঃ।
ন তস্যাস্ত্রং পরা কাশ্চিদ্ ব্যাক্ষিপ্যাজাবশোভয়ৎ॥ ৪৪
বজ্রেণাক্রান্ত ইন্দ্রেণ নাগেনাক্রান্ত ইবাদ্রিরাট্।
ঈক্ষণেনৈব তাপাক্রান্ পাত্রয়ামাস ভূতলে॥ ৪৫
অপরে ত্বেনমালোক্য তত্রস্থা পক্ষবাসিনঃ।
এষ সা বহুলা সেনা কলিঙ্গানাং তরস্বিনাম্॥ ৪৬
পরিত্রাণায় নঃ ক্ষীণাং ভীষ্মেণৈবোপপাদিতঃ।
ততঃ কালিঙ্গসৈন্যানাং প্রদুদ্রাব মহারবঃ॥ ৪৭
ক্রুদ্ধানুদ্যম্য নিস্ত্রিংশান্ ভীষ্মসেনঃ সমভ্যয়াৎ।
দ্রবমাণমভিপ্রেক্ষ্য কালিঙ্গো বলমিং শরৈঃ॥ ৪৮
ভীমসেনমমেয়াত্মা প্রত্যবিধ্যৎ ত্বরান্বিতঃ।
কালিঙ্গসৈন্যবিদ্রাবে ভীমসেনস্য চ ক্ষিপ্রতা॥ ৪৯
ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ক্রোধেনাগ্নিরিবৈধিতঃ।
অবধীৎ সমরাদ্ রথং ভেত্তা-পরিচ্ছদম্॥ ৫০
তীক্ষ্ণ সন্ধায়তাসেন রথেন রথসারথিং।
তমাক্রন্দ রথং তূর্ণং ক্রৌঞ্চস্বরঃ সুদুঃসহঃ॥ ৫১
কালিঙ্গমভিদুদ্রাব সিংহ ক্ষিপ্রমিবাচলং।
ততঃ প্রকম্পয়ন্ ভীমঃ নিশিতান্ শরান্॥ ৫২
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
ন কার্মুকবতোঽপ্যস্যৈর্বিভিদিরে শরাঃ॥ ৫৩
সন্নাহতো মহাবাহো কালিঙ্গেন মহাত্মনা।
সংক্রুদ্ধঃ তুমুলং ভীমো ব্যনদন্নাদয়ন্ দিশঃ॥ ৫৪

সেই মহাযুদ্ধের অবসরের সময়, ঘোড়া, ছত্রদণ্ডের উজ্জ্বল বস্ত্র, পুষ্ট যন্ত্র পরিচ্ছেদ (পাশুর—ধ্বনি), প্রাস, যষ্টি, তলবার, চাল ও বাণসমূহের বিচিত্র আস্তরণসমূহ এই অধিকে ছড়াইয়া আছে দেখা যাইল।

ভীমসেন যে প্রাস, বিচিত্র বাণ ও চক্রকে শত্রুসমূহে যেখানে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতে মনে হইল—সেই স্থান পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত আছে।

মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন যুদ্ধস্থলের অন্য যে কোন বিপক্ষকে বধ করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে শরের সহিত তলবারির সাহায্যে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে, চারিদিকে দৌড়াইতে এবং ক্ষুরের বিচিত্র নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যোদ্ধা ভীমসেনের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মানুষই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল।

তিনি যে যোদ্ধাকে পরাক্রমের সহ করিলেন, তাহাদিগকে ঊরুতে তুলিয়া বেগের সহিত ঘোরিত করিয়া দিলেন, তাহাদিগকে তলবারির ছেদন করিলেন, অন্য সকল যোদ্ধাকে নিজের ভীম গর্জনেই ভীত করিয়া ফেলিলেন এবং তত যোদ্ধাকে নিজের প্রবল বেগে ভূতলে পাতিত করিলেন। ৩৮-৪৯

এদিকে অনেক যোদ্ধা ইহাকে প্রেরণাই করে পলায়ন (করিল)। আরম্ভ করিল। এইরূপে যুদ্ধারম্ভ করিতে থাকিলেও বেগবান্ তাহার ভীমসেন সেই বিশাল বাহিনী ধ্বংসের ভীমের ইচ্ছা করিয়া অস্ত্র তাঁহাকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলায় ভীমসেনের উপর ধাবিত হইল।

তখনই। কলিঙ্গসৈন্যের অগ্রভাগ তখনই দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অমিত আত্মতেজসম্পন্ন কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ ভীমসেনের বধে নানা বাণে আঘাত করিলেন। কলিঙ্গরাজের বাণে আঘাত ভীমসেন তখন অধৃষ্টের প্রহারে পীড়িত হাতীর ন্যায় ক্রোধে ক্ষুরধারযুক্ত প্রাস নিক্ষেপ করিয়া উঠিলেন।

এই সময় ভীমসেনের বধ সাধনে অনেক একটী ধনুর্ধর রথ লইয়া ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে ধ্বংসসাধন করিল।

অস্ত্রধারণ বৃদ্ধিযুক্ত ভীমসেন অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ করিয়া কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—যুদ্ধে অবস্থান কর অবস্থান কর।

তখন ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তের অস্ত্রলাঘবতা দেখাইতে দেখাইতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ভীমসেনের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ। মহাত্মা কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধস্বভাব হইতে নিক্ষিপ্ত নানা তীক্ষ্ণ বাণে আহত হইয়া ভীমসেন বজ্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত পর্বতের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৫০-৫৪

ক্রুদ্ধশ্চ রাজসত্তমস্য বলবৎ বলিনাং বরঃ।
কলিঙ্গযবনৌ পার্শ্বে ভীমঃ সমভিরক্ষতি ॥ ৭৫
ক্ষুরাভ্যাং চক্ররক্ষৌ চ কলিঙ্গস্য মহাবলৌ।
সত্যসেনঃ সুষেণশ্চ প্রাদিশেতাং যমক্ষয়ম্ ॥ ৭৬
ততঃ পুনরমেয়াত্মা নারাচৈর্নিশিতৈস্ত্রিভিঃ।
কেতুবর্মাণং রথে ভীমোঽপ্রহীদ্ যমসাদনম্ ॥ ৭৭
ততঃ কলিঙ্গঃ সংক্রুদ্ধো ভীমসেনমমর্ষণম্।
অনীকৈর্বহুসাহস্রৈঃ ক্ষিপ্রমেব সমাবরৎ ॥ ৭৮
ততঃ শক্তি-গদা-খড়্গ-তোমরর্ষি-পরশ্বধৈঃ।
কলিঙ্গাশ্চ ততো রাজন্ ভীমসেনমযোধয়ন্ ॥ ৭৯
সাদিযোধা ন তাং যোধাঃ সমরেষ্টিং সমুদ্যতাম্।
গদামাদায় তরসা সাদিনস্তা মহাবলঃ ॥ ৮০
ভীমঃ সপ্ত শতান্ বীরাননয়দ্ যমসাদনম্।
পুনশ্চৈব বিসাহস্রান্ কলিঙ্গানরিমর্দনঃ ॥ ৮১
প্রাহিণোদ্ যমলোকায় ত্বরমাণো বৃকোদরঃ।
এবং স রাজনীকানি কলিঙ্গানাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২

বিরেজ সমরে তূর্ণং প্রেক্ষ্য ভীমং মহাবলম্।
হতাবশেষাস্তে মাতঙ্গাঃ পাণ্ডবেন কৃতা রণে ॥ ৮৩
বিপ্রকীর্ণধ্বজীকেষু নেষা ধারবতা ইব।
বৃষণঃ ক্রান্তনীকানি বিনদন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৪
ততো ভীমো মহাবাহুঃ খড়্গহস্তো মহাদ্যুতিঃ।
অস্ত্রজ্ঞো মহাযোধী সর্বং প্রাক্রোশদ্ বলী ॥ ৮৫
সর্বকালিঙ্গ-সৈন্যানাং মনাংসি সমকম্পয়ৎ।
রোমহর্ষাণি কলিঙ্গানামাহবেষু পরন্তপ ॥ ৮৬
প্রাকম্পন্ত চ সৈন্যানি বাহনানি চ সর্বশঃ।
ভীমেন সমরে রাজন্ গজেন্দ্রেণেব সর্বতঃ ॥ ৮৭
মার্গান্ বহূন্ বিচরতা রণতা চ মহাত্মনঃ।
যুগান্তপতিতা চৈব দদৃশে সমরক্ষিতি ॥ ৮৮
ভীমসেনভয়ত্রস্তা সৈন্যস্য সমকম্পত।
স্রোতোঽম্বুবলবদ্বাধা প্রাবৃষেণ্য মহৎ সরঃ ॥ ৮৯
ত্রাসিতেষু চ সর্বেষু ভীমেনাহবকর্মণা।
পুনরাবর্তমানেষু বিদ্রবৎসু চ সঙ্গরে ॥ ৯০

করবাহিনীর মধ্যে সেই মুহূর্তেই ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র বেগে সমরে অবতীর্ণ হইয়া সৌহিত্যিক নামক বীর কলিঙ্গরাজ প্রভৃতিকে আক্রমণ করিলেন। ৭৫

তারপর দুইটি কুমারও যাহে কলিঙ্গরাজের চক্ররক্ষক মহাবল সত্যসেন ও সুষেণকে যমালয়ে পাঠাইলেন। ৭৬

অনন্তর অমেয় আত্মাসম্পন্ন ভীমসেন তিনটি তীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা রণক্ষেত্রে কেতুবর্মাকে নিহত করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া দিলেন। ৭৭

তখন কলিঙ্গরাজ সমর কর্কশদের অনেক হাজার সৈন্যের সহিত আসিয়া যুদ্ধে তাঁহার অবরোধ ভীমসেনের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন। ৭৮

রাজন্! সেই সময় কলিঙ্গযোদ্ধারা ভীমসেনের উপর শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশু বৃষ্টি করিতে লাগিল। ৭৯

সেই সমুদ্যত মহান বলবানকে নিবারিত করিয়া মহাবল ভীমসেন হাতে গদা লইয়া সমরে কলিঙ্গসৈন্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। তারপর সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুকর্ষণ ভীমসেন প্রথমে সাতশত বীরকে যমলোকে পাঠাইলেন। পুনরায় দুই হাজার কলিঙ্গসৈন্যকে তূরান্বিতে যেমন করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইল।

এইরূপে ভীমসেন সমরে ভীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কলিঙ্গসৈন্যের সৈন্যগণকে বারংবার সমরভূমিতে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন।

সেই প্রকারে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অদ্ভুত আরোহীরা নিহত হইলে পর এবং অবশ্য বলী যাদুদ্বারা আক্রমণকারী ক্ষেত্রের ন্যায় এদিক ওদিক দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল এবং বিপক্ষেরই সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে যাইতে থাকে। ধাবিত হইয়া বাহুদ্বারিতে চীৎকার করিতে লাগিল। ৮০-৮৪

তারপর মহাবাহু ভীমসেন হাতে খড়্গ লইয়া অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে পরাক্রমিতায় সমস্ত কলিঙ্গসৈন্যের চিত্ত বিচলিত করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা তখন ভয়ার্ত রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল। ৮৫-৮৬

রাজন্! সেই সময়কালে গজরাজের ন্যায় বিক্রম সমর্থ বিক্রমকারী এবং রণক্ষিত করিতে থাকিয় ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যরথ ও বাহনসকল কাঁপিতে লাগিল। ভীমসেন বারবার আক্রমণে থাকিলে সকলেই ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল। ৮৭-৮৮

যেমন কোন বৃহৎ সরোবর প্রাবৃ (বিশেষ ঋতুতে) বর্ষণ নিবারণে অক্ষম হইলে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীমসেনকৃত নিবারণে অক্ষম হইয়া ভয় গ্রস্ত হইল। ৮৯

অদ্ভুত কর্মকারী ভীমসেন ত্রাসান্বিতদের ভীত করিয়া নিজে কলিঙ্গসৈন্য সৈন্যরা যখন ফেরৎযাত্রায় পলায়ন করিতে লাগিল

সর্বসৈন্যেন-ঘোষেণ পাণ্ডবা: কম্পিনীপতি:।
অভবংশ তাবন্তীকানি দুর্যোধনমিতি পার্থিব: ॥ ১১
সেনাপতিবচ: শ্রুত্বা সিংহবিক্রান্তগা গজা:।
ভীমসেনাভিবর্তন্ত রথানীকৈ: প্রহারিভি: ॥ ১২
বর্ষাভ্রাণীব তান্ সর্বানুপতন্তঃ পাণ্ডব:।
বহুধা ভেদয়ামাস নালীকৈন শুভৈ: ॥ ১৩
এবং সংনোদ্য সর্বাণি তাবন্তীকানি পার্থিব:।
ভীমসেনস্ত তত্রাশু পাঞ্চি: সংপূজয়ৈর্ষিভি: ॥ ১৪
ন হি পাঞ্চালরাজস্ত লোকে কশ্চন বিদ্যতে।
ভীম-সাত্যকয়োশ্চাপি প্রাপ্তেতা: প্রিয়কৃত্তম: ॥ ১৫
সোঽপশ্যচ্চ কলিঙ্গেষু চরন্তমরিসূদনম্।
ভীমসেন: মহাবাহু পার্থিব: পরবীরহা ॥ ১৬
নর্দন্তং মহতা রাজন্ ক্রোশতাসীং পরস্তপ:।
সখা মন্ত্রী চ সমরে সিংহনাদং ননাদ হ ॥ ১৭

স চ পাঞ্চালরাজস্ত রথে হেমপরিষ্কৃতে।
ঘোষিতায়ুধ আসীনং দৃষ্ট্বা ভীমসেন: সমাদ্রবৎ ॥ ১৮
দৃষ্ট্বায়ান্তং তু সংদৃষ্টা কলিঙ্গৈ: সমহিন্তকম্।
ভীমসেনমমেয়াত্মা ত্রাণায়াজৌ সমভ্যয়াৎ ॥ ১৯
তৌ দৃষ্ট্বা সায়কৈ: দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বায়ুধকোবিদৌ।
কলিঙ্গান্ সমরে ধীরৌ ঘোরয়েতাং মনস্বিনৌ ॥ ২০
স তত্র পথা বৈনেয়ো জবেন তরসা বলী।
পার্শ্ব-পার্শ্বস্থয়োঃ পাঞ্চিং তত্রাস্ত পুরুষর্ষভ: ॥ ২১
স কৃত্বা তাবকং কর্ম প্রসূতীরথসাদকঃ।
আহিত্যে যৌধনাখ্যানং কলিঙ্গানামথৈকম্ ॥ ২২
কলিঙ্গপ্রবরং চৈব বাহন-শোণিতকর্দমম্।
অধিরুহ্যাভিনীতং তত্র ভীম: প্রাববর্তয়ৎ ॥ ২৩
অন্তরেণ কলিঙ্গানাং পাণ্ডবানাঞ্চ বাহিনীম্।
তাং মহত্যাং দুরাধর্ষাং ভীমসেনো ব্যবাহয়ৎ ॥ ২৪

এবং বিস্মিত সকলেই (রাজগণ) আবার বিস্তৃত আশ্চিক লাগিল, তখন পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষের সৈন্য দেখিয়া বলিলেন,—বীরগণ! উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর। ১০-১১

সেনাপতির বাক্য শুনিয়া সিংহবিক্রম প্রভৃতি মহাবলবান গজারোহী বীর সৈন্যগণ সহিত ভীমসেনের অভিমুখে আসিতে লাগিল। ১২

তাহারা পাণ্ডুনন্দন বর্ষাকাল মেঘমুক্ত সূর্যকিরণ বিশিষ্ট বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া ভীমসেন সকলের সম্মুখীন হইতে লাগিলেন ॥ ১৩

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ সমস্ত সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিয়া যেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সহিত ভীমসেনের সুহৃদ্ভাব দৃষ্টি করিয়াছে তাহা সমরে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৪

অসংখ্য পাঞ্চালেয়ানুযায়ী ধৃষ্টদ্যুম্নের বিপক্ষে ভীমসেন ও সাত্যকি ব্যতীত এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইতে পারে ॥ ১৫

পাঞ্চালীরাজপুত্রের অধিকৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু ভীমসেনকে কলিঙ্গসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ১৬

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়াই শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন হৃষ্ট আনন্দিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বারম্বার গর্জন করিতে লাগিলেন এবং সমরাঙ্গণে পথমধ্যে ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭

পাঞ্চালরাজের (পাণ্ডব) রথ স্বর্ণ অলঙ্কার দ্বারা বিচিত্র হইয়া ঘোষিত ছিল, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের স্বর্ণভূষিত রথে ঘোষিতায়ুধ ছিলুক রথ ইতিমধ্যে দেখিয়া ভীমসেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

কলিঙ্গসৈন্যেরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়াছে দেখিয়া অমিতবীর্য ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীমসেনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৯

সেই সময়কালে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সত্বাভিমুখে ধৃষ্ট হইতে আসিতে দেখিয়া অধিক উৎসাহভরে কলিঙ্গসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২০

বিজয়ী ভীমসেনের রথের সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সারথি অতি জবসহকারে সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন ও সাত্যকির পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ উহাদের উভয়ের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২১

তিনি রথে থাকিয়া অনেক পাঞ্চাল প্রভাবপূর্বক বীর যৌদ্ধগণ বধ করত কলিঙ্গসৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ২২

ভীমসেন এই স্থানে এক অনেক নদী বহাইয়াছিলেন, যাহা কলিঙ্গসৈন্যগণ উৎপত্তি-স্থান হইতে নির্গত হইয়াছিল। উহাতে মাংস ও শোণিত ছিল কর্দমস্বরূপ এবং ঐ নদী অনেক রথারূঢ় বীরে পরিপূর্ণ ছিল। ২৩

কলিঙ্গ ও পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যভাগে প্রবাহিতা অতি ভয়ঙ্করা ঐ নদীকে মহাবল ভীমসেন বীর পরাক্রমের সহিত বহাইয়াছিলেন। ২৪

ভীমসেনো তথা দৃষ্ট্বা প্রাক্রোশদ্ভোহতো রণে।
কালোঽয়ং ভীমরূপেণ কলিঙ্গৈঃ সহ যুধ্যতে ॥ ১০৪
ততঃ সাত্যকয়ো ভীমঃ শ্রুত্বা তং নিনদং রণে।
অভ্যয়াদ্ যুধিতো ভীমঃ যূথানীকঃ সমন্ততঃ ॥ ১০৫
তং সাত্যকির্ভীমসেনো দৃষ্টাচক্রুশ পার্ষতঃ।
অভয়ন্তব ভীমস্য ইতঃ কেতনরিক্তম্ ॥ ১০৬
পরিবার্য তু তে সর্বে আক্রোশং তরসা রণে।
ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈর্ভীমমানর্দুর্বোডশা ॥ ১০৮
প্রবাবিধ্যত তান্ সর্বান্ শিতা দেবব্রতস্তব।
যতমানান্ মহেষ্বাসাংস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ১০৯
ততঃ শরসহস্রেণ ধনিনাথী মহারথান্।
প্রহ্বান্ কালঞ্জয়ান্ ভীমস্য ভরতর্ষভঃ ॥ ১১০
ত্বরমাণে ন রথে স্থিত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিস্তূর্ণং সাত্যকেস্তস্য প্রতি ॥ ১১১
অপ্রাপ্তাংস্তস্য তান্ সপ্তান্ শিতা দেবব্রতস্তব।

ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমরে সা পৃথিব্যামপাতয়ৎ ॥ ১১২
ততঃ সৈন্যাদনী তূর্ণং প্রদৃশ্য বলবান্ বলাৎ।
ভীমসেনস্তদা তূর্ণং পুনরে সমভ্যধাৎ ॥ ১১৩
সাত্যকোঽপি তদা তূর্ণং ভীমস্য প্রিয়কাম্যয়া।
সাত্যেরসাত্যকিং তূর্ণং পার্শ্বতাপাস সাত্যকৈঃ ॥ ১১৪
ভীমস্তু নিহতে তস্মিন্ সাত্যকৌ রথিনাং বরঃ।
সাত্যেরমাত্যৈস্তনয়ৈরপরাজিতাং ॥ ১১৫
ভীমসেনস্ততো রাজন্নপযাতে মহারথে।
প্রজঘান তদা বর্তিষ্যন্ কলিঙ্গবিষেষিতঃ ॥ ১১৬
ন হত্বা সর্বসৈন্যানি সেনায়ো ধারিষ্যত।
নৈনমভ্যুৎসহন্ কেচিৎ তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ১১৭
দৃষ্ট্বাস্ত্রবলবোপ্য স্বরথে রথিনাং বরঃ।
সন্তত্যা সর্বসৈন্যানামপোবায় বলাধিনম্ ॥ ১১৮
সম্পূজ্যমানঃ পাঞ্চাল্যৈর্যুধিষ্ঠিরপুরোগমৈঃ।
দৃষ্ট্বাস্ত্র পরিবজ্ঞ সমেয়ায়ৈব সাত্যকিম্ ॥ ১১৯

রাজন্! ভীমসেনকে সৈন্যগণ দেখিয়া আপনার সৈন্যের ভীরুরা ভয় পাইয়া বলিতে লাগিল—মহাবীর রাজা এই ভীমসেনরূপ ধরিয়া কলিঙ্গসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। ১০৪

তখন সাত্যকিকে ভীম রণভূমিতে সেই কোলাহল শুনিয়া নিজ সৈন্যগণকে সর্বদিকে যুদ্ধের জন্য অতি সত্বর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১০৫

ভীমের সেই ঘুর্ধর্ষ ধ্বজা উহার সারথি, ভীমসেন ও রূপবান্ দেখিয়া এরূপে আক্রোশ করিলেন। ১০৭

তাঁহারা সকলে রথসকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বরে আক্রোশ করিয়া তিনটি তিনটি করিয়া তাহার ঘোল বাণে তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরিত করিলেন। ১০৮

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেখানে ঘুরিয়া তাঁহাদের ঐ সব মহাধনুর্ধর যোদ্ধাদিগকে সকলকেই তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিরোধ করিলেন। ১০৯

অনন্তর এক সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া এই তিন মহারথীকে নিবারণ করত ধনুর্ধারী রথিগণের অগ্রগণ্য ভীমসেনের অশ্বগুলিকে তীব্র বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। ১১০

অশ্ব নিহত হইলে সেই রথেই অবস্থান করত প্রতাপশালী ভীমসেন ভীষ্মের রথের উপর অত্যন্ত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ১১১

সেই সময় আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম নিজের বিনাশে আসিয়া পূর্বেই সেই শক্তিকে তিনবারে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ শক্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে ভূকাইয়া পড়িল। ১১২

মহারাজ! তখন বলবান্ ভীমসেন সমর আপনই সৈন্যের সাহায্য নিয়া নিশ্চিন্ত। তাহারা সবা হাতে লইয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে সাজাইয়া পড়িলেন। ১১৩

এদিকে সাত্যকি ভীমসেনের নিকে করিবার ইচ্ছায় অতি সত্বর ভীষ্মের সারথিকে তীব্র বাণসমূহে বিনাশ করিলেন। ১১৪

রথিশ্রেষ্ঠ হতে সেই ভীষ্ম সারথি নিহত হইলে বাজিগুলি সেনাগণী অশ্বগণের দ্বারা রণভূমি হইতে অপনীত হইলেন। ১১৫

রাজন্! মহাধনুর্ধারী ভীষ্ম রণভূমি হইতে চলিয়া যাইলে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তীব্র বেগে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ১১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন সমর কলিঙ্গ-সেনাকে সংহার করিয়া সৈন্যগণে অবস্থান করিতে থাকিলে, তাঁর সৈন্যগণ কেহ তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইল না। ১১৭

তারপর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বলশালী ভীমসেনকে তীব্র রথ আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যেকেই নিজ সৈন্য সংহার করিয়া যাইলেন। ১১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের

অথাব্রবীদ্ ভীমসেনঃ সাত্যকিং সত্যবিক্রমম্।
প্রহর্ষয়ন্ যদুব্যাঘ্রো দুর্যোধনচমূং প্রতি ॥ ১১৮
বিদ্ধ্যং কলিঙ্গরাজস্য রাজপুত্রঞ্চ কেতুমান্।
পঞ্চমেবস্য কালিঙ্গঃ কলিঙ্গানুগতো বৃতঃ ॥ ১১৯
অযাহ্যবলবীর্যৌঘো নারায়ণ-বলানুগঃ।
মহাপুরুষসংহ্লাদো ভীমসেনোঽভিবিশ্রুতঃ ॥ ১২০
মহাবুদ্ধঃ কলিঙ্গানামেকেন বৃষিণা বৃতা।

এবমুক্ত্বা শিনেরপ্তা ভীমবাহুরিতি স্মৃতঃ।
রথাদ্ রথমতিক্রম্য পর্যাধাবত পাণ্ডবম্ ॥ ১২৩
ততঃ পাঞ্চজন্যনাদং পুনরেব মহাহবঃ।
ভারতানিবর্তং কুরুতো ভীমস্য বলমর্দনম্ ॥ ১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিতীয়ে যুদ্ধদিবসে কলিঙ্গরাজবধে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

যারা বিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভীমসেন দুর্যোধন ও সাত্যকিকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন করিয়া পরস্পর মিলিত হইলেন। ১১৭

সেই সময় সত্যপরাক্রমী যদুকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকি দুর্যোধনের সমুদায় ভীষ্মরক্ষের ভর্ৎসনা করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন। ১১৮

বীরবর! অদ্যকার সৌভাগ্যের বিষয় যে, কলিঙ্গরাজ, তনয়সহ, রাজপুত্র কেতুমান্, কলিঙ্গবীর পঞ্চমের ও পরাক্রান্ত মহাবলশালী কলিঙ্গ-সৈন্য আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। ১১৯

আপনি একাকীই বীর বাহুর বল ও পরাক্রমে কলিঙ্গসেনার সেই বিপুল সৈন্যসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ত্রিভুবনে পরিচিত হইয়াছেন, যে মহাসমরের বল অক্ষয়, অস্ত্র ও রথে পূর্ণ ছিল। যাহাতে অধিকাংশ সৈন্যই মহাকুল সম্ভূত ছিল। অপরিমিত বীর্য যোদ্ধা ঐ মহাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। ১২১

পুরুষবর অর্জুন! এই কথা বলিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকি নিজ রথ হইতে লাফাইয়া ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ১২৩

আলিঙ্গন করিয়া মহাবল সাত্যকি পুনরায় বীর রথে আরোহণ করত ভীমসেনের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে করিতে আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১২৪

শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্বে দ্বিতীয়-দিবসের যুদ্ধ কলিঙ্গরাজবধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(অভিমন্যুকর্তৃক বৃহদ্বলা ও পরাক্রান্ত, দ্বিতীয়দিবসীয় যুদ্ধসমাপ্তি।)

সঞ্জয় উবাচ।

পক্ষপূর্বাদ্ভুতিথে অভিমন্যুমি ভারত।
রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং সাধিনাক মহাহবে ॥ ১
দ্রোণপুত্রেণ শল্যেন কৃপেণ চ মহাত্মনা।
সমসজ্জত পাকালাস্ত্রিভিরেতৈর্মহারথৈঃ ॥ ২

স লোকবিদিতান্ বাহান্ নিজঘান মহাবলঃ।
দ্রৌণেঃ পাঞ্চালরাজস্য বিত্তৈর্ধনজিহীর্ষুভিঃ ॥ ৩
ততঃ শল্যস্য তূর্ণমাশ্বান্ হতবাহনঃ।
দ্রৌণিঃ পাঞ্চালরাজস্য ধ্বজঞ্চিচ্ছেদ মৃষ্টিমৎ ॥ ৪
দৃষ্ট্বাস্ত্রং তু সমুদ্যন্তং দ্রৌণিনা যৌধ্যি ভারত।
সৌভদ্রোঽস্ত্রাপহং তূর্ণং দ্বিধৈকেন নিশিতেন তান্ ॥ ৫

মহাবল পাঞ্চালরাজপুত্রের দৃষ্টিগোচর হইয়া দ্রুতগামী বাণে অশ্বত্থামার বিবিধবিধান অস্ত্রগুলিকে বিনষ্ট করিলেন। ৩

বাহনসকল বিনষ্ট হইলে অশ্বত্থামা শীঘ্রই শল্যের রথে আরোহণ করিলেন এবং সেখান হইতেই দৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ৪

ভারতবংশজ! দৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধরত দেখিয়া যুদ্ধদুর্মদ অভিমন্যুও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। ৫

স সপ্তাহঃ পঞ্চদিবসা ভূপক্ষ নবভিঃ শরৈঃ।
অবধ্যমানমন্ত্রাস্ত্রিবিব্যাধ পুরুষর্ষভঃ। ৬

আজুহাব তু তত্রস্থঃ শ্রৌঘিবিব্যাধ পত্রিণা।
শলোঽথ দশভিস্তস্য কুপশ্চ নিশিতৈঃশরৈঃ। ৭

সত্যধৃতিং সৌভদ্রস্তু সৌভদ্রঃ সমবিধ্যদম্।
অত্যর্কং চ সহাস্তাভ্যাং বৃকশ্চার্কং চ। ৮

সৌর্যায়ণিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রঃ শরবীরহা।
বিব্যাধ সমরে রাজংস্ত্বদীয়ানামিষাবতঃ। ৯

অভিমন্যুঃ সুসংক্রুদ্ধো ভ্রাতরঃ তবস্য চ।
শরৈঃ পঞ্চদশভী রাজন্ বিব্যাধোরস্যবিধ্যত। ১০

সত্যধৃতিরপি পুনস্তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ পত্রিণা।
মুমোচৈনং মহারাজ তত্রস্থো হৃদ্যতর্জনাঃ। ১১

তদ্ বিব্যাধ ধনুশ্ছিত্বা সৌভদ্রঃ শরবীরহা।
অন্যদাদত্তবাংশ্চিত্রং কার্মুকং বেগবত্তরম্। ১২

তৌ তত্র সমরে যুদ্ধ্যৌ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
অন্যোন্যং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যহন্তাং পুরুষর্ষভৌ। ১৩

ততো দুর্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা পুত্রং মহারথম্।
শীঘ্রিতং তব সৌভদ্রেণ প্রাহার্যং তত্র প্রাহিণোৎ। ১৪

সংনিবৃত্তে তব সুতে সর্ব এব জনাধিপাঃ।
আজুহুবুস্তবসংক্রুদ্ধং সত্যধৃতিং পর্যাবারয়ন্। ১৫

স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো যুধি সুদুর্জয়ৈঃ।
ন শশ্রমে প্রহারাংস্তে রাজন্ কৃতকুলোদ্বহঃ। ১৬

সৌভদ্রমথ সংক্রুদ্ধা যুধ্যন্তো তত্র ধন্বিনঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ত্রাতৃকামাঃ তবস্য তম্। ১৭

ততঃ সহস্রশো রাজন্ ভীম-দ্রোণপুরোগমাঃ।
অন্যবর্তন্ত রাজেন্দ্র পরিতঃ সব্যসাচিনম্। ১৮

উদ্যুতঃ সহসা তৌর্যঃ সাধাধ্ব-রথ-পত্তিভিঃ।
বিব্যাধরথমঃ প্রাপ্য ধনুষ্টঙ্কারমুত্তমম্। ১৯

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু পঞ্চাশে পাঁচশ, ছয়াশীতে নয় এবং অশ্বত্থামাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬

তখন অশ্বত্থামা অভিমন্যুকে একটি বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শল্য দশ ও কৃপাচার্য তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন। ৭

তখনও আপনার পৌত্র লক্ষ্মণানন্দন অভিমন্যুকে অক্ষুণ্ণ অবস্থিত দেখিয়া হর্ষ ও উল্লাসের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৮

রাজন্! শত্রুতাপনকারী দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত দৃপ্তিত হইয়া সত্যধৃতিকে (অনেক বাণে) অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইল। ৯

মহারাজ তরতবংশীয়! ইহা দেখিয়া শিবিরসন্নিকটে যুদ্ধ-স্থানস্থিত বিপুল বীর অভিমন্যু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে পঞ্চদশটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১০

রাজন্! তখন লক্ষ্মণও পুনরায় একটি বাণদ্বারা বহুর ধনুটিকে ছেদন করিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যগণ হর্ষে কোলাহল করিয়া উঠিল॥ ১১

শত্রুতাপনকারী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিচিত্র ধনু গ্রহণ করিলেন। ১২

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যুদ্ধস্থলে পরস্পরের অন্তরন্ধ্র নিরীক্ষণ ও প্রতীঘাত করিবার ইচ্ছা রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৩

তখন রাজেন্দ্র রাজা দুর্যোধন নিজ মহারথী পুত্রকে আপনার পৌত্র অভিমন্যুকর্তৃক পীড়িত দেখিয়া সেখানে ত্বরাই উপস্থিত হইলেন। ১৪

আপনার পুত্র দুর্যোধনকে দেখিতে প্রত্যাবর্তন করিলে পৌরব-পক্ষের সকল মহাভিরথ বিপাট ধ্বজধারণে অন্তরন্ধ্র অভিমন্যুকে চারিদিকে আবৃত করিলেন। ১৫

রাজন্ অভিমন্যু পরাক্রম তগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমান ছিল। তিনি যুদ্ধে অত্যন্ত দুর্জয় সেই বীরগণকর্তৃক আবৃত হইলেও ব্যথিত বা চিন্তিত হইলেন না। ১৬

এই সময় অর্জুন পুত্র অভিমন্যুকে সেইরূপে যুদ্ধে বিরত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অভিবেগে সেখানে আসিলেন। ১৭

ইহা দেখিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রমুখ সকল কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধারা রথ, অশ্ব ও হস্তীতে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীর সহিত একসঙ্গে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৮

সেই সময় রথী, অশ্ব, হস্তি ও পদাতিক সৈন্যবাহিনীকর্তৃক উত্থাপিত পৃথিবীর ভীম ধূলিতে সহসা সূর্যের রথ পর্যন্ত যাইয়া সর্বদিক্ আচ্ছন্ন হইতে দেখা যাইল। ১৯

তানি নাগসহস্রাণি ভূমিপালশতানি চ।
ভগ্ন যাগপথং প্রাপ্য নাত্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২০

প্রগৃহ্য সর্বভূতানি বসুধৈবাভিরক্ষিতা।
ভূতলাৎ চাবতীর্ণা সা মহদ্ভূতং ব্যজৃম্ভত ॥ ২১

নাদ্যাদ্বিষ্ঠং ন বিশ্বো ন ভূমির্ন চ ভাস্করঃ।
প্রজজ্ঞে ভারতশ্রেষ্ঠ শরজালৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২২

সাদিত্য ইব নাগাংশ্চ হতাশ্বা রথিনো হতে।
বিপ্রদ্রুতরথাঃ কেচিৎ দৃষ্ট্বৈব ধনুষ্মতঃ ॥ ২৩

বিরথা রথিনশ্চাস্তে ব্যধমানাঃ শরদ্রুতঃ।
তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে সাদ্বয়াঃ সাদিভির্হতৈঃ ॥২৪

হয়ারোহা হয়াংস্ত্যক্ত্বা গজারোহাংশ্চ কুঞ্জিনঃ।
অর্জুনস্য ভয়াদ্ রাজন্ সর্বতাদ্ বিপ্রদ্রুদ্রুবুঃ ॥ ২৫

রথেভাশ্চ গজেভাশ্চ হয়েভাশ্চ নরাধিপাঃ।
পতিতাঃ পাতিতাশ্চাপি দৃষ্ট্বৈবার্জুনসায়কৈঃ ॥২৬

সমবাদুদ্রুবান্ বাদূন্ সমগাংশ্চ বিশাম্পতে।
নগ্নাংশ্চাপি নদূষীরান্ সশস্ত্রান্ সবর্মাসনান্ ॥ ২৭

সাদূনান্ সশরাকাংশ্চ তত্র তত্রাদ্রবন্ নৃপান্।
নিষ্কর্ষন্ পরৈরশ্বৈ রৌদ্রঃ বসুধাধরম্ ॥ ২৮

পরিঘানাঃ প্রতীপানাঃ মুসলানাশ্চ মারিষ।
প্রাসানাঃ ভিন্দিপালানাং নিস্ত্রিংশানাং চ সর্বশঃ ॥২৯

পরশ্বধানাঃ তীক্ষ্ণানাং তোমরাণাশ্চ ভারত।
বর্মণাং চাপবিদ্ধানাং ভাস্বরাণাং চ মূর্ধসু ॥ ৩০

ধ্বজানাং চর্মণাঞ্চৈব ধানুষ্কাণাং চ সর্বশঃ।
ছত্রাণাং হেমদণ্ডানাং তোমরাণাশ্চ ভারত ॥ ৩১

প্রতোদানাং যোক্ত্রাণাং বন্ধনানাঞ্চ মারিষ।
রাশয়ঃ শার দৃশ্যন্তে বিবিধানাং বসুন্ধরে ॥ ৩২

বাসাংসি চ মহার্হাণি তত্র তত্র ভারত।
যোদ্ধৃভিঃ সময়ে মুক্তান্ প্রহ্লাদয়তাং রণম্ ॥ ৩৩

যো যো হি সময়ে পার্থঃ প্রহ্লাদয়তি বিশাম্পতে।
স সংখ্যে বিবিধৈর্বাণৈঃ পরলোকায় যোজয়ে ॥৩৪

তেষু বিদ্রবমাণেষু তব যোধেষু সর্বশঃ।
অর্জুনো বাসুদেবশ্চ বজ্রদুর্দিনমোক্ষয়ে ॥ ৩৫

এদিকে সমস্ত হস্তী ও পশু নরনাথি অর্জুনের বাণসমূহের সন্তাপে আলিয়া যোদ্ধগণের আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সেই সকল সন্তপ্ত প্রাণী আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

ভারতশ্রেষ্ঠ! তখন যোদ্ধগণের হৃদয় ও ভরসা অর্জুনের পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ দেখা যাইল। কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া গেলায় আকাশ, দিক্, পৃথিবী ও সূর্য কোন কিছুই দৃষ্ট হইতেছিল না। ১৯-২২

সেই ভূতসৃষ্টির মহাসংহার দেখ করিয়া পতিত, রথ হতী বিনষ্ট হইল এবং রথ ধনুর্ধরদিগকে রথ লইয়া পলায়ন করিতে দেখা যাইল। ২৩

অশ্বারোহ রথ হতী হতহীন হইয়া অন্ধকারময় রাত্রে অন্ধ যাদব যেখানে সেখানে চারিদিকে যোদ্ধাদিগকে করিতেছেন —দেখিতে পাওয়া যাইল। ২৪

মহারাজ! অর্জুনের ভয়ে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বগণকে এবং হস্ত্যারোহী যোদ্ধারা হস্তীদিগকে ত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ২৫

সেখানে যত নরপতিকে অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হইয়া রথসমূহ এবং হস্তী ও অশ্বসকল হইতে পতিত হইতে এবং শত্রুযোদ্ধগণ অবস্থায় দেখা যাইল। ২৬

প্রহ্লাদন! অর্জুন যেই প্রকারে অন্যান্য সকলের ঐরূপ যাতন করিয়াছিলেন। তিনি বীর উত্তম বাণসমূহে যোদ্ধাদিগের উপরে উত্তোলিত হস্তগুলিকে, যাহাদের মধ্যে গদা, খড়্গ, প্রাস, তূণীর, লগুড়, মুষল ও নানাপ্রকারের অস্ত্র শোভা পাইতেছিল, ছেদন করিলেন। ২৭-২৮

আর্য! ভরতসত্তম! তুলাদ! সেই রথসৃষ্টিতে পতিত প্রবীর পরিঘ, মুষল, প্রাস, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, তীক্ষ্ণ তোমর, মুষলাস্ত্র সকল, ধনু, চাপ, বর্মসমূহ বিসৃষ্টির ধ্বজ, যাদব, প্রতোদ (চাবুক), যোক্ত্র (জোয়াল), বন্ধন ও অস্ত্রসমূহ রাশি দেখিতে পাওয়া যাইল। ২৯-৩২

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে কোন একজন সুস্থ ছিলেন না, যিনি সময়ে বীরবর অর্জুনের নিকট অগ্রসর হইতে পারিতেন। ৩৩

প্রহ্লাদন! সেই সংগ্রামে যে যে বীর অর্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি সেই সেই বীরকেই তীক্ষ্ণবাণসমূহে পরলোকে প্রেরণ করিয়াছেন। ৩৪

ভারত! আপনার যোদ্ধারা ভয়ে ভগ্ন দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া অর্জুন ও বাসুদেবগণ দিব্য উত্তমের ও ঘোর শব্দ বাজাইলেন। ৩৫

তব প্রজ্ঞায়া বলং দৃষ্ট্বা পিতা দেবব্রতস্তব।
অন্তরীয়ং সমাস্থায় পুনঃ স্থাস্যতি সংযুগে ॥ ৩৬
এষ পাণ্ডুসুতো বীরঃ কৃষ্ণেন সহিতো বলী।
তথা কথোহি সৈন্যানি যথা কুর্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ ॥৩৭
ন হ্যেষ সমরে শক্যো বিজেতুং হি কথঞ্চন।
যথান্ত দৃশ্যতে রূপং কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৩৮
ন নিবর্তয়তে কালো যমো বাপি কথঞ্চন।
অন্যোন্যপ্রেক্ষয়া পশ্য প্রবৃত্তীঃ বর্ধিনী ॥ ৩৯
এষ চাস্য সিতৈরশ্বৈঃ স্যন্দনান্ প্রতিদৃশ্যতে।
চতুর্ষু সর্বলোকেষু সংহরন্নিব সর্বদা ॥ ৪০
তমাবহন্তঃ সম্প্রাপ্তঃ যজ্ঞেষ্বঃ পুরুষর্ষভ
প্রাপ্তা ভীরুস্তু বো বোধা ন যোৎস্যতি কথঞ্চন ॥ ৪১

এবমুক্ত্বা যতো ভীষ্মো দ্রোণমাচার্যসত্তমম্।
অবহারয়তো চক্রে তাবকানাং মহাযশঃ ॥ ৪২
(ততঃ সরথনাগাশ্বা জয়ং প্রাপ্তা সলোমকাঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব প্রগৃহ্যেদং পুনঃ পুনঃ ॥
প্রযযুঃ শিবিরায়ৈব বেলাভূমুপকূলতঃ।
বাদিত্রঘোষৈঃ সংহৃষ্টাঃ প্রকৃষ্টাস্তো মহারথাঃ ॥)
অথোদ্বহারঃ সৈন্যানাং তব চৈষাং ভারত।
অস্তং গচ্ছতি সূর্যেঽথ সন্ধ্যাকালে চ বর্ততি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিতীয়দিবসযুদ্ধাবহারে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

কৌরবসৈন্যগণকে এরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম বীরবর দ্রোণাচার্যকে যেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ধনঞ্জয় বীর পাণ্ডুপুত্রগণ অদ্য কৌরবসৈন্যের যেরূপ অবস্থা করিল, যাহা তাহার করিবার যোগ্য ছিল ॥ ৩৭

ইহাকে যোদ্ধগণই এখন জয় করা যাইবে না, কারণ, ইহার রণ বর্তমানে প্রলয়কালের যমরাজের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৩৮

এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এখন নিবৃত্ত করাও যাইবে না। যেমন—সমস্ত সৈন্যই পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জয় পলায়ন করিতেছে ॥ ৩৯

এদিকে এই ভগবান্ সূর্যদেব সমস্ত জগৎবাসীর সঙ্গলের যোগ্য সর্বত্রগামী রথ করিতে করিতে বিশিষ্টরূপে অস্তাচলে গমন করিতেছেন ॥ ৪০

রাজেন্দ্র! অতএব আমি বর্তমানে সমস্ত সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের সমস্ত যোদ্ধাই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহারা কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৪১

আচার্যপ্রবর দ্রোণকে এই কথা বলিয়া মহাত্মা ভীষ্ম আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করাইলেন ॥ ৪২

(তাহার পর, রথী ও অশ্বারোহীর সহিত সোমক, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব বীরগণ বিজয়লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সব মহারথীরা বিজয়োল্লাসে বাদ্যধ্বনির সহিত আপনার ছাউনির দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে তাহারা শিবির অভিমুখে সমর করিলেন)

ভারত! এই রূপে সূর্যদেবের অস্তাচলে গমন করিলে সন্ধ্যার সময় আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনী শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বৈয়াসিকী ভীষ্মপর্বের ভীষ্মবধপর্বের দ্বিতীয়দিবসযুদ্ধের মূলসংহিতিবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তৃতীয়-দিবসে কৌরবাণাং পাণ্ডবানাঞ্চ ব্যূহনির্মাণম্, যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রভদ্রকাণাঞ্চ মহারথাঃ ত্রীণি শতানি বৈষ্ণবা।
অনীকান্তমুপযাতে যাস্যিষেধায় ভারত ॥ ১

গান্ধারক মহারাজ চক্রে শাকুনমেব চ।
সুবলাঃ ষে মহারাজ ত্রীণি: কুলশতান্যহ: ॥ ২

গজক্ষত্রস্য পুত্রে দ্বিতীয়েক্ষত্রধর্মণি।
চক্রুরী চ জয়ন্তাঃ কুরবর্ষী চ সাধবঃ ॥ ৩

অবন্তয়ো কুলপৈশ্চ বীর্যবন্তাঃ ধনস্বিনো।
মৈত্রবৈন্দ্রশ্চ বৈকেয়ৈরাষ্টাদশশত সন্মুখে ॥ ৪

ভূরিশ্রবাঃ শলঃ শল্যো ভগদত্তশ্চ বাহ্লিক।
ত্রয়স্তাঃ সিন্ধুসৌবীরাস্তথা পাঞ্চনদাশ্চ যে ॥ ৫

জয়দ্রথেন সহিতা ত্রীণ্যাহু: সাদিনাং শতানি।
পৃষ্ঠে দুর্যোধনো রাজা যেষাং যাস্যতি দুর্জয়: ॥ ৬

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজাশ্চ শতৈ: সহ।
শ্রুতায়ুশ্চ মহারাজ শ্রুতায়ুশ্চাচ্যুতশ্চ হ ॥ ৭

মাগধাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ যাস্যেরন্নগ্রতো: সহ।
শ্রেণিমা পক্ষমাণাশ্চ দ্বিতা যুদ্ধস্য দর্শিতা: ॥ ৮

ভাসবাশ্চ বিভুজাশ্চ যুতা: যুতীয়যাতযা।
মুহূর্তেন সহিতা বাম: পার্শ্বমবস্থিতা: ॥ ৯

যুক্ত: পৃষ্ঠা তু তস্য সৈন্যস: সবাসাচী পরন্তপ:।
হৃষীকেশেন সহিত: প্রযাস্যতি সংযুগে ॥ ১০

অর্থচন্দ্রেণ যুদ্ধেন ব্যূহ: স্বমবিলম্বিতম্।
শ্রেণিমা: শূরসাঙ্গাং ভীমসেনো যাস্যতি ॥ ১১

নানাশস্ত্রৌঘসম্পাতৈর্নানাদেশ্যৈর্ন্নৈর্বৃত:।
তবসেন বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথ: ॥ ১২

তবনন্তরমেবাসীত্রীলো নীলাম্বুদৈ: সহ।
নীলাম্বরধরাশ্চৈব যুদ্ধে কুর্বন্তি বেগম: ॥ ১৩

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তৃতীয় দিনে কৌরব-পাণ্ডবপক্ষের ব্যূহরচনা ও যুদ্ধারম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রভাত হইল, তখন পাণ্ডবসৈন্যের ভীষ্ম যাহা সৈন্যগণকে যুদ্ধভূমিতে যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। ১

সেই সময় যুদ্ধভূমির শিবিরে পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম আসিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিরুদ্ধভাবে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষায় মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন করিলেন। ২

আসিয়া সিংহধ্বজ যখন ভীষ্ম সেই ব্যূহের অগ্রভাগে অবস্থানে করিলেন। আচার্য দ্রোণ ও মহাবলী কৃতবর্মা উহাকে রক্ষার অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩

হৃদীক বীর অবন্তিরাজ ও জয়দ্রথ ব্যূহের শিরোভাগে রহিলেন। ইহাদের সহিত ত্রিগর্ত, কেকয় এবং মাদ্রীপুত্রও যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত ছিলেন। ৪

আর্য! ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত—ইহারা অশ্বারোহীর সহিত শ্রীরাজার নিযুক্ত রহিলেন। ইহাদের সহিত সৈন্ধব, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশের যোদ্ধারাও ছিলেন।

যাঁহার অক্ষয় ও অশ্বচালনার সহিত রাজা দুর্যোধন

পৃষ্ঠভাগে রহিলেন। মহারাজ! অর্জুনের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজ, শক ও যুদ্ধের দেশের যোদ্ধারা সেই মহাব্যূহের মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫-৭

মগধ ও কলিঙ্গদেশের যোদ্ধারা সেই সকলের সহিত অন্য রাজা অন্যের সহিত শত্রু আক্রমণ করিয়া রহিলেন। ৮

ভাসব, বিভুজ, যুত ও যুতীয় প্রভৃতি যোদ্ধাগণ রাজা দুর্যোধনের সহিত বামপার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯

অক্ষয়শস্ত্র মহাবলী অর্জুন সৈন্যগণের সেই ব্যূহরচনা দেখিয়া যুদ্ধভূমিতে ইহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য হৃষীকেশের সহিত রথে করিয়া নিজ সৈন্যের অত্যন্ত অগ্রভাগে অবস্থান করিলেন। ইহার দক্ষিণদিকে ভীমসেন বিরাজমান রহিলেন। ১০-১১

তাঁহার সহিত নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রধারী বিভিন্ন দেশের বহুসৈন্য ছিল। ভীমসেনের পশ্চাতে রাজা বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১২

তদনন্তর নীলবর্ণ অম্বরধারী সৈন্যগণের সহিত রাজা নীল এবং তাহার পর মহাবল যুদ্ধের নিযুক্ত হইলেন। ১৩

চেদি-কাশি-করূষেশ্চ পৌরবৈরপি মারুষঃ।
ধৃষ্টকেতুশ্চ বিক্রান্তঃ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী। ১৪
মধ্যে সৈন্যস্য মহতঃ স্থিতো যুদ্ধায় ভারত।
তস্যৈব বর্ষবার্ষ্ণেয়ঃ প্রমাথী দয়িতঃ সখা। ১৫
তস্যাশ্চ সাত্যকী রাজন্ যৌযুধানঃ পরং চাস্ত্রবিৎ।
অভিমন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ সুভদ্রাকীর্তিবর্ধনঃ। ১৬
দ্রৌপদেয়াশ্চ বিক্রান্তা রাজন্ কেকয়পঞ্চকাঃ।
ভীমসেনাভিরক্ষ্যো বৈ ধীমান্ পার্ষতপার্ষতঃ। ১৭
সর্বে চ রথিনো মুখ্যা মুখ্যা বস্ত্রধনার্চিতাঃ।
এবমেতৈর্মহাব্যূহঃ প্রত্যব্যূহন্ত পাণ্ডবাঃ। ১৮
যথার্হং তব পুত্রাণাং তৎপক্ষে যে চ পার্থিবাঃ।
তত্রঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে ব্যতিষক্তরথ-দ্বিপম্। ১৯
তারকামাঃ পরেষাং তে নিঘ্নন্তোমিতরেতরম্।
হতৌঘাশ্চ হতৌঘাশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে। ২০
সম্পতন্তো যাদৃচ্ছস্য নিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্।
যাবন্তঃ যৌধানাঃ নিঘ্নন্তঃ পৃথক্ পৃথক্। ২১
বভূব তুমুলঃ শব্দো বিমিশ্রো হৃদ্ভিরৈঃ।
বিস্পৃশন্নম্বরীরাণাং নিঘ্নন্তোমিতরেতরম্।
সম্প্রহারে তুমুলে তস্য ঘোরস্য ভারত। ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধদিবসে পরস্পর-
যুদ্ধবর্ণনায়াং ষষ্ঠ্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৬

তারত! ধৃষ্টকেতুর সহিত চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবাদি সেনানী সৈন্যগণ ছিলেন। ইহারা, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক-গণ যুদ্ধের জন্য সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে রহিলেন। বৃষ্ণিগণের সৈন্য পরিবৃত বর্ষবার্ষ্ণেয় যুধামন্যও সেখানে ছিলেন। ১৪-১৫

রাজন্! তাহাদের সাত্যকি ও যৌধেয় পক্ষ পুষ্ট রহিলেন। তাহাদের বীরবর অভিমন্যু ও অভিমন্যুর পক্ষ দ্রৌপদেয়গণ ছিলেন।

ভারত! ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ এবং অন্যান্য যোদ্ধৃগণ রহিলেন। তাহাদের মহাসমরে অর্জুন যৌবরাজ্যে যা বিশ্বাসস্থানে বিরাজমান রহিলেন, তাঁহার রক্ষক সমস্ত জগতের পালন কর্তা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ১৬-১৭

এইরূপে পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রগণের ও তাঁহাদের পক্ষ আশ্রিত অন্যান্য ভূপালগণের মধ্যে তত্র এই ব্যূহের রচনা করিলেন।

তাহার পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত আপনার ও শত্রু-পক্ষের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন সেখানে রাশি রাশি রথ ও হাতীর দ্বারা হাতী আক্রান্ত হইতে লাগিল।

প্রভাবান! যেখানে সেখানে ছাড়িয়াছে অশ্ব ও রথসমূহ পরস্পরের আঘাতে পতিত হইতে এবং পরস্পরকে প্রহার করিতে দেখা যাইত। ১৮-২০

লৌহাইতে লৌহাইতে এবং পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রহার করিতে করিতে রথসমূহের সহ হস্তিসকলের অতি ভীষণ বিশিষ্ট শব্দও তখন হইয়া উঠিল। আপনার এবং পাণ্ডবগণের এই অতিশয় তুমুল যুদ্ধে পরস্পর আঘাত-প্রত্যাঘাতকারী বহুবীরগণের ভয়ানক শব্দ আকাশের ধারণ হইয়া পড়িল। ২১-২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধ পর্বে তৃতীয়দিবসের যুদ্ধে পরস্পর যুদ্ধবর্ণন-বিষয়ক ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং যুদ্ধারম্ভবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো যুদ্ধায় সংরব্ধাবন্যোন্যং প্রতি ভারত ।
ধনঞ্জয়ো মহাবীর্যমবস্থাতুং ব্যবস্থিতঃ । ১
শনৈরভিযযৌ যুদ্ধে যাবদ্ভ্রু ধনুষ্পতাম্ ।
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন কালেনেব যুগক্ষয়ে । ২
ব্যাবর্ত্তন্ত রণে রাজন্ পাণ্ডবানাং প্রয়োধনম্ ।
প্রার্থয়ানা জয়ং ভীষ্মে মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ । ৩
একাগ্রমনসো ভূত্বা পাণ্ডবানাং বধৈষিণঃ ।
ধনঞ্জয়মুখো রাজংস্তে তাসন্নত্ত সংযুগে । ৪
অবস্থিতেষু ক্ষত্রেষু পরিবর্ত্তিষ্যতে চ ।
পাণ্ডবৈঃ কৌরবেয়ৈশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন । ৫
ঔদ্ধতির্দ্ধ্বজো ঘোরঃ ধ্বায়তেনেব দিবাকরম্ ।
ন হিংসুঃ প্রহিণো বাপি তত্র হন্তুঃ কথং নরাঃ । ৬

অন্যমন্যেন সংজ্ঞার্থং নির্ঘাতো মেঘৈরিব সংযুগে ।
বর্ত্ততে চ তথা যুদ্ধং তত্র তত্র বিশাম্পতে । ৭
ন যুদ্ধো বিরতে তত্র ক্ষৌরবাণাং কথঞ্চন ।
রক্ষিতঃ সব্যসাচেন ভারযোগেন সংযুগে । ৮
তথৈব পাণ্ডবানাঞ্চ রক্ষিতঃ সব্যসাচিনা ।
সাত্যকিশ্চ মহাবাহো ভীমেন চ সুরক্ষিতঃ । ৯
সেনাগ্রণেপি নিস্পন্দা প্রযুগাত্তর মানবাঃ ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ বাহিনীমুখ-বিগ্রহাঃ । ১০
ধ্বজাগ্রৈরৈক্ষবাকাণাং পাণ্ডবেষু চ মহাত্মসু ।
পরিচিহ্নিযিলাভিশ্চ প্রাণৈরপি চ সংযুগে । ১১
ইতী তথিনহাসাস্ত শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ।
পাণ্ডবাসাস সমরে তস্মিন্নহনি তত্তরে ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের যুদ্ধারম্ভ বর্ণন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার এবং পাণ্ডবগণের পূর্ব্বোক্তরূপে যুদ্ধোদ্যম সম্পন্ন হইলে অর্জ্জুন আপনার বাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । ১

তিনি অতিশয় বীর ছিলেন, সুতরাং তাঁর বাণসমূহে মুহূর্ত্তমধ্যে রথসমূহ ছিন্নভিন্নকরণে বিদারিত করিয়া সকলকে ক্লেশ দিলেন। যদিও মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সেই যুদ্ধ দুর্জ্জয়রূপ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আপনার সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর বিনাশ হইতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা সমরস্থলে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন।

তাঁহারা উত্তম যোদ্ধা করিতে অভিলাষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়া ছিলেন যে, এখন যুদ্ধই আমাদের মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি করিতে পারে, তাই তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজন্ ! তাঁহারা যুদ্ধে এরূপ উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন যে, আমাদের পাণ্ডব-সৈন্যের বার বার বিরক্তি হইয়া পড়িতেছিল । ২-৩

এইরূপ ভগ্ন-বিভগ্ন হইয়া ক্রমে তত্র দিয়া পলায়ন করিতে এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে থাকিলে পাণ্ডব-সৈন্য ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না । ৪

তখন যুদ্ধক্ষেত্র এরূপ ধূলি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল যে, আকাশে সূর্য্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং কিছু বিশিষ্টরূপে লক্ষ্যে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় কোথায় যুদ্ধবিরত হইয়াছে কোথায়ই বা উহা আরম্ভ করিবে ? ৬

প্রজানাথ ! সেই ঘনঘোর অন্ধকারে, লক্ষ্যভেদ এবং বাণ ও লোকের উদ্দেশ করিয়া বলক এবং পরস্পর বিদ্ধ করা কোথাও যুদ্ধ থামে থামে হইতে থাকিল । ৭

সন্ধ্যাগমিত অন্ধকারসমূহ কোলাহলকর্ত্তৃক যুদ্ধরত পাণ্ডব কৌরবসৈন্যের মুহূর্ত্ত কোনরূপেই বন্ধ হইল না । ৮

এইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুন ও ভীমসেন রক্ষক যুদ্ধরত পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যস্থলের কোনরূপে ছিন্ন হইল না । ৯

সেনাদের মধ্য হইতে যাহারা মানুষ সেনাসমূহ হইতে বাহির হইয়া (যুদ্ধ স্থান করত) যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজন্ ! উভয়পক্ষের ধ্বজ ও হস্তী সকলের অবাধে যুদ্ধ বাধিয়া যাইল । ১০

সেই মহাযুদ্ধে অযুতযোধীরা অযুতযোধীদিগকে বিনাশ করিয়া ও প্রাণসমূহের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া যুদ্ধাভিলাষ করিতে লাগিল । ১১

সেই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রামের দর্শনীয় দৃশ্যসমূহ দেখিয়া স্বর্গবাসিগণ বিস্ময়ে ভরপুর হইয়া পড়িতে থাকিলেন । ১২

গজারোহা গজারোহান্ নারাচ-শর-তোমরৈঃ।
ক্ষয়ন্তান্ পাণ্ডবামাস্তুত্র ভেষাক সর্বশঃ ॥ ১৩
কস্মিংশ্চিত্তস্য সময়ে ধ্বজবারণসাদিনঃ।
কেশপক্ষে পরামৃশ্য জঘান সময়ে শিবঃ ॥ ১৪
অন্যে ছিন্নধনুস্ত্রাণনিকৃত্তকবচা রণে।
বেমুশ্চ রথিনঃ বীরা নিঃশস্ত্রাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫
কস্মিংশ্চিদ্ রথিবিষাদস্তো বীরো রথবিসারদঃ।
প্রাবেপন্ত্রিভিনিশিতৈঃ শরৈর্বিব্যাধ রোষিতঃ ॥ ১৬
পত্তিসঙ্ঘা বলে পত্তীন্ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ-পরশ্বধৈঃ।
ন্যপাতয়ন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরকৃতাগসঃ ॥ ১৭
রথী চ সময়ে হস্তারোহাস্ত গজযূথপম্।
স গজঃ পাতয়ামাস গজী চ রথিনং রণে ॥ ১৮
রথিনশ্চ হয়ারোহাঃ প্রাসেন তলতত্তরৈঃ।
পাতয়ামাস সময়ে রথী চ হয়সাদিনম্ ॥ ১৯

পদাতী রথিনং রুষ্টো রথী চাপি পদাতিনম্।
কৃপাতয়ন্ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২০
গজারোহা হয়ারোহান্ পাতয়ামাসুরোজসা।
হয়ারোহা গজস্থাংশ্চ তত্রস্থানিবাভবৎ ॥ ২১
গজারোহবরৈশ্চাপি ভগ্ন ভগ্ন পদাতয়ঃ।
পাত্তিতাঃ সমদৃশ্যন্ত তৈস্তাপি গজযোধিনঃ ॥ ২২
পত্তিসঙ্ঘা হয়ারোহৈঃ সাদিসঙ্ঘাশ্চ পত্তিভিঃ।
পাত্যমানা ব্যদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৩
জাতজন্মাপবিদ্ধৈশ্চ কার্মুকৈস্তোমরৈস্তথা।
প্রাপেতুস্তথা গদাভিশ্চ পরিঘৈঃ কম্পনৈস্তথা ॥ ২৪
শক্তিভিঃ ঋষ্টিভিশ্চিত্রৈঃ কণপৈরঙ্কুশৈরপি।
নিস্ত্রিংশৈর্বিমলৈশ্চাপি বর্মভিশ্চ বরায়ুধৈঃ ॥ ২৫
পরিস্তোমৈঃ ভূষাভিশ্চ কবচৈশ্চ মহাধনৈঃ।
ভূর্যতি কবরত্নৈশ্চ প্রস্তরৈরিব চিত্রিতা ॥ ২৬

আরোহী ও পাত্তসৈন্যের গজারোহী যোদ্ধারা ভূমিস্থিত বিপক্ষ গজারোহী যোদ্ধাদিগকে চারিদিক হইতে নারাচ, বাণ ও তোমরসমূহের আঘাতে ধরাশায়ী করিতে লাগিল। ১৩

কোনও যোদ্ধা সমরস্থলে আরোহী শূন্য হস্তীর উপর আরোহণ করিলেন এবং বিপক্ষ যোদ্ধার কেশ ধারণ করত তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ১৪

যুদ্ধস্থলে অন্য বীর হস্তীর গজারোহণে ধনু ছিন্ন হওয়ায় চারিদিক হইতে শরাঘাত ফেলিতে ফেলিতে বক্ষস্থলে করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

কোন রথবিষাদগ্রস্ত বীর হাতীর দাতের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। এই সময় আবার গজশিক্ষা ও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ কোন বিপক্ষ যোদ্ধা তাঁহার উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তির আঘাতে তাঁহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সেই যুদ্ধাপরাধী বীর সেখানে বসিতে লাগিলেন। ১৬

ক্রুদ্ধ ও উন্মত্ত পূর্ব পদাতিকবাহিনী পরস্পরের উপর অস্ত্রাঘাত করিতে থাকিয়া ত্রিশিখাল ও পরশু আঘাতে পদাতিক সৈন্যদলকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল। ১৭

রাজন্! সেই সমরাঙ্গনে কোন হস্তী কোন এক গজযূথপতিকে সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সেই হস্তী ও তাহার আরোহীকে বিনষ্ট করত ধরাশায়ী করিলেন। সেইরূপ গজারোহীও আবার রথিগণের মধ্যে কেহ হস্তীকে বধ করিলেন। ১৮

হয়সমূহ! এই সংগ্রামে অশ্বারোহী যোদ্ধা রথী বীরকে এবং কোন স্থলে রথী বীর আবার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কৃপাতিত করিতে লাগিলেন। ১৯

উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে পদাতিক সৈন্য বীর রথীকে এবং রথী যোদ্ধা পদাতিক সৈন্যকে বীর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে যুদ্ধে বিপাতিত করিলেন। ২০

গজারোহী অশ্বারোহীকে ও অশ্বারোহী গজারোহীকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন। ইহা যেন তখন এক আশ্চর্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২১

সেই সময়ে যেখানে সেখানে সেই গজারোহিগণকর্তৃক কৃপাতিত পদাতিকবাহিনী এবং পদাতিকবাহিনীকর্তৃক কৃপাতিত গজারোহী যোদ্ধাদিগকে দেখা যাইত ॥ ২২

অশ্বারোহীকর্তৃক পদাতিক সৈন্যদল এবং পদাতিক সৈন্যদের দ্বারা অশ্বারোহীরা শত শত ও হাজার হাজার সংখ্যায় পতিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে এধিক্ ধিক্ পতিত ধনু, যন্ত্র, তোমর, প্রাস, ধ্বজ, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, বিচিত্র কবচ, ধনুক, অঙ্কুশ, নির্মল খড়্গ, সুবর্ণশোভিত বর্ম, তূণ, গদা ও বহুমূল্য কবচসমূহ আস্তীর্ণ সেখানকার ভূমি রত্নাদির দ্বারা বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৪-২৬

নরাশ্বকাটৈঃ পতিতৈরদৃশ্যত মহাহবে।
অসম্বৃতা পৃথিবী রাজন্-শোণিতকর্দমা ॥ ৪৭
প্রসন্নায় যথা ক্ষৌদ্রঃ বৃষ্টিজঃ সম্প্রবোধিতৈঃ।
বিসর্পন্ত বিভাঃ সর্বাঃ সম্বভূবুর্দিনেদিবা ॥ ৪৮
ঊর্ধ্বিরাজন্যদেহানি কবন্ধানি সমন্ততঃ।
চিহ্নভূতানি জগতো বিনাশার্থায় ভারত ॥ ৪৯
তস্মিন্ যুদ্ধে মহারৌদ্রে বর্তমানে সুদারুণে।
প্রত্যদৃশ্যন্ত রথিনো বাধমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫০
ততো ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
পুরুমিত্রো জয়ো ভোজঃ শল্যশ্চাপি সসোদরঃ ॥ ৫১
এতে সমরদুর্মাদাঃ সিংহকুলপরাক্রমাঃ।
পাণ্ডবানামনীকানি বভঞ্জুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫২
তথৈব ভীমসেনোঽপি রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৫৩
ভাবকানাং পুনর্হন্তুং সহিতান্ সর্বরাত্রিকিঃ।
আবন্তামনুবাজৌ চ বিন্দশ্চানুবিন্দশ্চ ॥ ৫৪

তথা তে সমরেঽদ্ভুতাঃ বিমুক্তাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
বভ্রাজিরে মোহয়ন্তো বিবেষুর্ধনদা ইব ॥ ৫৫
বিনির্জিত্য বিপূন্ বীরাঃ সেনয়োরুভয়োরপি।
ব্যদৃশ্যন্ত মহাত্মানো গ্রহা ইব নভস্তলে ॥ ৫৬
ততো দশসহস্রেণ পুত্রা দুর্যোধনস্য চ।
অভ্যযুঃ পাণ্ডবং যুদ্ধে রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ৫৭
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে সহস্রা সেনয়া সহ।
দ্রোণ-ভীষ্মৌ রণে যত্তৌ প্রত্যুদ্যযুরভিস্ফুরৌ ॥ ৫৮
কিরীটী চ যতো যুদ্ধে সমন্তাৎ পার্থিবোত্তমান্।
ব্যধমৎ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্যমুনঃ সৌবলং বলম্ ॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং সাংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
ভাবকানাং পরেষাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়েঽহ্নি যুদ্ধবিবসে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

সেই মহাসংগ্রামে মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের রক্ত দ্বারা ভূমি পঙ্কিলা হইয়াছে। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। সেনাকারে ভূমিতে যাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ৪৭

অনেকের! অসংখ্যে প্রবাহিত রক্তের সান্নিধ্যে পৃথিবীর ধূলি মিলিয়া গেল এবং সকল দিক্ নির্মল হইল ॥ ৪৮

ভারত! সেই সময় অনেকের বিনাশের চিহ্নস্বরূপ অনেক কবন্ধ চারিদিকে উঠিতে লাগিল ॥ ৪৯

এই অত্যন্ত দারুণ ও মহাভয়ঙ্কর সংগ্রামে রথী যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে যোদ্ধারূপে দেখা যাইল ॥ ৫০

অনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, জয়, ভোজ, শল্য ও শল্যভ্রাতা—ইহারা সিংহকুলের পরাক্রমী রণদুর্মদ বীর পাণ্ডবগণের সৈন্যদিগের মুহুর্মুহু ভঙ্গ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫২

অনন্তর! এইরূপ ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইহারাও সকলে মিলিত হইয়া মেঘসদৃশ ধার্তরাষ্ট্রদিগকে বিত্রাসিত করায় তাহা সকল সঙ্কটাদি-যুদ্ধের সহিত আসন্ন পুরুষক্ষয়ে ভয়ঙ্কর হইয়া বিরাজিত করিতে লাগিল ॥ ৫৩-৫৪

সংগ্রামস্থলে শত্রুপক্ষের আঘাত করত ক্ষত্রিয় বীরগণ রক্তাক্তদেহে হইয়া অন্যের প্রদানী ধনদেবতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদিগকে পরাজয়পূর্বক এই ভাবে আকাশে সমুদিত হইয়া গ্রহগণের বিনাশ গ্রহযুদ্ধের ন্যায় দেখা যাইল ॥ ৫৬

অনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহস্র রথী বীরের সহিত পাণ্ডবসেনার বীর রাক্ষস ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৭

এইরূপ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সমস্ত পাণ্ডবগণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন ॥ ৫৮

কিরীটীধারী অর্জুন সর্বদিকে যুদ্ধের জন্য সজ্জমান রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অর্জুনের শাণিত সাত্যকি সকলের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৯

এইরূপে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের মধ্যে পুনরায় রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৬০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় দিবস যুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবসৈন্যানাং পরাক্রমঃ, কৌরবসৈন্যস্য দুর্যোধন-ভীষ্ময়োরালাপশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ ক্রুদ্ধাঃ কাঙ্ক্ষন্তো বীক্ষ্য সংযুগে।
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্। ১

অথৈনং হতসূতেন কোষ্টকীকৃত্য কার্ম্মুকম্।
শরৈঃ সুবহুসাহস্রৈঃ সমন্তাদবাকিরন্। ২

শঙ্খাংশ্চ বিমলাংস্তীক্ষ্ণা মহাংশ্চ পরিঘোপমান্।
প্রাসান্ পরশ্বধাংশ্চৈব মুদ্গরান্ মুসলানপি। ৩

চিক্ষিপুঃ সহসা ক্রুদ্ধাঃ কাঙ্ক্ষন্তং রথং প্রতি।
সঞ্ছাদয়েদ তাঃ বৃষ্টীঃ শলভানামিবায়তিম্। ৪

তমসাব সর্বতঃ পার্থঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
তত্র তন্মহদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্। ৫

দেবদানবগন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজেন্দ্র কাঙ্ক্ষন্তং প্রত্যপূজয়ন্। ৬

সাত্যকিশ্চাভিমন্যুশ্চ দ্রৌপদ্যা দেবরা বৃকৌ।
পাঞ্চালান্ সমরে শূরান্ জঘ্নুঃ সহসৌবলান্। ৭

তত সৌবলকাঃ ক্রুদ্ধা বাক্যৈরুগ্রৈ রথোত্তমম্।
বিসসর্জ্জিরিরে ক্রোধাদ্ভৈরবৈর্বিবিধৈঃ শরৈঃ। ৮

সাত্যকিস্তু রথং ত্যক্ত্বা বর্ত্তমানে জয়াবহে।
অভিমন্যো রথং তূর্ণমাস্থিতোরু পরন্তপঃ। ৯

তাবেকরথসংযুক্তৌ সৌবলান্ত বাহিনীম্।
ব্যধমেতাং শিতৈস্তূর্ণং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ। ১০

দ্রোণতীর্থো রথে যত্তো ধর্মরাজস্য বাহিনীম্।
নাশয়েতাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রপরিচ্ছদৈঃ। ১১

তত্রো ধর্মসুতো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
বিবিধাঃ সর্বসৈন্যানাং দ্রোণানীকমুপাদ্রবন্। ১২

তত্রাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীৎ সুদারুণম্। ১৩

তূর্ণমেতৌ সুসংরব্ধৌ তব সৈন্যবিনাশনৌ।
(দুর্যোধনস্য মহতীং প্রাবর্ত্তয়তাং বাহিনীম্।)
দুর্যোধনস্তমোদ্যোগ্য ভীষ্মায়াবেদয়দ্ রণে। ১৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[পাণ্ডবসৈন্যদের পরাক্রম, কৌরব সৈন্য দ্বারা দুর্যোধন ও ভীষ্মের আলোচনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখনকার সেই সঙ্কুল যুদ্ধে সমবেত যোদ্ধৃগণকে দেখিয়াই অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তাঁহারা বহু সহস্র রথী সৈন্যদের তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১

হে ভারত! সেই সময় যুদ্ধশালী অর্জুনকে রথসমূহ দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর বহু সহস্র বাণ বর্ষণপূর্বক আঘাতিত করিলেন। ২

তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তখনকে অর্জুনের রথের উপর বিবিধ শক্তি, তুণীর সমূহ, পরিঘ, প্রাস, পরশু, মুদ্গর ও মুসলাদি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে ধীমান্ সেই সময় শত্রুগণ অর্জুন তীব্র তীক্ষ্ণমুখ বাণসমূহে চারিদিক্ হইতে তন্ন তন্ন করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা। অর্জুনের সেই অলৌকিক নৈপুণ্য দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনকে প্রশংসিত করিলেন। ৩-৬

এদিকে বিপক্ষ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সাত্যকি ও অভিমন্যু দ্রৌপদীপুত্রগণের মাতামহ পাঞ্চালরাজের সেনাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৭

তখন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রৌপদীপুত্রগণ যুদ্ধস্থলে রোমাঞ্চিত অঙ্গদ্বারা সাত্যকির জেষ্ঠ রথকে বিপক্ষ বিপক্ষ করিয়া ছেদন করিলেন। ৮

তাহাতে শত্রুক্ষয়কর সাত্যকি সেই সময় আহত রথাবশেষ সংগ্রামে স্থির রথে পরিত্যাগ করিয়া অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। ৯

তখন একই রথে উপবিষ্ট দুই বীর নতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সত্বরতার সহিত দুরন্তপুত্র পদ্মনিভ সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন। ১০

এই সময় অন্য একদিকে আসিয়া দ্রোণের অন্য শত্রুরা সতত দ্রোণাচার্য্য ও তীব্র রথসম্পন্ন শত্রুযুক্ত তীব্র বাণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১

তখন ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সমস্ত সৈন্যগণের দুর্নিবারের সম্মুখেই দ্রোণাচার্য্যের সেনার প্রতি ধাবিত হইলেন। ১২

যেরূপ পূর্বকালে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেবাসুর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৩

অন্য একদিকে ভীষ্মদেব ও ঘটোৎকচ মহাপরাক্রম সেনাদিগকে

তমাপতন্তমপ্রাপ্তা হৈড়িম্বস্য পরাক্রমম্।
অব্রবীত্তা পিতাঃ যুদ্ধে যত্নমাস্থায় ভারত ॥ ১৫
ভীমসেনস্তু সাত্বত্বা দুর্যোধনমমর্ষণম্।
ক্ষত্রবিদ্যাং পুরস্কৃত্য প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
অথো দুর্যোধনো রাজা প্রহারেরপীড়িতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে কম্পমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭
তং বিহ্বলং বিদিত্বা তু যন্তা সংগ্রামশোভনম্।
অপোবাহ রথান্ রাজংস্ততঃ সৈন্যমতস্ততঃ ॥ ১৮
ততস্তাং কৌরবীং সেনাং প্রবমন্তীং সমন্ততঃ।
নিরীক্ষ্য ভীষ্মঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরন্বধাবত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৯
পাঞ্চালশ্চ রথশ্রেষ্ঠো ধর্মপুত্রশ্চ পাণ্ডবঃ।
দ্রোণস্য পৃষ্ঠতঃ সৈন্যং সাত্যকেশ্চ চ পৃষ্ঠতঃ ॥ ২০
প্রভদ্রকৈর্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরাসীকবিষোপমৈঃ।
প্রবমাণস্তু তং সৈন্যং তব পুত্রস্য সংযুগে ॥ ২১
নাসেহুস্তাং বাহিনীং ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।

বার্ষ্ণেয়শ্চ ভীমেন দ্রোণেন চ মহাত্মনা ॥ ২২
বিহ্বলোব তং সৈন্যং পশ্যন্তো দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
ততো রথসহস্রেণ বিহ্বলস্য ততস্ততঃ ॥ ২৩
ভাবাধিরূঢ়য়োরেকঃ সৌভদ্র-বিনিপুত্রয়োঃ।
সৌবলীং সমরে সেনাং পাঞ্চালেভ্যঃ সমন্ততঃ ॥ ২৪
ততস্ততস্তে ত্বরা কৌ তু সৈন্যেভ্য-স্তুরপুত্রয়োঃ।
সমাবব্রুতাং পতৌ তবং সোম-সূর্যৌ ইবাম্বরে ॥ ২৫
অথাবিশ্য ততঃ ক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
বধন্ বধবতেব বায়ুরিব ঘোরঃ ॥ ২৬
বধ্যমানং ততস্তত্র শরৈঃ পার্থস্য সংযুগে।
দুদ্রাব কৌরবং সৈন্যং বিবাদতরবস্তিকম্ ॥ ২৭
প্রবমন্তাম্ সমালক্ষ্য ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
ত্বরমাণৌ সমভ্যেত্য দুর্যোধনহিতৈষিণৌ ॥ ২৮
অথো দুর্যোধনো রাজা সমাশ্বস্য বিশাম্পতে।
অব্রবীত্তং তবং সৈন্যং প্রবমাণং সমন্ততঃ ॥ ২৯

সেখানে দুর্যোধনের বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশের কারণ হইলেন। তখন দুর্যোধন সত্বরে আসিয়া সেই দুই বীরকে নিবারিত করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! সেখানে আমরা হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়াছি। সেই যুদ্ধে ঘটোৎকচ নিজে ভীমসেন হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৫

অনন্তর ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যেন হাস্য করিতে করিতেই একটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া অবস্থিত দুর্যোধনের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তখন সেই বাণের প্রহারে আহত হইয়া রাজা দুর্যোধন রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং পুনঃপুনঃ মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৭

রাজন্! তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন জানিয়া সারথি অবিলম্ব যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে লইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাঁহার সৈন্যরা ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৮

সেই সময় চারিদিকে পলায়মান সৈন্যদের মধ্যে ভীষ্ম বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীষণভাবে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অন্য একদিকে রথিশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মের দুইসেনাদেরই সৌভদ্রবিনিপুত্রদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২০

মহারাজ! সেই যুদ্ধে আপনার পুত্রের পলায়মান সৈন্যদলকে মহারথী দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মও নিবারিত করিতে পারিলেন না। মহাত্মা ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তাহাদের সম্মুখেই সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥

এদিকে সমরে রথী বীরগণ যখন একত্রে একসঙ্গে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন একই রথে উপবিষ্ট অভিমন্যু ও সাত্যকি যুধনন্দুমের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১-২২

সেই সময় একই রথে উপবিষ্ট সাত্যকি অভিমন্যু তাঁহার পেছনে যাইতে লাগিলেন, যেমন অন্তরীক্ষে বিচরণে আকাশে সূর্য ও চন্দ্র একই দিনে পেছনে যায় ॥ ২৩

মহারাজ! তখনকার কোলাহলপূর্ণ অর্জুন আপনার সৈন্যদিগের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন, যেমন জলধরসমূহ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৪

তখন দুর্ভীজয় অর্জুনের বাণসমূহে সন্ত্রাসে স্থানে স্থিত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিষাদ ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এদিক্ ওদিকে পলাইতে লাগিল ॥ ২৫

সেই সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য তাহাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

প্রজানাথ! হৈতেই যখন রাজা দুর্যোধনের যোদ্ধৃত

যত্র যত্র সুতস্তস্যাঃ তং তং পশ্যসি ভারত।
তত্র তত্র ত্বয়া তস্যাং নিক্ষিপ্যাঃ শরবরাঃ ॥ ৩০

তদ্ বিদ্ধ্যান্ মহীপাংস্ত্বং তত্রোৎসেধীয়তে মনাঃ।
অন্যোন্যস্পর্ধয়া রাজন্নাজ্ঞয়া চাবধারিতে ॥ ৩১

পুরাবার্তয়া তেষাং বেগঃ আসীদ্ বিশাম্পতে।
পূর্বাহ্ণঃ সাগরস্যেব ঊর্ধ্বস্রোতবহঃ প্রতি ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা তদ্ব্যাকুলত্বাচ্চ সৈন্যং রাজা সুযোধনঃ।
অব্রবীৎ ত্বরিতো গত্বা ভীষ্মং শান্তনবং বচঃ ॥ ৩৩

পিতামহ নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত।
নাতুলপক্ষয়া বুদ্ধ্যা যদি জীবতি কৌরব ॥ ৩৪

হোণে চাস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠে সপুত্রে সমুপস্থিতে।
কৃপে চৈব মহেষ্বাসে ত্বয়তে যদ্ বয়ক্রমী ॥ ৩৫

ন পাণ্ডবান্ প্রতিবলাংস্ত্বয়ি হন্তে কথঞ্চন।
তথা হোণস্য সংগ্রামে শৌমদত্তের্ন কৃপস্য চ ॥ ৩৬

অনুব্রতাংশ্চ পাঞ্চালান্ বৃদ্ধঃ পিতামহ।
যথেষ্টং ক্ষপয়ন্ বীর ধ্যায়মানো বরান্ বিনীন্ ॥ ৩৭

সোহহমি বাচোদ্যতা রাজন্ যুদ্ধায়েব সমাগমে।
ন যোৎস্যে পাণ্ডবান্ সংখ্যে নাপি পাঞ্চাল-সাত্যকী ॥ ৩৮

ক্ষত্রা তু বচনং তস্যাস্যাচার্যস্য কৃপস্য চ।
কর্ণেন সহিতঃ কৃত্যা চিন্তয়ানস্তয়ৈব হি ॥ ৩৯

যদি নাহং পরিত্যাজ্যো যুধ্যাত্যামিহ সাত্বতে।
বিক্রমেণাহমপ্যেব যুধ্যেয়াং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৪০

ইত্যুক্ত্বা তত্তো ভীষ্মঃ প্রহসন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ।
অব্রবীৎ তনয়ং তুষ্টা ক্রোধাদ্ধৃষ্টতরা চমূর্বী ॥ ৪১

বহবোঽপি ময়া রাজংস্তব্যমুক্তো হিতং বচঃ।
অজেয়াঃ পাণ্ডবা যুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৪২

ন তু শক্যা ময়া কর্তুং যুদ্ধেনাস্য নৃপোত্তম।
করিষ্যামি যথাশক্তি প্রেক্ষেথারো মমাহবে ॥ ৪৩

হইল। তিনি আসন হইয়া চারিদিকে পলায়নরত সৈন্যদিগকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ২৯

ভারত! আপনার পুত্র যেদিক যেদিকে যাহা যাহাকে উপর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে যোদ্ধারাও ফিরিয়া আসিলেন, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহারথ বীর ছিলেন ॥ ৩০

রাজন্! তাঁহাদের সকলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অন্য সব যোদ্ধারাও পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা ও সম্ভাবণতঃ যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১

মহারাজ! প্রত্যাবর্তনরত সেই সব যোদ্ধাদিগের মহাসৈন্যের কোলাহলে সমস্ত বসুধা মহাসাগরের ন্যায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৩২

তখন সেই সব যোদ্ধাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন অতি সত্বর শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

পিতামহ! আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা গ্রহণ করুন। মূঢ়মতি! আপনি, আমাদের মধ্যে যেই যোদ্ধারা ও পুত্র এবং ভ্রাতৃগণ-সহ আমাদের কৃপাভাজন হইয়া থাকিলেই আমার সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, ইহা আপনাদের পক্ষে যোগ্য কর্ম বলিয়া আমি মনে করি না ॥ ৩৪-৩৫

আমি যোদ্ধাদিগেই ইহা বলি না যে, পাণ্ডবগণ সংগ্রামে আপনার এবং যোদ্ধাগণ, দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামার সমান হইবে ॥ ৩৬

বীর পিতামহ! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণ আপনার কৃপাপাত্র, তাহা না হইলে আমার সৈন্যরা বিনষ্ট হইতেছে, আর আপনি বীরত্বে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকিতেছেন ॥ ৩৭

মহারাজ! যদি পাণ্ডবগণের উপর আপনি দয়া করিবেন, তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে আমাকে কেন বলিয়া দেন নাই যে, আমি দ্রোণাদি পাঞ্চালগণ, যুধিষ্ঠির ও সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিব না ॥ ৩৮

সেই অবস্থায় আমি আপনার ও আচার্য দ্রোণ এবং কৃপাচার্যের কথা ভাবিয়া মনের সহিত সেই সময় সংকল্প করত নিজের বক্তব্য স্থির করিলাম ॥ ৩৯

যদিও যুদ্ধে আপনারা দুইজনকে পরিত্যাগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করিতেছি না, তবুও দ্রোণাচার্য ও আপনি উভয় শ্রেষ্ঠপুরুষের বীর্য দ্বারা শত্রুগণ প্রহার করত যুদ্ধ করিব ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম বারংবার হাসিতে হাসিতে ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ঘুরাইয়া আপনার পুত্রকে বলিলেন ॥ ৪১

রাজন্! আমি যোদ্ধাদের সভায় এই সত্য ও হিতকর কথা বলিয়াছি যে, যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে দেবতাগণ এবং সহিত সমর্থ হয় না ॥ ৪২

অত্র পাণ্ডুসুতানেকঃ সৈন্যভাগ্ সহ বন্ধুভিঃ।
সোঽহং বিধারয়িষ্যামি সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ৪৪
এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ দুর্যোধন মহেষ্বাস।
ধনুঃ শব্দান্ বহূন্মুক্ত্বা ক্ষেত্রীঃ সংজহ্রিরে তদা॥ ৪৫

পাণ্ডবা হি তদা রাজন্ শ্রুত্বা তং বিনদং মহৎ।
ধনূঃ শব্দাংশ্চ ক্ষেত্রীশ্চ মুমুচুঃ শঙ্খদানবান্॥ ৪৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়ে যুদ্ধবিবসে ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮

বৃদ্ধরাজ! তখাপি আমি তব হইয়াও আমার সঙ্গে যাহা করার যোগ্য, তাহা আমি অবশ্যই করিব। তুমি এখন তোমার বন্ধুগণের সহিত উহা দর্শন কর॥ ৪৪

আজ আমি একাকীই সকলের সমক্ষে সৈন্যবাহিনী ও বন্ধুবর্গের সহিত পাণ্ডবগণের সকলকে ধ্বংস করিব॥ ৪৫

মহারাজ! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া আপনার পুত্রগণ আনন্দিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে এবং ভেরী বাজাইতে লাগিলেন॥ ৪৬

রাজন্! তাঁহাদের সেই মহতী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি, ভেরী ও গোমুখ বাদ্য করিতে লাগিলেন॥ ৪৬

শ্রীমহাভারতে মহাভারত শতসাহস্রী সংহিতা ব্যাসাবতারের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে ভীষ্ম ও দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তৃতীয় দিবস যুদ্ধারম্ভ, শ্রীকৃষ্ণকোপোদ্যম, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৃতীয় দিবসে কৌরবসৈন্যের পরাজয়, তৃতীয়দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
প্রতিজ্ঞাতে তথা ভীষ্মে যুদ্ধে ভীমে রথোত্তমে।
কোব্বিতো মম পুত্রেণ দুর্যোধনেন বিশেষতঃ॥ ১
ভীষ্মঃ কিমকরোৎ তত্র পাণ্ডবেষু মহাযুধে।
পিতামহো বা পক্ষালাক্তমযাচেদ্ বদস্ব মে॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ যদ্বৃত্তং তত্র ভারত।
পপ্রচ্ছ যত্র রাজানং পিতা তে দিবাকরে॥ ৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পরাক্রম, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগ, অর্জুনের প্রতিজ্ঞা, তৎপরদিন কৌরবসৈন্যের পরাজয় এবং তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যখন ভীষ্ম আমার সন্নিধানে দুর্নিবার পুত্রের ক্রোধোদ্দীপনের প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন তিনি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণের প্রতি কি ব্যবহার অবলম্বন করিলেন? পাণ্ডব সেনাপতি বা পিতামহ ভীষ্মের উপর কি ব্যবহার প্রকাশ করিলেন? তুমি এই সমস্ত আমাকে বল॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন,—ভারত! সেই দিবস যখন পূর্বাচলচূড়ার অধিরূঢ়প্রায় হইয়াছে, সূর্যদেব পশ্চিমদিকে যাইয়া

অস্তাচলাবলম্বী হইতেছেন, সেই সময় সর্বাগ্রে বিশেষজ্ঞ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীও চলিল এবং আপনার পুত্রগণ চতুর্দিক্ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৩-৫

রাজন্! তখনও আপনার অন্যায়ের জন্য আমাদের পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতরতর ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল॥ ৬

সেই সময় দেবগণের ঋষভতুল্যের ঐশ্বর্যশালিত্ব এবং যুদ্ধস্থলে আমাদের পক্ষীয়গণকে বিনষ্ট হওয়ার ন্যায় অভিলষ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে বলিলেন॥ ৭

বিষ্ঠে স্থিরোঽস্মি বিষ্ফোরং নিবর্তস্ব স্থিরো ভব।
স্থিরোঽস্মি প্রহরেতি শব্দোঽনন্তর সর্বশঃ। ৮

কাঞ্চনেষু তনুত্রেষু কিরীটেষু ধ্বজেষু চ।
নিপেতুরাশিব শৈলেষু পতিতানাময়ুখা অশনি:। ৯

পতিতানুত্তমাঙ্গানি বাহবশ্চ বিসূদিতা:।
যাতুধানৈস্তু মহীঃ প্রাপ্য শস্ত্রোঘেণ সমন্ততঃ। ১০

ছত্রোষ্ণীষধরাঃ কেচিদ্ ভূমৌ তত্রৈবোদ্ভবকার্মুকাঃ।
প্রসৃষ্টাস্ত্রাস্ত্রাশ্চাপি ভূমৌ সুপ্তসমাঃ স্থিতাঃ। ১১

প্রাবর্তত মহারৌদ্রা নদী রুধিরবাহিনী।
মাতঙ্গাশ্বনিলা রৌদ্রা যোধ-শোণিতবর্ষিণী। ১২

রথাশ্ব-নর নাগানাং শরীরপ্রভবা তদা।
পরলোকার্ণবমুখী সুর-সোমানুসেবিনী॥ ১৩

ন দৃষ্টং ন শ্রুতং বাপি যুদ্ধমেতাদৃশং নৃপ।
যথা তব সুতানাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত। ১৪

নাগাঃ রথপতাকাশ্চ যোধৈর্যুক্তা নিপাতিতৈঃ।
পতিতৈর্বীরশিরসিরিস্তৈরিবাবৃতঃ। ১৫

বিকীর্যৈঃ কবচৈশ্চিত্রৈঃ বিমলাশ্চৈন্দ্র মণিভি।
শুশুভে তদ্ রণস্থানং শরদীব নভস্তলম্। ১৬

বিনিষ্ক্রিয়াঃ শরৈঃ কেচিদ্ গতাসীন্ প্রকর্ষিণঃ।
অন্যোন্যাঃ সমরে শত্রুনভ্যধাবন্ত ধর্ষিতাঃ। ১৭

তাত তাতঃ সখে বন্ধো বয়স্য মম মাতুল।
যা যাঃ পরিত্রাজেত্যুক্তে চুক্রুশুঃ পতিতা রণে। ১৮

অন্যোন্যহি মহারাজ কিং ভীরোঽসি ন যাস্যসি।
স্থিরোঽহং সমরে যা বৈরিণি চক্রে বিচুক্রুশুঃ। ১৯

তত্র ভীষ্মঃ শান্তনবো নিঘ্নন্ মণ্ডলকার্মুকঃ।
মুমোচ বাণান্ ভীষ্মাস্ত্রপ্রেরণাদীনাদীব্যিবাদিব। ২০

তখন 'পালাও, পালাইও' আদি, 'এখানে কিছু নয়, কিছিয়া চল, স্থিরভাবে অবস্থান কর, ইং, যা স্থিরভাবে আছি' এইরূপ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল। ৮

তখন স্বর্ণের বস্ত্রসমূহ, কিরীটসকল এবং ধ্বজগুলির উপর সহস্র যোদ্ধাদিগের অস্ত্রসমূহ পতিত হইতে লাগিল, তখন পর্বত-সকলের উপর পর্বতসমূহের বিশীর্ণ হইয়া পতনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। ৯

সৈন্যগণের শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও বর্মযুক্ত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল এবং রক্তপাত করিতে থাকিল। ১০

ছত্র পুষ্পমালা শীরস্ত্রাণের মস্তক ছিন্ন হইয়া গেলেও শীরস্ত্রাণের অভ্যন্তরীণ সেই পূর্ববৎ কুণ্ডলাদি ও অস্ত্র সকল অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। ১১

তখন ভূমিতে যোদ্ধাদের রক্তের নদী বহিয়া চলিল। রথিদিগের শরীর তাহার মধ্যে শিলাখণ্ডসমূহের ন্যায় বলে হইতে লাগিল। সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দম উৎপন্ন হইল। গজ ঘোড়া মানুষ, অশ্ব ও মনুষ্যদিগের শরীরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই ভয়ঙ্করী পরলোকরূপ সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। রক্ত-মাংসের এই নদী পশুদিগ ও পুণ্যলোকের আনন্দদায়িনী হইল। ১২-১৩

ভারত! মহারাজ! পাণ্ডবগণ এবং আপনার পুত্রগণের যেমন সেই দিন যেরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই এবং শুনাও যায় নাই। ১৪

সেই যুদ্ধস্থলে পতিতগজাশ্ব ও পর্বতের ন্যায় রথিসকলে আবৃত হইয়া রণস্থল ভয়ঙ্করভাবে শব্দ করিল না। ১৫

মাননীয় মহারাজ! এদিকে ভল্লিক বিবিধ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ (লোহার টুপি)-সমূহে এই রণভূমি শরৎ ঋতুতে তারকাবলিশোভিত আকাশমণ্ডল শোভা পাইতে লাগিল। ১৬

কোন কোন বীরগণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া অল্প শ্বাস লইতে থাকিলেও সমরাঙ্গণে নির্ভয় ও সদর্পে শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন। ১৭

তখন ঘোড়া রথসমূহে পতিত হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়া ভয়ঙ্করভাবে ডাকিতেন—'তাত! তাতঃ! সখে! বন্ধো! আমার মিত্র! আমার মাতুল'। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। ১৮

অন্য সৈন্যগণ এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিল—এস, আমার নিকট এস, কেন ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সংগ্রামে অবস্থান করিতেছি, তুমি ভয় করিও না। ১৯

সেখানে পাণ্ডবগণের ভীষ্ম ঘোর যুদ্ধে মণ্ডলাকারে ধনুক বিস্তার করিয়া দর্শনকারীদের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২০

শরৈরেকায়নীভূতং হিন্দ্যঃ সর্বা যতব্রতঃ।
জঘান পাণ্ডবধ্বজিন্যাস্তরস্বিনঃ ॥ ২১
ন তত্রান্ যৈ রথোপস্থে দদর্শ পাণ্ডিলাধবম্।
অলাতচক্রবদ্ রাজন্নুদ্যতং তস্য তদ্ ধনুঃ ॥ ২২
তমেকং সমরে শূরং পাণ্ডবাঃ সপ্তভির্নরৈঃ।
অভ্যবর্ষন্ত সংরব্ধাঃ সমন্তাদ্ ভারতর্ষভ ॥ ২৩
মায়াকৃতমিবাত্মানং ভীষ্মঃ কৃত্বা স মেনিরে।
পূর্বন্তাঃ দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রতীচ্যাং দক্ষিণেন চ ॥ ২৪
ঐন্দ্রীচ্যাং চৈব মাহেন্দ্র্যাং বহ্নিপক্ষাং পুনঃ প্রভো।
এবং স সমরে শূরো ভাতেষু প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৫
ন চৈবং পাণ্ডবেয়ানাং কশ্চিদ্ভেদোঽভি বীক্ষিতুম্।
বিনিঘ্নন্তেব পশ্যন্তি ভীষ্মস্যাস্ত্রবলং মহৎ ॥ ২৬
পূর্বাহ্ণে সমরে কর্ম পুরুষানক বাহিনীম্।
ব্যাকোশন্ত রূপে কৃত্বা বহ্বা রূপবিদো যথা ॥ ২৭

অমানুষেণ রূপেণ হরন্তঃ পিতরঃ কৃতম্।
সলতা ইব রাজানঃ পতন্তি বিবিধোদ্বিধাঃ ॥ ২৮
ভীষ্মান্তিকচিদাকৃষ্টং বিনাশায় মহাত্মনঃ।
ন হি দোষঃ পরঃ কশ্চিদাসীদ্ ভীষ্মস্য সংযুগে ॥ ২৯
নব-নাগাযুতপ্রাণৈর্ধৃতরাষ্ট্রানুযোধিনঃ।
(প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পরান্ ভীষ্মো বিদিত্বান্ কুরুসত্তমঃ।)
ছিন্নহোকেন বাণেন সুমুখেন পরন্তপ ॥ ৩০
গজস্কন্ধগতং যন্ত্রেণেষ বিলোড়য়ন্।
যৌ ত্রীনপি গজারোহান্ পিতৃভিস্তান্ ব্যমিশ্রয়ন্ ॥ ৩১
নারাচেন সুমুখেন নিজঘান পিতা তব।
যো যো ভীষ্মং নরব্যাঘ্রমভ্যযাদভিমানি ভূমি কল্পম্ ॥ ৩২
মুহূর্তদৃষ্টং ন বলং পরিত্যজো ভূবি দৃশ্যতে।
এবং সা বর্ষরাজস্য বভাষেনো মহাত্মনঃ ॥ ৩৩

অনুবাদ ঃ উদার অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভীষ্ম সকল দিক্‌কে বাণ-বর্ষণে পরিপূর্ণ করিতে করিতে পাণ্ডবপক্ষীয় বহু বীরগণকে নিজের বাণ জালাইতে জালাইতে আগুনে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্ম বীর হস্তলাঘবতা দেখাইতে দেখাইতে রথে বসিয়া বেশ কৃত্য করিতেছিলেন। প্রান্তিকে দৃষ্টির অন্তরালস্থ স্থান তিনি যেখানে সেখানে শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২২

যদিও ভীষ্ম সুখে একাকী ছিলেন, তথাপি পঞ্চপাণ্ডব সহিত পাণ্ডবগণ তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ সেই সময় তাঁহাকে সপ্তজনে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥২৩

লোকসমূহের সেই সময় মনে হইতে লাগিল যে, ভীষ্ম তপোবলে মায়াদ্বারা নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পূর্বদিকে দেখিতেছিলেন, তাঁহারা আবার তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া তাঁহাকে পশ্চিম দিকে দেখিতে পাইলেন ॥২৪

প্রভো! এই লোক আবার তাঁহাকে উত্তর দিকে দেখিয়া পরক্ষণেই দক্ষিণ দিকে দর্শন করিতে লাগিল। এইভাবে সেই লোকসকল ভীষ্মকে সর্বদিকে দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥২৫

তখন পাণ্ডবগণের কেহ কোথাই তাঁহাকে দেখিতে পাইতে ছিলেন না। কেবল সকল লোক তাঁহার বল হইতে বিস্তৃত বল বাণসমূহই দেখিতে পাইলেন ॥২৬

সেই ধনুর্ধারিকে অদ্ভুত কর্ম করিতে করিতে আসিতে পিতৃগণ ভীষ্ম অস্ত্রবলকে বিবিধ বরূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। সেখানে তখন বহুলোক মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে বিনাশোন্মুখ হইয়া সকল ক্ষেত্রীগণ প্রকৃত সত্য বলা। ক্রোধবশে ভীষ্মকে প্রকৃত করিতে ভীষ্ম বিনাশের জন্য তাহাই পতিত হইতে লাগিলেন।

যুদ্ধে বহুল, হস্তী ও অশ্ববলের সহীত সকলের উপর বিভিন্ন ভীষ্মের ক্রোধ বাণই ব্যর্থ হইল না। তখন তাঁহার নিকট যে বাণ ছিল এবং তিনিও ঐ সকলকে অধিকার বিশুদ্ধতায় স্থির প্রয়োগ করিতেছিলেন।

ভীষ্ম কর্তৃক্ষীয় সম্বন্ধবিধি বহুসংখ্যক ভীষ্মবাণ যুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি একটি বাণ সম্বন্ধবিধি সকল বাণে সৌভাগ্যবশতঃ বহুবীরের দেহবন্ধনরূপে বিদীর্ণ করিতেছিলেন, যেমন ইন্দ্র পর্বতসমূহকে বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

আসবার পিতৃগণ ভীষ্ম উত্তরপক্ষে নিক্ষিপ্ত একটি বাণাস্ত্রে একত্রকে ছিন্ন তত্ত্বকুল হই নিজেই বজ্রাঘাতের ন্যায় ভেদ করিয়া ফেলিলেন।

যে কোনও লোক সমক্ষেই ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া পড়িলে, তাঁহাকে আসি মুহূর্তকাল দেখিতে পারিলেও সকলেই দেখি— তিনি কৃতান্তে দৃষ্টির মতনই।

এইরূপ অদ্ভুতকীয় পরাক্রমশালী ভীষ্মকর্তৃক নিজে হইতে হইতে বর্ষরাজ দুর্যোধনের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সহসাকারে বিদীর্ণ হইয়া যাইল।

ভীমেনাতুলবীর্যেণ রক্ষিতাং মহতীং চমূম্।
প্রাক্‌শক্রঃ মহাসেনো সমরদর্শনে স্থাপিতা ॥ ৫৪
পশ্যতো বাসুদেবস্য পার্থস্যাপি বিশাম্পতে।
বর্তমানোঽপি তে বীরা ন হরন্তি মহাত্মনাম্ ॥ ৫৫
নাশকন্ হন্তুমাত্মানং ভীষ্মস্যাপ্রতিমৌজসঃ।
মহেন্দ্রসমবীর্যেণ ময়মানা মহাচমূঃ ॥ ৫৬
অব্রুবন্ত মহারাজ ন চ তৌ সহ রাঘবঃ।
আবিদ্ধনর-নাগাশ্বঃ পতিতধ্বজ-কূবরম্ ॥ ৫৭
অতীবঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং হারাদ্ভুতমচেতনম্।
জঘানাত্ম পিতা পুত্রঃ পুত্রশ্চ পিতরং তথা ॥ ৫৮
ত্রিয়ঃ সখায়ং চাক্রন্দে সখা সৈন্যবলাং কৃতঃ।
বিমূঢ়া কবচান্যন্যে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ ॥ ৫৯
বিমুক্তকেশা বাহবঃ প্রজাপ্তস্য তাদৃশ।
যদ্ যোধকুলমিবোদ্ভিন্নমুদ্ভ্রান্তমনুধাবতঃ ॥ ৬০

মহাবলে পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যমার্তস্বরং তদা।
প্রজজ্ঞানাম সৈন্যং তু দৃষ্ট্বা ভীষ্মমবস্থিতম্ ॥ ৬১
উবাচ পার্থং বীভৎসুঃ নিগৃহ্য রথমুত্তমম্।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যস্যেহ কাঙ্ক্ষিতঃ ॥ ৬২
প্রহরস্ব নরব্যাঘ্র ন মোহস্তাত্ত্ব বিদ্যতে।
যং ত্বয়া কথিতং বীর পুরা রাজ্ঞঃ সমাগমে ॥ ৬৩
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্।
সাত্বতস্য হনিষ্যামি যে মাং যোৎস্যন্তি সংযুগে ॥ ৬৪
ইতি তৎ কুরু সৌভদ্রে সত্যং ধর্মভৃতাং বর।
বীভৎসো পশ্য সৈন্যং যৎ তস্যাধানা অবস্থতঃ ॥ ৬৫
প্রবরুহ মহীপালান্ পশ্য যোধিষ্ঠিরে বলে।
দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং সমরে ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৬৬
ভয়ার্তাঃ প্রপলায়ন্তে সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা ইব।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৬৭

যাঁহারা রণস্থলে সকল হইয়া পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সেনাবাহিনী শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও শিখণ্ডীর সম্মুখেই বিনাশিত করিল।

এই সব বীরগণ সেখানে উপস্থিত থাকিলেও ভীষ্মের হাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়নরত বীর মহারথীদিগকেও নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

মহারাজ! মহেন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্মের নিকট আঘাত পাইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী একপক্ষে বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহই একত্রে দুইজন থাকিতে সমর্থ হইল না।

মহারাজ, রথী ও অশ্বগণ সকলেই তখন ভয়ে স্থির হইয়া গিয়াছিল। হাতের অস্ত্র ও ধনুক খসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবগণের সকল সৈন্য আহত হইয়া হাহাকার করিতে থাকিল।

এই ভয়ে সৈন্যের মস্তিষ্ক হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে এবং বিত্ত স্ত্রি বিত্তকে সংহার করিতে লাগিল॥

ভারত! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সব সৈন্যকেই ভয়ে পরিত্রাণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল॥

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমণ্ডল ব্যাকুল হইয়া ভিন্নভাবে যোদ্ধাদের ন্যায় আর্তস্বরে হাহাকার করিতে দেখা গেল। যে অশ্বারোহিগণও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পরিত্যক্ত হইতে লাগিলেন। ভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে এরূপ ভাবের দেখিয়া বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীর ঈষৎ রথকে সজ্জিত করিয়া মুখীপুত্র অর্জুনকে বলিলেন॥

মহারাজ! যাহার জন্য তুমি বীরগণ বলিয়া আহ্বান করিয়া আসিতেছ, বর্তমানে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই তুমি মোহে বিমোহিত হইয়া না পড়, তবে পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুদ্ধ কর॥

বীর! পূর্বে কুরুসভার মধ্যে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, দুর্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকল সৈন্যদিগকে আমি অস্ত্রদ্বারাই বিনাশ করিব॥ ৫৭-৬৪

পুরুষব্যাঘ্র যুধিষ্ঠির! তুমি তোমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ সত্য করিয়া দেখাও। অর্জুন! দেখ তোমার সকল সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিয়া এদিক ওদিকে পলায়ন করিতেছে॥ ৬৫

মহারাজ! এমন যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ কালের ন্যায় ভীষ্মকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে পলায়নপর এই সব হাহাকারিদের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহারা সিংহ হইতে ভীত ক্ষুদ্র মৃগদিগের ন্যায় ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন।

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন,—ভগবন্! এই অশ্বগণকে সেখানে

যোধয়ামাস্ তরসা তীব্রো বিশাখৈরুত্ত মৈর্যুধি।
পাতয়িত্বামি তূর্ণং ত্বাং কুরুসিংহসমীপতঃ ॥ ১৮

সঞ্জয় উবাচ।

তমুদ্যান্তং রথপ্রবান্ যোধয়ামাস মাধবঃ।
ততো তীব্রতরো রাজন্ যুদ্ধমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ১৯
ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রঃ পৃথিবীরথসংমতঃ।
দৃষ্ট্বা পার্থঃ মহাবাহুঃ তীব্রায়োদ্যতমাহবে ॥ ২০
ততো তীব্রঃ সুসংক্রুদ্ধঃ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
ধনঞ্জয়রথং তীব্রঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ২১
অথৈনং স রথশ্রেষ্ঠঃ মহাস্ত্রে সংযোজয়ন্।
পরাময়েন মহতা সমরে ন প্রকাশতে ॥ ২২
বাসুদেবস্তমাজ্ঞায় দৈবমায়াময়ং মহৎ।
চোদয়ামাস তান্ বাহান্ বিচিত্রান্ তীব্রমায়ুধৈঃ ॥ ২৩
ততঃ পার্থো ধনুর্মুক্তৈ দিব্যৈঃ জলনসন্নিভৈঃ।
পাতয়ামাস তীব্রস্য ধ্বজিনীং যুধি সায়কৈঃ ॥ ২৪

ন ছিন্নধন্বা সৌভদ্রঃ পুনরন্যন্মহদ্ ধনুঃ।
নিমিষান্তরমাত্রেণ সজ্যং চক্রে পিতা তব ॥ ২৫
বিরথং তমথো যোদ্ধাং বহুভিঃ সংনিবর্তনম্।
অথাস্ত তমপি ক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপ বসুধাধিপঃ ॥ ২৬
তস্য তৎ পুরুষব্যাঘ্রো লাঘবং পাণ্ডবোঽ ভুবঃ।
সাধু পার্থেতি মহাবাহো সাধু যোঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ২৭
ত্বয়ৈবৈতদ্ ধনুষ্কলং মহৎ কর্ম সুদুষ্করম্।
শ্রীমোদিস্থি যুদ্ধস্ব পুত্র কুরু যুদ্ধং ময়া সহ ॥ ২৮
ইতি পার্থঃ প্রশস্যাস্য প্রগৃহ্যাজগবং ধনুঃ।
যুযোধ সমরে বীরঃ পরান্ পার্থিবসত্তমান্ ॥ ২৯
অথর্ষভং বাসুদেবো হয়যানে শনৈঃ বলম্।
যোধয়ন্ দুর্মদং পরাংস্তস্থৌ সংগ্রামমূর্ধনি ॥ ৩০
তথা তীব্রস্য যুদ্ধেঽ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
বিষাদ নিমিত্তৈর্যোগৈঃ সর্বলোকেষু ভারত ॥ ৩১

হয় ছিন্ন হইলে আপনার পিতৃতুল্য তীব্র নিমেষ মধ্যেই পুনরায় অপর একটি ধনুকে জ্যারোপণ করিলেন। ১৫

তাহার পর ঘোর-দর্শন মহাবীর পরাক্রান্ত সেই মহান্ ধনু ধারণ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই ক্রুদ্ধ অর্জুন তাঁহার সেই ধনুও কাটিয়া ফেলিলেন। ১৬

অর্জুনের এই নৈপুণ্য দেখিয়া পাণ্ডবগণের তীব্র তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন,—মহাবাহু কুন্তীকুমার! তোমার পরাক্রম। পুত্র! তোমার এই হস্তনৈপুণ্যে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। বৎস! এইরূপ মহৎ কর্ম করা তোমারই যোগ্য। তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর। ১৭-১৮

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের অর্জুনের প্রশংসা করিয়া পুনরায় অপর বিপক্ষ ধনু হাতে লইয়া পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তীব্র যুদ্ধস্থলে তাঁহার উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রচালনা-বিষয়ে তখন পরম বল দেখাইলেন। তিনি তীব্রের বাণসমূহ ব্যর্থ করিতে করিতে অতিশয় বিশুদ্ধতার সহিত রথকে বহুপ্রকারে চালাইতে লাগিলেন। ৩০

ভারত! তথাপি তীব্র শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমক্ষ যোদ্ধা বীর তীব্রপক্ষীয়দিগকে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। ৩১

তত্তস্ত্রাণে ধনুষ্যগ্র্যৌ তৌ ভীষ্মরথিনাংবরৌ।
গোবৃষাবিব সংরব্ধৌ বিষাণৈরিতরেতরম্ ॥ ৬২
পুনরপি পুনঃসঙ্গ্রে পাণ্ডবঃ প্রহসন্নিব।
কৃষ্ণয়োর্যুধি সংরব্ধো ভীষ্মোরথমাবিশৎ ॥ ৬৩
বার্ষ্ণেয়ঃ পরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কল্পয়ামাস মোহিতঃ।
মুহূর্তমন্তরং ভীষ্মঃ প্রহসন্ বলবদ্ বলী ॥ ৬৪
ততস্তু কৃষ্ণঃ সময়ে দৃষ্ট্বা ভীষ্মপরাক্রমম্।
সংস্মৃত্য চ মহাবাহুঃ পার্থস্য দৃঢ়মূত্তমম্ ॥ ৬৫
ভীষ্মেণ সায়কৈর্নিত্যং স্বজনস্য নিশাসু চ।
প্রত্যপত্তমিবাত্মানং মহাবাতো মহোদধেঃ ॥ ৬৬
ধরান্ ধরান্ বিনিঘ্নন্তং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্।
দৃপ্তমিব কুপাণং ভীষ্মং যৌধিষ্ঠিরে বলে ॥ ৬৭
অমৃষ্যমাণো ভগবান্ কেশবঃ পরবীরহা।
অচিন্তয়দমেয়াত্মা নাস্তি যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ৬৮
একাহ্না হি রণে ভীষ্মো নাশয়েদ্ দেব-দানবান্।
কিং তু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে সবলান্ সপরাক্রমান্ ॥ ৬৯
অবধ্যে চ মহাসৈন্যঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
এতে চ কৌরবাস্তূর্ণং প্রহৃষ্টাঃ ভীষ্ম সোমকান্ ॥ ৭০
প্রায়ন্তি রণে পৃষ্ঠা দর্শয়ন্তঃ শিতাননম্।
সোহয়ং ভীষ্মঃ নিহন্যাচ্চ পাণ্ডবার্থায় কল্পিতঃ ॥ ৭১
তাবদেবঃ বিনেষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
অর্জুনো হি পরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্যমানোঽপি সংযুগে ॥ ৭২
কর্তব্যং নাভিজানাতি রণে ভীষ্মস্য গৌরবাৎ।
তথা চিন্তয়তস্তস্য কৃষ্ণ এব পিতামহঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ ধরান্ পার্থস্য প্রতি ॥ ৭৩
তেষাং বহ্বাং তু কৃষ্ণঃ শরাণাং
দিশশ্চ সর্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ।
ন চান্তরিক্ষং ন দিশো ন ভূমি-
র্ন তাবতোঽদৃশ্যত রশ্মিমালী।
ধনুশ্চ তাবান্তমুলাঃ সমৃদ্ধা
দিশশ্চ সর্বাঃ পিহিতা বভূবুঃ ॥ ৭৪

ভীষ্মের বাণ অঙ্গ-বিদ্ধ হইয়া সেই বরাঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন পূজার আধারে রক্ত চিহ্নযুক্ত দুইটি কুসুম হার অতিশয় রুক্ষ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬১

তারপর অত্যন্ত রোষান্বিত ভীষ্ম পুনরায় লক্ষ লক্ষ বাণ বর্ষণ করত যুদ্ধ-ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে তাড়িতপ্রায় করিয়া আকুল ও অবসন্ন করিলেন ॥ ৬২

কেবল ইহাই নহে, তুমিল ভীষ্ম উচ্চহাস্য করিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বারংবার পীড়িত করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরসৈন্যকে ধাবাইয়া তুলিলেন ॥ ৬৩

তখনও মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ক্ষণে ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া সাধুসাধুবাদ করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন রোষসন্তাপপূর্ণচিত্ত হইয়াছে এবং ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে নিয়ত বাণবর্ষণ করিয়াই চলিয়াছেন। তিনি উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থাকিয়া তাপদানকারী সূর্যের ন্যায় তপোদীপ্ত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যসেনা প্রলয়কালের মৃত্যু উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৬৪-৬৭

এই সমস্ত দেখিয়া ও বিচার করিয়া পরবীরসংহারকারী অমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে পরামর্শ করিলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সেনাবাহিনীর কাহারই রক্ষা নাই। ভীষ্ম রণাঙ্গনে একাকী একদিনের মধ্যেই সমস্ত দেবতা ও দানবসমূহকে বিনাশ করিতে পারেন। সেখানে সৈন্য ও সেবকবৃন্দের সহিত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করা ইহার পক্ষে আর কি অধিক কার্য হইতে পারে ॥ ৬৮-৬৯

মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী মধ্যে তত্ত্ব স্থিত পলায়ন করিতেছে এবং কৌরবেরা হৃষ্টমনে সোমকগণকে জয়লাভ সহিত পলায়ন করিতে দেখিয়া পিতামহের রক্ষণ করিতে করিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; অতএব আজ পাণ্ডবগণের জন্য তৎক্ষণ বাণে ভয়ঙ্কর আমি স্বয়ংই যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে নিহত করিব ॥ ৭০-৭১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের এই ভয়ঙ্কর ভারকে আমি দূর করিব। অর্জুন এই যুদ্ধে ভীষ্মবাণসমূহে আহত হইয়াও ভীষ্মের উপর গুরুত্ব বুদ্ধির জন্য তীব্র বধও সম্যক বুঝিতে পারিতেছে না ॥ ৭২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এরূপ চিন্তা করিবার সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্জুনের প্রথম উপর পুনরায় বহু বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৭৩

এই বাণসমূহের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ দিক্ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। তখন না আকাশকে দেখা যাইল, না দিঙ্মণ্ডল; এমন পৃথিবীকেও তখন দেখা যাইতেছিল না; এমন কি প্রখর কিরণশালী ভগবান্ সূর্যদেবকেও সেই সময়

ভোগো বিমর্দোঽথ ভয়ঙ্করশ্চ
দুর্নিরীক্ষ্যঃ কৃতবর্মা কৃপশ্চ।
অশ্বত্থামা সৌবলশ্চাতিতীব্রো
বিন্দানুবিন্দৌ চ সুদর্শিতশ্চ ॥ ৭১

আহ্যশ্চ সৌবীরগণাশ্চ সর্বে
রথাশ্চ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ।
ত্রিগর্তরাজঃ সমরাদপেতো
নিবেশনাৎ পাণ্ডবসৈন্যরাজ্ঞঃ ॥ ৭২

ত্বং বাহি-পাঞ্চাল-মহৌঘবাহৈ-
রনেকসাহস্রশতৈর্বৃতশ্চ।
ত্রিগর্তরাজস্য সমাবিবাধয়াণং
বিনের্দশা যাবদমূদ্যশৈশ্চ ॥ ৭৩

তথৈব দৃষ্টদ্যুম্ন-বাসুদেবৌ
পরাক্রিয়াসাধবতৌ সমগ্রাৎ।
অক্ষিপ্রবৌ শত্রুকৃতাং বরিষ্ঠৌ
শিনিপ্রবীরোঽতিরথশ্চ দুর্যুধ্ ॥ ৭৪

ন ত্বাদৃশীকানি মহাধনুষ্মান্
শিনিপ্রবীরঃ সহসাতিপত্যাৎ।
চকার সাহায্যমথার্জুনস্য
বিক্ষুর্ণয়া মূত্রনিষূদনস্য ॥ ৭৫

বিষীর্ণনানাধ্বজ-চক্রযোধঃ
ভীষ্মেণ বিত্রাসিতসর্বযোধম্।
যুধিষ্ঠিরানীকমভিপ্রযন্তং
প্রোবাচ সাত্যকিং শিনিপ্রবীরঃ ॥ ৭৬

ন ত্বদ্বিধা যান্তি রণৈক বীরং
সমং পুরস্তাৎ কবিভিঃ পুরাণৈঃ।
যা যাঃ প্রতিজ্ঞাঃ তব সন্তি বীরাঃ
তাঃ বীর্যবদ্ভিঃ পরিপালয়স্ব ॥ ৭৭

তান্ যাদবানন্ধকবৃষ্ণিমুখ্যান্
নরেন্দ্রমুখ্যান্ প্রবরঃ সমন্তাৎ।
পার্শ্বস্থ দৃষ্টা যুযুধানমাজৌ
ভীষ্মস্য সংখ্যে সমুদীর্ণবাণম্ ॥ ৭৮

অমৃষ্যমাণঃ স তদা মহাত্মা
যদূত্তমঃ সর্বজনার্চিতশ্রীঃ।
উবাচ সৈন্যেন্দ্রমভিপ্রযান্তং
দৃষ্টা কুরূণাপকৃতং মহদ্ভ্যাম্ ॥ ৭৯

যেতে পারেননি। তখন দুর্যুদ্ধ তাঁহার রথ প্রবাহিত হইতেছিল এবং বিধ্বস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। ৭৪

সেই সময় ভোগ, বিমর্দ, ভয়ঙ্কর, দুর্নিরীক্ষ্য, কৃতবর্মা, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, অতিতীব্র, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদর্শিত, সৌবীরগণ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ—ইহারা সকলে পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্মের আক্রমণার্থে চলিতে চলিতে অতি সত্বরই ত্রিগর্তরাজ অর্জুনের সম্মুখীন হইবার পর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ৭৫-৭৬

সাত্যকি দূর হইতে দেখিলেন যে, ত্রিগর্তরাজ অর্জুন রথ, পদাতিক ও হস্তী সৈন্যসমূহ সহ তাঁহার সম্মুখ সৈন্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। সমরাঙ্গণে মূত্রনিষূদক তাঁহার সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হইয়াছে। ৭৭

তাঁহার পরাক্রমিগণের মধ্যে যেই ত্রিগর্তরাজ এবং অর্জুনকে পরাজিত, ক্ষুণ্ণ, রথ ও রথ সৈন্যসমূহ চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া শিনিপ্রবরের সেই বীর সাত্যকি অতিক্রত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৮

শিনিপ্রবরের সেই বীর মহেষ্বাস সাত্যকি সহসা সেই সৈন্যগণের নিকট আসিয়া অর্জুনকে সৈন্যসাগরে সাহায্য করিতে পারিলেন, যেরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৭৯

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীর ধ্বজ, রথ ও রথসমূহ পর্যুদস্ত হইয়া পড়িল। ভীষ্ম সেই সময় সমস্ত যোদ্ধগণকেই ভীত করিয়া তুলিলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া শিনিপ্রবরের সেই বীর সাত্যকি তাহাদিগকে বলিলেন। ৮০

হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা যাইতেছ? প্রাচীন ধর্মানুসারে সেই ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ পথ বলেন নাই। সেই বীরগণ! বীর প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না। নিজেদের বীরত্বে পালন কর। ৮১

ইন্দ্রের তুল্য আত্মা শিনিপ্রবর সেই সেই নৃপগণকে চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, অর্জুন বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর অথচ প্রেরিত হইয়া যাইতেছেন—ইহা পরলোকের পথের সখা যদুগণের অগ্র-গোপালস্বরূপ মহাত্মা ত্রিগর্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

যে যান্তি যে বাহু নিবিপ্রধীর
ফোপি ছিন্নঃ সায়ক বেহপি যান্তু।
ভীষ্মং যথাং পশ্য নিপাত্যমানং
লোকক সংযো সমরং মহান্তং ॥ ৮৪

ন যে রথী সায়ক কৌরবাণাং
ক্রুদ্ধস্য মৃত্যোস্ত যথেহস্ত কশ্চিৎ।
উত্থাপয়ং পুরু যথাস্তুরাং
প্রাণং হরিষ্যামি মহাব্রতস্য ॥ ৮৫

নিহত্য ভীষ্মং সমরং তথাজৌ
লোকক সৈন্যেন সমপ্রবীরৌ।
প্রীতিং করিষ্যামি বেহস্তস্ত
রাজ্ঞস্ত ভীষস্ত তথাবিনোস্ত ॥ ৮৬

নিহত্য সর্বান্ নৃপবাহিনীস্থান্-
গুৎপক্ষিণো যে চ মহেষ্বাস্যাঃ।
রাজ্যেন রাজানমজাতশত্রুং
সম্পাদয়িষ্যামাহমদ্য ইষ্টঃ ॥ ৮৭

সঞ্জয় উবাচ।

(ইত্যেবমুক্ত্বা স মহানুভাবঃ
সমায় চক্রং নিশিতং পুরাণম্।
পুনর্বধঃ ক্ষিতিমাস্থিতেব
উত্তাপ্রহস্তঃ সমমাজবোহ ॥)

উতঃ পুনাতঃ বসুদেবপুত্রঃ
পুণ্যপ্রতঃ বহুলসপ্রভাবম্।
পুরাণমুক্ষ্যা দুজন চক্রং
ধনাবমুক্ত্য বিসৃজ্য বাহান্ ॥ ৮৮

সঞ্চম্পান্ গাং রথৈর্মহাত্মা
বেগেন কৃষ্ণঃ প্রলয়ে ভীষম্।
মহাত্মনোঃ সমুপৈর্লিপ্তঃ
সিংহে। জিঘাংসন্নিব বারণেন্দ্রম্ ॥ ৮৯

সোহভিদ্রবন্ ভীষমনীকমধ্যে
দুদ্রাব মহেন্দ্রাশনিঃ প্রমাথী।
ব্যাদায়িতীস্যান্তকটস্থকল্পো
যমো যথা যে ভূতিভাবনস্থঃ ॥ ৯০

যিনি সমর কৌরবাহিনীকে চারিদিক হইতে আকুল করিতে দেখিয়া যমরী বীর সাত্যকিকে প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৮১-৮৩

নিবিষপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি-প্রমুখ সাত্যকি! যাহারা পলায়ন করিতেছে, তাহারা থাকুক। যাহারা এখনও যুদ্ধ অবস্থান করিতেছে, তাহারাও চলিয়া যাউক (আমি ইহাদের কোন ভয়না করি না)। যুযি দেখ, আমি এখনই সত্যপ্রতিজ্ঞ সমবেত গণের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে রথ হইতে পাতিত করিব ॥ ৮৪

সাত্যকিপ্রমুখ! আজ কৌরবসেনার কোন রথী বীরই কুরু শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে ভীষিত পাইয়া মুক্তি পাইবে না। আমি ভীষ্ম তুরন্ত চক্র লইয়া মহাব্রতধারী ভীষের প্রাণ হরণ করিব ॥ ৮৫

নিবিষপক্ষপ্রমুখ সাত্যকে! সমরবিজয়ের সহিত ভীষ্ম ও দ্রোণ—এই দুই বীর মহাবীরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়া, ভীষসেন ও সহদেব-সমেতের প্রসন্ন করিব ॥ ৮৬

যুধিষ্ঠিরের সমস্ত শত্রু এবং তাহাদের সঙ্গে আমার সমস্ত শত্রু সমরপ্রিয়ের বধ করিয়া আমি প্রজ্ঞার সহিত আজ অজাতশত্রু দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যশালী করিব ॥ ৮৭

সঞ্জয় বলিলেন,—(এই কথা বলিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম পুরাতন ও ভীষ্ম অস্ত্র ধুরন্ধর চক্রকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিজ করিয়াছিলেন সেই রথ হইতে শ্রীকৃষ্ণের হাতের অস্ত্রাঘাতে আসিয়া প্রস্তুত থাকিলেন)।

এই সময় মাধবের অবিনশ্বর ভূষণ ছিল। তাঁহার প্রতাপ মহাবলশালী এবং প্রতাপ মহাভূজ ছিল। তাঁহার সীমাহীনতার ভূষণ প্রায় ধারণ। বসুদেবনন্দন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অবলম্বনে পরিত্যাগ করত হস্তে সেই চক্রকে উত্তোলিত করিয়া রথ হইতে নামাইয়া। পক্ষিগণের এবং যেরূপ সিংহ বারিবারণ, মহাত্মা ও উত্তম মহাত্মাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার নিকট ধাবিত হয়, সেইরূপ তিনিও ভীষ্ম পাবনার্থে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে ভূতগণে ভীষের অভিমুখে সবেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৮-৯১

যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রে মাত্র শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পর্বতসমূহই বর্ষিত করিতে পারেন। তিনি সেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে ঢুকিয়া হইয়া যে সময় ভীষের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার ভয়বিহ্বল যমুর যোগে আবোলিত পীতবর্ণে এরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেরূপ আকাশে বিদ্যুৎ পরিবেষ্টিত জলদ যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৯০

সুবর্ণনিষ্কাভরণং প্রবৃদ্ধমরিন্দমম্।
তপ্তচামীকরনিভং সুমুখং সুমহাহনুম্॥
দ্বাত্রিংশদ্বরলক্ষণ্যং তালমাত্রায়তেক্ষণম্।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল্যং সমসংহননোজ্জ্বলম্॥
ঊর্ধ্বরোমতনুং শ্রীমান্ শ্রীবৎসকৃতলক্ষণম্।
সুকুমারত্বচং স্নিগ্ধং সুকুমারাগ্রমূর্ধজম্॥
সুকুমারাঙ্গুলিতলং সুকুমারাঙ্গুলীযকম্।
সুকুমারাঙ্গুলিনখং সুকুমারাঙ্গুলীকরম্॥
সুকুমারভুজং শ্রীমান্ সুকুমারনখাঙ্গুলিম্।
সুকুমারোরুজঘনং সুকুমারকটীতটম্॥
সুকুমারকটীপৃষ্ঠং সুকুমারকটীসন্ধিম্।
সুকুমারকটীকক্ষং সুকুমারকটীরুহম্॥
সুকুমারকটীবস্তিং সুকুমারকটীরুহম্।
সুকুমারকটীবস্তিং সুকুমারকটীরুহম্॥
সুকুমারকটীবস্তিং সুকুমারকটীরুহম্॥

শ্রীকৃষ্ণের মুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে মুনোহিত এই সুবর্ণের চক্ষু ঘনশ্যাম এরূপ বোধা যাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে মনে হইল—ভগবান্ নারায়ণের আদি হইতে উৎপন্ন প্রাতঃকালীন সূর্যমণ্ডল যাহিয়াই শান্তিকল প্রকাশিত হইতেছেন। ১১

শ্রীকৃষ্ণের কোমল সূর্যাংশ হইতে এই সময় বিকসিত হইয়াছেন। ইহার নীলাম্বোজ মুখের ন্যায় তীক্ষ্ণ নাসা ছিল এবং ইহাই ছিল তাঁহার মুখের সম। ভগবানের শ্রীবিগ্রহরূপ মহাসরোবরে ইনি বর্ধিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণরূপ শ্রীকৃষ্ণের বামকর নাল ইহার পোষা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ১২

মহেন্দ্রের ন্যায় আজা শ্রীকৃষ্ণ মুদিত হইয়া হস্তে চক্র উত্তোলন করত অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপে দেখিয়া কৌরবদলের সকলেরই মনে চিন্তা করত সকল প্রাণীই হাহাকার করিতে লাগিল। ১৩

এই অবসরে মহাবলবান শ্রীকৃষ্ণ হাতে চক্র লইয়া যেন সমস্ত জগৎকেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি তখন সমস্ত প্রাণিজগৎকে ভগবান্ করিয়া ইহাদের উচিত মুখেরই ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৪

অনন্তরং তদ্ বিচকর্ষ সৌর্য্যাঃ
মহাপ্রভাদীপ্তিবপুল্যযোধম্। ১৫
উদাচ ভীমস্তমনন্তপৌরুষঃ
সোহিন্দ্রমায়াবিবিমূঢ়চেতাঃ।
এহেহি দেবেশ জগন্নিবাস
নমোঽস্তু তে মাধব চক্রপাণে। ১৬
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ
যথোদ্যতং সর্বজনস্য সংখ্যে। ১৭
যদা হতস্ত্বয়ি যদাত্ত কৃত্ত
মোহং পরিত্যজ্য ইবৈষ লোকে।
সনাবিরোঽস্মাদ্ধক-বৃষ্ণিনাথ
লোকৈরিতিত্বীব জগাদিযানাম্ ।১৮
যথেদমুক্ত্বা ভগবান্ প্রবাহ্য
পার্থোঽপাসৃক্তঃ সহসাবতীর্য্য।
জগ্রাহ পীনোত্তমলম্ববাহুং
বাহ্যোর্ধিং বাহুবপীনবাহুঃ। ১৯

ভগবান্‌কে চক্র লইয়া ভীষ্মাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পাণ্ডবদলের ভীত সকল ভীত হিংসা হিংসক না হইয়া দুই হস্তে গাণ্ডীবসদৃশ্য গভীরস্পর্শকারী তীব্র বিশাল ধনুক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৯।

সেই সময় যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের চিত্তে অন্য কোন ভাব ছিল না। তিনি তখন অন্য মুক্তার্থশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন,—আসুন, আসুন, দেবেশ! জগন্নিবাস! আপনাকে নমস্কার। হস্তে চক্র লইয়া আপনি আসুন! সকলের প্রভুস্বরূপ লোকনাথ! আজ যুদ্ধভূমিতে সকলের আগেই আমাকে বিনষ্ট করিয়া এই উদ্যম হইতে নিবৃত্তিত করুন। ১৬-১৭

হে কৃষ্ণ! আজ আপনার হস্তে যদি আমি নিহত হই, তবে ইহলোকে ও পরলোকে আমার কল্যাণ হইবে। অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আপনার এই কার্যদ্বারা নিঃসন্দেহে আমার মোহ বর্জিত হইল। ১৮

হস্ত (মোটা), লম্বা ও উন্নত বাহুশোভিত, মহাবলের মেই বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আগে যাইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয়

নিবৃত্তব্যাপদ্ধ তমাহিতেরো
ক্ষুণ্ণা সরোষঃ কিল চারুহাসী।
আমার বেণেন বলাম বিষ্ণু-
রিষ্ণুং মহাত্মাত্ত ইবৈকরূপম্। ১০৮
পার্শ্বে স্থিতা বলেন পার্থো
ভীমান্তিকং তূর্ণমভিপ্রয়ন্তম্।
বলাদ্বিপ্রাহ হরিঃ কিরীটী
পরোক্ষ রাজন্ বলবে কথঞ্চিৎ। ১০৯
অবাঙ্মুখক প্রণিপত্য কৃষ্ণং
প্রীত্যোদ্যুতঃ কাঞ্চনচিত্রমালী।
উবাচ কোপং প্রতিসাদয়েতি
পরিষ্বজান্ কেশব পাণ্ডবানাম্। ১১০
ন হাস্যতে কর্ম যথাপ্রতিজ্ঞং
পুত্রৈঃ সপৌত্রৈ কেশব সোদরৈশ্চ।
অহং করিষ্যামি যথা কুরূণাং
ত্বয়াভিগুপ্তানুভ সন্তরূক্ষ। ১১০
তত: প্রতিজ্ঞাং সমবেক্ষ্য তস্য
জনার্দনঃ প্রীতমনা বিনদ্য।
দ্বিষঃ স্থিরে কৌরবসত্তমস্য
রথঃ সকক্ষঃ পুনরাজবাহ। ১১৪
স তাবতীমূর্ব্ পুনরাজবাহ
প্রসৃজ্য শস্ত্রং দ্বিষতাং নিহন্তা।
বিনাহরাদান তদেতি বিদ্বান্
স পাঞ্চজন্যস্য তদেব শৌরিঃ। ১১৫
ব্যাবিদ্ধবিস্ফারিত-কুণ্ডলা তং
রজোবিকীর্ণাজিতপক্ষনেত্রম্।
বিভক্তরশ্মিং প্রগৃহীতশস্ত্রং
বিধুন্বতং প্রেক্ষ্য মুকুপ্রবীরাঃ। ১১৬
মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবপ্রণাদা
বেণিরব। দুন্দুভিনিঃস্বনাশ্চ।
স সিংহনাদশ্চ বভূবুরুগ্রাঃ
সর্বেষনীকেষু তদা কুরূণাম্। ১১৭

ব্যবস্থায় সন্ধির কথা হইতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরে বাধিত হইলেন এবং বিরাট যাইয়া তাঁহার দুই ভাই যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। অর্জুনের বাণে দুর্যোধন (ষোড়া) ও বিদ্ধ হইল। ১০৯

শান্তিরক্ষায় আগ্রহশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্যত্র যোগাবিষ্ট ছিলেন। তিনি অর্জুনকর্তৃক কুরু বধিবার নিমিত্ত হইতে পারিলেন না। যেরূপ কমলবনে কোন দৃষ্টকে ঘুরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে লইয়াই অন্যত্রযোগে অন্তর হইতে লাগিলেন। ১১০

রাজন্! তখন কিরীটধারী অর্জুন তাঁহার দিকে অন্যত্রযোগে গমনকারী শ্রীহরির চরণযুগল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা করিলেন এবং কোনরূপে কলহ অন্তর হইতে না হইতেই তাঁহাকে বিনাশিত করিতে সমর্থ হইলেন। ১১১

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন ধনঞ্জয়ের বিচিত্রিতাগ্রে বিস্তৃত অর্জুন অন্যত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত বলিলেন,—কেশব! আপনি আমাদের কোন পাপ করুন। প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের সহায় আছেন। ১১২

কেশব! এখন আমি যাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে কর্ণবধসাধন করিব, উহা কখনই ব্যর্থ করিব না। এই কথা আমি আমার পুত্র ও ভাতৃগণের শপথ করিয়াই বলিতেছি। উদগ্র! আপনার আজ্ঞা পাইলেই আমি কৌরবসৈন্যকে বিনাশ করিব। ১১৩

অর্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ও কর্ণবধসাধনের নিশ্চয়তা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে প্রসন্ন হইলেন। তিনি তখনই অর্জুনের হিত করা করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রাজসৈন্য পুনরায় বধে আদেশ করিলেন। ১১৪

শত্রুসৈন্যের বধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অন্তর্ধান করিয়া (লুকাইয়া) থাকা করিলেন এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া উহার অন্তরিক্ষ সম্পূর্ণ বিস্তৃতরূপে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। ১১৫

সেই সময় তাঁহার কপিধ্বজ রথ, রথের শব্দ (ঘর্ঘর) এবং কর্ণের কুরুল তুলিতে লাগিল, তাঁহার কলেবরস্থ কৃষ্ণ কেশের উপর সৈন্যোত্থিত ধূলি পতিত হইতেছিল। তাঁহার ধনুর্বাণ তখন ও শত্রু ছিল এবং তিনি বিশ্ব রূপে শত্রু ধারণ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৌরবপক্ষের যোদ্ধৃগণ ঘোষণা করিয়া উঠিলেন। ১১৬

তাহার কৌরবগণের সমস্ত সৈন্যদলেই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও দুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। ধনঞ্জয়ের ধনুষ্টঙ্কার শব্দ তদা যাইতে লাগিল। এই সমস্ত শব্দ বীরগণের সিংহনাদের সহিত মিলিত অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিল। ১১৭

গাণ্ডীবমেবাঃ ধনরিত্যুবাচ
জগাম পার্শ্বং নরতো বিশল্যঃ।
তমুদ্যতং বাগা বিদ্যুতঃ প্রদহ্যঃ
সর্বা দিশঃ পাণ্ডবচাপমুক্তাঃ॥ ১০৮

তং কৌরবাণামধিপো জবেন
ভীমেন তূর্ণিঞ্জবসা চ সার্ধম্।
অন্যান্যবধ্যাবুদ্যতবাণপাণি
কৃতং বিশস্তাবিব ধূমকেতূ॥ ১০৯

অথার্জুনায় প্রহিণোদ্ যতান্
তূর্ণিঞ্জবাঃ সপ্ত সুবর্ণপুঙ্খান্।
দুর্যোধনস্যোদ্যতমুদ্যতেষুঃ
শল্যো গদাং ভাস্বতবজ্র শক্তিম্॥ ১১০

স সপ্তভিঃ সপ্ত শরপ্রবেকান্
সংখ্যার্থা তূর্ণিঞ্জবসা বিশল্যান্।
ত্রিভেন তূর্ণাধনবাজমুক্তা
ক্ষুরেণ তং কৌরবমুদ্যমাথ॥ ১১১

ততঃ তস্যামাপতন্তীং স শক্তিং
বিদ্যুৎপ্রভাং ভাস্বতবজ্রকল্পাম্।
গদাঞ্চ মদ্রাধিপবাহমুক্তাং
ধারাং শরাণাং নিচকর্ত বীরঃ॥ ১১২

ততো তুরাত্মা বলবদ্ বিসৃষ্ট
চিক্ষেপ যত্নাতিবধপ্রযত্নেন্।
যাদ্যেশ্বরঃ বিবিধং সুঘোরং
প্রাজ্বল্ভতাদ্যুতমন্তরিক্ষে॥ ১১৩

তেনোত্তমাস্ত্রেণ ততো মহাত্মা
সর্বাণ্যনীকানি মহারথানাম্।
সংমোহয়ন্নৈবিজয়ায়ধর্দ্ধৈ-
র্বিবাধয়ামাস কিরীটমালী॥ ১১৪

বিসৃজ্যমুখ্যাঃ পার্থধনুঃপ্রমুক্তা
যমান্ জঘান্যাপি ধনূংষি বাহূন্।
নিকৃত্য তেষান্ বিবিধৈঃ পরেষাং
নরেন্দ্র-মাগেন্দ্র-তুরঙ্গমাণাম্॥ ১১৫

ততো দিশঃ সোহনুদিশশ্চ পার্থঃ
শরৈঃ সুঘোরৈঃ সমরে বিতত্য।
গাণ্ডীবশব্দেন রবাংশি ঘোষাঃ
কিরীটমালী বাধয়াঞ্চকার॥ ১১৬

অর্জুনের গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য শর ভেদকর্মনের হাত অতিক্রম ও মদ্ররাজের বিদ্ধ করিয়া পড়িল এবং তাঁহার বর্ম ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়া বিবিধ ও ভয়ঙ্কর বাণসমূহ সকল দিক্ আচ্ছন্ন করিল। ১০৮

সেই সময় কৌরবরাজ দুর্যোধন ক্রুদ্ধ ও রণে সজ্জা হইয়া ক্রতবেগে অর্জুনের সম্মুখে আসিলেন, তাহাতে রণে ইন্দ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রসমূহ দ্বারা বধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহার সহিত ভীম ও তূর্ণিঞ্জবও গিলেন। ১০৯

অনন্তর তূর্ণিঞ্জব স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত সাতটি তীক্ষ্ণ অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। দুর্যোধন তীক্ষ্ণধার বেগশালী একটি তোমর প্রহার করিলেন। ১১০

তখন, অর্জুন সাতটি বাণে তূর্ণিঞ্জবের নিক্ষিপ্ত সাতটি তীরকে ছেদন করিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্রে দুর্যোধনের বাহুমুক্ত সেই তোমরকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ১১১

তদনন্তর বীরবর অর্জুন শাস্ত্রমন্ত্রপূত তীক্ষ্ণধার নিক্ষিপ্ত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাযুক্তা ও ভাস্বরবজ্রতুল্যা শক্তিকে এবং মদ্ররাজ শল্যের বাহুমুক্ত গদাকেও দুই বাণে কাটিয়া ফেলিলেন। ১১২

অনন্তর অর্জুনের বলপূর্ণ বিচিত্র বজ্রকে দূর হইতে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া অর্জুন বিনি অন্যান্য অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্র নিবারণ করিলেন। সেই অদ্ভুত অস্ত্র তখন অন্তরিক্ষে প্রকাশিত হইয়া উঠিল। ১১৩

তাহার পরে মুকুটধারী কিরীটমালী মহাত্মা মহাবাহু অর্জুন সেই উত্তম অস্ত্র দ্বারা বিবিধ ও অতিদারুণ প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা বিপক্ষ করিয়া কৌরবদলের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ১১৪

অর্জুনের বজ্র ইন্দ্রের মুক্ত বাণসমূহ পক্ষপাতের অশ্ব, রথসমূহ, অস্ত্র ও বাহু ছেদন করিয়া মহাদ্রি, পক্ষযুক্ত ও অন্যান্যদলের পর্বতের ন্যায় ছিন্ন হইতে লাগিল। ১১৫

অনন্তর ভীম বাণাসন বাণসমূহকে মুক্তমনে সম্পূর্ণ দিক্ ও দোলসমূহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুন গাণ্ডীব-মুক্ত ঐন্দ্রাস্ত্রসম্ভূত কৌরবসৈন্যের মনে ভয়ানক ত্রাসের সৃষ্টি করিলেন। ১১৬

তমিত্যুক্ত্বা মোহয়ন্ত্যে প্রকৃতে
সত্যবতী দুন্দুভিনিঃস্বনাক্ষ।
অন্তর্হিতা শান্তিনিঃস্বনেন
বহুদ্রুতাপ্তং বয়প্রধানাঃ। ১১৭
গাণ্ডীবমন্ত্রং তমথো বিদিত্বা
বিরাটরাজপ্রমুখাঃ প্রবীরাঃ।
পাঞ্চালরাজো দ্রুপদশ্চ বীর-
স্তং ক্ষেমরাজং ত্বরিতাভ্যযুঃ। ১১৮
সর্বাণি সৈন্যানি তু তত্রকানি
যতো যতো গাণ্ডিবঘোষ আসীৎ।
ততস্ততঃ সন্নিবিবেশ ভূয়-
র্ব তঃ প্রতীপোঽভিসসার ক্ষিপ্তঃ। ১১৯
তস্মিন্ মুহূর্তে নৃপসঙ্ঘমধ্যে
হতাঃ প্রবীরাঃ সবয়ঃ-সূতাঃ।
গজাশ্ব নাদাংশ্চ নিপাতয়ন্তো
মহাপতাকাঃ শুভকক্ষ্যকাশ্চ। ১২০
পতীতনয়াঃ সহসা বিপেতুঃ
কিরীটিনা ভিন্নভুজাঙ্গত্রাণাঃ।
দৃঢ়ঃ ধৃতাঃ পত্তিভিরপ্রমেয়ৈঃ
পার্শ্বে ত্বরান্বিতৈঃ নিতান্তৈঃ। ১২১
বিকৃষ্যমাণা নিহতেন্দ্রকীলা
ধ্বজা মহান্তো ধরণীমুপেযুঃ।
পতাকিনশ্চাপ্ত রথাশ্ব সঙ্গে
হয়াশ্ব নাগাশ্ব ধনঞ্জয়েন। ১২২
বাণাহতাস্তূর্ণমপেতসত্ত্বা
বিহ্বা গাত্রাণি বিপেতুরর্ত্যাম্।
ঐরেণ ক্ষেত্রেণ যথাস্ত্
মহাহবে ভিন্নভুজমেহঃ। ১২৩
ততঃ সবৌঘৈর্নিশিতৈঃ কিরীটিনা
নৃদেহশস্ত্রধ্বজলোহিতোদা।
নদী সুঘোরা বহতোকেনা
প্রবর্তিতা তত্র রথাশিরো বৈ। ১২৪
যেনেন সাক্ষীব পৃথুপ্রবাহা
পরেতনাথাবপরীরবোধা।
নরেন্দ্রমজ্জোদ্ভিরমাংসফেন-
প্রকৃত্তমর্মোরগপৃত্তসেবিতা। ১২৫

এইরূপে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পঞ্চশতি, সপ্তশতি, অষ্ট ও দশশতকে। একশতের অধিক পক্ষ গাণ্ডীবমন্ত্রের সেই ভৈরব-রবিতে অভিভূত হইয়া গেল। ১১৭

তথাপি গাণ্ডীবমন্ত্রের পরকে ডুবিয়ে পারিয়া তাহা বিরাট প্রভৃতি সেই বীরগণ এবং বীরবর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ—এই সব উদারচরিত মহাবীরেরা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১৮

যেখানে যেখানে গাণ্ডীব মন্ত্র ভৈরব ধ্বনি করিতেছিল, সেখানে সেখানে আসিবার সময় সৈন্যরাজিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ধ্বংস করিতে লাগিল। কেহই তখন তাহার প্রতিযুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই। ১১৯

নৃপগণের মস্তক ধড়, বাহু ও সাথি সব সেই সেই বীরকুল ছিন্ন হইলেন। সুন্দর বর্ম উন্মুক্ত হয়, বহু বহু সজ্জাসহপাতিত এবং হস্তী আরোহণযুক্ত আঘাতে পীড়িত হইয়া পতি ও ঘোড়সওয়ারেরা সহসা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। মুহূর্তমাত্র অর্জুনের ভয়ে বেগধারী তীক্ষ্ণ ও লক্ষ্যভেদী নিশিত শর গাণ্ডীবমন্ত্রে আরোপিত হইয়া ধনুক এবং পতাকা ছিন্নভিন্ন করিয়া ঘোড়-সৈন্যের সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করত ধূলিসাৎ হইতে লাগিল। ১২০-১২১

বৃক্ষের সমূহ ধ্বজাগ্রের সহ এই হইয়াছে এবং ঐরাবত ছিন্ন হইয়াছে, এমন বহু বহু রথরাশি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। এই শরাঘাতে অর্জুনের বাণে আহত পতাকিত সৈন্যবাহিনী, রথ, অশ্ব ও হস্তী সকল সমূহত (নিহত) হইয়া ভিন্নপ্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গসমূহ ছাড়িয়া ধরণ পূর্বক ভূতলে পতিত থাকত করিল। হায়! সেই মহান্ ঐরাবত সদৃশাকার সকল সৈন্যেরই শরীর ও অঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। ১২২-১২৩

সেই সময় যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জুন ঘোর ভীষণদর্শনযুক্ত মোহজিনের শরীর প্রাণ আঘাতে নির্মম অক্ষর এক ভয়ঙ্কর নদী বহাইয়া দিলেন, যে নদীতে মনুষ্যগণের দেহ ভেলার ন্যায় ভাসিতেছিল। ১২৪

এই নদী ভীরুদিগের ভয়োৎপাদক ছিল। উহার প্রবাহও বিশাল ছিল। মৃত হস্তী ও অশ্বদিগের শরীরসমূহ এই স্রোত, ভীরুদিগের ভয়ের কারণ হইতে লাগিল। নৃপগণের মজ্জা ও মাংস তাহার ফেনরূপে পরিণত হইয়াছিল। বহু রাক্ষস ও ভূতগণ উহা সেবন করিতেছিল। ১২৫

শিরঃকপালাকুলকেশবাহুলা
শরীরলজ্জাতনহপ্রবাহিনী।
বিশীর্ণনানাকবচোপিলক্ষণা
মহাভয়ানাপি নিকৃত্তকর্ণিকা ॥ ১১৯
ধ-বজ-শাস্ত্রাক্ষ-নৃপ-ক্ষাটৈঃ
ক্ষয়াক্ষয়ৈশ্চাপ্ত তরঙ্গিণি ।
উৎপত্তকূলাঃ ধনুতপ্তহস্তাঃ
ক্রুদ্ধাঃ মহারৌদ্রকলীপ্রকাশাম্ ॥ ১২০
প্রবর্তিতায়ুধনিবাপসঙ্গৈ-
র্যোধাবসাদকৃপ্রবহাঃ সুভীমাম্।
হতপ্রবীরাক্ষ তটৈব দৃষ্ট্বা
সেনাঃ কুরূণাম্ব ব্যাকুলেন ॥ ১২৮
তে চেদি পাঞ্চাল-করূষ-মৎস্যাঃ
পার্থস্য সর্বে সহিতাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
অভ্যদ্রবন্তাঃ কুরুবীরবীরান্
সমাসাদ্য কুরুবীরযোধান্ ॥ ১২৯
হতপ্রবীরাশ্চি বলানি দৃষ্ট্বা
কিরীটিনা সঙ্গরমাবহেন।

বিমাদ্য সেনাঃ ধনিনীপতীনাঃ
সীদতো দুষ্প্রাবমিব সুঘলম্ ॥ ১৩০
বিনেদুরুচ্চৈরভিহন্যমানে
শাঙ্খীবরাঃ ৬ জয়াবহন্ত।
ততো রবিঃ সাগরতুল্যবিস্তারঃ
দৃষ্ট্বা কৃপঃ শরণমিত্যুবাচ ॥ ১৩১
ওঘৈরিবাঃ বিস্তৃতঃ যোধ-
মনন্তমূর্তীকা মৃত্যুতরঙ্গম্।
অথাপরাঃ কুরবঃ সভীমাঃ
সম্রাব-দুর্যোধন-বাহিনীকাম্ ॥ ১৩২
চক্রুনিশাঃ সহিতস্তাঃ সমীক্ষ্য
বিভাবসোর্লোহিতরাগযুক্তাম্।
অথাপরা কৌষিক ভদ্রসেন
বিজিত্য শত্রূংশ্চ ধনঞ্জয়োঽপি ॥ ১৩৩
হতৌ মহেষ্বাস সহ সোদরেণ
সমাপ্তকল্পা বিবিধং নিশায়াম্।
ততঃ প্রভাতে কুরুসৃঞ্জয়াঃ
নিশাম্মুখে যোদ্ধুমিয়ায় প্রহাষ্টঃ ॥ ১৩৪

ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের কোলাহল থামিয়া এল এবং নদীর স্রোতের মত শোণিতের ধারা বহিতে লাগিল। সহস্র সহস্র মৃতদেহগুলি ঊষাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত অবস্থায় ঊষার আগমনে সমবেত গান করিতেছিল। মস্তক, পদ ও হস্তিদেহের কর্তিত অংশগুলি ছোট ছোট তরঙ্গ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। ১২৬

এই নদীর উৎস ভীরু, কুরু, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ এবং অন্যান্য যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র উপস্থিত ছিল। এই ভয়াবহ নদীকে তখন সকল মানুষই মহাবৈতরণী ভীতি নামে অভিহিত করিতেছিল। ১২৭

অস্ত্রের বাসস্থান হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। ধনুকগুলি ইহা চওী, ধ্বজা ও ছত্র বহন করিতে থাকায় অধিকতর ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছিল। এইরূপে যোদ্ধসৈন্যের প্রবল, প্রচণ্ড বীরগণ অস্ত্রশস্ত্রের বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া ভীমি, পাঞ্চাল, করূষ ও মৎস্যদেশের অধিপ এবং কুরুবীর যুদ্ধ—এই সব মহাবীরগণ বিজয় লাভ করিয়া বিজয়ী হইয়া কৌরব-সেনাদিগকে ভয়ভীত করিতে করিতে এবং সঙ্গে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ১২৮-১২৯

বিমর্দিত সেনা: ধনিনীপতীনাঃ
সীদতো দুষ্প্রাবমিব সুঘলম্ ॥ ১৩০
বিনেদুরুচ্চৈরভিহন্যমানে
শাঙ্খীবরাঃ ৬ জয়াবহন্ত।
ততো রবিঃ সাগরতুল্যবিস্তারঃ
দৃষ্ট্বা কৃপঃ শরণমিত্যুবাচ ॥ ১৩১
ওঘৈরিবাঃ বিস্তৃতঃ যোধ-
মনন্তমূর্তীকা মৃত্যুতরঙ্গম্।
অথাপরাঃ কুরবঃ সভীমাঃ
সম্রাব-দুর্যোধন-বাহিনীকাম্ ॥ ১৩২
চক্রুনিশাঃ সহিতস্তাঃ সমীক্ষ্য
বিভাবসোর্লোহিতরাগযুক্তাম্।
অথাপরা কৌষিক ভদ্রসেন
বিজিত্য শত্রূংশ্চ ধনঞ্জয়োঽপি ॥ ১৩৩
হতৌ মহেষ্বাস সহ সোদরেণ
সমাপ্তকল্পা বিবিধং নিশায়াম্।
ততঃ প্রভাতে কুরুসৃঞ্জয়াঃ
নিশাম্মুখে যোদ্ধুমিয়ায় প্রহাষ্টঃ ॥ ১৩৪

সন্ধ্যাবেলা ভয়ঙ্কর কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক কৌরবসৈন্যের প্রধান প্রধান বহু বীরকে বিদ্ধ দেখিয়া সাত্যকির সহায়েই অধিকতর প্রবল হইলেন। গাণ্ডীবধারী অর্জুন এবং ভয়ানক শিক্ষিত সিংহরূপ দুর্যোধনের সৈন্যদলকে তীব্র করার এবং কৌরবসেনাপতিদিগকে ভীত করিয়া অবশেষে দারুণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তখনকার অবস্থানুযায়ী আঘাতে কত-বিক্ষতদেহে ভীম, দ্রোণ, দুর্যোধন, বাহ্লীক ও অন্যান্য কৌরবযোদ্ধা দুর্যোধনকে ভীত কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া এবং তাহার ঐশ্বর্যাদির প্রতিকূল লক্ষণ ব্যাপ্ত ও অন্ত আসিয়া সূর্যের রক্তিম কিরণে সমৃদ্ধ সন্ধ্যা এবং রাত্রির আগমনকাল দেখিয়া সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া লইলেন।

তখনও সন্ধ্যালোক ম্লান করিয়া এবং লোকসমাজে ঘুম ও ঘুমটানি আনিয়া ছাড়া এবং নৃপতিদের সহিত সমস্ত রাত্রি সম্পূর্ণ সুখের রাত্রি যাপনের জন্য নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সেই সময় রাত্রির প্রারম্ভে কৌরবপক্ষের মধ্যে অধিকতর অসুবিধা দেখা দিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, আজ অর্জুন কাহাকে বধ করিয়াছে এবং কাহার বধী বীর

রথে রথানাবস্থিতঃ নিহত্য
হত্বা গজাঃ সপ্তশতান্যুনেন।
প্রাচ্যান্ত সৌবীরবশাংশ্চ সর্বে
নিপাতিতাঃ ক্ষুদ্রক-মালবাশ্চ ॥ ১৬৪
মহৎ কৃতং কর্ম বলক্ষয়েন
কর্তুং যথা নার্হতি কল্পিতস্তং।
অকামমেবাপতিতং রাজা
ত্বমেব দুর্যোধন-চিত্রসেনৌ ॥ ১৬৫
দ্রোণঃ কৃপঃ সৈন্ধব-বাহ্লিকৌ চ
কৃতিশ্চিমৎঃ শল্য-শলৌ চ রাজন্।
অন্তে চ যোধা সকলঃ সমেতা
ক্ষুব্ধেন পার্থেন হতাস্ত যুদ্ধে ॥ ১৬৭

যবনমরীচযোগ জিতাঃ সভীষাঃ
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
ইতি ক্ষয়ং শিবিরাণি গন্তুঃ
সর্বে গতা আহব যে বরীয়াঃ ॥ ১৬৮
উদাদয়ৈরেব সুদুর্মদৈশ্চ—
বিজাজয়াবৈশ্চ তথা প্রতীপৈঃ।
কিরীটিবিক্রান্তিসমর্দিতাশ্চ
চক্রে নিবেশং অজিনী সুরক্ষন্ ॥ ১৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়দিবসযুদ্ধে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

সৈন্য বিনাশ করত শত্রুপক্ষ হৃষ্টচিত্তে বিশ্রাম করিয়াছে। প্রাচ্য, সৌবীর, ক্ষুদ্রক ও মালব সমস্ত ক্ষত্রিয়শিরোমণি সে সব বধিয়াছে। তুমি আজ যে মহাসংহার করিয়াছ, উহা অন্য কোন বীরই করিতে সমর্থ হইবে না।

রাজন্, ভীষ্ম অর্ধরথি, দুর্যোধন, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, জয়দ্রথ, বাহ্লীক, কৃতিবর্মা, শল্য ও শল—ইহাঁদিগকে এবং আরও যে সমস্ত শত শত যোধা যুদ্ধে সমবেত হইয়াছিলেন, ইঁহারা সকলে, অমরতুল্য যবন ও কম্বোজ কিরীটীরই হস্তীহয়ার অর্জুন বীর বাহুর পরাক্রমে ভীষ্মের সমক্ষে পরাজিত করিয়াছেন।

রাজন্! দুর্যোধন রাজা আলোচনা করিতে করিতে আপনার সমস্ত সৈন্যগণ সহস্র সহস্র প্রকৃষ্টিত যবনাদি আসাদিত ও প্রকম্পিত বীরসমূহে প্রকাশিত নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল। সৌবীরেরা সকল সেনার মাঝেই অর্জুনের বীর্যে বাধা হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই সকল সৈন্য রাত্রিকে বিশ্রাম করিতে লাগিল ॥ ১৬৬-১৬৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরম্পরাগত সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় দিবসের যুদ্ধের পর সৈন্যবিশ্রামবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[চতুর্থদিবসে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের যুদ্ধনির্গমন, ভীষ্মার্জুনযোরৈশ্বর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় উবাচ।
তূষ্ণীং নিশা তাসু তদা তদাসী-
দ্যবীকিনীনাং প্রসুপ্তে মহত্যো।
ততো দদৃশুঃ প্রতি আহবকোশো
যুদ্ধং সমাপ্রেব বলেন ভীষ্মঃ ॥ ১

ও৯ দ্রোণ-দুর্যোধন-বাহ্লিকাশ্চ
ত্বমেব দুর্যোধন-চিত্রসেনৌ।
অন্যেচ যোধাভিমতো বলেষু—
র্নিপাতিতাস্তে প্রসভং ত্বয়াজৌ ॥ ২

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[চতুর্থ দিনে উভয়পক্ষের সৈন্যগণের যুদ্ধে নির্গম এবং ভীষ্ম ও অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন আহবশালী সৈন্যবাহিনীর শত্রুনাশের নিত্য সহায় ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর হইলেন। সেই সময় তিনি শত্রুগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন ॥ ১

তাঁহার সহিত তাহাদিগের দ্রোণ, দুর্যোধন, বাহ্লীক, দুর্মুখ,

স তৈর্বহদ্ভির্বহনৈরনেকৈ
ভেজস্বিভির্বীর্যবদ্ভির্বাজিনাম্।
রথান্তরে বাজপেয়ং স রাজসূয়ং-
র্তুভিঃ স যেষৈরিব বজ্রপাণিঃ। ৩

ত্রিসপ্তকৃত্বঃ প্রমুখে বিধাতা
যোদ্ধুমবাপ্তো মহাসেতাকৃৎ।
দুরন্তশীতদ্রিপথেষ্বজাতা
মহাসত্ত্বত্বমতা বিরেজুঃ। ৪

সা বাহিনী পাণ্ডবসেন গুপ্তা
মহারথৈর্বাসবাভিদিক্তৈঃ।
বভৌ পরিষ্যন্দনভিন্নভূতা
জলাশয়ে দৌরিব ভাস্করেণা। ৫

ততো ধনায়ত্তিমুখী প্রযাতা
প্রভাসুরং পাণ্ডববাহিনীতা।
যেনা মহেন্দ্রা নরদা দুরন্তাঃ
বেদো যথা ভীম ইবাপদায়াঃ। ৬

তং বাসবেনাবিষহ্যপ্রভাবং
গজাশ্ব-পাদাত-রথৌঘসঙ্ঘম্।
দৃষ্ট্বা মহাযোধনয়ং মহাত্মা
ধর্মসুতাং কলিঙ্গাধিকেতুঃ। ৭

বিবিৎসুরো কেতুমতা রথেন
মহদ্ধনুর্ঘোরতরেণ বীরঃ।
বভঞ্জিনা সৈন্যমুখে মহাত্মা
বনে দৃঢ়ঃ সঞ্জয়পক্ষমুখ্যান্। ৮

সুদক্ষিণঃ সোহরবন্ধুরেষঃ
ধৃতঃ ধনুষ্মান্যুবতেন সঙ্খ্যে।
কলিঙ্গঃ প্রেক্ষ্য বিবেষ্টমাণো
নরৈর্ন যুদ্ধ্যন্তব কৌরবেয়াঃ। ৯

প্রকর্ষতা গুপ্তমুদায়ুধেন
কিরীটিনা লোকমহারথেন।
তং যুদ্ধরাজং বহুশত্রুসঙ্ঘা-
শ্চতুশ্চতুর্ভাগমহাপ্রকর্ষম্। ১০

চিত্রাঙ্গদ, অভিমন্যু প্রভৃতি এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ২

ধার্তরাষ্ট্রঃ এই সব মহারথ, ভেজস্বী, পরাক্রমী ও মহাবলী বীর কুলক্রম পরিবৃত হইয়া দুর্যোধন যেমনভাবে পরিবৃত বজ্রপাণি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩

এই সব সৈন্যের অগ্রভাগে বহু বহু মহারথ সকলের উর্ধ্বে স্থাপিত অভিন্ন রক, ঋক্ষ, বৃক ও ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বীয়মান ধ্বজসমূহ শোভা পাইতেছিল। ৪

পাণ্ডুনন্দন ভীমের দ্বারা রক্ষিত সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বহু বহু রথ, হস্তী ও অশ্বসকলে এইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে জলবহুলতার ফলে আয়ামিত আকাশ বিদ্যুতের সহিত শোভা পাইয়া থাকে। ৫

তারপর রণীর ভয়ের ন্যায় কৌরবপক্ষের সেই অভিন্ন ভয়াবহ সৈন্যবাহিনী পাণ্ডবসেনা ভীম কর্তৃক রক্ষিত হইয়া যুদ্ধের জন্য সহসা অর্জুনের সিংহ ধ্বজ করিতে লাগিল। ৬

মহাত্মা অভিমন্যু দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, কৌরবসৈন্যরা বাসবাদির যুদ্ধে অবধ্য রথসমূহ তাহাদিগকে বধ করার জন্য আসিতেছে। তাহাদের পরিচালনায় রক্ষিত অগ্রভাগে রক্ষিত আছে। ইহাদের দ্বারা হস্তী, অশ্ব, পদাতিক ও রথসমূহ সুরক্ষিত আছে। কৌরবসৈন্যদের এই বৃহৎ মহাযোদ্ধের ন্যায় দেখা যাইতেছে। ৭

তখনকার মহাযোদ্ধা বীর অর্জুন সকল পক্ষপাতীর দুরতিক্রম করিয়া যোদ্ধব্যের মনে মোহিত, ক্রুদ্ধ ও আবদ্ধ হয়ে আমাদের বধের জন্য শত্রু-সৈন্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮

যাহার দ্বারা সমস্ত আবশ্যকীয় ভরণপোষণ সুরক্ষিত হইয়াছে, উত্তমরূপে বহু যাতিরা ফলে যাহার ইচ্ছা অভিমন্যু অনেকের ভেদ করিয়াছেন এবং যুদ্ধপরিচালক শ্রীকৃষ্ণ যাহার চালনা করিতেছেন, সেই বানরচিহ্ন-যুক্ত ধ্বজাদ্বারা শোভিত রথকে কলিঙ্গের অধিপতি হইতে দেখিয়া আমাদের পুরুষদের সহিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা বিনাশ-ভয় হইয়া পড়িল। ৯

লোকবিখ্যাত মহারথী কিরীটধারী অর্জুন আমার সাহায্যে যাহাকে সুরক্ষিতভাবে নিজের সহিত লইয়া আসিতেছেন এবং যাহার অগ্রে চার চার হাজার হস্তী প্রত্যেক সিংহ গর্জনরত আছে, সেই যুদ্ধরাজকে আপনার সৈন্যগণ বধ করিল। ১০

যথা হি পূর্বেঽহনি বৃত্রবাজৌ
দ্বাঃ কৃদ্ধঃ কৌরবসত্তমেন।
তথা ন কুদ্ধো দৃশি যাদবেষু
ন পুত্রপৌত্রেষু ন চ সুহৃৎসু। ১১

ততো যযাবেকমুপেত্য তন্তু:
পাঞ্চালপুত্রাঃ সহ চেদিমুখ্যৈঃ।
ততঃ সমাদেয়সমাহতানি
ভেরীসহস্রাণি বিনেদুরাজৌ। ১২

শঙ্খাশ্চ নানাবৃষভধ্বজাগ্রে
সংবেষ্টনীকেষু সলিঃস্বনন্তঃ।
ততঃ সবাসাংসি মহাধনানি
বিকীর্যমাণানি ধনূংষি বীরৈঃ। ১৩

অথেন ভেরী-পণবপ্রণাদা-
নন্তর্দধুঃ শঙ্খমহাস্বনাশ্চ।
তন্মুখ্যপক্ষাদুভয়ত্রিকৈশ্চ
মৃদুত্তভৌজস্তবেণুজালম্। ১৪

মহানুভাবাশ্চ ততঃ প্রকাশ-
মালোক্য বীরাঃ সহসাভিপেতুঃ।
যতী প্রথেবাভিহতঃ সদৃষ্টঃ
পপাত শাখাঃ সবনঃ সকেতুঃ। ১৫

যতো যুদ্ধেনাভিহতঃ পপাত
পঞ্চাত্মিনা চাভিহতঃ পঞ্চাত্মিঃ।
আবর্তমানাস্তমিবর্তমানৈ—
র্ঘোরীকৃতাস্তত্তরপঞ্চমানি।
প্রাসৈশ্চ খড়্গৈশ্চ সমাহতানি
সুবর্ণচিত্রাণপরূপিতানি
পুণ্যাস্তরাণি সবাংসানি।
বিকীর্যমাণানি পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ খড়্গৈশ্চ নিপেতুরুর্ব্যাম্। ১৭
যতৈর্বিমাথৈর্বরহস্তকল্পা:
কেচিৎ সমুত্থা রথিনঃ প্রপেতুঃ।
সজ্যত্রাণাণ্যপি প্রমথ্য
বিপাতিতা বাণবরাঃ পৃথিব্যাম্। ১৮
সজ্যৌঘবেগোদ্ধতসাদিবালাং
প্রস্থা বিবেষুঃ সহসা মনুষ্যাঃ।
আর্তস্বনঃ সাদিপদাভিভূনাং
বিবাদশব্দাবরতাড়িতানাম্। ১৯

তখনকার মহাপ্রভাবশালী বীরগণ পূর্বাহ্নের ন্যায় কৌরব সেনা পরাজয়ের উপর আক্রমণ করিলেন। রথী বীর রথীর সহিত মিলিত হইয়া সাদি, অশ্ব, রথ, ধ্বজসহ বিপক্ষ অবস্থায় ভূপাতিত হইতে লাগিলেন। ১৫

রথী রথীর আঘাতে এবং পদাতিক সৈন্য পদাতিকসৈন্যের আঘাতে ধরাশায়ী হইল। সেই অশ্বারোহীদের ধ্বজ পক্ষ ও প্রাসসমূহের আঘাতে আহত হইয়া উহারা এবং অশ্বগণ বেদনাবোধ করিল। অশ্বে আরোহিগণের পৃষ্ঠদেশ প্রকাশমান বহুতর শর, খড়্গ ও প্রাসসমূহের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ১৬-১৭

বহুল রথীদিগের ধনুসমূহ ও বিপক্ষ ভল্লের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকায় তাঁহারা রথী সাদির সহিত ধরাশায়ী হইয়া পড়িল। কত সেই রথী সাদীদিগের বীর বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইতে লাগিল। ১৮

সাদিগণের বেগে বিপাতিত হইয়া রথ অশ্বারোহী ও

সন্নাহনদোপরতে মুহূর্তে
　　মহাজবে সাদিপদাতিমুখ্যাম্।
মহাধনৈঃ সম্পরিবার্য যোধা
　　বর্ম তীব্রং কপিরাজকেতুম্ ॥ ১০
তং পঞ্চবালোদ্ধৃতকালকেতুঃ
　　সমন্বযোদ্ধুং কপীযাযাব। ।
মহাদ্রুমাবাপনিপীড়িতাঙ্গঃ
　　কিরীটিঃ আসুরযোগযুক্তঃ ॥ ১১
ঐষৎ শরক্রান্তিমন্ত্রপ্রভাব-
　　বিদ্রাবয়ঃ যোধমুখা বিপক্ষান্।
কৃপস্য শল্যস্য বিবিংশতিস্য
　　হার্দিক্যয়োঃ সৌবলকস্য যাজ্ঞ্যম্ ॥ ১২
ততো ধ্বজানাং প্রমুখাদ্ধনূংষি।
　　সর্বাণ্যধিং কাঞ্চনচিত্রবর্মা।
ততেন ক্ষুরোপবিদলায় সদ্যঃ-
　　স্তানর্জুনস্তাবতএবচ্ছিনত্তি ॥ ১৩

দেবাঃ মহাদ্রাদি প্রমাণমানা-
　　মন্তকর্মা বিনিহন্তা ভাতি। ।
ততো মহামন্তকরাচিযালী
　　প্রদাপয়ঃ সন্ত তমাংসিবাদ্রিঃ ॥ ১৪
ততঃ স তূর্ণং কপিরাজকেতুঃ
　　কৃত্বা নদীমাত্ত রথে বিপৃথাম্।
জগাম সৌভদ্রমতীব তীব্রো
　　মহাদ্রুমঃ পার্থমবীনলম্বঃ ॥ ১৫
তমঃ প্রবাতাদুদিতেরবেব
　　খাণ্ডীবমুক্তেব বিলাবিরেব।
বিলাস্রজালেব মহাদ্রুমাণাং
　　বিলাসয়ামাস কিরীটমালী ॥ ১৬
ততস্তয়ঃ সর্বমহর্ধরাণা-
　　মন্তকর্মা কপিরাজকেতুঃ।
তীব্রঃ মহাদ্রাদিবর্ষ তূর্ণঃ
　　সরৌদ্রজালৈবিমলৈস্ত তীক্ষ্ণৈঃ ॥ ১৭

পরাক্রান্ত যুবক বিনষ্ট হইল। তাহারা বীর বধে ও বিনাশে বিরত হইয়া যে মাত্রুষকে প্রহার করিয়া ফেলিল। সহসা ইহাদের আর চীৎকার শ্রবণ করিয়া সকল লোকেরই মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ১৮

সেই মুহূর্তে যখন অবরোধী ও পদাতি যুদ্ধকার্যের জন্য সজ্জায় চলিয়াছিল এবং হস্তী, অশ্ব ও রথী বীরগণ সত্বরে উদ্যত হইয়া পরিবারিল, তখন মহাবলী বীরগণে পরিবৃত হইয়া কপি রাজকেতুযুক্ত অর্জুনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯

তাঁহার ধ্বজ পাঁচটি তালবৃক্ষ চিহ্নিত ও অতিশয় উচ্চ ছিল। তাঁহার রথ উচ্চ অশ্বযুক্ত যোজিত ছিল। ইহাদের দেখে এই রথ অদ্ভুত পরিপাটী বলিয়া মনে হইতেছিল। এই রথেই আরোহণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন বীর কিরীটধারী অর্জুনের উপর ধাবিত হইলেন। তখন অর্জুন বাণ ও অগ্নি (যন্ত্র) প্রভৃতি দিয়া মহাসমরে উদ্যত ছিলেন ॥ ২১

তাহার। এত্রাদৃশ ইন্দ্রকুল প্রভাবশালী ইন্দ্রসখা অর্জুনের উপর দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, শল্য, বিবিংশতি, হার্দিক্য ও সুবলপুত্র এক সঙ্গে ধাবমান হইলেন ॥ ২২

তখন সর্বপ্রকার অস্ত্রে পণ্ডিত, বর্মধারিণে বিদ্যুৎ বর্ণবাহী, পরাক্রমশালী বীর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু এক রথে সহসা সেই সমস্ত যোদ্ধ মহারথী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৩

অর্জুনসদৃশ অভিমন্যুর পরাক্রম অদ্ভুত সদৃশ ছিল। তিনি সেই সব কৌরব মহারথীদিগের মহাস্ত্রসমূহকে এই কয়িয়া ব্রহ্মতেজে মহাস্ত্রসমূহ আসছি পাইয়া প্রজ্বলিত বিদ্যুৎসমূহ তমসাবৃত অন্ধকারের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর উদয় পর্বতশালী তীব্র প্রভাবশালী অভিমন্যু শত্রুদিগের রক্তমাখা তপ্ত ও তেজপূর্ণ নতী প্রবাহিত করিয়া যুদ্ধস্থলে অভিমন্যুরূপে অভিনয় করত মহারথী অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

তখন কিরীটধারী অর্জুনি তাঁহার তখন অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক গাণ্ডীব বন্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত ও বিপক্ষে পতিত হইয়া মহাবলবান বিপক্ষদিগের মহাস্ত্রসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

তারপর অস্ত্রবিদ্যে পরাক্রমী মহাস্ত্রী কপিধ্বজ অর্জুন মহারথিদের মধ্যে যেই তীব্রের উপর বিপ্রকার দারুণ নিশিত তীক্ষ্ণসমূহ ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

তথৈব ভীষ্মাহরণস্তরিক্ষে
মহাস্বনাঃ কপিরাজকেতোঃ।
বিশীর্যমাণা দদৃশুস্তথীরা
দিবাকরেণেব তমোঽভিভূতম্ ॥ ১৮

এবাবিধঃ কার্ত্স্নভীনরাণা-
মধীনয়ং সংপুরুষোত্তমাভ্যাম্।
দৃষ্ট্বা লোকঃ মুক-সত্তমাণ্ড
মুদ্ যৈষ্যতা ভীষ্ম-বলক্ষয়াত্যাম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
ভীষ্মার্জুনৈরবে ষষ্টীতমোঽধ্যায়ঃ।

সেইরূপ আপনার সৈন্যরাও দেখিতে পাইবেন যে, আকাশে কপিধ্বজ অর্জুনের মহাস্বনকারী ভীষণ রিপু সহসাসমূহ সেইসময় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিশীর্ণ হইতেছে, যেরূপ ভগবান্ সূর্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন। ১৮

সংপুরুষদ্বয়ের দ্বারা এইরূপ ভরত বংশের ঐশ্বর্যভূত, ঐশ্বর্যশালী ঐশ্বরথভূত ভরিতে লাগিল, যাহা দেখিয়া ও শুনিয়া লোকে এবং অন্যান্য সকলেও বিস্ময় লাভ করিলেন। ১৯

শ্রীমহাভারতী বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম ও অর্জুনের ঐশ্বরথবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, বৃহদ্বলের বধ-পূর্বক বিনাশশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

তৌপিষ্টু বিজয়াঃ সর্বাস্ত্রিষ্বসেনশ্চ মারিষ।
পুনঃ সংযমনেনৈব সৌভদ্রঃ পর্যবারয়ৎ ॥ ১

সংসক্তমভিতোঽন্যোন্যমেষাং দদৃশুর্জনাঃ।
সঙ্কুলিতমুভয্যাস্তৈর্গৈঃ সিংহশিশুং যথা ॥ ২

নাভিসম্ভাতয়া কশ্চিদ্ যৌধো ন পরাক্রমে।
বহুন সদৃশঃ কার্ষ্ণেরাস্ত্রেষ্বপি চ সাধবে ॥ ৩

তথা তমসমাক্রন্দং যুদ্ধে বিক্রমতস্তরিন্দমম্।
দৃষ্ট্বা পার্থঃ সুসম্রব্ধঃ সিংহনাদমথানদৎ ॥ ৪

শীঘ্রহস্তাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞঃ সৌভদ্রঃ তব বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা ঘটীর্থা রাজেন্দ্র সম্ভ্রান্তাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৫

অভিনীতাঃ দার্ঢ়্যা[১]পাঃ শীলবদ্ভিরধীনবৎ।
প্রযুক্তাস্ত্রযৌ স সৌভদ্রস্তেজসা চ বলেন চ ॥ ৬

তত্র লাঘবযোগেন কৃতাস্ত্রমভিবীক্ষ্য তম্।
ব্যাদদুস্তে মহাচাপাঃ সমরে মুমুচুঃ শরৈঃ ॥ ৭

একষষ্টিতম অধ্যায়।

(অভিমন্যুর পরাক্রম ও বৃহদ্বল প্রভৃতি শত্রুর পুত্রদের বিনাশ।)

সঞ্জয় কহিলেন,—মাননীয় রাজন্! সোদর্য অর্থাৎ, বৃষ্ণিবংশ, সখা, ভিন্নদেশ ও শত্রুর পুত্র দুঃশাসনের অভিমন্যুর অনুগতি রোধ করিয়া দিলেন। ১

যেরূপ সিংহশাবকে পাঁচটী হাতীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করে, সৌভদ্র সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুও সেই অবস্থা হইতেছেন দেখিয়া শত্রু পুত্রগণের বীর সকল আসিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিবার সময় লোকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে লাগিলেন। ২

সমরে, যোদ্ধা (বীরেরা) প্রহার, পরাক্রমপ্রদর্শন, অস্ত্রজাল বিস্তারণ ও হাতের নৈপুণ্য দেখাইবার বিষয়ে কেহই অভিমন্যুর সমান ছিলেন না। ৩

বীর অভিমন্যু পুত্র অভিমন্যুকে এইরূপ প্রবলপরাক্রমে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সকল সৈন্যই তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। ৪

নিজ পরাক্রমে শীঘ্রতায় পরিচয়কারী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু পরে শীঘ্রতাযুক্ত হইয়া বীর তেজ ও বলে কৌরবসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫

সমরাঙ্গনে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধরত অভিমন্যুর বিশাল বক্ষঃস্থলের[১]বৈপুল্যবশে থাকিয়া সূর্যাংশুর ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৬

অদ্বৈত পরমানন্দ লক্ষণ আমার 'সর্বাদ্বৈতমুপলব্ধ' আমার স্বরূপই সমস্ত আমা ভিন্ন অনুমাত্র কিছু নাই। (ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ।)

যারাত্তরে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলেছিলেন—গুরু কে? গুরু সাক্ষাৎ আদিনারায়ণ। সেই আদিনারায়ণ আমি। সেহেতু একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমার ভক্তিনিষ্ঠ হও, আমার উপাসনা কর—আমাকেই পাবে। আমা ব্যতিরিক্ত সব মিথ্যা, আমা ভিন্ন অবাধিত কিছু নাই, নিরতিশয় আনন্দ অধিষ্ঠান আমিই বাক্যের অগোচর নিরাকার পরব্রহ্ম স্বরূপ আমিই, আমার অধিক অনুমাত্র নাই।

আমার উপাসক সর্বোৎকৃষ্ট। আমার উপাসনার দ্বারা সমস্ত মঙ্গল হয়, আমার উপাসনায় সমুদয় জয় করতে পারে, আমার উপাসক সকলের বন্দনীয় হয়, আমার উপাসকের অসাধ্য কিছু নাই, নিখিল যজ্ঞ প্রবিষ্টই হয়, মনুষ্যের ন্যায় সুরনিকর তাঁকে সেবা করে থাকেন, মহাশ্রেয়ঃ সকল তাঁকে সেবা করে থাকে, উপাস্য আমার উপাসক নিরতিশয় অদ্বৈত পরমানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্ম হন। যে কোন মুমুক্ষু এপথে উত্তমরূপে আচরণ করেন, তিনি পরমানন্দ লক্ষণ পরব্রহ্ম হন। এই পরম রহস্য যিনি আমার ভক্তগণকে বলেন, তিনি আমার ভক্তিনিষ্ঠ হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি আমাদের এ সংবাদ পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হন।

এইভাবে আমি আমার পরমভক্ত সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে আমার তত্ত্ব উপদেশ করেছিলাম, জগৎ বলে কিছু নাই, আমিই জগৎ সেজে খেলা করছি, যা দৃষ্টিগোচর হয়—তা আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি, যা মন কল্পনা করে—তা আমি, যা অনুভব করে—তাও আমি, আমি দিয়ে আমি—আমিময় এ জগৎ গড়েছি। জগতের অন্তরে বাইরে এমন কিছু নাই—যা আমি নই, আমিই লীলা করবো বলে জগৎ রূপ ধরেছি, এ বিশ্ব ব্রহ্মময়, আমি অদ্বিতীয়, আমি

অভিলেখা, আমি অভিনয় শুনছি, দেখছি, আমাকে আমি সৃজন করি, পালন করি, লয় করি, নাই নাই, কিছু নাই। আমি ছিল কিছু নাই, আমি আমি, চিলাম আমি, থাকলো আমি, দেখছো আমি, খেলছো আমি, আমিতে আমি আমি, আমিকে আমি নিয়ে খেলি, আমিকে আমি নিয়ে আনন্দ করি, আমি আমি আমি, দুঃখে শিরায় শিরায় ধমনীতে রক্তে ঈর্ষা অহং মধ্যে আমিই আমি, আমি এই বর্ণমালার এক অবতীর্ণ বর্ণ।

—•—

27 NOV 1972

শ্রীরামরঞ্জন ভাষা-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ১৬, পি.চন্দ্রিষ্ট, চি রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিকমল প্রেস, মহাবিদ্যম ঘর, পি. চন্দ্রিষ্ট. চি. রোড, কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

৩৫তম

১৭।১০।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

দেবানন্দময়ি মা বরদাময় গুরুদেব!
প্রেমানন্দময়ি মা বরদাময় গুরুদেব!
সত্যানন্দময়ি মা বরদাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অবতীর্ণ হই আমি যুগে যুগে ধর্ম করিতে সংস্থাপন। আমি আমার আত্মস্বরূপ আমার আদি গুরু জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেছিলাম—হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানসহিত আমার তত্ত্বটীর যে পরম গোপনীয় জ্ঞান, রহস্যের সহিত যা তোমাকে বলছি—তুমি সে জ্ঞান ও তার অনুভূত অন্যান্য জ্ঞান গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মন্! আমার পরিমাণ, ভাব, রূপ গুণ ও কর্ম সকল যে প্রকার—আমার অনুগ্রহে তোমার সেই সেই বিষয় তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হোক্। সৃষ্টি যখন হয় নাই, তখন একমাত্র আমিই ছিলাম, স্থূল-সূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণাত্মক এই যে কিছু দৃশ্যমান বস্তু, তখন এসকল কিছুই ছিল না। অধুনা যা কিছু বর্তমান আছে, ভবিষ্যতে যা কিছু বিদ্যমান থাকবে

১০ম বর্ষ, শ্রাবণমাস ১৩৭৮] [দ্বিতীয় সংখ্যা—আন্তর্জী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতভাষানুবাদসহিতম্।

* * *

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আসন্ন ভারত ভিন্ন ও সহিষ্ণুতার মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণকার্য্যে ১৩৫৭ সনে শেষ হইয়াছে।

* * *

মূল-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য কি.লিট্ ও শ্রীশ্রীভীষ্মচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্.এ, কি.লিট্

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীরামশঙ্কর বিদ্যাসুধেন শ্রীসুবোধ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারমণ্ডল
(ভারত সরকার)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকার :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বে. এম্.বি,
ডি. ও. এস্., এল্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন),
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন),
বিশ্বর বিদ্যানন্দ

কার্য্যালয় :—

৫৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪-৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাধাম শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা টাইর ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে টাইর বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ। অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৬'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীরামায়ণ-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যথেষ্ট আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্যাধাম, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাধাম, ৪৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলাভ জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাধামের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে বার্ষিক কার্যালয়ে থাকিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরে দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্যাধাম
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৪

ন হৌশিনিমুপৈকেন বিদ্ধা দশভিঃ পত্রিভিঃ।
অন্যং সাংযমনেশ্চৈব লোহিতাক্ষিমুরে ভৃশম্ ॥ ৮
কম্পনাং মহাসক্তি প্রেষিতাঃ সৌবলেন বৈ।
দিব্যেনোরসলক্ষ্যেণ পত্রিণোপেত্য তান্ ॥ ৯
পলায়ত চ মহারৌদ্রানন্তরঃ সমরে শরান্।
(বহুভিশ্চৈব তন্নেন তীব্রবেগেন বাহুনি:)
নিবার্যাস্ত্রং মহাস্ত্রেণ জঘান চতুরো হয়ান্ ॥ ১০
ভূরিশ্রবাস্ত্র পলাস্ত্র শৌনিঃ সাংযমনিঃ শরৈঃ।
বাহ্যবর্তন্ত সংহৃষ্টঃ কার্ষ্ণেরাস্ত্রবলোদ্যতম্ ॥ ১১
তত্রস্থিতস্তু রাজেন্দ্র মহাস্ত্রং সহ কেশবৈঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রান্তর পুত্রেণ ঘোষিতঃ ॥ ১২
বহুর্জৈবিধো যুদ্ধ্যা অজেয়াঃ পঞ্চভির্যুধি।
মহাপুরুষবিন্যাসলক্ষ্ম পরিবৃঢ়ং কিরীটিনম্ ॥ ১৩
তৌ তু তত্র পিতাপুত্রৌ পরিক্ষিপ্তৌ মহারথৌ।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চাল্যঃ সেনাপতিরিশ্বর ॥ ১৪
স মহেন্দ্রযমোপেতাঃ মহাস্ত্রৈর্বিচিত্রিতঃ।

বাহিনিঃ পতিতিশ্চৈব ভূয়ঃ পতনমগ্রহঃ ॥ ১৫
বহুবিধাস্ত্রা সংক্রুদ্ধো মোহয়িত্বা চ বাহিনীম্।
অথো তং মহতাস্ত্রেণ কেশবাংশ্চ পরন্তপ ॥ ১৬
যেন কীর্তিবতা পুণ্যশ্লোকঃ পৃতবধা।
সাংযমনিনাপাগাং যোক্তব্যাবহলোকত ॥ ১৭
লোহমুখপ্রমুখৈ ঘোরঃ পাঞ্চালকুলবর্ধনঃ।
ত্রিভিঃ শাংযমনিঃ বাহৈরুক্তবেগেন সমার্পয়ৎ ॥ ১৮
ততঃ স মহতাস্ত্রেণ ধনুশ্চিত্বা শরৈঃ।
পৃষ্ঠরক্ষং জঘানাস্য তনেন কৃতবর্মণঃ ॥ ১৯
অথৈনং তাপি ধাবন্তঃ সৌবলস্য মহাত্মনঃ।
জঘান বিমলাগ্রেণ বাণেনেন পরন্তপঃ ॥ ২০
ততঃ সাংযমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চাল্যঃ যুদ্ধদুর্মদম্।
অবিধ্যৎ ত্রিভিরাবাণৈঃ ধৃষ্টদ্যুম্নাত্মজং রণে ॥ ২১
লোহিতাক্ষেঃ মহেষ্বাসঃ শক্তিমী পরিঘোপমম্।
তন্নেন তুলকীকেন নিরুকর্তাস্য কার্মুকম্ ॥ ২২

ত্রিবি অশ্বত্থামার এক ও মস্তকে পাঁচ বাণে আঘাত করিয়া সকলের সারথিকে আট বাণে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৮

তাহাদের ভূরিশ্রবা বহুল বিচিত্র কর্ণভূষিত। সর্পচিহ্নী মহাধ্বজকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ক্ষত করিয়া দিলেন। ৯

অশ্বত্থামার সখা মহাবেগশালী বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, অর্জুনপুত্র অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বেগযুক্ত বাণের দ্বারা তাঁহার ধনুকে বহু বার করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে রোষ করিয়া পার্শ্বদেশের তাঁহার রক্ষিণী অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। ১০

ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনি (লোহমুখ)-পুত্র এবং—ইহারা সকলেই রথিগণ মধ্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা অভিমন্যুর বাহনসমূহকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। ১১

রাজেন্দ্র! তখন আসার পুত্র দুর্যোধন বহুল সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া কিরীটি ও বেগবলযুক্ত সহিত মহাদেবের পরিচ্ছদ ধারণ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা করিয়া পুত্রসহ বিরাটরাজা অর্জুনকে বিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা বহুবিধ বিশেষে ও বৃহদ্রূপে শত্রুবলযুক্ত অন্তের ছিলেন। ১২-১৩

মহারাজ! তখন আসার পুত্র দুর্যোধন বহুল সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া কিরীটি ও বেগবলযুক্ত সহিত মহাদেবের পরিচ্ছদ ধারণ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা করিয়া পুত্রসহ বিরাটরাজা অর্জুনকে বিরিয়া ফেলিলেন। এই সকল যোদ্ধা বহুবিধ বিশেষে ও বৃহদ্রূপে শত্রুবলযুক্ত অন্তের ছিলেন। ১৪-১৫

মহাবাহু মহারথ! পিতা-পুত্র মহারথ অর্জুন ও অভিমন্যুকে শত্রুসৈন্যমধ্যে পরিবৃত হইতে দেখিয়া পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বহুল বাণের দ্বারা দ্রৌণি ও কৃপ এবং অন্য অন্য মহারথী ও সাত্যকির সৈন্যে আবৃত হইয়া তীব্র বিনাশে বাহিনীকে অন্তরক্ষ করাইতে করাইতে এবং ক্রোধের শান্ত প্রকাশ করিতে করিতে যত্ন ও কেশবসৈন্যদিগের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৬-১৮

দ্রুত ধাবমানা শত্রুসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক ক্ষুব্ধিত হইয়া মুখের ন্যায় ঐ সৈন্যবাহিনী ধনঞ্জয়ের দ্রোণ সাইতে লাগিল, এই বাহিনীর ধাবমানী, দ্রবমানী সকল সৈন্যই তখন অভিমন্যু মুখ ছিল। ১৯

পাঞ্চালসমর্দনে ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের সম্মুখে অবস্থিত দ্রোণাচার্যের বক্ষে উনবিংশতি (বক্ষের সন্ধিস্থলে) বিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। ২০

তাহার পরে তিনি বাণে সমস্ত মহাবেগী যোদ্ধাকে বিদ্ধ করিয়া অভিমন্যু একটি ভয়ে ভয়ঙ্করের পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন। ২১

তাহার পর পঞ্চালরাজ পাত্রমোপরি ধৃষ্টদ্যুম্ন তীক্ষ্ণাগ্র বিংশতি বাণের দ্বারা সৌবলের পুত্র সমরে বিনাশ করিলেন।

তখন পরম পুত্র তিনটি বাণে বলযুক্ত ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দশটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ২২-২৩

এইভাবে ভরতর আহত হইয়া তীব্র দুঃখের দুই প্রান্তরাল নিশ্বাস ত্যাগ ফেলন করিতে করিতে মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্যান্য তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সকলের সমস্ত সূত্রের বহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৪

অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষিপ্রমেব সমার্পয়ৎ।
অথাস্যাস্ত্রাণ্যধৌষীদ্ রাজপুত্রো যো পার্থিবাহতঃ ॥ ২৩
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ ধনুর্ধর্ম ভয়বর্জিতঃ।
পুত্রঃ সাংবমনেঃ পুত্রঃ পাঞ্চালানাং মহারথঃ ॥ ২৪
স প্রগৃহ মহাখড়্গং নির্মিংশবরমায়তম্।
পদাতিরুপধাবন্তং রথস্থঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৫
তং মহৌঘমিবায়ান্তং ঘোরং পঞ্চমুখমিবোদ্যতম্।
আত্মাবরণনির্মিত্তং কালোৎসৃষ্টমিবান্তকম্ ॥ ২৬
শীঘ্রবানবিষাদিত্বাৎ অস্ত্রবারণবিক্রমঃ।
অপতদ্ গাঙ্গেয়স্য দৃষ্ট্বাস্ত্রং পাবকঃ ॥ ২৭
তত্র পাঞ্চালরাজস্য প্রতীপবলিনাবহঃ।
দিব্যনির্মিতপক্ষস্য অরাবেলধারিণঃ ॥ ২৮
বাসবেনেষ্টভক্তস্য তথাস্ত্রাদনুপেয়ুষঃ।

যবন্ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বিক্ষেপ পরমা শিতঃ ॥ ২৯
তস্য রাজন্ সবিস্ফোটঃ সুপ্রকক্ষ ন্যাবর্তয়ৎ।
হতস্য পততো হস্তাদ্ বেগেন মহতঃ ক্ষুরি ॥ ৩০
তং নিহত্য ধনঞ্জয়ো স সেনে পরমাং মুদম্।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য মহারথো ভীমবিক্রমঃ ॥ ৩১
অথিন্ হতে মহেষ্বাসে রাজপুত্রে মহারথে।
হাহাকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যস্য মারিষ ॥ ৩২
ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বা নিহতমাত্মজম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন পাঞ্চাল্যং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৩
তৌ তত্র সমরে পূর্বো সর্বেষাং যুদ্ধদুর্মদৌ।
সমেতৌ সর্বলোকস্য কুরবঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৩৪
ততঃ সাংযমনিঃ ক্রুদ্ধঃ পাঞ্চাল্যং পরবীরহা।
আজঘান নিতির্যাগেভোমৈর্যি মহাধিপম্ ॥ ৩৫

রাজন্! তাহার তিনি অতি সত্বর পঞ্চবিংশতি বাণে পলপুত্রকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকে ও দুইজন পৃষ্ঠরক্ষককে বধ করিলেন। ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে রথের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রথে অবস্থান করিয়া পলের পুত্র মহারথ পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে লাগিলেন। ২৪

তাহাকে যুদ্ধার্থে পলপুত্র অভিমুখে এবং তাহার সৌম্য-নির্মিত তরবারি লইয়া পায়ে হাঁটিয়া এবং উপস্থিত পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট যাইতে আরম্ভ করিলেন। ২৫

এই দৃশ্য পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সেবিতে লাগিলেন যে, যমরাজের ন্যায় পরাক্রমী এবং যুগান্তকাল সৌদামিনী পলপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্নের বিরুদ্ধে) আসিতেছেন। তখন তিনি মহাবেগশালী ধনঞ্জয়, আকাশ হইতে পতিত সর্প এবং কালপ্রেরিত মৃত্যুসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার হস্তে আবেগযুক্ত (ঘোলা) তরবারি ছিল। ২৬-২৭

তিনি সেই সময় বিলক্ষণ অনাকুল ভাবে বীরত্ব প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে তীক্ষ্ণ তরবারি ছিল। তিনি বীর ভাবে ক্ষেপণ করিতেছিলেন। তিনি ক্রমশ বাণের বেগ সম্বরণ করিয়া অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন অবস্থায় পাঞ্চালরাজকুমার সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে ধাবমান হইয়া তাহার হস্তস্থ তরবারি বিনষ্ট করিয়া দিলেন। ২৮-২৯

রাজন্! তাঁহার মুষ্টির সহিত সমস্ত তাঁহার শরীর হইতে অভিন্ন প্রকারিত হয়। ও হস্ত হইতে তরবারি তাঁহার পরমের সহিতই সবেগে ভূতলে পতিত হইল। ৩০

পাঞ্চালরাজের তখনও পরাক্রমশালী পুত্র মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন পলপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৩১

আর্য! সেই মহাধনুর্ধর মহারথী রাজপুত্রকে বিনষ্ট হইলে আপনার সৈন্যের মধ্যে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। ৩২

বীর পুত্রকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সংযমনিপুত্র পল তখনই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সবেগে ধাবিত হইলেন। ৩৩

দুই উত্তম হইয়া সংগ্রামস্থলে এই দুই বীর তখন সমস্তের উপর আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সমস্ত যুদ্ধবিদ্গণ সেই সময় ইহাদের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ৩৪

তাহারা পরস্পরের সমান বেগ বেগে এবং মহান্ গজরাজের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেইজন্য ধৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধের সহিত তিনটি বাণ আঘাত করিলেন। ৩৫

ঐরৈবা পার্থঃ পুত্রং শল্যং সমিতিশোভনম্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধস্তোমরেণ ত্রিপর্বণা। ৫৬

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চতুর্থপুরুষবিরচনে সাংবর্তিক-
পুরুষবধে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

পরাক্রমে বধসংকল্পে আঘাত করিলেন। আঘাত পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৫৬

শ্রীমন্মহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে চতুর্থ বিভাগের যুদ্ধে শল্যের পুরুষবধ-বিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃগণের ঘোরতর যুদ্ধ, ভীমসেনের রাক্ষসসৈন্যের সংহার।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

শ্রোতাস্মি সততং তাত দুঃখানি বহূনি চ।
তথাপ্যেতান্ন পশ্যামি যৈরেষ্যে বেদ পাণ্ডবাঃ।
মামকা বিজয়ং যুদ্ধে প্রাপ্নুয়ুরেন সঞ্জয়। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা যথৈবাপন্নমো মহান্। ৭
দৃষ্ট্বাহতং শলং শৈক্ষিতো নবভিঃ শরৈঃ।
শৈক্ষরাজস্য সংক্রুদ্ধো মহাবিপ্রিয়মাত্মনঃ। ৮
ওজাবুত্তমসঙ্কাশং পার্থস্তস্য পরাক্রমম্।
তথারূপস্য দুর্ধর্ষঃ শল্যং সমিতিশোভনম্। ৯

ধাত! আমার মন হইতেছে, দুর্যোধনের এত বলের মধ্যে আমাদের জয় অসম্ভব ও ভীষ্ম দুঃখেরই বস্তু হইয়া উঠিবে। ৪

সঞ্জয়! আমি এমন কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না, যাহাতে যুদ্ধে পাণ্ডবেরা পরাজিত হইতে পারে এবং আমার পুত্রগণ জয়লাভ করিতে পারে। ৬

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধে রাজপুত্রদিগের জয়ের জন্য যত হইয়াছিল এবং হইবে, আর এ সমস্ত বিষয় হইয়াছিল। এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন; কারণ, ইহা আপনারই অনুকূল অন্যায়ের অবজ্ঞাকারী জন্য। ৭

অনন্তর রাজা শৈক্ষিত হইয়া ক্রোধে অধিকতর দূষিত হইলেন। তখন তিনি সৌবলনিক্ষিপ্ত নব্বই বাণে মহারাজ শল্যকে সত্বর শৈক্ষরাজের করিলেন। ৮

সেখানে আমরা ক্ষত্রিয়ের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি অত্যন্তপৌরুষী রাজা শল্যকে অভিনব সমরমধ্য হইতে বিদারিত করিলেন। ৯

নাস্তাঃ মৃত্যুতে ত্বত্র তত্রোক্ত ধনিনোত্তমা।
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধং তয়োঃ সমভিবর্ততে ॥ ১০

ততঃ শব্দো মহারাজ দৃষ্ট্বাত্মজ সাত্যকে।
বহ্নিস্তিষ্ঠেতি তত্রেন পীতেন বিবিধেন চ ॥ ১১

সর্বৈঃ পরবরেণ ক্রান্তরাসাদ সাত্যকে।
নিহি তলাসনে বধ্যমানা তলযষ্টিভিঃ ॥ ১২

অভিসন্ধায় তত্রেন ক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বাত্মজ চ পীড়িতে।
অভিদ্রুত্য বেগেন মহত্যাত্মজং প্রতি ॥ ১৩

ততো মহারথিপরং কাঙ্ক্ষিং প্রোপাভিকোপনঃ।
আর্তায়নিমবেত্যাশু বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

ততস্তু তাবকা রাজন্ সর্বশস্ত্রোভূমিং ততঃ।
মহারাজবধং তূর্ণং পরিবধ্যাবতস্থিরে ॥ ১৫

দুর্যোধনো বিকর্ণশ্চ দুঃশাসন-বিবিংশতী।
দুর্মর্ষণো দুঃসহশ্চ চিত্রসেনোঽথ দুর্মুখঃ ॥ ১৬

সমন্ত্রতন্ত তত্রঃ যে পুরুমিত্রশ্চ ভারত।
এতে মহারথিপরং পালয়ন্তঃ স্থিতা রণে ॥ ১৭

তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বাত্মজ পার্থিবঃ।
দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৮

ধার্তরাষ্ট্রান্ বশ ত্বমান্ যশৈব প্রত্যবারয়ন্।
নানাতপানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো বিবাসসে ॥ ১৯

মহাবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরবৈষিণঃ।
তে বৈ সমেত্য সংগ্রামে যাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ২০

তস্মিন্ তথারথে ক্রুদ্ধে বর্তমানে মহাভয়ে।
তাবকানাং পাণ্ডবা যা শ্রেষ্ঠকা ধনিনোত্তমঃ ॥ ২১

শস্ত্রাণানেকরূপাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অন্যোন্যমভিবর্ষন্তঃ সম্প্রহারং প্রচক্রিরে ॥ ২২

তে তথা ভারতাত্রস্তাঃ সর্বেঽন্যোন্যং জিঘাংসতঃ।
অন্যোন্যেনাভিবর্ষন্তঃ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৩

সেই সময় এই দুই মহারথীর মধ্যে পরাজয়ের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না। মুহূর্তকাল (দুই ঘটিকা) পর্যন্ত উভয়ে সমানভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

মহারাজ! তখনই রাজা দ্রুপদ সমরাঙ্গনে একটী ভয়ানক শঙ্খধ্বনির সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের যশ ঘোষণা করিলেন। ১১

যাজ্ঞসেন যেমন ধনুর্বাণ হাতে পূর্বদিকের উপর ঝাঁপিয়া পড়ে, সেইরূপ তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণ বর্ষণ করত তাঁহাকে প্রতিরোধে আহ্বানিত করিয়া ফেলিলেন। ১২

অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন পীড়িত হইয়া সত্বরিত ক্রুদ্ধ অভিযান মহারাজ দ্রুপদের রথের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। ১৩

মহারাজ! দ্রুপদ নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযন্ত্র দুর্মুখ ও অন্যান্য আত্মবলদপ্ত মহাধনুর্ধর অভিযন্ত্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিয়া ফেলিলেন। ১৪

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ রণাঙ্গনে অভিমন্যুকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অভিমন্যুর সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং মহারাজ দ্রুপদের দ্রুপদে চারিদিকে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৫

রাজন্! আপনার যশস্বী পুত্রগণ। দুর্যোধন, বিকর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র—এই সকল আপনার পুত্র মহারাজের রথ রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ-ভূমিতে অবস্থিত রহিলেন। ১৬-১৭

আপনার এই সব মহারথী পুত্রদের অভিপ্রায় ক্রুদ্ধ ভীমসেন, অপরপক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন, যাজ্ঞসেনীর পাঞ্চালদেশ নিবাসী সপ্ত ভ্রাতা দ্রৌপদীপুত্র ও অভিমন্যু—এই সব মহারথী অবরোধ করিলেন। প্রভাবান্! তখন ইহারা সকলেই নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতেছিলেন। ১৮-১৯

রাজন্! ইহারা সকলে তখন পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় রথ ও উপরোধের সহিত আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ করিতে লাগিলেন। আপনারই দুরভিসন্ধির ফলে এইরূপ ঘোরতর সংগ্রামে এইভাবে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২০

যে সময় এই সব মহারথী ক্রুদ্ধ হইয়া মহাভয়ের যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, সেই সময় আপনার ও পাণ্ডবদলের অন্য সকল সৈন্যই সেই যুদ্ধ বর্জন করিতে লাগিলেন। ২১

তখন আপনার ও পাণ্ডবদলের এই মহারথী বীরগণ পরস্পরের উপর নানাপ্রকারের অস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিয়া গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

সেই সময় ইহারা সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন। সকলে পরস্পরের উপর স্পর্ধা দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরকে বধিত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ২৩

অন্যোন্যস্পর্ধিনো রাজন্ জ্ঞাতয়ঃ সপ্তকা বিভো।
মহাস্ত্রাণি বিমুঞ্চন্তঃ সমাপেতুরমর্ষিতাঃ ॥ ১৪
দুর্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো দৃষ্ট্বাঽঽততমন্তিকে।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিঃ সমরে ভৃশম্ ॥ ১৫
দুর্ধর্ষশ্চ বিশোকশ্চ চিত্রসেনশ্চ পঞ্চমঃ।
দ্বৌ চ তৌ সমরশ্লাঘিনৌ শরৈস্তানি সপুঙ্খকৈঃ ॥ ১৬
বিবিংশতিঃ পঞ্চভিস্তু ত্রিভিস্ত্রিভিরমর্ষণঃ।
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ রাজেন্দ্র পার্থিবঃ পঞ্চভাপনঃ ॥ ১৭
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্বধ্যমানঃ পদাতিভিঃ।
সত্যব্রতশ্চ সমরে পুরুমিত্রশ্চ ভারত ॥ ১৮
অভিমন্যুবিধায়ং তু বধমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ তু সম্প্রেক্ষ্য মাতুলং ভ্রাতৃবৎসলৌ ॥ ১৯
অবিষোঢ়াং পরেষাং তৈরক্ষদ্যূতমিবাহতম্।
ততঃ শলো মহারাজ যন্ত্রীরৌ রথিনাং বরৌ ॥ ৩০
শরৈরুচ্ছিন্নসন্নদ্ধ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণৌ।
ন্যহনেতাং হয়ান্ যন্ত্রী মাদ্রীপুত্রৌ ন চেতরৌ ॥ ৩১

অথ দুর্যোধনঃ দৃষ্ট্বা ভীমসেনং মহাবলম্।
বিবিংশতিং কলহজ্ঞাতুং পরাং ত্বরাং পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসনিভ দর্শনম্।
ভীমসেনঃ মহাবাহুঃ পুরস্তাদ্ আততায়িনম্ তথা ॥ ৩৩
দুর্যোধনস্তু সংক্রুদ্ধো মাতরং সমবেক্ষ্য চ।
অনীকং দণ্ডনাথস্য কুরুরাজস্য তদ্বিদম্ ॥ ৩৪
গজানীকেন মহতা রাজা দুর্যোধনঃ।
মাধবং পুরতঃ কৃত্বা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৩৫
আপেতুস্তূর্ণ মুদ্দৃষ্ট্বা গজানীকং কুরোরকঃ।
পদাপাণিবরারোহৈঃ রথাৎ সিংহ ইবোচ্চকৈঃ ॥ ৩৬
অভিসারয়তীঃ তূর্ণং প্রমুক্ত মহতীঃ সমাঃ।
অন্যোন্যেন গজানীকং আপিতাসা ইবাদ্রিকঃ ॥ ৩৭
স গজান্ গদয়া নিঘ্ন ন্ বাহকাংশ্চ সমন্ততঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৩৮
তস্য বাহেন মহতা মহেন্দ্রধ্বজসন্নিভা।
বাহাংশ্চৈব সমাহত্য গদা ভীমস্য পাতিতা ॥ ৩৯

তদন্তরং মহেষ্বাসঃ পাণ্ডুপুত্রঃ বৃকোদরঃ।
বিবাহায় ধৃতমতিঃ দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং তদা ॥ ৪০
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসনিভ দর্শনম্।
অন্যোন্যেন মহাবাহুঃ পুরস্তাদ্ আততায়িনম্ তথা ॥ ৪১
গজানীকেন মহতা রাজা দুর্যোধনঃ।
মাধবং পুরতঃ কৃত্বা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৪২
আপেতুস্তূর্ণ মুদ্দৃষ্ট্বা গজানীকং কুরোরকঃ।
পদাপাণিবরারোহৈঃ রথাৎ সিংহ ইবোচ্চকৈঃ ॥ ৪৩
অভিসারয়তীঃ তূর্ণং প্রমুক্ত মহতীঃ সমাঃ।
অন্যোন্যেন গজানীকং আপিতাসা ইবাদ্রিকঃ ॥ ৪৪
স গজান্ গদয়া নিঘ্ন ন্ বাহকাংশ্চ সমন্ততঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৪৫
তস্য বাহেন মহতা মহেন্দ্রধ্বজসন্নিভা।
বাহাংশ্চৈব সমাহত্য গদা ভীমস্য পাতিতা ॥ ৪৬

ততঃ শক্তিং মহাঘোরাং চিত্রাং ঘণ্টাং মহাস্বনাম্।
চিক্ষেপ সমরে ভীমো বধায় কুরুসেনয়োঃ ॥ ৪৭
তাং শক্তিং সহসা দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
ন্যপাতয়ৎ ক্ষিতৌ ক্রুদ্ধো বাহাংশ্চাস্য ব্যপাতয়ৎ ॥ ৪৮
তস্যাং নিপতিতায়াং তু ভীমসেনো মহাবলঃ।
ন্যহনৎ সমরে সর্বান্ যে স্থিতাস্তস্য সৈনিকাঃ ॥ ৪৯
তস্মিন্ বিমথিতে সৈন্যে ভীমসেনেন ধীমতা।
ন্যবর্তত মহাঘোরা নদী শোণিতবাহিনী ॥ ৫০
তস্যাং নদ্যাং মহারাজ মজ্জাবর্তায়ুধোর্মিমান্।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সংজ্ঞাং লেভে পরন্তপঃ ॥ ৫১
ততো বাণেন মহতা মর্মভেদিনা।
বাহ্যমানো হয়ৈস্তূর্ণং মাদ্রীপুত্রৌ ন চেতরৌ ॥ ৫২

মহারাজ! ইহারা সকলে পরস্পরের জ্ঞাতি—ভাই-বন্ধু ছিলেন, কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্পর্দ্ধা থাকায় ইহাঁরা দুঃখ অনুভবে ছিলেন। সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাস্ত্রসমূহ ক্ষেপণ করত যখন পরস্পরের নিকট আগমন-প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। ১৪

দুর্যোধন রাজসৈন্যের অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া এই মহাযুদ্ধে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অভিমুখে দৃষ্ট্যমানকে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

দুর্ধর্ষ বিশোক, চিত্রসেন পাঁচ, দুর্মুখ ছয়, দুঃসহ সাত, বিবিংশতি পাঁচ ও দুঃশাসন তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন পার্থিবশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণের নৈপুণ্য দেখাইয়া দুর্যোধন প্রভৃতি প্রত্যেককে পৃথক্‌পৃথক্ করিয়া বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১৬

ভারত! পরিঘবাহু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে তিনটি তিনটি বাণে আহত করিলেন। ১৮

রাজাকে আততায়ীকারী বহুল ও সহদেব বিদ্ধ করায় তাহাতে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখে তখন এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ১৯

মহারাজ! তখনকার পক্ষে কৃতপ্রতিকারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই বীর ভাগিনেয়কে যে বাণে পীড়িত করিলেন। তাঁহার বলপূর্বক আঘাত হইলেও মাদ্রীপুত্রদ্বয় বিচলিত হইলেন না। ২০-৩১

ততঃ শক্তিং মহাঘোরাং চিত্রাং ঘণ্টাং মহাস্বনাম্।
চিক্ষেপ সমরে ভীমো বধায় কুরুসেনয়োঃ ॥ ৪৭
তাং শক্তিং সহসা দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
ন্যপাতয়ৎ ক্ষিতৌ ক্রুদ্ধো বাহাংশ্চাস্য ব্যপাতয়ৎ ॥ ৪৮
তস্যাং নিপতিতায়াং তু ভীমসেনো মহাবলঃ।
ন্যহনৎ সমরে সর্বান্ যে স্থিতাস্তস্য সৈনিকাঃ ॥ ৪৯
তস্মিন্ বিমথিতে সৈন্যে ভীমসেনেন ধীমতা।
ন্যবর্তত মহাঘোরা নদী শোণিতবাহিনী ॥ ৫০
তস্যাং নদ্যাং মহারাজ মজ্জাবর্তায়ুধোর্মিমান্।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সংজ্ঞাং লেভে পরন্তপঃ ॥ ৫১
ততো বাণেন মহতা মর্মভেদিনা।
বাহ্যমানো হয়ৈস্তূর্ণং মাদ্রীপুত্রৌ ন চেতরৌ ॥ ৫২

তদন্তরং মহেষ্বাসঃ পাণ্ডুপুত্রঃ বৃকোদরঃ।
বিবাহায় ধৃতমতিঃ দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং তদা ॥ ৪০
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসনিভ দর্শনম্।
অন্যোন্যেন মহাবাহুঃ পুরস্তাদ্ আততায়িনম্ তথা ॥ ৪১
গজানীকেন মহতা রাজা দুর্যোধনঃ।
মাধবং পুরতঃ কৃত্বা ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ ॥ ৪২
আপেতুস্তূর্ণ মুদ্দৃষ্ট্বা গজানীকং কুরোরকঃ।
পদাপাণিবরারোহৈঃ রথাৎ সিংহ ইবোচ্চকৈঃ ॥ ৪৩
অভিসারয়তীঃ তূর্ণং প্রমুক্ত মহতীঃ সমাঃ।
অন্যোন্যেন গজানীকং আপিতাসা ইবাদ্রিকঃ ॥ ৪৪
স গজান্ গদয়া নিঘ্ন ন্ বাহকাংশ্চ সমন্ততঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুঃ সবজ্র ইব বাসবঃ ॥ ৪৫
তস্য বাহেন মহতা মহেন্দ্রধ্বজসন্নিভা।
বাহাংশ্চৈব সমাহত্য গদা ভীমস্য পাতিতা ॥ ৪৬

তদন্তরং মহেষ্বাসঃ পাণ্ডুপুত্রঃ বৃকোদরঃ।
বিবাহায় ধৃতমতিঃ দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং তদা ॥ ৪০

তদন্তরং মহেষ্বাসঃ পাণ্ডুপুত্রঃ বৃকোদরঃ বিবাহের অন্ত করিবার ইচ্ছায় রাজা দুর্যোধনকে দেখিয়া। ৪০

তমুদ্যত গদা হইয়া মহাবাহু ভীমসেনকে একটি শিখরযুক্ত কৈলাসপর্বতের ন্যায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। ৪১

তখন দুর্যোধন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মাতৃসৈন্যের ন্যায় রাজার সেনাবাহী হস্তী সৈন্যকে যুদ্ধে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ৪২

এই গজসৈন্যের সহিত মাধবাগ্রকে আগে করিয়া দুর্যোধন ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। ৪৩

সেই গজসৈন্যকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন হস্তে গদা লইয়া তৎক্ষণ শিখরের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রথ হইতে ভূতলে নামিয়া পড়িলেন। ৪৪

সৌহনির্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে লইয়া ভীমসেন দুর্যোধনরক্ষাকারী কালের কুলা গজসৈন্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪৫

তখন মহাবাহু ভীমসেন বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় গদাঘাতে গজসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে বধসাধন বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৪৬-৪৮

মন ও প্রাণকে কম্পিতকারী গর্জনকারী ভীমসেনের ভীত সিংহনাদে সেই সকল হস্তী সৈন্য তখন একত্রে সমবেত হইয়া বিনষ্ট হইয়া পড়িল। ৪৯

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রুপদনগরে প্রচণ্ডপরাক্রমশালিনা ভীমসেনেন সহ ভীষণস্য যুদ্ধম্, সাত্যকি-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োঃ পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দক্ষিণ্ মঞ্জাবীকে পূর্ব্বো দুর্য্যোধনস্তব।
ভীমসেনঃ দুষ্টতোষাঃ সর্বসৈন্যাভ্রতোলয়ন্ ॥ ১
ততঃ সর্বাণ্যনীকানি তব পুত্রস্য শাসনাৎ।
অভ্যাদ্রবন্ ভীমসেনং নদন্তঃ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ২
তং রথৌঘমপর্যন্তং মেঘৌঘমিব সংপ্লবম্।
আপতন্তং মুহুশ্চায়ং সমুদ্রমিব পর্বণি ॥ ৩
রথ-নাগাশ্বকলিলং শঙ্খ-দুন্দুভিনাদিতম্।
অনন্তরথপাদাবং রজসা সর্বতো বৃতম্ ॥ ৪
তং ভীমসেনঃ সমরে মহোর্মিমিব সাগরম্।
সেনাসাগরমক্ষোভ্যং বেলেব সমবারয়ৎ ॥ ৫
তথাস্তধীরপক্ষায় পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
ভীমসেনস্য সমরে রাজন্ কর্মাণ্যমানুষাণি ॥ ৬

ঈর্ষাণ্ পার্থিবান্ সর্বান্ সাধান্ সত্য-ধৃতব্রতান্।
অবধীৎ ভীমসেনো গত্বা সমবারয়ৎ ॥ ৭
স সংবার্য্য বলৌঘাংস্তান্ গত্বা দ্বিষতাং বরঃ।
অবিভ্যৎ দুমুখে ভীমো গিরির্মেরুরিবাচলঃ ॥ ৮
তস্মিন্ দুমুখে ঘোরে কালে পরমদারুণে।
সাত্যকিস্তব পুত্রাংস্ত দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৯
গৌগণেয়োঽভিমন্যুশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
ন প্রাজানন্ ভীমসেনং ভয়ে জাতে মহাবলম্ ॥ ১০
ততঃ সৈন্যাবলীঃ শুভ্রা প্রভৃত্য মহতীঃ সমাঃ।
অবাবং তাবকান্ যোধান্ ধনঞ্জয়শিরিবাস্তবঃ ॥ ১১
সোঽবান্ রথসহস্রাণি বাজিনশ্চাপি সর্বশঃ।
ততক্ষন্ রথসহস্রাণি বাহুবেগেন পাণ্ডবঃ ॥ ১২

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুমুখের প্রতি পরাক্রমী ভীমসেনের গমন ভীষণ যুদ্ধ এবং সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই দক্ষিণ সৈন্য নিহত হইয়া যাইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন আদেশ দিলেন যে, সকল সৈন্য বিলম্বিত হইয়া ভীমসেনকে বধ কর ॥ ১

তাহাতে আপনার পুত্রের আদেশে সমস্ত সৈন্যগণ ভৈরব রবে গর্জন করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ২

সৈন্যগণের সেই অগণিতীয় বেগ বেলাভিমুখের জলের ন্যায় তখন বোধ হইতেছিল। পৃথিবীর সংবর্তিত সময়ের ন্যায় তখন বোধ হইতেছিল এই সৈন্যবাহিনী দুস্পার বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৩

এই সৈন্য-সমূহ রথ, হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ ছিল এবং ভেরী ও শঙ্খধ্বনিতে ঐরূ কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐরূপে ক্ষিপ্ত রথ ও পদাতি সৈন্যের সংখ্যা বলিবার শক্তি আমার নাই এবং সৈন্যের দ্বারা চারিদিক্ ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৪

সমর এক মহাসাগরের ন্যায় সেই অক্ষোভ্য সৈন্যসমূহকে যুদ্ধে ভীমসেন তীরের ন্যায় প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

রাজন্! সেই সময় সংগ্রামভূমিতে আমরা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের অত্যন্ত আশ্চর্য্যের অতিমানুষ কর্ম দেখিতে লাগিলাম ॥ ৬

অনন্তর ইনি ও অন্যান্য সব বুদ্ধিমান্ বীর যোদ্ধাগণকে বিনাশ করিতে করিতে তীব্র বাহুবেগে ভীষণকর্মা আক্রমণ করত দুর্দ্ধর্ষ-বিক্রম করিতে করিতে প্রলয়কালে সমুদ্রের ন্যায় সৈন্যদলে বিক্রম করিতে লাগিলেন ॥ ৭

সব, হস্তী ও অশ্বের সব বুদ্ধিমান্ বীরদিগকে যুদ্ধে বধ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সকলকেই ভীমসেন যেমনভাবে বিনাশিত না হইবারই মত করিলেন ॥ ৮

ঐরূপে ভীমসেন সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী ধনঞ্জয়ের প্রতিরোধ করিয়া তাহার সমস্ত সংগ্রামস্থলে যেমন পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই দুমুখ ও অত্যন্ত ভীষণ সময়ে মহাবল ভীমসেনকে তাঁহার আক্রমণ, পুরুষত্ব, ক্ষিপ্রহস্ততার দ্বারায়, গৌগণীয় পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইহারা কেহই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না ॥ ১০

তাহার পরের সম্পূর্ণ অংশ লৌহনির্মিত (ইস্পাতের) দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, সেই বিশাল এবং ভারবহ গদা হাতে লইয়া ভীমসেন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে আপনার সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিতেছেন ॥ ১১

অনন্তর প্রভাবশালী বলবান্ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন হস্তী ও অশ্বারোহী বীর সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে করিতে তীব্র বাহুবেগে হতাবশিষ্টকে আক্রমণ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে করিতে প্রলয়কালে সমুদ্রের ন্যায় সৈন্যদলে বিক্রম করিতে লাগিলেন ॥

বিবিধান্ বচনং প্রাহো দুর্যোধনে কালবশং বিভুঃ।
উদ্বেজয়ন্ পাণ্ডবানাং হৃদয়ানি পাণ্ডবঃ ॥ ১০
বলানি সমবর্ষাত্ত নভঃ বলানীব কুঞ্জরঃ।
দৃষ্ট্বা তদ্ভেত্তো ঋষিণো গন্ধর্বেত্তো যজুষোদিনঃ ॥ ১১
সাধিবস্কাষণ্ডকেত্তো দূরতো ঽপি পলায়িনঃ।
যদ্বয়া বাধমং সর্বান্ বাতো বৃক্ষানিবৌজসা ॥ ১২
ভীমসেনো মহাবাহুস্তব পুত্রস্য বৈ বলে।
সাপি বজ্রাবপাতৈশ্চ প্রদিতা কবিরেব চ ॥ ১৩
অনুকৃত্য মহাবৌঘা যথা নাগাবপাবনী।
তত্র তত্র হতৈশ্চাপি মহদ্ভি-গজ-বাজিভিঃ ॥ ১৪
বথাক্ষৈঃ সমরুদ্ধশ্চ রোধোঘোপসমাহিতম্।
পিনাকমিব ভগ্নঞ্চ ভূতসাক্ষিকতঃ পশুঃ ॥ ১৫
যমস্যেবাপরামুগ্রামিত্রাশনিমবর্ষবান্।
বৃত্তকৌমোদকীং রৌদ্রীং বিপদনীং গদাম্ ॥ ১৬
আবিধ্যন্তো গদাং তস্য কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
হতৌ ভ্রাতা মহাবাহোঃ কালস্যেব মুখন্তরে ॥ ১৭
তং তথা মহতীং সেনাং ভ্রাতরঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
দৃষ্ট্বা কুন্ত্যাত্মিবাত্মানং মন্যে বিমনসোঽভবৎ ॥ ১৮
যতো যতঃ প্রেক্ষতে চ মহাবুদ্ধয়া পাণ্ডবঃ।
তেন তেন চ পৌত্রাণাং সর্বসৈন্যানি তারত ॥ ১৯
প্রদাবয়ন্তঃ সৈন্যানি বলেনাপ্রতিবর্তমম্।
প্রসমানয়নীকানি ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্ ॥ ২০
তং তথা ভীমকর্মাণং প্রসৃতীরবলাপদম্।
দৃষ্ট্বা কুরৈরবঃ ভীতঃ সহসৈন্য সমভ্যয়ুঃ ॥ ২১
মহতা রথঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
ঘোষয়ন্ পরবীরেণ পরান্ বীর পরীপ্সয়ন্ ॥ ২২
তমায়ান্তং তথা দৃষ্ট্বা ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
ভীমঃ ভীমো মহাবাহুঃ প্রত্যুদীয়াদবস্থিতঃ ॥ ২৩
তস্মিন্ রথে সাত্যকিঃ সত্যসন্ধঃ
শিনিপ্রবীরোঽথাসজৎ শিতাগ্রম্।
নিঘ্নন্নরিগ্নান্ বহুধা দৃঢ়েষু
সংকল্পতুল্যস্য পুরস্য সৈন্যম্ ॥ ২৪

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজ প্রবলবেগে রথসমূহকে ভূলিয়া ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত সৈন্যকে সেইস্থানে স্তম্ভিত করিতে থাকিলেন, যেরূপ হাতী মানসবেগে স্তম্ভিত করিয়া থাকে ॥

মহাবল ভীমসেন আপনার পুত্রের রথসমূহে এই ভীষণরূপে, হাতি সকলের দ্বারা হস্ত্যারোহীদিগকে, অশ্বগণের পৃষ্ঠের দ্বারা অশ্বারোহিকুলকে এবং ভূতলে পাদচারী সৈন্যদিগকে মর্দনপূর্বক সেই সকল দিগকে করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবলবায়ু বাগান বৃক্ষসমূহকে উৎপাটিত করিয়া থাকে ॥

ক্রুদ্ধ ও অমর্ষপরে নিযুক্তকারিণী ভীমসেনের সেই ভয়ানক ক্ষমা, বল, বাহু এবং অস্ত্র দিন হইয়া মহাভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল।

যেখানে যেখানে নিযুক্ত হইয়া পতিত হয়ত, ধনী ও অধনে সেই সমস্ত ভয়ানক ভয়ানক বিনাশস্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ভীমসেনের সেই মহাবলবাহিনী ভয়ঙ্করী গদাকে সমস্ত মানবগণ প্রলয়কালীন পশুপতিকে (ভীমসেনকে) সংহারকারী অন্তকের ত্রিশূল ও দণ্ডস্বরূপ মনে করিতে লাগিল। ইহার পরের বৃত্তান্ত ন্যায় কহিতেছি ॥ ১৫-১৯

যাঁর যখনই ঘুরাইতে ঘুরাইতে মহাত্মা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের ভয় উপস্থিত হইলে মনে করিতে লাগিলেন, যেন কৃতান্ত সহিত

তং বাসুদেবো দ্রুতমভ্যুপেত্য
পরান্ বলজ্ঞঃ নিধিতান্ সুযুধান্।
বাণাংশ্চ ঘোরান্ বাহিনীমুখেষু
সর্বে যথা তারত যে যথৌঘাঃ ॥২৮
অথিষ্যদেবঃ কপিভিঃ পৃথক্ত্বৈ-
রলঙ্কৃতো রাজলোহলৌ তথানীম্।
শরৈস্তনুত্রৈঃ প্রতিবিধ্য তাঁশ্চ
বভৌ বিনেতাপতত্ প্রবেন ॥২৯
অথাপতঃ বৃষ্ণিবরঃ নিশম্য
তং শত্রুসংঘে পরিবর্তমানম্।
প্রহারয়ন্তা কুরুপুঙ্গবাস্তে
পুনঃ পুনশ্চ প্রসভং তরাজৌ ॥৩০

যোধাগ্রণীঃ শত্রুবীরহন্তা
মেঘো যথা সূর্যরথপ্রমেয়ঃ।
তথাপি তং নারিষু ন শেকুঃ
গ্রহাধিপং সূর্যমিবাগ্রপন্তম্ ॥৩১
ন তস্য কশ্চিদ্রবিষহ্য আসী-
দৃতে রাজন্ সোমদত্তস্য পুত্রাৎ।
ন বৈ সমাদায় ধনুর্মহাস্ত্রং
যুযুধিরে তারত সৌমদত্তিঃ ॥৩২
দৃষ্ট্বা তথান্ যান্ বাসনীয়মানান্
প্রদ্যুম্নমুখ্যো সাত্যকিং বেগে বিদ্ধন্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সাত্যকি-ভূরিশ্রবঃ-
সমাগমে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

পুরস্থ সৈন্যবাহিনীকে কম্পিত করত নিজাস্ত্র ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ২৭

তারত! বজ্রতুল্য তীব্র বেগে ধাবিত ও সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ভীষ্মাস্ত্রসমূহ বলবানী সাত্যকিকে সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। ২৮

কেবল অশ্বযুক্তরথের রাজাই তখন তাঁহাকে দশটী বাণে বিদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে নিজের সৌষ সাত্যকিও এই রাজাকে চারিটী বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধগ্রহণ করিলেন এবং প্রথম বাণ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ২৯

বৃষ্ণিবীরের সেই বীর সাত্যকি আসিয়া শত্রুসৈন্যের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলেন এবং কুরুবংশের যুদ্ধ যুদ্ধ বীরগণকে পলাইয়া যাইতে করিয়া বারংবার গর্জন করিতে থাকিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা তাঁহার উপর চৌদিকে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; যেমন মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। তথাপি তাঁহারা সায়াহ্নকালীন প্রখর তাপযুক্ত সূর্যের ন্যায় ইহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। ৩০-৩১

রাজন্! সেই সময় সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত এমন অন্য কোন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি বিপক্ষগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই। তারত! সোমদত্তপুত্র মহাত্মা ভূরিশ্রবা বীর এই বীরসংঘকে বিমর্দন করিয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া শত্রু প্রহার করত যুদ্ধের ইচ্ছায় সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন। ৩২-৩৩

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সাত্যকি-ভূরিশ্রবার যুদ্ধে সমাগমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য অষ্টোৎকটস্য চ পরাক্রমঃ, কৌরবাণাং পরাজয়ঃ, চতুর্থদিবসস্য যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধৃষ্টদ্যুম্নো রাজন্ সাত্যকিঃ নবভিঃ শরৈঃ।
প্রাবিধ্যদ্ দ্রুপদঃ ক্রুদ্ধস্তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্॥ ১

কৌরবঃ সাত্যকিশ্চৈব শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অন্যোন্যমভিনির্বিধ্য সর্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ২

ততো দুর্যোধনো রাজা সোদর্যৈঃ পরিবারিতঃ।
সৌবলিঃ শকুনিঃ যত্তঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ॥ ৩

তং চৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে সাত্যকিং রক্ষসা বলে।
পরিবার্য স্থিতাঃ সর্বে সমন্তাৎ যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ৪

ভীমসেনস্ত সংক্রুদ্ধো মর্যাদামুদ্বহন্ ভারত।
দুর্যোধনমুখান্ সর্বান্ পুনরন্তে পর্যবারয়ৎ॥ ৫

ধৌম্যসেনেক্ষণাহেতৈঃ ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ।
নব কঙ্কপত্রান্ পুঙ্খান্ ভীমসেনঃ মহাবলম্॥ ৬

বিব্যাধ বিশিখৈঃ ষড়্ভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
দুর্যোধনঞ্চ সমরে ভীমসেনঃ মহাবলম্॥ ৭

আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো মার্গণৈরষ্টভিঃ শিতৈঃ।
ততো ভীমো মহাবাহুঃ স্বরথং সুমহাবলঃ॥ ৮

আজঘ্রাহ নবভিঃ বিশোকং চেকিতানং।
এতে মহারথাঃ শূরা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমাগমাঃ॥ ৯

রাজেব ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধা হ্যন্তকস্যান্তকা যুধি।
মনোরথক্রমোঽস্মাকং চিন্তিতো বহুবার্ষিকঃ॥ ১০

সকলং সুত চাস্মাকং যোদ্ধুং পশ্যামি সোদরম্।
মহাত্মোক সমুৎক্ষিপ্তা রেণবো রথনেমিভিঃ॥ ১১

প্রযান্তস্ত্যস্তরিক্ষং হি শরবৃষ্টৈর্বিনিঘ্নতে।
তত্র বিস্ফোটি সন্নাদঃ যঃ রাজা সুযোধনঃ॥ ১২

আত্তশস্ত্রাশ্চ সন্নদ্ধাঃ কুলপুত্রা মহোৎকটাঃ।
একনিঘ্ন ইবিস্যামি পশ্যতস্তে ন সংশয়ঃ॥ ১৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও অষ্টোৎকটের পরাক্রম, কৌরবগণের পরাজয় এবং চতুর্থ দিবসে যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে নবটি বাণে বিদ্ধ করিলেন, যেরূপ মন্ত্রপাঠের পরে স্তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ১

সেই সময় পরস্পরের অন্যায়কারী সাত্যকি ও কৌরবগণ বাসস্থলে সকল লোকের দৃষ্টিগোচরেই ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিরোধ করিলেন। ২

ইহা দেখিয়া সহোদর ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে চারিদিকে আবৃত করত তাঁহার রক্ষায় তৎপর হইলেন। ৩

এদিকে অভিমন্যু মহাভেজস্বী পাণ্ডবগণও যুদ্ধদুর্মদ সাবধান হইয়া সাত্যকিকে চারিদিকে বিরিয়া সমরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪

ভারত! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার দুর্যোধনাদি সকল পুত্রদেরই একাকীই রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৫

তখন ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ আপনার পুত্র নবছয় বার বাণের দ্বারা ধৌম্য সৈন্যের সহিত আহিয়া বিলাতে পাশ দিয়া ধারণকৃত কঙ্কপক্ষযুক্ত দুইটি বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ৬

তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও সেই ক্রুদ্ধ মহাবাহু ভীমসেনের রক্ষাস্থলে নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৭

তখন মহাবাহু ভীমসেন তীক্ষ্ণ ভল্লে রথে আরোহণ করিলেন এবং সাত্যকি বিশোককে এই কথা বলিলেন।

এই মহাবাহু বীর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমার ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।

সখে! আমার মনে বহু বর্ষ ধরিয়া যাহার চিন্তা হইতেছে, সেই মনোরথরূপী কৃষ্ণ আজ সফল হইতে চলিয়াছে, কারণ, এই সময় আমি এই যুদ্ধস্থলে দুর্যোধনকে আত্মগণের সহিত একত্রিত হইতে দেখিতেছি।

বিশোক! যেখানে রথের চক্রনাভের দ্বারা উত্থিত ধূলি বাসনসূচের সহিত অন্তরিক্ষ ও দিগন্ত সকলকে ব্যাপ্ত করিতেছে, সেই স্থানেই অতি রাজা দুর্যোধন অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে। ৮-১১

উহার ক্ষুরীণ ও অন্যান্য রাজারাও রথ সজ্জা করিয়া ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতেছে। আজ আমার ক্রোধের সাহায্যে আমি উহাদের সকলকেই বিনাশ করিব,—ইহাতে কোনই সংশয়

তমাপতন্তমাজ্ঞায় সংগ্রামে যত্তঃ সাত্যকি স্তদা।
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থস্তব পুত্রং বিশাম্পতে ॥১৪
বিব্যাধ দশভির্বাণৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নবভিশ্চ ত্রিভির্বাণৈরভ্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥১৫
তং তু দুর্যোধনঃ ষষ্ঠ্যা বিদ্ধ্বা তীক্ষ্ণৈঃ শরোত্তমৈঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পুনর্বিদ্ধ্বা বিশোকং প্রত্যবিধ্যত ॥১৬
তস্যাশ্ব চ ধনুশ্চৈব ধ্বজং সূতং তথৈব চ।
পুনশ্চৈনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যহনৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৭
সমরে প্রেক্ষ্য তদ্বীর্যং বিশোকঃ তু মুদান্বিতঃ।
পীড়িতং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥১৮
অমৃষ্যমাণঃ সংরম্ভো বভূবাথ পরন্তপ।
পুত্রস্য তে মহারাজ বধার্থং ভরতর্ষভ ॥১৯
সমাধত্ত ধনুশ্রেষ্ঠং ক্ষুরপ্রং লোমবাহিনম্।
তেন চিচ্ছেদ ভল্লেন তীক্ষ্ণ কার্মুকমুত্তমম্ ॥২০
সোঽপবিদ্ধ্য ধনুশ্ছিন্নং পুত্রস্তে ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদত্ত সমরে বেগবত্তরম্ ॥২১
সমরে বিশিখং ঘোরং কালমৃত্যুসমপ্রভম্।
তেনাজঘান সংক্রুদ্ধো ভীমসেনং স্তনান্তরে ॥২২
স বাচবিদ্ধো বাণিদ্ধঃ স্রবন্নোপস আবিশৎ।
স বিদ্ধো হৃদয়ে ন্যস্তে ধ্বজযষ্টিমুপাশ্রয়ৎ ॥২৩
তং দৃষ্ট্বা বাণিনং ভীমমতিমন্যুপ্রমোদনাঃ।
ন্যপতন্ত মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥২৪
ততস্তু তুমুলাঃ কৃষ্টাঃ পণবাশ্চ ভীরুত্রাসনাঃ।
পাণ্ডবানামনীকেষু পুত্রস্য তব দুর্মতি ॥২৫
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
দুর্যোধনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পত্রিভিঃ ॥২৬
ধনশ্চ পত্রিণোদ্ধ্যা শরৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
কবচমুত্তমসংস্পর্শং ন বিভেদ্য ব্যপতত্ত ধরাম ॥২৭
প্রত্যুদ্যযুস্ততো ভীমং তব পুত্রাস্তরস্বিনঃ।
সেনাপতিঃ সুষেণশ্চ জলসন্ধঃ সুলোচনঃ ॥২৮

যাই। অতএব সাবধি! তুমি সাবধান হইয়া অশ্বগণকে সংযত করিয়া রাখ।

রাজন্! এই কথা বলিয়া মুহূর্তমধ্যে ভীমসেন ধনুর্ধারিগণ শ্রেষ্ঠ বাণে দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে গভীরভাবে আঘাত করিলেন। ১৩-১৪

ইহা দেখিয়া দুর্যোধন ষাট বাণে মহাবল ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণে সাবধি বিশোককেও আঘাত করিলেন। ১৫

রাজন্! তাহার পর দুর্যোধন পুনরায় তিনটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীমের বাহু ছেদন করিতে করিতে ভীমসেনের ভেরবী নামের ধনুখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ১৬

আপনার বহুবীর পুত্র দ্বারা সমরস্থলে বীর সাবধি বিশোককে তীক্ষ্ণ বাণের আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় দুপিত হইয়া বীর বিদ্যা সহ প্রবল করিলেন। মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! পুত্রের আপনার পুত্রকে বধ করিবার বাসনায় অতিশয় ক্রোধভরে তিনি পরমশুদ্ধ ক্ষুরপ্রধার সায়ক (তোমর) করিলেন এবং তাহাদ্বারা রাজা দুর্যোধনের উত্তম ধনুকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৮-১৯

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি ছিন্ন ধনুকে পরিত্যাগ করিয়া অতি দক্ষ অন্য ধনুকের উপরে অতি ভেরবরূপী শরের একটি বড় গ্রহণ করিলেন। ২১

তখনই তাঁহাকে কাল ও মৃত্যুসদৃশ ভেরবী তোমর বাণ সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ২২

সেই বাণে গুরুতর আহত হইয়া ভীমসেন ব্যথিতচিত্তে ধ্বজা আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হইলেন। ২৩

ভীমসেনকে প্রহারে পীড়িত হইতে দেখিয়া অতিরথ প্রভৃতি হাজার হাজার মহারথিগণ ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ২৪

তখন তাঁহারা সকলে আপনার পুত্রের সম্মুখে নির্ভয়চিত্তে ভেরবী অস্ত্রবল প্রকাশদ্বারে বধ করিতে লাগিলেন। ২৫

তখনকার সংগ্রামে করিয়া মহাবল ভীমসেন দুর্যোধনকে প্রথমে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পঁচিশটি বাণে আঘাত করিলেন। ২৬

তাহার পর মহাবলবান পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন সুতীক্ষ্ণ পরমশুদ্ধ পঁচিশটি বাণে রাজা দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণে আহত হইয়া তিনি রথভূমি হইতে পলায়ন করিলেন। ২৭

রাজন্! তখন আপনার ভৌরুজন পুত্র ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের নাম হইল—সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, বলী, উগ্রায়ুধ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ,

উগ্রো ভীমরথো ভীমো বীরবাহুরলোলুপঃ।
দুর্মুখো দুষ্প্রধর্ষশ্চ বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ ॥ ২৯
বিশালাক্ষো মৃদুর্ বাগ্মী, ক্রোধনাহৃষ্কসোমকাঃ।
ভীমসেনমভিক্রম্য বিবাদুঃ সহিতাঃ ক্রুধম্ ॥ ৩০
পুত্রাণাস্তু তব শ্রুত্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
সত্বিনী বিনিহন্ বীরঃ পক্ষমগ্নো যথা দ্বিপঃ ॥ ৩১
অভিপদ্য মহাবাহুর্গদামাদায় বেগিতঃ।
সেনামধ্যে দুষ্প্রধর্ষো বিধূন্বিষ্ণেব পাণ্ডবঃ ॥ ৩২
সম্প্রাপ্য চ তাঁস্তত্র বিবিধাংশ্চৈর্মহাবলঃ।
জঘান সমিতিঞ্জয়ো বিধমন্ত্রোপমঃ যুধি ॥ ৩৩
পাতয়ামাস তত্রৈব কুণপান্যাঃ বিভূষিতম্।
বীরবাহুং সপুত্র্যা সাম্বেকেতুং সসারথিম্ ॥ ৩৪
বিনদ্য সমরে বীরঃ পরলোকায় পাণ্ডবঃ।

ভীম-ভীমরথৌ ক্রোষ্টৌ ভীমসেনো হসন্নিব ॥৩৬
পুত্রৌ তে দুর্মদৌ রাজন্নভ্যধাবন্ত বেগিতাঃ।
ততঃ সুলোচনঃ ভীমঃ ক্রুদ্ধপ্রেক্ষ মহাবলঃ ॥৩৭
বিবৃত্যা সর্বসৈন্যানামেনয়ন্ যমসাদনম্।
পুত্রাণাং তব তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনপরাক্রমম্ ॥ ৩৮
সেনা মেঘেক্ষণাকারং তে ভীমস্য ভয়ার্দিতাঃ।
বিপ্রদ্রুতা দিশো রাজন্ বধ্যমানা মহাত্মনা ॥ ৩৯
তমেকোঽবীক্ষ্য রাজেন্দ্র সর্বসৈন্যেন মহারথম্।
এষ ভীমো বনে ক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ মহাবলান্ ॥ ৪০
যথা প্রাপ্তান্ যথা ক্রোধাৎ যথা পূর্বান্ত সঙ্গতান্।
বিশালাক্ষান্ প্রবধ্য তং প্রসৃষ্টাঃ মার্গিতম্ ॥ ৪১
এবমুক্তাস্তবঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকাঃ।
সন্ত্যজ্যৈবন্ত সংক্রুদ্ধা ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৪২
তমপ্রতঃ প্রতিষ্ঠন্তং দুষ্প্রসহ্যং বিশাম্পতে।
অব্যগ্রাং সমরে তত্র যন্ত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৩

দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম। ইহারা সকলে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া তাঁহাকে আঘাত আঘাত করিতে লাগিলেন। ২৮-৩০

মহাবলী মহাবাহু বীর ভীমসেন আপনার পুত্রগণকে দেখিয়া পক্ষচ্ছেদকারী ক্রুদ্ধ (গোত্রভিদের) ন্যায় বীর ভূধর দুই প্রান্তরাল বিস্তার দ্বারা সেনা বধ করিতে করিতে গদাহস্তে ভীমবেগে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি দুষ্প্রধর্ষ বীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিলেন। ৩১-৩২

তারপর প্রস্তুত হইয়া মহাবাহু ভীমসেন হাতে করিতে করিতে গদাসহকারে তিনটি বাণে বিরাট করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ৩৩

তৎপরে তাঁহাকে বধ করিয়া কুণপসহকে পাতাইয়া দিলেন এবং ভীমের কুলপতির সহস্রকুল সহকারে একটি ভয়ের দ্বারা শিহরণ সহ যেন তাহার কুলকে পাতিত করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডুনন্দন বীরবর ভীমসেন সম্মুখভাগে অস্ত্র, অশ্ব ও সারথিসহ বীরবাহুকে সকল বাধা বিঘ্ন করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিলেন।

রাজন্! তারপর ভীমসেন আপনার যে দুই পুত্র যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেই দুই পুত্র ভীম এবং ভীমরথকেও বিদ্ধ করিয়া যমপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে ভীমসেন সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সমক্ষে দৃষ্টপ্রহার প্রদান করিয়া সুলোচনকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন।

রাজন্! তারপর আপনার যে সমস্ত পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার ভয়ে শীতিবিহ্বলে মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের বাণপ্রহারে অর্জরিত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ৩৪-৩৯

তখনও পাণ্ডুনন্দন ভীম সকল মহারথী বীরগণকে বলিলেন,—এই বনের মধ্যে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখে আসছে রয়েছে, যেমন বীর মহাবলী রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া তৃপ্তাচিত্ত করিয়েছে, অতএব তোমরা সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে শীঘ্র বধ কর। ৪০-৪১

তিনি এই কথা বলিলে পর দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সংবেগে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল। ৪২

প্রজানাথ! তারা ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারীর উপর আক্রোশ করিয়া সহসা সৌদ্যমে উপস্থিত হইলেন, সেখানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছিলেন। ৪৩

আপতন্তমব চ রণে ভীষ্মসেনঃ বিশাম্পতেঃ।
অযুধ্যঃ সমরে চক্রে ভীমুক ইব ভারতম্। ৪৩
অভিদ্রুত্যাযুধাস্তং তু নাদয়ন্তং মহারবান্।
ভীমস্যাত্মাদিনা ক্রুদ্ধো ধনুশ্চন্দ্রমাপিনোৎ। ৪৪
স ত্বেনা শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ।
পুনশ্চ সমরশ্লাঘী তু বিব্যাধ্যেনং সমন্ততঃ। ৪৫
স শরব্রাতাভিহতঃ সর্বতোমর্মভেদিভিঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতো রাজন্ নানালিঙ্গৈঃ সুতেজনৈঃ। ৪৬
সন্নতপর্বভিরোগ্রৈঃ প্রেষিতৈর্যমসাদনৈঃ।
পরলিঙ্গিভিরার্কৈশ্চ ক্ষত্রধর্মা জলদো মহান্। ৪৭
লক্ষোপিরো মহেষ্বাসো ভগদত্তেন ধীমতঃ।
অভ্যাধাবত তান্ সর্বান্ কালোঽন্তস্থ ইবান্তকঃ। ৪৮
বিশতঃ তদবস্থায় কম্পয়ন্তঃ শরৈর্হয়ান্।
তস্য তৎ সুমহৎ কর্ম দৃষ্ট্বা সর্বে মহারথাঃ। ৪৯
অসজ্জ ধনুরাবন্ধে নাভিপ্রবনমাত্মনঃ।
ততশ্চ কুপিতঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্। ৫০
আজঘান মহারাজ পঞ্চাশদ্ভরতর্ষভ।
লোহিতিকো মহেষ্বাসস্তেন রাজা মহারথঃ। ৫১
মূর্ধন্যভিপরীতাগ্রা জত্রুদেশীং সমাবিশন্।
তাংশ্চ ভীমঃ সমালক্ষ্য ভীমসেনঃ মুমোচিহ। ৫২
নবভিঃ কলধৌতাগ্রৈঃ তপনীয়পরিষ্কৃতৈঃ।
ততো ঽষ্টাভিরতো রাজন্ ক্রোধঃ ভীমঃ প্রতাপবান্। ৫৩
সংক্রুদ্ধো রাজসো ঘোরস্তৈরাস্তরবীরহা।
স কৃত্বা ভারতীং মায়াং ভীতানাং ভয়বর্ধিনীম্। ৫৪
অযুধ্যত নিমেষার্ধং ঘোররূপো মহাদ্বিপঃ।
ঐরাবতং সমারূঢ়ঃ স বৈ দেবাসুরক্ষয়ম্। ৫৫
(কৈলাসশিখরিপ্রখ্যো বজ্রপাণিরিবাজরাৎ।)
তস্য হস্তেষ্বপি বিভূ নাসা বজ্রসমদ্যুতিঃ।
অঙ্কুশো বামনস্যেব মহাপদ্মশ্চ মূর্ধজঃ। ৫৭

দৃষ্টে আসিয়াই তিনি বীর বাসবপুত্রে ভীমসেনকে সৈন্যগণের অক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ৪৪

সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথী বীরগণ ভীমসেনের এই কার্যে মুগ্ধ হইয়া আক্রমণে সক্ষ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ নিজ বাহনদের সাহায্যে দ্রুত রথসমূহের ঊর্ধ্ব চারিদিক হইতে ঘিরে বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিজ বাসবপুত্রের রথের ভগদত্তের ধ্বজটিকে সর্বদিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৪৫-৪৯

রাজন্! তাঁহারা নানাপ্রকার চিহ্নধারণকারী ও অন্যান্য যোদ্ধারী ছিলেন, সেই সময় মহারথী বীরগণ কর্তৃক ভগদত্তের নানাভাবে আহত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের সেই বৃদ্ধীর ভগদত্তের হইয়া তাঁহার শত্রুদের সৈন্যগণ অভিমন্যু হইল, যেরূপ সূর্যাস্তের অব্যবহিতপরে রাত্রি মহাদেবের দর্শনীয় হইয়া থাকে। ৫০-৫৮

ভগদত্তকর্তৃক চালিত হইয়া বাসবপ্রেরিত মহাবাহুশালী ভগদত্ত সেই ক্রুদ্ধারী মহারাজ বিরাট যোদ্ধার আক্রমণ করিয়া বীর পরাক্রমে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে তাঁহাদের সকলের প্রতি ধাবিত হইল।

তাহার সেই বিশাল রূপ দেখিয়া সকল মহারথীরাই নিজেদের মনে অত্যন্ত ভয় করত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন।

* মহারাজ! তাহার পর তাহাকে দূরিত হইয়া বাসবপুত্রকে বাম ভীমসেনের রক্ষণার্থে আসার ধাবিলেন।

রাজা ভগদত্ত বহুত এইভাবে ভগদত্ত আহত হইয়া মহাবাহুশালী ভীমসেন দূর্ধাগ্রস্ত হইয়া অন্যান্যকে ধরিয়া ফেলিলেন।

সেই সব মহারথী বীরগণে ভগদত্ত ও ভীমসেনকে দূরিত দেখিয়া প্রভাসবাসী ভগদত্ত সৈন্যে নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন।

রাজন্! তাহাদের ভীমসেনকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া ভগদত্ত রাজন্ ঘটোৎকচ আবার ক্রুদ্ধ হইয়া সেখানেই আক্রমণ করিয়া পড়িল।

তাহার পর ভীত কাপুরুষদের ভয়বর্ধনকারিণী মায়া সৃষ্টি করিল। সে তখন অর্ধ নিমেষের মধ্যেই ভগদত্ত রূপ ধারণ করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। ঘটোৎকচ বীর মায়াদ্বারা বিবিধ কৈলাসশিখরতুল্য শ্বেতবর্ণ বিশাল ঐরাবতের উপর আরোহণ করিয়া বজ্রপাণী ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ৫৯-৫৬

তাহার পক্ষদ্বয়ে আরও অঙ্কুশ, বামন ও উত্তমবাহিনীর মহাপদ্ম—এই তিনটী বিশেষত্ব ছিল। ইহাদের উপর ঘটোৎকচের সমান ভাবসমূহ উপস্থিত ছিল।

এতে চৈব মহাবাহো রাজভিঃ সমবস্থিতাঃ।
মহাকায়াস্ত্রিধা রাজন্ প্রভদ্রকগণা মতাঃ। ৫৮
ভেজো-বীর্য-বলোপেতা মহাবলপরাক্রমাঃ।
অষ্টৌ সহস্রাণ্যথ নাগাঃ রোদ্রোমাণ ইতি শ্রুতাঃ। ৫৯
সমদাঃ ভগদত্তস্য তু হস্ত্যনীকে পরন্তপ।
যে ত্বাদ্যে চোদিতা নাগা রাজভির্ভরতর্ষভৈঃ। ৬০
পরিপেতুঃ সুসংরব্ধাস্তুর্ণাস্তুর্ণিমিব।
ভগদত্তস্য তে নাগাঃ বিধাবেয়ুরভীতবৎ। ৬১
স পীড্যমানৈর্নাগৈর্বৈ নার্দদ্ভিরভীতবৎ।
অবধীৎ সুমহানাদমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্। ৬২
তস্য তে নদতো নাগাঃ সুবেগাঃ ভীমনিঃস্বনম্।
প্রথমা ভীমোঽভবীদ্ রোষাৎ রাজানমং সুযোধনম্। ৬৩
এষ মৃত্যুর্হি সংগ্রামে ত্বৈষিকেণ দুরাত্মনা।
ভগদত্তো মহেষ্বাসঃ কস্মাৎ ত্বং পরিরক্ষসে। ৬৪

রাজন্ মহাকায় ও ভয়ানক নাগ।
এরা সকলেই সমরে ভাল-কুশলসমর্থ। ৫৭
আরো তোর ছাড়াও পাণ্ডবদের মহাবল
হস্তিসৈন্যে সুমহান্ ভীতর কলিঙ্গদের। ৫৮
তুমি সজ্জনে আজ যে রাজারা পরিরক্ষিছ।
আমাদের সবারে কিন্তু প্রাণে বিনোশতি। ৫৯
যে সকল মহাবীর্যা কি তিনে প্রধানরে।
মহান্ হি বর্ততে লৌক্য সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ। ৬০
তুরঙ্গম ভূমিসুত ভূপ্ত পুত্রশালিঃ
ভূক্ত তুমি পরিত্রাণ কর্তুমিচ্ছসি ভূত। ৬১
ভীষ্মস্য বধ্ যঃ ইচ্ছা সর্ব এব মহারথাঃ।
রোষ-ভীতো ভূতভূত। তস্মাত্তমভীতো। ৬২
ভৈরবং তমথাস্যন্তং প্রহর্ষয়ং রোষতঃ।
তান্ প্রহারান্ মহারাজো ধৃতিমান্ ভূতোপমঃ। ৬৩

রাজন্! এই সকল বিশালদেহ বিন্ধ্যগজ তিন ভাগে প্রস্তুত থাকায় তথা করিয়েছিল এবং ইহারা ভেজ, বীর্য ও বলসম্পন্ন এবং মহাবলশালী ও মহাপরাক্রমী ছিল॥

পরাক্রমশালী রাজগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া চারিটী করিণী সমবিদিষ্ট পরাক্রম বিন্ধ্যগজগণ পরাক্রম ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে ধাবমান করিল।

ইহারা সকলেই ভগদত্তের হস্তীকে বিদ্ধ বিদ্ধ করা পীড়িত করিতে লাগিল। পূর্বে হইতেই যে বাণের দ্বারা ভগদত্ত পীড়িত হইয়াছিল, তাহার উপর এই সব হস্তীর দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলে বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রলয়কালের ঝঞ্ঝার ন্যায় ভীষণ করিতে লাগিল। তাহার এই ভীষণরবে তখন ইন্দ্রের বজ্রপাতের প্রলয় ভয় মনে হইয়েছিল। ৫৭-৬২

ভগদত্তের ভীষণরবের সহিত অত্যন্ত রোষ সমন্বিত হস্তীর সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম রোষাবিষ্ট ও রাজা দুর্যোধনকে বলিলেন। ৬৩

এই মহাসমরে রাজা ভগদত্ত দুরাত্মা বিদ্বিষ্যমান ঘাতোৎসাহ সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং মহাসত্ত্বই পরিলক্ষিত হইতেছেন। ৬৪

এই রাজন বিশাল হস্তিবাহী এবং রাজা ভগদত্তকে সংহার করিতে ক্রুদ্ধ। ইহারা উহাকে যুদ্ধে ভাল ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ৬৫

হে, এই সংগ্রামের মহাদিনেরে ৬৬। যাইতেছে এবং ভগদত্তের ভীত হস্তী রোমহর্ষিত ভীষণরবে চলিতেছে। ৬৬

যোদ্ধাদের সকলের ভগদত্তে হইত। আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে যাইব, অন্যথায় মহারাজ আমাদিগে বিশি সমরক্ষণে নিশ্চই প্রাণত্যাগ করিবেন। ৬৭

মহাপরাক্রমী ভীষ্মের সমর ভয়। বিলম্ব করিলে কি আর হইবে? আমাদের সকল রাজার উচিত, তাহার, এই সংগ্রামে অত্যন্ত ভয়ের ও রোমাঞ্চকারী। ৬৮

রাজা ভগদত্ত দুর্লভ, মহাপরাক্রমী বীর, আমাদের রক্ষক ও সেনাপতি। ভীষ্মকর্তৃক হইতে অভিরক্ষিত হইতেছে। অতএব তাঁহাকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। ৬৯

ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত মহারথী ভীষ্মকে রোমাচার্য ও ভীষ্মকে আগে করিয়া ভগদত্তকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষ্মরবের সেখানে আসিলেন, সেখানে রাজা ভগদত্ত অবস্থান করিতেছেন।

ভীষ্মদের যাইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চালগণ এবং পাঞ্চালগণের অন্যান্যদের শত্রুসংহারে করিলেন।

পঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈঃ সার্ধং পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ পরান্।
ভাস্করীকাস্তবালোভা রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। ৭১
ননাদ সুমহানাদং বিস্ফোটয়ংশ্চাপমেবিণ।
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চাদ্ভুতং মৃধম্। ৭২
ভীষ্মঃ শান্তনবো যুদ্ধে ভারদ্বাজমব্রবীৎ।
ন বোঢ়ব্যে ময়া সংগ্রামো হৈডিম্বেন দুরাত্মনা। ৭৩
বলবীর্যসমাবিষ্টঃ সমহাহৃষ্ট সাত্যকিঃ।
নৈব শক্যো যুধা জেতুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্। ৭৪
লক্ষলক্ষ্যঃ প্রহারী চ বয়ঞ্চ প্রায়যোধিনঃ।
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈশ্চাপি বিনঃ কৃত-বিকত্থনঃ। ৭৫
তস্য যে রোচতে যুদ্ধং পাণ্ডবৈর্বিক্রমাদিভিঃ।
যুদ্ধমাস্থায়তাং শীঘ্রং যো যোৎস্যতি পাটঃ সহ। ৭৬
শিখাবয়বতঃ শ্রুত্বা তথা চক্রুঃ স্ম কৌরবাঃ।
উপাহরোপযানঃ যে ঘটোৎকচরথাদিতাঃ। ৭৭

কৌরবেষু বিসৃষ্টেষু পাণ্ডবা বিজয়াদিনঃ।
সিংহনাদান্ মুদঃ চক্রুঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ তারব। ৭৮
এবং ব্যবস্থিতে যুদ্ধে নিনদঃ তুমুলোঽভবৎ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পুরুষাণাং ঘটোৎকচম্। ৭৯
কৌরবাণাং ততো রাজন্ প্রবৃদ্ধঃ শিবিরং যযৌ।
ক্রীড়মানা বিনাকালে পাণ্ডবৈস্তে পরাজিতাঃ। ৮১
শরবিক্ষতসর্বাঙ্গাঃ পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
যুদ্ধে সুমহতো ভূত্বা জগ্মুঃ অশিবিরং প্রতি। ৮২
পুরস্কৃত্য মহারাজ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ।
পূজয়ন্তস্তদাঽন্যোন্যং মুদা পরময়া যুতাঃ। ৮৩
ব্যবস্থো বিবিধান্ নাদান্ কৃত্বাঽনবধিনির্জিতান্।
সিংহনাদাংশ্চ সুমহতো বিনির্জায় পরস্পরম্। ৮৪
বিসৃজ্য মহারাজ কল্পয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
ষষ্ঠীয়ন্তে সর্বাণি তব পুত্রস্য বাহিনি।

সেই ভৈরবনাদ আশ্রিত করিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অভিমন্যু প্রভৃতি দ্রৌপদীতনয়গণের প্রতি সিংহনাদ করিতে লাগিল।

ঘটোৎকচের সেই গর্জন শ্রবণ করিয়া এবং তুমুলযুদ্ধ স্বচক্ষে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীষ্ম দ্রোণাচার্যকে বলিলেন।

আমার এই সমস্ত সৈন্যকে ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে না, কারণ, সে বল ও পরাক্রমসম্পন্ন এবং এই সময় সে প্রবল সহায়বলসম্পন্নও হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত ঘটোৎকচকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। ঘটোৎকচ অস্ত্রপ্রয়োগে বিষ্ণু ও সখা কেশবকেও পরাজিত করিতে পারে। এদিকে আমাদের সাধনগুলি প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সাধারণতই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের দ্বারা অনেক অংশে বিক্ষত হইয়াছে। ৭০-৭৬

সৌম্যকান্তি বিজয়সূচক পাণ্ডবগণের সহিত বর্তমানে যুদ্ধ করা আমার মতে সমীচীন নহে। আজ যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা করা হউক। আমাদিগকে আমরা পঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ৭৭

পিতামহ ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া কৌরবগণ উপায়নগণের যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইবার কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন, কারণ, সেই সময় তাঁহারা সকলেই ঘটোৎকচের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৭৮

তারপর কৌরবগণ বিরত হইলে পর বিজয়ে উল্লসিত হইয়া পাণ্ডবেরা পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খধ্বনি করিলেন। ৭৯

এইরূপে সেইদিনের সম্পূর্ণ বিজয়শ্রী ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ চলিয়াছিল। ৮০

রাজন্! তৎপরে রাত্রির প্রারম্ভকালে পাণ্ডবগণ বহুল পরাক্রম হইয়া কৌরবেরা সকলেরই নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৮১

মহারথী পাণ্ডবগণেরও শরীর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা একজনের নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। ৮২

মহারাজ! ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে আগে রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে প্রসন্নতার সহিত নানাপ্রকার সিংহনাদ করত (শিবির অভিমুখে) চলিলেন। তাঁহাদের সেই গর্জনধ্বনির সহিত বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও হইতেছিল। ৮৩-৮৪

পঞ্চপাণ্ডব সেই সময়ে: মহারাজ পাণ্ডবগণ গর্জন করিতে করিতে, পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং আমাদের পুত্রের মর্মস্থানে আঘাত হানিতে হানিতে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৮৫

প্রয়াতাঃ শিবিরায়ৈব নিশাকালে পরন্তপ ।৮৫
সূর্য্যোদয়ন্তু নৃপতির্দীনো ভ্রাতৃবধেন চ ।
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস বাষ্পশোকসমাকুলঃ ।৮৬
ততঃ কৃত্বা বিধিং সর্বং শিবিরস্য মহাবিধিং ।
প্রবেশ্য সোদরস্তস্য ভ্রাতুর্ব্যসনকর্ষিতঃ ।৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি তৃতীয়েঽগ্নিসমাধ্যাহারে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

ভীম ভ্রাতৃবধের দুঃখে বাষ্প দূরীকরণ অবশ্য ভীম হইয়া পড়িলেন। তিনি মেই হইতে অবলোকন করিতে করিতে শোকব্যাকুলচিত্তে মুহূর্তকাল চিন্তামগ্ন হইলেন। ৮৬

অনন্তর শিবিরের সমস্ত কার্য্যের মহাবিধি করাইয়া আসিলেন। তিনি দুঃখী ও শোকসন্তপ্ত হইয়া বিশ্রামস্থানে চিন্তান্বিত হইলেন। ৮৭

ভীষ্মপর্বে ভীষ্মবধপর্বে তৃতীয় অগ্নিসমাধ্যাহারে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃষ্ণাহ্নি-সঞ্জয়য়োঃ সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনেন পাণ্ডবশিবিরকারণপৃষ্টেন ভীষ্মেণ ভ্রাতৃবধদুঃখিতত্বম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তত্র যে পুরুষব্যাঘ্রা বিক্রান্তাশ্চৈব সঞ্জয়।
অন্যে পাণ্ডুসুতব্যাঘ্রাগাঃ কথং তেষাং মৃতঞ্জয়ম্। ১
পুত্রাণাঞ্চ পরাজয়ো শ্রুত্বা সঞ্জয় সর্বশঃ।
চিন্তা মে মহতী পুত্র তবিষ্যন্তি কথা বিধি। ২
এবং বিদুরবাক্যানি বভূবুর্হি হৃদঃ মম।
যথা হি দৃশ্যতে সর্বং দৈবযোগেন সঞ্জয়। ৩
যত্র ভীষ্মমুখান্ সর্বান্ সঞ্জয়ান্ যোধসত্তমান্।
পাণ্ডবানামনীকেষু যোধয়ন্তি মহারথিঃ ৪

কেনবেষা মহাত্মানঃ পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ।
কেন মন্যন্তরাত্মাত কিং বা জানাতি বিদ্বিষ তে ॥৫
যেন ক্রুদ্ধা ন দহ্যন্তু তিমি তাবাধনা ইব।
পুনঃ পুনর্হতাস্মি হতং সৈন্যং তু পাণ্ডবৈঃ। ৬
ইত্যেব মন্যে পততি দৈবং পরমদারুণং।
যথাহ্যেষাং পাণ্ডুসুতা যথা যত্তাশ্চ মে সুতাঃ। ৭
এতদেষ সর্বমাচষ্ট যথাবদ্যোগ সঞ্জয়।
ন হি পারং প্রপশ্যামি দুঃখস্যাস্য কথঞ্চন। ৮

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র এ স্থলে সংবাদপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবদলের বিক্রমের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্মের ভ্রাতৃবধদুঃখিতত্ব বর্ণন করিতেছেন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের দেবতাদিগের সমকক্ষ মহা পরাক্রমের কথা শুনিয়া আমার অধিকতর ভয় হইতেছে এবং আমি বিস্মিত হইতেছি। ১

হে সঞ্জয়! ঘোর যুদ্ধসময়ে সর্বপ্রকারে পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়া আমার চিন্তা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। অধিকন্তু অতঃপর কি ঘটিবে ।২

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমার হৃদয়কে আসাইয়া অধীভূত করিবে. কারণ, সে যাহা বলিয়াছিল, দৈবযোগে অক্ষরে অক্ষরে ঘটিয়াছে দেখিতেছি। ৩

পাণ্ডবগণের সৈন্যমধ্যে এমন সব প্রধানপুরুষ যোদ্ধারা আছে, যাহারা পরাজিত অথবা যোদ্ধাদিগের মধ্যে যেই ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ৪

আহা! মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ কি কারণে অজেয় হইয়াছে? কেন বা কি উপায়ের দ্বারা বিপক্ষের অথবা কি আর আমাদের আছে? ৫

যাহার দ্বারা আমাদের তাহারা কোন ক্রমেই বিদ্ধ হইতেছে না। আমি পাণ্ডবগণ কর্তৃক বারংবার আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিনাশাদি শুনিয়া দৈব আর বল করিতে পারিতেছি না। ৬

দৈববলে আমারই উপর অতিশয় প্রবল দণ্ড পতিত হইল। সঞ্জয়! কেন পাণ্ডবগণ অথবা এবং আমার পুত্রগণ বিদ্বেষ হইয়াছে? এ সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাযথ বর্ণন কর। ৭

যেরূপ মানুষ নিজ বলে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাইয়া আবার পার পায় না, সেইরূপ আমিও এই দুঃখের শেষ কোন রূপই দেখিতে পাইতেছিনা। ৮

সমুদ্যতেষু যন্ত্রেষু ক্ষুরান্তাগ্রং প্রকল্পয়ন্ বনঃ।
পুত্রাণাং ব্যসনং মন্যে তব প্রাপ্তং পুরাতনম্ ॥ ৯
যাবদ্বিজিতি যে সর্বান্ পুত্রান্ ভীরো ন সংশয়ঃ।
ন হি পশ্যামি তং বীরং যো যে যচ্ছেৎ পুরান্ রণে ॥১০
ঋতে বিনাশং সম্প্রাপ্তং পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
উপায়ং কারণং যুক্তং শক্তিং বৈব বিলোকয়ঃ ॥ ১১
পৃচ্ছতো বৈ যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।
দুর্যোধনস্য যচ্ছেষং পৃষ্ঠা যান্ বিদুষান্ গণে ॥ ১২
ভীষ্ম-দ্রোণৌ কৃপস্যৈব সৌমদত্তস্য ধীমতঃ।
দ্রৌণির্যাপি মহেষ্বাসো বিকর্ণো বা মহাবলঃ ॥ ১৩
নিশ্চয়ো যাপি তত্রেষাং তথা জ্ঞানীহি মাধব।
বিদুষেষু মহাপ্রাজ্ঞ মম পুত্রেষু সঞ্জয় ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্যবহিতঃ কথা বৈয়াঘ্রপাদয়োঃ।
বৈব মন্ত্রকৃতঃ কিঞ্চিদ্বৈব যাতাঃ কথাবিদাম্ ॥ ১৫

ন বৈ বিজীষিষবঃ কাঞ্চিদ্ যাতন্ দুর্যুদ্ধি পাণ্ডবান্।
দুরাত্মি তে যথাত্মানঃ শক্তিমন্তশ্চ সাত্বতে ॥ ১৬
বর্তেন সর্বকার্যাণি জীবিতাপীতি ভারত।
আরভন্তে সদা পার্থাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ ॥ ১৭
ন তে যুদ্ধাদ্বিবর্তন্তে ধর্মাপেক্ষা মহাবলাঃ।
জিত্বা পরান্ মহা যুক্তা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৮
জ্ঞেয়াবিদ্যা হবে পার্থা ধনুষ্কাশ্চ পারিষে।
তব পুত্রা দুরাত্মানঃ পাপেষ্বভিরতাঃ সদা ॥ ১৯
নিহ্নুবা হীনকর্মাণস্তেন হীয়ন্তি সংযুগে।
দুরাত্মানি কৃতঘ্নানি পুংশ্চল্যেব মনোরথঃ ॥ ২০
নিকৃত্যানীয় পাণ্ডবান্ বীর্যৈরিব যথা নরৈঃ।
সর্বং তদমাদৃতা পুত্রাণা তব কিবিষম্ ॥ ২১
সাপত্ন্যাঃ সহবাসন্ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বক।
ন চৈতান্ বহু মন্যন্তে পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥২২

নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের উপর অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। আমার মনে হইতেছে—ভীমসেন আমার সকল পুত্রকেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে।

আমি এখন তোর বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুত্রদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের বিনাশকাল আসিয়া পড়িয়াছে।

সূত! অতএব আমি (পাণ্ডবদের) শক্তি এবং (আমার পুত্রদের পরাক্রমের) কারণ বিষয়ে যে বিশেষ জ্ঞান করিয়াছি, তুমি উহার যথাযথ উত্তর প্রদান কর।

হে বিদ্বান্ সৈন্যদলকে বিমুখ হইতে দেখিয়া দুর্যোধন কি করিল? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, সৌমদত্তি, ধীমান্, মহারথ অশ্বত্থামা ও মহাবল বিকর্ণই বা কি করিলেন? মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ বিমুখ হইয়া যাইলে মহাত্মা মহারথী বীর পাণ্ডবগণই বা কি নিশ্চয় করিল? ১-১৪

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন এবং জানিয়া রাখুন আপনি পাণ্ডবগণের শক্তি ও নিজের পরাজয়ের কারণ বিষয়ে নিশ্চয় করুন। পাণ্ডবগণের মধ্যে যা কোন মন্ত্রণা আছে এবং যা কোন যোগ তাহাদের আছে ॥১৫

রাজন্! পাণ্ডবেরা ইহাদের কোন বিজীষিষাও করেন নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোনরূপ অন্যায় করিয়া যোদ্ধা করেন নাই। তাঁহারা ন্যায়যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছেন, সুতরাং শক্তিশালী ও তাঁহারা হইবেনই ॥১৬

রাজন্! যুধিষ্ঠিরগণ জীবন-নির্বাহাদি সকল কার্যেই ধর্ম অনুসারে আচরণ করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা জগতে নিজেদের যশ বিস্তার করিতে অভিলাষী থাকেন ॥১৭

তাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হন না। ধর্মবলশালী বলিয়া তাঁহারা অধিক বলবান্ ও উত্তম শক্তিশালী। যেখানে ধর্ম থাকেন, সেইখানে জয় হয় ॥১৮

মহারাজ! ধনুর্বেদ জানাই যুধিষ্ঠিরগণ যুদ্ধে অগ্রণী ও বিজয়ী। আর এদিকে আপনার দুরাত্মা পুত্রগণ সর্বদা পাপেই আসক্ত। তাহার উপর তাঁহারা নিজে নিজেই নিহত থাকেন। এই কারণে যুদ্ধে তাঁহাদের জয় হইতেছে।

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ বীর মহতের ন্যায় পাণ্ডবদিগের প্রতি বহু ক্রূরতাপূর্ণ ব্যবহার এবং ছল-কপটতা করিয়াছেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণের সেই সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবেরা সেই সব দোষ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। পাণ্ডুর শ্রেষ্ঠ আত্মা মহারাজ! তথাপি আপনার পুত্রগণ এই পাণ্ডবদিগকে অধিক ঘৃণার করেন নাই। ১৯-২১

অস্ত পাপস্য দুর্বুদ্ধেঃ ক্ষিপ্রমাপদ্য কর্ষতঃ।
সাম্প্রতং দুষ্যতু যোঃ কন্যাং প্রাপ্তঃ জনেশ্বর॥ ২৩
ন হ্যং দুষ্টকৃৎ মহাবাহো সন্তুষ্টঃ সন্তুজন্মনঃ।
নাববুধ্যসি যদ্ রাজন্ বার্ষ্ণেয়াদ্যঃ সুভদ্রয়োঃ॥ ২৪
বিদুরেণাথ ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা।
তথা মহা চাপ্যনঘস্ত্বং বার্ষ্ণেয়ানো ন বুধ্যসে॥ ২৫
বাক্যং হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ মমাঃ পথ্যমিবৌষধম্।
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ ক্ষিপ্রং শৃণ্বন্তি পাণ্ডবান্॥ ২৬
পুনঃ পুনশ্চ যদ্ধন্ধঃ ধর্মাঃ ত্বাং পরিপৃচ্ছসি।
কারণং তত্রভবতো পাণ্ডবানাং প্রতি॥ ২৭
তন্ম মে ত্বমিহ সর্বমিমি যথাভূতমরিন্দম।
দুর্যোধনেন সম্পৃষ্টঃ প্রব্রূহি পিতামহঃ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা রাজন্ ভয়ে সর্বান্ নিক্ষিপ্তাংস্তু মহাধনান্।
শোকসন্তপ্তহৃদয়ো নিশাকালে স কৌরবঃ॥ ২৯
পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বিবক্ষোপগম্য হ।

জনেশ্বর! নিশ্চয় কুরু সেই পাপ-বুদ্ধির বশবর্তী এই বিষয়ে তব উপদিষ্ট হইয়াছে। ২৩

মহারাজ! দুষ্টস্বভাব মোহ বশিতেও যাহা আপনি পুত্রে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই, ইহার জন্য আপনি স্বয়ংই পুত্র ও দুষ্টবুদ্ধির সহিত ঘোর অনীতির ফল ভোগ করুন। ২৪

বিদুর, ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণ এবং আমিও বারংবার আপনাকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু আপনি তখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ২৫

যেরূপ ঔষধাসক্ত ব্যক্তি হিতকর ঔষধকে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ আপনিও আমাদের কথিত লাভজনক ও হিতকর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেবল আপনি নিজের পুত্রদের কথা শুনিয়া ইহাই মনে করিয়া লইয়াছেন যে, আমরা পাণ্ডবগণকে ঘৃণা করিয়া ফেলিয়াছি। ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি পাণ্ডবগণের বিষয় ও নিজের পাণ্ডবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং সেই বিষয়ে যথার্থ তাহা বলা করুন। ২৭

শত্রুদমন! দুর্যোধন এই কথা পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সুতরাং সেই সময় আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিব।

মহারাজ! দ্যূতে বিজয়ে সময় মহাধনী বীর অনুচরদের পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের

মনস্বী পুরুষোত্তমো অন্তে পুনঃ জনেশ্বর॥ ৩০

দুর্যোধন উবাচ।

দ্রোণস্ত্বঞ্চ পরাশ্চ কৃপো দ্রৌণিস্তথৈব চ।
কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ॥ ৩১
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিকর্ণশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্য্যবান্।
মহাধনাঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্তনুত্যজঃ॥ ৩২
ব্রহ্মণ্যাশ্চাপি লোকানাং সর্বাস্ত্রা ইতি মে মতিঃ।
পাণ্ডবানাং সমস্তানাং বাসিষ্ঠস্য পরাক্রমে॥ ৩৩
তন্ম মে সংশয়ো জাতস্তদনাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ।
যে সমাজগ্মুরা কৌন্তেয়া জয়াশায়ান্ অনে অনে॥ ৩৪

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্ বচো মহ্যং যথা বক্ষ্যামি কৌরব।
যদ্যস্ত ন্যায়তোঽপি ন ত্বং মে তাং যথা কুরু॥ ৩৫
ক্ষিপ্রমাহূয় পাণ্ডবৈঃ সার্ধং শমো ভরতসত্তম।
এবং ক্ষেমতরঃ মন্যে পৃথিব্যাস্তব বা বিভো॥ ৩৬

ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া দ্রোণের নিকট যাইয়া বিনয় সহকারে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর। ২৭-৩০

দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামহ! আপনি, দ্রোণাচার্য, কৃপ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, রথিশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মা, মহাধনুর্দ্ধর সুদক্ষিণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিকর্ণ ও পরাক্রমশালী ভগদত্ত —ইহাদের সকলকে মহারথী বলা হইয়া থাকে। সকলেই সুবীর এবং যুদ্ধে আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছেন। ৩১-৩২

আমার ত' এরূপ বোধ হয় যে, আপনারা সকলে মিলিত হইলে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন লোকেও আপনারা যুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের সম্মুখে আপনারা কেন অবস্থান করিতে পারিতেছেন না—ইহার কারণ কি? ৩৩

এ বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। তাহার আমরা সকলে পাণ্ডবগণ প্রতিযোদ্ধে পরাজিত হইতে পারি? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুবংশধর! রাজন্! আমি যে কথা বলিব আমার বাক্য শ্রবণ কর। এ বিষয়ে আমি বহুবারে তোমাকে যথার্থ কথা বলিয়াছি, কিন্তু তুমি শ্রবণ কর নাই। ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর।

ভূভুজ্ঞেষা পৃথিবীং রাজন্ আত্মভিঃ সহিতঃ সুখী।
ভূর্ববিস্তারণম্ সর্বম্ নক্ষত্রস্থানি যাজয়ন্ ॥ ৩৭

ন চ যে ক্রোশতস্তস্য প্রত্যবাদিষি বৈ মৃষা।
তদ্বিদঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ যং পাতুমবসদ্ধনে ॥ ৩৮

যস্য হেতুরবাপ্তে তেষামগ্নিরিবৈধসাম্।
তং সূত মহাবোহো মম কৌতূহলং প্রভো ॥ ৩৯

নাস্তি লোকেষু তদ্ বৃত্তম্ তদ্বিদা ন তদিষ্যতি।
যো জন্তোঃ পাতয়াম সর্বান পাপিষ্ঠান্ পার্থবন্ধবা ॥ ৪০

(মনুষ্যানুস্মরন্তেষু যো বিদ্যাৎ তত্ত্বতো হরিম্)
বস্তু যে তদ্বিদঃ তস্য মুনিভির্গীতিতাত্মভিঃ।
পুরাণসীতঃ বর্ষস্য তন্ মুহুঃ মমাত্মবম্ ॥ ৪১

পুনা ভিল পুনাঃ সর্বে তদ্বচস্ত সমাগতাঃ।
পিতামহমুপাসেদুঃ পদ্মিনে গন্ধমাদনে ॥ ৪২

ভেষাং অগ্রে সমাসীনং প্রজাপতিপতিম্ভ।
বিমানং প্রত্যদৃশ্যন্ত দ্যোতয়ৎ প্রদিশো দশ ॥ ৪৩

যানেনানেন তৎ ব্রহ্মা কৃত্বা চ বিধিতোঽঞ্জলিম্।
নমশ্চক্রে মুদীতাত্মা পুরুষঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৪৪

অবরুহ্য তেষাম্ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণমৃষিভিঃ।
দ্বিজাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পদ্মযোনিং মহামুনিম্ ॥ ৪৫

যথাবচ্চ তমর্চার্হা ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
প্রণাম্য নমসঃ প্রষ্টা পরং পরমধর্মবিৎ ॥ ৪৬

বিধাবপুর্বিধর্মূর্তির্বিধেশো
বিধৃদ্রেনো বিধতর্তা ধনী চ।
বিশেষয়ো বাসুদেবোঽসি তস্মাৎ
যোগাত্মানং বৈধবং বাসুদৈপসি ॥ ৪৭

ত্বং বিশ্ব মহাদেব ত্বং লোকহিতে রত।
ত্বং যোগীশ্বর বিষ্ণো ত্বং যোগপরায়ণ ॥ ৪৮

প্রভো! ইহাদেরই আমি যোগ্য ও সমস্ত মুনিজনের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে করি। ৩৬

রাজন্! তুমি নিজ সমস্ত পরিবারের সহিত ও বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে আত্মসুখের সহিত নিলিত হইয়া সুখী হও এবং এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। ৩৭

মৎস! এজন্য পরমার্থ আমি সমস্তের পূর্বেই তোমাকে বিয়াছি, কিন্তু তুমি উহার অনুসরণ কর নাই। তুমি যে পাণ্ডবগণের অপমান করিয়া আসিয়াছ, আজ তাহারাই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ। ৩৮

মহাবাহো! প্রভো! অবশ্যকে যাহা বর্ণ করিতে সমস্ত পাণ্ডবগণের অবমান বিষয়ে যে কারণ আছে, উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। ৩৯

লোকসমূহে এমন কোনও প্রাণী উৎপন্ন হয় নাই এবং হইবে না, যিনি শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সুরক্ষিত এই সব পাণ্ডবগণের অবমাননা করিতে পারেন। (দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি এই ত্রিভুবনে যথার্থরূপে আশ্রিতের সমর্থ হইবেন।) ৪০

তাত! ধর্মজ্ঞ! পরিক্রান্তি মুনিগণ আমাকে যে পুরাণ-প্রতিপাদিত যথার্থ কথা বলিয়াছেন, উহা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪১

ইহা যত তাদের পুরাণ বিদ্য, সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ পদ্মযোনি পর্বতের পার্শ্বদেশে আসিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৪২

সেই সভা তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট প্রজাপতি ব্রহ্মা আকাশস্থ অবস্থিত এক শ্রেষ্ঠ বিমান দেখিলেন, যাহা উদয় কীর্ত্তি হেতু প্রকাশিত হইতেছিল। ৪৩

তাঁহা সমস্ত সংবাদ জানিবার মানসে ব্রহ্মা সেই সময় যানদ্বারা যথার্থ বিধি অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া সেই পরমপুরুষ পরমেষ্ঠীকে নমস্কার করিলেন। ৪৪

ঋষিগণ এবং দেবগণ ব্রহ্মাকে উচিত (ও কৃতাঞ্জলি) হইতে দেখিয়া বিমানও সেই সময় অদৃশ্য হইতে দর্শন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া উচিত হইলেন। ৪৫

ব্রহ্মর্ষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরম ধর্মজ্ঞ, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই দেবেশের পরমপুরুষে বিধি অনুসারে পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৬

প্রভো! আপনি সম্পূর্ণ বিধতে আত্মানুরাগী বিধাতা ও বিশ্বপতি। সর্ববিধ আপনার সেবা এবং এই বিশ্ব আপনার কায়া। আপনি সমস্তকে বিধৃত ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেইজন্য আপনাকে বিধেশ ও বাসুদেব বলা হয়। আপনি যোগস্বরূপ দেবতা, আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। ৪৭

বিশ্বরূপ মহাদেব! আপনার জয় হউক। লোকহিতে রত পরমেশ্বর আপনার জয় হউক। যোগেশ্বর বিষ্ণো! আপনার জয় হউক। যোগের আদি ও অন্তস্বরূপ ভগবান্! আপনার জয় হউক। ৪৮

পদ্মনাভ বিশালাক্ষ জয় লোকেশ্বরেশ্বর।
সুরকার্যাবতারাত্মন্ জয় সৌম্যাদ্ভুতাকৃতে ॥ ৪৯
অনন্তায়ৈ শুভায়ৈ জয় সর্বপ্রধান।
নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ জয় সার্বসুখপ্রদ ॥ ৫০
জয় সর্বজগৎপ্রেত বিশ্বমূর্তে নিরাময়।
বিশ্বেশ্বর মহাবাহো জয় লোকার্তিনাশন ॥ ৫১
মহোরস্ক মহাহনু হৃষিকেশ বিভো জয়।
হরিদাস দিশাধীশ বিশ্বপালাধিকারিণাম্ ॥ ৫২
ব্যক্তাব্যক্তাধিকস্থানে নিষ্ক্রেত্রিয় সংক্রিয়।
অনন্তোদ্ভাবকাবন্ত জয় গম্ভীর ভাবন ॥ ৫৩
অবন্তবিদিত ব্রহ্মন্ নিত্য কৃতবিভাবন।
কৃতকার্য কৃতপ্রজ্ঞ বর্ধস্ব বিজয়াবহ ॥ ৫৪
ওঙ্কারাদ্ বষট্কারাদ্ স্বাহাঃ সম্ভূতঃ সম্ভব।
ভূতাত্ম লোকভর্তৃত্ব জয় ভূতবিভাবন ॥ ৫৫
আত্মযোনে মহাত্মাত্ম কৃতসংক্ষেপবৎসল।
ঈশ্বাসন মনোভাব জয় ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ ॥ ৫৬
নিত্যনিত্যনিধান ত্বামেব পরমেশ্বর।
অমৃতোদ্ভব সম্ভাব মুক্তাত্মন্ বিজয়প্রদ ॥ ৫৭
প্রজাপতিপতে হেহ পদ্মনাভ মহাবল।
আত্মভূত মহাভূত সর্বাত্মন্ জয় সর্বদা ॥ ৫৮
পাহ্যে ত্বয় ধরা দেবী দিশো সাঙ্গ দিবং দিবঃ।
মূর্তিস্তেজঃ সুরাঃ কায়স্তেজাদিত্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ৫৯
বলং তবাস্ত সত্রাজ ত্বয় বর্ষাম্বুতং তব।
যেঽন্যেঽপি পবনং যান্তি আশ্রিতে যেঽনয়বঃ ॥ ৬০

আপনার নাভি হইতে আদি কমলের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনার কেশ বিমান, আপনি লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। আপনার জয় হউক। কৃষ্ণ, হরিবংশ ও বর্ধমানের অধিপতি! আপনার জয় হউক। আপনার বক্ষঃ শ্রীবৎস, বস্তু আপনার পুত্র। ৪৯

আপনি অনন্ত, আপনার জয় হউক। সর্বপ্রধান, নারায়ণ! আপনার জয় হউক। সার্বসুখপ্রদাতা নারায়ণ! আপনার মহিমার পার পাওয়া যায় না, আপনার জয় হউক। ৫০

আপনি সমস্ত জগতের আশ্রয়ভূত দেবতা, বিশ্বমূর্তি ও সকল উপদ্রবরহিত পরমেশ্বর! আপনার জয় হউক। অনন্তর অতীত লোকবাসী মহাত্মার বিশ্বেশ্বর! আপনার জয় হউক। ৫১

আপনি হৃষীকেশ ও হরিদেহধারী, সকলের আদি ভাজন। হরিকেশ! প্রভো! আপনার জয় হউক। আপনি শ্রীবৎস পরিধানকারী, বিশ্বমূর্তির অধিপতি, বিশ্বের আধার, অজয় ও অধিনাশী। ৫২

ব্যক্ত ও অব্যক্ত—সবই আপনার স্বরূপ। আপনার ধারণার স্থান অনন্ত-অতীত, আপনি ইন্দ্রিয়গণের বিনাশক। আপনার সকল কর্মই জগতের। আপনার তোলাই উপমা নাই। আপনিই আপনার স্বরূপের জ্ঞাতা, স্বভাবতঃ গভীর ও ভক্তগণের কামনাপূরণকারী, আপনার জয় হউক। ৫৩

ব্রহ্মন্! আপনি অনন্তযোনিস্বরূপ, নিত্য ও সম্পূর্ণ কৃতকর্মের উৎপাদক। আপনার সকল কার্যই সম্পন্ন হয়া হইয়াছে, আপনার বুদ্ধি পবিত্র, আপনি সকল প্রকার ভয় অবলম্বন করেন এবং আপনি বিজয়রূপ। ৫৪

পূর্বোপকারক পরাত্মন্! আপনার স্বরূপ দূর হইলেও সহজেই প্রত্যক্ষগোচর হইতে দেখা যায়। আপ সকল হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা হইতেছে, তৎসমস্তই আপনার রূপ। আপনি সমস্ত ভূতগণের আদি স্থান ও লোকসমূহের অধিপতি। হে ভূতভাবন! আপনার জয় হউক। ৫৫

আপনি স্বয়ম্ভু, আপনার সৌভাগ্যও মহান্। আপনি এই জগতের সংহারক এবং বিশ্বের পরমবন্ধু। যখন ইচ্ছা করেন অক্লেশেই আপনার আধিকার হয়, আপনি ঈশ্বরগণের শ্রেষ্ঠতম পারক, আপনার জয় হউক। ৫৬

আপনি স্বভাবতঃ লক্ষ্মীর সহিত একত্র থাকেন। আপনি সমস্ত জগতের অধিপতি পরমেশ্বর। আপনি অমৃতের উৎপত্তি-স্থান, সত্যস্বরূপ, মুক্তাত্মা ও বিজয়দাতা। ৫৭

দেব! আপনি প্রজাপতিগণেরও পতি, পদ্মনাভ এবং মহাবলবান্। আপনিই সকলের আত্মস্বরূপ ও মহাভূত। সর্বস্বরূপ পরমাত্মন্! আপনার সর্বদা জয় হউক। ৫৮

পৃথিবীদেবী আপনার চরণ, দিক্‌সমূহ বাহু ও দ্যুলোক আপনার মস্তক। অগ্নি আপনার তেজ, সূর্য ও চন্দ্র আপনার নেত্র। ৫৯

জল ও সত্য আপনার বল এবং বর্ষা ও বস্তু আপনার স্বরূপ। অধিক আপনার কেহ, বায়ু প্রাণ এবং অন্য কেহ (সর্প)। ৬০

অধিনৌ জঘনৌ বিত্তং দেবী বিদ্যা সরস্বতী।
দেবাঃ সন্ধারবিষ্ঠা হি গতীঃ তব পরাত্মিকাম্ ॥ ৬১
ন মায়ানং পরিমাণং ন তেজো ন পরাক্রমম্।
ন বলং যোগযোনীশ জানীমস্তে ন সম্ভবম্ ॥ ৬২
শক্তিনিবহাস্তে বিশ্বমৈশ্বর্যং সমাত্মিকাঃ।
অতঃস্থাঃ সদা বিভো পরমেষ্ঠ্য মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩
জঘনং তেব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
পিশাচা মানুষাশ্চৈব ভূত-পক্ষি-সরীসৃপাঃ ॥ ৬৪
এবমাদি ময়া সৃষ্টং পৃথিব্যাং তব প্রসাদজম্।
পদ্মনাভ বিশালাক্ষ কৃত্স্নং ভূবনত্রয়ম্ ॥ ৬৫
ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং ত্বং নেতা ত্বং জগদ্গুরুঃ।
ত্বৎপ্রসাদেন দেবেশ সৃষ্টিরেষা বিনির্মিতা ময়া ॥ ৬৬
পৃথিবী নির্ভয়ার্থেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সদাচ্যুত।
তস্মাৎ তব বিশালাক্ষ স্থাতব্যমবিধর্মতঃ ॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপনার্থায় দৈত্যানাঞ্চ বধায় চ।
জন্মতো ধারণার্থায় বিজ্ঞাপ্যাঃ কৃত্স্ন এষ বিভো ॥ ৬৮
ত্বং তৎ পরমকং গুহ্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্বিদং বিভো।
বাসুদেব তবৈবেদং যে মহাত্মন্ ত্বং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৬৯
সৃষ্টা সর্বমিদং দেবং ত্বমধ্যাস্যানধ্যাসনা।
কৃত্স্নং ধারয়সে ব্রহ্মংস্ত্রয়ীমূর্তে সনাতন ॥ ৭০
প্রত্যয়াদনিরুদ্ধং ত্বং যং বিদুর্বিদুষাং বরম্।
অনিরুদ্ধোঽসুরধ্বংসায় বৈ ব্রহ্মণা লোকধারিণম্ ॥ ৭১
বাসুদেবমনুং লোকং ত্বয়ৈবাপি বিনির্মিতঃ।
(তস্মাদ্ যাচামি লোকেশ চতুর্ব্যূহাত্মকাং তনুম্)
বিভজ্য তামসোঽহঙ্কারং ব্রহ্ম মানুষতাং বিভো ॥ ৭২
তস্মাদুদ্ধরণং কৃত্বা সর্বলোকসুখায় বৈ।
ধর্মং প্রাপ্য যশঃ প্রাপ্য যোগং প্রাপ্যসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৩

অধিনীযুগলরূপ আপনার জঘন, সরস্বতী দেবী আপনার বিদ্যা এবং দেব আপনার সন্ধারবিষ্ঠা। এই জন্য সদা আপনার আশ্রয়েই উহারা স্থিত আছে। ৬১

হে যোগেশ ও যোনীশ! আমরা আপনার সংখ্যা জানি না এবং পরিমাণও জানি না। আপনার তেজ, পরাক্রম ও বল সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই। আমরা ইহাও অবগত নহি যে, কিরূপে আপনার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ৬২

দেব! আমরা ত' কেবল আপনার ঐশ্বর্যরূপেই বিরাজ করি। আপনার নিয়োগানুসারে করিতে করিতে আপনারই পরমপদ লাভ করিয়াছি। বিভো! আমরা সর্বদা পরমেষ্ঠ ও মহেশ্বর আপনারই স্তুতি করি। আপনার প্রসাদেই আমরা পৃথিবীতে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, পিশাচ, মনুষ্য, ভূত, পক্ষী ও সরীসৃপ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া থাকি।

পদ্মনাভ! বিশাললোচন! ভূতধাত্রী ঈশ্বর! আপনিই সকল প্রাণীর আশ্রয় ও নেতা। আপনি জগতের সকল জীবের গুরু (ঈশ্বরস্থ)। হে দেবেশ! আপনার প্রসাদলাভেই দেবগণ সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। ৬৩-৬৬

দেব! আপনার প্রসাদেই পৃথিবী সদা নির্ভয়ে থাকেন। হে বিশালনয়ন! সেইজন্য আপনি পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ইহার ভীতি দূর করুন ॥ ৬৭

ধর্মসংস্থাপন, দৈত্যবিনাশ ও জগতের ধারণ জন্য আপনি আমার এই প্রার্থনা পূরণ করুন ॥ ৬৮

বাসুদেব! আপনিই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর। আপনার যে পরমগুহ্য যথার্থতত্ত্ব, উহাই এখানে আপনার স্তবনার্থে আমি গান (অভিনূতরূপে বর্ণনা) করিলাম ॥ ৬৯

হে কৃষ্ণ! আপনি স্বয়ংই স্বীয় আত্মাদ্বারা নিজেকে সকল দেবতারূপে প্রকটিত করিয়া স্বীয় আত্মাদ্বারা আত্মস্বরূপ প্রত্যয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৭০

সেই প্রত্যয় হইতেই আপনি সেই অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে জ্ঞানিগণ অবিনাশী বিষ্ণুরূপে জানিয়া থাকেন। সেই বিষ্ণুরূপ অনিরুদ্ধই লোকধাতা ব্রহ্মা আপনার স্তবন করিয়াছেন ॥ ৭১

প্রভো! এই ব্রহ্মাও আপনিই আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনা হইতে অভিন্ন হওয়ায় আমিও বাসুদেবময়। লোকেশ! সেই কারণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি স্বয়ংই আত্মাদ্বারা বিভেদে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই) চারি মূর্তিতে বিভক্ত হইয়া মানবদেহ ধারণ করুন ॥ ৭২

সেখানে সকল লোকের সুখের জন্য মনুষ্যলোকে যে ভারত বর্ষ ও ধর্ম বিস্তার করুন। সর্বলোকের অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া আপনি পুনরায় স্বীয় পরমধামে গমনের সমর্থ হইবেন ॥ ৭৩

যাঃ হি ব্রহ্মর্ষয়ো লোকে দেবাশ্চাধিষ্ঠিতাস্ত্রিভিঃ।
তৈস্তৈর্হি নামভির্ভূতা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৭
দ্বিজাশ্চ সর্বে ঋষয়ঃ কৃতজ্ঞাঃ
কৃষ্ণাজয়ং তাং বরদাং সুবাচুঃ।
অমানুষত্বাত্তবপারযোগা
লোকস্য সেতুঃ প্রথমস্তি বিপ্রাঃ ॥ ৭৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিশ্বোপাখ্যানে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

অধিষ্ঠানরূপিণী পরমেশ্বরী! সংসারে যাহারা ও যেরূপ এবং যাহাদিগের হইয়া যেই মীলাময়ীরূপে আপনার পরমাত্মস্বরূপের ধ্যান করিবেন ॥ ৭৭

যে মুনিগণ! বরদায়িনী প্রভু আপনারাই পূর্বে প্রণাম করিয়া সমস্ত প্রাণিসমূহের আশ্রয়ভূতে স্থিত আছ। ব্রাহ্মণগণ আপনাকে আদি, যজ্ঞ ও অক্ষয়-নিধি, সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা সনাতন পুরুষ (অনীহ) এবং লোকরক্ষার্থে সেতুস্বরূপ বলিয়া কীর্তন করেন। ৭৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরমাদরণী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব বিষয়ে উপাখ্যানবিষয়ক ষষ্টিতমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণস্বরূপিণী শ্রীকৃষ্ণের নরাবতারস্বরূপ ও মহিমাবর্ণন।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স ভগবান্ দেবো লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
ব্রহ্মণা প্রত্যুবাচেদং স্মিতপূর্বমরিন্দম বিভো ॥ ১
বিদিতঃ ত্বাত যোগাদে সর্বমেতৎ তবেপ্সিতম্।
তথা তদ্ ভবিতেত্যুক্ত্বা ব্রহ্মাণমমরেশ্বরঃ ॥ ২
অথো দেবর্ষি-গন্ধর্ব বিশ্বাঃ পরমা গতাঃ।
কৌতূহলপরাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্ ॥ ৩
কো ন্বয়ং যো ভগবতো প্রণম্য শিরসা বিভো।
বাসুদেবঃ ত্বতো ব্রহ্মন্নীড্যোঽভিহিত ঈশ্বরঃ ॥ ৪

এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচ পিতামহঃ।
বেদ-ব্রহ্মবিদাংশ্রেষ্ঠান্ সর্বান্ মধুরয়া গিরা ॥ ৫
অয়ং ওং পরং অবিদ্বন্ ভবিষ্যচ্চ যদ্ ভবম্।
কৃতবান্ চ প্রভুশ্চৈষ ব্রহ্ম যচ্চ পরং পরম্ ॥ ৬
যেনাসি কৃতসংস্কারঃ প্রসাদেন সুরর্ষভাঃ।
ভগবতোঽনুপ্রভাবার্থং যাচিতো যে ভবৎপতিঃ ॥ ৭
নারায়ণঃ লোকমাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
অনুভাবাঃ বরার্থায় সম্ভবন্ত যথাবলে ॥ ৮

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

(নারায়ণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও নর-স্বরূপ অর্জুনের মহিমাকথন।)

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তখন লোকেশ্বরেশ্বর ও ঈশ্বর বিধাতৃস্বরূপী শ্রীভগবান্ দেবপূর্ব মধুর বচনে ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। ১

তাত! "তোমার মনে যেরূপ বাসনা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছি। অতএব তোমার সকল বাসনা সফল হইবে" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ সে-স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ২

তখন দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সময় অতিশয় উৎসুক হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

প্রভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন, তিনি কোন্ পুরুষ? আমরা তাঁহার বিষয় শুনিতে উৎসুক হইয়াছি। ৪

তাঁহারা এরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ ব্রহ্মা সকল দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বগণকে মধুর বাক্যে বলিলেন। ৫

হে দেবগণ! যিনি পরমতত্ত্ব, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালেই যাহার উৎপত্তিকারণ এবং যিনি এই সমস্ত হইয়াছেন, যিনি সকল ভূতের আত্মা ও সর্বলোকনাথ প্রভু বলিয়া কথিত, যিনি পরব্রহ্ম ও পরমদেবতারূপে বিখ্যাত, সেই পরমাত্মাই আমাকে সৃষ্টিসময়ে প্রসন্নচিত্তে আমার সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন। আমি সেই ভগবানের সহিত সমস্ত জগতের উপর কৃপা করিবার জন্য এই প্রার্থনা করিলাম যে, প্রভো! আপনি বাসুদেবরূপে বিখ্যাত হইয়া কিছুকাল পৃথিবী

সংগ্রামে নিহতা যে যে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।
ত ইমে মুনয়ো জাতা যোধনস্থা মহাবলাঃ। ৯
তেষাং যথার্থং ভগবান্ নরেণ সহিতো বলী।
বাসুদেবো যোনিদ্বারা চরিষ্যতি মহাতলে। ১০
নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণকবিসত্তমৌ।
সহিতৌ বাসুদেবে লোকে সম্ভবত্যমিতদ্যুতী। ১১
অজেয়ৌ সমরে যত্নৌ সর্বৈরপি সুরৈরপি।
মূঢ়াস্তেষাং ন জানন্তি নর-নারায়ণাবৃষী। ১২
তস্মাদহমজঃ পূর্বং সর্বস্য জগতঃ প্রভুঃ।
বাসুদেবোঽভিধাস্যামি কারণৈঃ পুরুষোত্তমঃ। ১৩
তথা মন্তব্যোঽমিতি কারণৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
নারায়ণো মহাবীর্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ। ১৪
এবং পরমকঃ শুক্লস্তেষং পরমকঃ পরম্।
এবং পরমকঃ ব্রহ্ম এবং পরমকঃ যশঃ। ১৫
এবমক্ষরবাক্যেন তৈ সীয়তে ভাবতে ন চ। ১৬
এবং পরমকঃ ক্ষেম এবং পরমকঃ সুখম্।
এবং পরমকঃ সত্যঃ কীর্তিতস্ত বিপশ্চিতা। ১৭
তস্মাৎ সৌম্যঃ সুরৈঃ সর্বৈলোকৈশ্চাধিকবিক্রমঃ।
নারায়ণো বাসুদেবো বাসুদেবঃস্মিতি স্মৃতঃ। ১৮
যস্ত বাসুদবাত্মোঽস্মিতি ব্রূয়াৎ স দম্ভবীঃ।
স্ত্রীকৈবমবজানাতে ক্রমাৎ পুরুষাধমম্। ১৯
যোনিঃ কঃ মহাত্মানঃ প্রবিষ্টঃ মাতুরীং তনুম্।
অযত্নজেন্ বাসুদেবঃ তমাত্মজমজং জনাঃ। ২০
যেষা চরাচরস্যাস্য স্ত্রীকৃতস্যাং সুবর্চসম্।
পরমাত্মা ন জানাতি তমাত্মজমজং মূঢ়াঃ। ২১
কিরীটি-শ্রীবৎসধরং নিত্যাপায়মব্যয়ম্।
অযজ্ঞান্ মহাত্মানঃ ঘোরে তমসি মজ্জতি। ২২
এবং বিদিত্বা তত্ত্বার্থং লোকানামীশ্বরেশ্বরঃ।
বাসুদেবো নমস্কার্যঃ সর্বলোকৈঃ সুরোত্তমঃ। ২৩

মহালোকে বিরাজ করেন এবং অন্যলোকের যে কারণের জন্য এই ভূতলে অবতীর্ণ হইল। ৮-৮

যে যে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ যোদ্ধারূপে বিলী হইয়াছে, তাহারা মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং অত্যন্ত বলশালী হইয়া যুদ্ধের সাথে তপস্যা করিয়াছে। ৯

তাহাদের সকলকে বধ করিবার জন্য স্বয়ং নরের সহিত সর্বশক্তিমান ভগবান্ নারায়ণ মহান্ দেহ-যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। ১০

অধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরাতন ঋষি ও অতি শ্রেষ্ঠশক্তি নর এবং নারায়ণ—ইহারা যদি বিভিন্নরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তবে সমস্ত দেবতাগণও তাঁহাদেরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহা মনুষ্যগণ এই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে জানিতে পারিবে না। ১১-১২

অতএব প্রভু তথা আদিত্য এই ভগবানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তোমাদের সকলেরও সেই সর্বলোকে মহত্তর ভগবান্ বাসুদেবের আরাধনা করা উচিত। ১৩

দেবশ্রেষ্ঠগণ! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী মহাপরাক্রমী সেই ভগবান্ বাসুদেবকে "ইনি মনুষ্য" এরূপ বুঝিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে। ১৪

এই ভগবান্ই পরমশুক্ল, ইনিই পরম তপ, ইনিই পরমব্রহ্ম এবং ইনিই পরম যশস্বরূপ। ১৫

ইনিই অক্ষর, অব্যক্ত ও সনাতন ক্ষেত্র। যদিও ইহাকে পুরুষ নামে বলা হইয়া থাকে, তথাপি ইহার বাস্তবিক রূপ জানিবার সামর্থ্য আহরণও নাই। বিদ্বানগণ ইহা কর্তৃক ইনিই পরমসত্য, পরম ক্ষেম ও পরম সত্তা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। ১৬-১৭

সৌম্যত্ব 'ইনি মনুষ্য' এরূপ বোধ করিয়া ইহাদের দেবতা এবং মনুষ্যদিগের সকলের অধিকশক্তিশালী ভগবান্ বাসুদেবকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নয়। ১৮

যে ব্যক্তি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি এই ভগবান্ বাসুদেবকে কেবল মনুষ্য বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি মূর্খ। ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করায় এরূপ সেই বাসুদেবকে নরাধম বলা হয়। ১৯

ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ পরমাত্মা ও যোগশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তিনি মানবশরীরে প্রবেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, জানী পুরুষ তাহাকে অযোনী বলিয়া বর্ণনা করেন। ২০

যে মানুষ চরাচরগুরু, শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত ও উত্তম কান্তিসম্পন্ন ভগবান্ পরমাত্মাকে জানে না, বিদ্বান্ পুরুষগণ তাহাকে অযোনী বলেন। ২১

কিরীট ও কৌস্তুভমণি-ধারণকারী এবং নিত্যসত্য (অক্ষয়রূপ) অব্যয়াত্মা পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, সে মানুষ ঘোর নরকে মজ্জিত হয়। ২২

ব্রহ্মর্ষিগণ! এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া পরম

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তা স ভগবান্ দেবান্ সর্ষিগণান্ পুরা।
বিসৃজ্য সর্বভূতাত্মা জগাম ভবনং স্বকম্। ২৪
অথো দেবাঃ সগন্ধর্বা মুনয়োঽপ্সরসোঽপি চ।
কথাং তাং ব্রহ্মণা শ্রীমান্ শ্রুত্বা প্রীতা দিবং যযুঃ। ২৫
এতদ্ব্রূমি ময়া তাত যথাশ্রুতমনাবিলম্।
বাসুদেবং কথয়তা সমবায়ে পুরাতনম্। ২৬
ব্রাহ্মেণ ব্রাহ্মণস্যাপি যথাবৎ কথিতঃ।
ব্যাস-নারদয়োশ্চাপি সকাশাৎ তত্ত্বতশ্চ তৎ। ২৭
এতদর্থঞ্চ বিজ্ঞায় ত্বং চ প্রভুরযাচ্যয়ম্।
বাসুদেবং মহাত্মানং লোকানামীশ্বরেশ্বরম্। ২৮
(জানাসি ত্বমতস্তেষাং কৃতঃ নারায়ণঃ প্রভুম্।)
যত্র চৈষাত্মজো ব্রহ্মা সর্বস্য জগতঃ পিতা।
কথং ন বাসুদেবোঽয়মর্চ্যস্তেষাঞ্চ মানবৈঃ। ২৯
ধারিতোঽপি ময়া তাত মুনিভির্দেবসত্তমৈঃ।
ন যস্য সদৃশঃ কশ্চিদ্ বাসুদেবেন বিদ্যতে। ৩০
ন শাস্ত্রৈঃ সাধর্ম্যমিতি তব যঃ মোহায় বৃষ্ণিষু।
যস্তে যাং ব্রাহ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ তথা চাসি যমেরুতঃ। ৩১
যস্মাদ্ বিদ্যসি গোবিন্দং পাণ্ডবং তং সনাতনম্।
নর-নারায়ণৌ দেবৌ লোকহেতো বিজাতিষু মানবঃ। ৩২
তস্মাদ্ ব্রবীমি তে রাজন্নয়ং বৈ যাদবোঽধ্বরঃ।
সর্বলোকময়ো নিত্যঃ শাস্তা বাসুদেবো ধ্রুবঃ। ৩৩
যো যাস্যতি লোকাংস্ত্রীংস্ত্রয়াত্মকঃ প্রভুঃ।
যোক্তা জনস্য জেতা চ সর্বপ্রকৃতিরীশ্বরঃ। ৩৪
রাজন্ সর্বময়ো দেবঃ ত্বমেবানবিচক্ষিতঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। ৩৫
তস্য মাহাত্ম্যযোগেন যোগেনাত্মবতশ্চ ত।
কৃতাঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্ জয়ৈষিণঃ ভবিষ্যতি। ৩৬

থাকিবেই লোকেশ্বরেশ্বর ঈশ্বর ভগবান্ বাসুদেবে সর্বদার জন্য স্থিতি॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! দেবতা ও ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া পূর্বকালে সর্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্ম তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া তাঁর ভবনে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ২৪

তারপর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবি এই পরমার্থের আলোচনা শ্রবণ করিয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ—ইহারা সকলে প্রীত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন॥ ২৫

তাত! এই সময় পরিব্রাজকরূপে ঋষিদের এক সভায় এবস্থিত হইয়াছিলেন, সেইখানে এই পুরাতন ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্যকথা আলোচিত হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের মুখ হইতেই এই কথার অবতারণা করিয়াছি॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এতদ্ব্যতীত ভগবিদ্বিষ্ণন পরব্রহ্ম, পরমাত্মা মার্কণ্ডেয়, ব্যাস এবং নারদ আমাকে এই কথা জানাইয়াছেন। ২৭

ভারতকুলশ্রেষ্ঠ! এই বিষয় জানিয়া ও বিশেষভাবে বুঝিয়া আমি ব্রহ্মাদেরও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অধিনায়ক, প্রভু, পরমাত্মা, লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর ও সর্বশক্তিমান্ নারায়ণ বলিয়া জানি। ২৮

যাহার ভগবান্ পিতা ব্রহ্মা বিশ্বের গুরু, সেই ভগবান্ বাসুদেব মানবকুলের পূজনীয় ও পূজনীয় কেন হইবেন না? ২৯

আমি মহর্ষি, তুমি কোন ক্ষুদ্র রাক্ষস, রাক্ষস, রাক্ষসের ন্যায় তোমার বুদ্ধি সকল অনর্থের আকর আছে॥ ৩০-৩১

তুমি ভগবান্ লোকেশ ও পাণ্ডুপুত্র ধর্মরাজের ঈশ্বর কে বলিতেছ। ইহারা ঈশ্বরের বর ও সাধারণ দেবতা। তুমি যাহাকে ঈশ্বর কোন্ মানুষ ইহাদের যে করিতে সমর্থ হইবে? ৩২

রাজন্! সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি যে, এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সনাতন, অবিনাশী, সর্বলোকময়, বিশ্বাধার, ধ্রুবের এবং অবিচল সত্যস্বরূপ। ৩৩

এই সকলের কারণের কারণ ভগবান্ শ্রীহরি বিশ্ব লোকেরই শাসন করিয়া থাকেন। ইনিই বিজয়ী পুরুষ ও সকলের কারণেরও কারণ ইনিই। ৩৪

রাজন্! শ্রীহরি সর্বময় এবং তত্ত্ব ও জ্ঞানাতীত। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানেই ধর্ম, এবং যেখানে ধর্ম, সেখানেই বিজয়। ৩৫

তাঁহার মাহাত্ম্য-যোগে ও আত্মবশ-যোগে সমস্ত পাণ্ডবই জয়াকাঙ্ক্ষি। রাজন্! এইজন্য ইহাদের (পাণ্ডবদের) জয় হইবেই। ৩৬

শ্রেয়োমূলাঃ সদা বৃদ্ধিঃ পাণ্ডবানাং ব্যবস্থিতা ॥
বলাচ্চৈব রণে নিত্যং তব্রেষাঞ্চৈব ধন্বিনি। ৫৭
স এষ পাণ্ডবো দেবঃ সর্বভূতভবঃ শিবঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রেয়ো যস্যাঃ পৃচ্ছসি ভারত। ৫৮
আত্মভৈঃ সহিতৈর্যৈশ্চ ভূতৈশ্চ ভুবনত্রয়ে।
সেব্যতেঽব্যর্চ্যতে চৈব নিত্যমুদ্যতকর্মভিঃ। ৫৯
যাপয়ন্ত ঘৃণয়ান্তে আয়ো কলিযুগস্য চ।
সাত্বতঃ বিবিধাস্বায় ঈড্যঃ সত্বতবেন বৈ। ৬০

(ভূতেভ্যশ্চ নমস্যায় ইমং লোকং স রক্ষতি।)
স এব সর্বং সৃজতীদমাদৌ
সমূহত্যন্তরিতাং পুরীষ।
যুগে যুগে মানুষরূপধারী
পুনঃ পুনঃ সৃজতে মানুষেষু। ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রে
ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬৬

তিনি পাণ্ডবগণের সর্বদা অভ্যুদয়কারী বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন, যুদ্ধে বল প্রদান করিতেছেন এবং সকল জন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। ৫৭

তাত! যাঁহার বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই সনাতন দেবতা সর্বভূতময় কল্যাণস্বরূপ পরমাত্মাই 'বাসুদেব' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ৫৮

আত্মা, অগ্নি, বৈশ্য ও শূদ্রসম্পন্ন পূষা—ইহারা সকলেই নিত্য তৎপর হইয়া যাঁহা কর্তৃক ত্রিভুবনমধ্যে ইহলোকে সেবা পূজা করিয়া থাকেন। ৫৯

যাঁহার স্তবের দ্বারা ও কলিযুগের আদিতে সাত্বত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার বিধি আমার গ্রহণ করিয়া ইহাই বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। (এই শ্রীকৃষ্ণনামের বিষয়ে ইহা ব্যতীত নারায়ণ লোকরক্ষা করিতেছেন)। ৬০

এই ভগবান্ বাসুদেবই যুগে যুগে দেবলোক, মনুষ্যলোক ও সমুদয়বিনষ্টের অবশেষরূপী নিশ্চেতন ভূতগণের সৃষ্টি করেন এবং ইনিই পুনঃ পুনঃ মনুষ্যলোকে নিজের মানুষ-অবতার গ্রহণ করেন। ৬১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে বিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রবিষয়ে ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমকথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতং সর্বলোকেষু ভারত।
ভবতশ্চাপি প্রিয়কৃৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি। ১
ভীষ্ম উবাচ।
বাসুদেবো মহদ্ ভূতঃ সর্বদেবতমৈর্বৃতম্।
ন পরং সুমহীজ্ঞাস্যাদ্ ব্রহ্মণ্যে ভারতর্ষভ। ২
মার্কণ্ডেয়শ্চ গোবিন্দে কথয়ত্যদ্ভুতং মহৎ।
সর্বভূতানি ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ। ৩
আপো বায়ুশ্চ তেজশ্চ ত্রয়মেতদ্ধনঞ্জয়।
ন সৃষ্টং পৃথিবীং দেবীং সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ। ৪
অপ্সু বৈ শয়নং চক্রে মহাত্মা পুরুষোত্তমঃ।
সর্বভূতোদরো দেবো যোগাৎ সুষাপ হ ভূ। ৫

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পিতামহ! এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের সকল লোকই মহান্ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব আমি তাঁহার উৎপত্তি ও বিবিধ বিষয়ে কিছু জানিতে উৎসুক হইয়াছি। ১

ভীষ্ম কহিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। তিনি দেবতাদের দেবতা। ব্রহ্মণ্যদেবের শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ জন নাই। ২

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ গোবিন্দের বিষয়ে অদ্ভুত কথা বলিয়াছেন। এই ভগবান্ই সর্বভূতময় এবং তিনিই সাধারণ মহাত্মা পুরুষোত্তম। ৩

সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পরমাত্মাই জল, বায়ু ও তেজ—এই তিন ভূত এবং সমস্ত প্রাণীকে সৃজন করিয়াছেন। সর্বলোকেশ্বর প্রভু ভগবান্ পৃথিবীদেবীকে সৃষ্টি করিয়া জলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্বভূতোদর দেবতা যোগশক্তির বলে সেই জলে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৪-৫

মুখতঃ সোঽসৃজদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মণাদ্ বাহুতোঽপি চ ।
সাধ্যতীর্থে যজ্ঞং যজ্ঞং সনাতনমুখাদ্ বিভুঃ ॥ ৬
এষ লোকান্ সনর্জাদৌ দেবাংশ্চ সসৃজে সহ ।
বিধিনৈষ হ্যুপাস্যশ্চ প্রজানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৭
এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞো বরদঃ সর্বকামদঃ ।
এষ কর্তা চ কার্যং চ পুরুষঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ পুরুষৈরুচ্যতে হরিঃ ।
উত্তরে সত্ত্বে স্থিতঃ যস্তু নিয়তাত্মা জনার্দনঃ ॥ ৯
অরীংশ্চৈষ হি লোকিকস্তপস্যোগাকরোদ্ বিভুঃ ।
স্রষ্টারং জগতশ্চাপি মহাত্মা প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০
অগ্রজং সর্বভূতানাং সর্বধর্মভৃতাং বরঃ ।
তস্যায়ায়তয়ো জজ্ঞে দেবতাস্তঃ সনাতনাঃ ॥ ১১
নাভৌ পদ্মং সমুদ্ভূতং সর্বলোকস্য সম্ভবাৎ ।
তস্মাৎ পিতামহো জাতস্তস্মাজ্জাতাশ্চ প্রজাঃ ॥ ১২

সেই অব্যয় বিভু মুখ হইতে ব্রহ্মকে, বাহু হইতে এবং মন হইতে সনাতনদেবগণের সহ যজ্ঞকে সৃজন করিয়াছেন। ৬

ইনিই সৃষ্টির আদিতে সমস্ত লোকসমূহ এবং অধিপতিগণের সহিত দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনি প্রজাগণের অধিপতি ও প্রভুস্বরূপ। প্রজাগণের উৎপত্তি এবং বিনাশও ইহাতে আসিয়া হইয়া থাকে। ৭

ইনি ধর্মজ্ঞ, বরদাতা, সমস্ত কামনাপূর্ণকারী এবং স্বয়ম্ভূ। ইনিই কর্তা, কর্ম ও পাণ্ডিত্যের এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। ৮

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালের পুরুষ ইহাকে বলা হইয়াছিল। এই জনার্দন (দুইজনাশ্রিত) দুই সন্ধ্যা (প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়ং সন্ধ্যা), সব দিক্ (উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, ঈশান, অগ্নি, নৈর্ঋত ও বায়ু), আকাশ এবং বিশ্বসমূহ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। ৯

মহাত্মা অবিনাশী প্রভু লৌকিক অরিগণ ও তপস্যাকে সৃজন করিয়াছেন। তপস্যারও প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও ইনিই উৎপন্ন করিয়াছেন। ১০

এই পূর্বতন পরমাত্মা শ্রীহরি প্রথমে সমস্ত ভূতগণের সহিত সমস্তকে সৃজন করিয়াছেন, তাহার পরে ইহা হইতে সনাতন দেবতাদিগের নানারূপ প্রাদুর্ভাব হয়। ১১

এই নারায়ণের নাভিপ্রদেশ হইতে একটী কমল প্রাদুর্ভূত হয়। সমস্ত জগতের উৎপত্তির স্থানভূত সেই কমল হইতে পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং সেই ব্রহ্মা হইতে সমস্ত প্রজাগণ সৃজন করেন। ১২

যিনি ভূতগণের এবং পঞ্চভূতের সহিত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহাকে বিশ্বরূপী অবস্থাসমূহ ও দেব বলা হইয়াছে, তাঁহাকেও এই পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন। ১৩

ব্রাহ্মণগণ ধ্যান-যোগের দ্বারা এই পরম দেবতা বাসুদেবের আরাধনা করেন। জলশায়ী নারায়ণের দক্ষিণ হইতে মহাত্মা মনু প্রজাপতি হইয়াছিলেন। এই মনু অতিশয় উদারচরিত ও ভূতপতি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ প্রভাব সম্পন্ন হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম এই সৃষ্টিকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৪-১৫

রাজা! এই মনু বৈরাজের বর হইতে ধর্মই দেবতা, যজ্ঞ, সত্ত্ব ও অখিল শ্রীজনার্দনকে ধর্মময় বলিয়া থাকেন। ১৬

এই ভগবান্ সময়ে সময়ে (প্রয়োজনানুসারে) ধর্ম, সৃষ্টির ও রাজগণে অবতীর্ণ হন। এই শ্রীহরিই সমস্ত প্রাণীদিগের শিক্ষা ও রাজা। ১৭

এই ভগবদ্গণ ভগবান্ হইতে যেন অন্য আর কিছুই নাই এবং হইবেও না। রাজন্! ইনিই বিশ্ব মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, জঙ্ঘা হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে পূষণদেবের উৎপত্তি করিয়াছেন।

যে ব্রাহ্মণ তপস্যানিরত হইয়া সংযত-নিয়ত মানস করিয়া ভক্তিযুক্ত অন্তঃকরণ ও পূর্ণিমাতিথিতে সমস্ত দেবতাদিগের

ব্রহ্মভূতমবাযান্তং সৌম্যমাত্মানমেব চ।
যোগভূতঃ পরিচরন্ কেশবং যদযাদ্ যুধি। ২০
কেশবঃ পরমং তেজঃ সর্বলোকশিতাশয়ঃ।
এবমাহুর্দ্বীকেশং মুনয়ো বৈ মনীষিণঃ। ২১
এতদ্বেদঃ দ্বিজাতীহি আচার্যঃ পিতরঃ গুরুম্।
কৃষ্ণো যস্ত প্রদীপ্তেন লোকাস্তেনাবৃতা দ্বিজাঃ। ২২
ঘটেচ্চৈনং তত্ত্বস্থানে কেশবং শরণং ব্রজেৎ।
সদা যত্নঃ পঠংশ্চৈনং ধর্মিষ্ঠান্ ন ভবেৎ ভবেৎ। ২৩

যে চ কৃষ্ণং প্রপদ্যন্তে তেন মুক্তিং ব্রজন্তি বৈ।
তত্র যন্নহি যন্নাস্তে শান্তি নিত্যং জনার্দনঃ। ২৪
ন তং মৃত্যুরিতো জ্ঞাত্বা যাথাতথ্যেন ভারত।
সর্বাত্মনা মহাত্মানং কেশবং শরণং ব্রজেৎ।
প্রপন্নঃ শরণং রাজন্ যোগানাং প্রভুমীশ্বরম্। ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বিষোপাখ্যানে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

আত্মা, ব্রহ্ম ও যোগযুক্ত, ভগবান্ কেশবের (কেশব শব্দের ব্যুৎপত্তি যথা,—ক-ব্রহ্মা, অ-বিষ্ণু, ঈশ—শিব যাঁহার তনু, তিনি হইলেন কেশব।) আরাধনা করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১৮-২০

মহর্ষিগণ সর্বলোকশিতাশয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম তেজ। মুনিগণ যাঁহাকেই হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। ২১

এইজন্য এই ভগবান্ বাসুদেবকেই তুমি আচার্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার উপর প্রসন্ন হন, তিনি অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিতে সমর্থ হন। ২২

যে ব্যক্তি তত্ত্বের সময় এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমস্তবের স্মরণ করেন ও সর্বদা ইহার স্তুতি পাঠ করেন, তিনি ধর্মিষ্ঠ এবং ধর্মাত্মাকারী হন। ২৩

যে মানুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করেন, তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। ভগবান্ অনার্দন যাহাকে পবিত্র সেই মানুষকে সর্বদা রক্ষা করেন। ২৪

ভরতবংশীয় রাজন্! এই কথা বিশেষভাবে জানিয়া যাহা যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ হৃদয়ে যোগসমূহের প্রভু, সর্বনিয়ন্তাকারী, অবিনাশী ও মহাত্মা ভগবান্ কেশবের শরণগ্রহণ করিয়াছেন। ২৫

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে দ্বিষোপাখ্যানে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মভূতযোগ, শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদ ও কৃষ্ণস্তবন।]

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু তেষাং মহারাজ ব্রহ্মভূতং তবং মম।
ঋষিভিশ্চ যথৈবেহ যৎ পুরা কথিতো ভুবি। ১
সাধ্যানামপি দেবানাং দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ।
লোকস্যাবনভাবজ্ঞ ইতি হ্যাহ নারদোঽব্রবীৎ। ২

কৃষ্ণং তথা তপিতৃষ্ণ মার্কণ্ডেয়োঽব্রবীচ্চ হ।
যজ্ঞং যাং চৈব যজ্ঞানাং তপশ্চ তপসামপি। ৩
দেবানামপি দেবেশ যামাহ ভগবান্ ভৃগুঃ।
পুরাণং চৈব পরমং বিষ্ণো রূপং তবেতি চ। ৪
বাসুদেবো বসূনাং যং শক্রং স্থাপয়িতা তথা।
যমে যমোঽপি দেবানামিতি দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ। ৫

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মভূতযোগ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের স্তবকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! পুরাকালে এই ভূতলে মহর্ষি ও দেবতাগণ ইহার যে ব্রহ্মভূত যোগ বলিয়াছেন, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১

প্রভো! আপনি সাধ্যগণ ও দেবতাদিগেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর। আপনি সকল লোকের উদ্ভবের কারণ অবগত আছেন। আপনার বিষয় নারদ এই কথাই বলিয়াছেন। ২

মার্কণ্ডেয় আপনাকে কৃষ্ণ, তৃপ্তিমান্ ও সর্বজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন। তিনি আপনাকে যজ্ঞস্বরূপ যজ্ঞ এবং সকল তপস্যার সারভূত তপস্যা বলিয়াও কীর্তন করিয়াছেন। ৩

ভগবান্ ভৃগু আপনাকে দেবতাগণেরও দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণো! আপনার এক অত্যন্ত পুরাতন ও উৎকৃষ্ট। ৪

প্রভো! আপনি বসুগণের রাজত্বে এবং ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন। যম! আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা। মহর্ষি

পূর্বে প্রজাবিসর্গে চ ব্রহ্মণাঃ প্রজাপেতিম্।
শ্রুতাঃ সর্বলোকানামভিব্যাহ্যা ভবাদৃশীঃ। ৬
অব্যক্তং যে মহীয়োভ্যঃ ব্যক্তং যে মনসি স্থিতম্।
যেবাক্ষেমস্তবাশৈল যেবলম্বন্তিরোঽব্রবীৎ। ৭
শিবলা যে শিবঃ ব্যাপ্তা ব্যাপ্তব্যাঃ পৃথিবী তথা।
ঈশৈঃ যে ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষেষ্বপি সর্বতঃ। ৮
এবং যাজ্ঞবল্ক্যাদিভি স্তথান্যৈ ভাবিতা ময়া।
আত্মদর্শনতৃপ্তানামাত্মন্যেবাত্মবেদিনাম্।
ব্রাহ্মণীনামুদারাণামাত্মবেদনিবর্তিনাম্।
সর্বসর্গপ্রধানানাং ন ধর্মিষ্ঠমুদ্যম। ১০
ইতি বিদ্যা যোগবিধির্ভিন্নবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ ব্রহ্মভূতৈরভূতৈঃ হরিঃ। ১১
এব যে বিস্তরশ্চায় সাঙ্খ্যেশ্চ প্রকীর্তিতঃ।
কেশবস্য মহাভাগ্য পুরাণো ব্রহ্ম কেশবম্। ১২

সঞ্জয় উবাচ।

পৃথাঃ ক্রতৈরাখ্যাবং মহারাজ পুরস্তব।
কেশবঃ বহ মেনে ন পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মনম্। ১৩
তমত্রবীন্মহারাজ ভীষ্মঃ শান্তনবঃ পুরঃ।
মাহাত্ম্যং যে প্রথমং রাজন্ কেশবস্য মহাত্মনঃ। ১৪
নারদশ্চ মহাতেজাঃ যথাঃ যং পুরুষর্ষভ নৃপ।
অর্চয়ন্ বৃষ্ণি প্রবীরো নর-নারায়ণাশ্রমী। ১৫
অসুরৌ চ যথা বীরৌ সাধুলোকপরাক্রমৌ।
যথা চ পাণ্ডবা রাজন্যথা যুদ্ধি কস্তচিৎ। ১৬
প্রীতিমান্ হি পৃথুঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডবেষু যথাধিষু।
তস্মাৎ ত্রবীমি রাজেন্দ্র শৃণো তথ্য পাণ্ডবৈঃ। ১৭
পৃথিবীং কৃৎস্নাং সহিতো ভ্রাতৃভির্দয়িতৈর্বশী।
নর-নারায়ণৌ দেবাববগচ্ছ নরাধিপ। ১৮
এবমুক্তো তব পিতা কৃষ্ণীমাসীৎ বিশাম্পতে।
যাদবশ্চক্র রাজেন্দ্র শয়নঞ্চ বিশেষ চ। ১৯

ইন্দ্রাদির (দেবতাদের) আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন। ৫

প্রথম প্রজাসৃষ্টির সময় আপনারই মত প্রজাপতি গণ। হইয়াছে। আপনিই সকল লোকসমূহের স্রষ্টা—এইরূপ বলা অধিকাংশই আপনার বিষয়ে বলিয়াছিলেন। ৬

অব্যক্ত (প্রকৃতি) আপনার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তাবৎবর্গ আপনার মনে স্থিত এবং সকল দেবতা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন। ৭

আপনার যজ্ঞের ধরা দ্যুলোক এবং বায়ুদ্বারা ফুলোক ব্যাপ্ত আছে। ত্রিন লোক আপনার উপরে স্থিত। আপনিই সনাতন পুরুষ। তপস্যাপূতচিত্ত মহাত্মা পুরুষগণ আপনাকে এইরূপেই জানেন। যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতির দ্বারা ভাবী মহর্ষিগণের দৃষ্টিতে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ৮-৯

মধুসূদন! ইহারা সকল সর্গসমূহের প্রধান এবং সন্ন্যাস হইতে কখনও পশ্চাদ্‌পদ হয়েন না, সেই ইহার ব্রাহ্মণীগণের পরম আত্মরূপ আপনি। ১০

এইরূপে যোগপথের অধিক সনৎকুমারপ্রমুখ সর্বদা শাশ্বতাত্মা ভগবান্ পুরুষোত্তম আপনারই মূর্তি ও পূজা করেন। ১১

তাত যুধিষ্ঠির! এইভাবে বিস্তারের সহিত ও সংক্ষেপে আমি তোমাকে ভগবান্ কেশবের যথার্থ মহিমা বলিলাম। এখন তুমি অভিমত প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মহিমা শুন। ১২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের মুখে এই পবিত্র উপাখ্যান শুনিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি ও মহামতি পাণ্ডবগণের অধিপতি মহাত্মাকে বলিয়া মনে করিলেন। ১৩

রাজন্! সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পুনরায় দুর্যোধনকে বলিলেন,—মহাবাহু! তুমি মহাত্মা কেশব ও নারায়ণ অর্জুনের যথার্থ মাহাত্ম্য, যে বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে উত্তমরূপে শ্রবণ করিলে।

ঋষি নর ও নারায়ণ যে উদ্দেশ্যে মহাদেশকে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, সেই দুই অসাধারণ বীর যেরূপে যুদ্ধ করিয়া এবং যে প্রকারে অন্যান্য পাণ্ডবগণও যুদ্ধ করিয়াও যথা নাই, সেই সব বিষয়ও তুমি আমার নিকট হইতে ভালরূপে শ্রবণ করিলে। ১৪-১৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণি পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত প্রসন্ন আছেন। সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হউক। ১৭

তাহারা তোমার বশবর্তী রাজা। তুমি নিজ ভবনে বসিয়া ভাইদের সহিত নিশ্চিন্তভাবে পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর। ভগবান্ নর-নারায়ণ (অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ)-কে অবজ্ঞা করিয়া তুমি জয়ী হইতে পারিবে না। ১৮

প্রভাতে। এই কথা বলিয়া আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম ভীষ্ম

রাজা চ বিবিধৈঃ প্রাপ্তৈঃ প্রশিপত্য মহাবনে।
নিক্ষেপ চ পরং তত্র তাম্রিঃ তাং তত্রবর্ষক। ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি বিপ্রোপাখ্যানে
ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

রহিলেন। তারপর তিনি রাজা দুর্যোধনকে বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং স্বন করিবার জন্য পাদ-প্রক্ষালন করিলেন। ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্যোধনও মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং নিজের উত্তম শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রিতে নিদ্রা যাইলেন। ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে বিপ্রোপাখ্যান-বিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবৈর্যুধিষ্ঠিরস্য সাগরেণ ব্যূহস্য চ নির্মাণম্, পঞ্চমদিবসযুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু সর্বজ্ঞস্তমুদিতে চ দিবাকরে।
উবাচ দেবে মহারাজে যুদ্ধায়ৈব মতীং প্রভুঃ॥ ১
অভ্যাধাবত সংক্রুদ্ধাঃ পরস্পরজিগীষবঃ।
যে সর্বে সহিতা যুদ্ধে সমালোক্য পরস্পরম্। ২
পাণ্ডবা ভার্গবব্যূহান্ত রাজন্ দুর্যোধিতে তব।
যুযুধে চ যুযুধানঃ সত্যকীর্তিঃ প্রতাপিনঃ। ৩
অক্রূরকৃতবর্মাণৌ ভীমো রাজন্ সমন্ততঃ।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্নাজ্ঞাপ্যন্ত যুধাং বরাঃ। ৪
(অন্যোন্যতঃ পরং প্রাপ্য সমালোক্য পরস্পরম্।
ক্ষেমবদ্ ব্যূহ তং দৃষ্ট্বা সৌম্যান্ত বচনং পরম্।

ন হি তত্র,যুধিষ্ঠিরে অধিচিত্যেষু জাতজ্ঞ।
ধনঞ্জয় মহাবাহুস্তত্র পুরুষ ভীমবঃ।
যত্র সর্বেণ সৈন্যেন ক্রোশেনাভূদবস্থিতা।
মধ্যাহ্নাহ্ন শান্তনবঃ সোঽস্বরর্তত তব পুত্রঃ।)
স নির্ধৃতো মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব।
মহতা ধনুষাদেন সাধুতো ধৃতিমান্ যুধঃ। ৫
ইন্দ্রস্যেব ধনুর্মুক্তং ঘোরাভাসমবস্থিতা।
যুধিষ্ঠঃ পাণ্ডবশ্চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিস্তথা॥ ৬
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণভরান্ সংঘো পাণ্ডবা হি জয়ৈষিণঃ।
ক্ষেমেন ব্যূহরাজেন ক্ষেমাজ্যেন সংযুগে। ৭

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কৌরবগণের মকরব্যূহ ও পাণ্ডবগণের ক্ষেমব্যূহ নির্মাণ এবং পঞ্চম দিবসের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—সেই রাত্রি যাবতীয় হইয়া প্রভাত হইলে যখন সূর্যোদয় হইল, তখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ১

তারপর সকলে পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিল। রাজন্! আপনারই যুদ্ধপ্রিয় কৌরবগণ আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পরকে দেখিয়া যুদ্ধিত-চিত্তে নিজ নিজ সহায়কবৃন্দের সহিত আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করত হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ২-৩

রাজন্! ভীষ্ম সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে অবস্থান করিয়া চারিদিক দিয়া পাণ্ডবকে বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ পাণ্ডবগণও ভীষ্ম সৈন্যবাহিনীর ক্ষেমব্যূহ নির্মাণ করিলেন। ৪

(যখন অন্যান্যপক্ষ যুধিষ্ঠির ভীষ্মব্যূহের আকার ক্ষেমব্যূহ রচনা করিয়া পরস্পরের প্রতি উপস্থিত হইলেন। তখন অধিচিনবিষয়ক কর্তব্যবুদ্ধি বিলুপ্ত থাকিয়া তিনি ক্ষেমব্যূহ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। আপনার যুধিষ্ঠির পুত্র দুর্যোধনের মকরব্যূহের মহাব্যূহ রচিত হইল। ক্রোশব্যাপ্ত সমস্তই লইয়া তিনি স্বয়ই সমস্ত সৈন্যের সেই যুদ্ধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর পাণ্ডবগণ ভীষ্ম যুদ্ধের তিনি অবস্থানের বিপক্ষে সেই মহাব্যূহকে দেখিয়াও অবস্থান করিয়াছিলেন।)

মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের মতে যেই আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম বিপক্ষ দলে সৈন্যবাহিনীদের পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। ৫

তারপর মধ্যাহ্নে অবস্থানকারী ধনী, পদাতিক, হস্তারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া চলিতে লাগিল। ৬

পক্ষদ্বিতয়কে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া ধনঞ্জয় পাণ্ডবগণ যুদ্ধে

অশোভত মুখে তস্য ভীষ্মস্যেবো মহাত্মনঃ।
নেমে শিখণ্ডী দুর্ধর্ষো বৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ॥ ৮
তৈর্যে তস্যাভবদ্ ভীষ্মঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
বিদূরথ স্তাতিথঃ পার্থো শ্রীমাংশ্চাপ্যভবত্ তদা॥ ৯
অক্ষৌহিণ্যা সহ তস্য মাগধস্যোত্তরস্য চ।
মহাত্মা দ্রুপদঃ শ্রীমান্ সহ পুত্রেণ সংযুগে॥ ১০
দক্ষিণস্যাভবৎ পক্ষঃ কৈকেয়োঽক্ষৌহিণীপতিঃ।
পৃষ্টশ্চো দ্রৌপদেয়াশ্চ সৌভদ্রশ্চাপি বীর্যবান্॥ ১১
পৃষ্ঠে সমভবদ্ভীমান্ যত্তঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আত্তজ্যাঃ সহিতো বীরো যমাভ্যাং চারুবিক্রমঃ॥ ১২
প্রবিশ্য তু বলে ভীষ্মো মকরস্থ ইবার্ণবে।
ভীষয়ামাস সংগ্রামে ভারদ্বাজং সাত্যকিম্॥ ১৩
ততো ভীষ্মো মহাস্ত্রাণি পাঞ্চালানাং তরস্বিনাম্।
মোহয়ন্ পাণ্ডুসৈন্যানাং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাহবে॥ ১৪

সন্দুদ্রুবুস্তদা সৈন্যে তস্মিন্ বধ্যমানে সমন্ততঃ।
ভীষ্মঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ ত্বরমাণবান্॥ ১৫
প্রক্ষিপ্যমাণা ভাস্বন্তি ভীষ্মমুক্তানি সায়কৈঃ।
খেমানীবোল্কা জ্বলিতা দৃশ্যন্তে সমুপস্থিতাঃ॥ ১৬
ততো দুর্যোধনো রাজা ভারদ্বাজমভাষত।
পূর্বং পৃষ্টো বধং ঘোরং বলস্য বলিনাং বরঃ॥ ১৭
ত্রাহি পাণ্ডবসৈন্যং ত্বং যুধ্যমানো মহাব্রত।
আচার্যা সদৃশং হি ত্বং বিক্রমেণ বলেন চ॥ ১৮
বয়ং হি ত্বাং সমাশ্রিত্য ভীষ্মং চৈব পিতামহম্।
নেমানপি বধে জেতুং প্রার্থয়ামো ন সংশয়ঃ॥ ১৯
জিষ্ণুং পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে দীর্ঘবীর্যপরাক্রমান্।
ন তথা হৃষ্ট তনুঃ তে যথা যত্তান্তি পাণ্ডবাঃ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রোণস্তব পুত্রেণ ধীমতা।
(উবাচ তব রাজানং সংহৃষ্ট ইব নিশ্চয়ম্)॥

অশ্বের মূত্রাশয়ে সংক্ষীত হইয়া ঘোড়া পাইতে লাগিলেন। সেই মূত্রের মূত্রকম মহাবল ভীমসেন ঘোষিত হইয়া বিরাজমান রহিলেন। সেনাগণ যখন ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ নিশ্বাস ও জলবিন্দুযুক্ত হইয়া পলায়মান থাকিলেন। ১-৬

নিরোধমন্ত্র সত্যপরাক্রমী বীর সাত্যকি ও ধীমান্ পাণ্ডবগণের ভৈরব ধ্বনি করিতে করিতে দুর্যোধনের অর্জুন অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭

দুরাত্মা ধীমান্ মহাত্মা দ্রুপদ এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে মুখের বাম পার্শ্বে স্থিত রহিলেন। ১০

এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি কেকয়রাজ দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু—ইহারা পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন। ১১

উহার পরাক্রমশালী যত্ত ধীমান্ বীর রাজা যুধিষ্ঠির দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবের সহিত এই পৃষ্ঠ ভাগেই ঘোড়া পাইতে লাগিলেন। ১২

যত্তসত্ত্ব ভীমসেন ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করত মকরালয়ের মধ্যভাগে প্রবেশমান ভীমের ন্যায় ধারণমুখে সাত্যকিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৩

রাজন্! তখন সেই মহামুখে পাণ্ডবগণের সেই মুখের সৈন্যদিগকে মোহিত করিতে করিতে ভীষ্ম তাঁহার উপর অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ১৪

সেই সময় ভীষ্ম সৈন্যগণীদের মোহিত হইতে দেখিয়া অর্জুন অতিশয় সত্বরতার সহিত যুদ্ধের সম্মুখভাগে এক হাজার বাণ বর্ষণ করিয়া ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

সংগ্রামে ভীষ্মকৃত বিবিধ সমস্ত অস্ত্রকেই বিনাশ করিয়া বীর সৈন্যের সহিত ছাড়িয়া অর্জুন যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। ১৬

তখন ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজা দুর্যোধন পূর্বে আপনার যে সমস্ত সৈন্যের কথা বলিয়াছিলেন, তাহারা বিদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে ত্যাগ করিয়া এবং যুদ্ধে ভয়প্রযুক্ত ধাবমান হইতে দেখিয়া ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্যকে বলিলেন,—বিপ্রবর আচার্য! আপনার কল্যাণ হউক। আপনি এমন প্রযত্ন করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিদ্ধ হয়। ১৭-১৮

আমরা আপনার ও পিতামহ ভীষ্মের শরণ লইয়া দেবগণকেও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি—ইহাতে কোন সংশয় নাই। দেবগণ বল ও পরাক্রমে হীন পাণ্ডবদিগকে জয় করার কথা আর কি বলিবার আছে। আপনার কল্যাণ হউক। অতএব আপনি এমন চেষ্টা করুন, যাহাতে পাণ্ডবেরা বিদ্ধ হয়। ১৯-২০

আর্য! আপনার পুত্র দুর্যোধন এইরূপ কথা বলিলে দ্রোণাচার্য কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং ধৈর্যভাব ত্যাগ করিতে করিতে রাজা দুর্যোধনকে বলিলেন।

দ্রোণ উবাচ।

বাদিনবঃ ন জানীমে পাণ্ডবানাং পরাক্রমম্।
ন শক্যা হি বয়া জেতুং পাণ্ডবা হি মহাবলাঃ।
বয়াবলা বয়াবীর্যা বয়ং যুধ্যামহে হি বৈ।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তে মুদং রাজন্যপক্ত বাহিনীম্।)
অভিনৎ পাণ্ডবানীকং দ্রোণমাসাদ্য মারিষ। ১১
সাত্যকিস্তু ততো দ্রোণং বারয়ামাস মারিষ।
ততঃ প্রবব্রতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্। ১২
মৈনেয়স্তু রথে ক্রুদ্ধো মারয়াঞ্চ প্রতাপবান্।
অবিধ্যদ্বিংশতির্বাণৈর্দ্রোণমেকং সমর্পিতৈঃ। ১৩
ভীমসেনস্ততঃ ক্রুদ্ধো ভারদ্বাজমবিধ্যত।
সায়কৈঃ সাত্যকিঃ রাজন্ দ্রোণাচ্ছয়তরৈর্ভৃশম্ বধ্যে ১৪
ততো দ্রোণশ্চ ভীমশ্চ ভয়া সর্বাংশ্চ মারিষ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধাশ্চাদয়ন্তাভিরে মহৈঃ। ১৫

তমাভিমুখাঃ সংক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বাংস্তাংস্তানমুম্। ১৬
দ্রোণ-ভীমৌ তু সংক্রুদ্ধাবাপতন্তৌ মহাবলৌ।
প্রদ্যুম্নমুখ্যৌ বিশতী তু মহেষ্বাসৌ মহারথৌ। ১৭
প্রহৃষ্ট বলবদ্ বীরৌ বলবদ্ধলিনিঃস্বনম্।
অন্যোন্যমভ্যধাবেতাং রামমাধবৌ বিবাকরম্। ১৮
বিশতিঃ সহসাস্ত ভারতানাং পিতামহঃ।
অবর্ষয়ত সংগ্রামে শূরং তত্ত্বমুদ্যতম্। ১৯
ততো দ্রোণো মহারাজ অস্ত্রমস্ত্রবিদাং বরঃ।
দর্শয়ামাস তীক্ষ্ণং তত্র পুত্রস্য তোষিতঃ। ৩০
বিশতী তু মহাসাদ্য দ্রোণঃ সত্যধৃতিং বলম্।
মহতশ্চ মহস্তো মৃগয়ামাস বিশাম্পতে। ৩১
ততো বলেন মহতা পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
অপোথ ভীমসেনস্য প্রাণেপ্সুরমরং মৃধে। ৩২

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—তুমি মূর্খ! তোমরা পাণ্ডবদিগের পরাক্রমশালী, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। মহাবল পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করা অসম্ভব, তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া তোমার কার্য করিয়া যাইব।

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্রগণ এরূপ বলিয়া দ্রোণাচার্য পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করিলেন। তিনি সাত্যকির সাহায্যেই পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ১১

তারত! সেই সময় সাত্যকি আসিয়া সহসা দ্রোণাচার্যকে নিবারণ করিলেন। তখন উঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ১২

প্রদ্যুম্নপ্রমুখ দ্রৌপদীপুত্রগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সাত্যকির সহিত উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে মিলিয়াও ভীষ্ম মাত্রকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। ১৩

রাজন্! তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালীদিগের সহিত দ্রোণাচার্য হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিতে করিতে আচার্যসহ নিজ সৈন্যসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪

আর্য! তখন তত্রত্য দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম ও আপনি—ইঁহারা তিনজনে ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ বাণে ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১৫

মহারাজ! তখন সেখানে অভিমন্যু ক্রুদ্ধ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র একত্র মিলিয়া যুদ্ধে অবস্থিত সেই সব কৌরব মহারথীদিগকে ভীষ্ম যাহাতে বিদ্ধ করিতে পারিলেন। ১৬

সেই সময় মহাসত্ত্বসম্পন্ন অত্যন্ত তুষ্টিত হইয়া মহাবলশালী মহারথ দ্রোণাচার্য ও ভীষ্মকে যুদ্ধে জয় করিবার জন্য সত্যপরাক্রম শিখণ্ডী অগ্রসর হইলেন। ১৭

এই বীর যেমনভাবে প্রকাশ্য সমরাঙ্গনে নিজ বলে বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া অভিমুখে এত বার বার গমন করিলেন যে, তাহাতে সূর্যদেব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। ১৮

ভরতকুলপিতামহ পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ছিদ্রের কথা বারংবার স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৯

মহারাজ! ইহা দেখিয়া দ্রোণাচার্য যুদ্ধে আপনার পুত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য শিখণ্ডীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ৩০

শিখণ্ডী প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও পাঞ্চালীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের সম্মুখে পড়িয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইলেন। ৩১

প্রজানাথ! আপনার পুত্র দুর্যোধন মহাবল লাভ করিবার ইচ্ছায় বীর বিশাল সৈন্যের সহিত ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩২

অথৈনং পাণ্ডবা রাজন্ পুরস্কৃত্য বলাদ্বলম্।
ভীষ্মমেবাভ্যবর্তন্ত ঘ্নন্তো ধৃতরাষ্ট্রস্য বাহিনীম্॥ ৩৩
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দেবাসুরবিমর্দবৎ।
জয়গৃদ্ধিসমাযুক্তো যত্তো হন্তুং পরস্পরম্॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধারম্ভে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজন্! এইরূপ পাণ্ডবগণ বিপক্ষসৈন্যের বল হরণ করিয়া অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলে ভীষ্মও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৩

এই যুদ্ধ বিষয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছিল। দেবাসুরের অভিনয়কারী পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদলের সৈন্যগণ অন্যের বধ করিতে যত্নবান হইল, যেরূপ দেবাসুরের সংগ্রামের সময়ে হইয়াছিল। ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র মহাভারত সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সঙ্কুলযুদ্ধারম্ভে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্ম-ভীষ্মসেনয়োর্যুদ্ধম্)

সঞ্জয় উবাচ।

অথয়োঃ তুমুলঃ যুদ্ধঃ ভীষ্ম পাণ্ডবয়োস্তদা।
ভীষ্মসেনস্তথাধিজ্যং পুনরাস্ফালয়িষ্যতি ততঃ॥ ১
পূর্বাহ্ণে তবসৈন্যৌঘং রাজন্ যুদ্ধমবর্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যুধ্যতাং বিজয়ৈষিণাম্॥ ২
অন্বিয়াদুলূপস্তত্রাগ্রে বর্তমানো মহাবলঃ।
অভবৎ তুমুলঃ শব্দঃ সংস্পৃশন্ গগনং মহৎ॥ ৩
নদদ্ভিশ্চ মহানাদৈর্হয়ৈশ্চ বাহিভিঃ।
ভেরী-শঙ্খনিনাদৈশ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ৪
যুযুধানস্তু বিক্রান্তো বিজয়ায় মহাবলঃ।
অক্রোশন্নভিসঙ্রব্ধো ঘোরেণৈব মহদ্বনঃ॥ ৫
নিরস্যঃ পাত্যমানানাং সময়ে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মজ্জন্নিবাকাশে বভূব তদাসময়ঃ॥ ৬
কুণ্ডলোষ্ণীষবাহীনি ছত্রচামরশোভনানি চ।
পতিতানি চ দৃশ্যন্তে নিধানানি তদাসময়ঃ॥ ৭
বিবিধৈরথিভির্ঘোরৈর্ঘোরবিদ্ধাশ্চ সর্বশৈঃ।
সহস্রাবরণৈশ্চাস্ত্রৈরভবন্ধোদ্ধারিতা মহী॥ ৮
ধ্বজচ্ছত্রায়ুধৈর্বীরৈর্হতৈশ্চেষ্টৈঃ সমন্ততঃ।
ভূষিতশ্চ তদা রাজন্ রক্তাম্বরধরৈঃ শুভৈঃ॥ ৯

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

(ভীষ্ম ও ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ।)

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রগণের রক্ষার জন্য হইয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়া সেই দিন পাণ্ডবগণের ভীষণ তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। ১

পূর্বাহ্ণকালে কৌরব-পাণ্ডবদলের মহাবীরদিগের এই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যাহাতে প্রত্যেক প্রধান যোদ্ধাগণই বীরত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হন। ২

সেই সময় মহাবলবান্ তুমুল সংগ্রামে আগু অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা শ্রবণ আকাশের মাঝে হইয়া পড়িতেছিল। ৩

গর্জনকারী হয়গণ ও হেষারবকারী অশ্বগণ এবং ভেরী ও শঙ্খনিনাদে তখন অতিশয় তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। ৪

যেরূপ অস্ত্রকুশল যোদ্ধাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে গর্জন করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও মহাবল সৈন্যগণ বিজয়লাভের জন্য যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে করিতে করিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ৫

তখনকার! এই সময়ভাগে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছিন্ন ও বক্ষঃ ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল—যেন আকাশ হইতে অস্ত্রবৃষ্টি হইতেছে। ৬

তখনকার! সময়ে মুকুট ও উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণকারী ও কর্ণের দুই কুণ্ডলবিশোভিত অবস্থিত মস্তক পতিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। ৭

সমস্ত রণভূমি বিভিন্ন প্রকারের, বহু ও ভয়ঙ্করদর্শন ছিন্ন বাণেতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ৮

ধ্বজা, ছত্র, অস্ত্রশস্ত্র সমেত বীরগণ নিহত হইয়া পড়িয়া থাকায় এবং শুভ্র রক্তাম্বরধারী যোদ্ধাগণের দ্বারা রণভূমি অতিশয় শোভা ধারণ করিল। ৯

গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং সর্ব্বাত্রৈশ্চ তুমুলে।
আসীৎ সর্ব্বা সমাকীর্ণা মুহূর্তেন বসুন্ধরা। ১০
রজোমেঘৈশ্চ তুমুলৈঃ শরবিদ্যুৎপ্রকাশিভিঃ।
আবৃণোচ্চ দিশঃ সর্ব্বা ঘনবদ্বিঃ সমোহয়ৎ॥ ১১
দ শব্দস্তুমুলস্তত্র ঘোরঃ শোণিতোদকঃ।
প্রাবর্ত্তত সুভীমশ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত। ১২
তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।
বসুধা শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তী সুমহদ্ভয়ম্। ১৩
আক্রোশন্ কুরবাস্তত্র শরবর্ষপ্রতাপিতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংযুগে ভারতস্য। ১৪
ক্ষয়স্তাসীচ্চ বীরাণাং বীরাণামধিকৌজসাম্।
মনুষ্যাক্ষিসহস্রেণ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। ১৫
উদ্বিগ্নেষু কবন্ধেষু সর্ব্বতঃ শোণিতোক্ষিতে।
সমরে পরমাবর্ত্তে নৃণাং বিদ্রুবতোরুতঃ॥ ১৬
রথ-শক্তি-সমাচ্ছিন্নে ধ্বজৈশ্চাধিষ্ঠিতৈর্বলৈঃ।

নিকৃত্তৈঃ সশরৈর্হস্তৈঃ খড়্গাঃ পরিঘবাহুভিঃ। ১৭
বভ্রুঃ কুরুবাস্তত্র শরৈর্বিদ্ধা বিসংজ্ঞকাঃ।
অথাব্ধ পরাবর্ত্তন্ত রুধিরৌঘা দিশো দশ। ১৮
উৎপত্য নিপতন্তশ্চ পরাবর্ত্তপ্রবীক্ষিতাঃ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ যোধা ভারতসত্তম। ১৯
বাহনোন্মুক্তমাল্যানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ ভারত।
পতনাং পরিঘাণাঞ্চ খড়্গানাং চোক্ষিতৈঃ সহ। ২০
পাদানাং ভুজানাঞ্চ কেয়ূরাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
রাশয়স্তত্র দৃশ্যন্তে ভীষ্ম-ভীমসমাগমে। ২১
অশ্বানাং ভূতলাপাঙ্কে ধ্বজানাং চানিবর্ত্তিনাম্।
সমন্তাত্ত্ব প্রভূতস্তত্র তত্র বিশাম্পতে। ২২
পতাকিনিভিঃ প্রাসৈর্গদাভিশ্চ নরর্ষভৈঃ।
বভূঃ পরাস্তরে তত্র ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষয়মাগতে। ২৩
অপরে বাহুভির্বীরা বিমুক্তমুকুলা যুধি।
বভূবুঃ সমলঙ্কারা অন্যৈঃ পরিঘৈরিব। ২৪

উহা হইতে লাগিল, এবং মনুষ্যগণ এবং হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পূর্ণ হইয়া গেল। ৮-১০

যুদ্ধের সময়ে যেরূপ ভয়ানক আঘাতাদি হইল। তাহাতে অনেক বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছিল এবং মেঘ প্রভৃতি আসিয়া যে ধূলীর সৃষ্টি হইতেছিল, উহাই যেন সর্ব্বদিকে ঢাকিয়াছিল। ১১

ভারত! সৌন্দর ও পাণ্ডবগণের সেই সময়ের মুদ্ধ অতিশয় ঘোর ও ভয়ানক অনবরতকারী ছিল। ১২

সেই ভয়ানক ভারত, ঘোর, লোমহর্ষকারী এবং তুমুল সংগ্রামে মনুষ্যের অক্ষিসহস্রের মধ্যে কিছুই দৃষ্টি করিতে পারিলেন। ১৩

ভারতশ্রেষ্ঠ! বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া আপনার ও পাণ্ডবগণের ক্ষত্রীয়া এই যুদ্ধে ভীতভাব করিতে লাগিল। ১৪

অধিকন্তু ক্রুদ্ধ অধিকতেজস্বী বীরগণের বীরদিগের বলসমূহের উৎসাহবৃদ্ধি দ্বারা অন্য কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ১৫

তখন চারিদিকে কেবল ধড় (মস্তকহীন দেহ-) সমূহ উত্থিত ছিল এবং তাহার হইতে রক্তের প্রবাহ বহিতেছিল। পলায়নের জন্য চারিদিকে চেষ্টাসহকারে করিতেছিলেন। ১৬

পরিঘসদৃশ ভুজ (যোদ্ধা) বাহনসহিত অধিকতেজস্বী যোদ্ধাগণী বীরদের বাহু, শক্তি ও অস্ত্রসমূহ এবং খড়্গসমূহে রণক্ষেত্র পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৭

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, তাদৃশ ধ্বজীয় অশ্বগণও ব্যথিত হইয়া সেখানে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে লাগিল। আরোহী নিহত হইলে অশ্বগণও পলায়নের শিক্ষিত হইয়া চারিদিকে চেষ্টাচেষ্টি আরম্ভ করিল। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার ও শত্রুপক্ষের বহু যোদ্ধা যাহার ধ্বজের আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ১৯

ভারত! ভীষ্ম ও ভীমসেনের এই সংগ্রামে মুক্ত বাহুসমূহ, ছিন্ন ধনুক, খড়্গ, বর্ম্ম, পরিঘ, হস্ত, অশ্ব, চরণ, অলঙ্কার ও কেয়ূর-সমূহ রাশি আকারে দেখা যাইতেছিল। ২০-২১

প্রভাবান্বিত! সেই যুদ্ধস্থল যেখানে সেখানে পতিত রথ, অশ্ব, হস্তী এবং মুক্ত হইতে অনিবৃত্ত ধনুসমূহ পূর্ণীভূত হইতেছিল। ২২

ক্ষত্রিয়গণ পতাকা, বর্ম্ম, প্রাস ও শ্রেষ্ঠপর্ব্বযুক্ত গদাসমূহে পরস্পরকে বধ করিতেছিলেন, কারণ, তখন উহাদের মৃত্যুসময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ২৩

অন্যান্য বিপুল বল বীর এই যুদ্ধস্থলে মৌষ্টিবিদ্ধ পরিঘসদৃশ বীর ভুজ বাহুধারী পরস্পরের সহিত মুক্তির জন্য বিলিত হইয়া নানা প্রকারের কৌশল দেখাইতে দেখাইতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ২৪

মুষ্টিভির্জানুভিশ্চৈব তলৈশ্চৈব বিশাম্পতে।
অযোধয়ন্ রণে ভীষ্মং পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। ১৪
পত্তিভিঃ পাত্যমানৈশ্চ ছিন্নৈশ্ছিন্নৈশ্চ ভূতলে।
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে তত্র তত্র জনেশ্বর। ১৫
বিদ্ধা রথিনস্তত্র নিহ্নিংষন্তরস্বিনঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তঃ পাংশুলত্বৈষিণঃ। ১৬
অথো দুর্যোধনো রাজা কলিঙ্গৈর্বহুভির্বৃতঃ।
পুরস্কৃত্য রণে ভীষ্মং পাণ্ডবানভ্যবর্তত। ১৭
তমেব পাণ্ডবাঃ সর্বে পরিবার্য ব্যবোধয়ন্
ভীষ্মরক্ষায়মুদ্যুক্তাস্তে মুখ্যবর্তত। ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি
অর্জুনমুহে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭০

প্রভাবান্! আপনার সৈন্য পাণ্ডবদলের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় দুই (দুন্দি), আর্ত ও শব্দময়ের (ঢাকের) দ্বারা সর্বস্থানে আঘাত করিতেছিলেন। ১৪

মহারাজ! কিছু সৈন্য ভূতলে পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্য ভূমিতে পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্য ভূপতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। এইভাবে সেখানে সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৬

বহু রথী রথহীন হইয়া হাতে মুষ্টি, জানুদ্বয় আর তল দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন। ১৫

মহারাজ! কিছু সৈন্য পতিত হইতেছিল, কিছু সৈন্য ভূমিতে পতিত হইয়াছিল এবং কিছু সৈন্য ভূপতিত হইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। এইভাবে সেখানে সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৬

সেই সময় মহারাজ কলিঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্যোধনের মুখে ভীষ্মকে অগ্রে রাখিয়া পাণ্ডবদলের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৭

এইরূপ মুখ পাণ্ডবগণও ভীষ্মরক্ষায় পরিবেষ্টিত করিয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবিত হইলেন। তখন উভয় পক্ষে আবার তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ১৮

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বাধীন সপ্তশতীসংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে অর্জুনমুহবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মরক্ষার্থ-যোদ্ধৃগণ-কর্তৃক অর্জুন-মুহবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মেণ সংরব্ধান্ ভ্রাতৃসৈন্যান্ত পাণ্ডবান্।
সমন্তাদ্যাদবং সৈন্যমুদ্যতাস্ত্রো ধনঞ্জয়ঃ। ১
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং বহ্বো দাতিষত ৬।
দেবদত্তঞ দৃষ্ট্বা। পার্থিব সর্বান্ যো ভয়মাবিশৎ। ২
সিংহ-নাদং সমাকাশে জলদস্যিব গর্জতম্।
অসজ্জমানঃ কৃষ্ণেষু ধ্বজে হনুমতি প্রভো। ৩
ধনুর্বর্ণং বিচিত্রঞ্চ দিব্যং বানরলক্ষণম্।
অপশ্যাম মহারাজ অর্জুনঃ পাণ্ডবস্তদা। ৪
বিদ্যুদ্বং মেঘমধ্যস্থং জাজ্বল্যমানমগ্নিবৎ।
ধনুরুদ্যম্য যোদ্ধা কপিকেতুঃ মহারথে। ৫
অন্তরঞ্চ কৃতং রাজন্ শরজালেন ভারত।
দুর্যোধনঃ তদা রাজা নিষ্ঠরঞ্চ ব্যবাহিনীম্। ৬

যুদ্ধে আসক্তি রহিত হইয়া কৃষ্ণের ধ্বজে হনুমান্ যুক্ত রথে উপবিষ্ট ছিল। উহা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেছিল। এই অর্জুনের ধ্বজে দেবতা মায়াবলে হনুমান্ (আকৃতিবিশেষ) রূপ এবং আকাশে উহার ধ্বজেরও চূড়াদেশে প্রকাশিত হইতেছিল। উহা বহু বর্ণে সুশোভিত, বিচিত্র, দিব্য ও বানর চিহ্নে যুক্ত ছিল। মহারাজ আমরা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই রথ দেখিলাম। ৩-৪

সেই মহারথে আমাদের সকলে যোদ্ধা। দুর্যোধন পূর্ণ-যুক্ত পাণ্ডব সৈন্যকে আকাশমধ্যে দেদীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। ৫

অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ইতস্তত

ততস্তাভ্যো দ্রুতা সেনা সন্নিপাতায় কল্পতে।
বিদ্ধঃ সন্নাহবন্ সর্বাঃ শরবৃষ্টৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
সমন্তাদ্বাহ্যমানাস্তৈঃ কৈকেয়ানাং মহারথৈঃ।
বিদ্ধাঃ প্রাণৈঃ প্রতীচীক্ষ্য ন জগ্মুর্যোদ্ধুমোহিতাঃ ॥ ৮
তাংস্তিষ্ঠতঃ সুসংরব্ধান্ প্রেক্ষমাণা দ্রবাদ্রবম্।
অন্তোদয়মভিপ্রায়ন্ যোধাস্তে তত্রতত্র ॥ ৯
ভীমসেনোঽথালীয়ন্ত সহ সর্বৈস্তবারবৈঃ।
তেষামার্তস্বনম্মুক্ত ভীমঃ পাণ্ডুসুতো রণে ॥ ১০
সম্পেতুস্তে বিত্রস্তা অন্যোন্যং প্রবিলঙ্ঘ্য।
সাধিনস্তাবপুর্ভেতো দ্রুতো চাপি সমাততঃ ॥ ১১
ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডুসুতঃ ক্রিন্দুর্জিঘাংসুর্বিবাশনেঃ।
সর্বসৈন্যানি ভীতানি ব্যবালীয়ত ভারত ॥ ১২
অথ কাম্বোজকৈতৈশ্চৈমহদ্ভিঃ ক্ষীরধামিভিঃ।

যোগানাং বহুসাহস্রৈঃ কৈলৈর্যোগায়নৈর্বৃতঃ ॥ ১৩
যত্ত-গৌরীঃ-পাণ্ডারৈরেণকৈশ্চ বিরাজতে।
সর্বতালিকমুখ্যৈশ্চ কলিঙ্গাধিপতির্বৃতঃ ॥ ১৪
নানাবরণবর্ণৈশ্চ তুরগৈরনুকর্ষিভিঃ।
অভগ্নৈশ্চ রথৈঃ সার্ধং সর্বাবয়বসংযুতৈঃ ॥ ১৫
হয়ারোহবরাশ্চৈব তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি যৌধনাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ১৬
তত্রস্থে সহিতাঃ সর্বে বিশুষ্কবদনাননাঃ।
অন্যূনাঃ সমরে ভগ্নুস্তবার্থায় তদাভবন্ ॥ ১৭
(ত্রৈগর্ত-কাম্বি-পঞ্চালৈশ্চ রথৈঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ৈঃ।
সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে দৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥
তাবকান্ সমরে ভগ্নুর্ধৃষ্টদ্যুম্নেন চোদিতাঃ।)
রথিভিস্তাদৃশৈরেবৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ সমীরিতম্।
যোধযাধ্বমনঃ চক্রে ধনঞ্জয়দৃশা রণে ॥ ১৮

করিতে পারিলেন। এই সময় আমরা তাঁহার দুই হস্ত ও মস্তকের এক মহান শব্দ শুনিলাম ॥ ৬

তখন আমাদের ছিলেন অর্জুন রক্ষক কিন্তু বাসুদেব। বিদ্যুৎ ও বজ্রযুক্ত মেঘের ন্যায় তিনি ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া শত্রুগণকে ভীত করিতে করিতে গাণ্ডীবধনু ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় আমরা সকলে তাঁহার অঙ্গে এমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমরা কেহই যুদ্ধে ও পাণ্ডবদের জোর কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মহারাজ! আপনার সকল যোদ্ধাই বিস্ময় হইয়া ইহা চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমরা কোন্ দিক্ দিয়া যাইব। তাহাদের বাহনসকলও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। সব যোদ্ধার অঙ্গ নিস্তেজ হইল। অথচ তাহাদের সকলেরই মানসিক উৎসাহ নষ্ট হইল। তাহারা পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া আপনার পুত্রগণের সহিত ভীষ্মের পরিত্রাণ করিল। সেই দুরন্তর শীঘ্রগামী সৈন্যগণের একমাত্র পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমই যেন পরস্পরাক্রমে প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৮-১০

তখন তাহারা এমন অভিভূত ভীত হইয়া পড়িল যে, কেহই রথের উপর হইতে এবং অশ্বারোহীরা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িতে হইতে লাগিল ও প্রায় সৈন্যরাও ভূতলশায়ী হইয়া পড়িল ॥ ১১

ভারত! বজ্রের সহিত বিদ্যুতের গভীর শব্দের ন্যায় গাণ্ডীবের গভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া আমাদের সকল সৈন্যবাহিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং এদিক ওদিক ছুটিয়া পড়িল ॥ ১২

অনন্তর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ রমণীয়কলেবর বিশাল ও শ্বেতবর্ণ অথচ ক্ষীরধারী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। তখন তাঁহার সহিত যোগায়নসম্ভব কয়েক হাজার যোদ্ধা সৈন্য ছিল ॥ ১৩

প্রজানাথ! সমস্ত কলিঙ্গদেশীয় হয়ান প্রবর বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কলিঙ্গরাজও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সহিত যত্ত, গৌরীয়, পাণ্ডার ও রিষ্যকদেশীয় যোদ্ধারাও ছিল ॥ ১৪

ইহা ব্যতীত নানা বরণের সম্পূর্ণ অবয়বসম্পন্ন সুন্দর অশ্বযুক্ত ও সুশোভনরূপে অস্ত্রে সজ্জিত রথে চড়িয়া যুদ্ধে চলিলেন। তাঁহার সহিতও বহু অশ্বদলের বিশাল পদাতিক সৈন্যবাহিনী ছিল ॥ ১৫

আপনার পুত্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চৌদ্দ হাজার উত্তম অশ্বারোহী যোদ্ধা তুরগপৃষ্ঠে পড়ুনিতে ঘিরিয়া যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল ॥ ১৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহারা পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া ও মুখ নীচু করিয়া আপনার সম্মুখে এই সব মহারথী যোদ্ধারা সমরক্ষেত্রে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৭

(ত্রৈগর্ত, কাম্বি ও পাঞ্চালদেশের পরাক্রান্ত সৈন্যরা এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়বংশীয় রথী বীরগণের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগামী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠগণ ধনঞ্জয়ের দ্বারা প্রেরিত হইয়া রণাঙ্গনে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।)

রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্যগণের দ্বারা উদ্বিগ্ন

ভেরব-শ্যাম-বারাহ-গজাশ্ব-হয়যোধিনাম্।
বলেন মহতা ভীমঃ সমন্তাৎ পরিবীতিনা ॥ ১৮
আবন্ত্যঃ কাম্বিরাজেন শ্রীমতসেনেন সৈন্ধবঃ।
অন্যাভ্যাঞ্চৈব সর্বাভ্যাং বৃতঃ সমবিনা ॥ ১৯
সহপুত্রঃ সমাযাতঃ শলোলূক সমন্ততঃ।
বিকর্ণঃ সহদেবেন চিত্রসেনঃ সিবিস্তিথা ॥ ২০
যত্তা দুর্যোধনো রাজা শকুনিশ্চ বিশাম্পতে।
কৃপশ্চেতি বিভাগেন সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ২১
দ্রোণেন সমসজ্জন্ত সমুদ্রেণ মহাগনা।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দৃষ্টদ্যুম্নমভিদ্রবৌ ॥ ২২
এষঃ প্রত্যুদ্গতোঽনি ভ্রাতৃভাগবধানি চ।
সৈন্ধানি সমসজ্জন্ত প্রযুদ্ধানি সমন্ততঃ ॥ ২৩
নিহতে বিন্দ্যসেনীয়া দিশশ্চ বলসেনয়া।
প্রাদ্রবন্ত মহোদ্যোগাঃ সনির্ঘাতা বিশাম্পতে ॥ ২৪

প্রাদ্রবন্ত মহারাজ পাংসুবর্ষং পপাত চ।
নক্তন্তমপূর্বং সূর্যঃ সৈন্যেন রজসাবৃতঃ ॥ ২৫
প্রমোহঃ সর্বসত্ত্বানামভৌষ সমপদ্যত।
রজসা তাতিভূতানামন্ধকারাদৈশ্চ পুষ্কলম্ ॥ ২৬
বীরবাহৈর্বিসৃষ্টানাং সর্বাবরণভেদিনাম্।
সজ্ঞাতঃ শব্দসংঘাতো দ্যুলোকঃ সমপদ্যত ॥ ২৭
প্রকাশং চক্রুরাকাশমুল্কাভিঃ সুরোত্তমৈঃ।
নক্ষত্রবিমলাভানি শস্ত্রাণি স্বরবর্ষত ॥ ২৮
আবন্ধানি বিচিত্রাণি ভরণানাংবরাণি চ।
সংস্পৃষ্টানি সর্বাসু চর্মাণি ভরবর্ষত ॥ ২৯
সূর্যাবৈশ্চ নিস্ত্রিংশৈঃ পাত্যমানানি সর্বশঃ।
দিক্ষু সর্বাসূদ্গতা সবীয়াণি বিরাসি চ ॥ ৩০
অন্তরক্ষাজ্জীবাদ্ভ্যশ্চ বিপাতিত্বমযাচতাঃ।
ভয়াদ্যঃ পৃথিবীং জগ্মুস্তত্র তত্র মহারথাঃ ॥৩১

ধূলিরাশি মহাবেগে সমূহ হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইল এবং এই যুদ্ধকে তমসাবৃত করিয়া তুলিল ॥ ১৮

ভীম ভেরব, বারাহ ও প্রমাথি অশ্বসমূহ সংযোজিত রথারোহী, অশ্বারোহী ও হস্তারোহী যোদ্ধগণের বিশাল বাহিনীর সহিত বিপক্ষীয়দিগকে সর্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

তখন অবন্তীদেশপতি বাহিনীসমূহের সহিত, কাম্বোজরাজ শ্রীমতসেনের সহিত এবং শূর ও মহিষকগণ সহিত অন্যান্যপক্ষ রাজা বৃষিগণ প্রবল তমসাচ্ছন্ন সময়ের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

প্রভাবার্থ। বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিবিরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাধনুর্ধর যোদ্ধা দুর্যোধন ও শকুনির সহিত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। কৃপ, ভোজরাজ ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা পরস্পরের সহিত মহান্ যোদ্ধা দ্রোণের যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া রাখিলেন।

কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা—ইহারা উভয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে নিজ নিজ অশ্বসমূহের সাহায্যে রক্ষিত করিয়া এবং ইহারা ও অন্যান্যদের চারিদিকেই ঘুরাইতে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যরা চারিদিকেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২২

প্রভাবার্থ। তখন বিন্দ্য দেশেরই সুমহৎ বিস্তার চমৎকৃতে আসিল, সারা দিক্ ধূলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং ভয়ঙ্কর জনসাধারণের সহিত বিশাল বিশাল উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ২৩

অন্ধকার অবসান হইল। ধূলিরাশি হইতে আকাশ দেখা দিল। সৈন্যদের দ্বারা উঁচুতে ধূলিরাশি আকাশে পর্যন্তের আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ২৪

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর মোহ উপস্থিত হইল, কারণ, তাহারা তা' ধূলিরাশিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অন্ধকারের দ্বারা আবৃত হইয়াছিল ॥ ২৫

বীরগণের বাহু হইতে পরিত্যক্ত সর্বপ্রকারের আবরণভেদী (বক্ষ প্রভৃতি যে যেখানটা রক্ষাকবচে ঢাকা থাকে সেখানটা ভেদ করিয়া) ভয়ঙ্কর আওয়াজ চারিদিকেই হইতেছিল ॥ ২৬

ভয়ঙ্করভাবে উচ্চ হইতে উল্কাসহিত বজ্রসমূহ নিক্ষেপ ও চতুর্দিকে অন্ধকার আকাশে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৭

ভয়ঙ্করভাবে ঝলসিত ও ভয়ঙ্করভাবে বিচিত্র রক্ষাকবচগুলি সমস্ত দিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৮

সূর্যালোকের মতন নির্মল তরবারিগুলি সর্বদিকে পতিত হইয়া ও সমস্তদিকে চারিদিকেই ঘুরিতেছে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৯

আর মহারথী যোদ্ধগণের চক্ষু, মন ও ইন্দ্রিয়গুলি যেন আর নিজ নিজ স্থানে পড়িয়া নাই। এই সব অঙ্গগুলি পতিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই সব বিষয় হইলে মহারথীরাও ভয়ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন ॥ ৩১

পরিপেতুর্হয়াস্তস্য কেচিদ্ধ্বজরথাস্তথা।
রথান্ বিপরিধর্ত্তো হয়েন্ রথযোধিনু ॥ ৩৩
পরাহতা ভিন্নদেহা বন্ধযোক্ত্রা হতোত্তমাঃ।
দুদ্রাবি পথাকস্মন্ত তত্র তত্র স তারক ঃ ৩৪
অনুস্তন্ত মনুত্তাস্ত সাথাঃ সহযোধিনঃ।
একেন বলিনা রাজন্ বারণেন বিমর্দিতাঃ ॥ ৩৫
গজাস্তি-মহাবধায়ায় বহবো হতে।
দলিপাস্তে বলোদ্যানাঃ বীক্ষ্যমেদিরে গজাঃ ॥ ৩৬
সংগ্রামৈর্বহুভামৈনিপতদ্ভির্গজানুচিঃ।
বহুধারোধনঃ রাজ নদ্যোচাভিহতৈর্গজৈঃ ॥ ৩৭
দলিপাস্তে বলোদ্যানাঃ প্রেক্ষিত্বৈর্বরবারণৈঃ।
বিশস্তুমুর্হি সন্ত্রস্তাঃ সংযোধাঃ সপ্তকা গজাঃ ॥ ৩৮
নাগরাজোপমৈর্হস্তৈর্নাগৈরাক্ষিপ্য সংযুগে।

বাসুদেবস্য মহারাজ সন্ত্রস্তা রথযূথপাঃ ॥ ৩৯
বিধ্বংসমানাস্তে সেনেরাক্ষিপ্তা গজৈর্ভিঃ।
দ্রুতমন্যা দিশো বিপ্রা নিপিষ্টা রথিনো রণে ॥ ৪০
রথেষু চ রথান্ যুদ্ধে সাদয়ন্তো মহাবলাঃ।
বিচরন্তো দিশঃ সর্বাঃ সংপ্লুতাঃ সর্বতোদ্রবাঃ ॥ ৪১
তেষাং তথা কর্ষতাং বৈ গজানাং ভয়মাবৃতে।
সহসূ নলিনীজালে বিকৃষ্যমিব কর্ষতাম্ ॥ ৪২
এবং সঙ্গাদিতাঃ তত্র বসুধারোধনা নরাঃ।
নাদিক্রিন্ পদাতৈস্তু সকলৈস্তু মহাহবৈঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তদশদিবসযুদ্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

হস্তীর আঘাতে ছোট ছোট হস্তীগুলির অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আরোহী ও অশ্বের সহিত ধরাশায়ী হইল। ৩৫

মহারাজ! সেই যুদ্ধে রথ হস্তী কর্তৃক বিমান সর্দনের ন্যায় ভগ্নদেহ দ্বারা ভূমিয়া নিষ্পিষ্ট হওয়ায় রথসমূহের অক্ষ ও যুগাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া রণস্থলে ছড়াইয়া পড়িল। ৩৬

যে সকল হস্তী রথসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া যাহাকে উপরিস্থ রথী যোদ্ধগণের সেনে করিয়া ফেলিল এবং মৃতপায়ার ন্যায় চারিদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূতলে আছড়াইয়া পিষ্ট করিতে লাগিল। ৩৭

রথ যে সব বড় বড় গজরাজ রথসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূতলস্থ রথসমূহকে পিষিয়া ফেলিল এবং পক্ষীরাজ গরুড় যেমন সহসা করিতে করিতে চারিদিকে সেই রথগুলিকে ফেলিয়া লইয়াই ঘুরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩৮

এইরূপে রথস্থ রথী যোদ্ধগণের উৎসাহদাতা রথীদিগের সকল এস্ত হইল, সেই আরোহী সহযোদ্ধগণ বিপদ্ধিত গজসকলকে ফেলিতেছে। ৩৯

এইরূপে আরোহী, সারথি ও অশ্বের সহিত মহারথী বীরগণের শরীরে সেই বিশাল রথভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ৪০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্বে আপদ্ধর্মবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(উভয়পক্ষীয়সৈন্যানাং যোধনায় যুদ্ধম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

বিরতৌ সহ সৈন্যেন বিরাটেনৈব পাণ্ডবে।
ভীষ্মস্তাত মহেষ্বাসস্তেষাং যুদ্ধমকল্পয়ৎ। ১
ব্যূহং কৃত্বা বিকর্ষঞ্চ মহেষ্বাসং মহাবলম্।
রাজন্তাস্তান্ রথে যুক্তান্ বহুনাশ্বান্ বলস্থঃ। ২
সৈন্যেরক্ষ মহেষ্বাসঃ সামাত্যঃ সহ বন্ধুভিঃ।
প্রাচ্যাংশ্চ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভূরিশান্ ভূরিদক্ষিণঃ। ৩
পুত্রশ্চ যো মহেষ্বাসঃ দুর্যোধনসমবলম্।
দুঃসহং চৈব সমরে ভীমসেনোঽভ্যরক্ষত। ৪
সহদেবশ্চ শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্।
পিতাপুত্রৌ মহেষ্বাসাবভ্যরক্ষত বৃষ্ণিবীরৌ। ৫
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সপ্রাণীকং মহাহবে।
সমরক্ষত সংগ্রামে পুরুষং নিরুত্তরম্। ৬
যাজ্ঞসেনীসুতাশ্চাপি দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ।
শিখণ্ডিনা বলৈঃ সার্ধং সমরক্ষন্ত পাণ্ডবম্। ৭
অভ্যরক্ষন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে সাধু-কেতবম্।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ সৌভদ্রশ্চ মহারথঃ। ৮
বৃষ্টকেতুশ্চ সমরে রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ।
(মাতুলিশ্চ শতানীকঃ সমরে ত্বপরাজিতঃ)
পুত্রাণাং যে মহানীকং প্রত্যুদ্যযুরুদায়ুধাঃ। ৯
সেনাপতিরনেকাত্মা দুষ্টোহো মহাবলঃ।
দ্রোণেন সমরে রাজন্ সংনিবারোহভবদ্ভৃশম্। ১০
এবমেতে মহেষ্বাসাস্তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
সমেতা সমরে যুদ্ধং সম্প্রযুযুঃ ক্ষত্রিয়ে। ১১
অথাদিত্যপথে সূর্যো মধ্যমাসুলতাং গতে।
যুদ্ধমাসীৎ পরমকং নিরস্ত্রমিতরেতরম্। ১২
অভিনো ভেরিঘোষাশ্চ বিচিত্রাশ্চ মহাস্বনাঃ।
সপতাকা দ্বজা হেমৈর্বৈজয়ন্তপরিষ্কৃতাঃ। ১৩
সমেতানাঞ্চ সমরে ভিন্দিপালাস্ত্র পাতনে।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ সিংহনাদমিব মহৎ। ১৪

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

(উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে যোরতর যুদ্ধ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত মিলিত হইয়া শিখণ্ডী অত্যন্ত দুর্জয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের উপর শরজাল বর্ষণ করিলেন। ১

সেই সময় অর্জুন এই সংবাদে মহাধনুর্দ্ধর এবং মহাবল দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বিকর্ণ এবং অন্যান্য সৈন্যপরিবৃত বীর মহান্ ঔদ্বিগ্ন উপস্থিত করিতে লাগিলেন। ২

রাজন্! এইরূপ যত্নী ও বহুসৈন্য সহিত মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী ভীষ্মের উপর, পুত্রগণ ও অভিমানী ভূপতিগণের উপর এবং আপনার অনীকস্থ পুরুষ মহারথগণ দুর্যোধন ও দুঃসহের উপর ভীমসেন আক্রমণ করিলেন। ৩-৪

মাদ্রবতী শকুনি ও মহাবল উলূক এই দুই দুর্জয় মহাধনুর্দ্ধর পিতা-পুত্রের উপর ধাবিত হইলেন। ৫

মহারাজ! আপনার পুত্রের দ্বারা রক্ষিত মহাবলী রাজা ধৃষ্টকেতু বৃষ্ণিবীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬

মহাবীরগণ পাণ্ডুরাজার অনুজ যুদ্ধে বড় বড় বীরগণেরও ঈশ্বরাকৃতি ছিলেন। তিনি বিশেষরূপেই সৈন্যগণ সহিত যুদ্ধে যত্নপর হইলেন। ৭

মাত্যকি, চেকিতান ও মহাবলী অভিমন্যু সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব ও সেনাগণের উপর ধাবিত হইলেন। ৮

বৃষ্টকেতু, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও বহুসৈন্য যোদ্ধা মহাবীর—এই সব দুর্জয় বীরগণ সমরে আপনার মহৎ সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৯

রাজন্! অভিমন্যু আত্মবলশালী পাণ্ডব-সেনাপতি মহাবল দুর্য্যোধন দুষ্ট অসহ্য ভয়ঙ্করী দ্রোণাচার্য্যের সহিত বিগ্রহ করিলেন। ১০

এইরূপে আপনার এই সব মহাধনুর্দ্ধর বীর যোদ্ধা পাণ্ডবগণের সহিত সমরভূমিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১

যখন সূর্য্যদেব দিনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশকে তাপিত করিতে লাগিলেন, তখনও কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকিলেন। ১২

রাজগণের উপর জয় ও পরাজয় ইচ্ছায় ছিল, যাহাদের প্রতিজ্ঞা অগ্রই ধর্মভূমিতে হইয়া বিজয় লাভ করিবেন এবং যাহাদের অন্য স্থানগণের আবশ্যক ছিল, এরূপ বহু বহু সেই সমরাঙ্গনে নিধন করিতে করিতে যোদ্ধাগণ হইয়াছিল। যুদ্ধ পরস্পর

অন্যানুত্তমশস্ত্রাণি সন্নহ্যাহং সুদারুণম্।
অবধূর্ণন্ রথে পৃষ্ঠাঃ সপ্তধাঃ ধ্বজিনঃ মম ॥ ১৫
নৈব বা ন দিশো রাজন্ ন চ পৃথ্যাং শরক্ষয়ে।
বিবিশো বাপি পতনাঃ শরৈর্মুক্তৈঃ সমন্ততঃ ॥১৬
সঙ্কীর্ণাঃ বিহগাঃ প্রাণাঃ ক্রোধাদ্বাণাঃ ত্বয়ানঘ।
নিষ্ক্রিয়মাণাশ্চ শীঘ্রাস্যাঃ শ্রীমদ্ভিঃ পতনিভিঃ প্রজাঃ ॥ ১৭
কবচানো বিচিত্রাণাঃ ভূষণানাং প্রভাস্বরা।
যং দিশঃ প্রতিপদ্যন্তে তাসমামুরোজসা ॥ ১৮
বসুভিশ্চ মহেন্দ্রাণাং চন্দ্রসূর্যাসমপ্রভৈঃ।
বিরাজন্ত তদা রাজংস্তত্র তত্র মহাজনম্ ॥ ১৯
ঋষভাক্ষা মহাবাহো সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।
বিরেজুঃ সমরে রাজন্ প্রভা ইব নভস্তলে ॥ ২০
ভীমস্তু রথিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনঃ মহাবলম্।
অবাহরত সংক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ২১
ততো ভীষ্মবিনির্মুক্তাঃ কঙ্কপুঙ্খাঃ শিলাশিতাঃ।
অভ্যয়ুঃ সমরে ভীমং মৈনাকৌকাঃ সুতেজনাঃ ॥ ২২
তস্য শক্তিং মহাবেগাং ভীমসেনো মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশাং শ্রেষ্ঠয়াসাদ ভারত ॥ ২৩
তামাপতন্তীং সহসা কঙ্কপত্রাং দুরাসদাম্।
চিচ্ছেদ সমরে ভীষ্মঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
ততোঽপরেণ ভল্লেন শীঘ্রেণ নিশিতেন চ।
কার্মুকং ভীমসেনস্য দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৫
(অথান্যৎ তু ধনুশ্ছিত্ত্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছৎ ভীষ্মং শান্তনবং মৃধি ॥)
সাত্যকিস্তু ততস্তূর্ণং ভীষ্মমাসাদ্য সানুগে।
আবর্তপ্রতিমৈর্ভীমৈর্নিশিতৈর্দ্বিষতাং ক্ষয়ৈঃ ॥ ২৬
শরৈর্বহুভিরানর্চ্ছন্ নিশিতৈঃ ত্বে অবেধয়ৎ।
ততঃ সন্ধায় বৈ ভীষ্মঃ শরং পরমবাজিনম্ ॥ ২৭
যাজ্ঞসেনিস্য রাজেন্দ্র ভীষ্মঃ পাতয়িতুং রথাৎ।
অন্তরায়ং প্রচক্রে রাজন্ নিয়তং ত্বধনায় বৈ ॥ ২৮

পক্ষসমূহের পহিত মিলিত হইয়া অবস্থানের আশাপোষণ করিতে করিতে বীর যোদ্ধারা নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই তুমুল যুদ্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥১৪-১৫

রাজন্! আমরা সেখানে অভিনব রকম এক অদ্ভুত সংগ্রাম দেখিয়াছি, সেখানে পক্ষবদ্ধ যোদ্ধাদের সহিত এই যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুসংহার কৃপাচার্য! সেখানে চারিদিকে এত বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাতেই আচ্ছাদিত হইয়া আকাশের আমরা আকাশ, পৃথ্বী, দিক্ এবং বিদিক্সমূহ (কোণসমূহ) দেখিতে পাই নাই ॥ ১৬-১৭

সেখানে রাজন্ অত্যন্তবেগযুক্ত শক্তি, নিক্ষিপ্ত তোমর ও শীঘ্রগামী তরবারিগুলির দ্বারা সৈন্যদের প্রভার ন্যায় শোভা হইতেছিল ॥ ১৯

বিচিত্র কবচ ও অলঙ্কারের প্রভাসমূহ আকাশে, দিক্ ও কোণসমূহকে যাঁহা ছেয়ে প্রভাসিত করিতেছিল ॥ ১৮

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন রুদ্রগণের পরাক্রমসমূহ সেই রণাঙ্গনের সর্বত্রই শোভা পাইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! ঋষভাক্ষ ও মহারথী কৃতবিদ্য যুদ্ধে আসিয়ে আসিয়ে যোদ্ধৃগণ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেমন আকাশে প্রভাসমূহ শোভিত থাকে ॥ ২০

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সকল সৈন্যের প্রত্যক্ষেই সমরে ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ২১

সেই সময় প্রভাস্থ হইয়া (শান দিয়া) ধারালো তুণীর হইতে তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন ভীষ্মনিক্ষিপ্ত হইয়া সমরে ভীমসেনের আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

রাজন্! তখন মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগশালিনী একটি শক্তি ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

তাহাতে অর্ধেক ২৩ ছিল এবং উহাতে সর্প ভয় অতিশয় কঠিন ছিল। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া ভীষ্ম আনত পর্বযুক্ত বাণসমূহে সমস্তরূপে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥২৪

অনন্তরঞ্চ! তাহার এবটি তীক্ষ্ণ ও শীঘ্র অর্ধের দ্বারা ভীমসেনের ধনুটির দুই খণ্ড ছেদন করিলেন ॥ ২৫

(মহাবল ভীমসেন সেই ছিন্ন ধনু দেখিয়া ছিন্ন অন্য এক প্রবল ধনুক সমস্তরূপে যাবে যুদ্ধস্থল শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সম্মুখে শীঘ্রগামী করিলেন)।

অনন্তর! তাহার সেই ধনুক সাত্যকি অতি শক্ত আসনার নিকটস্থ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বর্ম পর্যন্ত ধনু আকর্ণ করত নিক্ষিপ্ত হয় তীক্ষ্ণ ও ভেদকারী বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন।

তখন ভীষ্মও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণ যোজনা করিয়া সাত্যকির রথ হইতে তাঁহার সারথিকে বধ করিয়া ফেলিবার

' যেন যেনৈব যাবন্তি মনোযোক্তব্যবাহনঃ।
তত্তঃ সর্বেণ সৈন্যেন নিঘ্নন্তমুদ্যোধতম্ ॥ ২৯
হায়াবাহ্যান্ সাজন্তে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
অন্যান্যেন গৃহীত্বা হয়ান্ বন্ধুর বাবয় ॥ ৩০
ইত্যাদীৎ তুমুলঃ শব্দো দ্যুতমানবধা প্রতি।
এবমিয়েষ কালে তু ভীমঃ শান্তনবস্তদা ॥ ৩১
প্রহসন্ পাণ্ডবীং সেনামাদুদ্রাবাথ ভূমিপ।
যে হয়ারোহা ভীমেন পাঞ্চালাঃ সোমকৈঃ সহ ॥৩২

ছিন্নাঃ ভূমে পতিতাঃ দৃষ্টা ভীমসেনাভিরক্ষিতম্।
দৃষ্ট্বাত্মসৈন্যান্যপি পার্থাঃ শান্তনবং রণে ॥ ৩৩
অভ্যাবর্তন্ত জিঘীষন্তস্তব পুত্রস্য বাহিনীম্।
তেষাং ঘোরো বাহন্ ভীষ্ম-দ্রোণমুপোদয়াঃ ॥ ৩৪
অভ্যাবর্তন্ত বেগেন মত্তো মৃত্যুরবর্তত ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

করিলেন। রাজন্! সংগ্রামে নিহত হইলে সত্যসন্ধের অক্ষয় লোক হইতে পলায়ন করিল ॥ ২৮-৩১

যম ও যমদূত যেমনভাবে সেই অক্ষৌহিণী সৈন্যকে বেষ্টন করিয়া পশু মারেন, সেই বিধি সেই বিধিই সৈন্যগণকে মারিতে লাগিল। ইহাতে সমস্ত সৈন্যের মধ্যেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৩২

অন্যান্য পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে মধ্যে হাহাকার করিয়া বলে। "অরে! দৌড়াইয়া যাও, ধরিয়া ফেল, অস্ত্রবলে প্রবিষ্ট হও, পলাইয়া যাও" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তুমুল শব্দ হইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে পাঞ্চালসহিত ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যবিনাশে দৌড়াইল। ভীষ্ম অস্ত্রের শিক্ষিত হইয়া পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা তুমুল যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মের দিকে যাইতে লাগিলেন। ইহারা প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার পুত্রের সৈন্যগণকে অস্ত্র করিবার বাসনায় তুমুল যুদ্ধে পাঞ্চালসহিত ভীষ্মের উপরই আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! এইরূপ ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধারাও যেসব সহিত পাণ্ডব-সৈন্যের উপর বাধিত হইলেন, তখন উহা পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ৩৩-৩৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সঙ্কুল নিবেশ যুদ্ধবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাট-ভীষ্ময়োঃ, অশ্বত্থামার্জুনয়োঃ, দুর্যোধন-ভীমসেনয়োঃ, অভিমন্যু-লক্ষ্মণয়োশ্চ মধ্যে তুমুলযুদ্ধম্]

সঞ্জয় উবাচ।

বিরাটোঽথ ত্রিভির্বাণৈর্ভীষ্মমাজঘ্নবান্ রণে।
বিব্যাধ তুরগাংশ্চাস্য ত্রিভির্বাণৈর্মহারথঃ ॥ ১
তং প্রত্যবিধ্যদ্ দশভির্ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শরৈঃ।
সপ্তপুঙ্খৈর্ধ্বজেনাস্য তুরগাংশ্চতুরোঽহনৎ ॥ ২

সৌদির্ঘাত্রৈরবধ্যানঃ ভীষ্মস্য মহারথঃ।
অবিধ্যদ্বিংশতি: ষড়্ভিস্তূর্ণমব্যগ্রমানসঃ ॥ ৩
কার্ষ্ণিং তস্য ত্রিভির্বাণৈঃ কার্ষ্ণুকং চ শরৈস্ত্রিভিঃ।
অবিধ্যচ্চ তূণং ভীষ্মঃ পত্রিভিঃ সপ্তভির্দৃঢ়ৈঃ ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বিরাট-ভীষ্ম, অশ্বত্থামা-অর্জুন, দুর্যোধন-ভীমসেন এবং অভিমন্যু ও লক্ষ্মণের মধ্যে তুমুল।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারথী রাজা বিরাট তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহারথী ভীষ্মকে পীড়িত করিলেন এবং তাহার তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে সারথি করিয়া ফেলিলেন ॥ ১

তখন মহাযুদ্ধে, ধনুষে ও বিদ্যায় সহিত প্রজ্ঞাসম্পন্ন শত্রু শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তীক্ষ্ণ সাতটি বাণদ্বারা বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন ॥

অমিত বলশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ভীষ্ম হইতে তুরন্ত পরিত্যাগ করিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণ অর্জুনের বক্ষঃস্থলে ছাটি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥

তখন শত্রুতাপনকারী ও শত্রুগণের অর্জুন অশ্বত্থামার বধ করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য তিনটি বাণে তাঁহাকে ভূতলে শায়ন করিলেন। রাজন্! এই তুমুল অর্জুন অশ্বত্থামার ঘটনা

সোঽহং কার্ত্তবমাদায় বেগবান্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অনুযাস্যামি পার্শ্বেন কার্ত্তবস্যেপমাহবে ॥ ৪
অদ্যাহং কাঙ্ক্ষতঃ রাজন্ সবধ্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বাসুদেবস্য সপত্ন্যা বিধ্যে পরমেষুভিঃ ॥ ৬
ততঃ স্রোতোরয়াকারঃ কৃষ্ণেন সহসাদ্ভুতঃ।
ধীর্যমুক্তঃ নিশিতঃ চিক্ষেপাস্মৈ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
বহুঃ প্রদীপ্য বাণেন কালোদ্যতিরবর্ণদঃ।
পাতয়িত্বা ধনুশ্ছিত্বা নিহত্য সারথিং পরং ॥ ৮
জীবিতান্তকরান্ ঘোরান্ সমাদত্ত নিশীথবান্।
তৈর্যুগৈঃ সমরেঽবিধ্যৎ স্রোতিঃ হলধরাং যথা ॥ ৯
তত্র যে কবচঃ কিঞ্চা পদ্মঃ পোশিমমাহবে।
ন বিব্যধে ত নিশিতো স্রোতির্গাণীধনুষ্মতা ॥ ১০
তৈষৈব চ পরান্ স্রোতিঃ প্রবিভক্তবিহঙ্গমঃ।
জঘ্নে ন সমরে রাজংস্তানুদিস্যন্ মহারথান্ ॥ ১১
তস্য তৎ সুমহৎ কর্ম সমীক্ষ্য সুমহাত্মনঃ।

অশ্বত্থামা সহ করিতে পারিলেন না। এই বেগশালী বীর ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া-অতি সত্বর ধনু লইয়া একটি বাণ ধনুকে এবং অন্যটি ছোট বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ৪-৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ সহিত অর্জুন ক্রোধে চঞ্চল হইয়া বারংবার দীর্ঘ উষ্ণ বাণ ত্যাগ করিতে করিতে ভিন্ন করিবার পর বীর পুরুষকে বাণ দ্বারা আবৃত করিলেন। তখনই শত্রুনাশন মহাবীরেরা পার্শ্ব সূচিত হইয়া আকর্ণপূর্ণ করেতেই অনেক প্রাণান্তকারী বাণ হাতে লইলেন। বলবানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন দৌ বাণের দ্বারা অতি ক্রুদ্ধ সমরাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। ১-৩

এই বাণগুলি তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া ভূতলে তাঁহার শরীরের রক্তপান করিতে লাগিল। মহাবীরেরা অর্জুন কর্তৃক বিদীর্ণ হইলেও ভিন্ন অশ্বত্থামা ব্যথিত হইলেন না। ১০

রাজন্! দ্রোণপুত্রের সমর বিজয় না হইয়া পূর্ববৎ যুদ্ধস্থলে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন এবং ভিন্ন মহান্ ক্রমকে বধ করিবার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১

অশ্বত্থামা সমরাঙ্গনে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্ব করিতেছিলেন, তাঁহার এই ভয়ঙ্কর কর্মকে ছোট দ্রৌপদেয়গণ

অং কৃষ্ণাভ্যাং সমেতাভ্যামভ্যাপতত সংযুগে ॥ ১২
(তথার্জুনোঽপি সপ্তভিঃ অশ্বত্থামানমাহবে।
সমাসাদ্য মহেষ্বাসাং সুভদ্রামপি ভারত ॥)
ন হি বিব্যাধনীকেষু যুধাবেঽতরমাধিকঃ।
অস্ত্রপ্রাণঃ সদাহারো দ্রোণাদ্য প্রাপ্য দুর্লভম্ ॥ ১৩
যথৈব আচার্য্যপুত্রো দ্রোণস্তাপি শ্রিয়ঃ পুরুঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষেণ মানদীয়ো মমেতি চ ॥ ১৪
সমাস্থায় মতিং বীরো বীভৎসুঃ শত্রুতাপনঃ।
কৃপাং চক্রে মহেষ্বাসো ভারদ্বাজসুতং প্রতি ॥ ১৫
দ্রৌণিং জাতু। অয়ং যুদ্ধে দৌহিত্রং মেঽবমন্যতে।
যুযুধে ভাবকান্ নিঘ্নন্নযমাসঃ পরাক্রমী ॥ ১৬
দুর্যোধনস্য সর্বাস্তির্গাঢ়ৈঃ শিলাশিতৈঃ শরৈঃ।
জীবলোকং মহেষ্বাসঃ ক্রমশঃ সমকর্ষত ॥ ১৭
জীবলোকং মুমূর্ষন্তং পশ্যন্ত্যুরুবলঃ পুমান্।
ক্রিয়ঃ কার্ত্তবমাদায় পরাংস্তান্ নিশিতান্ শরৈ ॥ ১৮

প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

(তাহার পর অর্জুন অন্যান্য ছয় বীরের সহিত যুদ্ধস্থলে সমুদ্যত অশ্বত্থামার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন।)

তিনি দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে উপহারের সহিত মহান্ অস্ত্রসমূহ শিক্ষালাভ করত নিজে বীর হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডব সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপন বলিষ্ঠদেহ বীর অর্জুন এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অশ্বত্থামা আমার আচার্য্যের পুত্র, দ্রোণের অতিশয় প্রিয় এবং ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি বিশেষতঃ আমার মাননীয়, তাই তিনি দ্রোণতনয় অশ্বত্থামার উপর কৃপা করিলেন ॥ ১৪-১৫

তাহার পর দেবতাবাহন যুধিষ্ঠিরাগ্রজ অর্জুন অশ্বত্থামাকে যুদ্ধস্থলে দেখিয়াও পরিত্যাগ করিয়া সমর আগমনে অন্য সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

দুর্যোধন নিমিত্তে প্রাণ দিয়া বাহাদুর যুদ্ধপরায়ণ ও বর্ম পরিধান করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিয়া মহাবীর্যবান বীভৎসুকে আঘাত করিলেন ॥ ১৭

ইহাতে বীভৎসুর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি এক বিশিষ্ট বাণ হাতে লইলেন, যাহা অন্যান্য যুদ্ধ ও সমরাঙ্গনে

আবর্তপ্রতিমৈর্ঘোরৈর্বেগবদ্ভির্জিঘাংসুভিঃ।
অবিধ্যৎ তূর্ণমব্যগ্রঃ সুপ্রযুক্তো মহেষুভিঃ ॥ ১৯

তত্র তাঞ্জনসুপ্রখ্যঃ শরৈঃ সন্নাহিতো মণিঃ।
বভাসেঽগ্নি যে সূর্য্যো গ্রহৈরিব সমাবৃতঃ ॥ ২০

পুত্রস্তু তব বেগজ্ঞো ভীমসেনেন তাড়িতঃ।
নাদৃণাত বধা মাত্রস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২১

ততঃ শরৈর্মহারৌদ্রৈ রুগ্রমূর্ত্তিঃ বিনাশিভিঃ।
ভীমং বিব্যাধ সংক্রুদ্ধঃ আশয়ানো রথর্ষভৌ ॥ ২২

তৌ তূণয়ানৌ সমরে কৃতবক্তোত্তবিক্ষতৌ।
পূজৌ তে দেবরাজানৌ যথোশনসকাব্যলৌ ॥ ২৩

চিত্রসেনং নবত্যাক্ষ্যৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অবিধ্যৎ দশভির্বাণৈঃ পুরুমিত্রঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৪

সমরাদ্রক্ষ সমরা বিদ্ধা শক্রসমো যুধি।
বৃত্রাভিব হতে বীর আভিঃ নঃ সমজীজনৎ ॥ ২৫

তম প্রত্যবিধ্যৎ দশভিঃ চিত্রসেনঃ বিশোনুকৈঃ।
সমরাদ্রক্ষ নবভিঃ পুরুমিত্রঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৬

ন বিব্যথে বিদ্ধতমঃ বক্তঃ শক্রসমো যুধি।
ত্রিভিস্তু চিত্রসেনস্য চিত্রং সার্থিমার্চ্ছনিঃ ॥ ২৭

ছিত্ত্বা চাস্য ধনুর্মধ্যে ধ্বজেযোরক্ষতাড়িতম্।
ততস্তে ত্বরিতা বীরা রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ২৮

রথেভ্যো ভূমি মাস্থায় বিব্যাধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তাংস্তু সর্বান্ শরৈর্ঘোরৈরুদ্বহন্ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ২৯

তত্র দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম পরিবৃত্তঃ পুরাতব।
মহন্তং সমরে লেভা মনে কক্ষ মমোদরম্ ॥ ৩০

আপেতশিশিরে কালে সমিদ্ধমিব পাবকম্।
অত্যরোচত সৌভদ্রস্তদ তৈজাসি বাশয়ন্ ॥ ৩১

তং তত্র তরিবং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রস্য বিশাম্পতে।
অন্তরেণাত্মনাত্মানং তুল্যঃ লাঘবীপুত্রয়োঃ ॥ ৩২

প্রধান ছিল। তিনি এই সময় উপর্যুপরি তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়িলেন, তাহাদের মধ্যে কর্ণ পর্যন্ত আকর্ণ করিয়া সেই বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন। সেই সমস্তগামী, বেগবান্ ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ তীমসেন ক্রোধভরে গ্রহণ বা খেলাইয়া সুকৌশলে দুর্যোধনের সম্মুখেই সহসা নিবারণ করিলেন ॥ ১৮-১৯

দুর্যোধনের বক্ষে একটী মণি শোভা পাইতেছিল, উহা সূর্য্যকিরণ সদৃশ তেজঃ ছিল। এই মণিটী ভীমসেনের বাণে আঘাতিত হইয়া সৌষ্ঠব শোভিত হইল, যেমন আকাশে গ্রহমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া সূর্য্যদেব সুশোভিত হন ॥ ২০

ভীমসেনের বাণসমূহ শীঘ্রিত হইয়া আসায় তেজস্বী পুত্র দুর্যোধন তাঁহার বাণ দ্বারা কখন এই আঘাত সৌষ্ঠবের সহ্য করিতে পারিলেন না, যেমন বৃত্রবধের পর বৃত্রের ভগ্নী সহ্য করিতে পারে না ॥ ২১

মহারাজ! তদনন্তর প্রথমে করিয়া মহাসমরে কর্ণ সম্মুখিত বাণসমূহে ক্রুদ্ধ দুর্যোধন ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২২

সেই সময়কার পরস্পর যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-বিক্রম আপনার দুই মহারথ পুত্র দুর্যোধন ও ভীমসেন যেরূপে রণ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন নবতি বাণে, পুরুমিত্র সপ্ত বাণে, মহারথ সমরাদ্রক্ষ নবতি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪-২৫

ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্রসেনের ধনুর মধ্যভাগ ছেদন করিয়া তাঁহার সারথিকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

ভীমসেনের বাণে চিত্রসেনের ধনু ছিন্ন হইয়া ধ্বজ ও যোয়ালে আঘাত করিলে তিনি ও অন্যান্য মহারথ রাজপুত্রগণ ত্বরিত হইয়া রথ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮

ভীমসেন অস্ত্রবিৎ ও বলবান্ ছিলেন, তিনি সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিতে করিতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া চিত্রসেনের সারথি, ধ্বজ ও বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে ছেদন করিলেন ॥ ২৯-৩১

সেই সময় চিত্রসেনের কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহার সকলেরই একটী ভয় উপস্থিত হইল। তখন আপনার বীর ও মহারথী পুত্রগণ একত্র হইয়া ক্রোধভরে অভিমন্যুকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বাণে অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকেই প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

যেরূপ গ্রীষ্ম সময়ে প্রচণ্ড অগ্নি ঘৃতসিক্ত শুষ্ক বৃক্ষে আঘাতে বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুও এই সময়ে কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। তাহার এই বৃদ্ধি কর্ম্ম দেখিয়া আপনার পুত্রগণ তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া বিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

অভিমন্যুস্তু সংক্রুদ্ধো লঘুহস্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ ষড়্ভিঃ সায়কৈঃ কনকভূষণৈঃ ॥১৩
তথৈব সপ্তভির্ রাজন্ সৌভদ্রঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অবিধ্যদ্ রথসত্তমং তনয়ং তে বিশাম্পতে ॥১৪
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সারথিং চ মহারথঃ।
অভ্যাহনৎ পুনঃ ক্রুদ্ধঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৫
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ লক্ষ্মণঃ সমরোদ্ধতঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধঃ সৌভদ্রস্য রথং প্রতি ॥১৬
তামাপতন্তীং সহসা যোধয়ন্তীং দুরাসদাম্।
অভিমন্যুঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চিচ্ছেদ সুবহূন্যপাম্ ॥১৭
ততঃ খড়্গমাদায়ো লক্ষ্মণঃ সৌভদ্রস্য।
অপোবাহ ধনুষ্যাংশ্চ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥১৮
তত্র সম্ভ্রমমূলে ত্বস্মিন্ বর্তমানে মহারথে।
অভ্যাহনন্ জিঘাংসন্তঃ পাণ্ডবাস্তু মহারথাঃ ॥১৯
তানবিধ্যদ্ অমেয়াত্মা পাণ্ডবান্ মহারথান্।
ক্ষুরান্তং সমরে প্রাণান্ নিন্যুস্তস্য রিপবো যতঃ ॥২০
যুগপচ্চৈব বিব্যাধ বিংশতিঃ পঞ্চভির্ বৃতঃ।
বাহ্লিং সমুদ্যতং পত্ত্যা কুকর্তিং সহ ॥২১
ততো ভীমো মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
সেনাং তবাথ সংক্রুদ্ধো দিব্যৈরস্ত্রৈর্ব্যবাকিরৎ ॥২২
হস্তিসাদিভিরশ্বৈশ্চ রথৈশ্চৈব সহস্রশঃ।
ধন্বিভিঃ সাদিভিশ্চৈব সমাস্তীর্যত মেদিনী ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অভিমন্যুবধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

মহারাজ! আপনার সৈন্যগণকে সংহার করিতে থাকায় মহাত্মাদের অভিমন্যু ক্রোধবশতঃ প্রজলিত প্রভৃত অগ্নি হইতেও অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন। ১।

প্রভাবান্! তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ অতি দ্রুত বেগে মহাত্মাদের অভিমন্যুকে আক্রমণ করিলেন। ২।

তখন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ অভিমন্যু উহার লক্ষ্মণসমূহে যুক্ত লক্ষ্মণকে দেখিয়া এবং তাঁহার সারথিকে তিনটী তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩।

রাজন্! এইরূপ লক্ষ্মণ অভিমন্যুকে নিজ বাণে বারংবার বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ইহা তখন বেশ এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া বোধ হইল। ৪।

ইহা দেখিয়া মহাবেগী মহাত্মাদের লক্ষ্মণের রাহিটী অশ্ব ও সারথিকে নিহত করিয়া তাঁহারও উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণ করিলেন। ৫।

লক্ষ্মণও তখন সেই অশ্বহীন রথে থাকিয়াই অভিমন্যু ক্রোধভরে অভিমন্যুর বধের নিমিত্ত একটী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৬।

সেই সময় ও দুর্জয় বলিশালিনী শক্তিকে সহসা নিকট দিকে আসিতে দেখিয়া অভিমন্যু তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাহাকে বহু খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৭।

তখন দুরাত্মারা সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই লক্ষ্মণকে বিনা রথে ভূমিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধভূমি হইতে অন্যত্র পলায়ন করিতে দেখিল। ৮।

অনন্তর তাহাদের সেই মহাভয়ের সময়ে সব যোদ্ধা বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনা করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া সংগ্রামের উদ্যম আরম্ভ করিলেন। ৯।

আপনার এবং পাণ্ডবগণের মহারথীর মহাবেগী যোদ্ধাদের প্রাণকে আকর্ষণ দিতে দিতে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। ১০।

কবচ ও ধ্বজহীন অবস্থায় যে যে বীরেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যে যাহার বীর যোদ্ধাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল। ১১।

তখন মহাবেগে মহাবলী ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বীর বিপক্ষ-সমূহে মহাত্মা পাণ্ডবগণের সৈন্যকে বধ করিতে লাগিলেন। ১২।

সেই সময় সেখানে নিহত ও পতিত বহু হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য, রথী ও আরোহী সৈন্যদ্বারা সমস্ত রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ১৩

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অভিমন্যুবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকি-ভূরিশ্রবসোর্যুদ্ধম্, ভূরিশ্রবসা সাত্যকের্দক্ষিণবাহবাদীনাং পৃথক্‌পাতং বিধায়, অর্জুনস্য পরাক্রমঃ, পঞ্চনদবিষয়স্য দুষ্টদমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

অথ রাজন্ মহাবাহুঃ সাত্যকির্দৃঢ়বিক্রমঃ।
বিকৃষ্য চাপং সমরে তাবকানবধূন্নয়ন্। ১
প্রাদুষ্কৃত্য সুখদাদুদ্ধতান্ শরানাশীবিষোপমান্।
প্রেষয়ন্ সমুচিত্রাঙ্গঃ কর্ষন্নস্ত্রবলাদ্বলম্। ২
(তং তং সন্ধায় পূর্বেণ অর্জুনাদুপশিক্ষিতম্।)
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং শরাস্তস্যাংশ্চ মুঞ্চতঃ।
আয়তানস্য দৃঢ়স্য সন্ধানস্য চ সর্বশঃ। ৩
বিপতন্তঃ পরাংস্তত্র রথে শত্রূন্ বিনির্দহঃ।
দদৃশে জলদস্যেব দেবেন্দ্রস্য প্রবর্ষতঃ। ৪
তমুদীর্ণতনুত্রাণং দৃষ্ট্বা দুর্যোধনস্তদা।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শূরৈঃ প্রেষয়ামাস তাবকৈঃ। ৫
তান্ত সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
প্রবান শরসঙ্ঘেন দিবোদাবেব বীর্যবান্। ৬
স কৃত্বা রাজ্ঞঃ কর্ম প্রগৃহীতবরাসনঃ।
আসসাদ তদা বীরো ভূরিশ্রবসমাহবে। ৭
স হি সত্যস্য দেবস্য তে সুতস্যাপরাজিতাম্।
অস্ত্রাবাপ্তং সমাস্থায় বৃত্তমপ্যতিবর্ততে। ৮
ঈজানমুদ্যতৈঃ সু বিক্রান্তং পুরুষং বলৈঃ।
সহিতান্ যজ্ঞসন্তারান্ শরানাশীবিষোপমান্। ৯
সহস্রশো মহারাজ প্রেষয়ন্ সাদিনাং বরঃ।
শরাস্তান্ দুরাসদান্ সর্বান্ সাত্যকেস্ত পরাদ্রবন্। ১০
স বিনির্ভেদয়ন্ রাজন্ দ্রুতমুদ্যতকার্মুকঃ।
বিধয়ন্ সাত্যকিং রাজন্ সমরে যুদ্ধদুর্মদম্। ১১
তং দৃষ্ট্বা যুদ্ধমানন্তু যুক্তা পর মহারথাঃ।
মহাবলাঃ সমাযাতাস্তিষ্ঠতেতি মুহুর্মুহুঃ। ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যুদ্ধ, ভূরিশ্রবারহস্তে সাত্যকির বধ পুত্র নিধন, অর্জুনের পরাক্রম এবং পঞ্চনদবিষয়ের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! মহাবাহু সাত্যকি যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করেন। তিনি যুদ্ধে অবস্থান করিতে সমর্থ ও অবিষয় উদ্যম সহ রণভূমিতে আগমন করিয়া বিষম সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর পঞ্চমুখ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বাণসমূহ নিক্ষেপ করিবার সময় সাত্যকি ঘোর প্রতাপ, শত্রুকারী হস্তের নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছিলেন, তাহা তিনি পূর্বে নিজ সখা অর্জুনের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১-২

যখন তিনি আকর্ষণ করিতেছিলেন, তখনই বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং পুনরায় তত্ত্ব নব নব বাণ হাতে লইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে তত্ত্ব উদ্যত দেখাইতেছিল, শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে সংহার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেবের ন্যায় তাঁহার বলের অবিষয় অদ্ভুত দেখাইতেছিল। ৩-৪

রাজন্! সেই সময় তাঁহাকে যুদ্ধে বর্ষিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন তাঁহার প্রতিবাদের জন্য বল হাজার রথী সৈন্যকে প্রেরণ করিলেন। ৫

তাহারা মহাধনুর্ধর বিক্রমশালী সাত্যকি সেই সমস্ত বাহিনী মোহাদিগকে নিজ বিপক্ষে সমুখে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ৬

এইরূপে তাহার কর্ম করিয়া পুনরায় সে যান অস্ত্র সাত্যকি যুদ্ধস্থলে ভূরিশ্রবার উপর আক্রমণ করিলেন। ৭

সাত্যকি আসিয়া সৈন্যদলকে বিদ্ধ করিয়া কৃপাদির করিতেছেন—ইহা দেখিয়া দুর্যোধনের কৌরবগণ ভূরিশ্রবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। ৮

তাঁহার বিপক্ষে সব ইন্দ্রদেবের ন্যায় বলবীর্যে ছিল। মহারাজ! সেই সব আক্রমণ করিয়া ভূরিশ্রবা তীব্র হস্তলঘুতা দেখাইয়া বেগশালিনী ধনুষ্টঙ্কার ও বিষাক্ত সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন।

এই সকল বাণের স্পর্শ ই দুষ্কর ছিল। রাজন্! সেই সময় সাত্যকি সহিত আগত সৈন্যগণ সেই বাণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা ভূমিতে তাহারা ভয়ঙ্কর সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। ৯-১১

সাত্যকির রথ মহাবলবান্ পুত্র ছিল। তাহাদের ধ্বজ, ধনু ও অস্ত্রসমূহ সবই বিচিত্র। তাহাদের সকলেরই মহারথী বীর বলা হইত। তাহারা যুদ্ধস্থলে দুর্নিবারণীয় সাত্যকির

সমাসাদ্য মহেষ্বাসাঃ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
উচুঃ সর্বে সুসংহৃষ্টা দৃষ্ট্বা ভীষ্মং মহারথে॥ ১৩
হো হোঃ কৌরবসৈন্যানাং মহাপাপমতিস্তথা।
এষ নূনং সমাগম্য সমস্তৈঃ পুরুষৈর্ব্যা॥ ১৪
অস্মান্ বা যঃ পরাজিত্য হন্যাদ্ বাপি মানুষে।
বরং বা যাং পরাজিত্য প্রীতিঃ ধাস্যামহে পিতুঃ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা সুসংহৃষ্টাস্তত্রা মহাবলাঃ।
বীর্য্যাদ্যৈ সমাজ্ঞেষ্টুন্ দৃষ্ট্বা সমরদুর্ম্মদান্॥ ১৬
সাধিতঃ কথমে বীরা হন্তেতং মতিমান্ ধ্রুবঃ।
যুদ্যতাং শচিতা যত্তা নিবর্ত্তিষ্যামি যো রণে॥ ১৭
এবমুক্ত্বা মহেষ্বাসাস্তে বীরাঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ।
সহিতা সমরং কর্ত্তুং ভীষ্মাবরণমিষ্যয়ন্॥ ১৮
সোঽপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামস্তুমুলোঽভবৎ।
এতস্মিন্ হ মুহূর্ত্তে সমেতানাং মহাত্মিনে॥ ১৯

তমেকং তথিনাং শ্রেষ্ঠং শরৈস্তে সমবাকিরন্।
প্রাবৃষীব যথা মেঘাঃ সিষিচুর্জলদা নৃপ॥ ২০
তৈস্তু মুক্তান্ শরান্ ঘোরান্ বর্ষতোঽনিবারিতান্।
অনয়ন্নাত্মনস্ত্রাণমুচ্ছিষ্টেষ্বাত্ত মহারথঃ॥ ২১
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম সৌমদত্তেঃ পরাক্রমম্।
যদেকো বহিভিঃ যুদ্ধে সমসজ্জত বীরবৎ॥ ২২
বিস্তৃত্য মহদ্বুদ্ধিং তাং চ সর্বাং মহাহবাং।
পরিবার্য্য মহাবাহুঃ নিরস্তবৃপঃ ক্রমুঃ॥ ২৩
সৌমদত্তিস্ততঃ ক্রুদ্ধস্তেষাং চাপানি ভারত।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ যুগপদ্যো মহাত্মনাং॥ ২৪
অথৈনাং ছিন্নধনুষঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ শিরাংসি তরতাং বরঃ॥ ২৫
তে হতা গুপতন্ রাজন্ বজ্রভগ্না ইব দ্রুমাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ বীরো রণে পুরুষসত্তমান্ ॥২৬

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং অভিমন্যু ক্রোধের সহিত তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল। ১২-১৩

মহারাজ কৌরবগণ! এস, এই স্থলেই আমাদের সকলের সহিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ এক এক জনের সহিত যুদ্ধ কর। ১৪

হয় তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া বধ লাভ কর, না হয় আমরা তোমাকে পরাজয় করিয়া পিতার প্রসন্নতা বিধান করিব। ১৫

সেই যুদ্ধপ্রিয় বীরগণ এইরূপ বলিলে পর সেই সমর্থ বীর পরাক্রমের প্রশংসাকারী মহারথ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন। ১৬

বীরগণ! যদি তোমাদের এরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে, তবে ইহা পরিণয় উদয় হয়া রহিয়াছে। তোমরা সকলে একত্র সাবধান হইয়া সম্পূর্ণরূপ যুদ্ধ কর। আমি এই সমস্তদিগে তোমাদের সকলকে বধ করিব। ১৭

ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ বলিলে পর বিপক্ষগণী সেই মহারথগণ বীরগণ প্রভৃত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শত্রুসকল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিল। ১৮

মহারাজ! অনন্তরক্ষণে সেই স্থানে একত্রিত সব বীরের সহিত এক বীরের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯

তখন সেই মহাত্মিনে যেমন পর্ব্বতের উপর প্রভূত বারি বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাহারা সকলে মিলিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সখা সেই একাকী ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। ২০

তাহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সমস্ত ও বজ্রতুল্য প্রত্যেক তীক্ষ্ণ বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন কেহকেও বিচলিত না হইয়াই অস্ত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২১

সেখানে আমরা সকলেই সোমদত্তপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। তিনি একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২

রাজন্! সেই বল মহারথী বহু বাণ বর্ষণ করিয়া মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে চারিদিক দিয়া পরিবেষ্টন করত তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ২৩

ভরতবংশীয় রাজন্! সেই সময় ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহারথিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে তাহাদের বহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাদের বহু ছিন্ন হইলে অনন্ত পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের সকলের উপরে ছেদন করিলেন। ২৫

রাজন্! সেই বল বীর মহারথ বজ্রের ন্যায় ভগ্নদেহে নিহত হইয়া পতিত হইল। সেই মহাবল পুরুষসকল সংগ্রামে নিহত হইতে দেখিয়া বীরবর সাত্যকি গর্জন করিতে করিতে সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন।

তাবকৈর্যো বিনষ্টং রাজন্ কুরিভিরসমঞ্জসাচ্চারাৎ।
রথং রথেন সমরে পীড়য়িত্বা মহারথো ॥ ১৭
তাবয়ন্তাত্তং হি সময়ে নিহত্য রথ-বাজিনঃ।
বিশোষয়ন্তিরথকৌ লঘুহস্তৌ মহারথৌ ॥ ১৮
প্রসৃষ্টীবয়মহাবাহুৌ যৌ চক্ররক্ষাবিতৌ।
তত্তত্রাতে নরব্যাঘ্রৌ যুদ্ধায় সমবস্থিতৌ ॥ ১৯
(পক্ষপ্রপক্ষাবৈঃ সুক্তঃ অন্যোন্যং পর্যপালয়ন্।
পীড়িতৌ বক্ষসাত্যন্তং প্রবৃদ্ধ বক্তৌ ক্ষিতৌ কুরূন্।
তত্তত্রাতে মহাবীর্যাবুভৌ সমহুর্জয়ৌ।
অন্যোন্যক্ষিপ্তবর্মাঙ্গৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ।)
তত: সাত্যকিরভ্যেত্য নিগ্রিত্যবহারিণম্।
ভীমসেনস্তথা রাজন্ রথমারোপয়ত্ত্বরা। ৩০
অথাপি তনয়ো রাজন্ কুরিভিরসমঞ্জসৈঃ।
আরোপয়ত্ রথং তূর্ণং পক্ষতঃ সর্বধন্বিনাম্। ৩১
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রণে ভীষ্ম মহারথম্।
অযোধয়ন্ত সমরে পাণ্ডবা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ। ৩২

লোহিতাক্ষিঃ চাদিত্যো রথমারো ধনঞ্জয়ম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রান্ নিজঘান মহারথান্। ৩৩
যে হি দুর্যোধনাদীপ্তাস্তনা পার্থনিবর্হণে।
সম্প্রাপ্তৈশ্চ তদা নাশং পঞ্চভা ইব পাবকম্ ॥৩৪
তস্যো মন্যুঃ কেতনাস্থ ধনুর্জ্যাবিস্ফারণঃ।
পরিবক্তুশ্চ পার্থস্য সহপুত্রং মহারথম্। ৩৫
এতস্মিন্নেব কালে তু সূর্যোঽস্তমুপসঙ্কটি।
সূর্যেণাথৈব সৈন্যানাং প্রমোহঃ সমজায়ত ॥ ৩৬
অবহারং ততশ্চক্রে পিতা তেষাং মহাত্মনাম্।
সন্ধ্যাকালে মহারাজ সৈন্যানাং ভরতর্ষভ। ৩৭
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ পরস্পরসমাগমে।
যে সেনে কুরুসাত্বিভ্যে ঘন্যুঃ বা নিহতেশ্বরম্ ৩৮
তত্রঃ স নিধিং গত্বা কবিসংস্তর ভারত।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সার্ধং সুরবন্ত ন্যবাবিশন্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চমবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১২৫

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ১২

তখন সেই মহাবিষম দুই বীর সমরাঙ্গনে নিজ রথের দ্বারা অন্যের রথকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের রথ ও অশ্ব নষ্ট করিয়া দিলেন। এইরূপ রথযুদ্ধে বহুবার এই দুই মহারথী সাত্যকি ও দ্রোণাচার্য পরস্পরের রথিত যুদ্ধে বিমিত হইলেন। ১৬-১৮

এই দুই যুদ্ধনিপুণ বীর হাতে বড় বড় তরবারি ও সুতীক্ষ্ণ বাণ লইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া সেনার মধ্যে দাঁড়াইলেন। ১৯

(তাঁহারা তরবারির আঘাতে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আঘাতে পীড়িত হইয়া উভয়েই ভূতলে হতচৈতন্যের ন্যায় পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল শরীরই রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। অতএব এই দুই মহাবীর মহাবাহুশালী বীর বিকসিত পলাশপুষ্পের ন্যায় অত্যন্ত শোভিত হইলেন।)

রাজন্! তখনও উভয় পক্ষীয়গণের সাত্যকির নিকট যাইয়া ভীমসেন সেই সময় তাঁহাকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন। ৩০

মহারাজ! সৈন্যগণ আপনার পুত্র দুর্যোধনের মূর্খতাবশতঃ সমর মধ্যে সকল মহাবীরগণের সাক্ষাতেই কুরিভিরাজকে অতি সত্বর নীয় রথে আরোহণ করাইলেন। ৩১

তখনতো! সেই সময় অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ এই সুযোগে যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩২

যখন সূর্যদেব অস্তাচলের নিকট যাইয়া রক্তবর্ণ হইলেন, সেই সময় অর্জুন অতিশয় ক্রোধভরে রথিত রথসমূহ সমর পতিত হাজার মহারথী বীরকে বধ করিলেন। ৩৩

যাঁহারা সমরে দুর্যোধনের আদেশে অর্জুনকে সংহার করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু যাঁহারা সকলেই অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় অর্জুনের নিকট আসিয়াই নষ্ট হইয়া যাইতেন। ৩৪

তখনও ধনুর্বিদ্যায় প্রবীণ মহান্ত ও কেতনদেশের বীরগণ এবং পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতিকে বুক অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য ভৈরব-রোষায় বিদীর্ণ করিলেন। ৩৫

এই সময়ে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন আপনার সমস্ত সৈন্যের মোহান্ধকার হইয়া পড়িল। ৩৬

মহারাজ! তখন আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সন্ধ্যার সময় বীর বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করাইয়া লইলেন। হৈরে রাত্রিতলি সেই সময় অতিশয় ভাল হইয়া পড়িয়াছিল। ৩৭

পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পরের সম্মুখে অস্ত্রাঘাত রহিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্টমুখে গমন করিলেন। ৩৮

রাজন্! অনন্তর সকলগণের সহিত পাণ্ডবেরা এবং কৌরব-সকল নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া বিবি অনুসারে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩৯

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে পঞ্চমবিংশের মূলমাত্রবিবরণ চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ষষ্ঠদিবসে যুদ্ধারম্ভঃ, পাণ্ডব-কৌরবসেনানাং ব্যূহরচনা; অভিমন্যুনা কৌরব্যাণাং বিধ্বংসঃ]

সঞ্জয় উবাচ।

তে নিশায়া স্ততো রাজন্ সহিতাঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবাঃ।
বাসুদেবায়াং তু শর্বর্যাং পুনর্মন্ত্রায় নির্যযুঃ ॥১॥
তত্র শঙ্খো মহানাসীৎ তব ভেরাশ্চ ভারত।
যুধ্যতাং হৃষ্যমাণানাং তত্রাতাং চৈব নর্দিনাম্ ॥২॥
সন্নদ্ধানাং পতাকীনাং হয়ানাঞ্চৈব ভারত।
শব্দঃ সুমহানভূচ্চাপি ভূমেঃ সর্বতোঽম্বরং ॥৩॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা দৃষ্ট্যদ্যুম্নমভাষত।
ব্যূহং ব্যূহ মহাবাহো বলং শক্রনিসূদন ॥৪॥
এবমুক্তস্তু পার্ষতো দৃষ্ট্যদ্যুম্নো মহারথঃ।
ব্যাদিদেশ মহারাজ দ্বিজেভ্যো দ্বিজিনাং বরঃ ॥৫॥
শিরোঽনীকং তদাধত্ত পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
চক্রৌ চ সর্বসৈন্যস্য মুখমস্য মহারথঃ ॥৬॥
মুখভাগীরথাশ্চাপি কৌরবেয়া মহারথাঃ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥৭॥
সাত্যকির্বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।
পৃষ্ঠমাসীন্মহারাজ বিরাটো বাহিনীপতিঃ ॥৮॥
ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহিতো মহত্যা সেনয়াবৃতঃ।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ ধারয়ন্তি স্ম তদ্বাহিতাঃ ॥৯॥
ধৃষ্টকেতুর্ভার্গবশ্চ কৈতানশ্চ বীর্যবান্।
বর্ষিণঃ পঞ্চমাস্থায় দ্বিতো বৃহস্য দক্ষিণে ॥১০॥
পাদরোশ্চ মহারাজ দ্বিজঃ শ্রীমান্ মহামনাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সোমকৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্বৃতঃ ॥১১॥
শিখণ্ডী তু মহেষ্বাসঃ সোমকৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্বৃতঃ।
ঔদাবাংশ্চ ততঃ পুচ্ছে মকরস্য ব্যবস্থিতৌ ॥১২॥
এবমেতৈর্মহাব্যূহৈর্ব্যূহ ভারত পাণ্ডবাঃ।
সূর্যোদয়ে মহারাজ পুনর্যুদ্ধায় নির্যযুঃ ॥১৩॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দ্বিতীয়ের যুদ্ধ আরম্ভ, পাণ্ডব ও কৌরবসেনার ব্যূহরচনা এবং কৌরবগণ বিধ্বংস করিয়া যুদ্ধ প্রবৃত্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া পর দিবস রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন। ১

ভারত! সেই সময় যুদ্ধস্থলে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যগণের মধ্যে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল। কিন্তু লোক সেই কোলাহলে যোদ্ধা করিতে লাগিল, কিন্তু হস্তিগণকে সজ্জিত করিতে থাকিল, কোথাও পদাতি সৈন্য ও অশ্বগণ ব্যস্ত হইয়া ধাবমান হইল বলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের অতি ভৈরবরবে ধ্বনি হইতে লাগিল। এই সময় সমিহিত ধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল ॥ ২-৩

তখনকার রাজা যুধিষ্ঠির দৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—মহাবাহো! তুমি শত্রুনাশক ব্যূহরচনা কর। ৪

মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ আদেশ করিলে পর দ্বিজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী দৃষ্টদ্যুম্ন নিজ সকল সেনা সৈন্যগণকে ব্যূহ-মুখ করিয়া রচনা করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ৫

এই ব্যূহমুখের শিরঃস্থানে রাজা ভগদত্ত ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন রহিলেন। মহারথী নকুল ও সহদেব সেইস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন প্রভৃতি যুযুধানগণ থাকিলেন। দ্রুপদাত্মজগণ অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও মহারথ বৃষ্ণিবীর ইহারা সকলে মহা-মুখের ভীমাগ্রভাগে রহিলেন ॥

সেনাপতি বিরাট বিশাল সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াই দৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই মুখের পৃষ্ঠভাগে থাকিলেন।

পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ ইহার মধ্যভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারথী ধৃষ্টকেতু পরাক্রমী ক্ষেত্রিজাত এই মুখের দক্ষিণভাগে থাকিয়া তাহারও রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৭-১০

মহারাজ! এই মুখের বাম স্থানে মহারথী ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিশাল সৈন্যের সহিত অবস্থানীত হইলেন ॥ ১১

সোমকগণে পরিবৃত মহারথীগণ শিখণ্ডী এবং ঔদাবাম্—ইহারা উভয়ে এই মুখের পুচ্ছভাগে থাকিলেন ॥ ১২

মহারাজ ভরতবংশধর! এই মহামকরমুখ নির্মাণ করিয়া পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে বধের বাসনাসহকারে সমর পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৩

কৌরবাণামনীকানি দ্রষ্ট্যামঃ কথ-পার্থিবৈঃ।
সমুদ্রমিব দুর্ধর্ষং ভীষ্মেণ বিধৃতৈঃ শিতৈঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা তু তৎ সৈন্যং পিতা দেবব্রতস্তব।
ক্রৌঞ্চেন সদৃশো রাজন্ প্রত্যব্যূহত বাহিনীম্ ॥ ১৮
উভৌ তুণ্ডে মহেষ্বাসৌ ভারদ্বাজো মহারথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব চক্ররক্ষাবুভাবপি ॥ ১৯
কৃতবর্মা তু সহিতঃ কাম্বোজবরবাহিভিঃ।
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনঃ পৌত্রঃ সবলমুদ্বহন্ ॥ ২০
গ্রীবায়াং পুরুমিত্রশ্চ জয়শ্চ পুরুষর্ষভৌ।
জয়োধনো মহারাজ বারণির্ব্যবিকর্ণজঃ ॥ ২১
প্রাগ্জ্যোতিষস্তু সহিতো বল-লৌহিত্য-কেতকৈঃ।
উরঃকৃতবলশ্চৈব হৃতঞ্জা সেনয়া বৃতঃ ॥ ২২
অসেনয়া চ সহিতঃ সুষর্মা প্রস্থলাধিপঃ।
বাহুপক্ষং সমাশ্রিত্য স্থাপিতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ২৩
সুধারা বসবশ্চৈব সকাল্প সহ চূচুপৈঃ।
মধ্যে পক্ষমাশ্রিত্য স্থিতা যূথস্য ভারত ॥ ২৪
জয়াদ্ভুক্ত শকাদ্ভুক্ত লৌহগাদ্ভুক্ত মালিব।
যূথস্য জঘনে তস্থু রক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৫
তত্রো বৃষায় সাজহ্রুঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ।
সূর্যোদয়ে মহারাজ তত্রো যুদ্ধমবর্তত ॥ ২৬
প্রতীয় রবিনো বাণা বাণাশ্চ রবিনো যযুঃ।
হন্যমানাস্তু রথিনো রথিনশ্চাপি সাদিনঃ ॥ ২৭
সাদিনশ্চ হন্যমান রাজন্ রথিনশ্চ মহারণে।
চক্রুরোদনমুদ্ভূতা রথিনঃ সাদিনস্তথা ॥ ২৮
রথিনঃ পত্তিভিঃ সার্ধং সাদিনশ্চাপি পত্তিভিঃ।
অন্যোন্যং সমরে রাজন্ প্রত্যধাবন্নরিন্দমাঃ ॥ ২৯
ভীমসেনাদ্ভুমি-সহৈর্ভগ্না চাক্ষৈরহারয়ৈঃ।
ততস্তে পাণ্ডবী সেনা নক্তমেবাবধীৎ ॥ ৩০

উক্ত উক্ত বধ ও হত্যাদ্বারা এবং নিধন (চক্ররক্ষক) ও বারণ অন্যান্যদের মুক্ত হবী, ধৃষ ও পলাধিপ সৈন্যের চক্ররক্ষবাহিনীর সহিত পাণ্ডবেরা অতি ক্রুদ্ধ কৌরবগণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! তখন আপনার সৈন্যদলের বেগবান ভীষ্ম পাণ্ডবগণের সেই ব্যূহ দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানকল্পে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর ব্যূহরচনা করিলেন ॥ ১৫

ঐ ব্যূহের চঞ্চুমধ্যে মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য্য অবস্থিত রহিলেন। মহারাজ! অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য বেগবানদের রাখিলেন ॥ ১৬

কাম্বোজ ও বাহ্লীকগণের উপর সৈন্যবাহিনীর সহিত মহারথী কৃতবর্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য চক্ররক্ষা ব্যূহের শিরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

আর্য্য! মহারাজ! রাজা সুরথের ও আপনার পুত্র বিবিংশতি—ইহারা উভয়ে বহু সৈন্যগণের সহিত ক্রৌঞ্চব্যূহের গ্রীবাভাগে বিরাজিত রহিলেন ॥ ১৮

মহারাজ! বহু, শ্যেনীর ও কেকয়যোধাধিপের সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত সেই ব্যূহের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অরুণাধিপতি (চিত্রবর্ম্মা) রণশ্লাঘী কম্বোজরাজ বলের সহিত বীর সৈন্যবাহিনীর সহিত ব্যূহের বামপক্ষভাগ আশ্রয় করিয়া রহিলেন ॥ ২০

রাজন্! সুধার, বসু, সক ও চুচুপদেশের সৈন্যগণ ব্যূহের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১

মহারাজ! জয়াদ্ভুক্ত, শকাদ্ভুক্ত ও লৌহগাদ্ভুক্ত মালিবগণ—ইহারা পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিয়া ব্যূহের জঘনদেশে রহিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তাহার সূর্য্যোদয়কালে পাণ্ডবগণ কৌরবদের সহিত যুদ্ধের জন্য উহাদের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন উভয়পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

রথী বীরগণের সহিত রথীরা ও রথীদিগের প্রতি রথী বীরগণ ধাবিত হইলেন। অশ্বারোহীদের উপর অশ্বারোহীরা এবং রথারোহীদিগের উপর অশ্বারোহী বীরগণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৪

রাজন্! সেই মহাযুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপ অশ্বারোহীরা অশ্বারোহী ও রথী বীরগণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

যোধাঢ্য রথী ও অশ্বারোহী বীরগণ পলাধিপবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! এইভাবে অমরে পূর্ব্ব সমস্ত সৈন্যরা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৬

ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং অন্যান্য মহারথী

তথা ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণ-শল্য-দুর্যোধনাদিভিঃ।
তথাপি চ বলৌঘো মেনা প্রাদ্রবেতো বিব সংযুগে ॥ ২৮
ভীষ্মসেনস্ত কৌরব্যো দ্রোণং দৃষ্ট্বা পরাক্রমী।
অভ্যয়াজ্জবৈরশ্বৈর্গরুত্মদ্বাহনস্তদা বাহিনীম্ ॥ ২৯
দ্রোণস্তু সমরে ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ সমরশ্লাঘী বলবানুদ্যতেষুধিঃ ॥ ৩০
তৃতীয়ভক্তাতো ভীমো ভারদ্বাজস্য সংযুগে।
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি ॥ ৩১
স সংগৃহ্য বলং বাহান্ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
তাবদ্বৎ পাণ্ডবীং সেনাং তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ৩২
তে বধ্যমানা দ্রোণেন ভীমেন চ নরোত্তমাঃ।
সন্ত্রাসং জেকিরে সার্বং পলায়নপরায়ণাঃ ॥ ৩৩

তমেব ভারতং সৈন্যং ভারদ্বাজোঽপলক্ষয়ন্।
মুহুর্তে তত্র তস্যৈব সমরেষ বলাদনা ॥ ৩৪
অভিদ্রুতাঃ ততোঽন্যোন্যং তস্মিন্ বীরসমাগমে।
আসীদ্ বাহিকরো ঘোরস্তব দেবাক ভারত ॥ ৩৫
বন্ধুত্বমবলম্বন্তে তাবকানাং পরৈঃ সহ।
এবমাসন্নতাঃ সর্বে বলমূচুশ্চ ভারত ॥ ৩৬
প্রতিদাবাগ্নি ভাস্থানি ভেরকোলস্য বিশ্পতে
মুমুচুঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কৌরবাশ্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসযুদ্ধারম্ভে
পঞ্চমশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পাণ্ডববাহিনী সমরমধ্যে পরিবেষ্টিত রাত্রির ন্যায় দুর্ভেদ্য হইলেন ॥ ২৭

এইরূপ ভীষ্ম, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, শল্য ও দুর্যোধনাদিদ্বারা পরিরক্ষিত আপনার সৈন্যরা প্রবহমানের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

পরাক্রমী মুষ্টীনন্দন ভীমসেন দ্রোণাচার্যকে দেখিয়া বেগবান্ অশ্বসমূহের দ্বারা গরুড়-চিহ্নিত দ্রোণাচার্যের সৈন্যবাহিনীর উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২৯

সমরশ্লাঘী পরাক্রমী দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধচিত্তে তূণির হইয়া ভীমসেনের বক্ষস্থান লক্ষ্য করিয়া নব্বই বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন দ্রুপদ-তনয় ভারদ্বাজ আচার্য তৃতীয় ভাগে ভীমসেনের সারথিকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৩১

তখন প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য নিজেই অশ্বের রজ্জু ধারণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ অগ্নি তূলরাশিকে ভস্ম করিয়া থাকে ॥ ৩২

সেই মহারথ পঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্য এবং ভীমসেনকর্তৃক প্রহৃত হইয়া রণভূমি হইতে পলাইতে লাগিলেন ॥৩৩

এইরূপ ভীমসেন ও দ্রোণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনীও যেখানে সেখানে মৃতা রমণীর ন্যায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৪

ভারত! সেই বীরগণের সমাগমে সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গেল এবং আপনার ও পাণ্ডবদের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হইতে লাগিল ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনা হইতে ভিন্ন আপনার পুত্রগণের সঙ্গলিপ্সায় পরিত্যক্ত অসুস্থ পরাক্রম দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা সকলেই একই শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ! মহাবল পাণ্ডবগণ ও কৌরবগণ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিষাদন করিতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চলক্ষশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্যোধনের চিন্তা।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুগুণঃ সৈন্যৈরেবং বিধিবিধানতঃ।
ব্যূঢ়ৈরেবং যথান্যায়মযোধ্যৈশ্চৈব সর্বতঃ॥ ১
গুপ্তমাকর্ষবাহুভিরক্ষিভাক্ষৈশ্চ সর্বশঃ।
প্রহ্লাদয়ন্নানোপেতঃ পুরস্তাদ্ ব্যূঢ়বিক্রমম্॥ ২
নাগিরূঢ়মযানাক্ষ ন কৃশাঃ ন চ পীবরাঃ।
লঘুবৃত্তাস্তরপ্রায়াঃ সাধবোঽযনাবহম্॥ ৩
অক্লেশসাহসক্ষম মহাসত্ত্বপরিগ্রহম্।
অসিযুদ্ধে নিযুদ্ধে চ গদাযুদ্ধে চ কোবিদম্॥ ৪
প্রাপ্তীষ্টোমযোধৌ পরিঘেষ্বাসেষু চ।
ভিন্দিপালেষু শক্তীষু মূলেষু চ সর্বশঃ॥ ৫
কম্পনেষু চ চাপেষু কবচেষু চ সর্বশঃ।
ক্ষেপণীয়েষু চিত্রেষু মুষ্টিযুদ্ধেষু চ ক্ষমম্॥ ৬
অপরোক্ষঞ্চ বিক্রান্তং যোধানাং চ কৃতাগমম্।
শস্ত্রপ্রহরণবিদ্যাসু সর্বাসু পরিনিষ্ঠিতম্॥ ৭
আরোহে পর্যবস্থানে সরণে সাধুসংযুগে।
সমাক্ প্রহরণে যানে যানপ্রাপ্তে চ কোবিদম্॥ ৮
নাগাশ্ব-রথচর্যাসু মহতীঃ সুপরীক্ষিতম্।
পত্তীক্ষ্য চ মহাত্মানঃ বেতনেনোপপাদিতম্॥ ৯
ন লোভা ন ভয়াদ্ বাপি ন কার্পণ্যান্ন বিভ্রমাৎ।
ন মৌঞ্জবলৈর্বাপি ন্যূনতীনপরিগ্রহৈঃ॥ ১০
সমস্তজনযাত্রাঞ্চ কুটীসঙ্ঘি-বান্ধবম্।
কৃতোপকারৈঃ কৃমিভিঃ বলমি চ সমন্বিতম্॥ ১১

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

(দুর্যোধনের চিন্তা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সম্রাট্! আমার সৈন্যগণ এইরূপ বহুগুণসম্পন্ন, যুদ্ধ আদি (হয়, হস্তী প্রভৃতি) যুক্ত এবং যুদ্ধ প্রকরণ সংগৃহীত ও শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ইহার যুদ্ধরচনা করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা অযোধ্য (বিপক্ষ দ্বারা পরাজিত করিতে সমর্থ)॥ ১

আমার এই সৈন্যবাহিনী সর্বদা আমাদের উপর প্রসন্ন ও অনুরক্ত। ইহারা সতত আমাদের প্রতি বিশেষভাবে দেখাইয়া থাকে। ইহারা কোনও কালে অলস নহে। সুতরাং ইহাদের বিক্রম দেখা গিয়াছে॥ ২

এই সৈন্যদলে কেহ অত্যন্ত কৃশ, বামন, স্থূলকায় ও অতিশয় স্থূল (মোটা) নয়। ইহাদের মধ্যে সকলেই বীর্য প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং প্রায় সকলেই উচ্চ (লম্বা পুরুষ)। এই সৈন্যদল সকলেই সাধুস্বভাব (পরিশ্রমী) যোদ্ধা ও নীরোগ॥ ৩

ইহারা সকলে কবচ ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছে। যে প্রকারের অবস্থায় অস্ত্রক ইহারা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় প্রতি যোদ্ধাই বাহুযুদ্ধ, যন্ত্রযুদ্ধ ও গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ॥ ৪

এই সব সৈনিক প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লোহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, মূদ্গর, কম্পন, ধনু ও কবচ প্রভৃতি অস্ত্রের উপর বিশেষভাবে বিচিত্র অস্ত্রযুদ্ধ যুদ্ধ প্রয়োগ করিতে অভিজ্ঞ এবং মুষ্টি-যুদ্ধেও সর্বপ্রকারে সমর্থ॥ ৫-৬

অপরোক্ষ বিক্রান্ত যোদ্ধাদের কৃতাগম। শস্ত্রপ্রহরণবিদ্যায় সর্বাংশে পরিনিষ্ঠিতম্॥ ৭
আরোহে পর্যবস্থানে সরণে সাধুসংযুগে। সমাক্ প্রহরণে যানে যানপ্রাপ্তে চ কোবিদম্॥ ৮
নাগাশ্ব-রথচর্যায় মহতীঃ সুপরীক্ষিতম্। পত্তীক্ষ্য চ মহাত্মানঃ বেতনেনোপপাদিতম্॥ ৯
ন লোভাদ্ ন ভয়াদ্ বাপি ন কার্পণ্যান্ন বিভ্রমাৎ। ন মৌঞ্জবলৈর্বাপি ন্যূনতীনপরিগ্রহৈঃ॥ ১০
সমস্তজনযাত্রাঞ্চ কুটীসঙ্ঘি-বান্ধবম্। কৃতোপকারৈঃ কৃমিভিঃ বলমি চ সমন্বিতম্॥ ১১

আমার এই সৈন্যবাহিনীর বহুযোদ্ধা প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়াছে। এই সৈন্যগণ আমাদের (অনুমতের অপেক্ষায়) অধিক পরিশ্রম করিবে। ইহারা অস্ত্রচালনায় সকল বিদ্যায় পারদর্শী॥ ৭

ইহারা রথী অশ্বারোহী সকলকে বাহনে আরোহণ করিবে, সেইসব বাহন হইতে নামিবে, আক্রমণ করিবে, সরিয়া যাইবে, সম্মুখযুদ্ধ করিবে, উত্তমরূপে অস্ত্র প্রহার করিবে, আক্রমণ করিবে এবং পলায়নপরও করিবে বিশেষ॥ ৮

হস্তী, অশ্ব ও রথাদি যানে করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবার বিষয়ে ইহাদিগকে বহুভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে। পরীক্ষার পর প্রত্যেক সৈন্যকেই আমাদের যোদ্ধাস্বরূপে বেতনের প্রদান করা হইয়াছে॥ ৯

ইহাদের মধ্যে কাহাকেও ভিন্নদেশী হইতে আনয়ন, লাভের উপহার করিয়া, ভাই-বন্ধু-সম্বন্ধবশতঃ, সৌহার্দবশতঃ কিংবা বল-প্রয়োগ করিয়া সংগ্রহ করা হয় নাই। মূলীন শ্রেণী, এরূপ ব্যক্তিকেও এই সৈন্যদলে সংগ্রহ করা হয় নাই॥ ১০

আমাদের সৈন্যদলে যে সমস্ত লোক আছে, তাহারা সকলেই সমুদ্ধিশালী ও ভোগ পুষ্ট। তাহাদের সঙ্গী, বন্ধু-বান্ধব সকলেই সঙ্গে আছে। ইহারা সকলেই আমাদের বহু উপকার করিয়াছে এবং ইহারা বশংবদ ও বশবর্তী॥ ১১

যজ্ঞৈশ্চ বহুভির্যুক্তো দৃষ্টৈর্ধর্মিভিঃ।
লোকপালোপমৈর্যুক্তো পালিতঃ লোকবিশ্রুতম্ ॥ ১২
ঋষিভিঃ তত্ত্বিদ্ভিশ্চ তথা বৃদ্ধিমতাং লোকসম্মতৈঃ।
অস্মাভিশ্চিন্তিতৈঃ কার্যং সর্বৈঃ সর্বানুভৈঃ ॥ ১৩
মন্ত্রোষধিবিধিজ্ঞাশ্চ সর্পাণাং সমরক্ষতঃ।
অপাস্তৈঃ পক্ষিসঙ্ঘাতৈঃ রক্ষৈর্নাগৈশ্চ সংবৃতম্ ॥ ১৪
নানাঘোষবলঃ স্ফীতঃ বাহনোদ্বিগ্নবাহিনম্।
ক্ষেপণাসি-গদা-শক্তি-শর-প্রাসসমাকুলম্ ॥ ১৫
কল্পাভূষণসন্নাহ রূপদৃষ্টসুদর্শিতম্।
পরিঘাবদ্ধিরৈশ্চক্র বাহুভৈরবিকম্পিতম্ ॥ ১৬
অপারমিব গম্ভীরং সাগরপ্রতিমং মহৎ।
ভোক্ষ্যতীমাস্তিসঃ ওতঃ গুপ্তং কুরুবরৈঃ ॥ ১৭
কৃপ-কৃতবর্মাদ্যাশ্চ মহেষ্বাসনুপৈস্তথা।

তথৈব বিকর্ণাদ্যাঃ ভ্রৌণিসৌমদত্তিকৈঃ ॥ ১৮
ততঃ প্রবীরৈরেতৈশ্চ সারবদ্ভির্মহাত্মভিঃ।
যন্ত্রযুক্তং সংগ্রামে কৈবল্যং পুরাতনম্ ॥ ১৯
নৈতাদৃশং সমুদ্যোগং দৃষ্টবন্তো হি মানুষাঃ।
অথবো বা মহারাজ পুরাণা দৃষ্টি সত্তম ॥ ২০
ঈদৃশোঽপি বলৌঘস্তু সংযুক্তঃ যত্নসম্পদা।
যদ্যত্তে তত্র সংগ্রামে কিমন্যৎ তাপয়েদ্ভয়ম্ ॥ ২১
বিপরীতমিদং সর্বং প্রতিভাতি হি সত্তম।
অল্পেনেব বলঃ ঘোরঃ পাণ্ডবানামতন্দ্রিতম্ ॥ ২২
পাণ্ডবার্থায় নিয়তঃ দেবরাজ্যং সমাসতাঃ।
যুদ্ধায় মামকং সৈন্যং যথাবদ্যাত সত্তম ॥ ২৩
উক্তো হি বিদুরেণাহং হিতং পথ্যং নিবোধ মে।
ন চ ব্রূয়াং তথ্যং সূত্রং দুর্যোধনো যথা ॥ ২৪

তাত! যাহাদের কার্য ও ব্যবহার বহুবার দেখা হইয়াছে, এরূপ মুখ্য মুখ্য বহুজনের দ্বারা, যাহারা লোকপালদিগের ন্যায় পরাক্রমশালী ও লোকবিশ্রুত বিখ্যাত, তাহাদিগেরই এই সৈন্যদলের পালন-পোষণ করা হইয়াছে ॥ ১২

যাহারা নিজেদের বীরত্বের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ এবং সকল লোকের সম্মানিত, এরূপ বহুসংখ্যক ঋষির ন্যায় বুদ্ধিমানেই নিজ সৈন্য ও সেবকগণের সহিত আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই সব ঋত্বিগ্‌জনের দ্বারাই কৌরব-সৈন্যবাহিনী সজ্জিত হইয়াছে ॥ ১৩

আমার সৈন্যবাহিনী মন্ত্রৌষধের জ্ঞান সম্পন্নদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে পক্ষীর ন্যায় তীব্রবেগে গমন করিতে সমর্থ এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণে সক্ষম রাক্ষস ও নাগেরা মিলিত হইয়াছে, যেজন্য সমুদ্রে চারিদিক্ হইতে নদীসমূহ আসিয়া মিলিত হয় ॥ ১৪

নানা প্রকারের ঘোষণাই এই সৈন্যদলের কলকল মহাসাগরের জল এবং বাহনসকলই ইহার মধ্যে মৎস্য ও মকরাকারে উদ্বিগ্ন অবস্থানরত। ইহাতে ক্ষেপণী, খড়্গ, গদা, শক্তি নাম ও প্রাসাদি শস্ত্রসমূহ জলজন্তুগণের ন্যায় পূর্ণ হইয়া আছে ॥ ১৫

কল্প ও অলঙ্কারসমূহে পূর্ণ এই সৈন্যসমূহ যন্ত্রচালিতপতাকাশোভিত আছে। যাহারা অস্ত্রশিক্ষায় এই সৈন্যের যে চালনা, তাহাই দেখিয়া এই সমুদ্রের বাহুবেগবিধি কল্পনা। গাম্ভীর্যপূর্ণ এই বিপুল সৈন্য দেখিয়াই আমার এবং বিদুরের ধারণাছে।

হেলোচায়া, ভীম, হরিকর্ম, হলাহাট, হুলাস্য, অরুণ, তরুণ, বিকর্ণ, অরুণাক্ষ, বাহ্লীক ও পরুষি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণ এবং অন্যান্য শক্তিশালী মহারাজ বীরগণকর্তৃক আমার এই সেনা সকলে সুরক্ষিত। এইরূপ সৈন্যেরও যদি সংগ্রামে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে এ-বিষয়ে আমাদের পুরাতন ব্রাহ্মণেরা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৬-১৯

সত্তম! এই ভূতলে এত বিপুল সৈন্য-সমাবেশ মনুষ্যগণ কখনও দেখে নাই কিংবা প্রাচীন মহাত্মাগণ বর্ণিতও হয় অবশ্যই দেখেন নাই ॥ ২০

এরূপ বিপুল সৈন্যসমূহ অল্প-সংখ্যকের দ্বারা সংগ্রামে বিনষ্ট হইতে পারে, তাহা হয়। কোন্ মানুষই আর কি বলিতে পারিবে? ॥ ২১

সত্তম! এই সব কিছুই আমার বিপরীত বলিয়া মনে হইতেছে যে, এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সৈন্যসমূহও যেখানে ক্ষুদ্র পাণ্ডবগণের নিকট হইতে পার পাইবে না ॥ ২২

সত্তম! নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণের জন্য দেবতারা আসিয়া আমার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, সেই জন্যই প্রতীয় আমার সৈন্যরা নিহত হইতেছে ॥ ২৩

বিদুর নিত্যই হিতকর ও পাপশূন্য উপদেশ আমাকে দিয়াছে, কিন্তু আমার দুর্মতি পুত্র দুর্যোধন উহা গ্রাহ্য করে নাই। তাত! আমি মনে করি, মহাত্মা বিদুর সর্বজ্ঞ; সেই জন্যই প্রজ্ঞাবলে আমার বুদ্ধিতে এ-সব বিষয় প্রকাশ পাইয়াছিল। আর

তস্য যজ্ঞে মহিঃ পূর্ণং সর্বজ্ঞস্য মহাত্মনঃ।
আশীর্ভিঃ সত্যসন্ধস্য তাস্ত যেন হুতাহিতাঃ পূতা ॥ ২৫
অথবা তাবদেবা হি সত্রৈরেভির্ন সংশয়ঃ।
পূতা ধন্যা যশস্যাশ্চ তব চাপি নৈষ্ঠিকস্য ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ঔদ্যোগপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্রুপদাচিন্তায়াং
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

যাহা কিছু আমরা অনুযোগ করিয়াছি, এ সমস্তই পূর্বে বিধাতার দৃষ্টিতে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২৪-২৫

সত্য! অথবা এই সব কিছু এইরূপই হইবার ছিল। বিধাতা যাহা পূর্বে যেরূপ বিহিত করিয়াছেন, তাহাই সেইরূপই হইয়া থাকে। ইহাকে কেহই পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬

শ্রীমহাভারতে যোগাচার্যপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে দ্রুপদাচিন্তায় ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মসেনা, দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্যের সংগ্রাম]

সঞ্জয় উবাচ।

আত্মদোষাৎ যথা রাজন্ প্রাপ্তঃ ব্যসনমীদৃশম্
ন হি দুর্যোধনস্যাদ্য পশ্যামো ভরতর্ষভ ॥ ১
যদি বঃ দুষ্টমান্ রাজন্ বর্ণয়ন্তঃ করিষ্যতে।
তব দোষাৎ পুনঃ কৃৎস্নং হনিষ্যতি বিশাম্পতে ॥ ২
তব দোষেণ দুষ্কৃতং প্রকৃতং সহ পাণ্ডবৈঃ।
যদেষোঽন্ত কৃতঃ কৃৎস্নে কুরু কিল্বিষমাত্মনা ॥ ৩
আত্মনৈব কৃতঃ কষ্টং আত্মনৈবোপকৃষ্যতে।
ইহ চ প্রেত্য চ রাজংস্ত্বং প্রাপ্তঃ ব্যসনমহৎ ॥ ৪
তস্মাদ্ রাজন্ স্থিরো ভূত্বা প্রাপ্তোঽসি ব্যসনং মহৎ।
পশ্য দুষ্টং যথারব্ধং সংগ্রামে তে নরাধিপ ॥ ৫
ভীষ্মেণ ধনিনিশ্রেষ্ঠৈর্বৈতিষ্ঠা মহাচমূঃ।
অনেকশত সংঘৈর্বীরৈঃ সর্বান্ দুর্যোধনানুগান্ ॥ ৬
দ্রুপদাদনঃ সুবিষমঃ দুঃসহঃ দুর্মদঃ জয়ন্।
জয়ৎসেনঃ বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনঃ সুদর্শনঃ ॥ ৭
চারুচিত্রঃ সুবর্মাণং দুর্মুখঃ দুর্জয়ঃ চ।
এতান্তোষাংশ্চ সুবহূন্ শূরান্ নানাপ্রহারিণঃ ॥ ৮
যাতয়ন্তান্ দুরাক্রমান্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মো মহারথঃ।
ভীষ্মেণ সমরে গুপ্তাঃ প্রবিবেশ মহাচমূম্ ॥ ৯

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মসেন, দুর্যোধন এবং দ্রোণাচার্যের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! আপনি নিজের দোষেই এই সঙ্কট আজ করিয়াছেন। অতএব! আপনি বা অন্যান্য সভাসদ যে দোষের দেখিতে পান, উহা তাহাদের দেখিতে সমর্থ হন না। প্রজাদোষ! আপনারই আপনাকে প্রথমে দুষ্ট-বীজের মতো ফলিয়াছিল ॥ ১-২

এবং আপনারই দোষে পাপ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আপনি যাহা যে পাপ করিয়াছেন, উহারই ফল আজ আপনি ভোগ করিতেছেন ॥ ৩

রাজন্! ইহলোক অথবা পরলোকে নিজের কৃতকর্মের ফল নিজেকেই নিজে ভোগ করিতে হয়। অতএব আপনি যেরূপ কর্ম করিয়াছেন, সেইরূপই ফলভোগ করিতেছেন ॥ ৪

রাজন্! সংসারে! আপনি এই সমস্তই পাইয়াও স্থিরভাবে সভাতলে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত আদি হইতে যেরূপ বর্ণনা করিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ৫

বীর ভীষ্মসেন তাঁহার বাসস্থানে আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিভাগ করিয়া দুর্যোধনের সকল আদেশ উত্তম আচরণ করিলেন ॥ ৬

দ্রুপদাদন, সুবিষহ, দুঃসহ, দুর্মদ, জয়, জয়ৎসেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্মা, দুর্মুখ ও দুর্জয়—ইহারা এবং অন্যান্য যে সব মহাবলী শূর আপনার নিকটে ছিলেন, তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মহারথী ভীষ্মসেন সমরাঙ্গনে ভীষ্মরক্ষিত সুরক্ষিত বিশাল কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭-৯

অথালোক্য প্রবিষ্টাঃ তু সৈন্যমুখ্যে সর্ব এব তু।
ভীমপ্রাহুঃ বিনিষ্ক্রম্য ভ্রাতরঃ সমবস্থিতাঃ। ১০
স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ আত্মবদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
প্রজাসংহরণে পূর্ণৈঃ কুটৈরিব মহাদ্রিভিঃ। ১১
সম্ভ্রাসয়ন্ মহাঃ সৈন্যং স ভীঃ পাণ্ডবমাবিশৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে মহেন্দ্রং প্রাপ্য দানবান্। ১২
ততঃ শঙ্খসহস্রাণি হ্রাদিনাঃ সহসা প্রভো।
ঈহরানি শনৈর্ভীমৈস্তত্রমেকঃ পরিব্রিরে। ১৩
স ঘোষঃ প্রবরান্ যোধান্ হর্ষয়ন্ হর্ষ-বর্ধ-নাস্নিঃ।
তুমুলঃ সমরে পূর্বো বার্তরাষ্ট্রানচিন্তয়ন্। ১৪
ঘোষাঃ বাদিত্রিঃ জাতা ভীমসেনো জিঘৃক্ষয়া।
সহসাভ্যঃ বধে রাজন্ মতিঃ চক্রে মহামনাঃ। ১৫
ততো হর্ষঃ সমুৎপন্নো পাণ্ডবানাং পাণ্ডবঃ।
তুমুলো ঘোষয়ন্ ভূমিং গগনঞ্চাপ্যনাদয়ন্। ১৬

(সজ্জা ভীমসেনং তারিত্বা যাবদোধাঃ।
জিঘৃক্ষয়া মহাবাহো জিঘৃক্ষন্তশ্চৈব তে। ৮
ভিন্নসংঘাঃ সমাধোধাঃ শেষস্তে পর্যবা ইব।
যদাস্ত তস্যাভিলষ্য সংঘোধাঃ শতশো রণে।
অথাস্ত সাদিনশ্চৈব সমাদৈঃ সহ তারব।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
একেন সমরে রাজন্ বহবিঃ সমযোধয়ৎ।
অন্তকালে প্রজাঃ সর্বা দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।)
ভীমসেনে প্রবিষ্টে তু ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ পার্থিবাঃ।
দ্রোণমুদ্দিশ্য তরসা প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ।
বিব্যাধ মহতীঃ সেনাঃ তাবকানাং নরর্ষভঃ।
আসসাদ তদা সূক্ষ্মঃ ভীমসেনস্য সারথিম্।
দৃষ্ট্বা বিশোকঃ সমরে ভীমসেনস্য সারথিম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ দৃষ্টবা পরমহেতনঃ। ১৯

ভীমসেনের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া সেই সব মহারথিগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমরা এই ভীমসেনকে ভীষিত অবস্থায় বধ করিয়া লইব। ১০

এইরূপ স্থির করিয়া সকল ভ্রাতৃগণ দৃঢ়ীকৃতমতি ভীমসেনকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যে, প্রজা-সংহারকালে পূর্ণদেহধারী কূট মহাদ্রিগণ পরিবেষ্টন করিয়াছে। ১১

কৌরবসৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ভীমসেনের চিত্তে অল্প ভয়ও হইল না, যেরূপ দানবসৈন্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অল্প ভীত হন নাই। ১২

প্রভো! তারপর একাকী ভীমসেনের উপর ভীম বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ বহু বীর যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া চারিদিক দিয়া তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া ফেলিলেন। ১৩

যোদ্ধাগণ বীর ভীমসেনের আগমনের পূর্বদিকের কোনরূপ খোঁজ না করিয়াই বহু, অথচ এ রথের উপর বসিয়া যুদ্ধরত কৌরবগণের প্রধান প্রধান বীরবর্গকে লক্ষ্যস্থান স্থির করিতে লাগিলেন। ১৪

রাজন্! তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই পরিবারের অভিপ্রায় জানিয়া বৃকোদর ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে হত করিবার জন্য স্থির করিলেন। ১৫

তারপর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন হৃষ্ট মনা হইয়া মনে পরিত্রাণ করত সেই বিশাল সৈন্যব্যূহ প্রবেশ করিয়া সেই মহাসাগরতুল্য সৈন্যসমূহকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ১৬

(ভীমসেনের হাতে আঘাত খেয়ে যত যত বিপক্ষদের যুদ্ধকুশল যিনি হইয়া গেল এবং তাহাদের এক একটী অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইল। এরূপ অবস্থায় তাহারা আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল পর্বত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

তারত! তিনি সেই রণক্ষেত্রে শত শত হস্তে তাহাদের আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্ব ও তাহাদের আরোহিগণকেও পলায়িত সৈন্যের সহিত ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! সেই যুদ্ধে আমরা ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যেরূপ প্রলয়কালে যমরাজ হাতে দণ্ড লইয়া সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ইনিও একাকী আমাদের অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন)।

ভীমসেন কৌরবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নাদি রাজন্যবর্গ দ্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে সূতপুত্র যুদ্ধ করিতেছিলেন। ১৭

সেখানে আসিয়া বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের যুদ্ধ রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

মহারাজ! ভীমসেনের সারথি বিশোককে সমরাঙ্গনে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ১৯

অশ্রুবন্ বাষ্পসংরুদ্ধো বিনিশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ।
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ স ভীষ্ম ইতি দুঃখিতঃ ॥ ১০
বিশোকস্তমুবাচেদং দৃষ্ট্বাত্মানং কৃতাঞ্জলিম্।
সংস্মৃত্য মাধবং বলী পাণ্ডবেয়ঃ পরাক্রমী ॥ ১১
প্রবিষ্টো বার্ষ্ণেয়ীং মায়ামাত্মনো বলমাস্থিতম্।
মামুক্ত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রীতিপূর্ণমিদং বচঃ ॥ ১২
প্রতিপদ্যস্ব মাং শূর নিহতং ধার্তরাষ্ট্রকম্।
যাবদেতান্ বিনয়াম্যদ্য যে ত্বামভ্যাগতাঃ ॥ ১৩
তচ্ছ্রুত্বা দৃষ্ট্বা প্রবাসঙ্গং পরাসঙ্গং মহাবলম্।
সর্বেষামেব সৈন্যানাং সাধুকারঃ সমজায়ত ॥ ১৪
তস্মিন্ মুহূর্তমুদিতে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়াবহে।
ক্ষিপ্তা যাজ্ঞসেনীং বাচমাবিবেশ বৃকোদরঃ ॥ ১৫
বিশোকস্তু বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণায়াস্তত্র পার্থিবঃ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সূতঃ সমবেক্ষ্য মহাবলঃ ॥ ১৬
ন হি মে জীবিতেনাপি বিপ্রিয়েষ্টং প্রয়োজয়ন্।

ভীমসেনং রথে ন্যস্য রেবতীপুত্রকৌ তথা ॥ ১৭
যদি যামি বিনা ভীমং কিং মাং বক্ষ্যতি দুর্মতিঃ।
একাহমস্মত্তো ভীমং যদি চাপ্যধিরোহতি ॥ ১৮
অথবাপি তত্র কুর্যাদ্ধি যেন শক্রপুরোগমাঃ।
যং সমাশ্রিত্য পরিত্যজ্য বন্ধিমানাত্মনো গৃহম্ ॥ ১৯
মম ভীমঃ সখা চৈব সপত্নী চ মহাবলঃ।
অক্ষোভ্যমাণ উক্তিমাত্রাত্তৎপরিবিধৎস্বয়ম্ ॥ ২০
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র যাতো বৃকোদরঃ।
বিশঙ্কঃ যাং বিপুং পশ্য দাবদাহমিব দারুণম্ ॥ ২১
এবমুক্ত্বা ততো বীরো রথাদ্ রথমথোদ্যতঃ।
ভীমসেনস্য মার্গেণ শরাগ্নিমিবৈণীর্ঘৈঃ ॥ ২২
স বধর্ম যথা ভীমঃ হরন্ত্যঃ বিপুবাহিনীম্।
যাতো বৃকাবিব হরাং স্তদ্বদ্ধন্তং রথে রিপুম্ ॥ ২৩
তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা।
পাঞ্চালা বহ্নিবদ্ভীমং চক্রুর্বার্তয়তঃ ভয়াৎ ॥ ২৪

ভীমসেন রথে স্থিত হইয়া বেগবান্ অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ১৭
যদি আমি বিনা ভীমে কিরূপে মাদ্রী আমাকে বলিবেন। ১৮
একাকী অবস্থিত ভীমের যদি চাবস্থিতে মৃত্যু। ১৯
অথবা তত্র কুর্যাদ্ধি যেন শক্রপুরোগমাঃ। ২০
যে সহায়কে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধিমান্ আত্মগৃহে গমন করে। ২১
মম ভীমঃ সখা চৈব সপত্নী চ মহাবলঃ। ২২
অক্ষোভ্যমাণ উক্তিমাত্রাত্তৎপরিবিধৎস্বয়ম্ ॥ ২৩
সোঽহং তত্র গমিষ্যামি যত্র যাতো বৃকোদরঃ। ২৪
বিশঙ্কঃ যাং বিপুং পশ্য দাবদাহমিব দারুণম্ ॥ ২৫
এবমুক্ত্বা ততো বীরো রথাদ্ রথমথোদ্যতঃ। ২৬
ভীমসেনস্য মার্গেণ শরাগ্নিমিবৈণীর্ঘৈঃ ॥ ২৭
স বধর্ম যথা ভীমঃ হরন্ত্যঃ বিপুবাহিনীম্। ২৮
যাতো বৃকাবিব হরাং স্তদ্বদ্ধন্তং রথে রিপুম্ ॥ ২৯
তে বধ্যমানাঃ সমরে রথিনঃ সাদিনস্তথা। ৩০
পাঞ্চালা বহ্নিবদ্ভীমং চক্রুর্বার্তয়তঃ ভয়াৎ ॥ ৩১

তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলে বাষ্পগদ্গদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশোক! আমার প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় ভীমসেন কোথায়? এই কথা বলিয়াই তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১০

তখন বিশোক চৈতন্যলাভ করিয়া কৃষ্ণাকে বলিল,—দেবি! পরাক্রমী ও বলবান্ পাণ্ডুপুত্র আপনাকে এখানে রাখিয়া যৌবনমদের এই সৈন্যসাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ॥

মহীধর সখা শ্রীকৃষ্ণই ভীমকে আপনাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিয়াছেন যে, সখে! তুমি মুহূর্তকাল এই অবসরে এখানে থাকিয়া এই স্থানে যেই পর্যন্ত আমার জন্য প্রতীক্ষা কর, সে পর্যন্ত এইসব যোদ্ধা আমাকে যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, আমারও আজ যুদ্ধ করিতে কিছুমাত্র আশা নাই ॥ ১১-১৩

তখনকার হৃদয় দেখা দেখিয়া মহারথ ভীমসেনকে রাখিয়া হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের মোহাক্ত হইতে লাগিল ॥ ১৪

রাজন্! সেই অবসর ও মুহূর্ত মুহূর্ত ভীমসেন এই মহাযুদ্ধের মধ্যে করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

বিশোকের এই কথা শুনিয়া মহারথ ভীমসেনকে রাখিয়া সেই সমরাঙ্গণে তাঁহার সারথিকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬

সারথে! মুহূর্তমধ্যে ভীমসেনকে আশ্বাস করিয়া ও পাণ্ডবগণের ধৈর্য পরিচয় করিয়া এখন আমার জীবনধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ১৭

ভীমসেনের এরূপ মুখের পানে চাহিয়া 'যাহাকে এত আদর এখন সেই মুখরাকে উপেক্ষা করিয়াছি। এখন অবস্থায় যদি ভীমসেনকে না লইয়া আমি ফিরিয়া যাই, তবে কুরিলেন্দ্র আমাকে কি বলিবেন? ১৮

যে ব্যক্তি ভীম সহায়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কুলমান রক্ষিত হইতে পারে, এরূপ দেখিতে পাওয়া অতি দুষ্কর। ১৯

আমার ভীমসেন আমার সখা ও সপত্নী। তিনি আমাদের সকলের জন্য এবং আমিও সেই পরমধন ভীমসেনের জন্য। ২০

অতএব আমি সেইখানে যাইব, যেখানে ভীমসেন গিয়াছেন। দেখ, যেরূপ বৈরী সমরক্ষেত্রে সংহার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিব। ২১

রাজন্! এই কথা বলিয়া বীরবর দৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া দ্রৌপদীপুত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই পথের মধ্যে ভীমসেনের সমস্ত আমাকে বধ করিয়া স্থিত হইয়া পড়িয়া আছে। ২৩

সেই সময় বিদ্যুৎ দিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। যেরূপ প্রবল বায়ু মুকুলমুহূর্তে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভীমসেনও সমরাঙ্গনে শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতেছিলেন। ২৪

সমরাঙ্গনে ভীমসেনের কর্তৃক প্রহৃত (আমাদের প্রাণ) রথ রথী,

হাহাকারঞ্চ সংজ্ঞে তব সৈন্যস্য ভারিষ।
বধ্যতো ভীমসেনেন কৃত্বিনা চিত্রযোধিনা ॥ ৪৪
ততঃ কৃত্বাহ্নকে সর্বে পরিবার্য্য বৃকোদরম্।
অভীতাঃ সমবর্তন্ত শত্রুহণ্যে পরন্তপ ॥ ৪৫
অভিদ্রুতঃ শত্রুভূতাং বরিষ্ঠঃ
সমন্ততঃ পাণ্ডবঃ লোকবীরঃ।
সৈন্যেন ঘোরেণ রজোবৃতেন
দৃষ্ট্বা বলী পার্থিবো ভীমসেনম্ ॥ ৪৭
অযোপঘাতক্ষতবিক্ষতাঙ্গঃ
পলাশিনঃ ক্রোধবিষং বমন্তম্।
আধাবমান পার্থিবো ভীমসেনঃ
পলাশক্তং কালমিবান্তকালে ॥ ৪৮
বিনদ্যোচ্চৈঃ চক্রার তূর্ণ-
মারোপয়চ্ছাত্রবধে মহাত্মা।
তূর্ণং পরিষ্বজ্য চ ভীমসেন-
মাশ্বাসয়ামাস চ শত্রুমধ্যে ॥ ৪৯
শাত্রবধোদ্যতা অপি পুত্র-
স্তস্মিন্ বিষয়ে মতিং প্রযুক্তে।
অন্তং দুরাত্মা ক্রপদস্য পুত্রঃ
সমাগমে ভীমসেনেন সার্দ্ধম্ ॥ ৫০
তং বাম সর্বে মহতা বলেন
যা যো বিদুঃ আর্যব্রতানীকম্।
জয়া তু তাস্যাঃ তমসাবৃতায়াং
জ্যোতিস্কন্যা নোদিতা বাত্যয়াস্যাঃ ॥ ৫১
বধায় নিশ্শেষুলঘাবৃতেন
দুরুদ্ধরে ভৈরবো যত্নপ্রাঃ।
প্রসৃজ্য চাস্ত্রাণি বহূনি বীরা
জ্যাং মেহিষোষৈঃ প্রবিকম্পয়ন্তঃ ॥ ৫২
পরৈরবধ্যং ক্রপদস্য পুত্রং
যত্নাবৃতা কৃষ্ণয়া বাহিনীভৈঃ।
নিহত্য তাংস্তোপি শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্যে বিব্যধে সমরে চিত্রযোধী ॥ ৫৩

অযোধী, পলাশিক ও আযোধী-গণ একী ভীমসেনের আক্রমণ করিয়াছে ॥ ৪৫

আর্য্য! বিচিত্র যোধিনে দুর্ধর্ষ বিরাট ভীমসেন শত্রুপক্ষ নিহত আপনার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহা হাহাকার সৃষ্টি করেন ॥ ৪৬

সঞ্জয় বলেন। হে মহারাজ! এই প্রকারে অধিক সংখ্যক কৌরব-সৈন্যগণ ভীমসেনকে চারিদিকে বিরিয়া অবস্থান করিতে করিতে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৪৭

বিশ্ববিখ্যাত বীর বলবান্ ক্রপদতনয় দৃষ্টদ্যুম্ন দেখিলেন,—অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ভীমসেনের উপর চারিদিক্ হইতে আক্রমণ হইতেছে। অন্যান্য সৈন্যগণ হইতে অগ্রসর হইয়া তাহার উপর বাধিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া দৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে আশ্বাসপ্রদান করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি অতি তীব্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাকিলেও, তথাপি তিনি সাহসী হইয়া ক্রোধবশে বিষ উদ্গিরণ করিতেছেন এবং ক্রমশঃ তথা হইতে প্রলয়কালীন যমরাজের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন ॥ ৪৮-৪৯

মহারাজ দৃষ্টদ্যুম্ন অতি ক্রুদ্ধ তাঁহাকে বীর বলে আক্রোশ করাইয়া থাকেন এবং তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসমূহ নিঃশেষ করিয়া বিদ্ধ করেন। শত্রুবধের মধ্যেই তিনি ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বসমক্ষে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন ॥ ৫০

সেই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইলে আপনার পুত্র দুর্যোধন আচার্য্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—এই দুরাত্মা ক্রপদপুত্র আসিয়া ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ৫০

এখন আমরা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ইহাদের উপর আক্রমণ করিব, যাহাতে আমার ও তোমাদের এই শত্রু আমাদের এই সৈন্যকে কোনরূপ হানি করিবার ইচ্ছা না করিতে পারে। দুর্যোধনের এই কথা শুনিয়া আপনার সকল পুত্রগণ, যাঁহারা দৃষ্টদ্যুম্নের উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহার জন্য দুর্যোধনের আদেশে প্রেরিত হইয়া প্রলয়কালের তমসা কেহই তার হাতে যার প্রলয়করূপ দৃষ্টদ্যুম্নের বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলে নিজ নিজ হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চক্ষুরাদির সহিত সমস্ত শরীরকে কম্পিত করিয়া ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫১-৫২

যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া প্লাবিত করে, সেইরূপ তাঁহারা ক্রপদপুত্রের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিচিত্র যোধিনে দুঃখ করিতে নিপুণ

সমন্ধাদৌর্মাদ্ভে তবাত্মজাত্তথা
নিশম্য বীরানভিতঃ দ্বিজান্ বনে।
জিঘাংসুরুগ্রঃ ক্রুপদাত্মজো দ্রুতা
প্রযোধনাত্মঃ দ্রুতমে মহারথঃ ॥ ৪৯
ক্রুধো দ্রুতং তত্র সুতেন রাজন্
সৈন্যেন মহতা সমরে মহেষ্বসঃ।
অথো বায়ুস্তত্র বনে নৃবীরাঃ
প্রযোধনাত্মাহবমুদ্বিসন্তঃ ॥ ৪৪
প্রহৃষ্টমূঃ কুরবশ্চৈব সর্বে
সবাজিনাগাঃ সমথা সমন্তাৎ।
পরীত্তাদাবিব শৈলরাজম্
মোহোপেতাস্তব পুত্রান্ বিদিত্বা ॥ ৪৬
এতস্মিন্নের কালে তু ক্রোশঃ শত্রুতপা বরঃ।
ক্রুপদং ত্রিভিরাসাদ্য শরৈর্বিব্যাধ মার্গণৈঃ ॥ ৪৭
সোঽতিবিদ্ধস্ততো রাজন্ রথ ক্রোশেন পার্ষতঃ।
অপায়াদ্ ক্রুপদো রাজন্ পৃথিবীবর্ধনস্তদা ॥ ৪৮
জিত্বা তু ক্রুপদং ক্রোশঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।
তত শঙ্খবরং শ্রুত্বা বিত্রেসুঃ সর্বসোমকাঃ ॥ ৪৯
অথ শুশ্রাব ভেরবী ক্রোশঃ শত্রুতপা বরঃ।
প্রযোধনাদ্যৈর্বনে মোহিতানাত্মজাংস্তব ॥ ৫০
ততো ক্রোশো মহারাজ ধরিত্রোদ্ধ্যায়েতো রথাৎ।
তত্রাপশ্যন্নরেন্দ্রো ভারবাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫১
দৃষ্ট্বাথ ভীমঞ্চ বিচরন্তৌ মহারথে।
মোহাবিষ্টাংস্তে সুতানপশ্যৎ স মহারথঃ ॥ ৫২
ততঃ প্রজ্ঞামুপাদায় মোহনাস্ত্রং ব্যনাশয়ৎ।
অথ প্রত্যাগতপ্রাণাস্তব পুত্রা মহারথাঃ ॥ ৫৩
পূর্বমুদ্যম্য সমরে প্রযযুর্ভীমসাহ্বয়ৌ।
ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ সমাদৃত্য পদৈনিকান্ ॥ ৫৪
গচ্ছন্তু পরবীরং তং ক্রোশং ভীমপরাক্রমৌ যুধি।
সৌভদ্রপ্রমুখা বীরা বয়ঞ্চ যমজৌ তথা ॥ ৫৫

হইয়া সেই সমরাঙ্গনে বীর ভীম বারংবার বাহুযুদ্ধে তাঁহাকে সকলকেই ভূতলে আহত করিয়া স্বয়ং আহত বা ব্যথিত হইলেন না। ৪৩

দূরের সমূহে অবস্থিত আপনার বীর পুত্রদিগকে আক্রমণ করিতে এ দিক হইতে বেগিয়া মহারথ ভারদ্বাজ দ্রুপদপুত্র দৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগকে বধ করিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ তথায় প্রস্থান করিলেন। ৪৪

রাজন্! যেরূপ দূরে বেগবান্ বায়ু মৈত্যসমূহের উপর ধূলিপাত করে, সেইরূপ আপনার পুত্রদিগের উপর দৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধ অত্যন্ত বর্ধিত হইল। তাঁহারা মোহবশে প্রযোধন নিক্ষেপের চেষ্টায় ও বৈর্য হারাইয়া আপনার নবতীর পুত্রগণ বনমধ্যে মোহিত হইয়া পড়িলেন। ৪৫

আপনার পুত্রগণকে মোহিত ও হতচেতন হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যগণ হৃষ্ট, অশ্ব ও রথের সহিত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৪৬

এই সময় অমিত বিক্রমশালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রোশতাপ্য দ্রুপদের নিকট যাইয়া তাঁহাকে তিনটী মার্গণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪৭

রাজন্! তখন দ্রুপদপুত্রের ক্রোধবশতঃ আহত হইয়া রাজা দ্রুপদ পৃথিবীর পালনকর্তা হইয়াও রথ হইতে অপসৃত হইলেন। ৪৮

জিতা হইয়া দ্রুপদ ক্রোশ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। তাঁহার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমস্ত সোমক অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। ৪৯

তখনকার সমরাভিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রোশতাপ্য যখন ধনুর্বাণ লইয়া ভীষণ ভেরীর ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন, তখন আপনার পুত্রগণ প্রযোধন আদি মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। ৫০

মহারাজ! ইহা অবিলম্বে মহাধনুর্ধর প্রতাপী ভারদ্বাজপুত্র ক্রোশতাপ্য অধিকক্ষণ সেই যুদ্ধস্থল হইতে যাইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সে স্থানে আসিয়া মহারথী ক্রোশতাপ্য দেখিলেন যে, দৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার পুত্রগণ মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। ৫১-৫২

তখন তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে মোহাস্ত্রকে নাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে আপনার মহারথী পুত্রগণের মধ্যে পূর্বের ন্যায় শক্তি ফিরিয়া আসিল। ৫৩

তখন তিনি সেই সমরাঙ্গনে পুনরায় যুদ্ধের জন্য ভীমসেন ও দৃষ্টদ্যুম্নের নিকট চলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া বিনতে আনয়ন করিলেন—তোমরা সকলে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধস্থলে ভীমসেন ও দৃষ্টদ্যুম্ন

প্রবিভিন্নবিশল্লাস্ত্র ন হি তথ্যতি মে মনঃ।
ত এবং সমনুজ্ঞাতাঃ পূজা বিপ্রস্তমোধিনঃ। ৫৪
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু সর্বে পুরুষমানিনঃ।
যথাস্থিনমতে সূর্যো প্রযযুঃ সর্ব এব হি। ৫৫
কেকয়া দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীর্যবান্।
অভিমন্যুঃ পুরুজিচ্চ যুধামন্যুশ্চ বীর্যবান্। ৫৬
যে চৈবা সমরশ্লাঘী পুরুষাস্তুমহিন্মবাঃ।
বিজিহীর্ষবো রাজ্ঞাং তত্র রথানীকমাযযুঃ। ৫৭
তান্ প্রযাতান্ মহেষ্বাসানভিমন্যুপুরোগমান্।
ভীমসেনজয়াদ্যাশ্চ দৃষ্ট্বাভিমুমুহিরে তদা। ৫৮
ন সাযাহ্নমিতুং শক্যা তব সেনা জনাধিপ।
মহদ্ভীরিবাসাদ্য বৈ প্রমদেবাজনি ক্ষিতা। ৫৯
তেষ্বিষ্বাকা মহেষ্বাসাঃ পুরুষপ্রবরজ্ঞকাঃ।
পরীপ্সন্তোঽভ্যবর্তন্ত দৃষ্ট্বাদ্রি-মুকোদরৌ। ৬০

তখন অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণকে সমরসাজে সজ্জিত হইয়া আসিতে দেখিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—এই সব মহারথ বীরগণ সুসজ্জিত সমরসাজে নির্ভয় হইয়া আপনার পুত্রদিগের সৈন্যমুখদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৫৪-৫৭

মহারাজ! আপনার সৈন্যরা তখন ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল এবং দৃষ্টদ্যুম্নের বাণে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং আপনার অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথীরা বীরগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইল না। তখন ও সূর্য্য অস্তাচলে যাইতেছে দেখিয়া তাঁহারা সুতসহ বীরদিগকে ফিরাইয়া লইল। ৫৮-৬১

সূর্যকিরণে অঙ্গ-সুশোভিত সেই মহারথীরা দুর্যোধন প্রভৃতি ও ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য ভীমবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। ৬১

তৌ চ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাবভিমন্যুপুরোগমান্।
বভূবতুর্মুদা যুক্তৌ বিজয়ে তব বাহিনীম্। ৬২
(দ্রোণনিধনকৃৎপ্রজ্ঞঃ সর্ববিদ্যাসু পারগম্)
দৃষ্ট্বা তু সহসায়ান্তং পাঞ্চাল্যো গুরবাহবম্।
নাশংসত বধং বীরঃ পুত্রাণাং তব ভারত। ৬৩
ততো রথং সমারোপ্য বৈকেয়স্য বৃকোদরম্।
অভ্যধাবত সূনৃতকুদ্যো দ্রোণনিধনপারগম্। ৬৪
তস্যাভিপততস্তূর্ণং তাদৃগেবাভবৎ প্রভাপবান্।
কৃতন্তিস্রোঽ যথেন যদ্বৎ সঞ্জনিবর্হণঃ। ৬৫
অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদো বাণান্ প্রেষয়ামাস পার্ষতে।
দুর্যোধনহিতার্থায় তত্র পিতরমুদ্যতম্। ৬৬
অথাস্যন্ বহুধারাণি পার্ষতঃ পরবীরহা।
দ্রোণং বিব্যাধ বিংশত্যা তদ্ভদ্রমুখৈঃ শিলাশিতৈঃ। ৬৭

সেই দুই মহারথীর দৃষ্টদ্যুম্ন এবং ভীমসেন অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণকে সমরসাজে তখন আসিতে দেখিয়া হৃষ্ট ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৬২

তারপর! পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন ধনুকে জুড়িল ও সমর বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ নিজ গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সম্মুখ সমরে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বধের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। ৬৩

তারপর ভীমসেনকে বৃকোদরাক-কুমারের রথে আরোহণ করাইয়া দিয়া অভিমন্যু ক্রুদ্ধ দৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬৪

তখন পঞ্চবিংশতি প্রভাবশালী দ্রোণাচার্য্য তুলিত হইয়া বীর অভিমন্যু আদত দৃষ্টদ্যুম্নের পক্ষ অভিমন্যুর একজন ছিল করিলেন। ৬৫

তাহার পর দুর্যোধনের হিতের জন্য তখনকার অবস্থা বিবেচনা করিয়া করিতে করিতে তিনি দৃষ্টদ্যুম্নের উপর আরও অন্যান্য শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৬৬

অনন্তর পরাক্রমশালী দৃষ্টদ্যুম্ন শর বর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ ধারযুক্ত ও শানিত পঞ্চবিংশতি বিশাল বাণে দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন। ৬৭

তত দ্রোণঃ পুনস্তাপং চিন্তয়ামাস বীর্যবান্।
ধনুশ্চ চতুরস্ত্রজ্ঞঃ চতুর্ভিঃ সায়কোত্তমৈঃ। ৬৯
বৈশ্বতন্তকরং ঘোরং প্রেষয়ামাস তাবত।
সাত্যকিং চাস্য তন্ত্রেণ প্রেষয়ামাস বৃষ্ণয়ে। ৭০
ইত্যুক্তাস্ত স তন্ত্রং তূর্ণমবমুচ্য মহারথঃ।
আচখ্যৌ মহাবাহুরভিমন্যোর্যথাতথম্ ॥ ৭১
ততঃ সাত্যকিবাণাস্তা সমরুদ্ধস্ত বাহিনী।
পঞ্চত্বং ভীষণেনস্য পাবকস্য চ পঞ্চধা। ৭২
তং প্রত্যুদ্যযুঃ বলং দৃষ্ট্বা দ্রোণেনাভিরক্ষিতম্।

বাণেস্তু বহুভির্বীরাস্তে সমন্তাদ্ মহারথাঃ। ৭৩
তথাপ্যেনং তু তং সৈন্যং দ্রোণেন নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ব্যক্তমং তত্র চক্রেব ক্রোড়য়ামাস ভারত। ৭৪
তথা দৃষ্ট্বা চ তং সৈন্যং ভগ্নমুদ্বেষ্টতাবকম্।
দৃষ্ট্বাচার্যং তথাক্রুদ্ধং পরঞ্জয়বিশারদম্।
চুক্রুশুঃ সর্বতো যোধাঃ সাধু সাধিতি ভারত ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্রোণপরাক্রমে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৭

অবিষহ্যতরী আচার্য দ্রোণকর্তৃক বীর সৈন্যের যুদ্ধে ভঙ্গ হইতে দেখিয়া সেই সব মহারথী বীরগণ বহু চেষ্টা করিলেও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। ৭৩

দ্রোণাচার্যের ভীষণবেগযুক্ত শীঘ্রিত হইয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী বিশ্বক মহাসাগরের ন্যায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৭৪

দ্রোণাচার্যকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিতে এবং পাণ্ডব-সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্য চারিদিক্ হইতে দ্রোণাচার্যকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ৭৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চলাখী সংহিতা মধ্যে ভারতের ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মবধপর্বে কুরুসৈন্যে দ্রোণাচার্যের পরাক্রমবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষের সৈন্যাদির তুমুলযুদ্ধ বর্ণন।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথো দুর্যোধনো রাজা দ্রোণং প্রত্যুদ্যযৌ তদা।
পরবৈঃ পূর্বতীব্রং প্রত্যাবারয়ন্নচ্যুতম্। ১
একীভূতাস্ততস্তস্য তব পুত্রা মহারথাঃ।
অন্বেত্য সমরে তীব্রং দ্রোণায়াভ্যুদ্যযুস্তদা। ২
ভীমসেনোঽপি সমরে সন্ত্রাস্য বলমং পুনঃ।
সমাদ্রবন্ মহাবাহুরথো যেন তবাত্মজঃ। ৩

অনন্তর আপনার সকল মহারথী পুত্রগণ সমবেত হইয়া দৃঢ় সহকারে ভীষসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

মহাবাহু ভীমসেনও দ্রুতবেগে পুনরায় তীব্র রবে আক্রোশ করিয়া সেই সৈন্য যখন করিলেন, যে সৈন্য আপনার পুত্র দুর্যোধন যখন করিয়াছিলেন। ৩

অসৃজচ্চ মহাবেগঃ পরাসুকরণং দৃঢ়ম্।
সজ্ঞং পরাসনঃ সংখ্যে শরৈর্বিব্যাধ যে সুতম্॥ ৪
তমো দুর্যোধনো রাজা ভীষ্মসেনং মহাবলম্।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন কৃতং দর্শয়তাদৃঢ়ম্॥ ৫
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তব পুত্রেণ ধীমতা।
ক্রোধসংরক্তনয়নো বেগেনাভিপপাত হ॥ ৬
দুর্যোধনঃ ত্রিভির্বাণৈর্ভীমসেনমবিধ্যত।
স তত্র তুতুদে রাজা বিদ্ধৈর্মর্মসু মর্মবিৎ॥ ৭
তৌ দৃষ্ট্বা সমরে ক্রুদ্ধৌ বিনিঘ্নন্তৌ পরস্পরম্।
দুর্যোধনানুগাঃ সর্বে পুত্রাঃ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ॥ ৮
সংদৃশ্য রথিনঃ পুত্রং নিঘ্নন্তং ভীমবন্মুখে।
নিষ্পতন্তঃ সমং কৃত্বা নিপতন্তীং প্রচক্রমুঃ॥ ৯
তানাপতত এবাশৌ ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ মহারাজ সর্বান্ প্রতিসমাদিব॥ ১০
ততঃ ক্রুদ্ধশ্চ ভেজস্বী নারাচেন সমার্পয়ৎ।

চিত্রসেনং মহারাজ তব পুত্রং মহাবলম্॥ ১১
তমেবমাপতন্তং সুতানাক্রন্দয়ন্তং তাবকম্।
শরৈর্বহুবিধৈঃ সংখ্যে ক্রন্দয়ন্তমুখৈঃ সুতৈরিতি॥ ১২
ততঃ সংজ্ঞাপ্য সমরে তাবকীনাং মহাবলঃ।
অভিমন্যুপ্রভৃতয়স্তে যাবন্ত মহারথাঃ॥ ১৩
প্রেষিতা বসুরাজেন ভীমসেনপরাজয়াঃ।
প্রতিজগ্মুর্মহারাজ তব পুত্রান্ মহাবলান্॥ ১৪
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতান্ পুত্রান্ সুবাহিনিমহেষ্বসঃ।
সর্বানেব মহেষ্বাসান্ প্রাকথয়ান্ জিষ্ণো কৃতান্॥ ১৫
মহাহবে ধীপ্রবরান্ সুবর্ণমুকুটোজ্জ্বলান্।
ততস্তান্ সমরে ভীমঃ তব পুত্রা মহাবলাঃ॥ ১৬
তান্ নাদয়ন্ত ভৌরেরো ভীষয়ানা গতা দিশি।
অথৈনং তব পুত্রাস্তে পুনরেবাভ্যবর্তয়ন্॥ ১৭
অথাভিমন্যুঃ সমরে ভীমসেনেন সঙ্গতম্।
পার্ষতেন চ সংসক্তা তব সৈন্যে মহারথাঃ॥ ১৮

তিনি দৃঢ়বলে প্রাণাধিক মহাবেগশালী দৃঢ় শর লইয়া তাহাকে তাড়নোদ্যত করিলেন এবং প্রহৃষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিয়া আপনার পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। ৪

তখন রাজা দুর্যোধন মহাবল ভীমসেনের বক্ষস্থলে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ একটি নারাচে পরাক্রমের সহিত আঘাত করিলেন। ৫

আপনার মহাধনু পুত্র অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মহাবাহু ভীমসেন ক্রোধে রক্ত নয়নযুগল ঘূর্ণিত করত বেগের সহিত বহু আক্রমণ করিলেন এবং তিনটি বাণে দুর্যোধনের দুই বাহু ও বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। এই তিনটি বাণদ্বারা রাজা দুর্যোধন তিনটি শিখরবিশিষ্ট পর্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৬-৭

ক্রুদ্ধ এই দুই বীরকে সমরাঙ্গনে পরস্পরের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া দুর্যোধনের সকল বীর ভাই অত্যন্ত ক্রোধের বশে তাঁহার রক্ষণার্থী ভীমসেনকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিবার বিষয়ে মুখে গর্জন করত এক কালিন্দ পুরুষ তাঁহাকে বন্দী করিতে উদ্যোগী হইলেন। ৮-৯

মহারাজ! তিনি মুখে আক্রমণ করিতে দেখিয়া যেরূপ কোন হস্তী তীব্র বিষযুক্ত ফণীর প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ মহাবল ভীমসেন তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন। ১০

অনন্তর! মহাবলী এবং তেজস্বী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তখন আপনার পুত্র চিত্রসেনের উপর একটি বাণদ্বারা প্রহার করিলেন। ১১

ভারত! এইরূপ রণভূমিতে তাঁহার শত্রুক্ষয় করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা আপনার অন্য পুত্রদিগকেও খণ্ডিত করিতে লাগিলেন। ১২

মহারাজ! তাহার পর তীব্র তেজস্বিতে সর্বাপেক্ষায় সমরভূমিতে স্থাপিত থাকিয়া ভীমসেনের সহায় অভিমন্যু প্রভৃতি যত দূর মহারথী, যাঁহাদিগকে বসুরাজ যুদ্ধার্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনার মহাবল পুত্রগণের উপর ধাবিত হইলেন। ১৩-১৪

ইঁহারা সকলেই রথের উপর উপবিষ্ট, সৌবলশালী বীর, সত্য ও অভিজ্ঞতা হেতুবশী, মহাধনুর্ধর, উত্তম শোভায় প্রকাশমান, দুর্ধর্ষ মুকুটে সুশোভন এবং সৈন্যগণের হিতৈষী। এই মহাসমরে ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্রগণ ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়া যাইলেন। ১৫-১৬

কিন্তু তাঁহারা জীবিত অবস্থায় চলিয়া যাইলেন, ইহা ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখন পুনরায় আপনার পুত্রদিগের সম্মুখবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে তীব্র বাণে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ১৭

এদিকে সেই সমরাঙ্গনে অভিমন্যুর সহিত ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত বিন্দির হইতে দেখিয়া সৈন্যগণে আপনার দুর্যোধনাদি

দুর্যোধনপ্রভৃতয়: প্রগৃহীতমহাস্ত্রা:।
ক্রুদ্ধৈ: প্রধর্ষিতৈ: সর্বে যুধ্যধ্বং তে যথা: ॥ ১৯
অপযাতু মহারাজ আর্তশ্চ মহারথ:।
ভাবকানাং চ বলিনা: পরেষাঞ্চৈব ভারত ॥ ২০
অভিমন্যুর্বিকর্ষন্ হয়ান্ যত্র যত্রাভবদ্রথে।
তত্রৈব: পক্ষবিন্যস্তা: সুভদ্রাপুত্র সর্বশ: ॥ ২১
যত্রাপ: রথমুদ্বহ্য বিকর্ষন্ মহারথ:।
আচক্রোশ যথা রাজংস্তিমিঙ্গিলবতো যাদব ॥ ২২
দ্বিষতাবেকরথে তৌ তু হ্যাতরৌ কুলবর্ধনৌ।
আদূনি: শরজালেন সাধ্যবাধাস ভারত ॥ ২৩
চিত্রসেনো বিকর্ষন্ স তাঞ্জি পক্ষিরাজৈ:।
বিব্যাধ যেন চাক্রন্দৎ তাঞ্জিবৌঘরিব দ্বিপ:। ২৪
কুলাদনন্ত সমরে কেকয়ান্ পঞ্চ মার্গিন।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৫

দৌপদেয়া রথে ক্রুদ্ধা দুর্যোধনবধায়ন্।
শরৈরাশীবিষাকারৈ: শূরা: সব বিশাস্পতে ॥ ২৬
পুত্রোঽপি তব দুর্বুদ্ধে: দৌপদ্যাস্তনয়ান্ রণে।
নাদৈকৈনিবিধৈ রাজন্নাজঘান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
তৈস্তাপি বিদ্ধ: তত্রস্থে ভবিরেব সমন্ততঃ।
বিদ্ধি প্রস্রবণৈর্যদ্বৎ সৈরিকাদিবিবিদ্ধিতৈ: ॥ ২৮
ভীমোঽপি সমরে রাজন্ শাতবানাবনীকিনীম্।
কালয়ামাস বলবান্ পাল: পশুগণানিব ॥ ২৯
অতো গাণ্ডীবনির্ঘোষ: শ্রাদূরাদীব্ দিবাস্পৃশে।
রক্ষিণেন রক্ষিতা: পার্শ্বপ্রাবীব্ বিনিসৃত: ॥ ৩০
উত্তমু: সমরে তত্র তবসানি সমন্ততঃ।
কুরুণাঞ্চৈব সৈন্যেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
সোপিত্তোহং সমাবর্ত: পঞ্চদীপ: হরোদিধম্।
ঘনৌঘৈর্নিবৃতাকাশ: প্রত্যেক: সৈন্যসাগরম্ ॥ ৩২

মহারথী পুত্রগণ হাতে বহু মারাত্মক অস্ত্র লইয়া ক্রোধপূর্ণচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে সেই পাণ্ডবপক্ষের বার জন মহারথী বীর বিরাজ করিতেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! তখনকার সময়ে আপনার ও পাণ্ডবপক্ষের অন্যান্য বলবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ২০

অভিমন্যু সেই মহাযুদ্ধে বিকর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া ধ্বংস বিকর্ণকেও পরিণত রাখে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

রাজন্! ভরতবংশধর! অশ্ব বিদ্ধ হইলে মহারথী বিকর্ণ বিদ্ধ হয় ভাব করিয়া চিত্রসেনের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ২২

হে ভারত! অর্জুনপুত্রকে অভিমন্যু তখন একরথে উপস্থিত সেই দুই ভ্রাতাকে বীর বলবানে আক্রান্তিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

চিত্রসেন এবং বিকর্ণ দৌহিত্রিদিগে পাইয়া বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে অর্জুনপুত্র অভিমন্যু বিচলিত হইলেন না, যেন বেলাভূমির বাধ অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আর্য! রাজেন্দ্র! দুঃশাসন একাকীই সমরভূমিতে পঞ্চ কেকয়রাজকুমারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ২৫

দৌপদেয়া রথে ক্রুদ্ধা দুর্যোধনবধায়ন্।
শরৈরাশীবিষাকারৈ: শূরা: সব বিশাস্পতে ॥ ২৬
পুত্রোঽপি তব দুর্বুদ্ধে: দৌপদ্যাস্তনয়ান্ রণে।
নাদৈকৈনিবিধৈ রাজন্নাজঘান পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭
তৈস্তাপি বিদ্ধ: তত্রস্থে ভবিরেব সমন্ততঃ।
বিদ্ধি প্রস্রবণৈর্যদ্বৎ সৈরিকাদিবিবিদ্ধিতৈ: ॥ ২৮
ভীমোঽপি সমরে রাজন্ শাতবানাবনীকিনীম্।
কালয়ামাস বলবান্ পাল: পশুগণানিব ॥ ২৯
অতো গাণ্ডীবনির্ঘোষ: শ্রাদূরাদীব্ দিবাস্পৃশে।
রক্ষিণেন রক্ষিতা: পার্শ্বপ্রাবীব্ বিনিসৃত: ॥ ৩০
উত্তমু: সমরে তত্র তবসানি সমন্ততঃ।
কুরুণাঞ্চৈব সৈন্যেষু পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১
সোপিত্তোহং সমাবর্ত: পঞ্চদীপ: হরোদিধম্।
ঘনৌঘৈর্নিবৃতাকাশ: প্রত্যেক: সৈন্যসাগরম্ ॥ ৩২

ভরতবংশ! দুঃশাসন দৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিষয়ে সর্বতোভাবে অবহিত ছিলেন। রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধনের অজ্ঞাতসারে তিনি এই কার্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তখন আপনার দুর্বুদ্ধি পুত্র দুর্যোধনের ভীত হইয়া সমরে প্রবেশে দৌপদীর পঞ্চ (প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্তি শতানীক ও শ্রুতসেন) পুত্রের উপর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আঘাত করিলেন ॥ ২৭

আবার তাঁহাদের দ্বারাও অন্যান্য আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন রক্ত পরিপ্লুত হইয়া যাইলেন এবং গেরুয়া প্রভৃতি ধাতুসমূহ বিভিন্ন আঘাতে প্রস্রবণ পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! তখনও বলবান্ ভীমও সৈন্যবাহিনীর পাশুবসৈন্যদিগকে হৈহয়াদের বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেমনভাবে পশুপালক পশুদলকে সমবেত করিয়া লইয়া যায় ॥ ২৯

প্রভাবান্! তখনও পঞ্চজন্যের নিনাদ অর্জুনের গাণ্ডীব শব্দ ছাড়াও অধিক সৈন্যবাহিনীর শব্দিতাকাশ হইতে ধ্বনিত হইল ॥ ৩০

ভারত! সেখানে সমরাঙ্গনে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকে তুমুলযুদ্ধ (যুদ্ধহীন পরাক্রমযুদ্ধ) উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩১

সেখানে সৈন্যবাহিনী একটি সমুদ্রের ন্যায় ছিল। রথ যাহার জল, বাণ আবর্ত, হাতী দ্বীপ এবং অশ্ব তরঙ্গের তুল্য

দ্বিরদস্থা বিকর্ষন্তো বিবেষাস্ত নরোত্তমাঃ।
দৃশ্যন্তে পরিঘাকারা ভুজাশ্চেষ্ট সহস্রশঃ ॥ ৪৩
নিহতৈর্দন্তবদ্ভাগৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
দৃশ্যন্তে ভরতশ্রেষ্ঠ পরিস্তীর্ণা দ্বিপা ধরা ॥ ৪৪
ওজায়ুতবলপ্রাণা তব সেনাস্য ভারত।
ন ত্বমাসীৎ পুমান্ কশ্চিদ্ যোদ্ধুং নাভিক্রমেদ্ যুধি ॥ ৪৫

এবং দুর্দ্ধর্ষিতা বীরাঃ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমাকাঙ্ক্ষন্তো জয়ং যুধি ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তদশদ্বন্দ্বে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

দ্বিপ। যখন সৌভদ্রার মহারথে বীরগণ সেই দ্বিপসাগর পার হইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৪১

সেখানে শত শত সহস্র সহস্র মহারথে বীরকে ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু সৈন্যের হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল, তাহারা আয়ুধহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং বহু সৈন্যের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! বিদ্ধ হইয়া পতিত অনেক বহু হাতী যাহা পরিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের দ্বারা ভূতল সমভূমি পর্বতসমূহ বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪৩

ভারত! আমরা সেখানে আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যের মধ্যে অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়াছি। তখন এমন কোন পুরুষ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই ॥ ৪৪

এইরূপ মহাবলের প্রাণী ও যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী আপনার বীর সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্ব ধৃতরাষ্ট্রবিষাদ অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মসেনের দুর্যোধনকে পরাজয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত বৃহদ্বাহুপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ঘটোৎকচের যুদ্ধ-সমাপ্তি।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথো দুর্যোধনো রাজা লোহিতাক্ষমিতি ভারত।
সংগ্রামরক্ষণো ভীষ্মং হস্তকায়োঽভ্যরক্ষত ॥ ১
তমন্বায়ন্তমভিপ্রেক্ষ্য নৃবীরং বৃষ্ণিবৈরিণম্।
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২
অদ্য ন কালঃ সম্প্রাপ্তো বর্ষপূগাভিবাঞ্ছিতঃ।
অদ্য বা নিহনিষ্যামি যদি মোৎসহসে যুধি ॥ ৩
অদ্য দুর্যোধনঃ পরিক্লেশং ধনবাসক কৃষ্ণয়োঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং প্রণেষ্যামি হৃতে ময়ি ॥ ৪
যদ্ধ পূর্বা মমন্যুর্বা পাণ্ডবানবমন্যসে।
অদ্য পাপস্য পাপ্মানং তব যাস্যামি দুর্মতে ॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক দুর্যোধনের পরাজয়, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত বৃহদ্বাহুপুত্রদিগের যুদ্ধ এবং ঘটোৎকচের যুদ্ধ-সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তাহার পর সূর্য্যদেব মধ্যগগনে উঠিলেন, তখন যুদ্ধের জন্য উৎসাহী রাজা দুর্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

বীর কৃষ্ণের দুর্যোধনকে আক্রমণ দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

দুর্য্যোধন! আমি বহু বৎসর ধরিয়া যাহার অভিলাষ ও প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই অবসর এখন পাইয়াছি। যদি তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না কর, তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিব ॥ ৩

যাহা দ্যূতসভায় যে ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে, আমরা বনবাসে যে কষ্টভোগ করিয়াছি এবং সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সহিতে হইয়াছে, তৎসমস্তেরই প্রতিশোধ আজ তোমাকে বধ করিয়া গ্রহণ করিব ॥ ৪

পাপাত্মাগণ! পূর্ব্বে যাহাদিগকে তুমি যে পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিয়াছ, সেই পাপেরই ফলস্বরূপ এই সমস্ত পাপ তোমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে,—দুর্মতি! ইহা অবশ্যভাবী ॥ ৫

তর্হি ত্বয়মাস্যায় সৌবলস্য চ যৎ পুরা।
অতিষ্ঠা পাণ্ডবান্ কামাদ্ অযথা কৃতবানসি ॥ ৬
দ্যূতমানস্য যন্মোহাদ্ রাজ্যাদ্বিষমমন্ত্রবে।
উলূকস্য সমাদেশং যদ্ গৃহ্যসি ন দুর্মতে ॥ ৭
তেন ত্বাং নিহনিষ্যামি সানুবন্ধং সবান্ধবম্।
সমীক্ষিষ্যে তদং পাপং যৎ পুরা কৃতবানসি ॥ ৮
এবমুক্ত্বা বচস্তীব্রং বিক্রব্যোদ্ব্রাম্য চাহবে।
সবাণং ধনুরাদায় যোধান্ মহাসনিমন্ত্রয়ত্ ॥ ৯
যদু বিশেতিতমং ক্রুদ্ধো যুযোধাত্ত যুযোধনে।
অভিত্বারিশিবাকারান্ বজ্রকল্পানজিহ্মগান্ ॥ ১০
অবোধয়ন্ কার্মুকা রাজ্ঞাং সূতং বাজাংশ্চ বিংশতে।
চতুর্ভিরধিকান্ রথনাবনয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ১১
রাজ্ঞশ্চ সুবিচিত্রাস্ত্রাঃ শরাস্তাবরিমর্দনাঃ।
ছত্রং চিচ্ছেদ সমরে বাজিনশ্চ নরোত্তম ॥ ১২
যদ্ভিশ্চ তস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্।
ত্রিভিঃ শরৈ মনাংস্যেকেন সূতং পঞ্চভিঃ ॥ ১৩
স্থিতে ন রথে রাজন্ শ্রীমান্ নানাস্ত্রবিদ্ বৃষিবাট্।
পলায়ত সমরে দৃষ্ট্বা বিদ্রাব্যানীকবাহিনীম্ ॥ ১৪
অলক্ষ্য পুনরায়ান্তং রাজা মনিবরং যুধি।
শরৈঃ কুলপরেন্দ্রিয়ং ব্যধমৎ সর্বমর্মবিৎ ॥ ১৫
অথৈনং দশভির্বাণৈরুরোমধ্যে মহাধিপম্।
আজঘান রণে বীরঃ স্মরন্নিব মহাবলঃ ॥ ১৬
তত্ত্বঃ স রাজা বিক্ষুব্ধঃ রথোপস্থে মহারথঃ।
দুর্যোধনস্য তদ্রাজ্ঞে পাণ্ডিঃ সংপূজ্যবৈর্ভয়ঃ ॥ ১৭
কৃপস্য ধনিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌরবেণ বিশোজসম্।
আহোপয়ত্ ততঃ রাজন্ দুর্যোধনরথং রথম্ ॥ ১৮

পূর্বে তুমি ও দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অপমান করিয়া পাণ্ডবগণকে ঘোরতর ক্রোধে উত্তেজিত করিয়াছ; তখনই ভীষ্ম বলিয়াছিলেন, তুমি মোহবশতঃ রাজ্যের বিনাশ করিলে এবং তুমি অধিনয় দ্বারা শকুনি উলূকের দ্বারা যে সকল পাপাচরণ করিয়াছিলে, তুমি আমাকে ও আমার সকল আত্মীয়কে বধ করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। আমি তোমাদের ঘোরতর অনুতাপ, অনুশোচনা এবং অপরাধের সহিত অবশ্যই বধ করিব। পূর্বে তুমি যে সকল পাপ করিয়াছ, তৎসমুদয় প্রতিশোধ লইয়া সমাপন করিয়া দিব। ৩-৮

এই কথা বলিয়া ভীষ্মের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহে দুর্যোধনের সর্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়া উহাদের বলপূর্বক আকর্ষণ করত প্রফুল্ল ভোগবতী তরঙ্গ রাজসমূহ তাহার উপর পতন করিতেছে। ৯

সেই সকলধারী রাজগণের যত্ন ও প্রফুল্লিত অগ্নির বিশাল্লুলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ। কুরু ভীষ্মের অভিপ্রায় এই রাজগণকে দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১০

তাহার ভীষ্মের দুই বাণে দুর্যোধনের বস্ত্র ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে শায়িত করিয়া ফেলিলেন এবং চার বাণে তাহার বেগবান্ অশ্বগুলিকে যমপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ১১

হে মহারাজ! অতঃপর ভীষ্মের পূর্বরায় সমরে ভীষ্মগণকে আকর্ণ করিয়া নিক্ষিপ্ত দুইটী বাণে সমরাঙ্গনে রাজা দুর্যোধনের ধ্বজটিকে কাটিয়া দিলেন। ১২

তাহার পরে তিনি সমরে রাজপুত্র নরোত্তম। ১৩
যদ্ভিশ্চ তস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্।
ত্রিভিঃ শরৈ মনাংস্যেকেন সূতং পঞ্চভিঃ ॥ ১৪
স্থিতে ন রথে রাজন্ শ্রীমান্ নানাস্ত্রবিদ্ বৃষিবাট্।
পলায়ত সমরে দৃষ্ট্বা বিদ্রাব্যানীকবাহিনীম্ ॥ ১৫
অলক্ষ্য পুনরায়ান্তং রাজা মনিবরং যুধি।
শরৈঃ কুলপরেন্দ্রিয়ং ব্যধমৎ সর্বমর্মবিৎ ॥ ১৬
অথৈনং দশভির্বাণৈরুরোমধ্যে মহাধিপম্।
আজঘান রণে বীরঃ স্মরন্নিব মহাবলঃ ॥ ১৭
তত্ত্বঃ স রাজা বিক্ষুব্ধঃ রথোপস্থে মহারথঃ।
দুর্যোধনস্য তদ্রাজ্ঞে পাণ্ডিঃ সংপূজ্যবৈর্ভয়ঃ ॥ ১৮
কৃপস্য ধনিনাং শ্রেষ্ঠঃ কৌরবেণ বিশোজসম্।
আহোপয়ত্ ততঃ রাজন্ দুর্যোধনরথং রথম্ ॥ ১৯

তাহার ভীষ্মের বীর প্রমথে উৎক্ষিপ্ত উহার অন্যকে ছয় বাণে আহত করিলেন। তাহার পুরের সারথিকে সেই অন্যকে ফেলিয়া ভীষ্মের উৎকর্ষের নিরসন করিতে লাগিলেন। ১৩

দুর্যোধনের বাণে ধনুর্বিমুক্ত এই সৌবলপালী অন্য সকল ছিন্ন করিয়া ফুলবিদ্ধ হইলে তখন ধরে হইতে লাগিল যে, তখনকারী যেন হাতে ধনুর্বিদ্যা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ১৪

সকল ফুলবিদ্ধ ফুলবাণ দুর্যোধনের সেই ধ্বজকুলা প্রজ্বলিত ও বাণচিহ্নযুক্ত করিয়া সুন্দর অন্যকে ছিন্ন হইয়া ফুলবিদ্ধ হইতে দেখিয়াছিলেন। ১৫

তাহার অনন্তরী ভীষ্মের ধৈর্য ধারণ করিতে করিতে সমরে ধীমান দুর্যোধনকে স্পষ্ট বাণে সেইরূপ আঘাত করিলেন, যেরূপ বারণ অনুমানে মহারাজকে আঘাত করিয়া থাকে। ১৬

অনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলী সিন্ধুরাজ অন্যান্য কিন্তু সংপূজ্য পরিত্যক্ত হইয়া দুর্যোধনের পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৭

রাজন্! এইরূপ রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহী কৃপাচার্য অর্থপূর্ণ অভিপ্রায়জ্ঞানী কৃতবর্মাকে দুর্যোধনের বীর রথে অগ্রসর করাইয়া লইলেন। ১৮

স পাঞ্চজন্যং ধ্মাক্ষো ভীমসেনেন ধমতে।
বিবেদাদ্রে হৃষীকেশো রাজন্ দুর্যোধনস্য বৈ ॥ ১৯
পরিষ্বজ্য ততো ভীষ্মং কেতুকায়ো মহারথঃ।
হর্ষয়ন্নেকধারৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভীষ্মস্যাবারয়ন্ দিশঃ ॥ ২০
দৃষ্ট্বৈকপুরুষং রাজন্নভিমন্যুস্তথা বীর্যবান্।
কেকয়া ভ্রৌপদেয়াশ্চ তব পুত্রানযোধয়ন্ ॥ ২১
চিত্রসেনঃ সুচিত্রশ্চ চিত্রাঙ্গশ্চিত্রবর্মণঃ।
চারুচিত্রঃ সুচারুশ্চ তথা চন্দ্রোপনন্দকৌ ॥ ২২
অষ্টাবেতে মহেষ্বাসাঃ সুকুমারা দৃঢ়ব্রতাঃ।
অভিমন্যুবশং প্রাপ্তং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥২৩
রাজন্যে তত্র দুর্ধর্ষমভিমন্যুমবারয়ন্।
একৈকঃ পঞ্চভির্বাণৈঃ শিতৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
বজ্রবজ্রাগ্রতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বিচিত্রাস্ত্রবিদঃ শরৈঃ।
অভ্যন্তমাপাতে সর্বে সৌভদ্রং যমসাদনম্ ॥ ২৫

ধনুর্ধারী সৈন্যীক্ষৈর্গিরিঃ মেরুমিবাদ্রুতঃ।
স পীত্বামান্ সমরে কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ২৬
অভিমন্যুর্মহারাজ তাবকান্ সমকম্পয়ৎ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণির্মহাসুরান্ ॥ ২৭
বিকর্ণস্তু ততো জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস তাবকান্।
চতুর্দশশতান্যেষো যোধানামীরিতোদ্যমান্ ॥ ২৮
স তৈর্বিকর্ণস্তথা পাঞ্চালানাং বীর্যবান্।
অজয়ৎ সুতং হরাস্তৈস্তু ভ্রাতরং ভীমবর্মণে ॥ ২৯
পুনস্তানেব শরান্ শীঘ্রানুগ্রান্ বিনাশিতান্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো বিকর্ণায় মহাবলঃ ॥ ৩০
তে বিকর্ণং সমাসাদ্য কবচৈরতিবাসসঃ।
ভিত্ত্বা ভোগং তথা তূণীং শ্রুতস্তু ইব পন্নগাঃ ॥ ৩১
তে পত্রা ভোগমুৎসৃজ্য বাসুকেরুত্তমং বলম্।
বিকর্ণবিবরাদ্বিত্রা বসুধাং ইব পন্নগাঃ ॥ ৩২

সমরেখা। সেই সময় ভীমসেন যুদ্ধে দুর্যোধনকে ভগ্নরথ বাণবিদ্ধ করত বারিত করিয়া নিরাকরিলেন, সুতরাং তিনি রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন। ১৭

তারপর মহাত্মা ভীমসেনকে রথ হইতে বাসনা লইয়া তখন তাঁহার হৃদয়ে ব্যথিত বীরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং চারিদিক দিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন। ১৮

মহারাজ! এই সময় হৃষীকেশ, মহাবিক্রমশালী অর্জুনের, পক্ষ কেকয়রাজকুমার এবং দ্রৌপদীর পক্ষ পুত্র আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯

এই যুদ্ধে চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রবর্মণ, চারুচিত্র, সুচারু, চন্দ্র ও উপনন্দ—এই আট জন যশস্বী, সুকুমার ও অস্ত্রকুশল বীরগণ অভিমন্যুকে সকল দিকেই পরিবারিত করিলেন। ২০-২৩

তখন মহারাজ অভিমন্যু অভিমন্যুর আবরণকারী পাঁচটি করিয়া রাজন্যদের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। ২৪

এই সকলগুলি বাণই বিচিত্র যুদ্ধকারী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং সব বাণই বজ্র ও ক্ষুরাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ ছিল। এই সমস্ত বাণের আঘাতে আপনার পুত্রগণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা বিদ্ধ হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—জলধরগণ যেন মেরুপর্বতের জলধারা বর্ষণ করিতেছে। ২৫

মহারাজ! অভিমন্যু অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রামে অবিচলিতচিত্তে। তিনি সংগ্রামে বাসনাসমূহে শীঘ্রিত হইয়াও আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে সৌভদ্র কম্পন উৎপন্ন করিয়া বেড়াইলেন, যেমন দেবাসুর-সংগ্রামে মহাবাহু বজ্রধারী ইন্দ্র মহাসুরদিগকেও ভয়ে শীঘ্রিত করিয়াছিলেন। ২৬-২৭

তারপর অবসরের মধ্যে জ্ঞাত হইয়া মহাবলশালী অভিমন্যু বিকর্ণের উপর সত্বরে আক্রমণকারী চৌদ্দশ যোদ্ধা নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহারাও বিকর্ণের রথ হইতে অশ্ব, সারথি ও অস্ত্রসমূহকে নষ্ট করিয়া ধূলায়িত করিলেন। সেই সময় তিনি বেগে যুদ্ধে ধৃষ্ট করিতেছিলেন। ২৮-২৯

তারপর সেই মহাবলী বীর অন্যান্য ভূপতিগণ হইয়া নিজাবে পাঠ দিয়া ধাবমানকে অস্ত্রবিদ্যাজ্ঞানযুক্ত শর দ্বারা শীঘ্রবর্ষণ বাণ বিকর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ৩০

এই বাণসমূহের পুঙ্খভাগে বাসুকির সদৃশ সর্পাকৃতি ছিল। তাঁহারা বিকর্ণের শরীর ভেদ করত অন্য প্রবেশ করিল এবং সেখান হইতেও নির্গত হইয়া প্রকৃতিস্থ সর্পসমূহের ন্যায় ভূতলে বিনাশিত হইল। ৩১

এই বাণসমূহের পুঙ্খ ও অগ্রভাগ স্বর্ণময় ছিল। তাঁহারা বিকর্ণের দেহে আঘাত করিয়া ভূতলে যেন প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। ৩২

বিকর্ণং বীক্ষ্য নির্ভিন্নং তৈস্তবাস্ত্রৈঃ সহোদরাঃ।
অভ্যধাবন্ত সমরে সৌভদ্রপ্রমুখান্ রথান্ ॥ ৩৩
অভিযাতা তবৈবাস্ত্রান্ রথাংস্তান্ পৃথগর্দয়ন্।
অভিযান্ সমরেঽভ্যেত্য সারথিং দ্বিষতাং দৃঢ়ম্ ॥ ৩৪
দুর্মুখঃ ক্রতুকর্মাণং বিদ্ধ্যং সপ্তভিরায়তৈঃ।
অন্যেনৈকেন চিচ্ছেদ সারথিঞ্চাস্য সপ্তভিঃ ॥ ৩৫
অথান্ আদূরতৈর্বাণৈঃ প্রমথ্যান্ বাহয়ন্ হয়ান্।
অথান্য ধনুরিচ্ছিন্নং সারথিং চাস্য পাতয়ৎ ॥ ৩৬
স হতাশ্বে রথে তিষ্ঠন্ ক্রতুকর্মা মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধো মহেন্দ্রো বলিতামিব ॥ ৩৭
সা দুর্মুখস্য বিপুলং বর্ম ছিত্ত্বা ব্যবিশ্যত।
বিবার্য প্রাবিশদ্ ভূমিং দীপ্যমানা স্বতেজসা ॥ ৩৮
তাং দৃষ্ট্বা বিহ্বলং তত্র দুর্মুখস্যাত্মজা রথাৎ।
সম্ভ্রমাৎ সর্বসৈন্যানাং হাহাকারোঽভবদ্ মহান্ ॥ ৩৯
ক্রতুকীর্তিস্তথা বীরো জয়ৎসেনো মৃতং তদা।
অভ্যধাবত সমরে রাজন্ হন্তুকামো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪০
তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং ক্রতুকীর্তের্মহাত্মনঃ।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং জয়ৎসেনঃ সুতস্তব ॥ ৪১
তূণীরেণ সুতীক্ষ্ণেন প্রহসন্নিব ভারত।
তং দৃষ্ট্বা ক্ষিপ্রকারাণং শতানীকঃ সহোদরম্ ॥ ৪২
অভ্যপদ্যত বেগেন সিংহবদ্বিনদন্ মুহুঃ।
শতানীকস্তু সমরে দৃঢ়ঃ বিক্রান্ত আত্মবান্ ॥ ৪৩
বিব্যাধ দশভির্তূর্ণং জয়ৎসেনঃ শিলীমুখৈঃ।
ননাদ সুমহানাদং প্রহিত্য চৈব বাহনম্ ॥ ৪৪
অথাস্যেন সুতীক্ষ্ণেন সর্বায়সময়েন হি।
শতানীকো জয়ৎসেনং বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৪৫
তথা তস্মিন্ মর্মঘাতে দুর্মনাঃ সাদুরস্থিতে।
চিচ্ছেদ সমরে রাজন্ ক্ষুরেণ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৪৬

বিকর্ণকে রক্ত-বিপ্লুত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা সমরাঙ্গনে দ্রুতবেগে অভিমন্যু প্রভৃতির উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৩৩

তাঁহারা তখন উহার হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহারা অন্যান্য রথিগণের উপর, যাহারা (অভিমন্যুপক্ষীয়) সৈন্যচালনা করিতেছিল, তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং অভিমন্যু যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

দুর্মুখ নামক বীরযোদ্ধা বাণে ক্রতুকর্মাকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অন্য সাতটি বাণে তাঁহার সারথিকে আঘাত করিলেন ॥ ৩৫

ইহার অশ্বগুলি বায়ুতুল্য বেগবান্ এবং অশ্বারোহণে সুশিক্ষিত ছিল। দুর্মুখ এই অশ্বগুলিকে ছয় বাণে বিদ্ধ করেন ও সারথিকেও ছয় বাণে ধূলায়িত করেন ॥ ৩৬

মহারথী ক্রতুকর্মা অশ্ব নিহত হইলেও সেই রথে অবস্থান করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপর প্রক্ষিপ্ত উল্কাতুল্য একটি শক্তি নিক্ষেপ করেন ॥ ৩৭

বীর ক্রোধ বেগোদ্যমনা এই শক্তি দ্বারা দুর্মুখের বিপুল বক্ষঃস্থলে ঘোর করিয়া পৃথিবীতে বিদীর্ণা করত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৮

মহারথী দুর্মুখসহ স-মাত্রা ক্রতুকর্মাকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণের সাধুবাদের সহিত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৩৯

রাজন্! এদিকে বীরবর ক্রতুকীর্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করত মৃত ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া ধনঞ্জয়ের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০

মহারাজ! ক্রতুকীর্তি যখন অর্জুনের দেহে তীক্ষ্ণ বিপাঠ বাণ সন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় জয়ৎসেন আসিয়া তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দ্বারাই হাসিতে হাসিতেই এমনই তীক্ষ্ণ ধারবাণে অতিদ্রুত তাঁহার ধনুটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥

বীর ভ্রাতার ধনুটিকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া ক্রোধবশ শতানীক বাহুবলে সিংহনাদ গর্জন করিতে করিতে বেগভরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥

শতানীক বলবানে বীর বহু বলশালিত আয়তন করিয়া অতি সত্বর দশটি বাণে জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি মহাবীর শতানীকের বাহু অতি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪৪

অনন্তর সমরে আহবে ভেদ করিতে সমর্থ অন্য একটি তীক্ষ্ণ বাণে শতানীক জয়ৎসেনের হৃদয়দেশে আঘাতপূর্বক বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৫

তাঁহাকে এইরূপ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত ভ্রাতা দুর্মদ ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন সমরাঙ্গনে মহাবলশালী শতানীকের এই ভেদ করিলেন ॥ ৪৬

অথাভ্যধাবদ্ বেগেন ভারদ্বাজমুখং রথম্।
সমাদত্ত শরান্ ঘোরান্ শত্রূণাং ভয়মাবহান্ ॥ ৪৭
ভিত্ত্বা ত্রিবেণিং তাময়া দুর্মর্ষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মুমোচাথৈব বিব্যাধ যাদবান্ অনিবারণান্ পত্রিভিঃ ॥ ৪৮
অথোদ্যম্য মহদ্বেগং ঘাত্যাঃ সূতক মাধবি।
চিচ্ছেদ সমরে তূর্ণং তস্য বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৪৯
অথান্যং ধনুরাদায় তস্য কর্ম্মাণি মারিষ।
অথান্ নিশিতৈস্তূর্ণং সর্বান্ ঘাতশক্তিভিঃ শরৈঃ ॥ ৫০
অথাপরেণ ভল্লেন ধনুশ্চেদ্যাতপাত্রিণঃ।
দুর্মর্ষঃ সুদৃঢ়ং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ হৃদয়ে কৃতম্ ॥ ৫১
ন পপাত ততো ভূমৌ বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ।
দুর্মর্ষং বাধিতং দৃষ্ট্বা পত্রিণং মহারথাঃ ॥ ৫২
বিষাদমগমঃ শত্রূণাং সর্বতঃ পরিবারয়ন্।
হাহাকারঃ পরবলে শত্রূণাং সমপদ্যত ॥ ৫৩

তারপর মহারথ শত্রুসৈন্য তাঁর সহ করিবার সময় অতি একটি সর্ব্বোত্তম অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাতে ভয়ঙ্কর যাদবগণ ঘোষণা করিলেন। ৪৭

তিনি তাহার সম্মুখে দুর্মর্ষকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" এই কথা বলিয়া তাঁহার উপর তেজস্বিনী সর্পতুল্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ৪৮

আর্য্য! তারপর তিনি এক বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন, দুই বাণে সারথিকে ভূতলশায়িত করিয়া দিলেন এবং অন্য সাত বাণে সেই মহারথের ঘোর দুর্মর্ষকেও আহত করিলেন। ৪৯

দুর্মর্ষের অশ্বগুলি মন ও বায়ুতুল্য বেগসম্পন্ন ছিল এবং তাহারা দিব্য ছিল। শত্রুসৈন্য বারংবার সেই সব অশ্বকে অস্ত্রে নিহত করিলেন। ৫০

তারপর তাঁহাকে ছিন্ন ধনুর্দ্ধারণে সমর্থ জানিয়া একটি বাণের উপরভাগে প্রহার করিয়া ক্রুদ্ধ শত্রুসৈন্য দুর্মর্ষের হৃদয় সজোরে আঘাত করিলেন। ৫১

তাঁহাতে দুর্মর্ষ বজ্রাহত দ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! দুর্মর্ষকে আঘাতে পীড়িত হইতে দেখিয়া শত্রু মহারথী বীর শত্রুসৈন্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন।

তাঁহাদের বাণসমূহে শত্রুসৈন্যকে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শত্রু রাজা কেকয়রাজকুমারগণ সেই শত্রু মহারথীর দিকে ধাবিত হইলেন।

অন্যান্যরাজ সংক্রুদ্ধাঃ কেকয়াঃ পঞ্চ সোদরাঃ।
ভারদ্বাজকৃতঃ শ্রেষ্ঠো যত্ন সূতো মহারথঃ ॥ ৫৪
প্রদ্যুম্নমুখ্যমাধাবন্ শত্রূনিব মহাগজান্।
দুর্মুখো দুষ্প্রধর্ষশ্চ তথা দুর্বিষহো যুধা ॥ ৫৫
শত্রুঞ্জয়ঃ শত্রুসহঃ সর্বে ক্রুদ্ধা মনস্বিনঃ।
প্রদ্যুম্নমুখ্যান্ মহারাজ কেকয়ান্ ভ্রাতরঃ সমম্ ॥ ৫৬
রথৈর্বরূথসম্পন্নৈর্হেমমালাবিভূষিতৈঃ।
নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৫৭
বরাশ্বযুক্তা বীরা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ।
বিবিধন্তে পরং সৈন্যং সিংহা ইব বনং বনম্ ॥ ৫৮
ঘোষাঃ সুমুমুলুঃ যুদ্ধে বাদিত্রস্তনয়িত্নবঃ।
অবর্ত্তত মহারৌদ্রঃ নিস্ত্রিংশশরশোণিতঃ ॥ ৫৯
অন্যোন্যাপকৃতাঃ রাজন্ মহেষ্বাসৈর্বিমর্দ্দিতম্।
মুহূর্ত্তাদভবিষ্যে সূর্যো চক্ষুর্ভিঃ সুদারুণম্ ॥ ৬০

মহারাজ! তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য পরস্পরের সহিত মুখ করিবার জন্য সকলের রক্ষায় তাঁহারা সকলে হইলেন।

নরেশ্বর! দুর্মুখ, দুর্মর্ষ, দুষ্কর বীর দুর্বিষহ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ —এই সব রথী বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রু রাজা কেকয়রাজকুমারগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য একত্রে সমবেতভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ৫১-৫৯

তাঁহাদের রথগুলি একসঙ্গে আসা প্রভৃতি হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে মহান্ ঘোর বেগসম্পন্ন অশ্ব যোজিত ছিল। তাঁহারা সকলে চিত্রযুক্ত পতাকাসমূহে এই রথগুলি অলঙ্কৃত ছিল। এইরূপ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধের বহু বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি ও মেঘগর্জ্জনের তুল্যোক্তির সেই বীরগণ শত্রুসৈন্যের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেভাবে সিংহগণ এক বন হইতে অন্য বনে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৫৭-৫৮

তারপর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রহারের সেই সব মহারথী বীরগণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর অতিশয় ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রক্ত প্রবাহ বহিত এবং মাংস ও মাংসের বহিত বিদিত হইল। ৫৯

রাজন্! পরস্পর পরস্পরের সহিত ক্রোধভরে প্রহারকারী সেই মহারথী বীরগণের এই যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্তকাল পর পর্য্যন্ত এই অতিশয় নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলিয়াছিল। ৬০

ধনিনঃ সাদিনশ্চাথ যাবতীশ্চ সহস্রশঃ।
ততঃ শান্তনবঃ ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ৬১
বাসয়ামাস সেনাং তাং ভীষ্মস্তেষাং মহাত্মনাম্। ।
পঞ্চালানাঞ্চ সৈন্যানি শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্। ৬২
এবং ত্রিধা মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং যযৌ ধনিধিরং নৃপ। ৬৩
(বাসয়ামাসতুর্বীরৌ দৃষ্টদ্যুম্নশিখণ্ডিনৌ।
কৌরবাণামনীকানি শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥)

সর্বরাজোঽপি সংস্থাপ্য দৃষ্টদ্যুম্নকোমলৌ।
মুদিতৌ চৈবমুক্ত্বায় প্রহৃষ্টঃ বিবিরে মনো। ৬৪
(অনুনো বাসুদেবশ্চ কৌরবাণামনীকিনীম্।
হৃষা বিজয়তাং শ্রেষ্ঠঃ বিবিরাবৈব তত্ত্বতঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠদিবসাবহারে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

এই ভূমুল সমর দর্শন করিয়া ও অবশেষে যোদ্ধ গণকে নিহত অবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন শান্তনবনন্দন ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া আততপর্বযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা সেই মহাত্মা পাঞ্চালদেশীয় বহু সৈন্যের যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ৬১-৬২

অনন্তর! মহেষ্বাস ভীষ্ম এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে মুখ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ৬৩

(এইরূপ দৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন—এই উভয় বীরই আততপর্বযুক্ত বাণসমূহে কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।)

অনন্তর যুধিষ্ঠির দৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন এই উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মুখচুম্বন করত আনন্দ হইতে নিজ শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৬৪

(অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে বারম্বার বিনাশ করিতে করিতে তাহাদিগকে বলবৃদ্ধি হইতে বিরতিত করিয়া শিবিরে বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন।)

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ষষ্ঠদিবসের যুদ্ধব্যাপার-বিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনের ভীষ্মসমীপে গমন, সপ্তমদিবসযুদ্ধার্থ কৌরবসৈন্যের প্রস্থানাদি।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ পূজ্য মহারাজ পরস্পরকৃতাগসঃ।
জগ্মুঃ ধনিধিরাদেব ক্ষত্রিয়ের মনুষ্যিতাঃ। ১
বিজয়ং চ যযাচুস্তে পূজয়িত্বা পরস্পরম্।

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই সব বীরগণ ক্রমে নিজ হইয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন। ১

ততস্তে সমযুজ্যন্ত পুনর্যুদ্ধচিকীর্ষয়া। ২
উত্তস্থুশ্চ পুনর্যোদ্ধুমাত্মনিষ্ক্রয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
বিশ্রব্ধোপিতাস্তাংস্তে পশ্যন্তোঽপি পিতামহম্। ৩

যিনি অগ্রসর বিবাদ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতারণা করিতে ইচ্ছা করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সজ্জিত হইলেন দেখা যাইল। ২

রাজন্! অনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন অন্যান্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরিশ্রান্ত অবস্থায় বিশ্রামের ইচ্ছায় শিবিরের ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩

সৈন্যানি রৌদ্রাণি ভয়ানকানি
যুদ্ধানি সম্যক্ সুমহদ্ভয়ানি
বিধায় হত্বা চ নিশীথ্য শূরা
যে পাণ্ডবানাং বধিতা মহারথাঃ ॥ ৪

সংখ্যাত সর্বান্ যুধি ভীতিযুক্তো
গৃহ্যেত যঃ সকলং সঙ্কটস্থম্।
প্রবিশ্য ভীমেন বধে হতোঽপি
ঘোরৈঃ সহস্রৈঃ কুলতঃপ্রকাশৈঃ ॥ ৫

ক্রুদ্ধং তমুদ্বীক্ষ্য তবেন রাজন্
নন্দ্যাবিরো ন সহে পাণ্ডিতশ্চ।
ইচ্ছে প্রমাথং তব সত্যসন্ধ
প্রাপ্তুং তথা পাণ্ডবযাতুধানান্ হতম্ ॥ ৬

ভৌমস্তুতঃ প্রথমং মহাত্মা
দুর্যোধনো মহাসতঃ বিদিত্বা।
তং প্রত্যুবাচাবিষণা মনস্বী
মহাপ্রভঃ শত্রুহা বাহিনীঃ ॥ ৭

সর্বেণ সর্বেন বিধাস্তে সেনাঃ
সর্বাত্মনাঃ তব রাজপুত্র।
ইত্যাদি সাধুঃ বিজয়ঃ প্রথক
ন চাত্মানঃ ভাবয়েতঃ স্বর্গে ॥ ৮

এতে তু রৌদ্রা বধবো মহাত্মা
ন্যবিনঃ শূরতমা কৃতাস্ত্রাঃ।
যে পাণ্ডবানাং সমরে সহায়া
বিক্রান্তমা রোদসিনং বধন্তি ॥ ৯

তে সৈব শক্তাঃ সহসা বিজেতুং
বীর্যোদ্ভতাঃ কৃতবৈরাশ্চ তে।
অহং দেবাঃ প্রবিজেতুমাজি রাজন্
সমাধনা জীবিতং ত্যজ্য বীর ॥ ১০

হবে তথাস্থায় মহানুভাব
ন জীবিতং রক্ষ্যতমং মমাস্ত।
সর্বাত্মনাস্থায় সমেতবৈন্যান্
যোৎস্যে হতেঃ কিন্তু সজ্জনেন্দ্র ॥ ১১

নিশাকর! আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং উগ্রমূর্তি। তাহারা যুদ্ধকালে সর্বোত্তম। ইহাদের মধ্যে কাহাকে সংখ্যা করা যায় না। তথাপি পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ মহাবীর্য। এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত ভীমসেন আমার সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া, নিহত করিয়া এবং পীড়িত করিয়া চলিয়া যায়। ৪

আমরা যুদ্ধে সকলকে যোজিত করিয়া নিজ শক্তি বিচার করিতেছিলাম। কেন, ভীমসেন একাকীই ভয়ঙ্কর ভয়যুক্ত যুদ্ধে আমাদের সকল প্রবেশ করিয়া মৃত্যুস্বরূপ হইয়া বাণসমূহ দ্বারা আমাদের সৈন্যগণকে ভগ্ন-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ৫

রাজন্! ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠি। আর আমি সহ্যও করিতে পারিতেছি না। সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতাঃ! আমি আপনারই প্রসাদে পাণ্ডবগণকে বধ করিতে এবং তাহাদের উপর বিজয়লাভ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৬

দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর এবং তাঁহাকে ক্রোধপূর্ণ জানিয়া শত্রুবাহিনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা পরমেষ্ঠন ভীষ্ম হাস্য করিতে করিতে প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৭

রাজকুমার! আমি নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া অক্ষিণ্ণ ভাবের সহিত পাণ্ডবগণের সৈন্য দলের প্রবেশ করত ঘোরতর বিজয় ও ধ্বংসসাধন করিতে শক্তিশালী। আমি তোমার জন্য নিজেকে যোদ্ধগণ সোপন করিয়া রাখি যাই। ৮

যাহারা সমরাঙ্গণে পাণ্ডবগণের সহায়, তাহারা সকলেই বীর মহারথী, অক্ষিণ্ণ ভাবের, পরম পৌরুষশালী, শস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম ও দক্ষী। তাহারা ক্রান্তিতে বল করিয়াছে এবং আমাদের উপর ঘোরতর বিষ উদ্গিরণ করিতেছে। ৯

ইহারা বল ও পরাক্রমে প্রবল এবং তোমার সহিত শত্রুতা রাখে। ইহাদিগকে সহসা পরাজিত করা সহজ হইবে না। বীরবর রাজন্ দুর্যোধন! আমি সমরাঙ্গণে বীর প্রাণের মায়া ত্যাগ করত পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব। ১০

মহাত্মন! তোমার বাক্যের নিহিত মর্ম এখন যুদ্ধে আমার প্রাণরক্ষাকেও আমি প্রয়োজন বলিয়া মনে করি না। আমি তোমার অভিপ্রায় পূরণের জন্য সেনাগণের সহিত সমস্ত ভয়ঙ্কর শত্রুবাহিনীকেও ধ্বংস করিতে সমর্থ, সুতরাং শত্রুসৈন্যদলের সম্মুখে আর কি বলিবার থাকে? ১১

অদ্য পাণ্ডবান্ যোধয়িষ্যামি রাজন্
শ্রিয়ঞ্চ তে সর্বতঃ করিষ্যে।
জহীষ তৈরদ্য বলং তবানীং
সুরাসুরাঃ শ্রীরবধা বভূব ॥ ১২
সর্বাণি সৈন্যানি ততঃ প্রহৃষ্টা
নির্যাহ্যেত্যাহ নৃপান্ত সর্বান্।
তথাজ্ঞয়া তানি বিনির্যযুস্তদা
সমাবপাদাবরয়াযুতানি ॥ ১৩
প্রহর্ষযুক্তানি চ তানি রাজন্
মহান্তি নানাবিধশস্ত্রবন্তি।
দ্বিপানি বাশাবপথাতিমন্তি
বিবেষুরাজৌ তব রাজন্ বলানি ॥ ১৪
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ভির্নিষুণৈর্নরৈশ্চ
রথিষ্টিতাঃ সৈন্যপদাতয়শ্চ।
যযৌ পদাতস্তুরগাশ্বসাদৈঃ
প্রহর্ষয়ন্তো বিবিধং প্রযুদ্ধৈঃ ॥ ১৫
সমুদ্যতঃ বৈ তপনাত্মজস্তদা
রথো মতো ব্যাদধদ্ যুদ্ধায়ন্তীন্।

সেনুঃ পতাকা ধ্বজবিগ্রহাশ্চ
ঘাতেরিতা ব্যায়তাগাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৬
নানাবিধাঃ সমরে তত্র রাজন্
মেঘৈর্যুতা বিদ্যুতঃ যে যথৈব।
দৃষ্টঃ দ্বিরাস্তাপি মুক্তপ্রমুক্তা-
শ্চকাশিরে বহ্নিশিখাঃ সমন্তাৎ ॥ ১৭
ধনূংষি বিস্ফারয়তাং নৃপাণাং
বভূব শব্দস্তুমুলোঽভিঘোষঃ।
বিদ্যুদ্যুতো মেঘমহাসুরৌঘৈ-
র্যথাম্বরস্তদ্বিমুলে তবানীম্ ॥ ১৮
তদ্ভগ্নাগাঃ ভরত প্রবীরাঃ
তথাযুতানাং লঘুবীর্যবেগম্।
বভূব সৈন্যং বিমুখৈরভগ্নং
মুহ্যদ্ভমেঘৌঘনিভং তবানীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মদুর্যোধন-সংবাদে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

রাজন্! আমি সেই পাণ্ডবসেনার সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমার সম্পূর্ণ প্রিয় কার্য করিব। সেই সময় তাঁহার এই কথা শুনিয়া দুর্যোধনের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ১১

তখনকার দুর্যোধন অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রাতাদিগকে ও সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে বলিলেন,—তুমরা সব নির্গত হও। রাজা দুর্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া সমস্ত সৈন্য, রথ, গজারি ও অশ্বসমূহ পূর্ণ করিয়া সৈন্য সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। ১২-১৩

মহারাজ! আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী বারোজনের অধীনে সজ্জিত ও অভিনব আবরণে যুক্ত ছিল। রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও গজারিসকলে পূর্ণ চতুরঙ্গিণী বিশ্ব সেই সৈন্যসমূহ অভিনব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ১৪

আপনার সকল সেনাপতিই অস্ত্রশস্ত্রযুদ্ধে পারঙ্গম ও নানাবীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বিধি অনুসারে অনুপালিত হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ, গজারি, হস্তী ও অশ্বগণ যখন যুদ্ধভূমিতে যাইতে লাগিল, তখন তাহাদের সংযুক্তিত ধূলি সূর্যের কিরণমণ্ডিত আকাশকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তখনযুদ্ধে ও রথিসমূহে স্থিত পতাকাগুলি চারিদিকে বায়ুর প্রেরণায় উড়িতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ১৫-১৬

রাজন্! যেরূপ আকাশে মেঘের সহিত বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই আকাশে চারিদিকে বিভিন্ন বর্ণের প্রজ্বলিত রশ্মিসমূহের এক একটি শিখা শোভিত হইতেছিল। তাঁহারা সূর্যরূপে সমরাঙ্গণে চারিদিকে হইতেছিল। ১৭

যেরূপ আকাশে (সত্যযুগে) দেবতা ও দৈত্যগণের দ্বারা সমুদ্রমন্থনের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল, সেইরূপ এই সময় যুদ্ধস্থলে বিভিন্ন বীর দৈত্যরূপিণী রাজগণের অত্যন্ত ভয়ানক তুমুল শব্দ উত্থিত হইতেছিল। ১৮

মহারাজ! আপনার পৃতনিগের এই সৈন্যবাহিনী ভরত শত্রুসৈন্যসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা বিবিধ রূপ ও বর্ণবিশিষ্ট ছিল এবং তাহাদের বেগ প্রবলবায়ুর ন্যায় শক্তিশালী ছিল। সেই সময় প্রলয়কালীন মেঘসমূহের ন্যায় শত্রুসৈন্যের সংঘাত করিতে সমর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[সপ্তরথিবিনাশে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং রণভঙ্গ-প্রত্যাগমৌ নির্ব্যূঢ় ভীষ্ম-সংগ্রামঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অথাব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠো ধার্ত্তরাষ্ট্রিমম্ ।
অভিরক্ষ ভরতর্ষভং সত্যব্রতং বরঃ । ১
অহং দ্রোণশ্চ সর্ব্যশ্চ কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ ভগদত্তোঽথ সৌবলঃ । ২
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ ।
ত্রিগর্ত্তরাজো বলবান্ ভ্রাতৃভিশ্চ সুদংষ্টিতঃ । ৩
দুঃশলশ্চ মহেষ্বাসঃ সৌবলাশ্চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ ।
রথাশ্চ বহবঃ শূরাঃ সোদর্য্যাশ্চ মহাবলাঃ । ৪
সেনয়োশ্চ হয়া রাজন্ বারণা বরবর্ণিনঃ ।
গজস্কন্ধে মহোদ্ভূতাঃ প্রতিহস্তাশ্চটুম্বুধাঃ । ৫
পাদাতাশ্চ তথা শূরা নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ।
নানাবেশধরাঃ পার্থাস্তদর্থে যোদ্ধুমুদ্যতাঃ । ৬
এতে চান্যে চ বহবস্তদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
যেষামপি রণে জেতুঃ সমর্থা ইতি মে মতিঃ । ৭
অবধ্যং হি ময়া রাজংস্তব ভ্রাতাঃ সিতং সদা ।
অমর্ত্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ । ৮
বাসুদেবসহায়াশ্চ মহেষ্বাসবিচক্ষণাঃ ।
সর্ব্যাস্ত্রে তু রাজেন্দ্র কৃতিনস্তব চ প্রিয়াঃ । ৯
পাণ্ডবাংশ্চ রণে জেতুং যঃ বা জেতুমি পাণ্ডবাঃ ।
এবমুক্ত্বা ধনুর্ব্যৈব বিনদ্যোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ । ১০
ঈষদ্বীঃ সীদমানস্য বিনদ্যাস্ফালয়ন্ তথা ।
ততঃ প্রত্যাহরন্ বিদ্বান্ দৈন্যেন সীদমান্ । ১১
অব্যগ্রস্তু মহাঃ ব্যূহং ভীষ্মো ব্যূহবিদাংবরঃ ।
মণ্ডলং মকরব্যূহো নানাদেহসমাকুলম্ । ১২
সম্পূর্ণং যোধমুখ্যৈশ্চ তথা শক্তিসমাহিতৈঃ ।
বৃতৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্ । ১৩

একাশীতিতম অধ্যায়।

[সপ্তম দিবসের যুদ্ধে কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের রণভঙ্গ ও পরস্পর নির্য্যাণপূর্ব্বক ভীষ্ম সমর।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার হিতার্থে দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ ভীষ্ম ভীষ্মাকে পুনরায় হর্ষবর্দ্ধনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন।

রাজন্! আমি, দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, সত্যব্রতের পুত্র কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সুবলপুত্র শকুনি, অবন্তিদেশের দুই রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় বীরগণের সহিত রাজা বাহ্লীক, বলবান্ ত্রিগর্ত্তরাজ, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণপুত্র দুঃশলা, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও বিশাল সোদর্য্যগণ পরস্পরক্ষার ভরসা করিয়া রথ, অশ্বারোহীসহ সুদক্ষ হস্তী অবস্থানপূর্ব্বক, গজস্কন্ধ হইতে মহাবলশালী হস্তিরক্ষক গজারোহণ এবং বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী বিবিধ বেশীয় পুরুষগণ পদাতিক সৈন্যগণ পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ করিতে উদ্যত। ১-৬

ইহারা এবং আমার জন্য এমন সৈন্য আছে, যাহারা তোমার জন্য নিজ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। আমার ত' এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, ইহারা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে দেবতাগণকেও জয় করিতে সমর্থ। ৭

রাজন্! আমার পক্ষে সর্ব্বদা তোমার হিতকর ভ্রাতাই থাকা উচিত; সেইজন্য বলিতেছি যে, পাণ্ডবগণকে ত্রিদশ সমর দেবতাগণও জয় করিতে সমর্থ নন্। ৮

রাজেন্দ্র! এদিকে ত' তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, তাহার উপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সহায়, (অতএব ইহা-দিগকে জয় করা অসম্ভব), তথাপি আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার বাক্য পালন করিব। ৯

আমি বা পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে জয় করিব, অথবা পাণ্ডবেরাই আমাকে জয় করিবে—এই কথা বলিয়া ভীষ্ম বিদ্যাবিশারী নামক ধনু ও শক্তিশালিনী ধনুর্জ্যা প্রদান করিলেন। সেই সময় এই ঘোষিত প্রভাবে দুর্য্যোধনের দেহে প্রবিষ্ট বাসনাসমূহ শীতলভাব ধারণ করিয়াই নির্গত হইল এবং আনন্দজনিত ঘর্ম্ম ও জ্বালা কষ্ট হইতে দুর্য্যোধন মুক্ত হইলেন।

অনন্তর নিপুণ প্রত্যাহরণকারী যুদ্ধবিশারদ মহাবীর পরাক্রম-শালী ভীষ্ম ধীর সৈন্যগণের দ্বারা অগ্রেই নানাবেশে পূর্ণ মণ্ডল-নামক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ১০-১২

এই ব্যূহ হস্তী ও পদাতি প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য যোদ্ধৃগণে পরিপূর্ণ ছিল। অনেক হাজার হাজার সৈন্যদ্বারা উহা চারিদিকে আবৃত ছিল। ১৩

অযুতৈর্দশভির্নিত্যং ভরি-ভোজরথানিকৈঃ।
নাগৈঃ নাগৈঃ রথাঃ সপ্ত সপ্ত তাবা রথে রথে। ১৪
অযুতং রথ বাহুনা বাহুনে রথ তাদৃশাঃ।
এষ বৃহো মহারাজ তব সৈন্যঃ মহারথৈঃ। ১৫
দ্বিতীয়ঃ তথা মহতে তীক্ষ্ণেন বৃষি পালিতম্।
ধনাধ্যক্ষো মহারাজ ধনিনাঞ্চ তথৈব চ। ১৬
তথানাযুধযুতঃ চাপি সুরাণ্ড তব কর্মিতাঃ।
চিত্রসেনাদয়ঃ শূরা অত্যায়ত্তং পিতামহম্। ১৭
যজ্ঞায়াণঃ স তৈঃ সূর্যৈর্গোপায়মানঃ তেষ তে।
সজ্জাঃ সমুদ্যতা রাজনস্ত মহারথাঃ। ১৮
দুর্যোধনস্ত সমরে রক্ষিতো রথযাদ্বিতঃ।
ভাতৃভিঃ দ্বিতীয়া ভূতো যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে। ১৯
ততঃ শঙ্খো মহানাসীৎ পুত্রাণাং তব ভারত।
রথনাদশ্চ বিপুলো বাহিত্রাণাঞ্চ নিস্বনঃ। ২০

তীক্ষ্ণ ও ভোজবংশী অযুতসংখ্যক যোদ্ধাদিগের দ্বারাই সদা এই বূহ পূর্ণ ছিল। এক একটি রথীর পশ্চাতে দশ দশটী করিয়া গজ ছিল। এইরূপ এক একটি গজের পশ্চাতে সাত সাত জন করিয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, প্রত্যেক অশ্বারোহীর পশ্চাতে দশজন করিয়া ধনুর্দ্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্দ্ধরের পশ্চাতে দশজন করিয়া ঢাল তরবারিধারী বীর যোদ্ধা ছিল।

মহারাজ! এইরূপ মহারথী বীরগণের দ্বারা বূহরক্ষা হইয়া আপনার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল এবং তীক্ষ্ণ ভোজরাজ ভাতাদের রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে সেখানে দশ হাজার অশ্ব, দশ হাজার হাতী, দশ হাজার রথ এবং আপনার চিত্রসেনাদি বীর পুত্রগণ সকল রাজা রক্ষার নিমিত্ত তীক্ষ্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৩-১৭

এই সব বীরগণে তীক্ষ্ণ রক্ষিত ছিলেন এবং তীক্ষ্ণও আবার পাণ্ডবদের সকলকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেখানে বহু মহারথ রাজা যুদ্ধের জন্য সকলভাবে সজ্জিত হইয়া আছেন—দেখা যাইত। ১৮

দৌর্যোধনিক রাজা দুর্যোধনও বূহমুখে সকলভাবে সকল রক্ষার আয়োজন করিয়া যেরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে তাঁর নিজ প্রভায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ১৯

ভারত! অনন্তর আপনার পুত্রগণের মহান্ সিংহনাদ সব শোনা যাইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে রথ ও বাদ্যযন্ত্রেরও গভীর শব্দ সৃষ্টি হইল। ২০

তীক্ষ্ণ মুখমূলে কৌরবসৈন্যদের পশ্চিমাভিমুখে মুখ করা অবস্থিতিছিল। এই সকলেরই মহাযুদ্ধ দুর্জয় ও শত্রুসংহারক ছিল। ২১

রাজন্! সেই ব্যূহমধ্যে সর্বশেষে এই বূহের অধিপতি পোজ প্রকাশিত হইতেছিল। ইনি শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে দুর্ধর্ষ ছিল। কৌরবদলের অন্যান্য দুর্জয় বলযুদ্ধকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁর সৈন্যগণের জন্য বজ্রব্যূহ নির্মাণ করিলেন।

এইভাবে সৈন্যদের ব্যূহরচনা শেষ হইলে যথাস্থানে স্থাপিত হইয়া রথী ও অশ্বারোহী প্রভৃতি সমস্ত সৈন্যগণই সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তাহার পর প্রথমে করিতে অধিক সমস্ত বীর যোদ্ধারা পরস্পরের যুদ্ধ ক্ষেম করিতে এবং পরস্পরের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া হাঁকডাক করিতে লাগিলেন।

তখন ভোজবংশী বিরাটের দিকে এবং অন্যান্য শিখণ্ডীর দিকে ধাবিত হইলেন। তাহা রাজা দুর্যোধন তাদের উপর আক্রমণ করিলেন।

নকুল ও সহদেব মিলিত ভাবে মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ ইরাবানের উপর আক্রমণ করিলেন।

অন্যান্য সমস্ত মহারথিগণ তখন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন যুদ্ধ মিলন করিতে করিতে ক্রমবর্ধমান

ভীমসেনো রথে রাজন্ হার্দিক্যঃ সত্যবাহনম্।
চিত্রসেনঃ বিবর্তঞ্চ তথা দুর্মর্ষণো বিভুঃ। ২৮
আর্ষ্টিষেণঃ সমরে রাজংস্তব সুতাবুভৌ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষো রথেনাসো বৈদেহঃ রাক্ষসোত্তমম্। ২৯
অভিমন্যুস্তথা বেগেন রথো রথিনং বিপম্।
অলম্বুষস্তথা রাজন্ শ্রুতায়ুধি মুদ্যুধন্। ৩০
শ্রুতকর্মা সমরে ক্রুদ্ধো রাজন্দ্র সহদেবজম্।
দুর্বিষহো রণে রথো বৃষ্টকেতুমযোধয়ৎ। ৩১
জরাসুতশ্চ রাজানং বর্মণ্যুগ্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চেকিতানশ্চ সমরে কৃপমেবাভ্যযোধয়ৎ। ৩২
দেবাঃ প্রতিযযুর্দ্রষ্টুং ভীষ্মমেব মহাব্রতম্।
তথা রাজসমূহাশ্চ পার্থিবর্ষভ সৈন্যয়ম্। ৩৩
শক্তি-তোমর-নারাচ-গদা-পরিঘপাণয়ঃ।
অভ্যর্বোধ্য তূর্ণং ক্রুদ্ধো যার্তে ক্ষিতিবরবীরং। ৩৪

পঞ্চ যাবত সৈন্যানি ধার্তরাষ্ট্রস্য সানুগে:
দৃষ্ট্বানি ব্যূহবিন্যস্তা পাণ্ডবেয়েন মহাত্মনা। ৩৫
যুদ্ধাভিকামান্ শূরাংশ্চ পঞ্চ রথে ব্যবস্থিতান্।
শিখণ্ডিপ্রমুখ সহিতঃ আবৃণ্বি: পঞ্চ কেশব। ৩৬
অহৈতান্ নাশয়িষ্যামি পঞ্চভূতে জনার্দন।
ন হীমে যা: মহেষ্বাস যোদ্ধুকামা বলাভিবে। ৩৭
এবমুক্তঃ তু কৌন্তেয়ো বসুর্ত্যামবদ্বা চ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি নরাধিপগণান্ প্রতি। ৩৮
তেঽপি তং শরবেগাদ্যা: শরবর্ষৈরপূরয়ন্।
তত্রাশ্চর্য বাধিরাজিষ্যা শ্রাবৃষি মোহয়ন্। ৩৯
হায়াকারো মহানাসীৎ তব সৈন্যে বিশাম্পতে।
হাহমানো রণে কৃত্বো নরৈর্ভূ। মহাত্মভি। ৪০
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব গন্ধর্বাশ্চ সহোরগৈঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্ভূ। কৃত্বো তথাগতৌ। ৪১

বিরাহিত করিলেন। রাজন্! শত্রুসংহারী অর্জুনকর্তৃক অভিহত হইয়া সংগ্রামভূমিতে আপনার তিন পুত্র চলিয়া গেল, বিবর্ত ও দুর্মর্ষণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহারথগণ তখন ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলে ভীম আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মনে হইল—যেন তখন তাঁহারা এক সমস্ত সেনার উপর আক্রমণ করিল।

রাজন্! সেই সময় রাক্ষস অলম্বুষ যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রামস্থলে সাত্যকির উপর ক্রোধভরে ধাবিত হইয়া আক্রমণ করিল।

দুর্বিষহো রণস্থলে সমরকারে বৃষ্টকেতুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা জরাসুতের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

চেকিতান সমরে কৃপাচার্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশিষ্ট যোদ্ধারা সমরস্থলে মহাব্রতী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন।

রাজন্ আপনার পক্ষের সেই রাজারা যুদ্ধভূমি সমরস্থলে অর্জুনকে বিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সকলের হাতে শক্তি, তোমর, নারাচ, গদা ও পরিঘ প্রভৃতি ছিল।

রাজন্ পরে অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! দুরাত্মা দুর্যোধনের এই সৈন্যগণকে অবলোকন করুন, যুদ্ধসজ্জায় বিন্যস্তা সকলেরা সকলেরই সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য। ২৫-৩৫

মাধব! যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অবস্থানরত এই সব বীর সৈন্যগণকে বিনাশ করুন। কেশব! আরও দেখুন, রাজপুত্রের সহিত এই শিখণ্ডীরাও যুদ্ধার্থে এখানে উপস্থিত আছেন॥ ৩৬

জনার্দন! যেহেতু! এই যে যোদ্ধারা সমরে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই আপনার সাক্ষাতেই বিনাশ করিব॥ ৩৭

এই কথা বলিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন বীর গাণ্ডীবধনুর জ্যার উপর হস্তসঞ্চালনা করিলেন এবং বিপক্ষীয় নরপতিগণের উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৩৮

যেরূপ বারিবর্ষণশীল মেঘ শরৎকালে জলধারা বর্ষণ করিয়া তৃপ্তিসাধন (তৃষ্ণা দূরীকরিতে) পূর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাধনুর্ধর নরপতিগণও বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেই সংগ্রামে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া থাকিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ মধ্যে মহা-হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখিয়া দেবতা, দেবর্ষি, গন্ধর্ব ও নাগগণের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল॥ ৪১

ততঃ কৃষ্ণোঽর্জুনো রাজন্নৈন্যমধ্যমুপৈয়তুঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম বিজয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪২
শত্রুবৃষ্টিং পতন্ত্যাস্তাং শরৌঘৈরন্তরাদ্রুণৎ।
ন চ তস্যাপ্যবিদ্ধোঽঙ্গমদীর্যদ্ বিপাশ্রয়ে ॥ ৪৩
তেষাং রাজন্ প্রাণাঃ হ্রদানাং বন্যিনাং যথা।
ব্যাপ্যাস্য মিষতঃ সর্বাংস্তাবকান্ পার্থো বিব্যাধ বাহিনি ॥ ৪৪
যে হ্যস্যবামাঃ পার্থস্য তীক্ষ্ণাঃ শান্তনবং যযুঃ।

যথারে যজ্ঞযানাস্তাঃ তীক্ষ্ণাঃ সোমোঽভবৎ তথা ॥ ৪৫
আপতন্তিস্ত কৌন্তেয় প্রেষ্যৈঃ তাবকৈঃ বলম্।
সমূমুহে মহারাজ বাতৈরিব মহার্ণবঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তদশদিবসে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

রাজন্! তখন অর্জুন দৃষ্টিপাত করিয়া শত্রুসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় আমরা সকলে অর্জুনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৪২

তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শত্রুগণের হস্ত-বিমুক্ত শরবর্ষণকে নিবারণ করিলেন। মহারাজ! সেই সময় সেখানে এমন কোন যোদ্ধাই ছিলেন না, যিনি তাঁহার বাণে শর-বিদ্ধ হন নাই ॥ ৪৩

আর্য! বৃষ্টিধারার ন্যায় সেই সমস্ত বাণধারা যখন এবং যত ও বিভিন্নদেহে যখন বাহিনীর দুই দুই বাণ এবং

বাণাঘাতে ভিন্ন ভিন্ন বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

অর্জুনের বাণে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সকলে শান্তনুনন্দন ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ বিপক্ষগণ সৈন্যের পক্ষে ভীষ্ম সোম (আহার)-স্বরূপ হইলেন ॥ ৪৫

মহারাজ! পাণ্ডবগণের আক্রমণে আপনার সৈন্যের মুখ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন সেই সৈন্যবাহিনী প্রভঞ্জনাহত বেগে সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের সপ্তদশদিবসের যুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণাদ্ অর্জুনের যুদ্ধঃ বিরাট কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, দ্রোণাচার্যেণ সহ বিরাটস্য সংগ্রামঃ, বিরাটপুত্র-বধশ্চ বিলাপঃ, বিরাটেন সহাধ্বশ্বত্থামো যুদ্ধম্, সাত্যকিনাকুলযুধ্যতা পলায়নম্, যুধিষ্ঠিরেণ দুর্যোধনস্য পরাজয়ঃ, ভীমসেনেন সহ কৃতবর্মণঃ সঙ্গরশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা প্রযুধ্যমানেষু তাবকেষু পরেষু চ।
তত্রেষু চাপি বীরেষু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১
ভূতাদাদে ততো বৃদ্ধিঃ সাগরপ্রতিমে তব।
প্রাদুষ্যন্তে চ বাজেয়ে বহিত্র বিজয়ং প্রতি ॥ ২

দৃষ্ট্বা দুর্যোধনো রাজা রণে পার্থস্য বিক্রমম্।
ত্বরমাণঃ সমভ্যেত্য সর্বানীকান্যচোদয়ৎ ॥ ৩
ইত্যেবং তু প্রযুধ্যন্তে পুনঃ পুনরথাপরম্।
মধ্যে সর্বস্য সৈন্যস্য তুমুলং সংপ্রবর্তিত ॥ ৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[ঐরক ও অর্জুনের সহ কৌরবসৈন্যগণের যুদ্ধারম্ভ করিলে পলায়ন, দ্রোণাচার্য ও বিরাটের যুদ্ধ, বিরাটপুত্র শঙ্খের নিধন, শিখণ্ডী ও অশ্বত্থামার যুদ্ধ, সাত্যকিসহিত অলম্বুষের পলায়ন, যুধিষ্ঠির সহিত দুর্যোধনের পলায়ন এবং ভীমসেন ও কৃতবর্মার যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া দুর্যোধন পুনঃ হইতে পুনঃ পলায়ন করিলেন এবং পলায়ন করিয়া সেনাগণকে তখন ফিরা পলায়ন করিলেন ॥ ১

আপনার সমুদ্রতুল্য বিশালবাহিনীর মধ্যে পরিবর্তন ঘোরের সঞ্চার হইল। সেই সময় পলায়মান ভীত পরিত্রাণার্থিনে অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২

রাজা দুর্যোধন পলায়নে অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া রাজগণকে বিজয়ে যাইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে বলিলেন ॥ ৩

সেই সংঘর্ষিতকালের সমুদ্রে সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে বীর মহারথ যুদ্ধপরায়ণ পরিণত হইয়া প্রলয় করিতে থাকিতে দুর্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৪

এষ ভীষ্মঃ শান্তনবো যোদ্ধ কামো বনস্পতিঃ।
সর্বাস্ত্রজ্ঞো মূলমেষোঽস্ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ ॥ ৪
অয় প্রযান্তং বলে বীরঃ সর্বসৈন্যেন ভারত।
সংবৃতাঃ সময়ে সর্বে পালয়ন্তঃ পিতামহম্ ॥ ৬
বাহয়িত্বোদ্যতান্ বৃ ভারতীকানি সর্বশঃ।
মহেষ্বাসাঃ মহারাজ সমাজগ্মুঃ পিতামহম্ ॥ ৭
ততঃ প্রযান্তং সহসা ভীষ্মং শান্তনবোঽর্জুনম্।
রথে কাঞ্চনতালাঙ্কমাসসাদ মহাবলঃ ॥ ৮
মহাসেনাসমূহেন ভীষ্মসেনাপতেস্তদা।
মহতা মেঘনাদেন হৃষ্যন্তীবিবাহতাঃ ॥ ৯
সময়ে সর্বসৈন্যানামুদীক্ষ্য ধ্বজমুত্তমম্।
অভবৎ তুমুলো নাদঃ তস্য দৃষ্ট্বা কিরীটিনম্ ॥ ১০
অতীব্যুহন্তং তৃতীয়ং দৃষ্ট্বাদিত্যমিবোদয়ম্।
ব্যবস্থিতাঃ সমাঃ সর্বে ন যেতুঃ প্রতিযোধিতুম্ ॥ ১১

তথা শান্তনবং ভীষ্মং যেতারং যেতৃষাং বরম্।
ন যেতুঃ পাণ্ডবা দৃষ্ট্বা যেতৃ শ্রেষ্ঠমিবোদ্যতম্ ॥ ১২
ন সর্বৈঃ পরিবর্তন্তির্মর্মৈঃ সুব্যবস্থিতৈঃ।
আবৃতিঃ সমপদ্যেত তথাতিষ্ঠন্ মহারথঃ ॥ ১৩
তারয়ন্তস্ত সময়ে যত্তাঃ বিবাধ পত্রিণা।
আয়ঃ চাস্য শরৈর্ঘোরৈ র্যুগপচ্চৈকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৪
ততশ্চাস্য মহেষ্বাসঃ বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অন্তরান্তে যেমেন মহতীরসৃজং দৃঢ়ম্ ॥ ১৫
শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ জ্বলিতান্ পন্নগানিব।
দ্রোণঃ ত্রিভিশ্চ বিব্যাধ চতুর্ভিশ্চাস্য বাহিনঃ ॥ ১৬
অন্তরেণেব বিব্যাধ সাদিনঃ চাস্য সপ্তভিঃ।
ধ্বজমেকেন বিব্যাধ সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ ॥ ১৭
ততস্তে কবুপাবিব্যাং তমাচার্যমুদ্যতম্ বিরথম্ ॥
অস্ত্র মোঘোঽবধীদ্বাণঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥
অষ্টাভির্নিশিতাগ্রৈশ্চ পুনরেকেন পত্রিণা ॥ ১৮

ধীরবর! এই পাণ্ডবপক্ষীয় ভীষ্ম যাঁর জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সর্বোদ্যোগের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৪

সমস্ত সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আমার বীর পিতামহ অস্ত্রবলজ্ঞ ভীষ্মকে আপনারা সকলে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন ॥ ৫

মহারাজ! "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া সমস্ত মহারথিগণের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনী পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন ॥ ৬

তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধকরিতে সজ্জা অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভারতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে আসিতে দেখিয়া মহাবল অর্জুন তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ৮

তিনি যে রথে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই রথ অতিশয় প্রশংসিত ছিল। তাহাতে শ্বেতবর্ণের বিশাল অশ্বসমূহ যোজিত ছিল। তাহার উপর তালের চিহ্নযুক্ত ধ্বজ উড্ডীয়মান ছিল এবং এই রথের চক্রশব্দসমূহ মেঘের ন্যায় গম্ভীর ছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জুনকে যুদ্ধের নিকট আসিতে দেখিয়াই তখন সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১০

হস্তে অস্ত্র লইয়া রথে বসিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ভীষ্মকে রণস্থলে উপস্থিত হইতে দেখিয়া কোনও যোদ্ধা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভ করিতেই পারিলেন না ॥ ১১

এই রূপ শ্বেতঅশ্বযুক্ত ও শ্বেতবর্ণের মহাপ্রাকৃতিক শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে শ্বেত মেঘের ন্যায় উদিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণ তাঁহার নিকট আসিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১২

মহাত্মা তিনজন বীর অর্জুন, ভীম ও অন্যান্য মহারথী বীরগণের সহিত উপস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৩

অনন্তর বিরাট সৈন্যাধ্যক্ষ মহারাজ বিরাটের সহিত যুদ্ধ করিতে এক বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে ধ্বজ ও আর এক বাণে তাঁহার রথ ছিন্ন করিলেন ॥ ১৪

সেনাপতি বিরাট সেই ছিন্ন রথ পরিত্যাগ করিয়া হস্তে অন্য একটী মুদ্গর গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁর বধ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ১৫

তিনি সেই রথ যাহা প্রকৃষ্টরূপে সর্পবিষতুল্য বিষাক্ত বাণাবলিদ্বারা বাণ বিদ্ধ করিয়া ছিন্ন বাণে দ্রোণাচার্য্যকে এবং চারি বাণে তাঁহার অশ্বসমূহকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

পুনরায় এক বাণে ধ্বজ, পাঁচ বাণে সারথি ও এক বাণে পুনঃ বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে বিরাটের দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১৭

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য তীক্ষ্ণ বাণে বিরাটের অশ্বসমূহকে এবং এক বাণে সারথিকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৮

স হতাশ্বেরথমুক্ত্য ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং সুব্রতস্য রথিনাং বরঃ। ১৯
ততস্তু তৌ পিতাপুত্রৌ তাম্রবাহ্নঃ রথে স্থিতৌ।
বহুধা শরবর্ষেণ বারয়ামাসতুর্বলাৎ। ২০
তাম্রবাহস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরমাশীবিষোপমম্।
নিক্ষেপ সমরে তূর্ণং শল্যং প্রতি অরেরপি। ২১
স তস্য ত্বরয়া ছিত্বা পীতা শোণিতমাহবে।
জগাম ধরণীং বাণো লোহিতার্দ্রবিভূষণঃ। ২২
স শল্যস্য রথে তূর্ণং তাম্রবাহশরাহতঃ।
মহেষ্বাসঃ পরাংশ্চৈব পিতুস্তে সমীপগঃ। ২৩
হতং তমাত্মজং দৃষ্ট্বা বিরাটঃ প্রাহরদ্ ভৃশম্।
উৎসৃজ্য সমরে রোষং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্। ২৪
তাম্রবাহস্ততস্তূর্ণং পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
বারয়ামাস সমরে শরৌঘৈরুগ্রবেগবান্। ২৫
শিখণ্ডী তু মহারাজ দ্রৌণিমাসাদ্য সংযুগে।
আজঘান ত্রিভির্বাণৈর্ললাটে রথিনাং বরঃ। ২৬
স তদা রুধিরাদ্রেণ ললাটেন সুবিস্মিতঃ।
নিষসাদ রথোপস্থে কাঞ্চনধ্বজসন্নিভঃ। ২৭
অথাশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধো নিমেষার্দ্ধাদ্বিধন্নিব।
শরং সূর্যময়ং ঘোরমুরগস্থমবাসৃজৎ। ২৮
শরৈর্বহুভিরাচ্ছিদ্য পাঞ্চালানাং মহদ্বলম্।
স হতাশ্বান্ রথান্ কৃত্বা রথাদ্ বৈ রথিনাং বরঃ। ২৯
অমর্ষাদায় সুমহৎ বিনদন্ ঘোরমাহবে।
ভেজয়ন্ বাচমুগ্রাং ক্রুদ্ধঃ শিখণ্ডী শত্রুতাপনঃ। ৩০
সমরঞ্চক্র মহারাজ চরন্তত্ত্ব সংযুগে।
নাস্তরং দদৃশে দ্রৌণিস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ। ৩১
ততঃ শরসহস্রাণি ধনূংষি তরতর্ষভ।
প্রেষয়ামাস সমরে দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ। ৩২
তামাপতন্তীং সমরে শরবৃষ্টিং সুবাক্পাদ্।
অর্দিনা ভীষ্মঘাতেন চিচ্ছেদ্য বলিনাং বরঃ। ৩৩

সাধি ও অশ্ব বিহত হইলে রথিশ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিরাট অমনি রথ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বীর পুত্রের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ১৯

তাহার পিতা পুত্র উভয়ে একই রথে উপবিষ্ট হইয়া প্রচুর বাণবর্ষণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। ২০

অনন্তর! তখন দ্রোণাচার্য্য কুপিত হইয়া সমরাঙ্গনে বিপক্ষ সর্প-তুল্য একটী ভয়ের বাণ অমনি শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২১

এই বাণ শল্যের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তপান করত বেগভরে ভূতলে প্রবেশ করিল। এই বাণের ভেদ হেতু শল্য হইতে খাই হইয়া লোহিত বর্ণ হইয়াছিল। ২২

দ্রোণাচার্য্যের বাণে আহত হইয়া শল্য পিতা বিরাটের নিকটেই রথমধ্যে পরিত্রাণ করিয়া ভয়বশতঃ ভূতলে পতিত হইলেন। ২৩

বিপক্ষ সৈন্যের নিকট হইতে দেখিয়া যুদ্ধ বিশারদী রাজার ক্রোধ তখনই দ্রোণাচার্য্যের সমরস্থলে পরিহার করিয়া বিরাট আত্মজকে পলায়ন করিলেন। ২৪

তখন দ্রোণাচার্য্য সংগ্রাম-ভূমিতে অমনি ভয়বশতঃ পাঞ্চালদের বিশাল বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। মহাতেজা শত শত সহস্র সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল। ২৫

মহারাজ! অপর দিকে শিখণ্ডী যুদ্ধভূমিতে অশ্বত্থামার নিকটে যাইয়া তিনটী শিতধারী বাণদ্বারা তাঁহার ললাটের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন। ২৬

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ললাটে সংলগ্ন সেই তিনটী বাণের দ্বারা তিনটী উচ্চ পূর্ব্বশিখরে যুক্ত সোনালীরঙ্গের পতাকা পাইতে লাগিলেন। ২৭

রাজন্! অনন্তর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা অর্দ্ধ নিমেষের মধ্যেই এক বাণে শিখণ্ডীর রথ, সারথি, অশ্বগণ ও আয়ুধসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন ধূলাসাৎ করিলেন।

ভবিষ্যদ্রাজা পাঞ্চালরাজী শিখণ্ডী অশ্ব বিহত হইলে সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ ও বিষম বলশালি এবং বাম হাতে দারুণ ক্রুদ্ধভাবে সোনা পতাকা যুক্ত চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৮-৩০

মহারাজ! তাহাতে সমরে যুদ্ধ বিশারদী শিখণ্ডীর আর কোন ছিদ্র অশ্বত্থামা দেখিতে পাইলেন না। ইহা দেখে যুদ্ধস্থল এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অতি ক্রোধভরে অশ্বত্থামা সমরাঙ্গনে শিখণ্ডীর উপর ভয়ের বাণ ত্যাগ করিলেন। ৩২

বলবান্ত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী সমরক্ষেত্রে নিজের উপর পতিত অতিশয় ভয়ের বাণসমূহকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৩৩

অথোদ্যম্য বিয়ৎসঃ দ্রৌণিঃ শস্ত্রচক্রং ঘনোপমম্।
চর্মাক্ষিনবসিং চাস্য খড়্গমাদায় সত্বরে ॥ ৩৫
শিবৈষ্ব বহুশো রাজন্ত্রক বিধ্যায় পত্রিভিঃ।
শিবতী তু তত্তঃ তস্য পতিত্বঃ ছেদ সাহসৈকঃ ॥ ৩৬
আবিধ্য বাহুদণ্ডং তুর্ণা জলদস্বনিব পরম্।
তত্যাপতন্তং সহসা কালোনলসমপ্রভম্ ॥ ৩৭
চিচ্ছেদ সত্বরে দ্রৌণির্ধর্মজ্ঞ পাণিনাযতম্।
শিবতিনক বিধ্যায় শরৈরষ্টিভিরাশুগৈঃ ॥ ৩৮
শিবতী তু তুলঃ রাজংস্তাত্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
আলরোহ রথং তুর্ণং হয়রত্ন মহাত্মনঃ ॥ ৩৯
সাত্যকিস্তাপি সঙ্ক্রুদ্ধো রাজন্ কুরুবাহবে।
অসম্ভ্রমং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিধ্যায় বলিনাং বরঃ ॥ ৩৯
রাজেন্দ্রজরতস্তস্য বহুশিক্ষোহ্য ভারত।
অর্ধচন্দ্রেণ সমরে তস্য বিধ্যায় সাহসৈকঃ ॥ ৪০

মাত্রাঞ্চ রাজ্ঞীঃ কৃষ্ণা সমরেষ্বেষমাকিরৎ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শৈনেয়স্য পরাক্রমম্ ॥ ৪১
অসম্ভ্রমস্য সমরে ধনুষানঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ঐন্দ্রমস্ত্রং ব্যধেত্তো যোদয়ামাস ভারত ॥ ৪২
বিজ্ঞায় তদ্ধনুপ্রাণ্ডঃ মাধবেন মহাত্মনা
তত্ত্বঃ ভস্মসাৎ কৃত্বা মাত্রাঃ তাং রাজ্ঞীং তথা ॥ ৪৩
অলম্বুষঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবিধ্যত সাত্যকিম্।
সমরে বাহিনীমাত্রে প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ৪৪
তং তথা পীড়িতং দৃষ্ট্বা মাধবেন মহাত্মনা।
প্রদ্রুতায় ততস্তস্মৈ সাত্যকিমাধবে ॥ ৪৫
তমন্তকং রাক্ষসেন্দ্রং দণ্ডো যমবতা যথা।
শৈনেয়ঃ প্রাণহরিণা যোধানাং তব পশ্যতাম্ ॥ ৪৬
তমন্তং আবতাংস্তাপি সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
নিনিষৈর্নিশিতৈর্বাণৈস্তেজোবন্ত তমাদিশৎ ॥ ৪৭

তখন অশ্বত্থামা সত্ত চন্দ্রাকারবিশিষ্ট তুণোত্তির শিবতীর পরম তুল্য চাপ ও নিশিত তরবারিকে তুচ্ছ করত করত করিয়া ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৫

রাজন্! তাহার পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শিবতীকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা অস্ত্রসমূহের আঘাতে ক্ষতের সেই তরবারিকে শিবতী সমরে ঘুরাইয়া অতিবেগে তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই তরবারি তখন প্রলয়কালীন অগ্নিসূর্য জ্যোতী সেই তরবারিকে অশ্বত্থামা বীয় হস্তলাঘবে দেখাইয়া সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিন লৌহময় বাণের দ্বারা শিবতীকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৬-৩৭

রাজন্! অশ্বত্থামার তীক্ষ্ণবাণে শিবতী ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবিলম্বে মহারথ সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন। ৩৮

এদিকে বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকিও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সংগ্রামভূমিতে তাঁহার অশ্বত্থামার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৩৯

রাজন্! তখন রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ভ্রাতাকে অর্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা সাত্যকির ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং শর শর নিক্ষেপ করিয়া সাত্যকিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ৪০

তাহার পর সে রাক্ষসী মায়া বিস্তার করিয়া তাঁহার উপর প্রভূত বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সময় আমরা সাত্যকির অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। ৪১

রাজন্! তিনি সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত হইলেও বিচলিত হন নাই। সেই ঘনঘটা বহুলক্ষণ সাত্যকি অর্জুনের নিকট হইতে যে অস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সেই ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন।

তখন সেই বিদ্যার উক্ত রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া অলম্বুষের উপর শর সমূহ বাণ সেইরূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ৪২-৪৪

মহাত্মা মাধবী সাত্যকি কর্তৃক এইভাবে পীড়িত হইতে থাকিলে সেই রাক্ষস অলম্বুষ তখন সাত্যকিকে যুদ্ধস্থলে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৪৫

যাহাকে ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন্ না, সেই রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে আপনার যোদ্ধাগণের সাক্ষাতেই পরাজিত করিয়া সাত্যকি শিবিরে করিতে লাগিলেন। ৪৬

আপনার পক্ষীয়দিগকে সাত্যকি বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে আঘাত করত যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার তখন শীঘ্রতা সকল যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিল। ৪৭

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ভূ ক্রুদ্ধস্যাত্মজো বলী।
দৃষ্ট্বাগ্রে মহারাজ পুত্রং তব জনেশ্বরম্। ৪৮
তাবন্তাবন্তমাত্রৈস্তৈঃ শাস্তনবধিভিঃ।
স তাভ্যাবন্যো বিশিখৈর্ভীষ্মেণ ভারত। ৪৯
বিব্যাধ চ চ রাজেন্দ্র তব পুত্রো জনেশ্বর।
দৃষ্ট্বাস্ত্রং সমরে তূর্ণং বিব্যাধ পত্রিভিঃ। ৫০
ছিত্ত্বা চ ত্রিবেণুং তৈব তদ্ধনুশ্চিত্বাত্তবং।
তস্য সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো বজ্রস্পর্শেন বাণিন। ৫১
ভল্লাভ্যাং চক্ষুষঃ পীত্বা নিজঘান মহাবলঃ।
সারথৈশ্চৈব তুরগৈর্বিব্যাধ বিবিধৈঃ শরৈঃ। ৫২
স ভগ্নধনুষাবাস্ত্রমাদত্তা হ্যাশু বলী।
পরাশিরসিমুদ্যম্য প্রাদ্রবৎ পার্থিবং প্রতি। ৫৩
শকুনিস্তং সমভ্যেত্য রাজপুত্রী মহাবলঃ।
রাজানং সর্বসৈন্যস্য ত্বমস্যারোপয়ৎ স্বকম্। ৫৪

তত্রো নৃপঃ পরাজিত্য পার্থিবঃ পার্থিবান্।
তস্থৌ সংস্থাপ্য তৈন্যং যত্নবাণিবিনাশনম্। ৫৫
কৃতবর্মা রথে ভীষ্মং সর্বৈর্যত্নৈরুপারক্ষৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ চ তং মহাবেগো রবিং যথা। ৫৬
ততঃ প্রবৃত্তে সমরে ভীষ্মস্যেন্দ্রস্য পশ্যতঃ।
প্রেক্ষাবাসে সংক্ষুব্ধে লোকান্ কৃত্বর্ষণে। ৫৭
বৈর্ণয়ানো হিতঃ শান্তঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
নাকম্পত মহারাজ ভীষ্মঃ শান্তনবঃ শরৈঃ। ৫৮
তস্যাস্যোৎক্ষুরো যথা ভীষ্মস্যেব মহাত্মনঃ।
সংবিধিঃ পাত্রয়ামাস সমন্তং যুগমিত্রকম্। ৫৯
সর্বৈর্বধবিধৈস্তেন সাধিতৈঃ পরবীরহা।
শকলীকৃত সর্বাঙ্গো হতাশঃ প্রত্যদৃশ্যত। ৬০
হতাশস্ত তত্রস্থঃ সুবলস্য বধং মনো।
সমালক্ষ্য তে মহারাজ তব পুত্রস্য সত্তমঃ। ৬১

অতঃপরে মহারথী হৃদয়বধ্য ভোজের ভীষ্মসেনকে ভীষ্ম বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং মহাবেগ যেরূপ সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১৯

তখন শত্রুসন্তাপক ভীষ্মসেন যুদ্ধে হাস্য করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্মার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৬০

মহারাজ! সেই বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও অবিচলিত এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতী বিচলিত হইলেন না। তিনি পুনরায় ভীষ্মসেনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৬৮

তখন মহারথ ভীষ্মসেন তাঁহার চারিটি অশ্বকে বধ করিয়া সুসজ্জিত রথকেও ক্ষেপ করত কৃপাচার্যের করিলেন। ৬৯

তাহার পর শত্রুতাপন ভীষ্মসেন ধনুর্বিদ্ধ বাণের দ্বারা কৃতবর্মার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তাঁহার অঙ্গ পূর্বেই বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার সকল অঙ্গই ভীষ্মসেনের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিবাহ ক্ষেত্র যাইল। ৬০

মহারাজ! তখন অস্ত্র বিহীন হইয়া তাঁহাকে কৃতবর্মা আপনার পুত্রের সম্মুখেই নিজের সম্মুখে রথের মধ্যে নিয়া আরোহণ করিলেন। ৬১

মহারাজ! এই সময় ভোজের বলবান্ পুত্র ভীষ্মের আক্রমণের পুত্র রাজা দুর্যোধনকে সেনাগণ-সমূহে রাখিয়া বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

তখনকার: তাবন্তা: তাবন্তৈ: ভীষ্মের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও আপনার পুত্র দুর্যোধনের মনে কোন ব্যথা হইল না। তিনি যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে দশটী তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

আর্য! সেই সময় মহারথ শান্তনু সেনাপতি ভীষ্মকে দুঃখিত হইয়া দুর্যোধনের রথ ক্ষেপ করিলেন এবং অতি শীঘ্র তাঁহার চারিটী অশ্বকে বধ করিলেন। তাহার পর অশ্বকে তীক্ষ্ণ সাতটী বাণদ্বারা সারথির সহিত দুর্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন। ৬৮-৫৭

আর বিরথ হইয়া বলবান্ মহারাজ দুর্যোধন বীর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং তরবারি উত্তোলিত করিয়া ভীষ্মের দিকে বেগে ছুটিয়াই দৌড়াইতে লাগিলেন। ৫৮

সেই সময় মহাবল শকুনি, যিনি রাজাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি নিকটে আসিয়া জগতের অধিপতি দুর্যোধনকে নীয় রথে আরোহণ করাইলেন। ৫৯

তখন শত্রুবীরহন্তা ভীষ্ম রাজা দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়া আপনার সৈন্যদলকে সেইরূপ বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৬০

ভীষ্মস্যোপি সাত্যকেরস্য সৈন্যপ্রমর্দনম্।
নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো গজানীকমিবাম্বুজঃ। ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভৈরবে
ষাষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ। ৬২

ভীষ্মও সাত্যকির সৈন্যসংহার করিতে লাগিলেন। ৬৯

এদিকে ভীষ্মকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্য দলিত হইয়া পলায়নের উপক্রম করিলে

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি যেখানে ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়াছ, সেখানে সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ করিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে চেষ্টা কর। ১-৩

অর্জুন বলিলেন,—কেশব! আমি ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তিনি আমার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন। ৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধনঞ্জয়! তুমি ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু তিনি তোমার সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিতেছেন, ইহা আমি দেখিতেছি। তুমি ভীষ্মকে বধ করিতে না পারিলে আমাদের জয়লাভের আশা নাই। ৫

ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতেছেন, তুমি ইহার প্রতিবিধান কর। ৬

ভীষ্ম যে ভাবে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আমার মনে হয়, তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ করিতে সমর্থ। ৭

যুদ্ধে যুক্তবিদাং লোকানিচ্ছন্তো মনুজাধিপাঃ।
ভমুঃ বিমাত্র দুর্যাত্তে নিত্যং সর্বপরাক্রমাঃ ॥ ১০
পুনরেব তু মহারাজ প্রাবর্তত জবন্যতঃ।
তং তমেবজনা হৃষ্টা দৃষ্টু যোদ্ধুমুপাগমন্ ॥ ১১
আবন্ত্যৌ তু মহেষ্বাসৌ মহাসেনৌ মহাবলৌ।
ইরাবন্তমধিপ্রেক্ষ্য সমেয়াতাং হয়োত্তমৌ ॥ ১২
তেষাং প্রবৃত্তে যুদ্ধে সুমহদ্রোমহর্ষণম্।
ইরাবাংস্তু সুসংক্রুদ্ধো আবন্ত্যৌ সমকম্পিতৌ ॥ ১৩
বিব্যাধ নিশিতৈঃ শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
আবন্ত্যৌ প্রত্যবিধ্যেতাং সমরে চিত্রযোধিনৌ ॥ ১৪
ভূয়ায়াঃ হি কথা হ্যত্র বিশেষো ন ব্যদৃশ্যত।
ঘনয়ত্তাং সজলাভাং কৃতপ্রতিকৃতৈষিণাম্ ॥ ১৫
ইরাবাংস্তু ততো রাজন্নসিচর্মধনুর্বরঃ।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানস্যতে বলসংযুতঃ ॥ ১৬

তন্নাস্যাস্ত সুসংক্রুদ্ধাঃ বন্ধুঃ কেতুক মাহিষ।
ভিত্ত্বেব সমরে রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৭
অশ্বানুপরিবিন্যস্য হতং বিপ্লুত্য বৈরিণঃ।
খড়্গমুদ্যম্য সংক্রুদ্ধঃ তাবেবাভ্যদ্রবদ্বলী ॥ ১৮
আবন্ত্যৌ রথে বীরাবন্যে চ রথিনাং বরৌ।
ভূয়ায়ং যুযুধাতে তৌ বিনিঘ্নন্তাবরিন্দমৌ ॥ ১৯
তয়োঃ যুদ্ধং মহদাসীদ্দেবাসুরমিবাভবৎ।
নিঘ্নতোরন্যমন্যং শ্লাঘমানয়োরমর্ষণৌ ॥ ২০
ইরাবান্ তু রথে ক্রুদ্ধো আবন্ত্যৌ যৌ মহারথৌ।
ধর্ষয়ন্ সমরে শূরানি চাস্যপাশয়ৎ ॥ ২১
অধিরুহ্য পরিঘৌ ভূমৌ সমরমূর্ধনি তু সমরৌ।
ইদং প্রহরমাণৌ তৌ সমুদ্যতধনুর্বরৌ ॥ ২২
যৌ স জিত্বা মহারাজ নাগরাজসুতাস্তুতঃ।
লোকস্য যাতনা ঘোরা তয়োরন্ত ন যা হতৌ ॥ ২৩

এই সময় কুরুবিজয় দুর্যোধন বিপক্ষ সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে অভিলাষী হইয়া পঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া পঞ্চালেরাও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। ১৩

মহারাজ! সেই দিন পূর্বাহ্ণকালে অভিমন্যু অসম্ভব ব্যাপার করিয়াছিল। আমরা এবারতির যেরূপ-দর্শন-প্রভাবসম্পন্ন বহু অদ্ভুত যুদ্ধের সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। ১৪

অবন্তীদেশের মহারথদ্বয়, মহাবল ও বিন্দ অনুবিন্দ ইরাবানের ভগিনীপুত্র ভাতৃদ্বয় বিপক্ষ অভিমন্যু যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে সমুদ্যত ধনুর্ধর ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ১৫

এই দিন বীরের সেই যুদ্ধ অত্যন্ত লোমহর্ষণকারী ছিল। ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগণের সহিত তাহাদের দিকে ও সমুদ্যত এই দুই ভ্রাতাকে আবন্ত্যদ্বয়কে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অভিহত করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও উহাকে সমরক্ষেত্রে বিদ্ধ করিতে ত্রুটি করিলেন না, সুতরাং ইরাবান্ ইরাবান্‌কে বধ করিতে লাগিলেন। ১৬-১৮

রাজন্! উহাদিগের সেনাগণই নিজ নিজ পক্ষদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্তমন হইল। তাঁহারা সকলেই পরস্পরের প্রতি অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইল, সুতরাং তাহার মধ্যে তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দৃষ্ট হইতেছিল না। ১৯

মহারাজ! সেই সময় ইরাবান্ নিজ চারিটী বাণের দ্বারা অভিমন্যুর চারিটী অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ২০

তখন অভিমন্যু হাস্য করিয়া খড়্গ লইয়া সেই অশ্ব হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইরাবানের রথে আরোহণ করিলেন। ২১

তখন তিনি নিজ রথ পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষ রথে গিয়া আরোহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইরাবানের সর্বাঙ্গের একটী অদ্ভুতরূপ যন্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

ইরাবানের মনে হইল এই দুই অবন্তীদেশের বীর যখন একই রথে উপবিষ্ট থাকিয়া অধিকক্ষণ অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধ করিবে তখন আমাদের উভয় সৈন্যকেই বধ করিতে সমর্থ হইবে। ২৩

এই ভাবিয়া বীরের নিকট অবস্থানকারী স্বকীয় সৈন্যসমূহ সমরক্ষেত্রের সহিত উপস্থিত হইয়া অবন্তীদেশের আক্রান্ত করিয়া ফেলিল। ২৪

তখন ইরাবানের সৈন্যদের ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বীর দুই ভ্রাতার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের সারথিকে ভূপাতিত করিল। ২৫

সারথি প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে সেই রথের অশ্বগণ বিশেষরূপে বিচার করা অভিজ্ঞ বিধা চৌদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ২৬

মহারাজ! ইরাবান্ নাগরাজকন্যা উলূপীর পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ ও অভিমন্যুর সমাধিত করিয়া বীর যুদ্ধার্থ দেবতাদের দেবতাদের অভিমন্যুর আগমন ইচ্ছাবিষয়ে সংবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৭

সা ব্যবর্ধত সমরে ভার্গবাস্ত্রী মহাত্মনঃ।
যেষাং ধ্বজবিধাংশ্চক্রে বিঃ শৈলের ভারত॥ ২৩
হৈড়িম্বো রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভগদত্তঃ সহাত্মবান্।
মধ্যমাহিত্যবর্মেণি সজ্জয়েন মহারথঃ॥ ২৪
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা নাগরাজং সমাস্থিতঃ।
যথা বজ্রধরঃ পূর্বং সংগ্রামে তারকাময়ে॥ ২৫
তস্য সেবাঃ সংবৃতা বভূবুশ্চ সমাগতাঃ।
বিদেহা ন স বিবিদুর্হৈড়িম্ব-ভগদত্তয়োঃ॥ ২৬
যথা সুরপতিঃ শক্রস্ত্রাসয়ামাস দানবান্।
তথৈব সমরে রাজা ত্রাসয়ামাস পাণ্ডবান্॥ ২৭
যেন বিস্ফোটমাপাদ্য পাণ্ডবাঃ সর্বতো দিশম্।
ত্রাসাদ্ বাহাংশ্চ সঙ্গুহ্য যোধনীকেষু ভারত॥ ২৮
হৈড়িম্বেনি হতঃ তু ভগদত্তায় ভারত।
সেবা বিনদতো ঘূর্ণা প্রাদ্রবন্ত দ্রবাতঃ॥ ২৯

বিদ্রবেষু তু সর্বেষু পাণ্ডবানাং পুনঃ সৈন্যেষু ভারত।
আসীদ্বিনাশয়ন্তো যোধস্য হৈড়িম্ব সংযুগে॥ ৩০
ঘটোৎকচস্তদা রাজন্ ভগদত্তং মহাবলম্।
শরৈঃ সন্নাদয়ামাস মেঘঃ শিলিলবিন্দুভিঃ॥ ৩১
বিদ্রবা তান্ সমস্তান্ রাজা রাক্ষসস্য ধনুশ্চ্যুতান্।
হৈড়িম্বেনি রণে দৃষ্ট্বা সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ॥ ৩২
স তান্ত্রাসয়ন্ বহুভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
ন বিব্যথে রাক্ষসেন্দ্রো নিত্যবান্ হৈড়িম্বঃ॥ ৩৩
তস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরাংশ্চ চতুর্দশ।
প্রেষয়ামাস সমরে তানিন্দ্রেণ্ড ন রাক্ষসঃ॥ ৩৪
স তানাপতিতান্ দৃষ্ট্বা মহাবাহুর্মহাবলম্।
নিশিতৈঃ শরৈঃ
তথৈবাশ্ব বিধাবে সপ্তভা তত্তপত্তিভিঃ॥ ৩৬
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা ক্রুদ্ধস্তস্মিন্ ভারত।
তস্যাশ্বানস্তরঃ সংখ্যে পাতয়ামাস সায়কৈঃ॥ ৩৭

প্রাগ্‌জ্যোতিষ হৈড়িম্বকে বধ করিয়া আমাদের বিপক্ষ সৈন্যগণের বিনাশসাধন করিতে লাগিল। ২৯

অনন্তর ঘটোৎকচ মহাবল ভগদত্তের সুপ্রতীক নামক মেঘসদৃশ ও মদমত্ত হস্তীর সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৩০

যেরূপ পুরাকালে তারকাময় সংগ্রামের সময় বজ্রধারী ইন্দ্র ঐরাবতনামক হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ এই মহামনা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি রাজা ভগদত্ত এক গজরাজে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন। ৩১

তখন সেনাগণ যুদ্ধ দেখিবার জন্য সমবেত হইল, সকল এবং অর্জুন ঘটোৎকচ ও ভগদত্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। ৩২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ভীত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগদত্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে ভীত করিয়া তাহাদিগকে পলায়ন করাইতে লাগিলেন। ৩৩

ভারত! তখন বর্ষণ নিবারিত হইলে পাণ্ডবসৈন্যগণ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে করিতে বিপক্ষের অন্য আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে পারিল না। ৩৪

হে ভারত! সেই সময় সেখানে আমরা যেরূপ ভীম-পুত্র ঘটোৎকচকেই রাজা ভগদত্তের বিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলাম। ৩৫

অবশিষ্ট সকল মহারথীরা বিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন। ৩৬

ভারতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর পাণ্ডব সৈন্যগণ পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া আসিলে, তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ আবার সৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর ভোলাপাড় করিতে লাগিল। ৩৭

রাজন্! সেই সময় এই মহাবল ঘটোৎকচ তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহে ভগদত্তকে চৌদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, যেরূপ জলবর্ষণকারী মেঘ মেরু পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ৩৮

রাক্ষস ঘটোৎকচের শর হইতে বিমুক্ত সমস্ত বাণই রাজা ভগদত্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া সমরে অধিষ্ঠিত ঘটোৎকচের বক্ষঃ লক্ষ্যকরিয়া তীক্ষ্ণ প্রহার করিলেন। ৩৯

ভারতশ্রেষ্ঠ! যে বাণে আঘাত হইয়াও বিপক্ষিত পর্বতের ন্যায় রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ বাথিত ও বিচলিত হইল না। ৪০

তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর তোমর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু এই তোমরকে ঘটোৎকচ ভ্রূক্ষেপও করিল না। ৪১

সেই তোমরগুলিকে তীক্ষ্ণবাণে ছেদন করিয়া মহাবাহু ঘটোৎকচ ভগদত্তকে পুনরায় তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ করিলেন। ৪২

ভারত! তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত ক্রোধ করিতে করিতেই সেই যুদ্ধে তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহে ঘটোৎকচের রাশি রাশি অশ্বকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাতিত করিলেন। ৪৩

স হতাশো রথে তিষ্ঠন্ ভাবদেহস্তু প্রতাপবান্।
শক্তিং তিমিঙ্গিল যেন্দ্রে প্রাণ্ জ্যোতিষমপ্রভাং প্রতি ।৩৮
তামাপতন্তীং সহসা হেমদণ্ডাং সুবেগিনীম্।
ত্রিধা ত্রিভির্ নৃবরিঃ সা বাণৈর্যুগপদ্ যেদিনীম্ ॥ ৩৯

শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা বৈদ্যুতিঃ প্রাহরদ্ ভৃশম্।
যমদণ্ডপ্রতীকাশং পূর্ণং বহ্নিশতৈঃ সদা ॥ ৪০

তং বিধিত্বা রণে সূতং বিক্রান্তং খাণ্ডবৌকসম্।
অন্তেঃ সমরে বীরং হরেণ বজ্রেণ চ ॥ ৪১

পাণ্ডবীং সমরে সেনাং সম্মর্দে স মুহুর্মুহুঃ।
যথা বনমলো হাদ্যং মুহুর্মুহুরভিদ্রবতি পাদিনীম্ ॥ ৪২

যত্রযত্র সমরে যোদ্ধাং সমবস্থিতঃ।
তত্রতত্র স বৈ তাংস্তু সায়কৈঃ পাতয়ন্নথো ॥ ৪৩

সহদেবস্তু সমরে মাদ্রীসূনুঃ সুদুর্জয়ম্।
অবারয়ন্মহাবেগো বেলেব সরিতাং বরম্ ॥ ৪৪

হতমানঃ পরৌঘেণ ছাদয়ন্তমরোদ্ভবম্।
অদ্রোণ্যাস্তু তদং শ্রীমিত্রমুলা মাদ্রবতীসুতাঃ ॥ ৪৫
ততঃ প্রহস্য সমরে মদ্রপুত্রস্য মদ্রাধিপঃ।
(ধ্বজং ত্রিভিঃ শরৈর্ণেন দ্বাভ্যাঞ্চৈবেন মার্গিবে।
অষ্টাভির্ বিশিখানাং হয়মেভির্ ত্রিভির্ রথম্।
নিজঘান রণে তং তু সূতং চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।)
অথাস্য ধনুষো রাজন্মুষ্টিং সায়কোত্তমৈঃ ॥ ৪৬
প্রেষয়ামাস সমরে যমস্য সদনং প্রতি।
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ ॥ ৪৭
আরুরোহ তমো যানং ভ্রাতুরেব বলিনঃ।
এবমেতৌ তু রথে শূরৌ দৃঢ়ং বিব্যধতুঃ শরৈঃ ॥ ৪৮
অন্যোন্যস্য তূর্ণং হয়যানজ্ঞ ঘাতয়ে।
ন হ্যন্যানো বধস্তিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৯
যত্রীতাচ্যাং নরব্যাঘ্রো নাকম্পত যথাচলঃ।
প্রাহরন্নিব তাং চাপি শক্তয়ষ্টীঃ ভয়ং ন চ ॥ ৫০

অথ বিদ্ধ হইলেও যেরূপ রথের উপরিই থাকিয়া প্রতাপশালী মাদ্রীপুত্রের অবরোধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি ভীষণবেগে একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

এই শক্তি সর্বদা হেমে মুক্ত ছিল। ইহার বেগও ছিল অধিক। এই শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া রাজা মদ্ররাজ উহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর উহা পৃথিবীতে ভূপতিত হইল। ৩৯

বিদ্ধ শক্তিকে খণ্ডিত দেখিয়া বিদ্যুৎবেগের অধিপতির অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তিনি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, যেরূপ সুরাধিপ ইন্দ্রের শরিত্র দূর করিতে বৈবস্বতের মৃত্যু দণ্ডের ন্যায় হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ৪০

রাজন্! অরিন্দম বীর পৌরবের অস্ত্র বিদ্যায় মহাক্রমশালী ও বীর ছিলেন। তখন এই বীরকে এই বীরের সম্মুখে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ বীরদ্বয়ের পরাক্রম অবলোকন করিয়া মদ্ররাজের সেই মহাবী মাদ্রীসুতদ্বয়কে পাণ্ডবৈশ্বর্যের সেনাকে ভগ্ন করিতে দেখিল, যেরূপ বনহস্তী সরোবরের পদ্মকে মর্দিত করিতে করিতে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ৪১-৪২

অনন্তর বিদ্ধ মদ্ররাজ পক্ষ মুক্ত বিশ শায়কে (তাহিনী-পুত্র) নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি পাণ্ডুপুত্রদ্বয়ের পার্শ্বরক্ষক দুই সার্জিনেয়কে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৪৩

সহদেব নিজের মাদ্রীর পুত্রকে মুক্ত শায়কে বেষ্টিত দেখিয়া যেরূপ বেগে পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও তীক্ষ্ণ বাণসমূহে শত্রুকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৪৪

তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াও পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। নিজ অনীক অতি মহান এবং সহদেবের মনে তাঁহার উপর অনুকম্পার প্রীতি ছিল। ৪৫

রাজন্! তখন মাদ্রীই পক্ষ প্রদানে লাভ করিতে করিতেই এক বাণে নকুলের ধ্বজ এবং অন্য বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। তাহার পর ধনু ছিন্ন হইবার পর তাঁহাকে বাণে আচ্ছাদিত করিতে করিতে মুহূর্তে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। রাজন্! তাহার পর তিনি চারিটি উত্তম বাণের দ্বারা নকুলের চারিটি অশ্বকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্ব নিহত হইলে তাহাদের নকুল অবিলম্বে সেই হত হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বলবী ভ্রাতা সহদেবের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

অনন্তর এখন উভয়ে দুইজন দুই বীর অন্যকালের যমতুল্য নিজ নিজ ধনু আকর্ণ করিয়া রণভূমিতে অত্যন্ত সত্বর সহকারে পক্ষ বাণসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।

নিজ দুই ভাগিনেয়ের দ্বারা বিদ্ধ অবস্থাতেও যে মদ্ররাজ

সহদেবস্তদা ক্রুদ্ধঃ শরমুদ্যম্য বীর্যবান্।
ভগদত্তরথোদ্দেশং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৫১
স শরঃ প্রেষিতস্তেন পরঞ্জপবিলেপবান্।
অন্তরাজং বিনির্ভিদ্য নিপপাত মহীতলে ॥ ৫২
স বাহ্যমিতো বাহিত্রো হয়োপস্থে ব্যরাজত।
নিষসাদ মহারাজ বস্ত্রগৃহে যথা যুবা ॥ ৫৩
তং বিহ্বলং বিদিত্বাথ সূতঃ সংপ্রস্থিতো রণাৎ।
অপোবাহ রথেনাশু ততো রাজ্ঞো রথাদ্রথম্ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা অন্তরথা যান্তং ভগদত্তং পরাঙ্মুখম্।
সর্বে বিমনসো ভূত্বা নেদুর্ভীতাঃ শিতস্বনম্ ॥ ৫৫
নিহত্য যমুনাং সংখ্যে মাহাত্মীপুরবাসিনো।
যযাতুর্দ্বিষতো সর্বান্ নিঘ্নন্তো নেদুরুচ্চকৈঃ ॥ ৫৬
অভিদ্রুতমনুদ্রুত্য তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
যথা সৈন্যানমুঃ প্রাজ্ঞাস্তথা বিষাদয়ন্ত ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি যমুনাযুদ্ধে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

যাবে আক্রান্ত হইয়াও নরাধিপ পদ্ম পরাক্রমের দ্বারা আত্মরক্ষায় অবহিত করিতে লাগিলেন এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া করিতেই ভীষ্মের সেই অবধি যাবে করিয়া দিলেন। ৪৯-৫০

ভারত! তখন পরাক্রমশালী সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া একটী বাণ হাতে লইলেন এবং তাহা মহারাজ ভগদত্তের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। ৫১

সহদেব কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণ পরঞ্জ ও বাহুদ্বয় বেদনাদায়ী ছিল। উহা অন্তরাজ ভগদত্তকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। ৫২

মহারাজ! এই বাণের প্রহারে আঘাতে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া রাজাই শত্রুর সম্মুখভাগে যাবার উপরেশন করিলেন এবং মূর্ছিত হইলেন। ৫৩

সূতপুত্র রথস্থ ও সংজ্ঞাহীন রাজা পীড়িত হইয়া বিপক্ষ-সৈন্য হইতে অবিলম্বে রথ পরিত্যাগ করিয়া সারথি রথের অন্য দিকে রথটিকে লইয়া গেল। ৫৪

রাজাকে রথে মূর্ছিত হইতে দেখিয়া আমাদের পক্ষের সকল যোদ্ধা মনে মনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—মহারাজ ভগদত্ত জীবন শেষ হইয়া মারা গেলেন না ত? ৫৫

মাহাত্মীপুরবাসী সকল ও সংখ্যে নিহত যাদব সৈন্যকে পরাজিত করিয়া প্রবলবেগসহকারে শত্রুসৈন্যে ধাবিত হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৫৬

প্রজানাথ! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণু (অথবা বিষ্ণু) দৈত্যসৈন্যদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয় সকল ও সহদেব আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ৫৭

শ্রীমহাভারত ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্ব যমুনাযুদ্ধবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(যুধিষ্ঠিরের রাজ্ঞ: অশ্বমেধযজ্ঞে পরাজয়, যুদ্ধে বেত্রিবান-কৃপাচার্য্যাদির মূর্চ্ছা, কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরের বিজয়লাভ ও চিত্রাঙ্গদের প্রকৃতীনাং পরাজয়, যুদ্ধবার্ত্তায় সন্তাপ্তি, যুদ্ধারম্ভ)

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা যজ্ঞে প্রাপ্তে বিশাম্পতে।
ব্রাহ্মণানুপসংগৃহ্য প্রেষয়ামাস বাহিনীম্। ১

অশ্বমাদায় তাতো রাজা ব্রাহ্মণসংবৃতঃ।
বিবিশুশ্চ সাগরৈকীপ্তৈর্বনৈরনপবর্হিতঃ। ২

স সংবার্য্য বলে রাজা প্রেষিতান্ ধর্মসূনুনা।
পরান্ সর্বান্ মহেষ্বাসঃ কৌরবেয়ো ন্যবর্তয়ৎ। ৩

যে তস্য বশমস্ত্রিষ্ণা পশুং মোচিতমাহবে।
অনুমেনে বিবিক্ষন্তো যেহে তত্র মহাবনঃ। ৪

পাণ্ডবস্তু স্বয়ং ক্রুদ্ধো বিজহ্রে মহাবনে।
রক্ষন্ যজ্ঞহয়ং বীরো বাসবিং গুপ্তবিষ্ণবি। ৫

অথাপশ্যেন্ত তত্রেনং কেতুং তস্য মহাত্মনঃ।
মণিপুরেশ্বরো রাজা সুতো পার্থস্য ধীমতঃ। ৬

কেতুং বিপরিবার্য্য স্থিতং ক্রুদ্ধো ন তু পার্থিবঃ।
পাণ্ডবং বিবিধৈর্বাক্যৈ রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ। ৭

ততঃ ক্রোধবশং প্রাপ্তো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
যথা যুগান্তে ভূতানি বিনক্ষ্যন্তি পাবকঃ। ৮

ক্রুদ্ধং তু পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ।
প্রবিব্যথুর্মহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজ্জগৎ। ৯

সর্বেষাং চৈব ভূতানামিন্দ্রিয়াণ্যেনমাবিশন্।
ঐরোকানস্য সংক্রুদ্ধো ভূপালহয় বজ্রভৃৎ যথা। ১০

অবধীচ্চৈব সেনাস্থ চক্রং বজ্রমিবোদ্যতম্।
লোকানাং দুর্দ শান্তার্থং ক্রোধিতো পাণ্ডবো বলী। ১১

স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ সৃষ্টিস্থ সংবিবেশিবান্।
প্রলয়ান্তকসূর্যোদ্য ভূতান্যুদ্বিজয়ন্নিব। ১২

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

(যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ অশ্বমেধ পরাজয়, যুদ্ধে বেত্রিবান ও কৃপাচার্য্যের মূর্চ্ছা, কৃষ্ণবলে যুধিষ্ঠিরের বিজয়লাভ এবং অভিমন্যুর পুত্র চিত্রাঙ্গদের প্রকৃতিবর্গের পরাজয়। ও যুদ্ধবার্তা সহিত অর্জুনের মৃত্যু আদি)

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! যখন পার্থদের বিমলের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের লইয়া তাঁহার নিকে অশ্বমেধের প্রেরণ করিলেন। ১

সেই সময় আরণ্যকদিগকে রাখিবার জন্য ধর্মরাজ অর্জুনকে আদেশ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিকে পাঠাইয়া দিলেন। ২

তখন মহাধনুর্দ্ধর রাজা অর্জুন সমুদ্র পর্যন্ত যুধিষ্ঠির বহুল নিবিড় বনসমূহকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অশ্বমেধের যুধিষ্ঠিরের পাছটী যাবে নিক করিলেন। ৩

যুদ্ধস্থলে এই বলবানি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষার তাঁহার প্রীতিকে অবলম্বন করিতে করিতে তথা যেন অশ্ব তাঁহার রক্ষা করিতে লাগিল। ৪

[ক্রমশঃ] অশ্বমেধ যাবে নিক হইয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি মহাবনে মহাত্মাদিগকে এক যাব নিক্ষেপ করিয়া রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞস্থলে নিক করিলেন। ৫

তখন তাঁহারা দেখিলেন, মণিপুরের রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পুত্র বভ্রুবাহন কেতুকে বিপরিবার করিয়া রহিয়াছেন। ৬

কিন্তু রাজা অশ্বমেধ কেতুকে কিছু বলিলেন না, পাণ্ডব বিবিধ বাক্যে রাজন্ বিব্যাধ সপ্তভিঃ। ৭

তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যখন যুগান্তে ভূতানি বিনক্ষ্যন্তি পাবকঃ। ৮

ক্রুদ্ধ তু পাণ্ডবে দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রাক্ষসাঃ। প্রবিব্যথুর্মহারাজ ব্যাকুলং চাপ্যভূজ্জগৎ। ৯

সর্বেষাং চৈব ভূতানামিন্দ্রিয়াণ্যেনমাবিশন্। ঐরোকানস্য সংক্রুদ্ধো ভূপালহয় বজ্রভৃৎ যথা। ১০

অবধীচ্চৈব সেনাস্থ চক্রং বজ্রমিবোদ্যতম্। লোকানাং দুর্দ শান্তার্থং ক্রোধিতো পাণ্ডবো বলী। ১১

সংহারকালীন সূর্য্যের ন্যায় ভয়ানক ভাবে ধারণ করিয়া ভূতদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে ক্রোধে সমাবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিস্থ সংবিবেশিবান্। ১২

ততঃ সৈন্যানি সর্বাণি ভাবকানি বিশাম্পতে।
বিনাপরাধবধাদ্ভীতৈঃ প্রতি ত্রাসম্ ॥ ১৩
ন তু তৈর্হেতি বাঃ কোপঃ সানিধ্যাদ্ যদুপাদনাঃ।
কৃষ্ণানুভাবঃ প্রতিক্ষেত্র দুর্বিভাব্যঃ সুরাদিভিঃ ॥ ১৪
অথৈনং দ্বিবিদঃ প্রাহ রামাভ্যেত্য মৃধাজ্জয়ঃ।
নিরিণ্ধে ত্বয়ি দাশার্হ সখীন্ হনিতুমীশ্বরঃ ॥ ১৫
ন্যগ্রোধ ইব নাজ্ঞায় যাদবেন্দ্রস্য পত্তয়ঃ।
নিজঘ্নুঃ শতশো বিপ্রা মুষ্টাদ্যৈরনায়ুধঃ ॥ ১৬
ইত্যাদ্যা বু ভয়া তাত্র দৃষ্ট্বা রামোঽন্বমন্যত।
বিপ্রহত্যাকৃতং ঘোরমনন্তাদ্ যদুনন্দনঃ ॥ ১৭
অথিন্ বিত্তে মহাযোগে দর্শয়ন্নেব মানুষে।
দুর্যোধনসুতা রাজন্ লক্ষ্মণাং স্বয়ম্বরে হরৎ ॥ ১৮
এতৎ কৃষ্ণ মহাবীর্যং দুর্বিজ্ঞেয়ং কুবুদ্ধিভিঃ।
অজানতেব যো বৈরং সৈন্যং ক্ষয়মনায়ত ॥ ১৯

সেকিরানস্তু যাদবৈর্যো গৌরবং হবিনা ধৃতম্।
প্রেক্ষতাং সর্বসৈন্যানাং ব্রাহ্মণানাং সাহসৈঃ ॥ ২০
সানিধ্যাদ্ যদুবীরাণাং কৃষ্ণস্য সাক্ষতো দুরি।
সেকিরানঃ হতে যজ্ঞে রাজন্ বিস্ময়ং পরিতিঃ ॥ ২১
অথাপরেণ তন্ত্রেণ যদুচিহ্নেষু ভারিষ।
সাহয়িং তান্ত সমরে বিপ্রহরোক্ষণাত্মকম্ ॥ ২২
অথাস্তাস্তাবতীঃ রাজন্ যাবতীর্যো যো সাক্ষিণাহুতা।
সোঽস্যমুখ্য হবাং দুর্বি সমং তত্রাহ সাত্বতঃ ॥ ২৩
ন তত্রা যাবদাহিত্বা সমতা মহিনাং বরঃ।
গৌরবস্য হবাং হবা সাবর্ণিক প্রশাসতে ॥ ২৪
দুর্বিজ্ঞেয়া গৌরবস্য পরাশক্তিরেষা যথা।
অন্যান্তে সাহয়ং ভিত্বা প্রাবিশন্ হরণীং হরম্ ॥ ২৫
সেকিরানস্তু ক্রুদ্ধঃ পুনস্তিষ্ঠেতি তান্ বদন্।
গৌরবস্য যথাকাঙ্ক্ষী হবনোব পুরুষঃ ॥ ২৬

প্রণামাদি] তাহাদিগকে। সেই সময় আপনার সকল সৈন্য-গণ ভৃগুবংশে নিজ নিজ বীরত্বের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কিন্তু যদুবংশীয় বৃষ্ণিবীর ভৃগুদের সহিত নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিলেন এবং যেখানে ভগবান্ পুরুষোত্তম দুষ্টের দমনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার মহিমাকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! পরে দ্বিবিদ বানর যখন ভগবান্ বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণকে যজ্ঞস্থলে একটি নারীর প্রহার করিলেন। তারপর সকল সৈন্যের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই ভগবান্ যদুবংশী কৃষ্ণকে অতি সহজ বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য যে করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৯

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের ইচ্ছায়—ইহা বোঝা গেল যখন তিনি বৃষ্ণিবীরের পূজার্থে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে সেই সময় তাঁহার দেহে যে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন ॥ ২১

রাজন্! সমস্তের দর্শনে বৃষ্ণিবীর কর্তৃক যজ্ঞস্থলের কৃষ্ণকে পরাজিত হইলে দুর্যোধনের সকল সৈন্যই যেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ! এইরূপ পরাজয় করিয়া বৃষ্ণিবীর দুর্বিজ্ঞেয় বিজয়শালী কালের ন্যায় আপনার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অতঃপর বৃষ্ণিবংশধর সেকিরান যখিনের যজ্ঞে যেই কৃষ্ণাগ্নিকে সকল ঋত্বিকের মাধ্যমেই নিজ মাংসদ্বারা আহুতিরূপে

অর্পিত] অর্পণকরণ। সেই সময় আপনার সকল সৈন্য-গণ ভৃগুবংশে নিজ নিজ বীরত্বের আশা ত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ১৩

কিন্তু যদুবংশীয় বৃষ্ণিবীর ভৃগুদের সহিত নিজের ক্রোধকে সংবরণ করিলেন এবং যেখানে ভগবান্ পুরুষোত্তম দুষ্টের দমনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার মহিমাকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! পরে দ্বিবিদ বানর যখন ভগবান্ বৃষ্ণিবীর কৃষ্ণকে যজ্ঞস্থলে একটি নারীর প্রহার করিলেন। তারপর সকল সৈন্যের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই ভগবান্ যদুবংশী কৃষ্ণকে অতি সহজ বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য যে করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫-১৯

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের ইচ্ছায়—ইহা বোঝা গেল যখন তিনি বৃষ্ণিবীরের পূজার্থে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণকে সেই সময় তাঁহার দেহে যে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন ॥ ২১

রাজন্! সমস্তের দর্শনে বৃষ্ণিবীর কর্তৃক যজ্ঞস্থলের কৃষ্ণকে পরাজিত হইলে দুর্যোধনের সকল সৈন্যই যেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮

মহারাজ! এইরূপ পরাজয় করিয়া বৃষ্ণিবীর দুর্বিজ্ঞেয় বিজয়শালী কালের ন্যায় আপনার সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

অতঃপর বৃষ্ণিবংশধর সেকিরান যখিনের যজ্ঞে যেই কৃষ্ণাগ্নিকে সকল ঋত্বিকের মাধ্যমেই নিজ মাংসদ্বারা আহুতিরূপে

রাজন্! অবশেষে সুত কৃষ্ণাগ্নি সুত সেই সব যাদবে যেমন করিয়া অগ্নিসহ আত্মসমর্পণ করিয়া সুতরাং সেকিরানকে সম্মুখীন হয় যাবে নিজ করিলেন ॥ ২১

আর্য! তারপর অত্র একটি ঘরের দ্বারা তাঁহার দৃষ্টিকে রোধ করিলেন এবং তাঁর হইতেছেন। সেখানে সেখানকে মহাযজ্ঞে তাঁহার সাহায্যের ঘর করিলেন ॥ ২২

রাজন্! তারপর সেকিরানের দৃষ্টি অত্র ও তাঁহার দুই পৃষ্ঠাবরকেও নিকট করিলেন। তারপর সাত্বতবংশীয় সেকিরান হত হইতে সাহায্যের পরিত্র অতি সহজ তাঁর দ্বারা প্রাপ্ত করিলেন ॥ ২৩

সমস্তবীরদিগের মধ্যে যেই সেকিরান সেই বীরত্বাভিমানী সমস্ত দ্বারা কৃষ্ণাগ্নির অবতরণে নিকট করিয়া তাঁহার সাহায্যের ব্যবস্থাই করিয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন কৃষ্ণাগ্নি দৃষ্টিতেই তাঁহাদিগে সেকিরানের উপর যোগী দ্বারা নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্যবস্থাই সাহায্যদাতা সেকিরানকে দেখ করিয়া সমস্তের প্রবেশ করিল ॥ ২৫

তখন ক্রুদ্ধ সেকিরান কৃষ্ণাগ্নিকে ঘর করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার উপর পুনরায় সৌরভ সমস্ত প্রয়োগ করিলেন, যেরূপ পুরুষের উপর ইচ্ছা অন্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ২৬

তামাপতন্তীং বিমলাম্বেদর্ক্ষাং মহাপথাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্নিজঘান সৌভরঃ। ২৭
ছেত্তিমানঃ স্বয়ং ছেত্তা ছেত্তব্যাংশ্ছত্রয়ন্ স্বরান্।
সাধয়ং পরমাস্ত্রাণি সৌভরং সমুপাদ্রবৎ॥ ২৮
সৌভরোঽপি বহুত্বাত্মা প্রহৃষ্যন্নি মুদান্বিতঃ।
যেষেন মহতা রাজংস্তেজিমানমুপাদ্রবৎ। ২৯
তাবুভৌ বলসম্পন্নৌ নিঘ্নন্তৌ পরমর্ষিণৌ।
নিঘ্নন্তৌ সুতীক্ষ্ণাস্ত্রাণ্যন্যোন্যং সমভক্ষয়ন্। ৩০
নিঘ্নন্তৌ বেগবদ্ভিস্তৌ তারকৌ পুরুষর্ষভৌ।
ঘনৈঃ সমরুদ্ধপ্রাণৌ সমরুদ্ধনিষেবিতাম্। ৩১
দুর্দ্ধর্ষাভিপ্লবাত্মানৌ ব্যায়ামেন তু মোহিতৌ।
অন্যোন্যবাহু বেগেন ক্ষয়কর্ষং মুহুস্তয়া। ৩২
ছেত্তিমানঃ স্বয়ন্তূয়ং দৃষ্ট্বা সমরদুর্মদঃ।
ধনমারোপয়ন্নেনং সমরৈরস্ত্র পণ্ডিতঃ। ৩৩
তমেব শরমুক্তিঃ শূরং তালস্তম্ব বিশোপমৈঃ।

আরোপয়ন্ রথং তূর্ণং সৌভরং রথিনাং বরম্। ৩৪
সৌভরস্তৈঃ তথা ক্রুদ্ধো দুষ্টেরুদ্বর্হণৈঃ।
নবভ্যা স চ তৈঃ ক্ষিপ্রং হন্তারং বিব্যাধ রথসি। ৩৫
সৌভরিস্তরসৈবৈনং ধনুঃ শায়েরযোজয়ত্।
মর্ম্মবিদে মর্ম্মগতৈ রুদ্বিজিতপনো যথা। ৩৬
দুর্নিরীক্ষ্যতরং সংখ্যে দৃষ্টেরুদ্বর্হণং মহারথম্।
ধনুশ্চুত-ইবং চাস্ত্রং বিবেশ সাতকৌম্ভয়োঃ। ৩৭
বিদ্ধো হৃদি সমর্মজ্ঞো হন্তারং হন্তুমাত্মবিৎ।
মন্ত্রবা সমরমূর্ধন্ স্তম্ভমাদায় সত্বরঃ। ৩৮
স তু তং রথমুদ্যম্য দৃষ্টেরুদ্বর্হণং রণে।
আক্রন্দোহ ভয়ো ঘোরঃ পতানীকস্য যাদিবে। ৩৯
চিত্রসেনো বিবর্ণশ্চ রাজন্ দুর্দর্শকস্তথা।
মথিনো হেমসন্নাহঃ সৌভরস্তমভিদ্রবন্। ৪০
অভিমন্যোস্তথৈবস্য ঘোরং যুদ্ধমবর্তত।
শরৈরেব দৃঢ়ং রাজন্ বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মভিরিব। ৪১

সেই বিমল ও সৌদামিনির বিকাশ সদৃশ [মেঘের উপর আকাশে দেখিয়া ভূপালগণ বহু সহস্র বাণের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ২৭

তারপর] অপর ছেত্তিমান ছেদ্যবস্তুর ছেদনে স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া এবং শত্রুদিগের শরীরে ভূপালগণের নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ২৮

রাজন্! ইহা দেখিয়া ভূপালগণও বহু পরিমাণে শরজাল স্বীয় অসাধারণ হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং অচিরাৎ সাধারণভাবে শত্রুর স্বীয় বেগে ছেত্তিমানের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৯

ইহারা উভয়েই বলবান্ ছিলেন, এবং উভয়েই উভয় অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে বেগের সহিত আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩০

সেই অস্ত্রশস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে আহত হইয়া এই দুই শত্রুর সমর প্রবীর বিদ্যাবলে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। ৩১

তাঁহাদের শরীর অস্ত্র সূচীর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া পড়িল এবং অচিরে পরিশ্রমের জন্য উভয়েই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই সময় দৃষ্টেরুদ্বর্হণ উভয় হইয়া সংগ্রামকারী অবসন্ন ছেত্তিমানকে সেই অবস্থায় পতিত দেখিয়া সৌভরিবেগে তাঁহাদের নিকট আসিলেন এবং সমর বৈদ্যের সাহায্যেই তাঁহাকে রথে তুলিয়া লইলেন। ৩২-৩৩

এদিকে অপরাপর প্রধান (সঞ্জয়) বীর সমূহ যখন ছেত্তিমানের রথে দৃষ্টেরুদ্বর্হণকে ও অভিমন্যুর বিপক্ষ রথে আরোহণ করিতে দেখিলেন। ৩৪

রাজন্! অপর দিকে মহাবল দৃষ্টেরুদ্বর্হণ ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় অভিমন্যুর মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫

রাজন্! অপরাপর যোদ্ধাগণ দৃষ্টেরুদ্বর্হণের যে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়াছিলেন, সেরূপ অন্যান্যগণে দৃষ্ট হইতে পারিত না, যেরূপ অন্যান্যগণে সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ কিরণমালা অধিক প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ৩৬

তখন দুর্নিরীক্ষ্য সমরাঙ্গনে উভয় বাহুবলে মহাবীর দৃষ্টেরুদ্বর্হণ অস্ত্রশস্ত্রের ও সাহসিকে নিপুণ হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মভেদী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৩৭

দুর্নিরীক্ষ্য অস্ত্র ও সাহসি নিপুণ হইবার পর দৃষ্টেরুদ্বর্হণ মর্ম্মজ্ঞ যোদ্ধা প্রভুর আঘাতের উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৮

রাজন্! তাঁহার পর মহাবল দৃষ্টেরুদ্বর্হণ সেই রথের পরিত্যাগ করিয়া পতাকাদণ্ডের রথে ও ঘোর আক্রোশে করিলেন। ৩৯

রাজন্! সেই সময় চিত্রসেন, বিবর্ণ ও দুর্দর্শ এই তিন রথী মথিনির রথে থাকিয়া করত ভয়ানক অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। ৪০

রাজন্! তখন তাঁহাদের সহিত অভিমন্যুর যেরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মের সহিত শরীরের যুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪১

বিস্ফারয়ন্ ধনুষ্যেষ্ঠং কৃষ্ণং চাক্রম্ মহারথঃ।
ন ত্বেবাস্য সমঃ কশ্চিদ্ ভীষ্মেণেতি তদা মতিঃ ॥ ৪২
ততো রাজ্ঞাং বহুশতৈর্বলেন মহতা বৃতঃ।
সাত্বতং সমরে ভীষ্মঃ ক্ষেমেণাভি দুরাসদম্ ॥ ৪৩
প্রত্যগৃহ্ণাৎ শিখণ্ডীত্য পরিহ্রাদ্ সুতাত্মজঃ।
অভিমন্যুং তু কৃত্ত বালমেবং মহারথম্ ॥ ৪৪
বাসুদেবস্তুতোহস্যেতি কৌরবেষু ঘোষবান্।
তোদয়ামাস হৃষ্টাত্মা ঘণ্টাস্বনমিবাহবে ॥ ৪৫
ওমিতি হি বচঃ পূর্বং কৃত্বাহ্লা দুষ্টমানসঃ।
ন্যহনৎ সপ্তভির্ বাণৈঃ ক্ষিপ্রমাত্তশরাসনঃ ॥ ৪৬
এবমুক্তঃ স বার্ষ্ণেয়ঃ কৌরবেয়ানিকৌরসঃ।
ন্যহনৎ ষোড়শৈর্বাণৈঃ প্রেষয়ামাস সায়কান্ ॥ ৪৭
নিষ্টানকো মহানাসীৎ তস্য বৈরকৃত্ত মানিষু।
যদর্জুনো রণে ক্রুদ্ধঃ সাক্ষাদ্ রুদ্রাবরান্ ত্যজেৎ ॥ ৪৮
সমাসাদ্য তু কৌরব্যো রাজপুত্রান্ ভীষ্মরক্ষিতঃ।
সুমহন্নাশয়দ্ যোধং রুচমন্যত্রভীরু ॥ ৪৯

জানামি ত্বাং যুধাং শ্রেষ্ঠমস্ত্রজ্ঞং পূর্ববৈদিনম্।
অনবস্থাস্য সংগ্রামে তথা সত্য সুরাসদম্ ॥ ৫০
অদ্য তে দর্শয়িষ্যামি পুরুষত্বং নিয়ামকম্।
এবং সংজল্পতস্তস্য বীরস্যোগ্রস্য সত্যবিক্রমঃ ॥ ৫১
ক্ষুরাভ্যাং সপ্তভিঃ বাণৈঃ সুতীক্ষ্ণৈ রথমুদ্ধনঃ।
ন চৈনমত্রবীৎ কিঞ্চিদ্ বা বা ঘটি বাসুদেবম্ ॥ ৫২
অভিমন্যুস্তু সংক্রুদ্ধঃ শীঘ্রহস্তো দৃঢ়ব্রতঃ।
পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চৈব সর্বতঃ ॥ ৫৩
পরিবার্যাভ্যবর্ষন্ত তব পুত্রমহারথাঃ।
শরৈঃ সংছাদয়ামাস মেঘৈরিব দিবাকরম্ ॥ ৫৪
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুমহান্ সংগ্রামঃ লোমহর্ষণঃ।
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তদশাহ্নি যুদ্ধে সুশর্মার্জুন-
সমাগমে চতুস্ত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

রাজন্! সেই মহাসংগ্রামে আপনার পুত্রগণের দ্বারা বহুসংখ্যক অভিমন্যু সেই সময় ভীষ্মসেনের প্রাণরক্ষার জন্য অগ্রে করিয়া তাঁহাদেরকে বধ করিতেছে না। ৪১

তখনও হৃষ্ট, অস্ত্র ও বাহুবলে মহাযোদ্ধা বহুসংখ্যক রাজগণে পরিবেষ্টিত এবং বলপূর্বক দেবতাদিগেরও দুর্জয় ভীষ্ম আসিয়া পুরোভাগে থাকায় অন্য একজন বালক মহারথী অভিমন্যুকে তখন কেহ ভীষ্মের সমক্ষ করেন। তাঁহাকে সেই দিনে যাহারা দেখিয়া দেবরাজের যুদ্ধোদ্যত অজুন বলিয়াই তখন মনে করিয়াছিল। ৪২-৪৩

ভীষ্মদেব। দেখিতে এই বহু সংখ্যক হয় আসিতেছে, সেই নিমিত্ত আপনি অগ্রসর হউন। রাজন্! অন্যান্য পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের বহু সংখ্যক এই যোদ্ধগণ মহাত্মা ভীষ্মের দৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারুক, সেইজন্য এই সময়ে ঐ নিমিত্তই সত্বর চলুন। ৪৩-৪৪

অভিমন্যুকর্তৃক যুদ্ধে এই কথা বলিলে পর দুর্দ্ধর্ষ বাসুদেব দুঃখ সেনাগণকে আশ্বাস দিয়া সেই সময়ে এরূপ বলিলেন। ৪৫

আর্য! তখন দুর্যোধনের ক্রূর অর্জুন আপনার দৈন্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন আপনার দৈন্যমধ্যে তাঁহার

যোদ্ধাগণের বধিত হয়। ৪৮

রাজন্! যুধিষ্ঠিরের অর্জুন ভীষ্মকে বধকারী সেই সব যোদ্ধগণ নিকটে যাইয়া দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ৪৯

বীর! আমি জানি যে, তুমি পাণ্ডবগণের পূর্ব শত্রু এবং দেবতাদিগের মধ্যে অস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। তোমার যে অস্ত্রের অভিমান, যাহার অভিমত বলিয়া এই সব আজ প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা জেন। আজ আমি তোমাকে পূর্ণ হত তোমার নিজপুরুষত্ব দর্শন করাইব।

এইরূপ বাক্যবাদী শত্রুহন্তা অর্জুনের আগে যাতা ক্ষুর করিবার ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়া তাঁহাকে শুর কিংবা অশুর কোন কিছুই বলিলেন না। ৫০-৫১

এই সুসময়ে পরিশ্রম সেই মহাবীর ভীষ্ম আপনার পুত্রদিগের সমক্ষ মহান্ যুদ্ধ ভীষ্ম অর্জুনের সম্মুখে সমর করত তাঁহাকে অস্ত্রে, পশ্চাতে ও পার্শ্বদেশে চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং মেঘগণ যেমন সূর্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহ অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৫২-৫৩

তাহার পর তোমার আপনার পুত্র ও মহারথগণ তাঁহার বধকারী ক্ষত্রবাহকারী যোদ্ধগণ যুদ্ধারম্ভে যাইয়া থাকেন। ৫৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব সম্বন্ধে বিষয়ক চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

এবং মহাপ্রলয়ের অবসানে তিনি অবশিষ্ট থাকবেন এ কথাও আমিই। পরমার্থস্বরূপ আমি যাহাতে যত প্রতীতি হই, অথচ স্বরূপবিষয়ে যার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না, তাহাকেই আমার মায়ার দ্বারা হলে জানবে। যে সূর্যালোকে যেমন আভাস আলোকাদি যেন মনঃ অন্ধকারাদি। যেমন কিংবা জলে স্থল পর্বত মেঘ এই মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিবিধ পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে বিরাজিত আছে, আমিও সেইরূপ সেই ভূতসমূহের মধ্যে আছি বটে; আবার না আছিও বটে অর্থাৎ তত্ত্বস্বরূপে আমি নিত্য বিরাজমান। যে পদার্থ অন্বয়-ব্যতিরেকদ্বারা সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান আছে, ব্রহ্ম যেমনি মন—যেহেতুই যেহেতি বস্তু তত্ত্ব নয়, যেমনি যত্নে স্থির তত্ত্বজিজ্ঞাসু থাকি সেই সম্বন্ধেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, অতএব যে প্রশ্ন: তুমি আমার এই মত একাগ্রচিত্তে উত্তমরূপে অনুষ্ঠান কর—তাহলে মহাকল্পে কি অনুকল্পে কখনই মুগ্ধ হবে না। আমি যাহা ব্রহ্মাকে এই জ্ঞানদান করেছিলাম, এই জ্ঞান ব্রহ্মা নারদকে দেন—শ্রীমদ্ভাগবতের মূল বীজ এই চতুঃশ্লোকি-ভাগবত। এই জ্ঞানই পরম জ্ঞান, সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম বর্তমানে নানারূপে একমাত্রই আমিই বিদ্যমান আছি এবং প্রলয়ের নানারূপের অবসানে অদ্বিতীয় আমিই অবশিষ্ট থাকবো,—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে আর কিছু জানবার বোঝবার অবশিষ্ট থাকবে না। ছিলাম আমি এক অনির্বচনীয় রূপে, বর্তমানে আছি বহুরূপ ধরে, প্রলয়ে আবার একরূপেই থাকবো। আমিই সব, আমিই সব, আমিই সব, আমিই অন্য প্রকৃতি দ্বারা যেই রচনা করে পরা

SHRAVAN
1378 B.S.

Regd. No C-67

Aryashastra

Mahabharata—38
July—August, 1971

[illegible]

শ্রীহরেন্দ্র কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীগোরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, সিমলিয়া, ষ্ট্রি রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিনারায়ণ প্রেস, মহাবিদ্যা রয়, সি. ভবিষ্ট. ষ্ট্রি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

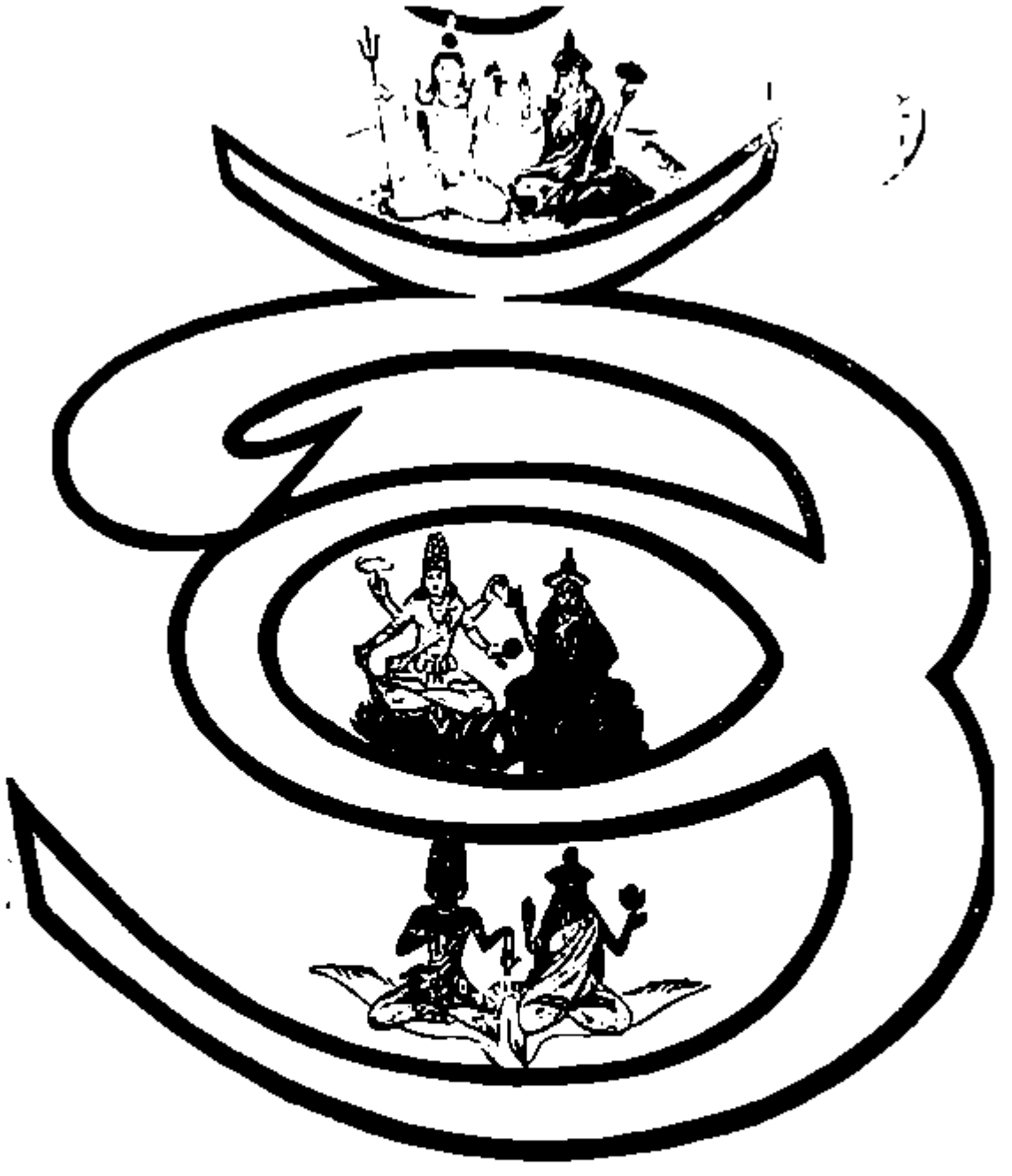

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৬৪বর্ষ
১৭।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

হরান্তেবসি মাং করুণাময় গুরুদেব !
সদয়ত্বয়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদাত্বয়ি মাং করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আসি আমি
তরিতে স্থাপন আমার ধর্ম্মেরে।

আমার ভাগবত-ধর্ম্মবেত্তা পরম ভক্ত নারদ বহুলোককে উপদেশ দান করে, আমার শরণাপন্ন হয়ে আমার ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করেছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রাজা যুধিষ্ঠির, বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতি নারদের অনুগ্রহ লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন। আমি নরনারায়ণ রূপে ও শ্বেতদ্বীপে নারদকে আমার অনেক ভক্তই ভাগবত ধর্ম্ম উপদেশ করেছিলাম। নারদ বলেছিলেন, সেই বাক্যই জনগণের পাপ নষ্ট করে থাকে, যাতে প্রতি লোকে অন্তরে বল অর্জিত থাকে, যা সাধুগণ শ্রবণ গান ও গ্রহণ করেন, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করত হরি-চরণকমল ভজনা পূর্ব্বক যদি অপক্ক অবস্থায় ভগবৎসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করে, তথাপি সে ভক্ত পরম গতিই প্রাপ্ত হয়।

১০ম বর্ষ, ভাদ্রমাস ১৩৭৮] [তৃতীয় সংখ্যা ফাল্গুনপূর্ণিমা তারা

আর্য্যশাস্ত্র

CALCUTTA

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আর্থিক ভাবে ইহাকে ও সমৃদ্ধিকরে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ ও শ্রীশ্রীজীবড়াচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি.লিট্

সহ-সম্পাদক বর্গ

শ্রীভাবাসদন বিদ্যাভূষণ — শ্রীমধুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়)

মুদ্রক-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বে, এম্-বি,
ডি, ও, এম্-এস্, ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্, এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার

কার্য্যালয় :—
৫৮ বি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৬৯০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাধাম বাংলাভাষার মাসিক পত্র। প্রতি মাসের ইংরাজী ১৫ই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৪'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ ন: পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৮'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্যাধাম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্যাধাম, শ্রীশীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "ব্যবস্থাপক আর্যাধাম, ৫৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসাদ্যের অন্যূন অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা যথাযথ গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলেখা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাধামের পুরাতন সংখ্যাগুলি এখনে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে যাতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৫-এ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন যাত্রিক গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্যাধাম
শ্রীশীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জুনস্য পরাক্রমঃ, ভীষ্মোপরি পাশুপতাস্ত্রপ্রয়োগম্, শিখণ্ডিনঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য উৎসাহঃ, ভীষ্মস্য পুরুষার্পণঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

স তাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং
পক্ষী হরো মহান্ ইব খমস্ বলী।
বাহুভ্যাং বাণবর্ষেণ মহারথান্:
চিচ্ছেদ চাপানি চ রথে প্রসহ্য॥ ১

শক্তিঞ্চ চাপানি চ তস্য রাজ্ঞঃ
ভোগাৎ রথে বীর্যবতঃ ক্ষণেন।
বিব্যাধ বাহ্বোর্মুরসি প্রসহ্য
বিসেবতাং ভোগ ইব দ্রুমাণাম্॥ ২

বিপোথয়ন্তৌ ধনিনং প্রদিষ্যা-
ভে তাড়িতৌ শত্রুপুরেণ রাজন্।
বিচিত্রমাজ্যং পরিতোষয়ন্তা
গম্ভীরবপ্রিয়রুদুত্রবাহ্যাঃ॥ ৩

যদা তু তস্যাঃ পার্শ্বরক্ষিণৌ তৌ
বিচিত্রমন্যা মুদমাপ বিদ্বেড্:।
দৃষ্ট্বা হতাংস্তান্ ধৃষিতাংস্তথা চ
স্বিন্নস্তরাত্মা প্রমনা বভূব॥ ৪

তেষাং প্রযোগঞ্চ সুদুষ্করাণা
মাত্মিপ্রভাবেণ চ তস্য পার্থঃ।
তথৈব তে চ ত্রয়ঃ পরিবার্য পার্থং
বিকৃষ্য চাপানি মহারথানি॥ ৫

অবীবৃষন্ বাণমহৌঘবৃষ্ট্যা
যথা গিরিং তোয়দা জলৌঘৈঃ।
সম্পীড্যমানস্তু পরৈরুদগ্রৈ-
র্ধনঞ্জয়স্তান্ ধৃষি তাবরোধঃ॥ ৬

যদা পরৈঃ সাধ্বসি তৈলযোগৈ-
র্ভগ্নান তানপায় পৃষ্ঠগোপান্।
ব্যাপ্তে তাংস্তানবজিত্য হৃষ্টো
ধনঞ্জয়ঃ প্রীতমনা বভূব॥ ৭

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের পরাক্রম, ভীষ্মের উপর পাশুপতাস্ত্রের প্রয়োগ, যুধিষ্ঠিরের শিখণ্ডীকে উৎসাহ এবং ভীষ্মের পুরুষার্পণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পক্ষদ্বয়ের দ্বারে তাড়িত হইয়া মহাবল অর্জুন পক্ষযুক্ত মহেশ্বর সর্পের ন্যায় ক্রোধে বীর্যবান হইতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্বক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়া সুখে সেই মহারথীদিগের প্রযোগসকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। ১

অনন্তর সেই পরাক্রমশালী ধনঞ্জয় তাঁহাদের যুদ্ধ অবলোকন করিয়া হৃষ্টমনা অর্জুন তাঁহাদের পূর্বরূপে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় একমাত্র শত্রুকে বিদ্ধ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২

রাজন্! বৈদূর্য অর্জুন সহসা তাড়িত হইয়া সেই সব রথস্থিত রক্ষকদ্বয় অবহার ভাসনে পতিত হইলেন। তাঁহাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিদারিল, অস্ত্র পতিত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছিল এবং অঙ্গ ও ভেদ হত হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ অবস্থায় পতিত হইলেন। ৩

ভীষ্ম

পার্শ্বে থাকিয়া অভিযুক্ত হইয়া সেই বিচিত্রধ্বজধারী রাজকুমারদ্বয় এরূপে ভূতলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলেন। সেই রাজকুমারদ্বয়কে ভূমে নিহত হইতে দেখিয়া শিখণ্ডীর মনোমধ্যে হর্ষের সীমা অর্জুনকে অতিক্রম করিল। ৪

সেই রাজকুমারদ্বয়ের সৈন্যগণের যে যিনি যিনি পক্ষে ছিলেন, তাঁহারাও ভূতলে পতিত একমাত্র অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে অর্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া ধনুর্ধারণকারিগণের যিনি যিনি যত বাণবর্ষণ করিতে পারিলেন উপর মেঘের বারিধারার ন্যায় অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাণসমূহের বর্ষণে পীড়িত হইয়া রণস্থলে অর্জুনের ক্রমে অধিকার লোপ উপস্থিত হইল। ৫-৬

তিনি শত্রুদের তৈলযোগে তাড়িত ধনু বিনষ্ট করিয়া সেই পৃষ্ঠরক্ষকগণকে নিহত করিলেন। এইরূপে যুদ্ধে সেই সব যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া এবং কৌরবসৈন্যগণকে যুদ্ধে সংহার করত প্রফুল্লচিত্ত হইয়া হৃষ্টমনা ও বিজয়ী অর্জুন ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য সত্বরতা অবলম্বন করিলেন। ৭

অথাব্রবীদ্ ভীষ্মবধায় বিষ্ণু-
র্বাণানি রাজন্ সমরে বিহর্তা।
ত্রিসপ্তবারো বিহরন্ সমীক্ষ্য
মহাধনো ভারত বজ্রপাণিম্॥ ৮

ছত্রে সুবর্ণত্বা মহাবিমাত্রান্
জগ্রাহ পার্থঃ ধনিতো ধনায়।
অক্ষিপ্তকঃ চাপ্রতিমাঃ ধনিষ্ঠঃ
ধনুষ্মতা বীতা বিষক্তিমুখ্যাঃ॥ ৯

অস্ত্রাণ্যমুঞ্চে বিবিধান্যরাতি-
বিনাশিনো রাজবরস্য তস্য।
পার্থোঽপি তান্যাপততঃ সমীক্ষ্য
ত্রিসপ্তবারান্ সহিতান্ নদীক্ষ্য॥ ১০

বিধ্বংসয়িত্বা সমরে বলবান্
গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিবিধৈঃ পৃষৎকৈঃ।
ভীষ্মঃ বিবাসূন্যপি সপ্তসপ্ত
সূর্যোদয়ঃ সৈন্ধবানীক্ষ্য রাজ্ঞঃ॥ ১১

সংবাহয়িত্বা বলিনাবরিষ্ঠা
মহদ্ধনুর্ধারণো বলেন ভীষ্মঃ।
উৎপত্য রাজাবমনস্তরীষ্যো
জগ্রাহ পার্থৌৎক্ষ্য রূপান্ মহৌজাঃ॥ ১২

ধনো অতো ভীষ্মবলো মনস্বী
গাণ্ডীবধন্বো শরচাপপাণিঃ।
(ভীষ্মোঽপি পৃষ্ট্বা সমরে কৃতাস্ত্রান্
স পাণ্ডবান্ ব্যধিনো বাণবাস্ত্রান্।
বিহায় সংগ্রামমুখে ধনঞ্জয়
জগাম পার্থঃ পুনরেব বাণান্॥)

মুহূর্তমিব্দ্ধ প্রবলো মহাত্মা
সমাধমৌ ধনিতো ভারতোগ্রঃ॥ ১৩

মহাবিলঃ সমরজিত্যা নদ্যো
মহাগদাভা ভবনস্তরীক্ষিঃ।
পার্থং স মাত্রীসুতভীমসেনৌ-
ভীষ্মঃ ধনো শাল্বনরং ধনায়॥ ১৪

তৈঃ সপ্তসপ্তৈঃ স মহারথাগ্র্যো-
র্ধরাসুতঃ সমরে চিত্রযোধী।
ন বিব্যথে শাল্বনরো মহাত্মা
মহাগদৈঃ পাণ্ডুসুতৈঃ সপ্তসপ্তৈঃ॥ ১৫

মহাত্মা অর্জুন তখন ভীষ্ম বধুবর্গকে বিদায় হইতে দেখিয়া ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা প্রভৃতি মহারথিগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়া অবিলম্বে অর্জুনের রথের অভিমুখে ভীষ্মের সম্মুখে আগমন করিলেন।

অস্ত্রবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ হইতে দেখিয়া বিপক্ষী প্রভৃতি মহারথী বীরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ভীষ্ম অভিমুখে রথে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

এদিকে মহাবীর অর্জুন ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার সহিত সৈন্য মহাবীরগণকে আসিতে দেখিয়া সংগ্রামস্থলে গাণ্ডীবমুক্ত হইয়া বিবিধ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাদের বিদ্ধ করিয়া ভীষ্মের নিকট যাইতে অভিলাষী হইলেন। তখন সেই মহাসমরে তিনি রাজা দুর্যোধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে প্রতিরক্ষক দেখিতে পাইলেন। ১-১১

সূর্যোদয়ে ও জয়দ্রথাদি যোদ্ধারা অর্জুনকে জয় করিয়া যাইবার বাধা দিতে ছিলেন, অতএব সেই সময় অমিত পরাক্রমশালী ও মহাবলশালী বীর অর্জুন যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিনাশিত করিলেন। তাহার পর রাজা দুর্যোধন ও জয়দ্রথাদি মহারথিগণকে সেই স্থলেই পরিত্যাগ করিয়া তাহার মহাবাহী ও মনস্বী অর্জুন বাণে বহুতর রাজা যুদ্ধস্থলে মহাবলবান ভীষ্মের নিকট গমন করিতে লাগিলেন।

(ভীষ্মও অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও তাঁহার গাণ্ডীবধারী শ্রেষ্ঠবিদ্যে নিজের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মবেগে পুনরায় অর্জুনের নিকট আসিলেন)।

সেই সময় উৎকৃষ্ট বলশালী অমিতভীরি মহাত্মা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীষ্ম ভাগে প্রাণ সংহারক শস্ত্রকে তাগ করিয়া মহৎ, সমরের ও ভীষ্মবেগের সহিত শত্রুদের অভি জয় করিয়া যখন করিলেন এবং যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণের ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১২-১৩

মহাবলী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমস্ত পাণ্ডবেরা সংগঠিত হইয়া বহিঃ সেনাকে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তথাপি সমরাঙ্গণে বিচিত্র পরাক্রমে যুদ্ধকারী গদাযুদ্ধ পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্ম অভিভূত হইলেন না। ১৪

অথৈনং রাজা যুধি সত্যসন্ধো
ধনঞ্জয়োঽভ্যাদ্রবদা মনস্বী।
চিক্ষেপ চাপানি মহাধনানি
শরাংশ্চ তেষাং বহুধা ধনঞ্জয়ঃ ॥১৬

যুধিষ্ঠিরঃ ভীমসেনো যমৌ চ
পার্ষ্ণিং কৃত্বা যুধি সম্প্রাক্রোশন্।
দুর্যোধনঃ ক্রোধবিমোহিতাত্মা
জঘান বাণৈরবলপ্রকাশৈঃ ॥১৭

কৃপেণ শল্যেন শলেন চৈব
তথা বিভো চিত্রসেনেন চাজৌ।
বিদ্ধাঃ শরৈস্তেঽভিসৃতৈকবেগৈ-
র্যেষা যথা হৈমবতাঃ শরৌঘৈঃ ॥১৮

দ্বিষদ্বলং বাসুদেবেন রাজন্
বিবর্ত্তিতং প্রেক্ষ্য চ জাতকোপঃ।
অস্ত্রাণ্যস্যন্ সমরে মহাত্মা
বিবর্ত্তিতং ক্রুদ্ধ ইবাচ বাক্যম্ ॥১৯

ধীমন্ বৃথা বঃ পিতৃপক্ষতো যা-
মহং হনিষ্যামি মহাব্রতং তৎ।
ভীষ্মং শরৌঘৈরবিষহ্যরূপৈঃ
সত্যং যথাবীতি কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা ॥২০

কৃষ্ণা চ নৈষা সমরায় বরোরু
যেনব্রতং যদ্ধ নিহংসি যুদ্ধে।
বিদ্যাপ্রতিজ্ঞো ভব মাত্র বীর
রক্ষ স্বধর্মং ক্ষত্রিয়ং স্বনন্ত ॥২১

প্রেক্ষন্ত ভীষ্মং যুধি ভীমসেনঃ
সর্বাংস্তথান্যান্ যম সৈন্যসঙ্ঘান্।
শরৌঘজালৈরভিবিপ্লবেষৈঃ
কালঃ যথা কালকৃতঃ প্রজেষু ॥২২

বিকৃষ্যচাপং সমরেঽপ্রমেয়ঃ
পরাক্রিতঃ বাসুদেবেন চাজৌ।
বিহায় বজ্রং যম লোকহার্থং
ক যাস্যসে নাস্তি গতিস্তবেতি ॥২৩

যাহার পর সত্যপ্রতিজ্ঞ, অমিত তেজস্বী পরিশ্রমী ও মনস্বী রাজা ধনঞ্জয় ভীষ্মের সম্মুখে আসিয়া উহার রথ বারা সম্পূর্ণরূপে সেই সব মহাধনীর রথ ঢাকিয়া ফেলিলেন। ১৬

কৌরবগণ বিশ্বাসঘাতী মহাবলী দুর্যোধন যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অর্জুন ও বাসুদেব উপর দুষিত হইয়া অতিক্রুদ্ধ হইয়া বাসস্থলে প্রহার করিলেন। ১৭

প্রভো! তখন ক্রুদ্ধ হৈরাগণ একত্র হইয়া যেমনভাবিকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য, শল্য, শল এবং চিত্রসেন সমরে অবিচল হইয়া পাণ্ডবগণকে বিশ বিশ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৮

মহাত্মা ভীষ্ম যখন দেখিলেন যে যুধিষ্ঠির বিপক্ষীয় সৈন্যদিগকে বাসুদেবের সহায়তায় বিমর্দিত করিতেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন বলিতে লাগিলেন। ১৯

ধীমন্! বৃথা তব পিতৃপক্ষীয় যা-
মহং হনিষ্যামি মহাব্রতং তৎ।
ভীষ্মং শরৌঘৈরবিষহ্যরূপৈঃ
সত্যং যথাবীতি কৃষ্ণা প্রতিজ্ঞা ॥২০

কৃষ্ণা চ নৈষা সমরায় বরোরু
যেনব্রতং যদ্ধ নিহংসি যুদ্ধে।
বিদ্যাপ্রতিজ্ঞো ভব মাত্র বীর
রক্ষ স্বধর্মং ক্ষত্রিয়ং স্বনন্ত ॥২১

প্রেক্ষন্ত ভীষ্মং যুধি ভীমসেনঃ
সর্বাংস্তথান্যান্ যম সৈন্যসঙ্ঘান্।
শরৌঘজালৈরভিবিপ্লবেষৈঃ
কালঃ যথা কালকৃতঃ প্রজেষু ॥২২

বিকৃষ্যচাপং সমরেঽপ্রমেয়ঃ
পরাক্রিতঃ বাসুদেবেন চাজৌ।
বিহায় বজ্রং যম লোকহার্থং
ক যাস্যসে নাস্তি গতিস্তবেতি ॥২৩

ভীষ্ম নিজের উপর শিখণ্ডীকে প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার পক্ষীয়ে কোন দোষ করিলেন, তাঁহার শরীরে কোনরূপ আঘাত করেন নাই; সুতরাং ইহাতে ভীষ্মের কোন দোষ হয় নাই কিংবা তাঁহার প্রতিজ্ঞাহানিও হয় নাই।

বীর! তুমি নিজ পিতার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়াছিলে যে, "আমি মহাব্রতধারী ভীষ্মকে নিশ্চয় পৃথিবীতুল্য ক্ষেত্রবতী বাসস্থলে অবশ্যই নিহত করিব, এই কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়াছিলে। কিন্তু তুমি এই প্রতিজ্ঞাকে সফল করিতেছ না, কারণ, তুমি যুদ্ধে ক্ষেত্রজ ভীষ্মকে বধ করিতেছ না। বিদ্যা প্রতিজ্ঞাকারী হইও না, তুমি বীর হও, ক্ষত্রিয় ধর্ম রক্ষা কর। ২০-২১

ক্ষেত্রজ ক্ষেত্রে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রবাসী সকল প্রাণীকে অকালের মতোই বিনাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ক্ষেত্রবাসী ভীষ্ম অস্ত্রের দ্বারা ক্ষেত্রবাসী বাসস্থলে আমার সৈন্যগণকে সংহার করিতেছেন—তুমি ইহা সহ্য কর। ২২

যুদ্ধে পরাক্রমশালী ভীষ্ম ক্রোধে বজ্র স্থির করিয়া তোমাকে পরাজিত করিয়াছেন, তথাপি তুমি নিরপেক্ষভাবে বলিয়া যাও। ভীষ্ম বজ্র ও সমরের আকৃষ্টকে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য নহে। ২৩

দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মং তপনস্তবীর্য্যং
তথা চ সৈন্যং প্রবমাণমেবম্।
ভীতোঽস্মি নূনং কৃপণস্তব পুত্র
তথা হি তে মুখবর্ণোঽপ্রহৃষ্টঃ ॥ ২৪
অজাতশত্রোশ্চ মনস্তেঽপি
মহারথে সত্যসন্ধে নৃবীরে।
কথং হি ভীষ্মাৎ প্রথিতঃ পৃথিব্যাং
ভয়ং তথা প্রত্যবৈষি বীর ॥ ২৫
স ধর্মরাজস্য বচো নিশম্য
প্রকাশকঃ ক্ষিপ্রমপাপুরুষম্।
প্রত্যাদেশং মন্যমানো মহাত্মা
প্রত্যুবাচ ভীতবদ্বাহ রাজন্ ॥ ২৬
তথাপ্যহং বচনাত্তে ভরেন
বিধক্ষ্যে ভীষ্মমভিপ্রযন্তম্।
নিবারয়ামাস হি পদ্মা এনং-
মহেন্দ্র যোগেন সুদুর্জয়েন ॥ ২৭
স চাপি দৃষ্ট্বা সমুপৈত্যমাণং-
মহাং মৃগাণামধিপপ্রকাশম্।

ন সম্মুমোহ দ্রুপদস্য পুত্রো
রাজন্ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ২৮
অথো চ তত্রৈব মহানুভাবান্
পরৈরজয়ঃ প্রতিবাধমানঃ।
অবাসৃজদ্ বাণগণান্ ভরেণ
নিঘ্নন্নরোত্রঃ প্রতিযাতয়ন্ত ॥ ২৯
তমপ্রমেয়ং বিধমন্তমাণং
ধনুঃ পৃথা ধনুষ্কৃৎ পাণ্ডবশ্চ।
ভীষ্মস্য রাজন্ সমরে মহাত্মা
বহূংশ্চ চিত্রান্ ধনুষশ্চ চাপি ॥ ৩০
ছিত্ত্বানদৎ পাণ্ডুসুতশ্চ বীরো
যুধিষ্ঠিরস্যাজমীঢ়স্য রাজ্ঞঃ।
ততঃ সমুৎসৃজ্য বহূঃ সবাণঃ
যুধিষ্ঠিরো বীক্ষ্য জগাম ভূয়ঃ ॥ ৩১
সমাং অস্ত্রাধিপপাতে লঘ্বো
জয়দ্রথঃ ভীমসেনঃ পদাতিঃ।
তথাপ্যহং সহসা ভরেণ
জয়দ্রথং সমরে ভীমসেনম্ ॥ ৩২

কৃপণবৎসল! আমার পরাক্রমী ভীষ্মকে এবং তাঁহার ভীষণতে এরূপ হইতেছে দেখিয়া পলায়নের আমার সৈন্যদিগকে দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি ভীত হইয়া পড়িয়াছ, কারণ, তোমার মুখের বর্ণ সেরূপ প্রসন্নই দেখাইতেছে ॥ ২৪

বীর! অজাতশত্রু এই মহাত্মার কোন্ স্থলে গাইয়া মুখ ব্যাপৃত আছে, তাহার কোন সম্ভাবনাই পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ সময়ে তুমি আজ কৃতান্তের মতো প্রবাহ বীর হইয়াও কেন ভীষণে ভয় করিতেছ ? ২৫

রাজন্! ধর্মরাজের এই বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরই অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ। ইহার দ্বারা তিনি বহু অনেক বিষয়ই ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি এই দ্বারা তাঁহার মহাত্মা শিখণ্ডী ইহাকে নিজের উপর প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া মনে করিলেন এবং অভিলষিত ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন ॥ ২৬

শিখণ্ডীকে ভীষ্মবধে আসিতে এবং ভীষ্মের উপর ধাবিত হইতে দেখিয়া পদ্মা অত্যন্ত দুঃখিত ও ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

রাজন্! প্রত্যক্ষদর্শনে পরিচয়ে তেজস্বী সেই অর্জুন প্রত্যেক

হইতে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী বিমোহ হইলেন না ॥ ২৮

এই মহাপরাক্রান্ত বীর বীর বাসনাসূত্রে শত্রুর অক্ষকে নিবারণ করিতে করিতে সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আবার শিখণ্ডী শত্রুর অক্ষের প্রতিঘাতক অন্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন ॥ ২৯

আকাশে বিমানে দেবগণ এবং ভূতলে সমাগত ভূপতিগণ সকলেই দেখিলেন যে, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত শত্রুর অক্ষ ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। রাজন্! মহাত্মা ও বীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে অসংখ্য শত্রুপক্ষের রাজা যুধিষ্ঠিরের বিচিত্র ধনু ও বাণ ছেদন করিয়া তখন গর্জন করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বাসনার ধনু পরিত্যাগ করিয়া এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের অবস্থিতি দেখিয়া ভীষ্মের দিকে লইয়া যুদ্ধ করিতে রাজা জয়দ্রথের উপর আক্রমণ করিলেন।

এইরূপ সমরে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মসেনের সম্মুখে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া পর্বতের সমতুল্য ভয়ের পাঁচশত তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাদিগকেই বিদ্ধ করিলেন।

বিব্যাধ ষোড়শৈর্বাণৈরুগ্রৈঃ
বিষ্ণৌ শরৈঃ পঞ্চদশৈঃ সমন্ততঃ।
অচিন্তয়িত্বা স পরাভবং রণে
দুঃখাদ্যঃ ক্রোধপরীতচেতাঃ॥ ৫৪
জঘান বাহান্ সহসা সমন্ততঃ
পাদাবশান্ সিন্ধুরাজস্য সর্বান্।
ততোঽভিসীক্ষ্যাপ্রতিমপ্রভাব-
মুবাচ জলং বচনং তদেদম্॥ ৫৫
অস্যাধমো ভীমসেনঃ নিহন্তু
সমুদ্যতাস্ত্রঃ পুরুষাধমস্য।
ভীমোঽপ্যথৈনং সহসা বিলক্ষ্য
প্রত্যুদ্যযৌ গদয়া বর্মধারঃ॥ ৫৬
(জয়দ্রথো ভরবাজো জঘান তং
তাক্ষ্ণ্যা যযৌ যত্র রাজা দুরাত্মা।
স সৌবলঃ সাদুখঃ সাদুজন্ত
দৃষ্ট্বা ভীমং দুষ্টচেতাঃ তদার্তঃ॥
ভীমোঽপ্যথৈনং সহসা বিলক্ষ্য
প্রত্যুদ্যযৌ গদয়া চন্দ্রকাভঃ।

স সৌবলং তত্র পুনা বিরাজ্য
তূর্ণাননঃ সাদুখং যোদ্ধুকামঃ॥)
সমুদ্যতাং তাং যমদণ্ডকল্পাং
দৃষ্ট্বা গদাং তে কুরবঃ সমন্ততঃ।
বিনেদুরার্তে তব পুত্রপক্ষাঃ
পাণ্ডোঃ সুতাঃ পরিহৃষ্টরূপাঃ॥ ৫৯
অপক্রান্তাস্তমুদ্দিশ্য সর্বে
তুরাজনে তাদৃশে ঘোররূপে।
অমুঞ্চচ্চোচ্চৈঃ সিংহনাদো
মহাকায়াপক্রমণীং বিদীক্ষ্য॥ ৬০
হতং ধনুঃপক্ষ্য পতাকিরাজো
প্রসহ্য বক্ষঃ বিপুলং চ তীর্ণ।
অবপ্লুতঃ সিংহ ইবাচলাগ্রা-
দপাক্রামদ্ ভূমিপ ভূমিদেশম্॥ ৬১
স বাপি না প্রাপ্য রথং শরিষ্ঠং
নাগং সমুদ্যম্য বিনিষ্পিপেষ সর্বান্।
জঘান ভূমিং অসিতা মহোগা
ভীতাস্তরাস্ তাদিব সম্প্রকম্পী॥ ৬২

কিন্তু বেদজ্ঞানী ভীষ্মের বীরত্বে এই বাক্যসমূহকে মোটেই গণনার মধ্যেই না আনিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া) মনে মনে ক্রোধে অধীর হইলেন। তারপর তিনি বিদ্যুৎের ন্যায় (পাণ্ডব)-সৈন্য বধিনিষ্ঠ অবস্থানকে লক্ষ্যস্থলে নিক্ষেপ করিলেন।

ইহা দেখিয়া আপনার অনুগত প্রধানসেনা ও সেনাপতি ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমী পুত্র দুঃশাসন ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য শর উদ্যমন করিয়া অভিমত রাজকার্য সহিত বলের দ্বারা সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তখন ভীমসেনও সহসা সিংহনাদ মুক্ত করিয়া। গর্জন করিতে করিতে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫৩-৫৪

(আর নিকট হইলে অবশ্য সেই ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া সেখানে সমুদ্যত, সেনাপতি ও ধর্মিষ্ঠ আত্মজদের সহিত মুখ্যতম দুর্যোধন দ্বিতীয়, সেখানে চলিয়া যাইলেন। ভীমসেনকে দেখিয়া তাহার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন তিনি ভীতিতে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

ভীমসেনও পদাতি ও অশ্বারোহী সহিত আপনার পুত্র দুর্যোধনকে দেখিয়া ক্রোধপূর্ণ চিত্তে সহসা গর্জন করত গদাহস্তে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন।

তখনকার সেই ক্ষণে ভৈরবাদিত্য দেখিয়া সকল সৈন্যগণ আপনার পুত্রকে সেখানেই ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বিক্ষেপের ইচ্ছা করিয়াই তত্ত্ব চারিদিকে পলায়ন করিলেন। তারপর সেই যোদ্ধৃগণ, অন্যান্য সকল ও তখন ক্রোধভরের মহাযুদ্ধে উক্ত সমাধানে উত্তেজিত হইয়া আপনার দেখিয়া কেবল চিত্রসেনেরই চিত্ত বিকর্তব্যবিমূঢ় হয় নাই। ৫৮-৬১

তারপর তিনি নিজ রথকে ত্যাগ করিয়া হাতে অতি বিশাল গদা এবং তরবারি লইয়া পর্বতশিখর হইতে সিংহের ন্যায় ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন ও পদাতিকে বিনষ্ট করিতে করিতে ক্রুদ্ধ ভাবে দিকে চলিয়া যাইলেন। ৬২

সেই গদার চিত্রসেনের রথের উপর যাইয়া তাহার অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করত আকাশ হইতে ভূমিতে পতনকারী প্রলয়ের বিশাল উল্কার ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ৬৩

আশ্চর্যভূতং দৃষ্ট্বাহং ভীষ্মং
দুষ্টৈব তদ্ ভারত সম্প্রহৃষ্টঃ।
সর্বে বিনহ্য সহিতাঃ সমস্তাঃ
পুনর্জিষ্ণবে তব পুত্রস্য সৌর্যাৎ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তমদিবসে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ৮৫

ভারত! এই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যগণ শিখণ্ডীর সেই ভয়ানকমূর্তি দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া এক সঙ্গে আপনার পুত্রের সৌর্য্যের প্রশংসা করিতে ও গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫০

শ্রীমহাভারত ভেষ্মপর্বান্তর্গত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায় ভীষ্মবধপর্বে সপ্তমদিবসের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের সহ যুধিষ্ঠিরস্য যুদ্ধম্, দাত্যকি-ধৃষ্টদ্যুম্নাভ্যাং বিন্দানুবিন্দয়োঃ সংগ্রামঃ, দ্রোণকৃতব্যূহানাং পরাক্রমঃ, সপ্তমাহবসমুদ্ভবসমাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বিদম্য তং সমাসাদ্য চিত্রসেনং মহাবিনম্।
ধনুষ্যারোপয়ামাস বিকর্ষন্নতরন্তদা ৷ ১

অভিসংধায় বর্ষন্তং যুগান্তে সলিলং যথা।
ভীষ্মঃ শান্তনবস্তূর্ণং যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ৷ ২

তস্য সর্বং-সাসাধ্যং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
মৃত্যোরাস্যমনুপ্রাপ্তং মেনিরে চ যুধিষ্ঠিরম্ ৷ ৩

যুধিষ্ঠিরোঽপি কৌরব্যো মহাত্মা সহিতঃ প্রভুঃ।
মহেষ্বাসং মহাত্মানং ভীষ্মং শান্তনবং যযৌ ৷ ৪

ততঃ শরসহস্রাণি প্রমুক্তানি পাণ্ডবে যুধি।
ভীষ্মং সাহস্রয়ামাস যথা মেঘো দিবাকরম্ ৷ ৫

তেন সম্যক্ প্রযুক্তানি শরজালানি ভারত।
প্রতিজগ্রাহ গাঙ্গেয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ৷ ৬

অথৈব শরজালানি ভীষ্মোৎসৃষ্টানি ভারত।
আকাশে সমদৃশ্যন্ত বলাকানাং ব্রজা ইব ৷ ৭

নিঘ্নন্নার্জবং কৌন্তেয়ং ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি।
অদৃশ্যং সমরে চক্রে শরজালেন ভারত ৷ ৮

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা কৌরবাণাং মহারথঃ।
নারাচং প্রেষয়ামাস ক্রুদ্ধ আশীবিষোপমম্ ৷ ৯

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ, কৃষ্ণের এবং সাত্যকির সহিত বিন্দ ও অনুবিন্দের সংগ্রাম, দ্রোণ প্রভৃতির পরাক্রম এবং সপ্তমদিবসের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাবীর বিনত ধনুষী রাজা চিত্রসেনের নিকটে যাইয়া আপনার পুত্র বিকর্ণ তাঁহাকে বীর বাণ আরোহণ করাইলেন। ১

যখন এরূপ তুমুল ও ব্যাপক যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অভিমুখে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ২

ইহা দেখিয়া সেই সময় পঞ্চপাণ্ডব হাস, হস্তি ও অশ্বসহ ভীমসিংহ উঠিলেন। তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ৩

পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরও বন্ধুগণ এবং সহোদরগণের সহিত মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৪

যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ শরাসনে সহস্র সহস্র বাণযোজনা করিয়া শান্তনুনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৫

আর্য্য! তাঁহার দ্বারা উৎসর্জ্জিত নিখিল শত শত ও সহস্র সহস্র বাণসমূহকে মহাবীর ভীষ্ম গ্রহণ করিলেন (অর্থাৎ ভীষ্ম বাণে ঐ বাণগুলির গতি করিয়া দিলেন।)। ৬

আর্য্য! সেইরূপ ভীষ্মকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহও আকাশে পক্ষীদিগের বলাকার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ৭

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের সম্মুখেই পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ দ্বারা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন। ৮

তখন ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধকালীন মহাত্মা ভীষ্মের উপর বিষময় সর্পের ন্যায় একটী নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ৯

অলম্বুষঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠ তু তুমুলেন মহাবলঃ।
চিক্ষেপ সময়ে রাজন্ ভীমসেন রথস্থিতে। ১০
তং তু দিব্যা রথে ভীমো নারাচঃ কালসংমিতম্।
নিধায় ঘোরসংস্পর্শং হৃদয়ে তাক্ষ্যভূষণাম্। ১১
(হতাশে তু রথে বিদ্ধ্বা শক্তিং চিক্ষেপ বর্ষ্মণি।
তামাপতন্তীং সহসা কনকাঙ্গদভূষিতাম্। ।
চিক্ষেপ সময়ে ভীমঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।)
হতাশং তু রথং তাক্ষ্যং বর্ষমূত্রো মুহির্মুহুঃ।
আজঘান যথা তূর্ণং বজ্রপাণি র্মহাসুরম্। ১২
যথাবদপি হি ক্রুদ্ধঃ সমাসাদ্য রথে তদা।
শরৈঃ সন্নাহয়ামাস ভীমং পরমুদারধীঃ। ১৩
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহারাজ ভীমবাণপথাতিগৌ।
জগাম পরমাং চিন্তাং ভীমস্য বধকাঙ্ক্ষয়া। ১৪
অথো মুহির্মুহো রাজন্ রাজভ্যান্ সমরাবহঃ।
ভীমং শান্তনবং সর্বে নিরস্যেতি মুহুর্মুহুঃ। ১৫
অথাব্রু পার্থিবাঃ সর্বে ক্রুধা পার্থস্য তাদ্বিষম্।
বহুধা রথবংশেন পরিবব্রুঃ শিতেষুভিঃ। ১৬
স সমন্তাৎ পরিবৃতঃ শিতা ভেদ্যবরূথভৃৎ।
চিক্রীড় বসুধা রাজন্ পাণ্ডবাগ্র্যো মহাবলঃ। ১৭
অথ চক্রাঙ্গ রথে পার্থো দৃষ্ট্বা ভৌমং মুনি।
মুমুক্ষমাণং প্রহিণোদ্ যথা সিংহসিতং বনে। ১৮
তস্মৈ তান্ রথে বীরান্ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ।
দৃষ্ট্বা ভেজুর্ভয়াজ্জিহ্মং মৃগযূথা ইব দ্বিপম্। ১৯
রথে তারক্ষসিংহস্য বৃকোদরং ক্ষিতিং।
অন্তর্গতমুদগরেণ যথা কক্ষং বিভাবসুম্। ২০
বিংশতি রথিনাং ভীমঃ পাঞ্চালানাং মহারথে।
তালেভ্যঃ পরিপক্বানি ফলানি কুসুমো বায়ুঃ। ২১

রাজন্! কিন্তু মহাবীর ভীম দৃষ্টিপথের বহু দূরে নিক্ষেপ সেই বাণাঘাতে নিজের নিকট উপস্থিত হইয়াও মূর্ছাই একটী মুহূর্ত্তকাল হেলন করিলেন। ১০

এইরূপে রণাঙ্গনে কালকল্প তাদৃশ সেই বাণাঘাত-সহ্যকে হেলন করিয়া ভীম বর্ষাকালে মুহির্মুহু মেঘের ন্যায় শরবর্ষণে মহাবীর ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। ১১

(অথ নিহত হইলেও সেই রথেই অবস্থান করত ধনঞ্জয় মুহির্মুহু ভীমের উপর একটী শক্তি হেলন করিলেন। কাঞ্চনাঙ্গদ-ভূষণ ভীম ও তাদৃশ সেই শক্তিকে সহসা নিকট দিকে আসিতে দেখিয়া ভীম আনতপর্ব্বযুক্ত বহু বাণে তাহাকে হেলন করিয়া ফেলিলেন।)

অনন্তর যে রথের অশ্ব নিহত হইয়াছে, সেই রথকে ত্যাগ করিয়া বর্ষণশীল মুহির্মুহু অভিমন্যু প্রভৃতি বহুসংখ্য রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ১২

সেই সময় ভীমসেন নকুল ও সহদেবকে পাইয়া পঞ্চমমারিষী ভীম অন্যান্য হেলনের সহিত তাঁহাদিগকে রথসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ১৩

মহারাজ! নকুল ও সহদেবকে ভীমের হাতে অভিন্ন দেখিয়া মুহির্মুহু ভীম, ইহাঁর দেখিয়া মুহির্মুহু যমে ভীমের বধ কামনা করিতে করিতে মহতী চিন্তায় হইলেন। ১৪

তাদৃশ মুহির্মুহু ভীম যমতুল্য মহাপরিঘ ও মুহুর্মুহু শাণিত বাণ হেলন করিলেন যে, আপনারা সকলে বিমিত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীমকে বধ করুন। ১৫

অথব মুহীপুত্র মুহির্মুহু এই বলে কুপিত হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ মহাসমুদ্যম দ্বারা পিতামহ ভীমের প্রতিনিধি বিনিয়া বোধিলেন। ১৬

রাজন্! সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীম সেই সব মহারথী বীরগণকে মহাবাণী করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বাণ দ্বারা বেগে ভীত করিতে লাগিলেন। ১৭

যেরূপ সিংহশাবক বনে হরিণদের সহিত মনে প্রহার করিয়া খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ মুহীপুত্রগণ মুখে বিজয়কারী কুরুবংশধুরন্ধর ভীমসেনও সেখানে খেলিলেন। ১৮

মহারাজ! অথব তিনি রণাঙ্গনে বীরগণকে দেখিয়া অর্জ্জুন-বর্ষণ করিতে ও তাহাদিগকে ভীত করিতেছিলেন। যেরূপ মৃগসমূহ সিংহকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সকল রাজাই ভীমকে দেখিয়া ভীত হইলেন। ১৯

যেরূপ বায়ু মহাবেগে ফলগ্রহণেচ্ছায় তুল বৃক্ষের অগ্র করিতে ইচ্ছুক পরি অনিল প্রকম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ করিলেন রণাঙ্গনে অন্তকসদৃশ সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ভীমের অঙ্গ অভিমন্যু হেলনী প্রভৃতি করিলেন। ২০

ভীম সেই যুদ্ধস্থলে রথী বীরগণের সকল হেলন করিয়া সেইরূপ কুপিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোন বিপুল শক্তি তালবৃক্ষসমূহ হইতে রসাল ফলগুলিকে পাতিত করিয়া থাকে। ২১

পতন্তিশ্চ মহারাজ শিরোভির্ভূষণোজ্জ্বলৈঃ।
বভূব তুমুলঃ শব্দঃ পততামিতনাদিনাম্ ॥ ২২
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে ভয়াবহে।
সর্বেষামেব সৈন্যানামাসীদ্ ব্যতিকরো মহান্ ॥ ২৩
ভিন্নেষু তেষু যূথেষু ক্ষত্রিয়া ভীমরূপিণঃ।
একমেকং সমাদায় যুযুধুর্যমরাষ্ট্রিবৎ ॥ ২৪
বিমর্দী তু সমাসাদ্য তবসানাং পিতামহম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহঃ সিংহমিবাত্মনঃ ॥ ২৫
অনাদৃত্য ততো ভীষ্মঃ শিখণ্ডিনমাহবে।
প্রমথ্য সহসান্ কুদ্ধঃ ইষূঃ চিক্ষেপ বিংশতিম্ ॥ ২৬
সন্নতাগ্রাস্ততো দৃষ্ট্বা ভীষ্মং ভীমা মহাহবে।
তিরশ্চকার বিবিধান্ শস্ত্রবিদ্যাবিশারদান্ ॥ ২৭
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে বাহিনীকক্ষয়ে ভৃশম্।
পশ্চিমাং দিশমাসাদ্য স্থিতে সবিতরি প্রভো ॥ ২৮

দুর্যোধনশ্চ পাঞ্চাল্যান্ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পীড়য়ন্তো কুরূন্ সৈন্যৈঃ শক্তি-তোমরপাণিভিঃ ॥ ২৯
সংরক্তশ্চ যতশ্চ বাহুন্ ভয়মুদ্যম্য রণে।
তে হতযানাঃ সমরে তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৩০
আর্যাঃ যুদ্ধে মতিং কৃত্বা ন ত্যজন্তি স্ম সংযুগম্।
যথোদয়ান্ত সময়ে নিত্যং ত্যজতি রশ্মিমান্ ॥ ৩১
তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ তাবকানাং মহাত্মনাম্।
বধ্যতাং সমরে রাজন্ পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৩২
তাঃ শ্রুত্বা নিনদং ঘোরং তাবকানাং মহারথৌ।
বিস্ফারয়ন্তৌ সংহৃষ্টৌ পাণ্ডবঃ প্রত্যুপস্থিতৌ ॥ ৩৩
তৌ তত্র সুমহদ্ যুদ্ধং কৃত্বা ভীমং মহারথৌ।
ছাদয়ামাসতুঃ ক্রুদ্ধৌ শরবর্ষেণ পার্থিবম্ ॥ ৩৪
অথৈনং ত্যজ্য পাঞ্চাল্যো রথাৎ তূর্ণং মহাবলঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং সাত্যকেশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৩৫

মহারাজ! তখন যুদ্ধক্ষেত্রে পতনশীল মস্তকসমূহের আঘাত হইতে নিঃসৃত প্রচণ্ডশব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দসমূহ হইতে লাগিল। ২২

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ হইবার সময় সকল সৈন্যদলের মধ্যে ওলট-পালট (অবস্থা ওলট-পালট) হইয়া গেল। ২৩

সকল সৈন্যের যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষত্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ভীষণ পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে করিতে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৪

বিমর্দী ভরতবংশের পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন —'হোও, যোদ্ধা'। ২৫

কিন্তু ভীষ্ম বিমর্দীর দিকে দৃক্‌পাত করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে অবহেলা করিলেন এবং শত্রুসংহারী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ উগ্র ক্রোধে সমরে অবতরণ করিলেন। ২৬

তখন শত্রুদমন সেই মহাযুদ্ধে ভয় ও উদ্বেগ পূর্ণ ভীষ্মকে দেখিয়া শস্ত্রবিদ্যার সহিত নানা প্রকার বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৭

প্রভো! যখন সূর্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত হইলেন, তখন যুদ্ধের ভয় আরও অধিক হইয়া উঠিল। সেই সময় যুদ্ধ রথের সহিত রথ ও হস্তী সহিত হস্তী মিলিত হইল। ২৮

পাঞ্চালরাজকুমার দুর্যোধন ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা উভয়ে শক্তি এবং তোমর হস্তে করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। ২৯

রাজন্! ইহারা উভয়ে যখনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে সংহার করিতে থাকিলেন। তখনই! ইহাদের দ্বারা সমরাঙ্গনে নিহত হইতে থাকিলেও আপনার সৈন্যগণ যুদ্ধবিষয়ক চেষ্টা হইতে আপনা হইতে যুদ্ধ ত্যাগ করে পলায়ন করিলেন না। আপনার যোদ্ধাগণ প্রলয়কালে পূর্ণ উৎপাতের সহিত সূর্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

রাজন্! মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন সমরক্ষেত্রে আপনার যোদ্ধাদিগকে বধ করিতেছিলেন, তখন সেই বধ অত্যন্তবধী ভীরুগণের আর্ত ক্রন্দন উচ্চৈঃস্বরে শুনা যাইতে লাগিল। ৩২

আপনার সৈন্যেরা এই প্রকার আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার দিয়া ও অত্যধিক হর্ষসহকারে যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৩৩

এই দুই মহারথী ভীম অতিশয় ভয়ঙ্কর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া তাঁহাকেও নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন। ৩৪

তখন মহারথী ভীমসেন অতিশয় বীর্য হইতে পাঞ্চালিকে পরিত্যাগ করিয়া সাত্যকির রথের উপর আরোহণ করিলেন। ৩৫

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মহতা সেনয়া বৃতঃ।
আবন্ত্যৌ সমরে ক্রুদ্ধৌ যোদ্ধুকামৌ ন সম্ভ্রমৌ ॥ ৫৬
ঐষীক ইব পূত্তোঽপি সংঘাতেনেন মারিষ।
বিন্দানুবিন্দৌ সমরে পরিবার্যাবতস্থিবান্ ॥ ৫৭
অর্জুনস্যাপি সংক্রুদ্ধঃ কপিরাজ্ঞ কপিধ্বজঃ।
অযোধয়ে সংগ্রামে বহূনাপিবিযোধিনঃ ॥ ৫৮
দ্রোণস্য সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রস্য প্রিয়কৃৎ তব।
রাজন্ সর্বপক্ষলোকূপরাশিবিষানলঃ ॥ ৫৯
দুর্যোধনমুখেষাস্তু পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
পরিবার্য রথে ভীষ্মং যুযুধুঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৬০
ততো দুর্যোধনো রাজা লোহিতাশ্বঃ প্রতাপবান্।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বাংস্তত্রস্থানিতি ভারত ॥ ৬১
যুধ্যধ্বং হে তথা যেষাং কুর্বধ্বং তথা যুদ্ধবৎ।
অদ্য ত্বিহিনথাস্যাদ্য কুরুধ্বং তথা যুদ্ধবৎ ॥ ৬২
প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতৌঘতরঙ্গিণী।
যোধানুষ্ণীষসংকীর্ণা অক্ষৈণ কবচাম্বুমতী ॥ ৬৩
বিবাতিরথিবাজিস্থ হস্তিদ্বীপৈরপং বৃতম্।
ঘোরমায়োধনং তত্র কুরুপাণ্ডবসংক্ষয়ম্ ॥ ৬৪
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ তথান্যে পিশিতাশিনঃ।
সমন্ততো ব্যদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৬৫
অর্জুনোঽথ সুশর্মাণং রাজানং দ্রুপদানুগম্।
বিজিত্য পুনরাবৃত্তো যত্তো যমিষিণাং প্রতি ॥ ৬৬
যুধিষ্ঠিরোঽপি কৌরব্যো ভ্রাতৃভ্যাং সহিতস্তথা।
যত্তো যমিষিণাং রাজা বিশাম্পতে সেনয়া বৃতঃ ॥ ৬৭
ভীমসেনোঽপি রাজেন্দ্র দুর্যোধনমুখান্ রথান্।
অনাদিত্য তথা ক্ষিপ্রং যত্তো যমিষিণাং প্রতি ॥ ৬৮
দুর্যোধনোঽপি নৃপতিঃ পরিবার্য মহারথৈঃ।
ভীমং নানাশরবর্ষৈঃ প্রবরাঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৬৯
ঘোরো যৌধিঃ কুরুঃ শলাঃ কুরবশ্চ ভারত।
পরিবার্য তমূ সর্বাং প্রবরাঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৭০

অবশেষে বিষাদ সৈন্যে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত ও ক্রুদ্ধ শিখণ্ডি-প্রমুখ বীরদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৫

আর্য! এইরূপ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সর্বপ্রকার উদ্যোগের সহিত প্রাণপণে বিশ্ব ও অনুবিন্দের সঙ্গে করিবার জন্য তাঁহাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে আদিষ্ট করিলেন ॥ ৫৬

অনন্তর অবিশ্রান্তবর্ষী অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সংগ্রামস্থলে অবন্তিদ্বয়ের সহিত যোদ্ধারূপে যুদ্ধ করিতেছিলেন, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুরদলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭

আপনার পুত্রের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতেছিলেন, তখন মনে হইল—অগ্নির ফুলাগুলিকে তমীভূত করিতেছেন ॥ ৫৮

প্রজানাথ! আপনার দুর্যোধনাদি পুত্রগণ ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

ভারত! তখনকার যখন সূর্যদেব অস্তাচলে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন আপনার সকল যোদ্ধাকে বলিলেন, আপনারা সকলে সজাগ হউন ॥ ৬০

তখন সেই সব যোদ্ধা সমবেত যুদ্ধ করিতে করিতে দুরন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্যদেব অস্তমিত হইলেন এবং তাঁহার প্রকাশ লুপ্ত হইয়া গেল। এইরূপে সন্ধ্যা সময়েই ঘনঘোর যুদ্ধ সংঘটিত হইল ॥ ৬১-৬৩

তখনকার হস্তবাহিনী অস্ত্রসমূহ রক্ত নিয়া এক ভয়ঙ্কর নদীর সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নদীর অবস্থা ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৬৪

চারিদিকে রাক্ষস, পিশাচ এবং অন্য সব মাংসাশী জন্তুগণ শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৬৫

তখনকার অর্জুন রাজা দুর্যোধনের পক্ষের অনুসরণকারী দ্রুপদানুচর সুশর্মাকে পরাজিত করিয়া নিজ শিবির অভিমুখে যখন করিলেন ॥ ৬৬

অনন্তর সৈন্যে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরও ভাই ভীমসেন-নকুলদের সহিত রাজিয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৬৭

মহারাজ! তখন ভীমসেনও দুর্যোধনাদি বহু বীরপক্ষের যুদ্ধে বাধা করিয়া বীর শিবিরের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৮

রাজা দুর্যোধনও মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের ভীমকে পরিবেষ্টন করিয়া অতি সত্বর নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৬৯

দ্রোণাচার্য, অবন্তিরা, দুর্যোধন, শল্য এবং কুরুবীর কৃতবর্মা—ইহারা সকল সৈন্যবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিয়া শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৭০

তথৈব সাত্যকী রাজন্ দ্রুপদশ্চাপি পার্থিবঃ।
পরিযাতা হ্যথো যোদ্ধুং যত্নবঃ শিবিরাণি চ ॥ ৪১
এবমেতে মহারাজ ভারতাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
সর্বাবস্থাস্থ সহিতা নিবাসকালে পরন্তপ ॥ ৪২
ততঃ স্বশিবিরং গত্বা পাণ্ডবাঃ কুরবস্তথা।
তবস্তশ্চ মহারাজ পূজয়ন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৩
যথার্হং কৃত্বা ততঃ পূজাং তত্র তত্র যথাবিধি।
অপনীয় চ সঙ্গ্রামং শ্রান্তা নিবিবিরে তদা ॥ ৪৪
কৃতশস্ত্রাস্ত্রবাহাশ্চ সর্বে সংযুগদুর্মদাঃ।
ঔঘ-বাত্তিমিবেগেন যত্তীকৃত্য বলানিচ ॥ ৪৫
মুহূর্তাদিব তৎ সর্বমভবন্নিশি সংবৃতম্।
ন হি যুদ্ধকথা কাচিদ্ বভূবুস্তত্র মহারথাঃ ॥ ৪৬
তে প্রসুপ্তে বলে তত্র পরিশ্রান্তজনে নৃপ।
হতাবশেষে রাত্রৌ তু প্রেক্ষণীয়ে মহাত্মভিঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সপ্তদশদিবসযুদ্ধাবহারে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

রাজন্! এইরূপ সাত্যকি এবং অপরাপর দ্রুপদাদি যুদ্ধে বীর যোদ্ধাদিগের শিবির শিবির অভিমুখে চলিলেন। ৪১

মহারাজ! এইরূপে রাত্রিযাপনে আপনার যোদ্ধারা পাণ্ডবদিগের সহিত নিজ নিজ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৪২

মহারাজ! তাহার পর কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শিবিরে যাইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা করিতে করিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৪৩

তখনকার উভয় পক্ষের বীরগণ সর্বদিকে সৈন্যদের যত্ন লন (প্রথম যুদ্ধদিবসে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেখানে নষ্টাবশিষ্ট রাত্রী, নষ্টাবশিষ্ট রথ, সাজান রথ অথবারোহী এবং পরাজিত রক্ষক সৈন্য রক্ষক) স্থাপন করত বিধি অনুসারে নিজ নিজ শিবিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তাহারা নিজ নিজ শরীর হইতে বাণসমূহ বাহির করিয়া মালাকার জলে আর করত ঘর্মবিহীন করাইবার পর ঘর্মবিন্দুর মুখ হইতে বীর অভি অভিমে অভিমে সেই সব রথী বীরগণ স্নান ও বাসসমূহের পরে ভোজনাদির করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪-৪৫

মুহূর্তকাল (দুই ঘণ্টা) যেমনকার সব কিছুই স্তব্ধপ্রায় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সেই সময় সেখানে মহারথীরা যুদ্ধসম্বন্ধীয় কোন কথাবার্তা বলিলেন না। ৪৬

মহারাজ! যে সৈন্যদের অধিক হাতী ও ঘোড়া নষ্ট হয় নাই, উহার পক্ষের এবং যোদ্ধাদের সকলেই অধিক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাত্রিবেলায় যখন উহার পাণ্ডব সৈন্যদল সমস্ত রকম বিধি অনুসারে নিজ নিজ শিবিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তখন তাঁহারা সকলেই স্বাধীন হইবেন। ৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবমাশ্চর্যী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সপ্তম দিবসের যুদ্ধবিবরণবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টমদিবসে যুদ্ধারম্ভ কৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং রণযাত্রা, তেষাং পরস্পরং তুমুলযুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পরিযাতা নিশা তাত দৃষ্ট্বা সুখং প্রাপ্তা জনেশ্বরাঃ।
কৃতাহ্নিকাস্তথা পূর্বমুত্থায় নির্যযুঃ ॥ ১
ততঃ সর্বো মহানাসীৎ সৈন্যসোঽতিরথস্য বৈ।

নির্মন্থ্যমানয়োঃ সংখ্যে সাগরপ্রতিমো মহান্ ॥ ২
অথো সূর্যোদয়ে রাজা চিত্রসেনো বিশাংপতিঃ।
ভীষ্মস্য রক্ষিণাং শ্রেষ্ঠো ভারতাভ্যন্ত বৈ নৃপ ॥ ৩

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[অষ্টমদিনে যুদ্ধারম্ভ কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যগণের যুদ্ধযাত্রা এবং তাহাদের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজাদি সমাধান করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করত সূর্যোদয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১

মহারাজ! যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য পরিবর্তিত হইলেন, সেই সময় সংগ্রামভূমিতে মহাসাগরের গর্জনের ন্যায় মহাধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ২

হে নৃপ! তাহার পর রাজা সূর্যোদয়, চিত্রসেন, বিশাংপতি, ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য—ইহাঁরা সকলে সজ্জীভূত ও সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

ঔদকাস্তুরাঃ সূনরকাঃ কৌরবাণাং মহাচমূম্।
ব্যূহায় বিদ্ধ্য মাত্রম্ পাণ্ডবান্ প্রতি তস্থিরে। ৪
তীক্ষ্ণঃ কৃত্বা মহাব্যূহং পিতা তব বিশাম্পতে।
সাগরপ্রতিমং ঘোরং বাহনৌঘিকমগ্রিণম্। ৫
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং তীক্ষ্ণ নাগবরো বলী।
নাগৈর্বৈজয়িপার্শ্বৈশ্চ আবৃতৈশ্চ সমন্বিতঃ। ৬
অতোঽনন্তরমেবাসীৎ তারয়াঙ্গঃ প্রতাপবান্।
পূলিন্দৈঃ পারদৈশ্চৈব তথা ক্ষুদ্রক-মালবৈঃ। ৭
গোপালবন্তঃ সুমহান্ তথাঙ্গঃ প্রতাপবান্।
বসাতৈশ্চ বলিভৈশ্চ শিবিভৈশ্চ বিশাম্পতে। ৮
প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজস্তু নৃপঃ কৌরব্যোঽথ দুর্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ লৈনুটৈশ্চ সমন্বিতঃ। ৯
বৃহদ্বলাৎ ততঃ পূর্বাদ্গিরেঃ প্রস্থলবাসিনঃ।
কারভৈর্ভোজকৈঃ সার্ধং ধনঞ্জয় সংস্থিতঃ। ১০
ভৌবিত্ত ইতশ্চ পূরুসৈন্যস্যান্তে তথাভবৎ।

অথবো সিংহনাদেন নাদয়ন্তো বসুন্ধরাম্। ১১
তথা সর্বেণ সৈন্যেন রাজা দুর্যোধনস্তথা।
কৌরবেয়বরঃ প্রাচ্যান্ সোমকৈঃ পরিবারিতঃ। ১২
দুর্যোধনমনুস্তু তত্তঃ কৃপঃ শারদ্বতো যযৌ।
এবমেব মহাব্যূহঃ প্রথমো সাগরোপমঃ। ১৩
রেজুস্তত্র পতাকাশ্চ হেমদণ্ডাশ্চি যা বিভো।
অম্বরাক্তর চিত্রাণি মহাহীনি বসূনি চ। ১৪
তন্তু দৃষ্ট্বা মহাব্যূহং তাবকানাং মহারথঃ।
যুধিষ্ঠিরোঽব্রবীৎ তূর্ণং পার্থং পুরুষসত্তমম্। ১৫
পশ্য ব্যূহং মহেষ্বাস নির্মিতং সাগরোপমম্।
প্রতিব্যূহং যদি হি কুরু পার্থ সমন্বিতম্। ১৬
ততঃ স পার্থঃ ক্রুদ্ধো ব্যূহং চক্রে সুদারুণম্।
শৃঙ্গাটকং মহাব্যূহং পরব্যূহবিনাশনম্। ১৭
শৃঙ্গাভ্যাং তীরসেনশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
রথৈরনেকসাহস্রৈস্তথা হয়-পদাতিভিঃ। ১৮

ধনঞ্জয় বাহন করত কৌরবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৩-৩

সঞ্জয় বলিলেন! আপনার পিতৃতুল্য তীক্ষ্ণ সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও ভয়ঙ্কর এক মহাব্যূহ নির্মাণ করিলেন, যেখানে হস্তী ও অশ্বারোহণ তরঙ্গরূপে প্রতীত হইতেছিল। ৪

নাগসৈন্যের তীক্ষ্ণ সমস্ত সৈন্যবাহিনীর অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার সহিত বসাতি, বলিগণ ও শিবিরাজের যোদ্ধারা ছিলেন। ৬

তাঁহার পশ্চাতে পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবদেশীয় বীরগণের সহিত প্রতাপশালী গোপালগণ যোদ্ধারা ছিলেন। ৭

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি তদনন্তর পশ্চাতে কৌরবশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্যোধন গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত মেকল, কুরুবিন্দ ও নিষাদের সৈন্যরা ছিল। ৯

বৃহদ্বলের পর প্রস্থলের অধিপতি বীর কিরাত ছিলেন। তাঁহার সহিত ভোজগণের কারভ ও ভৌবিত্ত নামক সৈন্য গমন করিতে লাগিল। ১০

তারভ। তিনিও পর বেগশালী বীর অগ্রগামী গমন করিতে লাগিলেন, তিনি বীর সিংহনাদে সমস্ত বসুন্ধরাকে নিনাদিত করিতেছিলেন। ১১

অগ্রগামীর পশ্চাতে স্বয়ং সৈন্যবাহিনী ও সাগরের ন্যায় বেষ্টিত হইয়া রাজা দুর্যোধন সহিত হইলেন। ১২

দুর্যোধনের পর শারদ্বত কৃপ তাঁহার পাছে পাছে গমন করিলেন। এইরূপে সেই সাগরতুল্য মহাব্যূহ যুদ্ধের জন্য গমন করিল। ১৩

রাজা! এই সৈন্যদের মধ্যে বহু পতাকা, হেমদণ্ড, বিচিত্র ও মহামূল্য কেতুন এবং অম্বরসকল শোভা পাইতে লাগিল। ১৪

রাজন্! আপনার সৈন্যগণের এই মহাব্যূহ নির্মাণ করিয়া মহারথী যুধিষ্ঠির অর্জুনকে এইরূপ বলিলেন। ১৫

মহাধনুর্ধর ধনঞ্জয়! দেখ, শত্রুসৈন্যরা নির্মিত এই ঘোর সাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়াছে, অতএব তুমিও সমর সৈন্যের প্রতীকার করে তীব্র সৈন্যের ঘোর হও। ১৬

মহারাজ! অনন্তর ক্রুদ্ধমনা ধনঞ্জয় অরিন্দম বলে শৃঙ্গাটকের (চতুষ্কোণের) আকারে এক ঘোর ব্যূহ রচনা করিলেন, যাহা শত্রুর ব্যূহকে ধ্বংস করিয়া থাকে। ১৭

এই ব্যূহের দুই শৃঙ্গের স্থানে ভীমসেন ও মহারথী সাত্যকি অযুত অযুত রথী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮

তাবুভৌ বলবন্তৌ চ যোধাগ্র্যৌ যুদ্ধশালিনৌ।
যথা দুর্যোধনো রাজন্মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৯
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ সহসৈন্যৌ মহাবিলৌ।
যুধ্যতঃ স্ম পুরাস্মাকমুশনাঙ্গিরসাবিব ॥ ২০
অভিসন্ধায় তন্ত্রাভ্যাং বিরাটশ্চ মহাবলঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংহৃষ্টা রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ২১
এবমেতৈর্মহাবীর্যৈর্যুক্তা ভারত পাণ্ডবাঃ।
অভিজগ্মুঃ সমরে শূরা যোদ্ধুকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২২
কৌরবৈশ্চাপি বিবিধৈর্বিধিজ্ঞৈঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতৈঃসিংহনাদৈশ্চাপি বিভো দিবম্ ॥ ২৩
ততঃ শূরা মহারাজ সমরে তে সমাদধুঃ।
বেলাভূমিমিবাসাদ্য রাজন্নৈকস্য সাগরম্ ॥ ২৪
ব্যবস্থিতে মহাসৈন্যে যুদ্ধে ঘোরে সমাদধুঃ।
যুদ্ধায় সমবর্তন্ত সমাদুষ্টেরবেরবম্ ॥ ২৫

ততঃ প্রবর্ততে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
যাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ২৬
নারাচা নিশিতাঃ ঘোরা নালীকাশ্চ সমাততাঃ।
ব্যাক্তানন্তা ভরতর্ষ উরগা ইব সঙ্গতাঃ ॥ ২৭
নিস্ত্রিংশবিমলাঃ শক্ত্যস্তোমরাশ্চাপি সুতেজসঃ।
অন্যোন্যতো যযা রাজন্ প্রাজযানাঃ পরন্তপাঃ ॥ ২৮
পরাংশ্চ নিযতৈঃ পাশৈঃ শিনস্তঃ পর্বতূষিকৈঃ।
পরস্যন্তশ্চ দুস্তরে নিরিকুল্যোপমাঃ ততঃ ॥ ২৯
নিস্ত্রিংশাংশ্চ বাহুংশ্চ বিমলাস্যান্ সশিরস্ত্রাণান্।
আবভাবি বিচিত্রাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৩০
অযোদ্যন্ত রথে রাজন্ পাত্যমানানি সর্বশঃ।
কেয়ূরাঙ্গদসংযুক্তৈঃ সভুজৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ৩১
অযোদ্যন্ত যথা দেব-দৈত্যসেনে সমুদ্যতে।
অন্যোন্যবধ্যে সমরে কেয়ূরাঙ্গদৈ র্ভুবি সমবৃতঃ ॥ ৩২

ভীষ্মদেব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধারম্ভে সেই যুদ্ধের অগ্রভাগে নরশ্রেষ্ঠ দেবব্রতদেবকে অগ্রে দেখিলেন, যাহার সারথি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। অন্যদিকে রাজা দুর্যোধন এবং মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুপক্ষীয় নকুল-সহদেব ছিলেন। ১৯

ইহাদের পরে সৈন্যসহ মহাবলশালী যত নরপতি অবস্থিত হইলেন, তাহারা সুদলবলে অতি বিক্রান্ত ছিলেন। ইহারা সেই যুদ্ধের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০

এই যুদ্ধের পক্ষদ্বয়ের অধিনেতা, মহারথী বিরাট, রথে পূর্ণ দ্রৌপদীর সপ্ত পুত্র এবং রাক্ষস ঘটোৎকচ বিদ্যমান ছিলেন। ২১

হে ভারত! এইরূপ বীর সৈন্যের এই মহাসৈন্য নির্মাণ করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ও বিজয়প্রার্থী কৌরবপক্ষীয় পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২

সেই সময় ভয়ঙ্করী বাদিত্র হইতেছিল। তাহার নিনাদ পর্বের পর্বিত বিলিত হইয়া সমুদ্রের ও গগন, যাহা আকাশের এবং ইন্দ্রিয়গণের আধার প্রভৃতির সহিত সমস্ত দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ২৩

রাজন্! তাহার সমস্ত কৌরবগণী বীরগণ সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৪

মহেন্দ্র! তখন সেই যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের উপর আক্রমণ করিলেন। ২৫

তখন আমার ও পাণ্ডবদিগের সৈন্যরা পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় উঁহাদের ঘোর যোদ্ধার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ২৬

ভারত! এই সময় যুধিষ্ঠিরাধীনী ভারত বর্ণসমূহের দলে দলে সমরের ভার যুদ্ধ ভীষ্ম নরোত্তমগণ পতিত হইতেছিল। ২৭

রাজন্! বৈদূর্যের, বিমল ও অতিশয় তেজস্বী শক্তিসমূহ রথবরেন্দ্র যোদ্ধৃগণ হইতে পতিত ঘৃতসিক্ত বিস্তারের ন্যায় চারিদিকে পতিত হইতেছিল। ২৮

স্বর্ণখচিত বিমল লৌহনির্মিত ঋজু বক্র ও সরল শত্রুনিবারণসমূহের ধার সেখানে পতিত হইতে দেখা যাইত। ২৯

ভারত! খড়্গ আকাশস্থ বজ্র এবং শত সূর্যের আভার ন্যায় বিবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট বিচিত্র বর্ম চারি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। রাজন্! রণভূমিতে পতনোন্মুখ সেই ভারবাহি ও চারুতনি অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ৩০

মহেন্দ্র! উভয় পক্ষের সৈন্যগণ রণাঙ্গনে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময় উঁহারা পরস্পর যুদ্ধের জন্য উদ্যত কৌরবসৈন্য ও দৈত্যসৈন্যগণের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। তখন সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে পরস্পরের উপর পতিত হইতে থাকিলেন। ৩১-৩২

ব্যবস্থ ধ্বিষিক্তপূর্ণঃ প্রেষিতঃ পরমাহবে।
যুধ্যধ্বং যাবি সংহিত্য যুদ্ধায় পার্থিবর্ষভাঃ ॥ ২৩
হস্তিনাঃ যুধ্যমানানাং সমর্থানাং পরস্পরম্।
যন্ত্রেষু যন্ত্রজ্ঞানাং সদৃশঃ সংযুগো ভবেৎ ॥ ২৪
প্রাসৈরসিভিরন্যে চ গদাভিশ্চ মহাবলাঃ।
পতন্তশ্চ ন দৃশ্যন্তে বিনিকৃত্তাস্তথা ইব ॥ ২৫
পাদাবাস্তাপ্যকৃত্তশ্চ বিচক্রোঽথ পরস্পরম্।
ছিন্নবর্মধরাঃ শূরা বদ্ধপ্রাসেষবঃ ॥ ২৬
অন্যোন্যং তে সমাসাদ্য কুরু-পাণ্ডবসৈনিকাঃ।
অন্যৈর্নিবিবিদেঽন্যোন্যৈ রণে নিস্ত্রাণবর্মভিঃ ॥ ২৭

ততঃ পাণ্ডবযো ভীমো ধনঞ্জয়মেব চাসদম্।
অভ্যাগচ্ছদ্ রণে পার্থান্ বন্ধবৈরেণ রোষিতম্ ॥ ২৮
পাণ্ডবানাং রথান্তাপি বহবো হৈতয়ঃ ধনম্।
অভ্যাদ্রবন্ত সংযত্তা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ২৯
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তব যোধাশ্চ তাদৃশে।
নরাশ্ব-রথ-নাগানাং ধ্বনিরুচ্চঃ পরস্পরম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টাশীতিসমুদ্ভারতে
সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

হইয়া নিজ নিজ রথগুলিকে অতিক্রম করাইয়া মহা-যুদ্ধোদ্যমে লইয়া আসিলেন। সেই যুদ্ধবিশারদ সেই সময় রথের যুদ্ধের সহিত যুদ্ধ মিলাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

অনন্তর সেই চারিজনেই যুদ্ধের ধ্বজা ধরিয়া নিজ নিজ রথের পরস্পর আঘাতের দ্বারা যুদ্ধস্থল অতি ভীষণ করিয়াছিলেন ॥ ২৪

যে যন্ত্রজ্ঞ যোদ্ধারা যন্ত্রসমূহের আঘাতে আহত হইয়া পর্বতশিখর হইতে পতিত বৃক্ষের ন্যায় চারিদিকেই ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে পতনশীল দেখা যাইত ॥ ২৫

অথবা ও প্রাসসমূহের দ্বারা যুদ্ধকারী মহাবলশালী বহু বীর গদাদি সৈনিকের পরস্পর প্রহার করিতে করিতে বিচ্ছিন্নভাবে পতন করিতে দেখা যাইত ॥ ২৬

এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে বিনিযুক্ত হইয়া তখন নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তাহার পর সেই পাণ্ডবসৈন্য ভীম নিজ রথের ধ্বজা পথে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং বহু ভৈরবনাদিনে শৈত্রুগণকে ভয়ান্বিত করিতে করিতে সমরাঙ্গনে পাণ্ডবৈন্যের ভীষণ আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব মহারথীরাও তখন রথে বিমান করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইতে লাগিলেন ॥ ২৯

হে ভারত! তাহার পরেই আপনার ও পাণ্ডবগণের যোদ্ধাদের মধ্যে পরস্পর আঘাতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন গজারি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিযোদ্ধা পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের পরাক্রম, ভীষ্মেণার্জুনয়োঃ যুদ্ধারম্ভে যুধিষ্ঠিরস্য বিষাদঃ, ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরয়োর্যুদ্ধবিষয়িণী বার্ত্তা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীষ্মং তু সমরে ক্রুদ্ধং প্রত্যুদ্যান্তং সমন্ততঃ।
ন শেকুঃ পাণ্ডবা দ্রষ্টুং প্রদহন্তমিব তেজসা। ১
ততঃ সর্ব্বাসি সৈন্যানি সর্ব্বভূতশ্চ ভারত।
যত্যুদ্যতস্য সংগ্রামে ধর্ম্মজ্ঞস্য নিরীক্ষিতুঃ। ২
ন তু তীব্রো জনব্যাঘ্রো মোহয়ান্ সহসৈনিকান্।
পাঞ্চালাংশ্চ মহেষ্বাসান্ পাণ্ডবাংশ্চ সমাগতান্। ৩
যে ধনঞ্জয়মাসাদ্য ভীষ্মেণ সমসংখ্যকাঃ সমাঃ।
ভীষ্মমেবাভ্যবর্ত্তন্ত বাল্যাৎ ক্রুদ্ধমিবান্তকম্। ৪
স তেষাং রথিনাং মধ্যে ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি।
চিক্ষেপ সহসা বাণান্ বাহুবন্ধ বিধারিণি। ৫
বিধ্যমান্ রথিবর্ষভ্যঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
পতিতাস্তত্ত্রজাতানি ব্যদৃশ্যন্ত সহস্রশঃ। ৬
নিহতৈস্তুরগাংশ্চাত্র সাদিনঃ পর্ব্বতোপমান্।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মস্যৈব প্রমোহিতান্। ৭
ন ত্বত্রাসীৎ পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
যস্তত্র রথিনাং শ্রেষ্ঠান্ ভীষ্মেণোন্নয়তাবধীৎ। ৮
ন হি ভীষ্মঃ সমাসাদ্য তাদৃগ্রূপেণ সংযুগে।
তস্থৌ নিরীক্ষতো লোকো ভীষ্ম-ভীমসমাগমে। ৯
বহুবঃ সর্ব্বসৈন্যানাং যোধমুখ্যা ভয়াবহাঃ।
তথৈব পাণ্ডবা ভীষ্মং নিঘ্নন্তমবধানতঃ। ১০
তত্রো যুধ্যন্তরো রাজন্ লোকস্যৈঃ পরিবারিতঃ।
ভীষ্মং জুহ্বাপ সমরে বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে। ১১
ভীষ্মস্তু সায়কৈঃ ক্রুদ্ধো ভীষ্মশ্চ রথিনাং বরঃ।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ তস্মিন্ প্রবরমানয়ে সমন্ততঃ। ১২
[১৩।১৪ নাস্তি রাজেন্দ্র ভীষ্মো ভীষ্মপরাক্রমঃ।
পুনরুক্তমিব পুত্রো বৈ ভীষ্মসেনমুদায়ুধঃ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পরাক্রম, ভীষ্মসেনকর্ত্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘোর পরাজয় বিষাদ এবং দুর্য্যোধন ও ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরকে ধমকানো।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ তালবনের প্রতি হস্তীগণ ধাবমান হয়, সেইরূপ সেই ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে বীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছিল না। ১

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত সৈন্যই সেই রণক্ষেত্রে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন, তিনি বীর ভীষ্ম বাণসমূহে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে মর্দ্দন করিতেছিলেন। ২

ধনঞ্জয়ী ভীষ্ম বীর বাণসমূহের দ্বারা সোমক, সঞ্জয় ও পাঞ্চাল মহারথদিগকে বমদুদিনে পাতিত করিতে লাগিলেন। ৩

ভীষ্মরক্ষিত সেই সোমক, (সঞ্জয়) ও পাঞ্চাল সৈন্যগণ কুরুবংশ পরিত্যাগ করত অভিমন্যু ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

রাজন্! বীর পাঞ্চালগণ ভীষ্ম এই যুদ্ধে সহসা সেই রথী বীর সৈন্যগণের বাণ ও মস্তকসমূহ ছেদন করিতে লাগিলেন। ৫

আপনার পিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম রণস্থলে রথী সৈন্যদলকে হতবীর্য্য করিয়া দিলেন। আরোহী সৈন্যগণের সহিত ছেদন করায় অশ্বসমূহ রণস্থলে ধূলায়িত হইতে লাগিল। ৬

মহারাজ! আমরা দেখিলাম—ভীষ্মের অস্ত্রে মুগ্ধিত হইয়া রণস্থলে পতিতাবস্থায় অবস্থান করিতেছে এবং তাহাদের নিকট কোন যোদ্ধাই স্থির হয় না। ৭

প্রজানাথ! সেই সময় সেখানে রথিগণের মধ্যে কেহই মহাবল ভীষ্মের বাণবর্ষণের কোন বীরই ভীষ্মের নিকট যুদ্ধে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ৮

কিন্তু যুদ্ধে ভীষ্মের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে বীর অবস্থাতে আকৃষ্ট করিতে পারিলেন। ভীষ্ম ও ভীমসেনের মধ্যে যুদ্ধ চলিবার সময় সৈন্যগণের মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল এবং পাণ্ডবগণ ভয় ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ৯-১০

যে সময় এই যুদ্ধ সেই লোকক্ষয় হইতেছিল, সেই সময়ই রাজা যুধিষ্ঠির বিষ আকুলতা পরিত্যাগ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভীষ্মকে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। ১১

এই সময় রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মসেন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তখন উভয়ে অবধান সেই বধ করিয়া পরস্পরের চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। ১২

সঞ্জয়! অতঃপর পরাক্রমী ভীষ্মসেন এই যুদ্ধে পুনর্ব্বারই বিফল করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩

তথান্ত নিশিতৈর্বাণৈর্ভীমঃ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ভীমসেনঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরেণ নতপর্বণা ॥
সুনাভস্য শরোত্তম বিরশ্মিস্ত্রেণ তাড়ত।
সুবর্ণেন সুচীক্ষ্ণেন স চচার ভৃশতরং ভৃশম্ ॥ ১৩
ততস্তু তস্মিন্ মহারাজ তব পুত্রে মহারথে।
নাসৃক্ষত রণে ভূয়ঃ সোমকঃ সপ্ত সাত্বতে ॥ ১৪
আদিত্যকেতুর্বহ্বাশী সুকুমারো মহোদরঃ।
অপরাজিতঃ পণ্ডিতকো বিশালাক্ষঃ সুদুর্মদঃ ॥ ১৫
পাণ্ডবং চিত্রযোধা বিচিত্রকবচধ্বজাঃ।
অভ্যাবর্তন্ত সংগ্রামে ঘোড়ুকাদিত্যবর্চসঃ ॥ ১৬
ততোঽব্রবন্ত সংত্রাসে ভীমং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
নবভির্নিশিতাগ্রৈর্মৃত্যুং ভূতমা যথা ॥ ১৭
আদিত্যকেতুঃ সপ্তত্যা বহ্বাশী চাপি পঞ্চভিঃ।
নবত্যা সুকুমারস্তু বিশালাক্ষস্তু পঞ্চভিঃ ॥ ১৮
অপরাজিতো মহারাজ পঞ্চাশদ্ভিঃ শরোত্তমৈঃ।
শতৈঃ ষড়ভিরনেকৈস্তু ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ১৯
রথে শান্তিকরৈঃ কৈশ্চিদ্ বিচিত্রাংশ্চ সমার্পয়ৎ।
ন তত্র ময়ুরে ভীমঃ পত্রিণির্ভিন্নবাহয়ৎ ॥ ২০
ধনুঃ প্রণীতা বাণেন ক্ষুরেণাধিরথস্য চ।
বিরশ্মিস্ত্রেণ সময়ে ধ্বজেনাথ রথস্য চ ॥ ২১
অপরাজিতস্য সুনসঃ তব পুত্রস্য চক্ষুষে।
পাণ্ডবেন শরেণ সুতীক্ষ্ণেন নিশাতেন নিশেতে মহীম্ ॥ ২২
অথাপরেণ ভল্লেন সুতীক্ষ্ণাগ্রেণ মহাহবে।
আদিত্যকেতুমুদ্দেশাদ্ ধ্বজাগ্রাদ্ ধরণীতলম্ ॥ ২৩
ততঃ পুনরমেয়াত্মা প্রহসন্ন বিশীর্যত।
প্রেষয়ামাস সময়ে পণ্ডিতং প্রতি তাড়ত ॥ ২৪
স তং তঃ পণ্ডিতঃ হত্বা বিশেষ মহতীং চমূম্।
যথা বজ্রঃ নিহত্যাত্ত ভূতানি কালচোদিতঃ ॥ ২৫
বিশালাক্ষমিরন্ধিত্বা পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
ত্রিভিঃ শরৈর্মহীমাত্মা ভাস্করং প্রাবিশদ্ যথা ॥ ২৬

ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে যখন ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আততায়ীকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবৎ শক্তি সমর সুনাভের বিনাশের করিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ১৩

মহারাজ! আপনার সেই মহারথী পুত্র বিদ্ধ হইলে, সেখানে উপস্থিত তাঁহার সাত ভ্রাতা আসিয়া ভীমসেনের এই অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৪

আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, সুকুমার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও অত্যন্ত দুর্মদ বীর বিশালাক্ষ—এই সাত মহারথ ভ্রাতা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ ধারণ করত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৫-১৭

যেরূপ বৃত্রবিনাশের উদ্দেশ্যে দেবতারা অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবলী ভীম মহাযুদ্ধে তাঁহার সাতটি ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৮

মহারাজ! আদিত্যকেতু সত্তর, বহ্বাশী পাঁচ, সুকুমার নব্বই, বিশালাক্ষ পাঁচ ও মহাবীর অপরাজিত পঞ্চাশ ভীমসেনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রথ বাণে বিচিত্র করিতে লাগিলেন। ১৯-২০

পণ্ডিতক এই যুদ্ধে তিন বাণে ভীমসেনকে আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে পঞ্চাশৎ এই প্রহার সহ্য করিতে পারিলেন না। ২১

সেই সময় এই পঞ্চপুত্রের বীর বাহু হইতে মস্তকে উত্তমাঙ্গে পরাইয়া ধনুক-সমেত একটি সায়কই আপনার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাসিকাসমন্বিত সুন্দর মুখ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইয়া অপরাজিতের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। তাহার পর ভীমসেন অপর এক ভল্লের দ্বারা সকলের প্রত্যক্ষেই মহাবলী যুদ্ধাভিলাষী মহাবলে ছেদন করিলেন। ২১-২৩

তখনমহান্! তাহাদের অপরিমিত আততায়ীসম্পন্ন ভীমসেন প্রমাদে পুনরায় অপর একটি বাণ সন্ধান করত তাহাকে পণ্ডিতকের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ২৪

যেরূপ কালপ্রেরিত বজ্র কোন মানুষকে সংহার করিয়া পৃথিবী ভেদ করিয়া যায়, সেইরূপ ঐ বাণ পণ্ডিতককে বধ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। ২৫

তারপর ঐ মহাবীর ভীমসেন নিজের তীক্ষ্ণ ক্ষেপণযুক্ত বাণ করিয়া তিন বাণে বিশালাক্ষের মস্তক ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন। ২৬

মহোরস্কঃ মহেষ্বাসঃ শার্দূলইব দুর্জয়ঃ।
বিরাটে সমরে রাজন্ স হতো দৃশ্যতে যুধি ॥ ২৭
আস্থিতাবেতয়োঃ কেতূন্ ছিত্বা বাণেন সত্বরঃ।
ভল্লেন ধ্বজভোক্তেন শিরশ্চিক্ষেপ তাবতে ॥ ২৮
বহ্বাশিনঃ সুতো ভীমঃ শরৌঘানস্তবর্ষিণঃ।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো যমস্য সদনং প্রতি ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
মকরাখ্যং হি তৎ সৈন্যং সংহত্যোক্তং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩০
ততো দুর্যোধনো রাজা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ।
অব্রবীৎ তাবকান্ যোধান্ ভীষ্মোরক্ষ্য যুধি ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩১
এবমেতে মহেষ্বাসাঃ পুত্রাস্তব বিশাম্পতে।
রক্ষন্তি সমরে ভীষ্মং শিখণ্ডিনমুপস্থিতম্ ॥ ৩২
মহেন্দ্রাদ্যা যথা রুদ্রা ভক্তা বিশ্বসনায়বম্।
তথৈনং সমরপ্রাপ্তং মন্যন্তে নিধনং গতম্ ॥ ৩৩

লোক-যোদ্ধসমাবিষ্টং পুত্রগৃধ্যা জনাধিপ।
ন যুধ্যসে পুরা যত্র তত্রাদ্যাপ্যুক্ত বৈ মনঃ ॥ ৩৪
যথৈব চ বধার্থায় পুত্রাণাং পাণ্ডবো বনী।
নূনং তাতো মহাবাহুর্যথা চ কৌরবান্ ॥ ৩৫
ততো দুর্যোধনো রাজা ভীষ্মমাসাদ্য সত্বরঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো বিলপন্ পুরুষর্ষিভঃ ॥ ৩৬
বিহতা ভারতঃ পৃতা ভীষ্মসেনেন যে যুধি।
মহমরোজ্বাতেঽপি ভক্তস্তে সংশ্রিতা ভয়াৎ ॥ ৩৭
তথাহং ন ত্যজাম্যদ্য বিক্রমং ক্ষাত্রমেবচ।
লোহয়ন্ মৃগসঙ্ঘাংস্ত সিংহ ইত্যেব মে মতম্ ॥ ৩৮
এবমুক্ত্বা বচঃ ক্রূরং পিতা দেবব্রতস্তব।
দুর্যোধনমিদং বাক্যমন্তরীক্ষে সাত্যলোচয়ৎ ॥ ৩৯
উচ্চৈর্ঘোষয়া পূর্বং রোষেণ বিপুলেন চ।
গাঙ্গেয়ো ন ত্যজিষ্যে তৎ যুধ্যে যাবন্ন দুষ্কৃতম্ ॥ ৪০

রাজন্! তখনকার যিনি মহাধনুর্ধর মহোরস্ক মহেষ্বাস শার্দূলের ন্যায় দুর্জয় ছিলেন। তাঁহাকে বিনি নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। ২৭

রাজন্! তাহার পর ভীমসেন ক্রোধভরে একটি বাণে আস্থিতাবেতয়ের কেতু ও তিন বাণে উভয়ের মাথা উহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। ২৮

অনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আহুতদর্শনের ন্যায় বহ্বাশিনকেও যম করিয়া যমপুরে প্রেরণ করিলেন। ২৯

প্রজানাথ! তখন আপনার অন্য পুত্রগণ ভীমসেন কর্তৃক সৈন্যসমূহ হত প্রতিজ্ঞাতে দেখা মনে করিয়া তাঁহার পলায়ন করিলেন। ৩০

রাজপুত্রের দুর্যোধন আতুর হইয়া পাইলেন, অতএব তিনি তখন সমস্ত সৈন্যকে আহ্বান করিলেন যে, এই ভীমসেনকে আপনারা যত্ন করুন। ৩১

প্রজানাথ! এইরূপে আপনার মহারথীগণ পুত্রগণ বিপক্ষ আততায়ীরূপে নিহত হইতে দেখিয়া সেই রাত্রে সভা করিতে পারিলেন, যাহা আপনারা নিশ্চয় বলিয়াছিলেন। তাঁহারা কিরূপ করিলেন—বিজয়ী বিপক্ষ আমাদের মূলসহ উচ্ছিন্ন করিবে, তাহা যে সময় তখা বলিয়াছিলেন, সেই সকল আজ প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩২-৩৩

রাজেন্দ্র! আপনিও আপনার পুত্রগণের উপর নিতান্তপরতঃ লোভ ও মোহে অভিভূত হইয়া, বিপক্ষ পুত্রে যে সত্য ও হিতপূর্ণ মীতিবাক্য দ্বারা বলিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আপনি কোন বিচার চেষ্টা করেন নি। ৩৪

তাঁহার তখানুসারেই বলবান্ পাণ্ডুপুত্র মহারথ ভীম আপনার পুত্রগণের মনের ভাবে বুঝিয়াছেন এবং সেইজন্যই তিনি কৌরব-গণের সর্বনাশও করিতেছেন। ৩৫

সেই সময় রাজা দুর্যোধন ভীমের বিষয় ভাবিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূতচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

বিলাপ! ভীমসেন দুষ্ট আমার বীর ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়াছে এবং অন্য সকল সৈন্যকেও বিনষ্ট করিয়া আমাদের সর্বনাশ করিতেছে। নিশ্চয়ই বিপক্ষ হইয়াছে ॥ ৩৭

আপনি মনে করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সর্বনাশ উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই আমি আজ দুঃখে ডুবিয়াছি, আপনি আমার এই দুর্ভাগ্যের অবলোকন করুন ॥ ৩৮

এই ক্রূরবাক্য বলিয়া আপনার পিতামহ দেবব্রত ভীষ্ম বিপক্ষ সৈন্য হইতে পলায়ন করিতে করিতে দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

রাজা! আমি, হোমাকার, বিপক্ষ ও বনচিমী গাভীরা পূর্বেই এই সব কথা বলিয়া দিয়াছি, কিন্তু আমা যুদ্ধি বুঝিতে পার নাই ॥৪০

সমক্ষং মম পূর্বং তু কৃতো বৈ ভরতর্ষভ।
নাম্না বৃষ্টি বিনোক্তব্যো ব্রাহ্মণাচার্যঃ কবন্ধ ॥ ৩১
অহং বা হি বরার্হায়ৈ তস্যৈ ব্রহ্মর্ষি সংসদি।
ইত্যুক্তবতি রূপে নিত্যং সত্যমেবম্ ব্রবীহি মে ॥ ৩২
ন খল্বহং ব্রিয়ো হত্বা ব্রূণে কৃত্যা কৃতাঃ ক্বচিৎ।
যোগরূপ ইবার্থেন্দ্রঃ কৃত্যা পরাজয়ম্ ॥ ৩৩

ন সত্যাঃ পাতয়া জেতুং লোকৈরপি সুরাসুরৈঃ।
তস্মাদ্ মুঞ্চে ত্রিয়াঃ কৃত্যা মন্যে মৃত্যুর ভাবে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সুদর্শনাহরিকৃষ্ণসুসংবাদে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

শত্রুদমন! আমি পূর্বেই তোমাকে আমার এই বিষয় জানাইয়া দিয়াছি যে, তোমার আমাকে ও তোমাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করা তোমাদেরই উচিত হইবে না। (কারণ, আমাদের দেহ তোমার ও পাণ্ডবদলের উপর সমান) ॥ ৩১

আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিতেছি যে, ভীষ্মের সাক্ষাতে কৃষ্ণসারথি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন যাহাকে যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে, প্রতিদিন অবশ্যই তাহাকে বধ করিবে ॥ ৩২

রাজন্! আমরা যুদ্ধে বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধবিদ্যেই নিজের পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সত্য এবং ধর্মের অধিক আদর করিয়া রণভূমিতে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করি ॥ ৩৩

তাহার! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়াও পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না, সুতরাং যুদ্ধের জন্য মৃত্যুকে নিজের বুদ্ধিতে স্থির কর, তাহার পর যুদ্ধ করিতে যাও ॥ ৩৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং যুদ্ধম্ তুমুলং যুদ্ধম্, ভীষ্মস্য লোকক্ষয়ঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পৃষ্টো যে বিস্তরান্ পূর্বান্ বাসুদেবেন সঞ্জয়।
ভীষ্মো লোকং কথাশেষং কিমকুর্বত সংযুগে ॥ ১
অহন্যহনি যে পূর্বং বক্ষ্যন্তি সমরে সমরে।
যচ্চেতরা সর্বথা সূত তৈর্বৈরোপরতো কৃতম্ ॥ ২
যত্র যে ভবনঃ সর্বে ভীষ্মস্য ন ভয়ত্রাতঃ।
যত্র ভীষ্মশ্চ লোকশ্চ কৃৎস্নশ্চ চ মহাত্মনঃ ॥ ৩

সৌভদ্রেণ্ড বীরস্য তথৈবাত্ত ভোজয়োঃ।
অমর্ষাদ্ধৃতয়া ত্বাত্ত পুরাণমেনিরন্তিবান্ ॥ ৪
অন্যেষাং চৈব শূরাণাং মহাপাত্তনয়া ময়া।
মহেন্দ্রস্য সংগ্রামে কিমকুর্বত তাদৃশৈঃ ॥ ৫
ন হি দুর্যোধনো মন্দঃ পুরা প্রোক্তমনুস্মরন্।
যুদ্ধায়োপো মহা তাত ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ॥ ৬
পাঞ্চালা চৈব দুর্ধর্ষাঃ সমরে চিত্রকর্মণঃ।
মামুপাত্ত পুরা যোধাং তত্ত প্রাণদিতং বলম্ ॥ ৭

একোননবতিতম অধ্যায়।

(কৌরব ও পাণ্ডবসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ ও অনেক যোদ্ধার বধ।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এখনও ভীষ্মের কথা শুনিয়া আমার মন পুত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য কি করিলেন ?

আমার পুত্রগণ প্রতিদিন অস্ত্রাঘাত হইতেছে। সূত! আমরা অত্যন্তপরায়ণ আর আমার দুর্ধর্ষাগণ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১

দুর্যোধনের অনৈতিহাসিকতা আমার পুত্রগণ পরাজিত হইতেছে, বিপক্ষগণ করিতে পারিতেছে না। যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, মহারাজ কৃপাচার্য, বীরবর ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ যুদ্ধে অসাধারণ পরাক্রম সকল বীরগণের মধ্যে থাকিয়া আমার পুত্রগণ প্রতিদিন সংগ্রামে নিহত হইতেছে, সেখানে কুরুগণ বাতীত আর কি করিতে পারিত ? ৩ ॥

দুর্যোধন পুত্রের আমার কথায় উপর ভরসা দিয়া তোমরা কিছু বুঝিয়াও বুঝিতে পার নাই। তাত! আমি, ভীষ্ম, বিদুর ও গান্ধারীর সকলে বিস্তরবার করিয়া দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু সে পুত্রে যোদ্ধগণ: আমাদের এই উপদেশ বাক্য গ্রাহ্যই করে নাই। তাহারই এই ফল আজ প্রাপ্ত

যদ্ ভীষ্মেণ: সমরে পুরান্ নয় বিনেষ্যতি।
অহন্যহনি সংক্রুদ্ধো নরাংস্তে ময়সাধনম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যং তৎ সমনুপ্রাপ্তং কর্তুমিন্দ্রসুতং মম।
ন বুদ্ধাবপি বিক্রো শ্রোতব্যানঃ হিতং তথা ॥ ৯
নিবারয় সুতান্ মূঢ়াৎ পাণ্ডবান্ যা দ্রুহেতি চ।
সুতাঃ হিতকামায়া দ্রুহ্যতে তব বুদ্ধয়ে চ ॥ ১০
ন শুশ্রূষসি তদ্ রাজন্ হর্ষাঃ পথ্যমিবৌষধম্।
অতএব ত্বামনুপ্রাপ্তং ব্যসনা সাধুগর্হিতম্ ॥ ১১
বিদুর-ভোজ-ভীষ্মাণাং তথান্যেষাং হিতৈষিণাম্।
অকৃত্বা বচনং পথ্যং কঃ সুখমিহ মেধতে ॥ ১২
তদেতৎ সমনুপ্রাপ্তং পূর্বমেব বিশাম্পতে।
তথাপি ত্বং পুনস্তস্য কথং মূঢ়মবর্তত ॥ ১৩
যথাহং পুত্রশোকেন সংপ্রাপ্তঃ সহসাক্ষর।
লোকক্ষয়করো রাজংস্তথেদং বিদিতং পুরা ॥ ১৪

ততঃ সর্বাণি সৈন্যানি ধর্মপুত্রস্য শাসনাৎ।
সংহরন্তান্যবর্তন্ত ভীষ্মস্যৈব বিশাম্পতে ॥ ১৫
দৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
মূলানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৬
বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব সহিতাঃ সর্বসোমকৈঃ।
অভ্যবর্তন্ত সংগ্রামে ভীষ্মস্যৈব মহারথম্ ॥ ১৭
কেকয়া দৃষ্টকেতুশ্চ কুন্তিভোজশ্চ বীর্যবান্।
মূলানীকা মহারাজ ভীষ্মমেব সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৮
অর্জুনো ভৌমসেনশ্চ নকুলশ্চ সহদেবকঃ।
দুর্যোধনমনাধৃষ্যৈর্ব্যূঢ়ং সর্বং সমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯
অভিমন্যুশ্চ সুভদ্রা চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
ভীমসেনঞ্চ সংক্রুদ্ধমন্বযুস্তে মহারথম্ ॥ ২০
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগাস্তে পাঞ্চালৈঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
তমেব সৈন্যমেবং ব্যূঢ়মভ্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥ ২১

হইয়াছে, সেজন্য ভীষ্মের মৃত্যু অবধারিত হইয়া আমার দুর্মন্ত্রণাসমূহ প্রতিদিন বহুলরূপে প্রেরণ করিতেছে ॥ ৮-৮

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! সেই সময় আপনি যে, বিদুরের প্রেরণ উদ্যম ও হিতকর উপদেশ বাক্য শুনিয়াও তাহা মানিয়া লইবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারই এই ফল আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৯

তিনি তখন আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার পুত্রগণকে পাণ্ডবগণের হইতে বিমুখ করুন। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী অন্যান্য সুহৃদ্গণও আপনাকে ঐ কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তি হিতকর ঔষধকেও পান করিতে ইচ্ছুক হয় না, সেইরূপ আপনি তখন এই সব হিতকর বাক্যকে শুনিতেই চাহেন নাই। অতএব সজ্জন বিদুর যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপই পরিণাম আজ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০-১১

বিদুর, ভোজ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তিগণের হিতকর বাক্য না মানায়ই ফলস্বরূপ এই কৌরবদিগের বিনাশ হইতেছে ॥ ১২

প্রজানাথ! এই সব ত' পূর্বেই আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এখন যেরূপে সেই সকল অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে, তাহাই বলুন ॥ ১৩

রাজন্! সেই বিনি বিদুরের হইতেই মহাভয়ের সূত্র পাইয়া যাহেন, যে দুঃখ তাহার লোকক্ষয়ের কারণ হইয়াছিল। আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১৪

অনন্তর দশদিন যুদ্ধকার্যের আরোপ অধিনায়ক হইয়া ভীষ্মের সকল সৈন্যবাহিনী ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে বধ করিতে অভিলাষী ছিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! দৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি—ইহারা সকলেই সৈন্যের মূলদেশে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

রাজা বিরাট এবং সমস্ত সোমকগণের সহিত দ্রুপদ সংগ্রামে মহারথ ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৭

মহারাজ! কেকয়, দৃষ্টকেতু ও মহাবলী কুন্তিভোজ—ইহারাও সকলে সৈন্যবাহিনীর সহিত ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৮

অর্জুন, ভীমসেন ও নকুল ও সহদেবধারী ভৈরবাস্ত্র—ইহারা সকলে দুর্যোধন রক্ষিত সেনার সহিত যুদ্ধার্থে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯

অভিমন্যু, সুভদ্রা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও মহাবলী ভীমসেন—ইহারা সকলে ভীষ্মের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২০

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ এই ভাবে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২১

দ্রোণস্তু রথিনঃ শ্রেষ্ঠান্ সোমকান্ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধঃ শ্রেষ্ঠশিক্ষন্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২২
তমাক্রন্দো মহারাজ সৃঞ্জয়ানাং মহাহবে।
বধ্যতাং সমরে রাজন্ ভারদ্বাজেন ধন্বিনা ॥ ২৩
দ্রোণেন নিহতাস্তত্র ক্ষত্রিয়া রথযোধিনঃ।
বিবেষ্টন্তো ভুজংস্তত্র ব্যাবিদ্ধাংস্তথা হয়ান্ ॥ ২৪
তূণীরাঃ কূবরাঃ চৈব ধনুষঃ চৈব তাদৃশাঃ।
অনিষুঃ শুভ্রবর্ম্মাণঃ ক্ষুরিত্রাণাঃ তনুত্যজঃ ॥ ২৫
তত্রৈষাং কৌরবেয়াণাং তীব্রমেতদ্ মহাবলঃ।
চকার কদনং ঘোরং ক্রুদ্ধঃ কাল ইবাপরঃ ॥ ২৬
ধ্বজাঃ ছত্রং সৈন্যানাঞ্চ তস্যাসীদ্ মহাহবে।
প্রাবর্ত্তত নদী ঘোরা রুধিরৌঘপ্রবাহিনী ॥ ২৭
স সংগ্রামো মহারাজ যোধয়ন্ পাণ্ডবর্ষভম্।
দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাঞ্চ যদ্যদ্ধৈর্যবলং মহৎ ॥ ২৮
ততো তীব্রো রথে ক্রুদ্ধো হতশিষ্টৈঃ বিশেষতঃ।

দ্রোণাচার্য্য যেই যেই সোমক ও সৃঞ্জয়গণের সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, সেই সেই সোমক ও সৃঞ্জয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ২১

রাজন্! মহতী দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বহুসংখ্যক সৃঞ্জয়গণের মধ্য আকর্ণন্ত করিতে লাগিল। ২২

দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রথ আরোহণে সমুদ্যত যোদ্ধিগণ মহাপ্রলয়ের ন্যায় ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল। ২৩

ভরতসত্তম! কৃপাচার্য্যের ন্যায় ভূষণ (অস্ত্রশস্ত্র ধারণ), কবচ এবং সর্ব্বাঙ্গরক্ষী যোদ্ধাগণের হস্ত পদ বিনষ্ট অতিশয় ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। ২৪

এইরূপে মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ অন্তক কালের ন্যায় কৌরব-সৈন্যগণের ভয়ঙ্কর সংহার করিতে লাগিলেন। ২৫

এই মহাযুদ্ধে পরস্পর প্রহারে মহারাজের সৈন্যগণের রক্তরাশি-প্রবাহিনী এক ভয়ঙ্করী নদী বহিয়া চলিল। ২৬

মহারাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণের এই সংগ্রাম অবাধে ঘোরতর আকার ধারণ করিল এবং উহা কেবল যমলোকেরই বৃদ্ধি করিতেছিল। ২৭

তখন ক্রুদ্ধ বিশেষ বেগবান্ ভীমসেন দুর্দ্দিত হইয়া হতশিষ্ট সৈন্যগণের সহিত প্রবেশ করিয়া আক্রমণিতে লাগিলেন। ২৮

তাহাতে ভীমের মারাত্মক আঘাতে পীড়িত হইয়া

গজানীকং সমাসাদ্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে। ২৯
তত্র তাসাং তীমেন বাণাভিহতিবেগতঃ।
পেতুর্নেদুশ্চ নেদুশ্চ দিশশ্চ পরিবেদয়ুঃ। ৩০
বিদ্রবন্তো মহানাদান্ছিন্নবাহাস্তথা পরে।
ভৌমসেন ধনঞ্জয় ভীতা পৃথিবীমবিশেষতে। ৩১
মমূলঃ সহসৈবেন্দ্র গজানীকমবিক্রুতৌ।
যে গজাঃ কাঞ্চনীষ্বা তত্রস্থাস্তত্রবিদ্রুতাঃ। ৩২
যথাযথো যাদৃচ্ছক্র পতন্তোঘ মহাস্রবঃ।
পঞ্চবিংশতয়ঃ রাজন্ মহাসৌর্য্যস্য ভেরিণী। ৩৩
নিনিষ্টৈশ্চ পতদ্ভিশ্চ কৃতদ্ভিশ্চ পতন্তিভিঃ।
হয়ৈর্যতো মহারাজ বাণাভিহতবেগবৈঃ ॥ ৩৪
মহুর্ত্তেন হয়ৈঃ সংখ্যে তথা তাদৃক্ বাজিভিঃ।
প্রবৃত্তো বসুধা ঘোরা তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৩৫
রথৈশ্চ রথিনাং শ্রেষ্ঠৈর্নিকৃত্তৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
চামরৈর্ব্যজনৈশ্চৈব ছত্রৈশ্চ সুমহাপ্রভৈঃ। ৩৬

হাতীরা পরিচালক হইতে লাগিল, চীৎকার করিতে থাকিল, বলিয়া পড়িল অথবা প্রাণভয়ে পলাইয়া যাইল। ৩০

আর্য্য! তত্র ও অন্যান্য সব স্থির হইয়া রাজার হাতীরা ভীত হইয়া কৌরবদের প্রাণ চীৎকার করিতে এবং পলায়ন হইতে লাগিল। ৩১

ভীম ও সহদেব অবাধেই সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। রাজন্! সেই অবসর অর্থের পৃষ্ঠদেশ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। ঐরাবের সকলের পর পর সমস্ত সময় সংখ্যায় নিহত হইয়া ভূপাতিত হইতে দেখা গেল।

রাজন্! সেখানে পতিত অশ্বসমূহের ভূমিতলে ভূমিষ্ঠি বিদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন যত অশ্বের জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছিল, যত অশ্ব ইতস্তত ছোটিয়াছিল, যত অশ্ব আরোহী শূন্য করিয়াছিল এবং যত অশ্বের প্রাণ বহির্গত হইয়াছিল। মহারাজ! এইরূপ বিবিধ অবস্থাতে যত অশ্ব আক্রান্তি হইয়া ভূমিতলে আপতিত হইয়াছিল। ৩২-৩৩

রাজন্! প্রভানাথ! সেখানে অর্জুন কর্ত্তৃক ক্রুদ্ধ নিহত যত রাজগণে পূর্ণ ভূভূমি অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে হইয়াছিল। ৩৪

রাজন্! যত যত রথ, ছিন্ন যত ধ্বজ, বিনষ্ট মহাত্মগণ, যত চামর, ব্যজন, অত্যন্ত প্রকাশমান ছত্র, পর্ব্বাদ্রি, বেদি,

হারৈর্নিষ্কৈঃ সকেয়ূরৈঃ বিরোচিভিশ্চ সর্বশঃ।
ঔষ্ণীষৈরপি বিচিত্রৈশ্চ পতাকাভিশ্চ সর্বশঃ ॥ ৩৭
অঙ্গদৈশ্চৈব তুরৈশ্চ রাজন্ যোধৈশ্চ সৈন্ধবৈঃ সহ।
সর্বাণি বপুষা তানি বলস্য দুরতিক্রমম্ ॥ ৩৮
এবমেষ মহান্ ব্যূহঃ পাণ্ডবানামপি ভারত।
ক্রৌঞ্চে পাণ্ডুসুতো ভীমো মোক্ষে চ যদুসত্তমঃ ॥ ৩৯

অথবাগ্নি কৃশে চৈব তথৈব কৃতবর্মণি।
অবন্তিষু বিকর্ণে চ তথৈবাবন্তিকাবপি চ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অষ্টদিবসযুদ্ধে
একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

মুখস্থানীয় হয়, পক্ষিত্ব শিরোরক্ষক (পাগড়ী প্রভৃতি), পতাকা, ধ্বজ, অঙ্গদ (হাতের নিম্ন ভাগের অলঙ্কার বলয়, যাহাকে চলিত কথায় চক্রমলি বলে), যোক্ত্র (যোয়াল) এবং ঝুলি (বাগায়) প্রভৃতিতে আচ্ছাদিত হইয়া সেই সৈন্যগুলি এরূপ ভাবে হইতে লাগিল যে, যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারাই চারিদিকে পুনঃ বিস্তীর্ণ হইয়া আছে ॥ ৩৮-৩৯

ভারত! পাণ্ডবগণের ভীষ্ম, অভিমন্যুর মামা ভোজরাজ, অবন্তিরাজ, ইন্দ্রাণীপুত্র এবং কৃতবর্মা—ইহারা সকলে মিলিত হইয়া গমনে পাণ্ডব-সৈন্যদলের এতদ্রূপ সংস্থান হইয়াছিল। সেই সঙ্গে পাণ্ডবগণও মিলিত হইলে আসিবার মোর্চালিকও পরিপক্ক হইয়াছিল ॥ ৩৯-৪০

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অষ্টদিবসের যুদ্ধবিষয়ক
একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইরাবান্ কর্তৃক শকুনিভ্রাতৃগণ বধ, রাক্ষসবীরদ্বয়ের ইরাবান্ বিনাশক]

সঞ্জয় উবাচ।

বর্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ ভীরুভয়ঙ্করে।
শকুনিঃ সৌবলঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবান্ সমুপাদ্রবৎ ॥ ১
তথৈব সাদয়ো রাজন্ হাদিক্যাঃ পরবীরহা।
অক্রূরশ্চৈব ক্রাথশ্চ পাণ্ডবানাং বধৈষিণঃ ॥ ২
ততঃ কাম্বোজপুত্যানাং নবীনাঞ্চ বাহিনীম্।
আহ্বীনাং বহীনাঞ্চ সিন্ধুজানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৩
বনায়ুজানাং গুপ্তানাং তথা পর্বতবাসিনাম্।

বাহিনীঃ সর্বতঃ সংখ্যে সমন্তাৎ পরিবারয়ন্ ॥ ৪
যে চাপরে ত্রিগর্তেভ্যো বাহ্লিকাঃ সমরোদ্ধতাঃ।
সুবর্ণালঙ্কৃতৈরেতৈর্ধ্বজিভিঃ সুকৃতিভিঃ ॥ ৫
হয়ৈর্বাতজবৈর্যুক্তাঃ পাণ্ডবস্য সুতো বলী।
অভ্যবর্তত বং সৈন্যং ভৈরবঃ পরবলঃ ॥ ৬
অর্জুনস্য সুতঃ শ্রীমানিরাবান্ নাম বীর্যবান্।
নাগরাজস্য দায়াদ্যে মাতুঃ পার্থেন বীর্যতঃ ॥ ৭

যদ্ধ, সিন্ধু, বনায়ু, আহ্বী, পর্বতীয় প্রভৃতি দেশসমূহের উৎকৃষ্ট যুদ্ধব্যবসায়ী—এই সকলের দল বিশাল সৈন্যবাহিনীকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অগ্রসর হইল। অক্ষয়ধনুক, পাণ্ডুকুলের অর্জুনের বলবান্ পুত্র ইরাবান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলবান্ কৌরবগণের সেই সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহার সহিত ত্রিগর্তদেশের শ্রীমানী যে সব ছিল, ইহারা সকলেই বাহুযুদ্ধে বেশধারী ছিল এবং বর্ণমিশ্রিত বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এই সব অশ্বের গতিও খুব দ্রুত ছিল ও সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত ছিল। এই অশ্বগণ উত্তম জাতিতে উৎপন্ন এবং বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী ছিল ॥ ৩-৬

অর্জুনের এই পরাক্রমশালী পুত্র ইরাবান্ নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপীর গর্ভে বুদ্ধিমান্ অর্জুন কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছিল ॥ ৭

ঐরাবতেন সা কন্যা ভগিনেয়ী মহাত্মনা।
পত্নী হরেঃ সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতসা। ৮
তার্ক্ষ্যার্থং তাক্ষ্য তস্যাঃ পার্শ্বং তামবলাং গতম্।
এবমেব সমুৎপাদ্য পরপক্ষোদ্ভবাং সুতাম্। ৯
স নাগলোকে সংবৃদ্ধো মাতা চ পরিবর্জিতঃ।
পিতৃযোগ পরিত্রাতঃ পার্থেনেহ মহাত্মনা। ১০
বলবান্ জ্ঞানসম্পন্নো গুণবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ইন্দ্রলোকং জগামাশু শ্রুত্বা তত্রার্জুনং পরম্। ১১
সোঽভিগম্য মহাবাহুঃ পিতরং সত্যবিক্রমঃ।
অভিবাদয়তে বীরো বিনয়েন কৃতাঞ্জলিঃ। ১২
তমেবমুক্ত্বা তাক্ষ্যোঽসৌ বভূব মহাত্মনঃ।

ইরাবানপি তত্রস্থে সুখমাস্তে তব প্রভো। ১৩
মাতুঃ সপত্নযো যদ্ধ তব সর্বং প্রকীর্তিতম্।
তত্র সর্বং যথান্যায়মনুমন্যস্ব পাণ্ডব। ১৪
পরিষজ্য সুতং চাপি আঘ্রায় মূর্ধনি শুভম্।
প্রীতিমানবদৎ পার্থো দেবরাজনিবেশনে। ১৫
সোঽর্জুনেন সমাজ্ঞপ্তো দেবলোকে তদা নৃপ।
প্রীতিপূর্বং মহাবাহুঃ যকার্থং প্রতি ভারত। ১৬
যুদ্ধকালে মহাবাহুঃ সাক্ষ্যে দেষ্যতি প্রভো।
বাঢ়মিত্যেবমুক্ত্বা তু যুদ্ধকাল উপস্থিতঃ। ১৭
কামরূপিভিরত্যুগ্রৈর্মায়াবিভিঃ সুদুর্জয়ৈঃ নৃপ।
যে হতাঃ তত্রকথিতা মায়াবিনো মনোজবাঃ। ১৮

নাগরাজের এই কন্যা সুন্দরাঙ্গী ছিলেন। ইনার মাতামহীর পরিবেশন গুণে যে বলিয়াছিলেন, সেইজন্য ইনি অধিকার লীলা ও মধুরতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐরাবতকন্যা বৌদ্ধা নাগ ইহাকে অর্জুনের হাতে সমর্পণ করেন এবং অর্জুনও তাহাকে সেই অবস্থায় স্বীকারপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে এই অর্জুন-পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি সর্পকুল মাতৃকুলেই থাকিতেন ॥ ৮-৯

ইনি নাগলোকেই মাতামহীর সর্বপ্রকারে বর্ধিত হইয়া সেখানে তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতেছিলেন। এই কারণেও তিনি মহাত্মা মহাবাহু পাণ্ডব অর্জুনের প্রতি বিশেষভাবে ইহাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন ॥ ১০

ইরাবান্ বলবান্, বলশালী, গুণবান্ ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ইনি যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতা অর্জুন বর্তমানে স্বর্গলোকে বিরাজিত, তখন ইনি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেই সত্যপরাক্রমী মহাবাহু বীর পিতার নিকট উপস্থিত

এখানে আমি বোধে তৃতীয় চরণে যে "পত্নো" পদ আছে, উহা মুদ্রণবিধির বাহুল্য পদ নহে, কারণ, ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মুখ্য পতি শব্দের সম্বোধন একবচনে "পত্নো" হয়। সুতরাং এখানে "পতিত্বে সাক্ষাদ্ভৌমি পতিং" এই মূলপতি অনুসারে আমাদিগকে "পতি" পদেরই প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল পতিস্থানে। এখানে এরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য হইল—সাধারণ ঔরসের সন্তানের জন্য মাতৃকুল হইয়াছে, কারণ পুত্রকে অন্যান্য পতি বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি বিবাহের পূর্বে

হইয়া নাগরাজের তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং বিবাহের সময়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাত্মা অর্জুনের সম্মুখে নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে বলিলেন,—প্রভো! আপনার কল্যাণ হউক, আমি আপনার পুত্র ইরাবান্। তাঁহার মাতার সহিত অর্জুনের যে সমস্ত বিষয় হইয়াছিল, সেই সমস্ত তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সেই সব কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমস্ত হইল ॥ ১১-১৩

নিজের পুত্র বলিয়া ধনঞ্জয় সেই পুত্রকে তখন অর্জুন আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় প্রসন্নমনে তাঁহাকে দেবরাজের ভবনে লইয়া যাইলেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই দিন দেবলোকে অর্জুন প্রীতি-সহকারে বীর মহাবাহু পুত্রকে নিজের সমস্ত ব্যাপার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন ॥ ১৫

পক্ষিরাজী পুত্র! যুদ্ধের সময় আসিলে তুমি আমাদের সাহায্য করিও। তখন "আচ্ছা, আসিও হইবে" এই কথা বলিয়া ইরাবান্ চলিয়া যাইলেন এবং সেই যুদ্ধকাল আজ এখন উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৬

হে নৃপ! ইরাবানের সহিত ইন্দ্রভবনে যে সকল রাক্ষসের সংঘর্ষ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা সকলেই মায়াবী কামরূপে ধারণে সমর্থ ছিল। বিশেষতঃ তাহারা অত্যন্ত "পতি দুর্জয়" ছিলেন। এই কারণেও তিনি সাক্ষাৎ "পতি" হন। এই কারণেও উদ্ধৃতীয় মনোজ্ঞ পরিবেশে সকল ঘর করিয়াছিলেন, সেইজন্য "সাক্ষে দ্বাপি প্রভাবিতে ভৌমে চ পতিত্বে পত্নো।" এই পদাংশ-লিখিবার যথাসম্ভবে এই কথার সহিত অর্জুনের সম্বন্ধ হয় এবং ধর্মরাজ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ের সহ অর্জুন তাঁহাদের পাণ্ডবপদে গ্রহণ করেন।

ঐরাবতঃ সহসা রাজন্ হতো বৈ মহোরগৌ।
তে তীক্ষ্ণান্ সমাসাদ্য রুক্মপক্ষান্ মনোজবান্ ॥ ১৯
কোটৈঃ ক্রোড়ানভিহতো যোধাশ্চিক্ষ পরস্পরম্।
নিপেতুঃ সহসা রাজন্ খুরৈর্ভোগিভিরা ভূবি ॥ ২০
নিপতদ্ভিশ্চ তৈস্তত্র বরুণস্যৈঃ পরস্পরম্।
তুমুলে রাজপঃ শব্দঃ সুপর্ণপতনে যথা ॥ ২১
তথৈব তারকা রাজন্ সংযুগ্যাস্তোক্ষমারুতে।
পরস্পরবধং ঘোরং চক্রুস্তে তত্রসাদিনঃ ॥ ২২
তস্মিংস্তথা বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভয়োরপি সাগরো হতশেষঃ সমস্ততঃ ॥ ২৩
প্রকীর্ণনাগতুরগঃ পূর্ণা নিহতযোধিনা।
বিনষ্টঃ সমপদ্যন্ত ভক্তযোধঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪
ততঃ ক্ষীণে হয়ানীকে কিঞ্চিচ্ছেষে চ তারক।
সৌবলস্তানুবচ পূজা নিবর্ত্য হয়পুঙ্গবান্ ॥ ২৫
বায়ুবেগসমান্ সর্বান্ জবে বায়ুসমাংশ্চ যে।

আহৃত্য বলসম্পন্নান্ যত্নবাংস্তত্রযোজয়ৎ ॥ ২৬
গান্ধারো যবনাংশ্চৈব মৃষ্টকর্ণবনায়ুজান্।
যত্নেন মহতা যুক্তান্ সর্বান্ বিদ্যাবিশৈরিণঃ ॥ ২৭
বাহ্যামাস তদ্ভূমিনা তৈস্তে যোধৈর্হয়ৈর্বলৈঃ।
লঘুত্বা যুদ্ধকুশলা যৌক্তপা মহাবলাঃ ॥ ২৮
তদনীকং মহারাজ বিত্রা পরমদুর্জয়ম্।
বলেন মহতা যুক্তাঃ পর্যাত্ত বিজয়ৈষিণঃ ॥ ২৯
বিবিংশতে তথা ভ্রাতা গান্ধারা বৃষভেক্ষণাঃ।
তান্ প্রবিষ্টানভিপ্রেক্ষ্য ভৈরবানপি যোধিনঃ ॥ ৩০
অভবৎ সমরে ঘোরান্ বিচিত্রান্ কাশ্যপাত্মজান্।
যেষাং বাহুষ্টক্ষ ঘোরাঃ সাদ্রধনুরাবিনঃ ॥ ৩১
হস্তত্রে সমরে সর্বে তথা নীতিবিশারদাঃ।
বাহুমিত্রোবমুক্তা যে সর্বে যোধা ইতাবহঃ ॥ ৩২
অনুত্তমযশা বলানীকং দুর্জয়ং সমরে পরৈঃ।
গুপ্তনীকমনীকেন সমরে রাজা পাতিতম্ ॥ ৩৩

কুশল এবং মনের ন্যায় বেগবান্ ছিল। তাহাদের বর্ণও বক্র প্রকারের ছিল ॥ ১৮

রাজন্! সে অবসর মহাসমরে ঐরাবতোদ্ভব মহাসর্পদ্বয় ন্যায় সহসা ঐরাবত হইল এবং আপনার সৈন্যের সমক্ষ বেগবান্ অশ্বসমূহের মধ্যে উপস্থিত হইয়া ক্রোড়দ্বারা দ্বারা ক্রোড়দল ও নাসিকার দ্বারা নাসিকাদেশে পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল। তাহারা তাহারা সর্বদেশে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৯-২০

সেই অশ্বসমূহের যখন পরস্পর আঘাত হইয়া তুমুলরূপে সঙ্কুলিত হইতেছিল, তখন গরুড়ের বেগের সহিত অবতরণের ন্যায় শব্দের তাহার শব্দ শুনা যাইতেছিল ॥ ২১

রাজন্! এইরূপে আপনার ও পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা ক্রুদ্ধ পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তাহারাদের পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল ॥ ২২

এইরূপে অশ্বারোহ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে উভয়পক্ষেরই অশ্বসৈন্য হারিলিতে হইয়া গেল ॥ ২৩

সৌবলশালী বীরগণের নিকট বাণ ফুরাইয়া গেল। তাহাদের সকল অস্ত্র বিনষ্ট হইল এবং তাহারা পরিশ্রমে শিথিল হইয়া পরস্পরকে আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে করিতে নিস্তেজ হইল ॥ ২৪

তারক! এইরূপে যখন অশ্বসৈন্য নিস্তেজ হইয়া গেল এবং তাহাদের অধিকাংশই অবশিষ্ট রহিল, সেই অবস্থায় শকুনি সৌবলশালী অশ্বসমূহ যুদ্ধের সম্মুখে হইতে নিবৃত্ত করিলেন ॥ ২৫

যাহাদের বেগ বায়ুবেগের তুল্য ছিল, যাহারা বায়ুতুল্য ছিল, এবং বলশালী ও যাহারা ঐরূপ অশ্বদলের উপর আরোহণ করিয়া যত্ন, যমাস্ত্র, কুশল, ধনুর্বান্, আর্যব ও তুণ্ড—এই ছয়জন বীর ঘোর বিশাল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে বহু বহির্গত হইলেন ॥ ২৬-২৭

যদিও শকুনি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, অন্যান্য মহারথী যোদ্ধারাও বারণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধনিপুণ মহাবল ও তাড়াতাড়িকারী অশ্বারোহিগণ অবজ্ঞাপূর্বক যুদ্ধার্থে বহু বহির্গত হইলেন ॥ ২৮

মহারাজ! সেই সময় সেই যুদ্ধদুর্মদ গান্ধারসৈন্য বীরগণ বিজয় কিংবা মৃত্যুপ্রার্থী হইয়া বিশাল সৈন্যের সহিত পাণ্ডববাহিনীর অভিমুখে দুর্জয় বেগে ধাবমান হন ও উলাহারে তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥

তখন তাঁহাদিগকে সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া পরাক্রমশালী ঐরাবান্ সমরাঙ্গনে তাঁহার অগ্রগামী বীর যোদ্ধাদিগকে বলিতে লাগিলেন—বীরগণ! তোমরা সকলে সংগ্রামে এমন নীতি স্থির করিয়া রও যে, যাহাতে দুর্যোধনের এই সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিনা বিনা সেবক ও অনুচরবর্গের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

তখন "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া ঐরাবানের সমস্ত সৈন্যেরা সেই ঘোর যুদ্ধস্থলের সৈন্যমধ্যে, যাহারা অগ্রসর

অবভৃথান্তে সর্বে সুহৃদস্তাময়া সহ।
ইয়াজয়ন্বিভক্তা বৈ সর্বৈঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ৩৩
তাড়য়ন্তঃ শিরোঽগ্রৈস্তান্ত্রাসয়ন্তঃ পরস্পরম্।
তে সূতাঃ পর্যাবারন্ত দুর্মদা মদমোহিতাঃ ॥ ৩৪
ইয়াযানস্য নিধিভিঃ প্রাসৈর্ঋষ্টিভির্বরূথিভিঃ।
প্রবরা ভবিতেত্যস্মদ্ভাগৈরিতি চ বিদ্রিরে ॥ ৩৫
পুরোঽপি চ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বতশ্চ কৃতাদরঃ।
একো হ্যভিবভূবার্যো বৈশ্যাদ্ রাজন্ন বিশাম্পতে ॥ ৩৭
ইয়াযানপি ক্রুদ্ধাঃ সর্বাংস্তান্ নিধিভিঃ সহৈঃ।
যোদ্ধুকামান সমরে বিদ্ধা পরমপুরুষঃ ॥ ৩৮
প্রাসাদ্ধুকৃত্য তরসা স্বসারীয়বিশঙ্কয়া।
তৈরেব তাড়য়ামাস সুহৃদস্তাময়ান্ রণে ॥ ৩৯
বিক্রুশ্য চ বিতঃ সর্বাঃ সূতীয়া চ পরাবসৎ।

পরাবিদ্ধ ময়াজ্ঞপ্তিঃ পরাঙ্মুখঃ সৌহৃদাদ্ যুধি ৪০
তত্রঃ প্রত্যাগতপ্রাণো সর্বে তে সুহৃদস্তাময়ঃ।
তুষ্টা তোষয়ামাসুর্বৈ ইয়াযন্তমবিক্লবাঃ ॥ ৪১
ইয়াযানপি যত্নেন সর্বান্ সান্ত্বিতবন্ত।
অক্ষয়ং তত্র তান্ সর্বান্ সৌহৃদাদ্ বলমাদিশৎ ॥ ৪২
গাদমেষাশ্চ চরতঃ সর্বে তে সুহৃদস্তাময়াঃ।
অন্তরা নাভ্যগচ্ছন্ত ত্রয়স্তং ঈয়ুরীড়িতে ॥ ৫০
কৃষ্ণিরেষ বঃ সখ্যো মচ্ছত্রুশ্চ তত্রঃ পুনঃ।
পরিবার্য তুরং চক্রে প্রতীচুদ্মুখতত্রঃ ॥ ৫৪
অথাযাজয়তামেনং স যত্নেন ঋত্বিগ্বরৌ।
অনিরুদ্ধাশ্বমেধাভ্যাং তেষাং পাবনকৃদ্ভুত ॥ ৫৫
আহুবানি চ সর্বেষাং বাহুনি বিভূষিতান্।
অলঙ্কৃত নিষ্কগলা দৃষ্টা তুষ্টো অবাসৃজৎ ॥ ৫৬

বিতর্ক সমাপনে দুর্মদ ফিরিল, বধ করিয়া ফেলিল ॥

বীর ইক্ষ্বাকুবংশে সংবর্ধিত হইয়া পরিশ্রম হইতে দেখিয়া সুহৃদের সুমহৎ ভারও বহন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সাহিত হইয়া ইয়াযন্তকে তখন চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১-৩২

সেই ত্রয় বীর বীর প্রাসসমূহের আঘাত করিতে করিতে এবং পরস্পরকে হেলোভাবে করিয়া করিতে ইয়াযানের উপর আক্রমণ করিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন ॥ ৩৩

সেই মহাত্মা বীরযানের বীর প্রাসসমূহে জর্জরিত হইয়া ইয়াযন্ বীর রক্তে স্নাত হইয়া পরিলেন এবং অনুচরদিগের আঘাতে হাতীর ন্যায় কাতর হইয়া পরিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! তিনি তখন একাকী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর প্রহারকারীর সংখ্যা ছিল বহু। তিনি সমুদয়, পৃষ্ঠে এবং উভয় পার্শ্বে অত্যন্ত আহত হইলেন। তথাপি তিনি বীর ইন্দ্রিয়সমূহ স্তম্ভিত হইলেন না ॥ ৩৭

তখন ইয়াযানের অভিপ্রায় ক্রোধে উদ্দীপিত হইল। শত্রুসমবিহারী এই বীরও সমরে যাদের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সেই সকলকে মুষ্টিতে করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

পরমপুরুষ ইয়াযন্ বীর পাণির দ্বারা সমরে প্রাসগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা তথায় সুহৃদস্তাময়দের উপর প্রহার করিলেন ॥ ৩৯

তাহাদের বীর তখনই ও ভয় পাইয়া করিয়া ইয়াযন্ মুক্ত

৫০১

সুহৃদস্তাময়দের যে কাহারও কাহার আশ্রয় গ্রহণের নিকট যাইতে হইলেন ॥ ৪০

তখনই সুহৃদস্তাময়দের সুহৃদয় প্রাণসঞ্চার ফিরিয়া আসিল, অতএব তাঁহারা সকলে সন্তুষ্ট হইলেন সুহৃদয় লাভ করিলেন এবং ইয়াযানের নিকট আসিয়া হইলেন ॥ ৪১

তাহাদের ইয়াযন্ তখন বীর তত্রইন্দুগণ দেখাইতে আসিয়া তাহার দ্বারা সেই সকল সুহৃদস্তাময়দের আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

অথচ সেই সময় ইয়াযন্ একাকী তত্রইন্দুগণ দেখাইতে দেখাইতে তাহাদের নিকটে বিচরণ করিতেছিলেন এবং সুহৃদস্তাময় সকলে ঔরসাদী অবস্থায় তাঁহা দৃষ্টিতে বিচরণ করিতেছিলেন, তথাপি ইয়াযন্ সকলে ইয়াযন্ হইতে বিশেষরূপ ভেদ বিশেষরূপে লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৪৩

তাহারা ইয়াযন্তকে দৃষ্টিতে অবস্থিত দেখিয়া সুহৃদস্তাময় সকলে তাঁহাকে পুনরায় উপযজন দিয়া বলী করিবার উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৪

তখন পরমপুরুষ ইয়াযন্ বিষয়ে সমাপন তাঁহাদের সকলের অভিপ্রায় তখনই তাহাদের ও সকলের অভিন্ন ভাবে তাহারাই মুহূর্তের দ্বিয় ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫

তিনি সেই সময় তাঁহাদের সকল অশ্ব ও নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত বাহনসমূহ ভেদ করিয়া ফেলিলেন। এই ভাবে তাঁহাদের অভিপ্রায় ভিন্ন হইয়া গেলে তাঁহারা প্রাসমুক্ত হইয়া মুক্ত অবস্থায় দৃষ্টিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৬

বৃষ্ণিভোজমহারাজ বহবো নিপরিক্ষতঃ।
অযুতাগ্র মহাবীর্যাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ৪৭
তান্ সর্বান্ পরিত্যজ্য দূরে। ভীতো হ্যুপাদ্রবঃ।
অন্যোন্যাস্ত্র সংক্রুদ্ধো রাজন্ ঘোরমমন্যত ॥৪৮
আবাং কৃষ্ণিঃ মহেষ্বাসঃ মাদ্রবতীনন্দিবর্ধনম্।
বৈরিণং ভীমসেনস্য পূর্বং জঘ্নতুরেব হি ॥ ৪৯
পশ্য বীর যথা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষন্তৌ তমুত্তমৌ বলী।
মায়াবী বিপ্রিয়ঃ কৃত্বা ভীমকর্মাণমাহবে বলাদ্বলম্ ॥ ৫০
তত্র কালমমন্যন্ত মাদ্রবত্যা ন বিশ্বাসতঃ।
কৃতবৈরস্য পার্থেন তস্মাদ্বৈরং স্মরন্ত্যুত ॥ ৫১
যচ্চিহ্নিতোবধূতশ্চ ত্বং রাজন্যো যোধমুখ্যঃ।
প্রত্যযৌ নিহতামাত্যে ময়ার্জুনসুতো যুধি ॥ ৫২
আবাভ্যাং তুমুলে তস্মিন্ রাজন্ রাজ্যাভিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
ভীমৈঃ প্রহারিভির্যুদ্ধে ভৈরবৈর্ভীমসংযুগৈঃ ॥ ৫৩
ধনঞ্জয়ৈর্ধনাকাঙ্ক্ষৈ রিপবৈরিভিরোজসৈঃ।
নিহতঞ্চাপি সমরে ভৈরবং মহাবলম্ ॥ ৫৪
ভৈরবানপি সংক্রুদ্ধবধাদ্ ঘোরতরক্ষয়ী।
ইত্যুক্তমন্বহিংস্রো রাজন্ প্রত্যাবাবহৎ ॥ ৫৫
যমাপত্যং সংস্মৃত্য রাজন্ কুরুবরোত্তমঃ।
যমযাতয়তো ঘোরা প্রত্যোক্তুমুপচক্রমে ॥ ৫৬
যেন মায়াময়ঃ সৃষ্টা ভয়াত্মাবস্ত এব হি।
ধার্তরাষ্ট্রা রাজভির্যোধৈঃ পূর্ণপঞ্চিবধাদিভিঃ ॥ ৫৭
যে সংরব্ধাঃ সমাধক্ষ্য বিনাজহ্রুঃ প্রাণাদিনঃ।
অতিবাদ্ সমরাদ্যাস্যুঃ প্রেতলোকং পরন্তপম্ ॥৫৮
ঔশিনস্তু বিহত্যৈনং ভাতৃংশ্চ মুদিতমনসঃ।
সংগ্রামে সমরিষ্টাংশ্চ যথা বৈ কৃত-বাসবৌ ॥ ৫৯

হইয়াছে। সেই সময় বৃহৎ বলিয়া একখানা রথে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালিগণ, যদিও সেই বীরত্বব্যঞ্জকধ্বজী মহারথের সংগ্রাম হইতে নিজেকে কোন ক্রমে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৪৭

ভীমসেনের সকলকে নিহত করিয়া কুরুপক্ষের হইতে দেখিয়া দুর্যোধন ভীত হইয়া পলিলেন এবং অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল যাদব ভয়ঙ্করপুত্র অনুচরের নিকট দৌড়াইয়া যাইতেছেন। সেই যাদব পলায়নের সময় করিতে সমর্থ, মায়াবী ও মহাবলশালী ছিল। পূর্ববৈরের ফল ভয়াবহ-রূপের জন্য সে ভীমসেনের সহিত পলায়নের ইচ্ছা করিয়াছিল। ৪৮-৪৯

এই রাজসের নিকট যাইয়া দুর্যোধন বলিলেন,—বীর! দেখ, অর্জুনের এই বলবান্ পুত্র মায়াবী। সে আমার অধিক করিবার জন্য আমার সৈন্যদলকে সংহার করিতেছে। ৫০

ভাই! তুমি ইচ্ছামতে যে কাজ বিচার করিতে পার এবং আমার অনুচরদের প্রত্যেকে নিপুণ। দুর্যোধন ভীমসেন যোদ্ধার সহিত লড়াই করিয়াছে, অতএব তুমি অবশ্যই এই বৃহৎ রাক্ষসকে বধ কর। ৫১

"আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া দেখিতে তাহার সেই রাক্ষস নিকটে করিতে করিতে যে স্থানে সেই নরাধম অর্জুনপুত্র ইরাবান্ ছিলেন, সে স্থানে গমন করিল। ৫২

তাহার সহিত বিবিধ প্রাসধারক অনুচরগণ বৃহৎকায়ী, ঔশিনস্তু বিহত্যৈনং ভাতৃংশ্চ মুদিতমনসঃ।
সংগ্রামে সমরিষ্টাংশ্চ যথা বৈ কৃত-বাসবৌ ॥ ৫৯

সংগ্রামকুশল ও প্রহার করিতে অভিজ্ঞ বহু যোদ্ধাগণে পূর্ণ সৈন্যবাহিনী ছিল। ইহার সকল সৈন্যই যাহাতে আরোহণ করিয়া ছিল। এই সকল সৈন্য পরিবৃত হইয়া রাক্ষস অনুচর মহাবলী ইরাবানকে বধ করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে গমন করিল। মহারাজ! যুদ্ধের শেষে ভীতিতে দুই হাতের উপর ভর দিয়া আমার বসিয়া ছিল। ৫৩-৫৪

শত্রুহন্তা পরাক্রমশালী ইরাবান্ তখন অধিক ক্রুদ্ধ ছিলেন। যিনি বধ করিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসের সহিত বিবাদ করিলেন। ৫৫

ইরাবানকে আসিতে দেখিয়া সেই মহাবল রাক্ষস অনুচর শক্তি সহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ৫৬

সে তখন দুই হাতের মায়াময় অস্ত্র সৃষ্টি করিল, যাহাদের মুখে মুখ ও পরিঘধারী ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস আবির্ভূত হইয়াছিল। ৫৭

সেই দুই হাতের প্রহারকুশল যোদ্ধা ক্রুদ্ধচিত্তে উদ্যত হইয়া ইরাবানের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় উভয় দিকে যোদ্ধারা পরস্পর-প্রহার করিতে করিতে অস্ত্রবিদ্যাদিতে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৫৮

এইরূপে যখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ নিহত হইতে থাকিল, তখন ক্রুদ্ধ উন্মত্ত হইয়া রাক্ষসধারী সেই দুই বীর ইরাবান্ ও রাক্ষস অনুচর দুজনাতে যুদ্ধারম্ভ এবং ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

আত্মবন্ধমভিপ্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ দূষদূষ্যম্।
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং তমযোধয়ৎ ॥ ৫০
সংস্কাদেবতত্ত্বজ্ঞো তত্র যত্নেন দুর্বলঃ।
চিক্ষেপ কার্মুকং ভৌমং সরাবাণক সঙ্গরম্ ॥ ৫১
স নিকৃত্তং ধনুর্দৃষ্ট্বা খড়্গং জগ্রাহ সম্বরঃ।
ইরাবন্তমভিক্রুদ্ধঃ মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ৫২
অন্তর্হিতশ্চরংস্তত্র ইরাবানপি রাক্ষসম্
বিব্যাধ হরিভির্মাংসৈঃ সমন্তাৎ সায়কৈঃ ॥ ৫৩
ছিন্নৈঃ সর্বশরীরঙ্গৈঃ কায়তঃ স্রুবদ্ভিঃ।
তথা স রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ পরৈঃ কৃতঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
সম্মুমুহে মহারাজ সমবাপ চ যৌবনম্।
আত্মা হি সহজা মোহাৎ ঘোরো জনয়তি জ্বরম্ ॥ ৫৫
এবং তস্য রাক্ষসস্যাজৌ ছিন্নে ছিন্নে বহুশ ঃ।
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো রাক্ষসং তং মহাবলম্ ॥ ৫৬
পরমায়ুধ ভীক্ষ্ণেন ছিত্ত্বেন চ পুনঃ পুনঃ।
স তেন ধনিনা বীরশ্ছিন্নবাহু ইরাবতা ॥ ৫৭

হাবংশোদ্ভবানন্তং ভোগঃ স পরমস্তুলোদ্ভবম্।
পরমধ্বজঃ তথা পুত্রাব বরং যোদ্ধিতম্ ॥ ৫৮
ততস্তু ক্রোধ বশমাপন্নঃ ক্রোধ সংমুখে।
আত্মশুদ্ধিমুখা দৃষ্ট্বা সমরে শত্রুনির্জয়ম্ ॥ ৫৯
কৃত্বা ঘোরং মহদ্ যুদ্ধং ক্রোধাদুদ্বৃত্তচক্ষুষে।
অহনৎ সুতং বীরাবরাবন্তং বলবিনম্ ॥ ৬০
সাক্রোশমিরদো মূঢ়ো মর্মেষ্বং তত্ত্ব পত্রিণা।
তাং দৃষ্ট্বা তাদৃশীং মায়াং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৬১
ইরাবানপি সংক্রুদ্ধো মায়াং সৃষ্টিং প্রচক্রমে।
তস্য ক্রোধাভিভূতস্য সমরেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ৬২
মোহয়তো মায়াকর্ম ন প্রবর্তিষ্যতেহিবাম্।
স নাগৈর্ষড়্ভী রাক্ষেরিরাবান্ সংবৃতো রণে ॥ ৬৩
বরাহ মুখরান্ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রান্ ঘোর ঘোষবান্।
ঘোরো বরাহৈরাক্ষ্যৈশ্ছাদয়ামাস রাক্ষসম্ ॥ ৬৪
রাক্ষসানস্ত নাগৈঃ স খাদয়া রাক্ষসভুজৎ।
সৌবর্ণং কবচমাত্মায় কবচায়াস পন্নগম্ ॥ ৬৫

ভয়াকুল রাক্ষস অবশেষে নিজের দিকে আসিতে থাকিল দেখিয়া মহাবল ইরাবান্ অতিশয় ক্রোধের সহিত তাহার উপর প্রত্যাক্রমণ করিলেন। ৪৯

এদিকে যখন সেই দুর্বলটি মনের শক্তি বিকাশ করিয়া পড়িল, তখন ইরাবান্ নিজের অন্তর্ধানের দ্বারা তাঁহাকে লৌহাস্ত্রের দ্বারা এবং শরাঘাত (ইত্যাদির) দ্বারা ক্ষত করিয়া দিলেন। ৫০

বহু ছিদ্র হইতে দেখিয়া সেই রাক্ষস ক্রোধভরে ইরাবান্‌কে ঘোর মায়ার মোহিত করিতে করিতে ভীষণরূপে আকাশে উঠিয়া গেল। ৫১

সেই বাক্যজ্ঞানহীন ক্রোধী রাক্ষস সমর দুর্মদ শত্রুকে অধিক এবং দুর্বল দিল। যে হাতে দুই দুই শত্রুদিগের হরণের পূর্বের পূর্বের হইয়া গেল। মহারাজ! সে তখন মহামোহগ্রস্ত হইতে লাগিল, কারণ, রাক্ষসদের মায়াদের আত্মাদির হইয়া থাকে এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে জন্ম ও মৃত্যু ধারণ করিতে পারে। ৫২-৫৪

এইরূপে সেই রাক্ষসের যে যে অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইত। ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহান্ রাক্ষসকে বারংবার তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। ৫৫

অবশেষে ইরাবান্ শত্রুকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই বীর রাক্ষস অবশ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিল। তখন তাহার সেই আঘাতগুলি পূর্ববৎ হইয়া গেল। ৫৬

পরক্ষণেই রাক্ষসের ভিন্ন-ভিন্ন হইতে থাকিলে সেই রাক্ষসের শরীর হইতে রক্ত ঝরিতে হইল। ইরাবান্ রাক্ষস ভয়ানক মায়ার দ্বারা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল এবং ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে যুদ্ধস্থলে নিজের শরীর হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ের ও বিষাদ এবং ক্রোধের বশে অত্যন্ত বর্ধিত ভীষণ ও তীক্ষ্ণ দন্ত ইরাবান্‌কে বধ করিবে বলিয়া আরম্ভ করিল। ৫৭-৬০

ক্রুদ্ধ সর্পগণের মত ঘোরাননের দৃষ্টিপথেই সে ইরাবান্‌কে বধ করিতে লাগিল। এই ঘটনা রাক্ষসের ঐরূপ মায়া দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইরাবান্‌ও মায়া প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১

সংগ্রামে তখনও পরাজয়ের কখনও না, এমন বীর ইরাবান্ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মায়াকুশলের সাধনের জন্য মোহের জন্য ঘোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬২

রাজন্! রাক্ষসের বরলাভে পরিবৃত ইরাবান্ বিশাল শরীরধারী ছয় নাগের দ্বারা অতি বিশাল রূপ ধারণ করিলেন। ৬৩

তাহার তিনি বড় নাগের দ্বারা সেই রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। নাগগণ কর্তৃক আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ

মাধবা ভবিতে ভবিষ্যন্তে তব মাতৃতে।
বিমোহিবিমিবাবস্থা ভবন্ত রাজসোঽসিনা ॥ ৭৬
সমুদ্ধতাঃ সমুদ্ধৃষ্টাঃ পাঞ্চেষুসমুপপ্লবম্।
ইরাবন্তঃ বিনো মন্ত্রঃ পাণ্ডবাযোধ দুর্বলে ॥ ৭৭
ওদ্ধিন্ত বিরতে বীরে রাজসেনাসুবোধনে।
বিশাকাঃ সবলস্তত্র বার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সমাদ্রবন্ ॥ ৭৮
ওদ্ধিন্ সমরি সংগ্রামে ভাগুলে ভৈরবে পুনঃ।
সমন্ যাবিনরো ঘোরঃ সেনয়োঃ সমপদ্যত ॥ ৭৯
যদা হতাঃ পরাক্রান্ত বিবিধা বিবিধৈর্বাঃ।
ব্যথাযা বন্ধিমন্তৈব পরিবিন্নয় সূদিতাঃ ।৮০
ওদা পরিবযৌধান্ত দুর্যোধন বলে বলে।
ধৃষ্টিবিনিহতো রাজন্তেব ভেবাক সমুদে ॥ ৮১
অজাতশত্রুর্নিশ্চাপি নিহতঃ পুরুষৌরসম্।
অথান সমরে শূরান্ রাজন্তান ভীমবিক্রিমঃ ॥ ৮২
ভৈরব ভাবকা রাজন্ পক্ষরাশ্চ সহস্রশঃ।

ভূয়সঃ সমরে প্রাণান্ বিসৃজ্য বিধিবোধনম্ ॥ ৮৩
ভূয়ভেনা বিজয়ো বিজযাশ্চিত্রকার্মুকঃ।
যাবদ্ভিঃ সমযুধ্যন্ত সমবেতাঃ পরন্তপাঃ ॥ ৮৪
ওদা সর্যাতিবৈকর্তীয়ো বিজয়ে বহুরথান্।
কম্পান্ সমরে সেনা পাণ্ডবানাং সমুদ্যতঃ ॥ ৮৫
কেন যৌধিষ্ঠিরে সৈন্যে মহতো মানবা হতাঃ।
হস্তিনঃ সাদিনশ্চৈব রথিনোঽশ্ব হয়াস্তথা ॥ ৮৬
ওত্র তাবক ভীষ্মস্ত বলে দৃষ্ট্বা পরাক্রমম্।
অভ্যাদ্রবন্তমাত্মায় পক্ষতেব পরাক্রমম্ ॥ ৮৭
ওথৈব ভীমসেনস্ত সার্থিস্ত চ তাবত।
যৌধিষ্ঠিরে বলে ঘোরে সাত্যকস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৮৮
দৃষ্ট্বা দ্রোণস্ত বিক্রান্তং পাণ্ডবান্ ভয়মাবিশৎ।
এত এব বধে শক্তো নিত্যঃ দর্যৈনিকান্ ॥ ৮৯
কিং পুনঃ পৃথিবীপূর্বৈর্যোধমুখ্যৈঃ সমাবৃতঃ।
ইত্যাক্রন্ মহারাজ বলে দ্রোণেন পীড়িতাঃ ॥ ৯০

বিনষ্ট হইয়া অবশেষে হত হইয়া ধরণীতলে শয়ন করিবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তখন ভীমসেন আপনার সৈন্য বিনাশ করিবে ॥ ৭৬-৭৮

যখন সেই রাক্ষস ইরাবানের বাহুবলের সহিত সাগরসঙ্গমে তুমুল সংগ্রাম করিয়া ফেলিল, তখন তাহার ঘোরে মোহিত ইরাবানকে সে তরবারি দ্বারা নিহত করিল ॥ ৭৯

ইরাবানের তুমুল ও ভয়ানক সংগ্রাম এবং তুমুল ও সুদারুণ যুদ্ধব্যাপার দেখিয়া রাত্রিকালে তুমুল যুদ্ধে পাণ্ডবগণ নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৭৭

এইরূপে রাক্ষস অলম্বুষ কর্তৃক অর্জুনের বীর পুত্র ইরাবান্ নিহত হইলে রাজা দুর্যোধনের সহিত আপনার সকল পুত্রই সোৎসুক হইলেন ॥ ৭৮

তাহারা পুনরায় সেই সমস্ত রাত্রিকালে উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যে তুমুল ও ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৭৯

রাজন্! আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যের সেই তুমুল যুদ্ধে ঐরাবানের নিহিত রথী, অশ্ব, হস্তি, ও পদাতি সৈন্যসমূহ বহুল পরিমাণে নিহত করিতে লাগিল। হস্তি, অশ্ব ও রথী সৈন্যদিগকে পলায়িত বাহিনীর সৈন্যেরা বিনাশ করিল এবং বহু সংখ্যক পদাতি, রথিবৃন্দ ও অশ্বারোহী সৈন্য রথী যোদ্ধাদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইল ॥ ৮০-৮১

অর্জুন যখন পাণ্ডবদিগের ভীষণভাবে পুত্র ইরাবানের মৃত্যুর কথা জানিতে পারেন নাই। তিনি সেই সময় ভীষণ বলশালিনী বীর মহাবিলাকে সমরাঙ্গণে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৮২

রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র ও সৈন্যেরা এবং সহস্র সহস্র বীরপুরুষ সমরে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়ে করিতে পরস্পর পরস্পরকে নিহত করিতেছিলেন ॥ ৮৩

অথবা, এই ব্যক্তি সেই ইহাঁর বাহুবল দুষ্কৃতকর্মে এই রোষ পরস্পর নিহত হইয়া রহিয়াছে। বহুত করিতে পারিলেন ॥ ৮৪

আপনাদের পক্ষসমাশ্রয় ভীষ্ম সমরে বীর ধর্মরাজ যম যাহা পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ভক্ষিত করিতে উহাদের বহুসংখ্য বীরপুরুষকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৮৫

তিনি দৃষ্টিমাত্রে সৈন্যদিগের রথ সমাদি, আরোহী-সহ হস্তী, অশ্বারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যকে নিহত করিলেন ॥ ৮৬

রাজন্! আমরা সেই তুমুলে ভীষ্মের বেগবান্ ঐরূপ হাত অত্যন্ত অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম ॥ ৮৭

অনন্তর! সৌভাগ্য এই সমরে ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির অমানব যুদ্ধ হইতেছিল ॥ ৮৮

দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম দেখিয়া ও পাণ্ডবগণের মনে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ! তাঁহারা দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—যখনই এবারই দ্রোণ

সর্বধামে তথা রৌদ্রে সংগ্রামে ভারসহঃ।
ঈদৃশোঃ সেদৃশোঃ পুত্রা বাসুদেব পরন্তপম্। ৯১
আবিষ্টা ইব মূঢ়াস্তে হতোৎসূতা বভাষিরে।
ভাবিকাঃ পাণ্ডবেয়াস্ত সংবন্ধাস্তাত বহ্নিঃ। ৯২

ন চ পশ্চাদ্বয়ে কশ্চিৎ প্রাণান্ ত্যং পরিরক্ষতি।
সংগ্রামে বৈজয়ন্তাখ্যে যস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে। ৯৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ঔলূকবধে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥

ভাগিনেয় সমস্ত সৈন্যসমক্ষে এই কথা বলিলে সকলে, সুতরাং ইনি যখন মুখফলের দুর্বিষহ বীর বোঝাসমের ভার পরিত্যাগ করিলেন, তখন আর ইহার বিষয় বলিবার কি আছে? ৮৮-৯১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় সংগ্রামে ঈদৃশসংজ্ঞক বীর সৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের বীরত্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। ৯১

তাত! আপনার ও পাণ্ডবদের মহাবল সকল বীরগণ মূঢ়াবিষ্ট রাক্ষসগণের ন্যায় ভেজোনাশের পরস্পরের প্রতি দুষ্ট করিতে লাগিলেন। ৯২

সেই বীরগণের অবধারণ সেই সৈন্যদের মুখফুল্ল মুখ আমরা এমন আর কাহাকেও দেখিতে না, যিনি নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। ৯৩

ইতি শ্রীমহাভারতীয় শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে ঔলূকবধে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টোনশত-মুহূর্তোনমহোরাত্রমহত্ত্ব যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ঐরাবন্তং তু নিহতং দৃষ্ট্বা পার্থো মহারথঃ।
সংগ্রামে কিমকুর্বন্ত মমপাশ্চ সঞ্জয়। ১

সঞ্জয় উবাচ।

ঐরাবন্তং তু নিহতং সংগ্রামে ভীম্য রাক্ষসঃ।
ব্যনদন্ মুমুহুর্নাদৈ কৈলাসশিখরোপমঃ। ২
নবভিস্তস্য সংঘেন পৃথিবী সাগরাম্বরা।
সপর্বত-দ্রুমা রাজংস্তদাসীৎ সুমহাস্বনা। ৩

অন্তরিক্ষং দিশশ্চৈব সর্বাস্ত প্রতিশব্দয়ন্।
তং শ্রুত্বা মুমুহুর্নাদং তব সৈন্যস্য ভারত। ৪
উদ্বিগ্নাস্তু সমস্তেষু লোকেষু দেব এব চ।
সর্ব এব মহারাজ ভাবন্তা ভীমরক্ষসঃ। ৫
সর্বৈঃ সমস্তৈস্তু সিংহনাদো মহা ইব।
নদিতো মুমুহুর্নাদৈঃ নির্ঘাতমিব রাক্ষসঃ। ৬
অলিভিঃ পূরয়ন্ত্রস্য তনুং কৃত্বা বিভীষণম্।
নানারূপপ্রহরণৈর্যুযুধে রাক্ষসর্ষভৈঃ। ৭

একনবতিতম অধ্যায়।

[অষ্টোনশত ও মুহূর্তোনমের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ঐরাবানকে সংগ্রামে নিহত হইতে দেখিয়া মহারথী অর্জুনপুত্রগণ কি করিল? সঞ্জয়! তাহা আমাকে বল। ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ঐরাবানকে যুদ্ধভূমিতে নিহত হইতে দেখিয়া ভীমসেনের পুত্র রাক্ষস অষ্টোনশত অধিনয় ঐরাবন্তের নিধনার্থ করিতে লাগিল। ২

রাজন্! সেই রাক্ষসের গর্জনে তখন সমুদ্র, আকাশ, পর্বত সহিত সমস্ত পৃথিবী অধিনয় কম্পিতা হইতে লাগিল। ৩

অন্তরিক্ষ, পূর্বাদি দিঙ্মণ্ডল এবং ঐরাবাদি সমস্ত লোকসকলও ঘোষিতে লাগিল। তাত! ঘটোৎকচের সেই ভয়ানক সিংহনাদ শুনিয়া আপনার সৈন্যদের বজ্রাঘাতের ন্যায় হইল, সকলে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং সর্বাঙ্গ থরহরি কম্পিত হইতে লাগিল। ৪-৫

মহারাজ! আপনার সমস্ত সৈন্যই সর্বলোকের ভীষণতম হইয়া সিংহ হইতে ভীম রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর ভীষণ করিতে লাগিল।

মহারাজ! ঘটোৎকচের ভীষণ গর্জন করিতে করিতে রাক্ষস, অন্তক ও যমদূতের ন্যায় হইয়া সেই রাক্ষস অধিনয় ভীষণ রূপ ধারণ করত প্রজ্বলিত ত্রিশূল হাতে লইয়া নানাবিধ অস্ত্রে পরিপূর্ণ সেই রাক্ষসদূতের সহিত উপস্থিত হইয়া আপনার সৈন্যদলকে সংহার করিতে লাগিল।

আজ্ঞাপয়ৎ সুসংক্রুদ্ধঃ কালান্তকযমোপমঃ।
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধঃ ভীমবিক্রমঃ। ৮
অথাদদে ভয়ং তস্য তদা যুদ্ধে বিষুষীকৃতম্।
অথো দুর্যোধনো রাজা ঘটোৎকচমপাহরৎ। ৯
প্রভূত বিপুলঃ রাজন্ সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ।
দুর্যোধনোঽপি সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ। ১০
মুহুর্মুহুর্মহারাজ নাদয়ন্ সর্বতো দিশঃ।
তথাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য অমর্ষবশমাপদ্যত ভীমসেনঃ। ১১
পুত্রং তব মহারাজ চুক্রোধ স নিশাচরঃ।
ততঃ প্রাদুরভূৎ যুদ্ধং লোমহর্ষণম্। ১২
রাক্ষসানাঞ্চ সংঘেন দুর্যোধনবলস্য চ।
গজানীকঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য যোধয়ন্তং বিশোধিনম্। ১৩
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধা রাক্ষসাঃ পরন্তপাঃ।
নদন্তো বিবিধান্ নাদান্ ঘোরা ঘোষাভিঘোষিণঃ। ১৪
পরশ্বধর্ষ্টিনারাচৈর্নানাশস্ত্রৈশ্চ সর্বশঃ।

তিস্তিনাশৈস্তথা শূলৈর্মুষলৈঃ সপরশ্বধৈঃ। ১৫
পরশ্বধাগ্রৈশ্চ তূণৈশ্চ বিমুক্তৈশ্চ মহাবলৈঃ।
বিমুক্তৈশ্চ বিচিত্রৈশ্চ বিশেষাদ্ভুত বাহনৈঃ। ১৬
অলঙ্কারৈর্মহারাজ বর্মভিশ্চ বিশাম্পতে।
তেষু প্রক্ষীয়মাণেষু ভগ্নেষু পতিতেষু চ। ১৭
দুর্যোধনো মহারাজ রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবৎ।
অমর্ষবশমাপন্নস্তাংক্ত্বা ভীমবিক্রমঃ। ১৮
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ রাক্ষসেষু পরন্তপ।
তথান্ চ সংহরন্তং তং রাক্ষসান্তক রাক্ষসাঃ। ১৯
সংক্রুদ্ধা ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রং দুর্যোধনস্তব।
বেগবন্তং মহারৌদ্রং বিদ্রাবয়িতুং প্রচক্রমিরে। ২০
পরিবব্রুস্তদা সর্বে বিনদন্তো মহাবলাঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা সর্ববঃ দুরাসদম্। ২১
দুদ্রোহ ভরতশ্রেষ্ঠো নিশাচরবলং প্রতি।
তৎ তু দৃষ্ট্বা মহৎ কর্ম পুত্রস্য তব মানদ। ২২

অথাৰ ক্রুদ্ধ রাক্ষসেরা অমনি সেই রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিবে লেগিয়া তাহার ঘোর ভীত আপনার প্রায় সকল সৈন্যকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অথবা যখন দুর্যোধন বিপাশ এই বলিয়া রাক্ষসের নিকটে এমন ভয়ঙ্কর করিতে করিতে ঘটোৎকচকে ধরিয়া আনিল।

তাহাতে পক্ষান্তরে অবশিষ্টরাক্ষসেরা পলায়ন করিতে লাগিল। তখন দুর্যোধনের সৈন্যের পরিত্রাণ করিবার জন্য ভীমসেনের প্রতিও ধাবমান হইলেন।

মহারাজ! ভীমসিংহের এই সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনকে আসিতে দেখিয়া সেই নিশাচর ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধিত হইয়া উঠিল।

তৎপরে! তখন দুর্যোধনের সৈন্য এবং রাক্ষসদের মধ্যে ভয়ঙ্কর ও রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আক্রমণে উদ্যত ভীমসেনের নাম সেই ভয়ঙ্কর দেখিয়া অমিতপ্রভ ক্রুদ্ধ রাক্ষস ঘটোৎকচ রাগে অধীরভাবে ধাবমান হইতে দিবে ধাবিত হইল।

সে তখন নানাবিধ গর্জন করিতে করিতে বিপক্ষ-দল ভেদের ন্যায় ভেদ করিতে লাগিল। যথা, শক্তি, ঋষ্টি, নারাচ, ভিন্দিপাল, মূষল, মুদ্গর, পরশু, পর্বতশিখর এবং মুষলসমূহ প্রহার করিয়া গদাযোদ্ধী যোদ্ধা এবং গজরাজদলকে বধ করিতে লাগিল।

মহারাজ! বিপাশ (রাক্ষস)-গণ বড়ই বিরোধ ভয়ঙ্কর-স্বভাবের আমরা দেখিয়াছি। তখন এই গদাযুদ্ধিদের মধ্যে বড় মুষলের বিশেষ হইয়াছিল, অধিকাংশের শরীর হতে মুক্ত হইয়া বিনাশিল এবং কতকগুলির দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ! এই রূপে গদাযোদ্ধী যোদ্ধারা বধ এবং নষ্ট হইয়া যাইলে দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র ভীমসেন যোদ্ধ পরিত্যাগ করত সেই রাক্ষসদের উপর আক্রমণ করিলেন। ১-১৮

অনন্তর মুসল! মহাবলশালী দুর্যোধন রাক্ষসদলের উপর তীব্র বাণ বর্ষণ করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন। ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! অমিতপ্রভ দুর্যোধন রাক্ষসদলের উপর বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্রাবিত্ত ও প্রধানী এই চার রাক্ষসকে চারিটী বাণে নিহত করিলেন।

তাহার পর আবার আক্রমণপ্রস্তুত ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন সেই নিশাচর সৈন্যবাহিনীর উপর দ্রুত ধাবমান হইতে লাগিলেন।

আর্য! আপনার পুত্রের সেই মহৎ কর্ম দেখিয়া ভীমসেনের মহাবল পুত্র ঘটোৎকচ ক্রোধে অধীর হইল।

ক্রোধেনাভিপ্রজ্বলন্ বৈরসেনির্ধনঞ্জয়ম্।
স বিস্ফার্য মহচ্চাপমিন্দ্রায়ুধবিভূষণম্ ॥ ১৪
অভিদুদ্রাব বেগেন দুর্যোধনমরিন্দমম্।
তমাপতন্তমুদ্বীক্ষ্য কালদণ্ডমিবান্তকম্ ॥ ১৫
ন বিব্যথে মহারাজ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অথৈনমব্রবীৎ ক্রুদ্ধঃ ক্রুরং সংরক্তলোচনঃ ॥ ১৬
অজ্ঞাতবাসং গমিষ্যসি পিতৃব্যা মাতুলেন চ।
যে যদা সুকৃতস্যেহ লোকান্তং সমবাপিতাঃ ॥ ১৭
তত্র যে পাণ্ডবা রাজংস্তত্রৈতে সমবস্থিতাঃ।
অতৈনং দ্রৌপদী কৃষ্ণা এবমবস্থা বত্সলা ॥ ১৮
সভামানীয় দুর্বুদ্ধে যত্তয়া ক্লেশিতা যথা।

তব চ পিতৃব্যস্য আজমীঢ়া দুরাত্মনা ॥ ১৯
সৈন্ধবেন পরাধীনা পরিকৃষ্য নিকৃত্য চ।
এতেষামপমানানাং ফলমদ্যাপ্নুহি ক্রূরাম ॥ ২০
অদ্যতন্ত পরিক্লান্তি যদি তোমুহরে ধনম্।
এবমুক্ত্বা তু বৈচিত্র্যো মহন্ বিস্ফার্য কার্মুকম্ ॥ ২১
সপ্তভিঃ সপ্তভির্বাণৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ পরিভেদিভিঃ।
পুনশ্চৈনং মহারাজ দুর্যোধনমবাকিরৎ
পর্জন্যঃ সলিলাধারৈঃ প্রাবৃষীব মহাদ্রিপম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি চৈত্ররথপর্বণি
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

যে যখন ঐরূপ-স্বরূপ অভিমান বশে আপনার কথা পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট ভীত হইয়া গমন করিল।

মহারাজ! তখন তাহাকে ঐরূপ দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন আর স্থির থাকিতে পারিল না।

তখনকার ক্রুর দুর্যোধন ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিল—রে দুষ্ট! আজ আমার নিকট হইতে তুমি কখনই জীবিত অবস্থায় ফিরিতে পারিবে না, আমাদিগকে তুমি ভীষণ সমরে যাহা করিতে বাধ্য করিয়াছিলে। তুমি অতিশয় ক্রূর-স্বভাব। দুর্বুদ্ধি দুরাত্মা! তুমি যে পাণ্ডবগণের ধ্বজরূপ আত্মা হইয়া পাণ্ডবদলকে পরাজিত করিয়াছিলে এবং যেটি যাহা যে-পরিমাণবাহিনী ক্রমপ্রথা ক্রমানে ধ্বজরূপ অবস্থায় সমর

ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তুমি সেই সকলের ফলভোগ কর। এবং আমাদিগের অপমানের ফল ভোগ কর।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধন-ক্রোধাদিপ্রদানবীরৈঃ সহ ঘটোৎকচস্য ভয়ানকং যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তদ্ বাহিনীং দৃষ্ট্বা দ্রুপদঃ শত্রুতাপনঃ
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য যযৌ যত্র মহারথঃ। ১
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো বিস্ফারয়ন্নিব পক্ষতঃ।
সাগরঃ পরমঃ শ্রীমান্ দুরাসদ ইবর্ষভঃ। ২
দুর্যোধনং নিরীক্ষ্যাজৌ ব্যবস্থান্তং পরন্তপম্।
হেতুং পরম্ সমাসা রাজংস্তস্মিন্ রাজসমূদয়ে। ৩
আবীবিধন্ত ইব ক্রুদ্ধাঃ পর্বতে মত্তমাতঙ্গে।
ন ত্বৈবিধঃ প্রভুঃ কশ্চিৎ প্রতিষ্ঠাতুং ইব দ্রুতম্। ৪
তত্র দৃষ্ট্বা বিনাশায় রাজ্ঞঃ স নিশিতাংশুভিঃ।
প্রজ্ঞয়া স মহাশক্তিং বিধৌবামপি দারুণৈঃ। ৫
সন্ধ্যাদীপ্তাং মহোল্কাভাং শনিনা জ্বলিতামিব।
সমুদ্যতাং মহাবাহুনিষ্ক্রমতঃ তব। ৬

তামুদ্যতাং তিরশ্চেন্দ্র্য রুক্মদামবিভূষিতম্।
দ্রুতং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ব্যক্ষিপ্তাং প্রহারোদ্যতাং। ৭
স নাগপ্রবরোপেতো বলিনা বীর্যশালিনা।
ততো দুর্যোধনরথং সার্থিং প্রাহরদ্ভৃশম্। ৮
রথঞ্চ বাহয়ামাস দ্রুতমেব দ্রুতঞ্চ যে।
সার্থিবাহিনীং দৃষ্ট্বা রাজা বচনমব্রবীৎ। ৯
ঘটোৎকচো মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
উদ্যম্য তাং মহাশক্তিং তস্মিংস্তিষ্ঠেতি বাব্রবীৎ। ১০
স তয়াভিহতো রাজংস্তেন বাহুপ্রভূতয়া।
সহাশ্বরথিসূতোৎপীড়ঃ পপাত চ মমার চ। ১১
পতত্যাশু রথে চাপি ধনুরাদায় বীর্যবান্।
জঘান সমরিষ্ণুস্তা প্রভয়া ঘটোৎকচম্। ১২
দুর্যোধনোঽপি সংক্রুদ্ধো পরিঘং ঘোরদর্শনম্।
সমুদ্যম্য রথং তূর্ণং জবেন পরমেণ বাজগাম। ১৩

দ্বিনবতিতম অধ্যায়

[দুর্যোধন এবং ক্রোধাদি প্রধান বীরগণের সহিত ঘটোৎকচের ভয়ানক যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! রাক্ষসরাজের সহিত দ্রুপদ সেই রাজসৈন্যের অগ্রভাগে দুর্যোধনের মুখে সেইরূপ রাজন্ ভাবেরও, যেরূপ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে বিশ্বের উপর ধাবমান হইয়া থাকে। ১

তদনন্তর সেই সময় ক্রুদ্ধ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বাক্যপ্রয়োগকারী দর্পযুক্ত বীর যান আপ্ত করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধনের বীরত্ব-প্রকাশাভিপ্রায়ে অভিমুখ সংগ্রামার্থ হইলেন। ২-৩

তখন তিনি অবাধ তীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! এই সব বাণসমূহ সহসা রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের নিকট যাইয়া পতিত হইল, যেমনভাবে পর্বতের উপর বিষধর সর্পসমূহ কোন স্থান হইতে আসিয়া পড়ে। ৪

সেই বাণসমূহ আঘাত করিয়া সেই রাক্ষস দ্রুপদের রথের যত্ন যারা প্রবাহিতকারী পবনবেগের ন্যায় নিজ শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিল। সে তখন রাজা দুর্যোধনের বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি স্থির করিল। ৫

তাহার পর সে পর্বতসদৃশকে বিনাশ করিতে সমর্থ, প্রজ্বলিত উল্কা ও অশনির ন্যায় ভীষণ ভয়ানক শক্তি গ্রহণ করিল। ৬

সেই শক্তি উদ্যত হইলে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় স্বর্ণমালায় বিভূষিত, দ্রুতবেগে নিপতিত, ব্যক্ষিপ্ত ও প্রহারোদ্যত দেখিয়া, ৭

সেই বলবান্ বীর্যশালী রাক্ষস নাগপ্রবর-আরোহণে দুর্যোধনের রথ ও সারথির উপর অতি বেগে ধাবমান হইল। ৮

তখন সারথিগণ দ্রুতবেগে দ্রুত রথ চালনা করিতে লাগিল। সারথিবাহিনী দৃষ্টে রাজা বলেন বীরত্ব। ৯

ঘটোৎকচো মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
উদ্যম্য তাং মহাশক্তিং তস্মিংস্তিষ্ঠেতি বাব্রবীৎ। ১০

স তয়াভিহতো রাজংস্তেন বাহুপ্রভূতয়া।
সহাশ্বরথিসূতোৎপীড়ঃ পপাত চ মমার চ। ১১

পতত্যাশু রথে চাপি ধনুরাদায় বীর্যবান্।
জঘান সমরিষ্ণুস্তা প্রভয়া ঘটোৎকচম্। ১২

দুর্যোধনোঽপি সংক্রুদ্ধো পরিঘং ঘোরদর্শনম্।
সমুদ্যম্য রথং তূর্ণং জবেন পরমেণ বাজগাম। ১৩

মহারাজ ঘটোৎকচ আপনার পুত্রকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ সেই শক্তি উদ্যত উদ্যোলিত করিল। উদ্যোলিত সেই শক্তিকে দেখিয়া মহারাজ রাজা অভিমন্যু বীর পরীক্ষিতের বিনাশ মহাবাহু সেই রাক্ষসের নিকট প্রেরিত করিলেন। ৯-১১

এই রাক্ষসটি সেই বীরযোদ্ধী মহারথ পরন্তপকে আরোহণ করিয়া দুরাসদের সেই মার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে, যেমনভাবে দুর্যোধনের রথ বর্তমান ছিল। ১২

তিনি নিজ হাতীর দ্বারা আপনার পুত্রের রথ ভঙ্গ করিয়া দিলেন। মহারাজ! দুর্দ্ধিনে মহাবেগে ধাবমান দুর্যোধনের রথের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ঘটোৎকচের প্রতি ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ১৩

তখন ঘটোৎকচ উদ্যোলিত সেই মহাশক্তিকে উচ্চ হাতীর উপরই নিক্ষেপ করিলেন। রাজন্! ঘটোৎকচের বাহুবিক্ষিপ্ত ঐ শক্তির আঘাতে হাতীর মুকুটসহ শিরীষ হইয়া যাইল এবং উহাতে যে রক্ষকগণ প্রবাহিত করিতে লাগিল। তখন হাতী তৎক্ষণাৎ মূর্ছাচ্ছিত হইল এবং মৃত্যুবরণ করিল। ১৪-১৫

হাতী যখন মূর্ছাচ্ছিত হইল, তখন বলবান্ বলাধিপতি তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্বমান লাফাইয়া ধরাতলে নামিয়া পড়িলেন। ১৬

সেই শ্রেষ্ঠ গজরাজকে পতিত দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণ পলায়ন করিল। এই সময় দেখিয়া দুর্যোধন অভিমন্যু হাসিয়া হইলেন। ১৭

(অপরঃ প্রতিযোদ্ধৃণাং বৈ দ্রৌণ্যৈ তস্য পরাক্রমম্)

অন্তর্ধায় পুনর্দ্রৌণ্যা মায়য়াস্ত্রাণি বিস্তরান্।
আগ্নেয়পক্ষমথে ঘোরো বৃষ্ণীনাং বিপ্রিয়াবহঃ ॥ ১৪
সন্ধায় চ শিরঃ রাজন্ কালাদিত্যসমপ্রভম্।
মুমোচ পরমক্রুদ্ধস্তস্মিন্ ঘোরে নিপাতিতে ॥ ১৫
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য মাধবিস্তাপনিগ্রহম্।
সাত্যকেরুত্তরায়াশ্চ মহাত্মা বৈ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৬
ভূতান্ত বিনাশোগ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
আসসাদাথ সৌভাগ্নি মুখাদ্ধে জলতো যথা ॥ ১৭
তং দ্রুতা বিনদন্ ঘোরং তস্য তীব্রস্য রক্ষসঃ।
আচার্যানুপসঙ্গম্য তীব্রঃ শব্দেনবোত্তরীৎ ॥ ১৮
তস্মিন্ বিনদতো ঘোরং রাক্ষসে রাক্ষসর্ষভাঃ।
বৈহিংসো মুমুচে নূনং দ্রাক্ষা দুর্যোধনেন হ ॥ ১৯
নৈব সংজ্ঞো হি সংগ্রামে কেচা মুক্তেন কেনচিৎ।

যত্র গচ্ছত তত্রং বো রাজ্ঞাং পরিরক্ষণ ॥ ২০
অভিদ্রুতো মহারাজো রাক্ষসেন মহাত্মনা।
এবমি ন পরা কৃত্যং সর্বেষাং নঃ পরন্তপাঃ ॥ ২১
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা মাধবানা মহাত্মনাং।
উত্তমং জবমাস্থায় প্রযযুস্তত্র কৌরবাঃ ॥ ২২
দ্রোণশ্চ লোহিতশ্চ বাহ্লীকোঽথ জয়দ্রথঃ।
কৃপো কৃতিবর্মা চ শলা আবন্ত্যা স সুহৃদঃ ॥ ২৩
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
দুর্যোধনেনাভিগুপ্তাঃ যে চেমাঽনুযযুস্তদা ॥ ২৪
অভিদ্রুতঃ সহৌজস্কঃ পূর্বং দুর্যোধনং তদা।
ঘটোৎকচমনুপ্রাপ্তঃ পালিতঃ স্ব স্বরাক্ষৈঃ ॥ ২৫
আহবাদ্বিনিবর্তাক্ষ দ্রোণো রাক্ষসমব্রবীৎ।
নাক্ষন্দত মহারাজ্ঞৈর্নাক ইব পর্বতঃ ॥ ২৬

তিনি ঘটোৎকচের পরাক্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অক্ষিণ-বধ ও নিজের পরিত্রাণের কথা সম্মুখে রাখিয়া পরাক্রমের অবসর পাইবেন মাত্র দুর্যোধন পর্যন্তের ন্যায় অধিকারভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪

তাহার পর তিনি প্রলয়কালীন অগ্নিসূত্র ভেজস্বী এবং তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিয়া তাহা অস্ত্রের ভোগের পরিষ্ক সেই অসহ্য রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ১৫

ইন্দ্রের অনুকূল প্রলয়াগ্নির সেই বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা রাক্ষস ঘটোৎকচ তীব্র সৈন্যবাহিনীর ন্যায় ইহা হইতে নিজেকে মুক্ত করিল। ১৬

তাহাকে সে পুনরায় ভোগের চেষ্ট হইতে মুক্ত করিয়া অসহ্য গর্জন করিতে লাগিল। সেই প্রলয়কালে সংবর্তক মেঘের গর্জন হইয়া থাকে, সৌভপতি গর্জন করিতে করিতে সে সময় কৌরবসৈন্য-দিগকে ভীত করিয়া তুলিল। ১৭

সেই ভয়ানক রাক্ষসের ঐ ঘোর গর্জন শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় তীব্র যোদ্ধাগণের বিষয় ভাবিয়া এই কথা বলিলেন। ১৮

এই রাক্ষসের মুখ হইতে নির্গত ভয়ানক গর্জন শুনা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, অবশ্যই বিরোধী পুত্র ঘটোৎকচ রাজা দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ১৯

হয়ত রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য সে রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব আমাদের সকলের সেইখানে যাওয়া উচিত, আমরি সেখানে গেলে তাহার এবং রাজা দুর্যোধনের রক্ষা হইবে। ২০

মনে হইতেছে—মহাত্মা দুর্যোধনের বিপদের জন্যই রাক্ষসের আক্রমণের মাত্রা বর্ধিয়াছে। শত্রুকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া আমরা ও আমাদের সকলের সর্বোত্তম কার্য হইল দুর্যোধনের রক্ষা করা। ২১

তীব্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল মহারথীরা অতি সত্বর তীব্রসেনের আক্রমণস্থল যেখানে কৌরবের উপস্থিত হইলেন, সেখানে দুর্যোধন দুর্যোধনের অভিমুখে গিয়েন। ২২

দ্রোণাচার্য, লোহিত, বাহ্লীক, জয়দ্রথ, কৃপাচার্য, কৃতিবর্মা, শল্য, অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, সুহৃদ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিংশতি এবং তাঁহাদের অনুগামী যত সৈন্য ছিল—ইহারা সকলে রাজপুত্রকে আক্রমণ আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন। এই সব মহারথী অগ্রসর হইয়া (রক্ষিত) হইয়া সেই সৈন্যবাহিনী তখন আবার ফিরিয়া আসিল। ২৩-২৪

ক্রুদ্ধ আততায়ী দুর্যোধনকে আসিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজ মহাত্মা ঘটোৎকচ অভিমুখভাবে ইন্দ্রের পর্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। ২৫

এতস্মিন্ বিপুলে রাজন্ ভ্রাতরি তে পারিবারিকে।
সূত-মূদ্গরহস্তেষু নানাপ্রহরণেষ্বপি। ২৭
ততঃ সমরমব্যগ্রং যুদ্ধ্বা তুমুলং লোমহর্ষণম্।
রাক্ষসানীক মুখ্যাস্তে হুর্য্যোধনবলস্য চ। ২৮
বহবঃ যুদ্ধমানানাং শরৈঃ সর্বাঙ্গমূলগৈঃ।
অজ্ঞায়ন্ত মহারাজ রংশাবাঃ স্তম্ভরাড়িব। ২৯
অন্যোন্যং পাতয়ানানাঃ তত্রতত্রু মহীক্ষিতাম্।
সঙ্ঘঃ সমরমব্যগ্রং রাজন্ নিহীনাধিব ক্ষিতয়ম্। ৩০
বীরবাহুবিসৃষ্টানাং তোমরাণাং বিশাম্পতে।
রূপমাসীদ্ বিহঙ্গানাং সর্পাণামিব সর্পতাম্। ৩১
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো বিক্ষার্য্য সুমহদ্ ধনুঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো মহারাজ বিনদন্ ভৈরবং রবম্। ৩২
আচার্য্যস্যার্দ্ধচন্দ্রেণ ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্।
সোমদত্তস্য তরসা ভোজস্য চ মহারথঃ। ৩৩

বাহ্লীকস্য ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
কৃপস্যৈকেন বিব্যাধ চিত্রসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ। ৩৪
পূর্ণায়তবিসৃষ্টেন সমরাৎ প্রবিহিংসতা চ।
শত্রুসৈন্যে সমাসাদ্য বিকর্ণঃ সমরাভবৎ। ৩৫
ধনুষ্যথ মহারাজ যোজয়িত্বা পরিপ্লুতঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা রাক্ষসান্ বল শক্র চ। ৩৬
ভূয়িষ্ঠমসি সংক্রুদ্ধঃ প্রাবিশোদ্ ভরতর্ষভ।
যে বর্ষ ত্রিদা তত্রাস্ত বিবিংশতিশতানি। ৩৭
বিবিংশতেশ্চ যোধেশ্চ মহারথো সমন্ততঃ।
যৌ পেততু মহোপায়ে তন্নীলধ্বজপথা বাজিনাম্। ৩৮
সিন্ধুরাজোপকল্পেন যাবারং বর্ণবৃষিতম্।
উদ্বাহ্য মহারাজ বিতীয়েনাভিনদ্ ধনুঃ। ৩৯
চতুর্ভিরথ বাণৈরবধ্যাস্ত মহাহনঃ।
ভগবন্ চতুরো বাহান্ ক্রোধদাহকলোচনঃ। ৪০

তাহার জাতি বন্ধুরা হস্তে মুদ্গর, মুষলাদি নানাবিধ অস্ত্র লইয়া তাহাকে চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া রাখিল এবং রাক্ষস ঘটোৎকচও হাতে একটী বিশাল ধনু ধারণ করিয়াছিল। ২৭

অতঃপর রাক্ষসদলের মধ্যে প্রধান ঘটোৎকচ এবং দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে লোমহর্ষণ ও তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। ২৮

মহারাজ! সমরে সর্ব্বদিকেই যোদ্ধৃগণের হস্ত হইতে ছাড়া বহুসংখ্যক বাণসমূহের আঘাতে তরুর পত্র ঝরিতে লাগিল। ২৯

রাজন্! সেনাগুলিদের অবয়বসমূহের মধ্যে পতিত অস্ত্রসমূহের একপ শব্দ হইতে লাগিল যে, আমাদের মনে হইতেছিল পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে। ৩০

প্রভো! বীরবরের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত তোমরগুলি যখন আকাশপথে আসিতেছিল, তখন তাহাদের গমন বীরগণিতে বিহঙ্গদের এবং সর্পসমূহের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৩১

তাহার পরাক্রম রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক ধনুঃ বিস্তার করিতে করিতে বিনাদ করত আচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের ধনু ছেদন করিয়া ফেলিল। পুনরায় একটী অস্ত্রে সোমদত্তের ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া নিনাদ করিতে লাগিল। ৩২-৩৩

তারপর তিনটী বাণে বাহ্লীকের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিল। এক বাণে কৃপাচার্য্যকে এবং তিনটী বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিল। ৩৪

তারপর ঘটোৎকচ পূর্ণাকর্ণ ধনুটিকে আকর্ণ করিয়া তাহার উপর উত্তম তীক্ষ্ণ বিপক্ষের সংহার করত বিকর্ণের রথসমীপের উপরিভাগে (শূন্যে) অতীব্রভাবে আঘাত করিল। ৩৫

ইহাতে বিকর্ণ ব্যাকুল হইয়া তীর ছাড়িয়া পলায়নপরায়ণ হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিল। ভারতশ্রেষ্ঠ! তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের উপর পুনরায় বাণাঘাত নিক্ষেপ করিল।

এই বাণাঘাতগুলি তাঁহার ধনুর ছিদ্র দিয়া অতি দ্রুত বেগসহকারে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় ঘটোৎকচ বিংশতিটি এবং অশ্বত্থামার সাতটি তীক্ষ্ণবাণে তাহাদিগকে জর্জ্জরিত করিল। এই দুই জন তখন অবসন্নের ন্যায় (আসনে) পতিত্যাগ করিয়া রথের আসনের উপর পতিত হইল। ৩৬-৩৮

মহারাজ! ঘটোৎকচ সেই সময় একটী অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের ময়ূর-চিহ্নযুক্ত সুবর্ণখচিত ধ্বজ ছেদন করিল এবং অপর এক বাণে তাঁহার ধনুও খণ্ড খণ্ড করিয়া কেলিল। ৩৯

তাহার পর ঘটোৎকচ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চারিটী বাণাঘাতে তাহার সারথী অশ্ববাহনের শরীরটিও চারিটী অস্ত্রে বিদ্ধ করিল। ৪০

পূর্ণায়তবিসর্গেণ পীতেন নিশিতেন চ।
নিশিতেন মহারাজ বাজপুত্রং দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ৭১
স গাঢ়বিদ্ধো বাণিতো ধনুষোপস্থ উপাবিশৎ।
ক্ষণং ক্রোধেন চাবিষ্টো রথস্থো রাজসত্তমঃ ॥ ৭২

চিক্ষেপ নিশিতাংস্তীক্ষ্ণান্ বাণানাশীবিষোপমান্।
বিভিন্দন্তে মহারাজ সলাং যুদ্ধবিশারদম্ ॥ ৭৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্বৈরথযুদ্ধে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

রাজন্! অনন্তর মহাবীর পূর্ণায়ত আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া নিশিত পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা একটী বাণে সেই রাজকুমার দৃঢ়ব্রতকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। ৭১

এই বাণে গুরুতর রূপে বিদ্ধ হইয়া রাজপুত্র বাণিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবেশন করিলেন। এদিকে রাজসত্তম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রথে বসিয়া রহিলেন। ৭২

মহারাজ! সে রথে বসিয়া থাকিয়াই নিশিত সর্পবিষের ন্যায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই বাণসমূহে যুদ্ধবিশারদ রাজা সলাকে সে পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিল। ৭৩

ভীষ্মবধি যেরূপে সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মপর্বের দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাদশদিবস: যুদ্ধিষ্ঠির: সসাগরাভৌমাদিভিরীটৈ: সহ কৌরবাণাং যুদ্ধং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বিদূর্যীকৃত্য সর্বাস্ত্র ভাবকান্ যুধি রাক্ষসঃ।
জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধনবলার্ণবম্ ॥ ১
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য রাজানঃ প্রতি যেধিরে।
অত্যাত্মবন্তুজিঘাংসন্তাবকা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহারথাঃ।
অমর্ষণ আবন্ধ নিস্ত্রিংশজ্যবৎ ॥ ৩
অথৈনং শরবর্ষেণ মহতাং পর্যবারয়ন্।

পর্জন্যঃ বারিধারাভিঃ পরতীব মহাদ্রিকাঃ ॥ ৪
স গাঢ়বিদ্ধো বাণিতস্তোমরৈরিব বিপ্রঃ।
উৎপপাত মহাকায়ঃ সংরম্ভাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৫
বারণৈঃ যুথপাকীর্ণঃ ক্রীড়ন্ হৈব শার্দূলঃ।
বিপ্রঃ যা বিবিধৈশ্চৈব বাণজালৈ: ভৈরবৈঃ ॥ ৬
রাক্ষসস্য তু তৎ সর্বং ক্ষণেন ক্ষপয়া রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥ ৭

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

[অষ্টাদশদিবসে কথা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভীমাদি বীরগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ এবং পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই রাক্ষস যুদ্ধস্থলে আপনার সকল সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিল এবং দুর্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার দিকে ধাবিত হইল। ১

তাহাকে দুর্যোধনের দিকে সমাগত আসিতে দেখিয়া যুদ্ধদুর্মদ আপনার পুত্র ও বৈরথ যোদ্ধৃগণ বিনাশ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২

সেই সব মহারথী বীরগণ তালবৃক্ষ সদৃশ বড় বড় ধনুক লইয়া আকর্ণ টানিয়া নিস্ত্রিংশের ন্যায় বক্রগতি করিতে করিতে সেই একাকী যোদ্ধা রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩

সেইরূপ পার্শ্বভাগে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব কৌরব বীরগণ চারিদিক্ হইতে রাক্ষসের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪

সেই সময় এই সব বাণের প্রহারে রাক্ষসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা হওয়ায় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং অতি ভীষণ রূপধারণ আকাশের চারিদিকে উড়িতে লাগিল। ৫

সে তখন আকাশে থাকিয়াই পক্ষীরাজের বেগের ন্যায় বীর জনের ন্যায় অত্যন্ত ভীষণ, বিষ্ণু ও বিবিধরূপ নিনাদিত করিতে করিতে গর্জন করিতে লাগিল। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস সেই সকল বাণসমূহ নিষ্ফল করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুদমন ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন। ৭

যুধাং শ্রাদ্ধলো নূনং ধার্তরাষ্ট্রৈরুদায়ুধৈঃ।
যস্যাং ভয়ং ন পশ্যেয়ু বয়ং তৈরিয়তা অপি ॥ ৮
অভিত্রাবত পদ্মানি ত্বরিন্ রাজনমুষ্যবে।
পিতামহস্য সংক্রুদ্ধঃ পদ্মালয়ং হরন্মুহুঃ ॥ ৯
যেষাং বলপরীতো যুধাং কাঙ্ক্ষন্ পরৈঃ।
এবঞ্চ জাত্বা মহারাজো ব্যূহমাত্মবদুপদিশেৎ ॥ ১০
সঙ্ঘা হ্যেতে বৈরিণঃ সংঘশঃ পরম্ পরম্।
আসুরীমনমাস্থায় ব্যবসায়ো দুরত্যয়ঃ ॥ ১১
প্রহরেথা শিখণ্ডীনং ত্রাসনং সর্বপার্থিবান্।
যেষাং ভয়ং হ্যতো রাজন্ পর্বকালে যথোদধিঃ ॥ ১২
তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ সৌচিত্তির্দৃঢ়বিক্রমঃ।
শ্রেণিমন্ বৃত্তসম্পন্ন শূরঃ কাম্বজ চাহিতুঃ ॥ ১৩
অভিমন্যুমুষাঞ্চৈব দ্রৌপদেয়ান্ মহারথান্।
অন্যেষাঞ্চ বিরাজ্ঞাঞ্চ অক্ষয়ান্ ত্বমিহ ত্রাহি ॥ ১৪

অনুপার্থিপবিষ্টৈশ্চ ধীরৈঃ সর্বাস্ত্রবিদ্ভিঃ।
মহতা ধনুষা যুক্তৈর্দৃঢ়ৈঃ সর্বায়সাত্মভিঃ ॥ ১৫
কৃতপ্রযত্নৈ লঘুভিঃ যোধমুখ্যৈঃ প্রহারিভিঃ।
অন্যোন্যস্য সহিতা রাজন্নক্ষয়ান্ ত্বমিহ ॥ ১৬
শিখণ্ডিনঞ্চ মহতা মেরিয়োষেণ চৈব হ।
পুরুষব্যাঘ্রৈশ্চ কম্পন্তো ধনুষ্মন্তম্ ॥ ১৭
যেষামাপততাং শ্রুত্বা শব্দং ত্বং ভারতং বলম্।
ভীষ্মসেনজরোদ্বিগ্নঃ বিবর্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ১৮
পরিদ্রুতঃ মহারাজ পরিত্রাতা ন বিদ্যতে।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তস্য ঘোরা মহাধ্বনয়ঃ ॥ ১৯
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
নানাপ্রকারা বহ্বাশ্চ বিসৃজতো মহাস্বনাঃ ॥ ২০
অন্যোন্যমভিধাবতঃ সম্প্রহারা ভয়ঙ্করাঃ।
ব্যতিষক্তা মহারৌদ্রা যুদ্ধে ভীরুভয়াবহাঃ ॥ ২১

রাজন্ ঘটোৎকচ নিশ্চয়ই কৌরব মহারথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। তৈরব আর নিবারণকারী তাহার যেরূপ শব্দ শুনা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই মনে হইতেছে। ৮

সেই রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপর অভিমন্যু শর আর পরিত্যক্ত হইয়াছে দেখিতেছি। বলিয়া পিতামহ ভীষ্মের অস্ত্রাঘাত ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালগণের বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৯

তাহাদের রক্ষার জন্য অর্জুন পাঞ্চালদের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মহারাজ! নিজের উপর দুইটী ভার আসিয়াছে, এরূপ মনে করিয়া তুমি যাও এবং তাহার সংবাদ পরিত্যক্ত হিড়িম্বা-পুত্রকে বলা কর।

রাজা যুধিষ্ঠিরের এই আজ্ঞা পাইয়া ভীমসেন সিংহনাদে সমস্ত ভূপতিকুলকে ভীত করিতে করিতে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজন্! যেরূপ পূর্ণিমায় সমুদ্রের বেগ অতিশয় বর্ধিত হয়, সেইরূপ ভীমসেনের আজ্ঞায় ভীমবেগে পাঞ্চালগণ হইতে আসিতেছে। তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সত্যধৃতি, দৃঢ়বিক্রম সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুধান, কাম্বোজরাজের পুত্র অভিষহ, অভিমন্যু প্রভৃতি যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র, পাঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ, অক্ষয়বর্ম, পাঞ্চালদেশের রাজা নীল, বিরাটের বিশালাক্ষ শঙ্খিত উত্তর পূর্ণ আসিয়া আছে, সেই সব ভীষণকর্মা বীরগণ বিশাল সৈন্যদলের সহিত দ্বিতিম্বাসুরের ঘটোৎকচকে আসিতে দিবিয়া রেখিলেন। ১০-১৪

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, প্রত্যহ করিতে পারে এরূপ যুদ্ধ হাজার মহারাজের সহিত আসিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন একসঙ্গে সকলে ঘটোৎকচকে রক্ষা করিতে পারিলেন। ১৫

তাঁহারা মহান্ সিংহনাদ, ধনুকের টঙ্কার শব্দ এবং অস্ত্রবলের তুলোচিত সংখ্যা দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিলেন। ১৬

তাঁহাদের সকলের আগমনের সময় যে ভেরীনাদ হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া এবং ভীমসেনের ভয়ে আপনার সৈন্যদলের মন উদাস হইয়া গেল। ১৮

মহারাজ! সেই সময় রক্ষকগণ কর্তৃক চারিদিকে পরিত্যক্ত ঘটোৎকচকে আপ করিয়া যুদ্ধ হইতে তাঁহারা কখনও নিবৃত্ত হন না, এরূপ আপনারও পক্ষদিগের সেই মহান্ যোদ্ধাদের সহিত অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পরের প্রতি ভৈরবাহ্বানে ভৈরবাহ্বানে উভয় পক্ষেরই মহারথী যোদ্ধাগণ ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ভীম মহাবলের আঘাত ও অভিমন্যু প্রভৃতির যুদ্ধ দর্শন আরম্ভ হইয়া গেল। অশ্বারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধার সহিত এবং গজারি সৈন্যরা রথী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইল।

হত্বা ঋক্ষং সমাকন্দং পাদপো দ্বিবিদঃ সহ।
অক্রোশা সমরে রাজন্ প্রার্থয়ানাঃ সমভ্যয়ুঃ ॥২২
সংসা চাক্রন্দ ভীতঃ সন্নিপাতাবরম্ রজঃ।
গজাশ্ব-রথ পত্তীনাং পবনেরিতমুদ্ধতম্ ॥ ২৩
পূরাণ্যা জনপদীয়া ববর্ষুস্তি সমাদরাৎ।
নৈব যে ন পরে রাজন্ সমরাদ্ধম্ পরস্পরম্ ॥২৪
পিতা সুতম্ ন জানীতে সুতো বা পিতরং তথা।
বিবর্ণায়াং তথাভূতে বৈশসে লোমহর্ষণে ॥২৫
গজানাং তত্রমজ্জন্তো মহুর্তাবাক্ গতক্লমাঃ।
সুমহানভবন্মন্দঃ প্রেক্ষানামিব তাবতঃ ॥ ২৬
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং শোণিতাদ্রবতন্তিনী।
প্রাবর্তত নদী তত্র ফেন-বৈবস্বতাবহা ॥ ২৭
নরাণাং চৈব কায়েভ্যঃ বিপ্রাণাং পততাং রথে।
তদাসীৎ সুমহান্ শব্দঃ পততামম্বরাদিব ॥ ২৮
বিনিঃশ্বসৈর্মহদ্ভিশ্চ ক্ষিপ্রমাণৈশ্চ বাহুভিঃ।
অন্যৈঃ সঙ্কিপ্যমাণৈশ্চ সঙ্কীর্ণমভবদ্ বহুধা ॥ ২৯
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ।
অক্রোশন্তিমাবন্তঃ সম্প্রহারার্থমুদ্যতাঃ ॥ ৩০
হত্বা হত্বা সমাসাদ্য প্রেষিতা বহুসাদিভিঃ।
সমাহতা রথেভ্যোঽক্ষাঃ নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ৩১
নদা নদান্ সমাসাদ্য ক্রোধবেগেন তূর্ণম্।
ঈষাংস্তাংশ্চাভিবেগেন সমাসাদ্য নিজঘ্নিরে ॥ ৩২
প্রেষিতাশ্চ মহাবাহৈর্বাণবেগং পরাবরৈঃ।
অভ্যায়ন্ বিষাণাগ্রৈর্বারণানেব সংযুগে ॥ ৩৩
তে দ্বারকরিরোধীড়াঃ পরাক্রান্তিবেগবতাঃ।
সংসক্তাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥৩৪
কেচিদ্ বিদ্ধা বিষাণাগ্রৈরভিমুখ্যান্ত কোষ্টকৈঃ।
বিনদন্তোঽভ্যধাবন্ত গজযোধা যথা ইব ॥ ৩৫

রাজন্! ঐরাবা যখন পরস্পর পরস্পরকে মুষ্টি আঘাত করিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় ঐ ভীষণ সঙ্কটে পতিত ভীষণরূপে দৃপ্তি উদ্বিগ্ন হইতে থাকিল। হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্যগণের পরস্পরের এবং রথের চক্রসমূহের আঘাতে এই ভূমিতল উদ্বিগ্নাছিল। ১৮-২০

মহারাজ! তখন ও সাদ্য বর্ষের মুসল বৃষ্টি সমস্ত জনপদকে আহ্লাদিত করিয়া ফেলিল। সেই সময় সৈন্যগণ নিজের ও পরপক্ষের কাহাকেও চিনিতে পারিতে ছিল না। ২১

সেই ঘর্মাক্তাহীন (দুঃখদায়ী) রোমাঞ্চকারী লোমহর্ষণ চরিত্রে থাকিলে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে চিনিতে পারে নাই ২২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পরের আঘাত ও মুষলপিণ্ডের ভীষণ শব্দ মুষল-পর্বের প্রথম অধ্যায়ের ন্যায় হইয়াছিল। ২৬

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের রক্ত এবং অস্থিসমূহের এক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহিত হইল, যেখানে ফেনযুক্ত বৈবস্বত (যমের) ও পাপিগণের (নরকগমন) স্থান হইয়াছিল। ২৭

মনুষ্যগণের শরীর সকল হইতে ছিন্ন হইয়া রণভূমিতে পতিত মনুষ্যসমূহের অধিপতি ভীষণ শব্দ প্রলয়কালের ন্যায় বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ২৮

মনুষ্যগণ মহাবেগে এবং বিপক্ষের বহু হস্ত ও বিপক্ষ দেহ অস্ত্রসমূহের দ্বারা রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ২৯

নানাবিধ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মহাবীর যোদ্ধগণ মুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ৩০

অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা প্রেরিত অশ্বগণ পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে ভূমিতলে অশ্বারোহণ সহিত পতিত হইতে লাগিল। ৩১

মত্তহস্তী মত্তহস্তিদের উপর আক্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধে দন্ত দ্বারা বক্ষস্থলে বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে লাগিল। ৩২

মাহুতগণ অঙ্কুশ ফেলিয়া হস্তীদের বিপক্ষ হস্তীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রণস্থলে তীক্ষ্ণ দন্তের আঘাতে অন্য হস্তীদিগকে আঘাত করিতে থাকিল। ৩৩

সেই সময় আঘাতের দ্বারা হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত এই সব হস্তীরা পতাকাসমূহে অলঙ্কৃত থাকায় বিদ্যুতের সহিত মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল ৩৪

কতক হাতী দন্তাঘাতদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া গেল। অন্য হাতীরা যুদ্ধস্থল ক্রোধের আবেশে বিদীর্ণ হইল। ঐরাবে তখন আঘাত বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিল। ৩৫

কেচিদ্ধৈবিধা দ্বিত্রৈস্ত্রিভিরন্যান্যবাসগৈঃ।
বিপ্রকৃষ্টমূলৈ রুদ্ধিশ্চিন্নসেনা ইবাভবন্ ॥ ৩৮
পার্শ্বৈশ্চ পার্শ্বিতৈরন্যে যাদৃশৈর্যাদৃশাঃ।
মুহুঃ মোহিতঃ দূরি যাদৃশৈব মহীয়সাঃ। ৩৯
আয়তৈর্বিহতাবন্যে তথা বিস্তাস্ত মোহনৈঃ।
বিনতাস্তে ভাবাবন্ত বিপৃক্তা ইব পর্বতাঃ। ৪০
কেচিৎ ক্রোশনমাবিষ্টা মমাজ্ঞা বিবশপ্রহাঃ।
মমান্ হয়ান্ পদাতীংশ্চ মমুহঃ পতনো ভয়ে। ৪১
তথা হয়া হয়ারোহৈরাবিদ্ধাঃ প্রাস-তোমরৈঃ।
তেন তেনাবকর্ষন্ত কুঞ্জরা যাদৃশা দিশঃ। ৪২

ধ্বিনো ধ্বিভিঃ সার্ধং কুলপুত্রাস্তথৈব চ।
পরাঃ শক্তিঃ সমাদায় চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ। ৪১
যমস্যেব হি সাদৃশ্যে প্রকৃতিবিকৃতেরভূৎ।
প্রার্থয়ানা তথো রাজন্ স্বর্গং বা কুলশালিনঃ। ৪২
তস্মিংস্তথা বর্তমানে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
ধর্তরাষ্ট্রঃ মহৎ সৈন্যং প্রাহরো বিদ্রুতীকৃতম্। ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩ ॥

অবশ্য হাতীরা ওর বিপক্ষের হইয়া থাকিল এবং অবশ্য হাতীর পরীরে বিদ্ধ হইল। তখন এই সব হাতীরা দ্বিগুণ পর্বত-সমূহের ন্যায় সেই তুমুল সংগ্রামে ভূপতিত হইতে লাগিল। ৩৮

অনন্তর সেই হস্তী সব হস্তীদিগের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া বীর পার্শ্বরক্ষ বিহীন হইলে সৈন্যেরা প্রভূত পরিমাণে ভয় প্রকাশিত করিতে লাগিল, যেরূপ পর্বতসমূহ বৈরিকারি বাজ্র-বিদ্ধির ভয়ের জন্য প্রকাশিত করিয়া থাকে। ৩৯

অন্যান্য হস্তী নারাচের আঘাতে বিদ্ধ হইল এবং অন্যান্য হাতীর শরীরে মোহন বিদ্ধ হইল। ইহাতে সেই সব হাতীরা চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। তখন তাহারা পূর্বছিন্ন পর্বতসকলের ন্যায় মনে হইতেছিল। ৪০

অন্যান্য হস্তীরা শরসমূহ আঘাত করিয়া হইয়া রাজার বশীভূত থাকিল এবং তাহারা তখন ভয়ানক শব্দ শব্দ হয়, অশ্ব ও

পদাতিক সৈন্যদিগকে পায়ের চাপে পেষণ করিতে লাগিল। ৪১

এইরূপ আরোহী যোদ্ধাদের দ্বারা বিদ্ধিত প্রাস ও তোমর সকলের আঘাত পাইয়া এবং অন্য যাদৃশদিকে এদিকে ওদিকে পলাইয়া পলাইতে লাগিল। ৪২

যম কুলীন ক্ষত্রী বীর বিপক্ষের শরীরের মধ্যে স্থান করত পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিপক্ষের ধ্বিগণের সহিত যেন নির্ভয়ে যমপরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪১

রাজন্! যমপাতী বীর যোদ্ধারা স্বর্গ অথবা যশলাভের ইচ্ছা করিয়া আপনার ন্যায় সেই যুদ্ধে পরাক্রমের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪২

এইরূপে তখনকার সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর ন্যায় সকলেই ভূত হইতে বিদ্রুত হইল। ৪৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনের সহ ভীমসেনের, অশ্বত্থামা সহ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি, শকুনি সহ সহদেব ও নকুল, অষ্টোৎকচসহ রাক্ষসরাজ অলায়ুধের কৌরবসৈন্যের পলায়ন]

সঞ্জয় উবাচ।

ধৃষ্টকেতুং বিরাটং চ দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ স্বয়ম্।
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো ভীমসেনরথং প্রতি॥ ১
প্রগৃহ্য সুমহচ্চাপমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্।
মহতা শরবর্ষেণ পাণ্ডবং সমবাকিরৎ॥ ২
অর্দ্ধচন্দ্রং সমাসাদ্য সুতীক্ষ্ণং লোমবাহিনম্।
ভীমসেনস্য চিচ্ছেদ ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্॥ ৩
তথৈবাশু সংক্রুদ্ধো যমদণ্ডোপমো যুধি।
প্রহসন্নিব রাজেন্দ্র ভীমসেনমবাকিরৎ॥ ৪
তমাপতন্তং বিশিখৈঃ শক্তিভী পরিঘোপমৈঃ।
সমাসাদ্য রণে ক্রুদ্ধো ভীমঃ হেমপরিষ্কৃতম্॥
ত্বরা বিধমনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্॥ ৬
ক্রোধেনাভিপ্রজজ্বাল বিনর্দ্দন্ পাণ্ডবঃ।

অভিসন্ধায় সুযোধনায় মহাধনুঃ॥ ৭
সমন্তাদ্বারয়ন্ ক্রোধাদ্যো রাজানং তাবকং রণে।
সংস্মৃত্যৈতান্ সপত্নেভ্যঃ সংক্রুদ্ধস্তাবকান্ প্রতি॥ ৮
তানাপতত আজ্ঞায় রাজা তাবকবাহিনীম্।
ক্ষিপ্রং প্রহর তূর্ণং বো রাজানং পরিরক্ষত॥ ৯
সংপতন্তঃ সহসা প্রাপ্তং মন্যধ্বং ব্যসনার্ণবে।
এতে ক্রুদ্ধা মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ॥ ১০
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য দুর্যোধনমুপাদ্রবন্।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো জয়ে ধৃতাঃ॥ ১১
সহদেবো বৈষধনং বাণগ্রামেণ পঞ্চভিঃ।
ত্বরাচার্য্যসুতং ক্রুদ্ধো সৌবলস্তিলুযোধয়ৎ॥ ১২
তাবকাঃ সমবর্ত্তন্ত পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
কৃপো দৃষ্ট্বিক্রমাং ভরদ্বাজো দ্রোণপুত্রো বিশাংপতিঃ॥ ১৩

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের সহিত ভীমসেনের এবং অশ্বত্থামার সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকির যুদ্ধ ও সাত্যকির বাণের দ্বারা কৌরব সৈন্যগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রিপুর অভিপ্রায় বিনষ্ট করিতে দেখিয়া মহা ধনুর্দ্ধর রাজা দুর্যোধন অত্যন্ত ক্রোধের সহিত সমরস্থলে ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন। ১

তিনি ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ানক টঙ্কারধ্বনিকারী বিশাল ধনু হাতে করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের উপর প্রচুর বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ২

তেমন হইয়াই আসে, সেই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মক অস্ত্রের দ্বারায় অর্দ্ধচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করিয়া ভীমসেনের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩

তারপর সেইরূপই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া মহাবলী দুর্যোধন অরিন্দম সমরস্থলে সহিত একটী ভয়ানক তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা পর্ব্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিতে পারে। ৪

মহারাজ! সেই বাণের দ্বারা দুর্যোধন ভীমসেনের বক্ষস্থলে গভীর আঘাত করিলেন। তাহাতে ভীমসেন বিদ্ধ হইয়া বেগবতী ভীমসেন ব্যথিত হইলেন এবং একটী দুই প্রান্তধার ভল্লিতে

ধৃষ্টকেতু বিরাট দেখিয়া সুযোধন সত্বর ভীমসেনের ধ্বজ ছেদনের মানসে ক্রোধে ধাবিত হইলেন। ১

সেই সময় অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব মহারথীরা ভীমসেনকে রাজা দুর্যোধনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিছু ধাবিত হইলেন।

অন্যান্য ক্রুদ্ধ সেই সমস্ত যোদ্ধাগণকে সম্মুখে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য আপনার মহারথীদিগকে বলিলেন,—বীরগণ! যোদ্ধাদের কর্ত্তব্য এইরূপ। ইহা স্মরণ করা এবং সতর্কভাবে বিজয়ের ইচ্ছা মহান্ প্রয়োজনের পক্ষে রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা কর।

এই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে সম্মুখে করিয়া দুর্যোধনের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া রাজাকে রক্ষা করিতে করিতে তাহারা সর্ব্বদিক দিয়া তাবকসৈন্যের প্রাণ উৎপাটন করিতেছে।

আচার্য্যপুত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃপপ্রভৃতি আপনার সৈন্যগণ পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শল্য, অশ্বত্থামা, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃষসেন এবং অন্যান্য যোদ্ধাগণের দ্বারা রক্ষিত

চিত্রসেনো বিবর্ধশ্চ সৈন্যরাখ্যশ্চ দুর্মদঃ।
আবন্ত্যৌ চ মহেষ্বাসৌ কৌরবঃ পরমারুজম্ ॥১৪
তে বিংশতিসহস্রাণি রথানাং সপ্তভির্যযুঃ।
পাণ্ডবা দ্বাদশাক্ষৌহ্নি পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরুদ্বাহ্য বিপুলৌ ভুজৌ।
তাবকানভ্যরক্ষত্ত ভীষ্মঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ১৬
দুর্যোধনঃ মহাবাহুঃ শরৈঃ পীড়য়তি দ্বিষঃ।
পরকঃ সাধিবযোধি প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ১৭
তং প্রত্যবিধ্যন্ কবচিত্তীষ্মসেন্যে বিশাম্পতৈঃ।
দুর্যযোধো মহেষ্বাসঃ সর্বো পার্শ্বে মহাবলঃ ॥ ১৮
স সাদয়িত্বো বাহিত্বো যন্তারঞ্চ তাবত।
প্রনষ্টসঙ্গঃ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ১৯
তমং প্রমথিতং দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনঃ স্বয়ম্।
ভৌরাচরিন্ত স ক্রুদ্ধো ভীষ্মেণাভিপ্রদ্রুতো ॥ ২০

তাবাপতন্তৌ সম্প্রেক্ষ্য কালান্তকযমোপমৌ।
ভীষ্মেণো মহাবাহুর্বিনাশায় সমুদ্যতম্ ॥ ২১
অমন্যত তদা বৃদ্ধঃ কৌরবো নির্বিচিন্তয়ন্।
সমুদ্যতঃ খলু গুরুঃ মমবজোপমাঃ হবে ॥ ২২
বহুত্বমনঃ দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব পুত্রিণম্।
কৌরবো ব্রোণপুত্রশ্চ সহিতাবভ্যধাবতম্ ॥ ২৩
তাবাপতন্তৌ সহিতৌ বহিতৌ বলিনাং বরৌ।
অভ্যাধাবত বেগেন ভুবনাশো মুহোদ্যতঃ ॥ ২৪
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংক্রুদ্ধং ভীষ্মমর্দনম্।
সমন্তাদ্রাজসহিতাঃ কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥ ২৫
তাবদ্বাভ্যুদ্যতাঃ সর্বে ভীষ্মসেন্যজিঘাংসয়া।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি ভীষ্মায়োদ্যম্য সর্বতঃ ॥ ২৬
সহিতাঃ পাণ্ডবা সর্বে পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ।
বব দৃষ্ট্বা তাবকং প্রাপ্তা পীড়্যমানং মহারথম্ ॥ ২৭

দিবে ও অন্তরিক্ষে—ইহারা সকলে দুর্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রহিলেন। ৫-১১

তাঁহারা বিশ হাজার রথে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধ দিবস হইলেন। ১৫

কৌরব-মহারথীদিগকে যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম বিপক্ষ দল আক্রমণ করিয়া ভীষ্মসেনী বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

দুর্যোধন মহাবাহু ভীষ্মসেনের উপর অতি ঘোর শরবৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, তখন তিনিও মনে করিলেন—প্রাবৃষকালে মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে ॥ ১৭

তখন মহাবল এবং মহাক্রুদ্ধ ভীষ্মসেন শত্রুদলের সহিত রোষভরে যুদ্ধ করিতে করিতে সহসা রথ বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৮

তাহাতে সেই রথসমূহে যোদ্ধারা আহত হইয়া বধিত হইলেন। তিনি রথশূন্য হইলেন, তাই সহসা আহত হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ॥ ১৯

আচার্য দ্রোণের ভ্রাতার পীড়িত দেখিয়া রাজা দুর্যোধন ও অন্যান্য ইহারা উহাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মসেনের উপর বাধিত হইলেন ॥ ২০

ভীষ্মসেনের ধ্বংসকরের ন্যায় এই দুই মহাবীরকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া মহাবাহু ভীষ্মসেনের অতি ক্রুর হাতে ধনু ভূমি হইতে আকাশে পড়িয়া পর্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিনি হাতে যে তীক্ষ্ণ ধনুটিকে তুলিয়া নিলেন, উহা মনে হইতেছিল। শিবধনুর্ধারী কৈলাসপর্বতস্থিত উমার ঐরাবিত হাতে ভীষ্মসেনকে দেখিয়া দুর্যোধন ও অন্যান্য এজন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২১-২৩

মহাবাহুদিগের মধ্যে যেই এই দুই বীরকে একত্রে অতি ক্রুর আসিতে দেখিয়া ভীষ্মসেন শত্রু ভীষ্মদের তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৪

অধিপতি ক্রুদ্ধ এবং দেখিতে ভয়ঙ্কর ভীষ্মসেনকে লক্ষ্য করিয়া কৌরব মহারথীরা সকলেই সহসা ভীষ্ম দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

তখন দ্রোণাচার্য প্রভৃতি সকল যোদ্ধারা ভীষ্মসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সকলদিকে নানাপ্রকারের অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া চারিদিক হইতেই ভীষ্মসেনকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীষ্মসেনকে পীড়িত ও তাঁহার প্রাণসংশয় অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া অভিমন্যু প্রভৃতি

অভিমন্যুপ্রভৃতয়ঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
অন্যাংশ্চ পরীপ্সন্তঃ প্রাণান্ ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজান্ ॥৮৮

অনুপ্রবিশতি ক্রুদ্ধো ভীমসেন ইতি ত্বয়া।
নীলো নীলানুগৈঃ সার্দ্ধং সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিমভ্যগাৎ ॥ ৯৯

স্পর্দ্ধতে হি সদা যোদ্ধুং বিদ্বাংসং দ্রোণমৃষভম্ চ।
স বিক্রান্তো মহচ্ছ্রান্ত্যা দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিণা ॥ ৯০

তথা শক্রো মহাযজ্ঞে পুরা বিব্যাধ তারকম্।
বিরূপিণি দুরাধর্ষে দেবরাজো মহাবলম্ ॥ ৯১

যেন লোকহরং ক্রোধাৎ ত্রাদিতং যেন চেতসা।
তথা নীলেন বিদ্ধোঽসৌ দুর্মুখেন পতত্রিণা ॥ ৯২

সন্ধায়ৈবিংশতিং দ্রৌণিঃ ক্রোধসন্দীপিতঃ।
স বিক্রান্তো মহেষ্বাসস্ত্রাসয়ন্নিব সর্ব্বতঃ ॥ ৯৩

তত্র নীলবিনাশায় ধৃতিঃ কৃতিমতাং বরঃ।
ততঃ সন্ধায় বিষমান্ ভল্লান্ কর্ণাবসায়িনঃ ॥ ৯৪

তথান চমূং নাম্না সারথিং তস্য চ।
সপ্তমেন চ ভল্লেন নীলং বিব্যাধ বক্ষসি ॥ ৯৫

স পাঠয়িত্বা বাধিত্বা ত্বরোপস্থ ইবাধিরথ।
যোদ্ধুমিচ্ছন্ পরীপ্সন্ত্যং ভীমসেনাত্মজং তদা ॥ ৯৬

ঘটোৎকচোঽপি সংক্রুদ্ধো জাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
অভিদুদ্রাব বেগেন দ্রৌণিরাত্মবধোদ্যতম্ ॥ ৯৭

তমেকমেব রাজানং রাক্ষসা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ত্বমপোহস্ব সংক্রোশন্তঃ রাক্ষসাঃ ঘোরদর্শনম্ ॥৯৮

অন্যাংশ্চাপি যোদ্ধৃন্ রাজন্নাত্মরাজ্যেষ্বতন্দ্রিতান্।
নিজঘান চ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্ ॥ ৯৯

যোদ্ধব্যপ্রেষুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসাশ্চ পুনঃপুনঃ।
বিমুখাশ্চৈব তান্ দৃষ্ট্বা দ্রৌণিরাক্রমদাশুগৈঃ ॥১০০

অক্রুধ্যচ্চ মহাকায়ো হৈডিম্বনিকষৌরসঃ।
প্রাদুশ্চক্রে তদো মায়াং ঘোরেণাং সুদারুণাম্ ॥১০১

পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞানে যারা আপন করত তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ৮৮-৮৯

অনুপ্রবেশের কৌশলজ্ঞ বীর রাজা নীল ভীমসেনের ন্যায় দৃপ্ত ছিলেন। তাঁহার দেহের লাবণ্য শ্যামবর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ছিল। তিনি অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামাকে আক্রমণ করিলেন। ৯০

এই মহাযশস্বী বীর সর্ব্বদাই দ্রোণসদৃশ অশ্বত্থামার উপর স্পর্দ্ধা করিতেন। মহাবীর তিনি বাণ বিদ্ধ করিয়া একটি সুতীক্ষ্ণ বাণে অশ্বত্থামাকে বৈরথের বিদ্ধ করিলেন, যেমনভাবে পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র দেবশত্রুদের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিরূপিণ্ডিরাক্ষের দুর্জয় দানবকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা, এই দানব তখন বীর দ্রোণে বিদ্যাবলেরই অনুকরণ করিয়াছিল।

নীলকর্তৃক বিদ্ধ সেই সুতীক্ষ্ণ বাণে বিদীর্ণ হইয়া অশ্বত্থামা পরীষ ত্যাগ করিতে করিতে রথের উপস্থভাগে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অশ্বত্থামা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

তাহাদের যুদ্ধিষ্ঠিরদিগের মধ্যে যেই অশ্বত্থামা নামের বীরের ভয়ে ভীত হইয়া বৈরথবিজয়ী বীর বিচিত্র বহু আয়ুধ দ্বারা নীলকে বিনাশ করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর তিনি ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। এই ঘটোৎকচ ছিল ভীমের ঔরসে রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত পুত্র। ঘোর রাক্ষসদের সহিত তিনি আসিতেছিলেন। ৯১-৯৭

তখন রাক্ষসেরা ভয়ঙ্কর দর্শন ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

দ্রোণিকে ছাড়িয়া রাক্ষস ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন।

তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সময় রাক্ষসদলকে বিনাশ করিতে লাগিলেন, যাহারা ঘটোৎকচের সঙ্গে থাকিয়া দ্রোণের সহিত তখন যুদ্ধ করিতেছিল।

অশ্বত্থামার শর হইতে বিদ্ধিত রাক্ষসদল আহত হইয়া রাক্ষসরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিনাশের ভীতিতে দুর্জয় ক্রুদ্ধ হইল।

যোধয়ন্ সমরে যোধিঃ মায়াবী রাক্ষসাধিপঃ।
ততস্তে ভাবকাঃ সর্বে মায়া বিদ্রুতকাঃ। ৪২
অন্যোন্যং সমসজ্জন্ত নিহতা যোধনায়কে।
বিদ্রুতেষ্বথো কৃপণঃ শোণিতেন পরিপ্লুতাঃ। ৪৩
ক্রোশং দুর্যোধনঃ শল্যমবধীদ্রাক্ষসেশ্বর চ।
আয়ান্তং যত্নবন্তা যে প্রধানাঃ স কৌরবাঃ। ৪৪
বিদ্রুতা রথিনঃ সর্বে রাক্ষসেন বিদারিতাঃ।
হয়াশ্চৈব হয়ারোহাঃ সংক্ষতাঃ সহসৈনিকাঃ। ৪৫
তদ্ দৃষ্ট্বা ভারতঃ সৈন্যং বিদ্রুতং বিবিধা প্রতি।
মম প্রাক্রোশতো রাজংস্তদা বেগবতস্তদ চ। ৪৬
দুরাত্মন্ মা পলায়স্ব মাষ্টেতি রাক্ষসী বদেৎ।

ঘটোৎকচপ্রযুক্তেতি মাবিষীদ্ধ বিমোহিতাঃ। ৪৭
নৈব যে প্রভবুর্বীরা যত্নেনাবারণেঽপি তং।
তাংশ্চ প্রদ্রবতো দৃষ্ট্বা ভয়াৎ প্রাণাংশ্চ পাণ্ডবাঃ। ৪৮
ঘটোৎকচেন সহিতাঃ সিংহনাদান্ প্রচক্রিরে।
সমাহৃষ্টমিবিদ্যোষৈঃ সমন্তাদ্রোদয়ন্ কৃপন্। ৪৯
এবং তত্র বলং সর্বং রৈক্ষিণেন দুরাত্মনা।
সূর্যাস্তমনবেলায়াং প্রভগ্নং বিদ্রুতং দিশঃ। ৫০

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ঘটোৎকচযুদ্ধে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

আপনার সেই মায়াবী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ প্রভাবে অন্ধকারে যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিতে অভিপ্রায় করিল ও তখন মায়া সৃষ্টি করিল।

তখন সেই মায়ায় ভীত হইয়া আপনার সকল যোদ্ধা দূর হইতে বিদূর হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তখন পরস্পরকে এবং দুর্যোধন, শল্য ও অন্যান্যকেও এইরূপ দেখিলেন যে, ইহারা সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছেন এবং রক্তাপ্লুত হইয়া এক অপূর্ব অবস্থা লাভ করিয়া রহিয়াছেন। কৌরবদলের পক্ষে যে সকল মহারথী ও প্রধান বীর ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছেন। সকল রাজা বিদ্রুত হইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্ব ও অশ্বারোহী শত শত হইয়া গিয়াছে। ৩৯-৪১

এই সময় দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাজন্! সেই সময় আমি ও বেগবান ভীম চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম—বীরগণ! তুমি কর, পলায়ন করিও না। রণভূমিতে যোদ্ধা যারা বিদ্ধ দেখিতেছ, সেই সময়ই ঘটোৎকচ তাহাকে বিমোহিত রাক্ষসী মায়া, কিন্তু সেই সময় আমাদের বিপক্ষদলের যোদ্ধিত হইয়া পলায় আমাদের আর প্রভাবে থাকিল না। ৪২-৪৭

আমরা এখন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমাদের কাহারও কথায় বিশ্বাসী করিতে পারিল না। তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অবশেষে তখন পাণ্ডবগণ ঘটোৎকচের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

তাহাতে পথ ও রণভূমি প্রভৃতি রাক্ষসগণ ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছিল। এইরূপে পূর্বাহ্নের সময় দুরাত্মা ঘটোৎকচ কর্তৃক বিদারিত হইয়া আপনার সমুদয় সৈন্যবাহিনী চারিদিকে পলায়ন করিল। ৪৮-৫০

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব পর্বাধিকারে ঘটোৎকচ যুদ্ধ-বিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনপ্রমুখৈরেকেন ভীষ্মরক্ষিতা ঽ যেরিতস্য তদনুজ্ঞয়া ঘটোৎকচেন, ভীমসেনেন, পাণ্ডবৈশ্চৈকস্য সহ ঘোরঃ যুদ্ধম্।]

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে রাজা দুর্যোধনস্তদা।
(পরাক্রান্তং রাক্ষসেন্দ্রং ঘাতয়ার্থং পরন্তপঃ)
প্রাহেদমনুশস্যৈনং বিদ্রবেত্যভিযাহি চ ॥ ১ ॥
ঊচুশ্চ সর্বে যত্নেন ত্বমাত্মানমনুস্মরন্।
ঘটোৎকচস্য বিক্রান্তমাত্মনশ্চ পরাক্রমম্ ॥ ২
তমব্রবীদ্ বচো রাজন্ রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ।
অহমীক্ষে বলং রাজন্ ভীষ্মং ভূতপিতামহম্ ॥ ৩
তবস্থং সমুপাশ্রিত্য বাসুদেবং মহা পৌরুষম্।
পাণ্ডবৈর্বিপ্রকৃতো ঘোরঃ সমারব্ধো মহা প্রভো ॥ ৪
একাদশ সমাখ্যাতা অক্ষৌহিণ্যস্ত যা মম।
নিমেষেণ তব দ্বিষ্যস্তি মহা সার্ধং পরন্তপ ॥ ৫
সোঽহমা ঘটোৎকর্ষং ভীমসেনপুরোগমৈঃ।
ঘটোৎকচা সমাখ্যাতা পাণ্ডবৈর্যুধি নির্জিতঃ ॥ ৬

ততো দৃষ্টি পাণ্ডবানি ভূতভূতিবাহনঃ।
ঘনিষ্যামি মহারাজ তৎপ্রসাদাৎ পরন্তপ ॥ ৭
রাক্ষসাধমকং ত্বদ্য ঘাতয়েব নিরায়ুধম্।
যাং সমাধিষ্ঠা দুর্ধর্ষো তবে কর্তুং ঘইষসি হ
এবমুক্তা তু সচিবং রাজো ভরতসত্তম।
দুর্যোধনমিদং বাক্যং ভীমঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥
শৃণু রাজন্ মম বচো যদ্ যাং বক্ষ্যামি কৌরব।
যথা ত্বয়া মহারাজ বর্তিতব্যং পরন্তপ ॥ ১০
আত্মা হ্যেষো ভবে রাজ সর্বাবস্থাবস্থিতঃ।
বর্ষাগ্রেণ সংগ্রামস্তস্য কার্যঃ সমাবৃধ ॥ ১১
অর্জুনেন মহারাজ যা ভীমসেনেন যা পুনঃ।
রাজবর্ম পুরস্কৃত্য রাজা রাজানমার্ছতি ॥ ১২
(ন তু কার্যস্তয়া রাজন্ দৈরথিকেন দুরাসদা)
অহং হ্যেনং কৃতো হ্যেনং কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
শল্যশ্চ সৌমদত্তিশ্চ বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ১৩

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের অনুরোধে এবং ভীষ্মের আজ্ঞায় রাক্ষস ঘটোৎকচ, ভীমসেন ও পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত ঘোর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! পরাক্রান্ত রাজা দুর্যোধন সেই মহাযুদ্ধে এক রাক্ষসের দ্বারা প্রাণ বিনাশ এই পরামর্শকে সহ করিতে পারিলেন না। তিনি পরমমন্ত্র ভীষ্মের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করত আপনার শত্রু নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। এই দুর্যোধন তখন পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঘটোৎকচের বিক্রম এবং নিজের পরাজয়ের কথা বলিলেন।

রাজন্! সেই সময় তিনি দুরন্তের দুঃখ নিবারণ ভীষ্মকে বলিলেন,—প্রভো! যেরূপ আমার সহায় মহাবলবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়া দুঃখ করিতেছে, সৌরভ আশ্রয় করে অশ্বসাই আশ্রয় লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১

এই পরন্তপ! আমার সহিত আমার এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য আপনার আদেশের অধীন রহিয়াছে ॥ ৪

মহারাজ! এখন বলিষ্ঠশালী হইয়াও আমাকে ভীমসেনাদি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে ॥ ৬

তখন সচিব পাণ্ডবদিগকে ভূতভূতিবাহনঃ।
ঘনিষ্যামি মহারাজ তৎপ্রসাদাৎ পরন্তপ ॥ ৭
রাক্ষসাধমকং ত্বদ্য ঘাতয়েব নিরায়ুধম্।
যাং সমাধিষ্ঠা দুর্ধর্ষো তবে কর্তুং ঘইষসি হ
এবমুক্তা তু সচিবং রাজো ভরতসত্তম।
দুর্যোধনমিদং বাক্যং ভীমঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥
শৃণু রাজন্ মম বচো যদ্ যাং বক্ষ্যামি কৌরব।
যথা ত্বয়া মহারাজ বর্তিতব্যং পরন্তপ ॥ ১০
আত্মা হ্যেষো ভবে রাজ সর্বাবস্থাবস্থিতঃ।
বর্ষাগ্রেণ সংগ্রামস্তস্য কার্যঃ সমাবৃধ ॥ ১১
অর্জুনেন মহারাজ যা ভীমসেনেন যা পুনঃ।
রাজবর্ম পুরস্কৃত্য রাজা রাজানমার্ছতি ॥ ১২
(ন তু কার্যস্তয়া রাজন্ দৈরথিকেন দুরাসদা)
অহং হ্যেনং কৃতো হ্যেনং কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
শল্যশ্চ সৌমদত্তিশ্চ বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ১৩

মহারাজ! যেরূপ আমি তখন ইহাকে বধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই অসময় আমার প্রতি অস্ত্র-প্রয়োগকে সহ করিতেছে। শত্রুতাপন নিষ্পাপ! আমি অন্যের দ্বারা যাহাই এই নীচ ও দুষ্ট রাক্ষস ঘটোৎকচকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার আশ্রয় লইয়া আমি ইহাকে বধ করিতে অভিলাষী, অতএব আপনি আমার এই অভিপ্রায় পূর্ণ করুন ॥ ১-৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৯

রাজন্! মুরুসত্তম! আমি তোমাকে যাহা বলিব, তুমি তাহা কৌরবশ্রেষ্ঠ মনে কর। শত্রুতাপন মহারাজ! বিশেষরূপে তোমার এই যুদ্ধে যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা শুনিয়া কর ॥ ১০

তাত শত্রুতাপন! তুমি যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ইহা কর। [শোন] তোমার সর্বদা সকলের দৃষ্টিরোধ করিয়াই যুদ্ধ করা উচিত ॥ ১১

অর্জুন, নকুল, সহদেব অথবা ভীমসেনের সহিতও তুমি যুদ্ধ করিতে পার। রাজধর্মের কথা স্মরণ করিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম। কারণ, তাহা রাজারই সহিত যুদ্ধ করেন ॥ ১২

রাজন্! দুরাত্মা বিকর্তনপুত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করা

অথ চ আততঃ জ্যেষ্ঠো দুঃশাসনসুতোঽধমঃ।
অর্থে প্রতিযোদ্ধুমায়ো রাক্ষসস্ত ঘ মহাবলম্। ১৪
যৌত্রে তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রে হতি ভেত্স্যতি নো মনঃ।
অতঃ ঘা পাহ্যতু ঘ্যেষ তব যুদ্ধায় দুর্মতেঃ। ১৫
তমবন্তো মহীপালাঃ পুরুষব্যাঘ্রসংমতাঃ।
এতাবদ্ধুক্ত্বা রাজানং তমবন্তমথাব্রবীৎ। ১৬
সমক্ষং পার্থিবেন্দ্রস্য রাজ্ঞঃ রাজাধিপস্য চ।
সজ্ঞা শীঘ্রং মহারাজ হৈড়িম্বা যুদ্ধদুর্মদম্। ১৭
রাক্ষসং ঘণে ঘন্তো বিদ্যতঃ সর্বযোধিনাম্।
রাক্ষসঃ ক্রূরকর্মাণঃ মায়েন্দ্রজালকঃ পুনঃ। ১৮
তব হিমানি চাস্মাকং বিক্রমন্ত পরন্তপ।
সমাগমস্য রাত্রিঃ পুরাভূদমরৈঃ সহ। ১৯
যঃ তত্র নৃপশার্দূল প্রতিযোদ্ধা মহাবলে।
ঘবলেনোদ্ভিতো রাজন্ ভবি রাক্ষসপুঙ্গবম্। ২০

এবমুক্ত্বা তু বচনং ভীমস্য সুতবান্ধবে।
প্রজগ্মুঃ সিংহনাদেন পাণ্ডবানিদমুচ্চকৈঃ। ২১
তমায়ান্তমথো সংপ্রেক্ষ্য ঘটোৎকচমিব ভোজম্।
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। ২২
ভীমসেনোঽভিসংক্রান্ত রাক্ষসস্য ঘটোৎকচঃ।
ভৌপদেয়াঃ সহানুগি: অভ্যধাবন্ত তান্ রণে। ২৩
ভেদিতো বহুভিশ্চান্ত শরপাতৈর্বিশাম্পতে।
সুপ্রতীকেন তান্ত্রাপি তমবন্তোঽভ্যপূজয়ন্। ২৪
ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ভোরূপং তত্রানকম্।
পাণ্ডূনাং তমবন্তেন রক্ষসাঞ্চ বিশাম্পতে। ২৫
প্রযুক্তা রথিভির্বাণা ভীমসেনং মুখে জনাঃ।
যে নিপেতুর্মহারাজ নাদেষু চ তমেষু চ। ২৬
প্রতিযান্ত মহারাজা দিশীত্য ইষ্বিভির্দিশঃ।
পরস্পরং সমাসাদ্য পরিপেতুরতীবতে। ২৭

তোমার উচিত নয়। আমি, তোমরাও, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পুত্র, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বিরাট ও দ্রুপদ—এই সমস্ত মহারথীরা জীবিত থাকিতে তোমার ভয় নাই। ১৩-১৪

যদি সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচের উপর তোমার অত্যধিক দ্বেষ থাকে, তবে সেই দুষ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তুমি তাহার সম্মুখে যাও। তাহার যুদ্ধে যে উৎসাহ পরাক্রমী ॥

এই কথা বলিয়া মহাধনুর্ধর ভীম ভগদত্তপ্রমুখ রাজগণের সম্মুখেই রাজা তমবন্তকে বলিলেন ॥

মহারাজ! তুমি বলবান ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শীঘ্র সত্বর হও এবং সমস্ত যুদ্ধিষ্ঠিরদের দুর্নিপক্ষের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া এই স্থানে আমার অপেক্ষায় তুমি থাক ॥

পুরাকালে ইন্দ্র যেরূপ মহাসুরের অপেক্ষায় ঘোর করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও এই ক্রূরকর্মা রাক্ষসের জন্য যখন ঘোর কর। পরন্তপ! তোমার নিকট যে বিদ্যা আছে এবং তুমি বিক্রমশালী। পূর্বে দেবতাদের সহিত তোমার যুদ্ধ হইয়াছিল (অতএব যুদ্ধবিদ্যায় তুমি বিশেষ পণ্ডিত)। ১৫-১৯

হে রাজন্! এই মহাযুদ্ধে তুমিই একমাত্র ঘটোৎকচের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ যোদ্ধা। রাজন্! তুমি নিজ বলে উৎকর্ষ লাভ করত এই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ঘটোৎকচকে বধ কর। ২০

তোমাদের ভয়ের এই কথা স্মরণ করিয়া রাজা তমবন্ত সিংহনাদ করিতে করিতে ভীমের ক্রুদ্ধ পুত্রদিগের অভিমুখে প্রধাবন করিলেন। ২১

রাজন্! ঘটোৎকচ যেরূপ রাজা তমবন্তকে ধাবিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, অভিমন্যু, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সহদেব, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বিরাট ও দ্রুপদ—এই সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন। তমবন্ত প্রভৃতীয় রাজগণ হাতীতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ২২-২৪

তাঁহার পর তমবন্তের সহিত পাণ্ডবগণের ভয়ানক ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল যাহা দেখিয়া দেবতারাও ভীতি অনুভব করিতেছিলেন। ২৫

মহারাজ! ধনুর্ধারী রাজা প্রযুক্ত তমবন্ত বেগবানী ও অভিমন্য ভেরবী রাজপুত্র বধী এবং তমবন্তের উপর পড়িতে লাগিল। ২৬

রাজগণের সমস্ত দিকে ধাবমান হইতেছিল, এইরূপ বড় বড় বড় বড়ী যোদ্ধাদিগের দ্বারা ভেরিত হইয়া সমস্ত সমস্তদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বিধ্বংসিত হইতে লাগিল। ২৭

মমাজ্ঞা যোধয়ন্তস্তা বিষাণাস্ত্রৈর্মহারথে।
বিস্ফুর্জথুস্তুমুলৈঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ২৮
হয়াংশ্চ চাময়াবীংস্তা শ্রমেণাভিপরিপ্লুতান্।
তোমরাঃ সাদিভিঃ ক্ষিপ্রং নিপেতুর্বিরথেষবঃ ॥ ২৯
পাদাবশ্চ পদাত্যৌঘৈস্তাড়িতাঃ শক্তি-তোমরৈঃ।
ক্ষণমন্ত্র বলা কৃষ্ণে শরণোঽথ মহদ্রণঃ ॥ ৩০
ঘর্ষিণশ্চ রথৈ রাজন্ রথি-মাতঙ্গ-সাদিভিঃ।
নিহত্য সমরে বীরান্ সিংহনাদান্ বিনেদিরে ॥ ৩১
অন্যোন্যস্তথা বেগেনে সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
তমসাবৃতা মহেষ্বাসা ভীমসেনমযাত্রন্ত ॥ ৩২
কৃষ্ণয়েব প্রতিজ্ঞেন সততা প্রবতা মনু।
পর্জন্যেন যথা ঘোরা প্রবর্ষাণেন সর্বতঃ ॥ ৩৩
নিস্ত্রিংশনখপ্রাসি শুক্লাসীকবিশোণিতঃ।
ঐরাবতবপুঃ শ্রীমান্ বারিবাহ ইবাবভৌ ॥ ৩৪

স তীব্রঃ শরবর্ষাণি বিসৃজন্ন্যপতৎ পৃথিবীম্।
পর্বতঃ বারিধারাণি বিসৃজন্ বারিবাহ ইব যথা ॥ ৩৫
ভীমসেনস্তু সংক্রুদ্ধঃ পাঞ্চালান্ পরমেষ্বসান্।
নিজঘান মহেষ্বাসঃ সংহরন্ প্রাণশক্তিভিঃ ॥ ৩৬
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ ক্রুদ্ধো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
চোদয়ামাস মাতঙ্গং ভীমসেনরথং প্রতি ॥ ৩৭
স নাগঃ প্রেষিতস্তেন বাণৌঘ-জ্বালাতোমিতঃ যথা।
অভ্যধাবত বেগেন ভীমসেনমবিস্মযম্ ॥ ৩৮
তমাপতন্তং সংপ্রেক্ষ্য পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
অভ্যবর্ষত বেগেন ভীমসেনস্তুরোধসম্ ॥ ৩৯
কেতুরাজ্ঞাভিমন্যুশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
ধনাধীবিপতিঃ শূরঃ অন্বয়েৎস্ত মহিষ ॥ ৪০
তেবিপন্তিমকেতুশ্চ সহদ্বাঃ সর্ব এব তে।
উত্তমৌজাশ্চ বিখ্যাতি ধর্মরাজো মহাবলঃ ॥ ৪১

সেই মহাযুদ্ধে যোদ্ধৃগণ মরণ হওয়ায় নিজ নিজ ধ্বজার ভাগের দ্বারা অথবা বন্ধ-ভূত মুখের দ্বারা পরস্পরের বিরোধবর্তী হইয়া পরস্পরকে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ২৮

ভাস্বরমূর্তি অশ্বগণ প্রাণশক্তি আরোহিদিগের দ্বারা চালিত হইয়া অতি ক্রত পরস্পরের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। ২৯

সেই সময় পরস্পর যোদ্ধারা পদাতি যোদ্ধাদিগের বিক্ষিপ্ত শক্তি ও তোমরসমূহে আহত হইয়া পদ পদ ও মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। ৩০

রাজন্! রথী বীরগণ রথে আরোহণ করিয়া অশ্ব, মাতঙ্গ ও রথসমূহে আসনে বীর ইচ্ছামতে রব করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। ৩১

যখন এইরূপ যোদ্ধাদের তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল, তখন মহামনস্বী ভগদত্তও ভীমসেনের উপর ধাবিত হইলেন। ৩২

তিনি যে হস্তীতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার মুখমণ্ডল হইতে দানের সলিলধারা নিঃসৃত হইতেছিল। তখন এই হস্তী মেঘ হইতে জলের ধারাবাহী পর্বতের ন্যায় বলে হইতেছিল। ৩৩

নিষ্পাপ মহারাজ! সেই সময় তুমুলযুদ্ধকারী এই হস্তীর মস্তক প্রদেশে স্থিত আসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমস্ত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন মেঘমালা ঐরাবতে বসিয়া উপর আরোহণ করিয়া বর্ষণ করিতেছেন। ৩৪

যেরূপ শ্রীমান মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতের উপর বর্ষণ করে, সেইরূপ হাতী অবলম্বন ভীমসেনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৩৫

তখন মহাধনুর্ধর যোদ্ধাগণ ভীমসেন অবরুদ্ধ হইয়া বীর বাহুটী দ্বারা হাতীর সাহায্যকল্প সব যোদ্ধাকে নিহত করিলেন। ৩৬

সেই সব যোদ্ধাকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রতাপশালী ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাহস্তীকে ভীমসেনের রথের দিকে প্রেরিত করিলেন। ৩৭

তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই মাতঙ্গ বহু জল হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের জাল পরিবেষ্টনে ভীমসেনের দিকে বেগের সহিত ধাবিত হইল। ৩৮

সেই হাতীকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেনাদি পাণ্ডব মহারথীরা অতি সত্বর তাহার চারিদিকে বেষ্টনকারী হইলেন। ৩৯

আর্য! কেকয়রাজপুত্রগণ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৌম্যসেনী বীর ধনাধীপতি অন্বয়ের অন্যান্য যোদ্ধারা হইয়া উত্তম বিদ্যাসমূহের প্রয়োগ দেখাইয়া যেরূপে সেই এরাবত হাতীকে যোদ্ধৃগণের পরিবৃত করিয়া রহিলেন। ৪০-৪১

এই ভাবে আহত সেই মহাগজ একত্রিত হইয়া যেরূপ প্রকৃতি পাহাড়ে বিদ্যুৎ বিশিষ্ট বিরিবাজের ন্যায় শুশোভিত হইত।

তমেকা কৃষ্ণঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাং পর্যাবারয়ৎ।
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্নারাচৈশ্চ মহারথিঃ। ৪২
সন্নাহচ্ছিন্নবিচ্ছিন্নো ধানুষ্কিঃ ইবাভিবাট্।
ধনঞ্জয়ায়িনক্তাপি খড়্গঃ কৃষিরযোনয়ৎ। ৪৩
সমাধিরোঽভিদ্রুত্যাব তমসন্তত মারণম্।
তমাপতন্তং সময়ে যজ্ঞঃ যজ্ঞপতিঃ স চ। ৪৪
যথায় শুভ্রতাকোঽপি যেনেব যজ্ঞবালয়ম্।
যাহিয়ঃ প্রেক্ষ্য নাগেন্দ্রং ধনঞ্জয় মহারথঃ। ৪৫
সাধু সাধিতি সৈন্যানি পাণ্ডবেয়ান্যপূজয়ন্।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ ক্রুদ্ধস্তোমরান্ বৈ চতুর্দশ। ৪৬
প্রাহিণোৎ তস্য নাগস্য প্রমুখে নৃপনন্দন।
বর্ম ভূষাঃ তনুত্রাণাঃ শাতকুম্ভপরিষ্কৃতম্। ৪৭
বিভাধ্য প্রাবিশন্ ভিত্ত্বা বল্মীকমিব পন্নগাঃ।
স তান্ বিদ্ধো বাহিরো নাগো ভরতসত্তম। ৪৮
উপাবৃত্তবলঃ ক্রিপ্রমবর্তত বেপিতঃ।

স গ্রহ্যায় যেনেব প্রবলম্ বৈষ্ণবং বলম্। ৪৯
সমর্দয়ন্তঃ সমরে বায়ুর্ভূমিরুহো যথা।
তস্মিন্ সমাহিতে নাগে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ। ৫০
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈর্ভাবৈরাবর্তয়ন্ত্রিব।
ততো ভীমঃ পৃথুকৃতা তমসন্তত্যপাদ্রবৎ। ৫১
ত্রিভিস্তং বিবিধান্ বাণান্ শক্রাশনি বিবোপমান্।
যেষামাপততাং রাজন্ সাক্রুশানামবিষ্যতাম্। ৫২
ক্ষয়ো ন বিদ্যতে ঘোরমর্ষাদ্ ধনঞ্জয়স্য।
ততস্তয়ো মহেষ্বাসঃ সমাদঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষঃ। ৫৩
অভূৎপাদ্রুদ্রুদিরঃ স গজপ্রবরো ভৃশম্।
তস্মিন্ কর্মে সমস্তস্য সাংবর্তক ইবানলঃ। ৫৪
ঘনসঙ্ঘাতজা মায়াম্ হয়াশ্চ মহসাবিভিঃ।
পাণ্ডবাংশ্চ সুসংক্রুদ্ধঃ সমন্তাদ্যৎ সহস্রশঃ। ৫৫
অভূদ্যুদ্ধং সমাবে ঘোরং সংগ্রামবাস্তুকরঃ।
যেন প্রাগ্‌জ্যোতিষানাং তু পাণ্ডবানাং বলং মহৎ ॥৫৬

অবশেষে ধনঞ্জয়ের আঘাতে অত্যন্তব্যথিত এবং পরাক্রান্ত হাতীটি আকাশে উঠিয়া অবশেষে দূরে গিয়া পড়িল।

সমরাঙ্গনে বিপক্ষের অধিকাংশ বাহিনী হইল। পাণ্ডব সেই হাতীটির পরাক্রান্ত শুভ্রতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল, যেমন তাহারা সমুদ্রের পরপারটি লক্ষ করিয়া থাকে।

মহারাজ ধনঞ্জয়ের হাতীটি বিপক্ষের হইতে দেখিয়া সকল পাণ্ডবসৈন্যগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া শুভ্রতাটির প্রশংসা করিতে লাগিল।

তখনই। তখনও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুত্রের অধিপতি ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয়ের হাতীর সম্মুখে চৌদ্দটি তোমর প্রহার করিলেন॥

যেমন সর্পগণ বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ তোমরগুলি হাতীর উপর পতিত হইয়া সুবর্ণভূষিত সেই কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া অঙ্গ ভাঙিয়া শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনই। এই তোমরগুলির আঘাতে সেই হাতী অত্যন্ত আহত হইয়া ব্যথিত হইল। তখন তাহার সকল বলবীর্য হারাইল এবং সে সহসা পশ্চাদপসরণ করিল॥

যেমন বায়ু দ্বারা মহা বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত হয়, সেইরূপ ঐ হাতী সেই সময় তাহার আর্তনাদ করিতে করিতে ও নিজ সৈন্যগণকে মর্দিত করিতে করিতে সকলের মাঝে পলায়ন করিল।

সেই হাতী পরাজিত হইলেও পাণ্ডব মহারথীরা উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে থাকিয়া তাহার উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তাহারা পাণ্ডবসৈন্যগণ ভীষণভাবে অস্ত্র ছাড়িয়া তাহাদিগকে বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে তখনকার উপর আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণকারী অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্যগণের সেই তুমুল সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া মহারথীরা তখনও অবশিষ্ট নির্ভয়চিত্তে ভীম হাতীকে তাহাদের দিকে ছাড়িয়া দিলেন॥ ৪০-৪১

সেই সময় তাঁহার অঙ্কুশ ও পাশসূত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সেই মহাবীর হস্তীসেনা সংবর্তক (প্রলয়াগ্নির নাম সংবর্তক) অগ্নির ন্যায় ভয়ংকর হইয়া উঠিল॥ ৪৩

তখন সেই হাতী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তমুখ, ধূম্রবর্ণের, অস্ত্রাঘাতজনিত অত্যন্ত এবং শত শত ও সহস্র সহস্র পলায়িত সৈন্যকে সমরাঙ্গনে এদিক ওদিক দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া পেষণ করিতে লাগিল।

মহারাজ! সেই হাতী। যাহা আলোড়িত হইয়া পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করিয়া ভয়ংকর রূপে ধূলিসাৎ হইয়া পড়িল॥

সমুৎক্ষিপ্য মহারাজ তর্জয়ামাস্থ সমাহিতম্।
ততঃ স্ম স্বনবৎ দৃষ্ট্বা তমবজ্ঞায় রৌহিণঃ। ৪৭
অটাট্টহাসমতুলং সাক্রুষ্টো ভরতর্ষভ।
বিকটঃ পলবো রাজন্ ঘোরাত্মা ঘোরদর্শনঃ। ৪৮
স্বনং বিস্ফোটয়ঃ কৃত্বা ঘোরেণ প্রমথন্নিব।
জগ্রাহ বিমলং শূলং গিরীণামপি দারুণম্। ৪৯
মাত্রা বিনাশনং সংখ্যে ত্রিশিরো ন মহাবলঃ।
ন বিভূমিসমস্থানাদ্ সমস্থাৎ পরিবেষ্টিতঃ। ৫০
তমাপতন্তং সংখ্যে তু দৃষ্ট্বা প্রাগ্‌জ্যোতিষো নৃপঃ।
চিক্ষেপ রুচিরং ভীমবলবচ্ছত্রু সূদনম্। ৫১
চিক্ষেপ তমতিক্রম্য সা তেন বাণেন বেগবান্।
চিন্নপক্ষো দ্বিধা ছিন্নঃ পপাত ধরণীতলে। ৫২
মহাশনিবিষা ঘোরা শক্রমুক্তা নভোগতা।
শূলং বিপতিতং দৃষ্ট্বা দ্বিধা কৃত্তঞ্চ পার্থিবঃ। ৫৩

কম্পয়ন্ মহাশক্তিং জঘ্রাণাদ্বিনিঃশ্বসন্।
চিক্ষেপ তাং মহাশক্তিং বিষ্ণবে বিষ্ণুরিব চাত্মবীর্য। ৫৪
তামাপতন্তীং সংপ্রেক্ষ্য বিষ্ণোশ্চক্রমনীষিণঃ।
চিন্নয়া মহাশক্তিং জঘ্রাহ চ ননাদ চ। ৫৫
বভঞ্জ চৈনাং ধরিতো ভগদত্তস্য ভারত।
পপাত চ পার্থিবেন্দ্রস্য ভগ্নমুরসি বাসবং। ৫৬
তমবেক্ষ্য কৃতং কর্ম রাজ্ঞা তেন বলীয়সা।
বিধিং চেক্রঃ সমর্থা মুনয়শ্চাপি বিস্মিতাঃ। ৫৭
পাণ্ডবাশ্চ মহারাজ ভীমসেনপুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি বাহুনাং পৃথিবীময়মাস্ফুবন্। ৫৮
তং তু দৃষ্ট্বা মহারাজ প্রহৃষ্টাস্তে মহারথাঃ।
নাদয়ন্তঃ মহানাদান্ তত্রস্থান্ প্রত্যপূজয়ন্। ৫৯
ন বিস্মার্যো মহারাজ বিষ্ণুস্তাপরিমেয়প্রভঃ।
তস্মাদ্যাদব বেদেন পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্। ৬০

পৃথিবীম্ তমবতরন্তং বিষ্ণু বৈষ্ণবাস্ত্রকে মনে মনে বিষ্ণা পলায়নে পরিতে দেখিয়া মহাবেগবান্ অন্যান্য অস্ত্রগণকে তমবতরের উপর বর্ষিত হইল ॥

রাজন্! সেই সময় সে অধিকতর ভয়ানকরূপ ধারণ করত ঘোরতর গর্জনসহ হইয়া উঠিল। তখন তাহার আকৃতি বিকট ও বিষ্ণুর দেখাইতে লাগিল এবং মুখ ও দেহ ভীষণ এবং প্রকাণ্ড দেখা যাইতেছিল ॥

এই মহাবল বিপক্ষ (ভগদত্ত) সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিষ্ণুর করিবার ইচ্ছায় হাতে একটি দেবরাজ বিষ্ণুর অস্ত্র করিল, যাহা পর্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। ভগদত্তের সেই বিষ্ণুটিকে নিক্ষেপ করিল।

ঐ বিষ্ণুর গায়িতে পরিঘ স্কুলিঙ্গসমাকীর্ণ পরিবেষ্টিত ছিল। তাহাকে সহসা বিষ্ণুর দিকে আসিতে দেখিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত ঘোরতর ভয়ের ভীষণ ও সুদৃঢ় এক শক্তিকে বাম হস্তে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৪-৫১

সেই বেগবান্ নরপতি ঠিক বাণের ন্যায় সেই বিপক্ষ পৃথিবীকে বিদারিত করিয়া ফেলিলেন। এই পর্বতসদৃশ বিষ্ণুটি দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥

বিষ্ণুকে বিদারিত হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত পক্ষিরাজ বিনতানন্দনের ন্যায় বিষ্ণুবিত একটি মহাশক্তি হাতে লইলেন এবং তাহা রাজার উপর নিক্ষেপ করিলেন।

আকাশে প্রকাশিত অগ্নির (বজ্রের) ন্যায় সেই মহা শক্তিকে নিজের দিকে পতিত হইতে দেখিয়া রাজা ভগদত্ত ভীষণ ভঙ্কার ছাড়িয়া (অথবা যুদ্ধার্থে লাফ দিয়া) অক্ষিপ্তক তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং নিজেরই বক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫২

রাজন্! তাহাতে সে রাজা ভগদত্তের দৃঢ়বক্ষেই সেই পতিত শক্তির উপর রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল ॥ ৫৬

মহাবল রাজন্যবৃন্দ এই মহৎ কর্মকে দেখিয়া আকাশে বিদ্যমান দেবতা, ঋষি ও মুনিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। ৫৭

মহারাজ! সেই সময় ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া ঘটোৎকচকে প্রশংসিত করত সিংহনাদে পৃথিবীকে নিনাদিত করিয়া তুলিলেন ॥ ৫৮

অতিশয় হৃষ্ট এই সকল মহারথগণের সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া মহাবলবান্ ও প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৫৯

তিনি তখন ইন্দ্রের অস্ত্রের ন্যায় প্রকাশমান শ্রেষ্ঠ বিশাল বজ্র আকর্ষণ করিয়া বেগের সহিত পাণ্ডব-মহারথীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বর্ষণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৬০

আকাশে—উৎক্ষিপ্তে, উৎক্ষিপ্তে ॥ ৬২-৬৩

বিসৃজন্ বিবিধাংস্তীক্ষ্ণান্ বাণান্ রুধিরভোজনান্ ।
ভীষ্মেণেন বিনাশায় বাসবিঃ সমবিশৎ দ্রুতম্ ॥ ৭১
অভিমন্যুঃ ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পঞ্চভিস্তথা ।
সূর্যাশ্বচিত্রসূতেন শরেণোপরিতো ধ্বজী ॥ ৭২
বিদ্ধেন হৃদিনা বাণঃ ক্ষত্রদেবস্য চাহবে ।
পপাত সহসা তস্য সধ্বজঃ সপরিচ্ছদঃ ॥ ৭৩
দ্রৌপদেয়াস্তথা পঞ্চ পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ন্ ।
ভীষ্মসেনস্য চ ক্রোধাদ্বিক্ষ্যান্ দুঃসহমার্গণৈঃ ॥ ৭৪
তস্য ক্ষেমধৃতিঃ রাজা ত্রিভিরেব বিশিখৈর্মৃধি ।
নিবিবেধ ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ ॥ ৭৫
স পার্থিবো ধনুশ্ছিত্ত্বা হয়ানস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ।
বিব্যাধ তরসোদ্ধূতঃ তমসংজ্ঞেন সায়কৈঃ ॥ ৭৬
তস্যো ভীমো মহাবাহুর্বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ।
ধ্বজং প্রভুঞ্জ যেনস্য প্রচকর্ত্ত মহোরসি ॥ ৭৭

তমুদ্ধতমদং দৃষ্ট্বা সমুদ্যন্তমিব দ্বিপম্ ।
ভ্রাতরোঽস্য ভয়ং ঘোরং সমপদ্যত তাবকে ॥ ৭৮
এবমিয়েষ কালে তু পাণ্ডবঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।
আজগাম মহাযোদ্ধা নিঘ্নন্ সঙ্ঘান্ সমন্ততঃ ॥ ৭৯
যত্র তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ পিতাপুত্রৌ মহারথৌ ।
প্রাগ্জ্যোতিষেন সংযুক্তৌ ভীমসেন-ঘটোৎকচৌ ॥ ৮০
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবং রাজন্ দুরাসদমমর্ষণম্ ।
ব্যধিতো ভগদত্তোঽথ তমায়ুক্ত বিহঙ্গমান্ ॥ ৮১
তস্যো দুর্যোধনো রাজা ধ্বজমায়ো মহারথঃ ।
সেনায়তোঽস্য ক্ষিপ্রঃ প্রেষয়ামাস কুঞ্জরম্ ॥ ৮২
তমায়ান্তমভীঃ সহসা কৌরবাণাং মহাচমূম্ ।
অভিদুদ্রাব বেগেন পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ ॥ ৮৩
তমন্বযুস্তদা সর্বে বেন বাণেন তাড়িতাঃ ।
বিসৃজন্ পাণ্ডবঃ শরান্ মৃত্যুদীপ্তমুপায়যৌ ॥ ৮৪

আহবে সব অভিমুখে যোদ্ধাদের নিধন ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রয়োগ করিয়া একটি ঘোর ভীষণতার সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার বাণে ভগদত্ত ঘটোৎকচকে আঘাত করিলেন ॥ ৭১

ভগদত্ত তিনটি বাণে অভিমন্যুকে এবং পাঁচটি বাণে দ্রৌপদী-ভ্রাতৃআয়গণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ক্ষেমধৃতি উপরোক্ত আঘাত করিয়া অর্জুন-পুত্রকে বাণের দ্বারা তিনি প্রথমে ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং পরে তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন ॥ ৭২-৭৫

তাহার পর ক্ষেমধৃতি পঞ্চ পুত্রকে ভগদত্ত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং ভীমের সহিত ভীমসেনের অশ্বগুলিকে নিহত করিলেন ॥ ৭৬

অনন্তর তিনটি বাণে তাঁহার শিরস্ত্রাণযুক্ত মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন এবং অন্য তিনটি শক্তিমান বাণপ্রয়োগে করিয়া তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন ॥ ৭৭

ভগদত্তের দ্বারা ভগদত্তকুল ধ্বংস হইতে দেখিয়া ভীমসেনের সারথি বিশোক সত্বিত হইল এবং ধনুকে শরসন্ধানে বীরত্ব বলিয়া পরিগণিত ॥ ৭৮

এইভাবে ধনুহীন হইয়া পড়িলে রথিশ্রেষ্ঠ ভগদত্ত ভৌম যমদণ্ড হাতে লইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন ॥ ৭৯

তাহাকে বিনষ্ট করিতে ভগদত্তের হাত হইতে উদ্যোলিত করিয়া ঘাতকে আসিতে দেখিয়া অর্জুনের সৈন্যদলের মধ্যে তাহার প্রাণের সঞ্চার হইল ॥ ৮০

মহারাজ! এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যাহার সারথি, সেই পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সর্বদিক হইতে শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল পিতা-পুত্র ভীমসেন ও ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৮১-৮২

ভগদত্তকে দেখিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তাঁহার মহাধনুকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া ক্রোধে বাসবাস্ত্র করিতে করিতেই সত্বরই যুদ্ধ প্রস্তুত হইলেন ॥ ৮৩

তখন মহারাজ রাজা দুর্যোধন শক্তিশালী মহারথ, হস্তী ও অশ্ব পূর্ণ তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে তাঁহাই সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৪

কৌরবদলের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সহসা তাঁহাদের সেইদিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৫

তাহার পর একসঙ্গে সমস্তদলে সেই হাতীর দল পাণ্ডবসৈন্যবাহিনীকে মর্দিত করিতে করিতে মৃত্যুমুখের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮৬

অথাসীনং সুখন্যস্তং দৃষ্ট্বা ভরতসত্তমম্।
পঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ কেশবাংশ্চোপতস্থিরে॥ ৮৫
তৌষসেনোঽপি সময়ে তাবুভৌ কেশবার্জুনৌ।
অভ্যাবর্ত্ত যথান্যায়মিত্যেবমনুশুশ্রুম॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মস্বর্গপর্ব্বণি ভরতবাক্যে পঞ্চনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্তর ভীষ্মদেব সেই সময় সমাগত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনকেই ইচ্ছানুরূপ বরদান করিলেন॥ ৮৬

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতায় বৈয়াসিকী ভীষ্মপর্ব্বে ভীষ্মস্বর্গপর্ব্বে ভরতবাক্যে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষন্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ইচ্ছানুসারে মৃত্যুলাভ করা, ভীষ্মদেবের মৃত্যুতে দেবগণের আনন্দ, ভীষ্মদেবের মৃতদেহ সংকার, যুধিষ্ঠিরের শোকাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা, যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে প্রবেশ, অষ্টত্রিংশদিবস যুদ্ধসমাপ্তি।)

জনমেজয় উবাচ।

পুরুং বিনিহতং শ্রুত্বা ভীষ্মেণাস্য মহাত্মনঃ।
দুর্যোধনস্য মন্ত্রাণাং নিশম্য পরমাং গতিম্॥ ১
অন্তর্ধানং সমস্তানাং রাজন্ রাক্ষসগোচরম্।
ঈদৃশং যুদ্ধমাসাদ্য ক্ষত্রধর্ম্মে সুদারুণে॥ ২
ন তত্তো বিবারিতবান্ কৃষ্ণাদ্বৈ ভরতর্ষভঃ।
অন্তে চ ভরতে, ভীষ্মে সাত্বতে যদুসূদন॥
নিহতাঃ কৌরবৈঃ সার্দ্ধং তথাত্মাভিশ্চ কৌরবাঃ। ৪

অর্জ্জুনস্যোপদেষ্টারং ক্ষিপ্রমস্ত্রে বরং বৃণিষ্বম্।
বিমর্দ্দনং অজন্তে ত্বোং ক্ষিপ্রমস্ত্রে আচিন্তয়ন্॥ ৫
অথবাপি মৃধে জেতা ন চ আচিন্তয়ন্ ধ্রুবম্।
কিং নু প্রাপ্যমমেয়াত্মা কৃষ্ণ ইত্যা ভবিষ্যতি॥ ৬
দুর্যোধনস্যাপরাধেন সমূলে নৌ বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষত্রিয়া নিধনং যান্তি ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বৈ রণে॥ ৭
ইত্যেবমাত্ম বিজ্ঞানাদি সুকৃতং মধুসূদন।
কৃতং রাজ্ঞা মহাবাহো ভাতরা চ যুধোত্তম॥ ৮

ষন্নবতিতম অধ্যায়।

(ইচ্ছানুসারে মৃত্যুলাভ করা, ভীষ্মদেবের মৃত্যুতে দেবগণের আনন্দ, ভীষ্মদেবের মৃতদেহ সংকার, যুধিষ্ঠিরের শোকাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা, যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে প্রবেশ, অষ্টত্রিংশদিবস যুদ্ধসমাপ্তি।)

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বীর পুরু ভীষ্মদেবের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া মহাত্মা অভিমন্যু মৃত্যুলাভ করিয়া পরলোকে গমন করিলে, তখন তিনি স্বর্গে গিয়া কীদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন॥ ১

ব্রহ্মন্! তখন কিরূপ প্রভাবে ভরতশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমিই পরমগতি বিষয় পুরুষ এই কথা বলিতে পারিয়াছিলেন॥ ২

দুর্যোধন ও পাণ্ডবগণের এই ভয়ঙ্কর বিনাশ যথাযথ নিজে আচিন্তা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিষেধ করিয়াছিলেন॥ ৩

মধুসূদন! আরও যখন ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব কৌরবগণ সমভিব্যাহারে স্বয়ং নিহত হইলেন এবং পাণ্ডবগণও যে কৌরবগণকে বধ করিয়াছেন॥ ৪

মহাবাহো! এবং তথা এই দুর্লভ কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা কি লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনি ভিন্ন এই জগতে আর কেহই জানিতে সমর্থ হইবে? ৫

দুর্যোধনের অপরাধে এবং তাহারই মূল করিয়া ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কথা বলিয়াই নিশ্চয় হইয়াছে॥ ৬

মধুসূদন! তাঁহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্যোধনের নিকট যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই উহার কারণ ছিল; এই কথাই এখন আমার মনে আসিতেছে॥ ৭

রাজার্ষে পশ্য মা ত্রাসান্ মাকর্ষীঃ স্ব ধনুর্ধ্বনিঃ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বয়িতান্ শূরান্ পরানস্মান্ বরীয়সে ॥ ৯
নিপাতি ভূতসঙ্ঘানাং বিদন্ত্যন্তকীবিধাম্
অবকর্ষিতি যাবেতে জ্যাস্তরে কর্ষিতা ধনুঃ। ১০
দূরং তু যে ন গচ্ছিতঃ শ্রান্তিরিষ্যুপুঙ্খয়ঃ।
সংকাশয় রথান্ পীত্বা বার্তবাহৈর্হয়ঃ প্রভো ॥ ১১
প্রবিশ্যে মহাসাগরং ক্ষুব্ধাস্যাং সমরোদধিম্।
মাদ্রং বাপদিশুঃ কালো বিদ্যতে তাবদ্ ভবিতুঃ ॥ ১২
এবমুক্তস্ত পার্থেন কেশবঃ পরবীরহা।
চোদয়ামাস তমিষ্যান্ শাল্যান্ যাতয়তো হয়ান্ ॥ ১৩
অথ শঙ্খো মহারাজ দত্তো দৈত্যস্য তাদৃশঃ।
যাদবোদ্ভবহর্ষস্য সাগরস্যেব পর্যয়ঃ ॥ ১৪
অপরাহ্ণে মহারাজ সংগ্রামঃ সমপদ্যত।
পার্থস্যমমনির্ঘোষো ভীষ্মস্য সহ পার্থিবৈঃ ॥ ১৫

তখন রাজা দুর্যোধন ভীষ্মসেনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমার পিতার সহোদর ভ্রাতা, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমাকে পালন করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমাকে রক্ষা করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমাকে স্নেহ করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমাকে হিত উপদেশ দিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমার প্রতি ভক্তি করিয়াছ, তুমি আমার পিতার ন্যায় আমার প্রতি স্নেহ কর

যুদ্ধায়ৈষঃ তবো ভীষ্মঃ শান্তনুরাপাদ ভারত।
সুরথেন সুভীমেন লোহিতেন হয়ৈর্বিভুঃ॥ ১৩
অপরেণ তু ভরতঃ শৈব্যেন নিশিতেন তু।
অপাহরত্ কুণ্ডলিনং শিরঃ সুরসুতস্য বৈ॥ ১৪
তমঃ সুনিশিতান্ শৈব্যান্ সমাদত্ত বিশীর্ষয়ন্।
সসর্জ যত্নাদ্ ভরতঃ সুরাণাং প্রাণ্য মাহিষে॥ ১৫
প্রেষিতো ভীষ্মসেনেন সমাদত্তে দৃঢ়ব্রতঃ।
অপাহরদ্ ধ্বজাগ্রে তমেতস্য সুমহাত্মনঃ॥ ১৬
অমানুষীং সুতস্তস্য বৈয়াঘ্রীং ভীমসোদরম্।
ভীমবাহুঃ সুবাহুশ্চ তথৈব ধনঞ্জয়ম্॥ ১৭
প্রপদ্য চ ভীমসেনে বিবেশুর্ভরতর্ষভ।
ততস্তে সুমহাত্মানস্তং প্রপদ্যিতা বৈ॥ ১৮
ততঃ প্রহৃষ্টমনসো ভীমসেনং মহাবলম্।
তং ভালমিব মত্তস্য ভীমসেনং মহাবলম্॥ ১৯
রোষস্তু সমরে বীরং নিহন্তুং সুরসত্তম।
অথাস্যাঃ বাহিনীমাশু সমন্তাৎ খাদিতুং দ্রুতৈঃ॥ ২০
তমাদুতমপক্রান্তং কৃতীপুত্রস্য পৌরুষম্।
রোষেণ মহতাবিষ্টো নিজগ্রাহ পুরাতনঃ॥ ২১
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বজ্রপাণিরিতি শ্রুতম্।
ভীমস্তথা রোষদৃঢ়ঃ সর্ববসৈন্যানীবলম্॥ ২২
অভূতক মহারাজ তত্র চক্রে বৃকোদরঃ।
যন্ন পুত্রাস্তবাধীনং সর্বো রোষ ইব জগাদহ॥ ২৩
পুত্রস্তু তব বীরেণ বিক্রান্তাক্রান্তমূর্তিনা।
দৃষ্ট্বৈব মহারাজ চক্রে বাহো মহাবলঃ॥ ২৪
যথা হি সত্তমবাহো সাগরেষ্ট পতত্ত্বকঃ।
বৃকোদরস্তথা যুদ্ধে ব্যদ্রবদ্ ভরতর্ষভ॥ ২৫

অভিমান রোমাঞ্চকারী বীর ভীমসেন একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনকে তৃণাভিত করিলেন। তখন তিনি ভীমমূর্তি ধারণ করিলেন। ১১-১২

যাহারা যেরূপ নিত্য যুদ্ধ দর্শনে নিযুক্ত করিয়া যথাস্থানে রাখে, সেইরূপ ভীমসেন অপর একটী শৈব্যবর্ণের তীক্ষ্ণ অশ্বকে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে যথাস্থানে করিলেন। ১৩

আর্য! তাহার পর ভীমসেন অভিমন্যু অপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়া রণস্থলে তীক্ষ্ণ ও শৈব্যবর্ণের বাণ হাতে ধারণ করিলেন এবং সেইগুলিকে আপনার পুত্রদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ১৪

মহা পরাক্রান্ত ভীমসেন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণগুলি আপনার বল মহারথী বীর পুত্রের সকলকে হইতে তৃণাভিত করিল। ১৫

সেই সব পুত্রের নাম হইল—অনাধৃষ্টি, সুকর্ণকবি, বৈরাটি; ভীমসেনের, ভীমবাহু, সুবাহু এবং ধনঞ্জয়ক। ১৬-১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সব বীরগণ তখন তৃণাভিত হইয়া সমর ভূমিতে তৃণাভিত এবং পূর্ণিত আহুতিসমূহের ন্যায় শুশোভিত হইতে লাগিলেন। ১৮

সেই সময় আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ মহাবলিষ্ঠ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ মনে করিয়া প্রত্যুদ্গমন হইতে পলায়ন করিলেন। ১৯

তখন বীর ভীমসেন ক্রুদ্ধচিত্তে আপনার পুত্রগণকে বধ করিতে থাকিলেন, রোমাঞ্চাদি তাঁহার উপর প্রাণিদিগ হইতে সেই রূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিলেন, যেরূপ দেব পর্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ২০

মহারাজ! সেই সময় আমি মুকুটশূন্য শৈব্যসেনের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। যদিও রোমাঞ্চাদি বলবৎ করিয়া ভীমসেনকে তখন নিবারিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনার পুত্রদিগকে বধ করিলেন। ২১

যেরূপ মেঘ মুক্ত আকাশ হইতে পতিত জলরাশিকে বীর শরীরে আকর্ষণ করে ও সহ্য করে, সেইরূপ ভীমসেনও রোমাঞ্চাদি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বলবৎ ভিন্ন শরীরে ধারণ করিলেন। ২২

মহারাজ! ভীমসেন সেই সময়ে আপনার পুত্রগণের যা' যা' করিলেন, তাহার উপর সেই সময় তিনি রোমাঞ্চাদিরও অপ্রাপ্তি লক্ষ্য করিয়া দিলেন। ভীমসেন তখন এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম করিয়াছিলেন। ২৩

রাজন্! যেরূপ মহাবল বায়ু মৃগযূথের বাসের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনের পুত্রে আর ভীমসেনও আপনার বীর পুত্রগণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ২৪

যেরূপ মৃগ (আক্রমণকারী—নেকড়ে বাঘ) পক্ষের মধ্যে বাহির হইয়া তাহাদের বিদীর্ণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনও রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের মধ্যে বাহির হইয়া তাহাদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। ২৫

সাগরো ভবদ্ভগ্ন সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
পাণ্ডবং রভসং যুদ্ধে ধারয়ানো মুহুর্মুহুঃ। ৩৬
অস্মৈবধ্বনি সংবার্য্য ভেষয়ন্ সোদরিষ্যতো হয়ে।
প্রবীরাংশ্চাস্য সৈন্যস্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে। ৩৭
অভিমন্যুস্তু রাজানমর্দ্যমানং সোদরিক্ষয়ম্।
বিব্যধে রবিনাং শ্রেষ্ঠো বাহ্লীকাদ্যান্ মহারথৈঃ। ৩৮
বিহ্বলো বধ্যমানস্তু সৌভদ্রেণ মহাত্মনা।
অমন্যত রণে তূর্ণমাত্মানং বহুধাবিলম্। ৩৯
অদ্রিং জিঘৃক্ষন্ সময়ে সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
বাহুবোর্যস্য তস্যৈব ধারিত্রাস্ত মহাত্মনঃ। ৪০
আসন্নস্তু তু নিষ্ক্রিয়ঃ যুদ্ধমার্গবিবাহনে।
লক্ষ্যান্ ব্যাপয়ামাস সৌভদ্রঃ পাণ্ডবীয়ন্ ॥ ৪১
যাসিভিঃ ধীরা নিষ্ক্রিয়ঃ সৌভদ্রেণ রণে তদা।
সাদূ সাদিভি সৈন্যানাং প্রধানাংশ্চক্রু বিপাস্যতে ॥ ৪২
হাহাকারমুখাস্তত্র তব সৈন্যমযোধয়ন্।

ঘটৈর ভারবাঃ সর্বে পাণ্ডুসৈন্যমযোধয়ন্। ৪৩
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম মহাবীর্য্য তব ত্বেবাক্ত ভারত।
(পাণ্ডবানাক্ত বাহেন্দ্র সৈনিকানাং সুদারুণঃ)
নিঘ্নতাং দৃঢ়বক্ত্রাণাং দুর্বহাং তত্র দুষ্করম্ ॥ ৪৪
অস্তোরুঃ ১৪ হতে যুদ্ধে বেদেষাকিপা মানিনঃ।
সমরৈরবহুরাস্ত মূর্ত্তিভিরুত্তিভিরা ॥ ৪৫
ওঘৈরৈকাম নিষ্ক্রিয়ৈর্ধারয়ন্তিশ্চ পুনঃপুনৈঃ।
বিবাহঃ প্রাপ্তা চাক্রোক্তমযমন্ মহাত্মনম্ ॥ ৪৬
তুরগাস্ত পিতা পুত্রা পুরুষ পিতরঃ তথা।
ব্যাকুলীকৃতসর্বাঙ্গা দুদ্রুবুস্তত্র মানবাঃ ॥ ৪৭
হয়ে হয়ানি ত্যাগানি রথেরথাঃ রথিনঃ।
হস্তানাগৈশ্চ বিস্তানি হতাশ্বাস্ত মহারথাঃ ॥ ৪৮
আবন্তপক্ষৈঃ পূর্ণৈ রাজৈরনিশিতাঃ শরাঃ।
হৈমনৌতা ধারাজন্ত বিদুঃ কুরুমহারথাঃ ॥ ৪৯

অনন্তরিতে মহাবলশালী বীর, মহারথ এবং কুলাচার্য্য—এই তিন মহারথী দূরে থাকিয়া অভিমন্যুবধকারী পাণ্ডুপুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩৫

বিজ্ঞ অভিজ্ঞাতী বীর অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার অস্ত্রকৌশলে তাঁহার ঈপ্সিতের অন্তরালে নিবারণ করিয়া আপনার সৈন্যদের প্রধান প্রধান বীরগণের সমক্ষেই প্রেরণ করিলেন। ৩৭

অভিমন্যু রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকবিখ্যাত রাজা বাহ্লীককে নিজ বাহুবলে দমনীন করিয়া তাঁহার অশ্বগণকে বধ করিলেন। ৩৮

মহাবী অভিমন্যুকর্তৃক শীড়িত ও দমনীন হইয়া রাজা অন্য নিজ রথ হইতে আপনাকে পরিবর্তন এবং অন্যান্য অভিমন্যুবধের উপর নির্ভর সেই সময়ে তাঁহাকে আক্রমণ নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তিনি মহাবল মহাত্মা কুরুবংশীয় রথের উপর যাইয়া আরোহণ করিলেন। ৩৯-৪০

মুখের পরিত্রাণার্থে যুদ্ধবিষয়ে মুখর এবং পক্ষীরাজগণের সমানকারী অভিমন্যুর অভিমন্যু নিজের নিজ আরব অশ্বের সেই অবস্থাতেই তীব্র নৈপুণ্যবশতঃ নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ৪১

রাজন্! সেই সময় অভিমন্যুর অশ্বের নিক্ষিপ্ত অবস্থাতেই অভিমন্যুকর্তৃক নিক্ষেপ হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যদলের মুখ হইতে "সাধু সাধু" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ৪২

আপনার দুর্ধর্ষবীর অন্য মহারথীরা আপনার সৈন্যগণের সহিত এবং আপনার প্রধান সৈন্যেরা পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৩

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সমস্ত সমস্তের উপর যুদ্ধ করিতে এবং যুদ্ধে পরাক্রমশালী আপনার ও পাণ্ডবগণের সৈন্যের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ের মহাসংগ্রাম ঘটিতে লাগিল। ৪৪

সে যোদ্ধারাণী বীর সেই সময়ে সমস্ত সমস্তের কেশ রাশি ভার বধ, শির, ভুজ ও ভাহন প্রহার করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৪৫

অবশ্য যাইয়া তাঁহারা তরবারি, তরবারি এবং যুদ্ধ রাজ ঘোড়ার সমস্ত সমস্তের মধ্যেকে প্রেরণ করিলেন। ৪৬

সেই যুদ্ধে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যদিও সকল সৈন্যের মন অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সকলেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৭

আর্য! সেই সময়ে বিনষ্ট মহাপক্ষিগণের দুর্বহতায় পৃষ্ঠ-বিভূষিত যুদ্ধের মধ্য এবং অবমুক্ত তরবারি এখানে সেখানে পড়িয়াছিল। ৪৮

বর্ম অবয়ব হইতে পক্ষযুক্ত এবং হৈমনৌত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যোদ্ধাগণকে কর্তন করিতে লাগিল। ৪৯

হস্তিদন্ত-পরিস্তীর্ণং কাঞ্চনং রাজবেশ্ম তৎ।
চর্মাণি চাপবিদ্ধানি কৃষ্ণতিত্তিরিণি চ বিভো॥ ৪০
সুবর্ণবিকৃতাকারান্ পক্ষিণশ্চ হিরণ্ময়ান্।
তারুণ্যসমলঙ্কারাঃ প্রকীর্ণাঃ কনকোজ্জ্বলাঃ॥ ৪১
মুক্তাহারাশ্চ পতিতা মৃদিতানি স্রজশ্চ বৈ।
পরিযান্ পট্টবাসাংসি বিচিত্রাণ্যাস্তরাণি চ॥ ৪২
পরিস্তীর্ণং বিচিত্রাভিঃ কাপাশ্যাস্তিরান্ হেমপরিষ্কৃতান্।
ক্ষুদ্রা বস্তবিধাকারাশ্চাদ্যমানানি চ। ৪৩
নানাবিধানি পত্রাণি প্রসৃতা পতিতা লতাঃ।
জীবন্ত ইব বৃক্ষেষু পতদ্ভয়া মহাবনে॥ ৪৪
নরাধিপবিনির্মাল্যৈর্মাল্যৈর্বিলুলিতস্রজঃ।
পরমাস্তরণোপেতাঃ পেরতে ন নরাঃ ক্ষিতৌ॥ ৪৫
স্তম্ভৈরাদ্য-বৃ-নারীণাং শতীরবিবরৈর্বৃতা।
সমন্তা বসুধা হ্যেষা সর্বৈরেবিবরৈর্বৃতা॥ ৪৬

সমন্তে পরিবৈস্তৈস্তৈ পক্ষাস্তীর্ণবরোপমৈঃ।
বিস্তীর্ণৈঃ পাণ্ডরৈঃ প্রাসৈরন্তর্ভূমিকৃতৈঃ॥ ৪৭
পরিখৈরিভিসংবীতৈশ্চক্রাস্তীর্ণৈশ্চ সর্বতঃ।
সতীভিঃ সদৃশিভিঃ সমাস্তীর্ণা বেদিভী : ৪৮
বিশেষৈরুপবৈশ্চ শোভিতোপবনৈস্তথা।
সভাপুতিবনিবেশে বিবেশ বিচিতা মহী॥ ৪৯
সদনৈঃ সংবৃতৈর্বৃত্তৈরিন্দ্রকোষ্ঠোপমৈঃ।
মহিষ্কাপবৈশ্চিত্রৈরুপবিষ্টং চতুর্বিধম্॥ ৫০
বহুভূমিগতৈর্ঃ বিশ্বৈরাবিষ্টং অনুকূলৈঃ।
অযুতৈঃ শোভিতাদিত্যৈর্বিপ্রকীর্ণৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ॥ ৫১
ব্রহ্মাণ্ড সুকৃতা ভূমিঃ নানাবিধিবিবাসনৈঃ॥ ৫২
বিচিত্রবিত্তৈ বলাদৈশ্চ পরিবৈশ্চ সমন্তাতঃ।
বিস্তীর্ণৈঃ সর্বতৈশ্চৈব কক্ষাভূমৈঃ সমন্ততঃ॥ ৫৩

আবেদ্য যোজনায়—কনকুমারের মন্তক বীরবাহুর ভরবারি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অযুতবাহিনীগণ রাজার ঐশ্বর্যের মুষ্টি সমূহ ছিল এবং আহারের নানাস্থানে সুবর্ণ ভরান ছিল। এই প্রকার চারদিকে সুবর্ণের বিচিত্র আস্তরণযুক্ত চিত্রিত ছিল দেখা যাইল। ৪০

সুবর্ণমূর্তির প্রাণ, সর্বত্রকার পক্ষীগণ, স্বর্ণনির্মিত ঘণ্টা এবং স্বর্ণমূর্তির উজ্জ্বল পক্ষিসমূহ যেখানে সেখানে পড়িয়াছিল। ৪১

আরো! যেখানে বহু সুন্দর বস্ত্রও পতিত আছে। অতিশয় ভারী মুক্তা, পদ্মি, পট্টবস্ত্র এবং বহু চিত্রিসাদর এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ৪২

নানাপ্রকার বিচিত্র এবং সুবর্ণমূর্তির বহু বহু পতিত আছে। ঘণ্টা পুষ্প পাতিত (বিছান) নানাবিধ ফলক, চামর এবং ব্যজনও যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। ৪৩

নানাবিধ পত্রসমূহ হাতে লইয়া পৃথিবীতে পতিত প্রাণহীন মহাবনী লতাসমূহ যেন জীবিত আছেন বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল। ৪৪

বহু নৈবেদ্য পড়িয়া থাকায় রাজপথ বিকীর্ণ হইয়াছে এবং বহু মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ হইতে ভূপাতিত হইয়া ভীষণভাবে ভয়ঙ্কর দৃশ্যসমূহ রহিয়াছে। ৪৫

রাজন্! এইরূপ অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণের মৃত-শরীরে সমস্ত ভূমিই আচ্ছাদিত হইয়া সেই সময় সর্বত্রসমস্তে আচ্ছাদিত হওয়ায় স্থান মনে হইয়েছিল। ৪৬

সমস্ত পরিখাসমূহ, চক্রসমূহ, শক্তি, ঘষ্টি, বন্দুক, শতীঘ্ন, প্রাস, লৌহনির্মিত মুষল, পরশু, ভিন্দিপাল এবং শতঘ্নী (তোপ)—এই সমস্ত অস্ত্র ও ইহাদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া বহু মৃত সৈন্য সমস্ত ভূমিই আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। ৪৭-৪৮

পরমধার্মিক মহারাজ! সেখানে ভূমিতে এমন কিছু স্থান পতিত হইয়াছিল, যাহাদের মুখ হইতে ফেন পর্যন্ত বাহির হয় নাই। এমন কিছু স্থান ছিল, যাহাদের মুখ হইতে অল্প অল্প প্রকাশ হইয়েছিল। প্রায় সকল ব্যক্তিই তখন রক্তাক্ত ছিল এবং বহু এমন দেহ পড়িয়াছিল, যাহারা নিদ্রায় ছিল। এই সব দেখিয়াশুনিয়া ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ৪৯

রাজন্! ভূমিতে পতিত কুণ্ডলযুক্ত সুন্দর মস্তকগুলি, যেসমস্ত বীরগণের বহু ভরসা (সম্মান), বেষ্টনযুক্ত এবং চন্দন-চর্চিত বাহুসকল, হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুন্দর উরুযুগল ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় এবং উত্তম চূড়ামণি-(মুকুট)-যুক্ত ও কুণ্ডলপতিত মস্তকসমূহের দ্বারা ভূমি অত্যন্ত শোভাযুক্ত হইয়েছিল। ৫০-৫১

রক্তসিক্ত হইয়া এদিকে ওদিকে পতিত সুবর্ণের অলঙ্কারে এই ভূমিকে এমন অধিক শোভা পাইতেছিল যে, যেন বিধাতা নানা স্থানে স্থানে পতিত আছে। ৫২

চারিদিকে বহু ভূমি পতিত ছিল, বহু স্থান পতিয়াছিল এবং স্বর্ণনির্মিত পক্ষসমূহ বহু স্থানে চারিদিকে স্থাপিত ছিল। ৫৩

হৈশ্চ নদ্ধিতা ভূমেঃ কিঞ্চিদ্বীরাসনস্থিতৈঃ।
বাহ্যিভিশ্চ হৈর্বাহৈঃ প্রস্তরৈশ্চ সমোপিতৈঃ ৪৪
অন্তরৈঃ পত্রাকারৈশ্চাপ্যালম্বনকৈরপি।
প্রবীরাণাং মহাসত্ত্বৈর্বিপ্রকীর্ণৈশ্চ পাদুকৈঃ। ৪৫
প্রস্তরৈশ্চ মাতঙ্গৈঃ পত্রাসনৈর্বিরচিতা মহী।
নানারূপৈশ্চলদ্ভাবৈঃ প্রাদুর্ভাবাদলঙ্কৃতা। ৪৬
ধরিত্রিপ্রাপকৈশ্চক্র শ্চ প্রাসৈর্নাগবেষ্টনৈঃ।
ভটৈঃ সকং বিমুক্তদ্ভিঃ শীঘ্রঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। ৪৭
বিমলৌ তদ্ দদ্যমানঃ ক্ষত্রধর্মৈর্বিধাচারৈঃ।
নানারূপৈঃ কবচৈশ্চ পরিচ্ছাদৈশ্চ ধন্বিনাম্ ।৪৮
হৈমূর্ধ্ববিধিভিশ্চৈব পরিচ্ছাদৈশ্চ ভূষিতৈঃ।
ধ্বজৈশ্চিহ্নৈ শ্চ নেত্রাণাং পরিচ্ছাদিঃ সমন্বিতঃ ।৪৯
বিপাটিবিচিত্রাভিঃ কুথাভিশ্চাপ্যলঙ্কৃতা।
হৈরেবৈশ্চিত্রবর্ণৈশ্চ কম্বলৈশ্চাজিনৈরপি ৫০

হৈশ্চ বস্ত্রবাজিছৈরন্যৈশ্চাপি কাম্বলৈঃ।
অন্যানাং বেশুকলিলৈ শ্চন্দ্রমণ্ডলবন্ধুরৈঃ। ৫১
সাদিনাঃ মুকুটৈশ্চিত্রৈঃ পরিচ্ছদৈঃ সাদরৈস্তথা।
প্রাসৈশ্চ বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিমলাভিস্তথাসিভিঃ ৫২
উষ্ণীষৈশ্চ তথাচিত্রৈর্বিচিত্রৈর্বেষ্টকৈস্তথা।
বিচিত্রৈর্গণবর্গৈশ্চ ভারতপরিচ্ছদৈঃ। ৫৩
অন্যান্যপরিবারৈশ্চ বাহনৈর্বিবিধৈস্তথা।
অনেকরূপাবিবিধিবিচিত্রৈশ্চ মহাবলৈঃ। ৫৪
হস্তৈরশ্বপরিবৈশ্চ চামরৈর্ব্যজনৈরপি।
পাদমূহাভিরিষ্টৈশ্চ বলৈশ্চাপ্যনুগতৈঃ। ৫৫
ধৃতমুদ্রাভিরত্যর্থং বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ।
অপরিক্ষেদ্যবাহৈশ্চ সুবর্ণোজ্জ্বলকুণ্ডলৈঃ। ৫৬
প্রবলক্ষত্রবলা ভৌরিবাসীদ্ বসুন্ধরা।
এবমেতে মহাসেনে মুদিতে তত্র তারত ।৫৭

সমাবেশের মুখ্যস্থানসমূহের আশে বিমুক্তি বহু কক্ষ তারা-বরায় পরিব্যাপ্ত ছিল। এই প্রাঙ্গণে বলসমূহের আবাসের জন্য বহু বড় বড় তাম্বুর দ্বারা ছিন্ন শিবির রচিত পরিদৃষ্ট হইত। ৪৪

অন্তরঙ্গ (রাজার ব্যক্তিগত অঙ্গরক্ষী), পত্রাকার, উপাসন (দূরে) স্থান এবং প্রধান প্রধান বীরগণের ভেরবর্ণের বড় বড় পতাকাসমূহ চারিদিকে বিস্তীর্ণ ছিল। ৪৫

মাতঙ্গের উপর স্থাপিত হর্ম্মাবলি, এবং অন্যত্র বহু দূরে বাসাবলি অবস্থান করায় ভূমিকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। ৪৬

যে সকল বিভিন্ন দূরগামী শরীরের মধ্যে প্রাস-যন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা শত্রুর শরীর ভেদ করা যাইতে পারিত এবং যাহা বারবার ফিরিয়া আসিতেছিল এবং অন্যান্য যোদ্ধ পরিবেষ্টিত ছিল। ৪৭

এই স্থানে সেই রাজের অন্য অনুযোদ্ধাগণ পর্যায়ক্রমে পরিবেষ্টন করিয়া ছিল। সেখানে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বস্ত্র সকল, রক্ষিগণের পৃষ্ঠে বিমান আকার এবং হৈমূর্ধ্ববিধিবিশিষ্ট বহুমূল্য ধ্বজ সকল পরিদৃষ্ট হইত।

চারিদিকেই অস্ত্রাবরণের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইত। ধ্বজাদিতে পৃষ্ঠে পাদুকা ও বিশেষ বিশিষ্ট বস্ত্র সকল এবং অন্যান্য স্থানে স্থানে ঝুলান ছিল। কবচসমূহ বিভিন্ন আকার এবং বর্ণবিশিষ্ট হইয়া যথাস্থানে পরিদৃষ্ট হইতেছিল। ৪৮-৫০

বস্ত্র সকল পরিদৃষ্ট হইতেছিল, তুরগদিগের পরিচ্ছদ-সমূহ, তুরগদিগের পরিচ্ছদ সকল, চামর, ব্যজন, বীর যোদ্ধাদিগের অনেকরূপ ধ্বজা বিভূষিত, ধ্বজ ও চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি চিহ্নযুক্ত (যোদ্ধ ও নাগি)-সমূহ এবং বিভূষিত ছিন্ন বস্ত্রসমূহ—যাহাদের মধ্যে স্বর্ণ সূত্র সংযোজিত ছিল, চারিদিকে বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হইতে। যথারাজ! এই সব বস্তুতে আচ্ছাদিত হইয়া সেখানকার ভূমি এত ও সমস্তস্থলে পরিপূর্ণ আকারের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল।

আরও। এইরূপে আসনের ও পাদত্রাণের উপযুক্তরূপই বিশাল বৈজয়ন্তিকী পতাকা সকলের সমূহীন হইয়া মুখমণ্ডল বিস্তার হইতে থাকিল।

৪৭ প্রতীয়মান অবস্থানে আসুর দ্বারা রাখিবার ব্যবস্থিত বস্ত্র সকল, অথবা বহু অস্ত্রাবরোহীদের হস্তে ধৃত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল প্রাস এবং বিশেষ তীক্ষ্ণতম ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। ৭১-৭৯

স্থানে স্থানে পতিত বিচিত্র বস্ত্র উষ্ণীষ (পাগড়ী প্রভৃতি), অলঙ্কারের ন্যায় পতিত বর্ণবহুবিধ বাহনসমূহের বাসসমূহ, অবস্থানের পৃষ্ঠদেশের বহু চর্মনির্মিত আসনসকল, যাহারা বড় বড় হইয়া দুলিতেছে হইয়া রহিয়াছে এবং বরপতিগণের মুকুটই আছে বহুমূল্য ও বিচিত্র অলঙ্কারসমূহ চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। ৭৯-৭১

এদিকে ওদিকে পতিত বৃষগণের ঘণ্ট, চামর, ব্যজন, বীর যোদ্ধাদিগের অনেকরূপ মুকুটে বিভূষিত, ধ্বজ ও চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতিযুক্ত ধ্বজ (যোদ্ধ ও নাগি)-সমূহ এবং বিভূষিত ছিন্ন বস্ত্রসমূহ—যাহাদের মধ্যে স্বর্ণ সূত্র সংযোজিত ছিল, চারিদিকে বিভিন্নভাবে পরিদৃষ্ট হইতে। যথারাজ! এই সব বস্তুতে আচ্ছাদিত হইয়া সেখানকার ভূমি এত ও সমস্তস্থলে পরিপূর্ণ আকারের ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল।

আরও। এইরূপে আসনের ও পাদত্রাণের উপযুক্তরূপই বিশাল বৈজয়ন্তিকী পতাকা সকলের সমূহীন হইয়া মুখমণ্ডল বিস্তার হইতে থাকিল।

পাঞ্চাল্যঃ সমাদায় তব যোধাঞ্চ সঞ্জয়ে।
যেষু সাধ্যেষু জয়েষু বৃদ্ধিষ্যেষু চ ভারত। ৭৮
যাস্যি সমরধর্মং তত্র নাপক্রমে ভয়োঽনুগম্।
ততোঽব্রবীন্নৃপান্ পার্থো গ্রহণে কুরুপাণ্ডবাঃ। ৭৯
রক্তবীর্যেণ যুদ্ধেষু তু বর্ধমানে মহাত্মনে।

অব্রবীন্নৃপতিঃ তত্র কৃষ্ণা সহিতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
বৃদ্ধিমন্তো মহাত্মানো গত্বা বসতিবিনঃ ফলম্। ৮০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভারতোদ্যোগে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭৬

অনন্তর! সেই সময় যখন অধিকাংশ সৈন্যের পরিচ্ছদে ও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তখন যোদ্ধা অবসন্ন হইল, রাত্রি হইয়া আসিল এবং আমরা আমাদের অনুযায়ীদিগকে যেমিত পাইলাম না, তখন যৌধ ও পাঞ্চালগণ নিজ নিজ সৈন্যশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া গমন করিলেন। ৭৮-৭৯

পুনরায় সেই মহাত্মাগণ এবং অন্যান্য যোদ্ধগণ প্রত্যেকেই যৌধ ও পাঞ্চালগণ একত্রে নিজ নিজ সৈন্যশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া যে যে শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৮০

ভীষ্মপর্বে শ্রেষ্ঠমহাত্মা সহস্রাধ্যায়ী সংহিতা ব্যাসমহাত্মা ভীষ্মপর্বাধ্যায় ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু ভীষ্মবিদ্যের যুদ্ধসম্বন্ধিবিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণসহিতে সর্বপ্রধানরূপে পাণ্ডবেরা যখন সর্বসৈন্যপরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে ভীষ্মের প্রতি দুর্যোধনপ্রেরিত হইলেন।)

সঞ্জয় উবাচ।

অথো দুর্যোধনো রাজা পঞ্চবিংশতি সৌনিকঃ।
দুঃশাসনস্য পুত্রেণ পুত্রপুত্রেণ দুর্মদঃ। ১
সমাসাদ্য মহাব্যূহং ব্যূঢ়ং চক্রুবিনির্মিতম্।
দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে ভেরয়োঃ সমনা ইতি। ২
অথো দুর্যোধনো রাজা সর্বানীকানি সর্বশঃ।
সুতপুত্রং সমাজ্ঞাপ্য সৌনিকং মহাবলম্। ৩

যোধো ভীষ্মঃ কুরুঃ পশ্যন্ সৌনিকস্তিষ্ঠ সংযুগে।
ন পাণ্ডবান্ প্রতিব্যূহন্তে ন জাতু যুদ্ধ কর্হিচন্। ৪
অবধ্যমানান্তে চাপি ক্ষপয়ন্তি বলং মম।
সোঽপি ভীষ্মঃ কুরুঃ পশ্যন্ সংযুগে সংযুগে। ৫
(যদি যুদ্ধবিদুষে চাপি ভিন্তাদ্ভি তি পাণ্ডবৈঃ।
যোধশ্চ প্রমুখে যোধা হন্যমানে মমারয়ো মম।
ভীষ্মস্যেবং যাবদে মম চৈবমুপক্রমঃ।)
নিকৃতঃ পাণ্ডবৈঃ সর্বৈরবধ্যৈরপি সংযুগে।

অনন্তর! হে মহারাজ! তখনত্তর রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসনপুত্র পঞ্চবিংশ, আমাদের পুত্র দুঃশাসন ও দুর্মদ বীর সুতপুত্র কর্ণ—ইহারা সকলে মিলিত হইয়া অতীব বর্ণা-বিন্যাস অনুসারে ব্যূহিত সেনাদিগের সহিত বিরাজমান যুদ্ধ পরাজিত করা যায়। ১-২

সেই সময় রাজা দুর্যোধন সুতপুত্র কর্ণ এবং মহাবল শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সব মহিমর্ণবে বলিলেন। ৩

হে যোধ! ভীষ্ম কুরু সকল সৌনিকস্তিষ্ঠ সংযুগে।
ন পাণ্ডবেরা

সোঽহং জ্ঞাতিবধাদ্ভীতঃ প্রব্রজিষ্যে ত্বয়া বৃতঃ। ৬
(এবমুক্তস্ত রাজেন্দ্রো দুর্যোধনবিমর্ষণম্)
ভরতর্ষভমাসীনং সূতপুত্রো মহারথম্।
কর্ণ উবাচ।
যা সোঢ়া ভরতশ্রেষ্ঠ ত্বদ্বিধৈরন্যৈঃ ক্ষিতিঃ ক্ষমা। ৭
ভীষ্মঃ শান্তনবস্তূর্ণমস্ত্রাগ্নৌ মহারথান্।
নিধায় যুধি বাণেষু স্বয়ংপতত্ত ইবাহবে। ৮
অহঃ পার্থৈঃ সনির্মাদি সহিতান্ সর্বসোমকৈঃ।
পঞ্চভো যুধি ভীষ্মস্য সদৃশো ন্যস্তশস্ত্রিণঃ। ৯
পাণ্ডবেষু ন্যস্তশস্ত্রঃ স হি ভীষ্মঃ প্রশংসতি নৌ।
অবতস্থানমে ভীষ্মো জেতুমেতান্ মহারথান্। ১০
অভিমানী রণে ভীষ্মো নিত্যঃ চাপি রণপ্রিয়ঃ।
ন ত্বধঃ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে জেষ্যতে তাত সত্তমান্। ১১
ন ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা ভীষ্মমঃ শিবিরং প্রতি।
অনুজানাহি তূর্ণং ত্বং নরা ন্যস্তশস্ত্রমম্। ১২

ভক্তপক্ষে তথা ভীষ্মে নিত্যমাত্ম পক্ষ পাণ্ডবান্।
মন্যেঽহমেব রাজন্ অসুরক্ষণমবাপ্তবান্। ১৩
(এবমুক্ত স্তদা কর্ণেন পুত্রো দুর্যোধনস্তদা।
অন্নবীদ্ ভারতং তত্র দুঃশাসনমিদং বচঃ। ১৪
অনুযাহি ত্বরা সর্বে সজ্জীভবথ সর্বশঃ।
দুঃশাসন ত্বরা ক্ষিপ্রং সর্বযোধপুরস্কৃতঃ। ১৫
এবমুক্ত্বা তদা রাজন্ কর্ণায় ভরতর্ষভঃ।
অনুজ্ঞায় রথে ভীষ্মমেবাভ্যযাদ্ বিশাং পতে। ১৬
আসাদ্যাথ তদা ভীষ্মং রথানীকমবস্থিতম্।
অপক্রান্তে তদা ভীষ্মে প্রাবিশদ্ভরতর্ষভঃ। ১৭
বিশন্তমন্তরং তূর্ণং সূতপুত্রং বিশাম্পতে।
দদৃশো ভারতশ্রেষ্ঠঃ সাদ্যুদ্যতমহাবিক্রমম্।
আরোহন্তং রথং তূর্ণং ভ্রাতরং দুঃশাসনস্তদা। ১৯

পাণ্ডবেরা সৈন্যপালী বীর ও সৈন্যগণের অধ্যক্ষ। তাহাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আমি আজ ভীষ্মের সমক্ষে পতিত হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আমি কেমনে তাঁহাকে যুদ্ধ করিব? ৬

এই কথা বলিয়া পুত্রপুত্র কর্ণ পরাক্রমশালী মহারাজ দুর্যোধনকে এবং বলিলেন। কর্ণ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! দোষ করিব না। আমি তোমার প্রিয় কার্য করিব, কিন্তু পাণ্ডবগণের ভীষ্ম এই মহাসংগ্রাম হইতে অতি সত্বর অবসর হইবেন॥

ভরতবংশের বৃদ্ধ! যখন এই যুদ্ধ সমাপনের ভীষ্ম স্বয়ং পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি সর্বসৈন্যের এই যুদ্ধ হইতে বিমুক্ত হইবেন, তখনই আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ভীষ্মের সমক্ষেই আমি সমস্ত সোমকদিগের সহিত একাই বিপক্ষ পাণ্ডবগণকে বধ করিব॥ ৭-৯

ভীষ্ম সর্বদাই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং যুদ্ধ তিনি এই আততায়ী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে অসমর্থ॥ ১০

তাতঃ! যদিও ভীষ্ম যুদ্ধে অভিমানী এবং সর্বদাই রণপ্রিয়, তথাপি পাণ্ডবগণের উপর স্নেহবশতঃ তিনি কিরূপে যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন? ১১

ভারত! অতএব তুমি শীঘ্রই এখান হইতে ভীষ্মের শিবিরে যাইয়া তোমার সুহৃদ্গণের যুদ্ধ নিবারণকল্পে অনুমতি-বিষয় করিয়া আসিবে। ১২

ভরতবংশীয় রাজা! ভীষ্ম অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে পাণ্ডবগণ কেবল একাকী আমার দ্বারাই যুদ্ধে ও বহু-ভারতবর্ষের সহিত নিধন হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। ১৩

কর্ণ এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্যোধন সে-স্থানেই বীর ভ্রাতা দুঃশাসনকে এই কথা বলিলেন,—দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র সর্বসৈন্যগণকে এরূপ ব্যবস্থা কর, যাহাতে রথী-বিহীন সমস্ত আবশ্যকীয় রথ সামগ্রী সজ্জিত থাকে। ১৪-১৫

রাজন্! দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়া রাজেন্দ্র দুর্যোধন কর্ণকে বলিলেন,—পরাক্রমী! আমি মহাসমরের মধ্যে তোমার মুখ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক ভীষ্মের কথাই শুনিয়া এখনই তোমার নিকট ফিরিয়া আসিব। ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইলে তুমি অবশ্যই ভাতৃগণের পক্ষপক্ষকে প্রহার করিবে। ১৬-১৭

প্রভাময়! অনন্তর আপনার পুত্র দুর্যোধন অতি সত্বরই ভীষ্ম রক্ষিত সৈন্যের সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। তখন মনে হইতে লাগিল—যেন ইন্দ্র দেবগণযুক্তের সহিত স্বীয় ভবন হইতে বহির্গত হইলেন। ১৮

সেই সময়ে রাজা দুর্যোধন বীর ভ্রাতা নিহতকল্প সারথী দুঃশাসনকে দুর্যোধনের এই আদেশ উপর আরোহণ করাইলেন। ১৯

অক্ষৌ যন্ত্রমুষ্টৌ হস্তাভরণবান্ নৃপ।
বার্ষ্ণেয়ান্ত্যো মহারাজ বিরথো ন পথি ব্রজন্ ॥ ১০
তত্তীক্ষ্ণমুসলিকাখেন তপনীয়বিভূষিত।
অস্থিনিষ্ঠ পরাসোঽ চ হৃদয়েন সুপর্ণিনা ॥ ১১
অন্যোঽন্যহরণাকীর্ণঃ শিরোবেশসমাকুলঃ।
তত্তদে বিমলাভিখ্যান্ নরশীর্ষ বিবাসসঃ ॥ ১২
তং প্রয়ান্তং মহারাজ ভীমস্য বিবিধৈঃ প্রতি।
অন্বগচ্ছন্ পুরোধায়াঃ সর্বলোকস্য ধর্মবিৎ। ১৩
আবন্ত্যশ্চ মহেষ্বাসাবিন্দো চৈব মহারথৌ।
হয়ানবন্তে সমাস্থায় গন্ধারেশ্চ ত ভারত ॥ ১৪
রথানন্তে মহারাজ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
আত্তশস্ত্রাশ্চ সুভৃশং রক্ষণার্থং মহীপতে ॥ ১৫
প্রাদুর্ভূতং পরিক্ষাঃ সঙ্কুলেষ্বায়তা দিবি।
ন পূজায়ামঃ দুষ্কৃতিঃ কৌরবাণাং মহাত্মনাং। ১৬

প্রথমো নগরং রাজা গান্ধারস্য মহাত্মনঃ।
মহাত্মানঃ সমস্তঃ লোকৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৭
ধন্বিনঃ ধন্বিনঃ তালে দন্তুত্য অমুক্তঃ তদা।
হস্তিস্কন্ধোপগাঃ সৈন্যাঃ সর্বতঃ পরিবব্রিরে। ১৮
প্রগৃহ্যাঙ্কুশান্ নৃপাস্তুতান্ সর্বতো দিশঃ।
তত্রাসন্ মনুষা ঘাতো নাগারোহবিবাসিনাম্ ॥ ১৯
সাদিনশ্চাপি সূতৈশ্চ বালৈশ্চ মহারথাঃ।
পূজয়ানশ্চ তান্ সর্বান্ সর্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ। ৪০
(এষা ন প্রথমো রাজা সহীসন্তমমাকুলঃ)
প্রতীপঃ কাঞ্চনৈস্তত্র মহারাজাবসেটিতৈঃ।
পরিবব্রুর্মহারাজ প্রক্ষন্তিঃ সমন্ততঃ। ৪১
ন তৈঃ পরিবৃতো রাজা প্রতীপঃ কাঞ্চনৈর্বৃতঃ।
তত্তদে চন্দ্রমা দৃষ্টো নীহারৈরিব সংবৃতঃ। ৪২

হে নৃপ! হে মহারাজ! সকলে মুষ্টি, বাহুতে অস্ত্র এবং হাতে অন্যান্য অলঙ্কার ধারণ করত পঞ্চবিংশ যখন রথিতে রথিতে যাইবার সুযোগ অধিকার পোষা পাইতে লাগিলেন। ১০

তিনি বর্ষীয়ান্ত ও সুবর্ণভূষণ তীক্ষ্ণধার বজ্রসদৃশ সুদৃঢ়িত চক্রন পরীরে ভেদন করিয়াছিলেন। ১১

রাজন্! যখন তাঁহার সর্বাঙ্গ নিশিত বাণ আঘাতিত ছিল। তিনি সিংহসদৃশ আকারিত আততায়ী সূর্য অবলম্বিতে যাইতে লাগিলেন এবং নিজের নিশিত প্রভায় আকাশে সূর্যসদৃশ সুশোভিত ছিলেন। ১২

তাঁহার নিধি অভিমুখে গমনকালে মহাত্মাই দুর্যোধনের পক্ষগণ সমস্ত জগতের মহাত্মাই কৌরবপক্ষীয় সকলদিগকে এবং বিপক্ষ যোদ্ধারী তাঁহার আক্রমণ সেই ভাবে যাইতে লাগিলেন, যেভাবে ইন্দ্রের পশ্চাতে দেবগণ গমন করিয়া থাকেন।

রাজন্! কেহ কেহ আসন্ন উপর এবং কেহ কেহ দূরীর উপর আরোহণ করিয়া আবার কেহ কেহ রাজার উপর আরোহণ করত সর্বদিকে মহাত্মা দুর্যোধনকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্যোধনের রথের যত সমস্ত মুহূর্তে অন্যান্য সকল তাঁহার সহিত সেইরূপে যাইতে লাগিলেন, যেরূপে ইন্দ্রের রথের পশ্চাৎ দেবতাগণ অন্যান্য করত তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকেন।

এইরূপে কৌরবগণ সকলে পূর্বদিক হইয়া মহারাজ কৌরবরাজ দুর্যোধনের সম্মুখে ভীষ্মের শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্যান্য সর্বলোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ১৩-১৫

উভয়পক্ষের রাজা দুর্যোধন সেই সময় সম্পূর্ণ সজ্জাকে সজ্জিত করিয়া সর্বে, হস্তিস্কন্ধস্থ বিশাল এবং অশ্বপৃষ্ঠের বিশালে বিপুল সৈন্য পরিবৃত হইতে উচ্চে উঠিয়া চারিদিকে উত্তিত বিভিন্ন দেবতাদী মহাত্মাদের প্রধানগণদিগকে পূজার করিতে করিতে তাঁহারা মধু যাত্রা শুরু করিতে লাগিলেন। ১৬-১৯

সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বরের মহাবলশালী রাজা দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সূত ও মাগধগণের স্তুতিতে বিজয় ঘোষণা করিতে করিতে এবং সকল মহাবলশালী সমস্ত হইতে হইতে ভীষ্মের শিবির অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৩০

সুসজ্জিত সৈন্যে পরিপূর্ণ সুবর্ণময় প্রতীপ দ্বারা মহাত্মাদের দ্বারা মহারাজ দুর্যোধনকে চারিদিকে বিভিন্ন যাইতে লাগিলেন। ৩১

সেই সুবর্ণময় প্রতীপদ্বারা কৌরবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভাতকালে রাজা দুর্যোধন প্রভাতকিরণে মহাত্মাদ্বারা সমৃদ্ধ সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ৩২

বাহুবোজীবিতক্ষয় ক্ষেত্রকর্ষণমাগতঃ।
শ্রোণসারাস্তঃ পনৈকৈঃ জনঃ সর্বত্র বিদ্যতে ॥ ৩৩

সন্ত্রাসাচ্চ তু তত্রো রাজা ভীষ্মস্য সমরঃ তদা।
অবতীর্য হয়াজ্জাশি ভীষ্মঃ প্রাপ্তো জনেশ্বর ॥ ৩৪

অভিবাদ্য ততো ভীষ্মঃ নিত্যঃ পরবাজিনে।
কাঞ্চনে সর্বরোক্তে স্পর্শাস্তিরণকৃতে। ৩৫

উবাচ প্রাঞ্জলির্ভীষ্মঃ বাষ্পকণ্ঠো।ঽকলোচনঃ।
যা গতিঃ তি সমাজিত। সাক্ষুণে পক্ষপূরুষ ॥ ৩৬

উৎসহেয় রণে জেতুং দেবরাজমপি প্রভো।
কিমু পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ সমুদ্যতসমাহবান্। ৩৭

তস্মাদ্বৈতি পাদেন কৃপাং কর্তুং যদি প্রভো।
অহি পাণ্ডুসুতান্ বীরান্ মহেন্দ্র ইব শত্রবান্ ॥ ৩৮

অহং সর্বান্ মহারাজ নিহনিষ্যামি সোমকান্।
পঞ্চালান্ কেকয়াংশ্চ সার্ধং বৃষ্ণ্যন্ধকৈরিতি তাবহে। ৩৯

তথেতি সত্যমেবাস্তু ইহি পার্থান্ সমাশ্রয়।
সোমকাংস্তু মমেত্যাহ সত্যবাক্ তব তাত ॥ ৪০

বরয়া বরি বা রাজন্ ক্ষেত্রকার্যায় প্রভো।
মদ্বচনাদ্বরয়া বাপি মম রক্ষসি পাণ্ডবান্ ॥ ৪১

অনুজানীহি সমরে কর্মবাহমহোদ্যমম্।
ন হেষ্যামি রণে পার্থান্ সমুদ্যতসমাহবান্ ॥ ৪২

ন এবমুক্তঃ নৃপতিঃ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
মোহাদ্ বচনং কিঞ্চিদ্ ভীষ্মং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মং প্রতি দুর্যোধনবাক্যে
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অর্থাৎ ভীষ্মের (পাশবী) আজ্ঞা অনুসারে রথে বেগ ও অশ্বগণের (রাজাগমনসূচক সাধারণের) সহিত রাজগণও দ্রুতগতি পুনঃ পুনঃ বীর বীর চারিদিকে অনায়াসে পলায়নের পলায়নের যাইতে লাগিল। ৩৩

তাহার পর রাজা দুর্যোধন ভীষ্মের সুখের নিমিত্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভীষ্মের সম্মুখে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি পলায়নে সকলের-অগ্রগামী সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিরাপদ উপবেশন করিলেন ৩৪-৩৫

তখনকার অবস্থাবিশেষের ভয়াকুলি হইয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে সেই ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন,—পক্ষপুরুষ! আমরা আপনার আশ্রয় লইয়া সংগ্রামে ইচ্ছার সম্পূর্ণ দেবতাগণী ও পাণ্ডবগণকেও জয় করিতে উৎসাহ রাখি, সুতরাং নিত্য এবং অনুরাগসহকারে সহিত বীর পাণ্ডবদিগকে জয় করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? পক্ষএব প্রভো! মহারাজ! আপনি আমার উপর কৃপা করুন। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি বীর পাণ্ডবদিগকে বধ করুন ॥ ৩৬-৩৮

মহারাজ! ভরতবংশের! আমি কেকয়গণের সহিত সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল এবং বৃষ্ণ্যন্ধকগণকে নিহত করিব—আপনার এই কথা সত্য হউক। ভারত! আপনি সুখে উপস্থিত থাকুন। আমি সংগ্রামে পরিশ্রম করিয়া আপনার আশ্রয়ে আপনি সত্য পরিশ্রম করুন ॥ ৩৯-৪০

শত্রুনাশী রাজন্! যদি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশে অথবা আমার ভুজবীর্যবশতঃ আমার প্রতি স্নেহবশে রাখিয়া আপনি পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিতে থাকেন, তবে মহাযোদ্ধা অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করুন। তিনি যুদ্ধস্থলে ও রাজগণের সহিত যুদ্ধোদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিবেন ॥ ৪১-৪২

সত্যপরাক্রমী ভীষ্মকে এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধন বীরব হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিলেন না ॥ ৪৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মের প্রতি দুর্যোধনের বাক্য-বিষয়ক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের দুর্যোধনসমীপে অর্জুন পরাক্রমবর্ণন, তদ্দর্শনে দুঃখ কর্তৃ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, প্রাতর্যুদ্ধারম্ভের ভীষ্মের রক্ষার ব্যবস্থা ও।]

সঞ্জয় উবাচ।

বাক্যশল্যৈরবধ্যন্তং সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো নোবাচ প্রিয়মপ্রিয়ম্। ১
স ধ্যায়ন্ দুঃখিতঃ কালং দুঃখ-রোষসমন্বিতঃ।
অমর্ষাদ্ধো যথা নাগঃ প্রশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ। ২
উদ্বৃত্য চক্ষুষী কোপাদ্বিস্ফারিতমিব ভারত।
সংবীক্ষ্য পুরুষব্যাঘ্রঃ লোকঃ লোকবিনাং বরঃ। ৩
অব্রবীৎ তব পুত্রং স নাম সূর্যসমিতা বচঃ।
কিং ন দুর্যোধনৈবং মাং বাক্যশল্যৈরকৃন্তসি। ৪
ঘটমানং যথাশক্তি যুধ্যন্তং তব চিন্বিয়ম্।
ভূয়শ্চাবং সমরে প্রাণাংস্তব বৈ প্রিয়কাম্যয়া। ৫

যদা তু পাণ্ডবঃ পূর্বং বাণবেগমিমর্দনঃ।
পরাজিত্য রণে পক্ষং পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৬
যদা চ মাং মহারাজ শরবর্ষৈরবোধয়ন্।
অযোধয়ং পাণ্ডুসুতঃ পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৭
অবমানেষু ঘূতেষু রোষেষু তব চৈব হি।
শুক্লমুক্তেষু বাণেষু পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৮
যদা স সহিতান্ সর্বান্ বিরাটনগরে তদা।
একঃ এব সমুদ্যচ্ছঃ পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৯
রোমহর্ষণ মুক্তেষু শরেষু নিশিতা সাকুথে।
যাস্যামি ত্বা সমাসাদ্য পর্যাণুদ্য বলির্মম। ১০

অষ্টনবতিতম অধ্যায়

[ভীষ্ম কর্তৃক দুর্যোধনের নিকট অর্জুনের পরাক্রমের বর্ণন এবং অমর্ষ দূর করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ও প্রাতঃকালে দুর্যোধনের দ্বারা ভীষ্মের রক্ষা ব্যবস্থা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের বাক্যবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া মহাত্মা ভীষ্ম অধিকক্ষণ দুঃখিত হইলেন, তথাপি তখন তিনি দুর্যোধনকে অল্প কথাও বলিলেন না। ১

তিনি ক্রোধে ও রোষের আবিষ্ট হইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে যেমন অক্ষুণ্ণ শিক্ষিত বৃষভ ভার বহন করিতে পারিবেন। ২

অনন্তর। পুরুষশ্রেষ্ঠ লোকে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া লোকবিনাশের ন্যায় যেন তীব্র ভাবেতে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি দেখা, অন্তর ও ধ্বংসের সহিত সম্পূর্ণ লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ৩

অনন্তর তিনি পাণ্ডবের পুত্রকে সান্ত্বনাপূর্বক করিতে করিতে বলিলেন,—পুত্র দুর্যোধন! তুমি এরূপ বাক্যবাণে আমাকে কেন আঘাত করিতেছ? আমি ত' যথাশক্তি পরাক্রমের সহ করিয়া যুদ্ধ করিয়া যাইতেছি এবং তোমার প্রিয় কার্যসাধন সর্বদা নিরত আছি। কেবল ইহাই নয়, তোমার প্রিয় করিবার জন্য প্রাণেরও আমি নিত্য প্রদত্ত আছি। ৪-৫

যখন তুমি পাণ্ডবকে পূর্বে বাণবেগবিমর্দনকে পরাজিত করিয়া পক্ষ পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৬

যখন ও আমি মহারাজ শরবর্ষে তাঁহাকে অবরোধ করিয়াছিলাম, তখন অর্জুন এবাহীই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অসহিষ্ণু পরাক্রমের মধ্যে উদাহরণ। ৭

অর্জুন আমার ক্রুদ্ধ হইয়া রোষাগারে এবং আমাদের ও ক্রুদ্ধ পরাজিত করত সকলের মন গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অধিক পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা দৃষ্টান্ত। ৮

যখন সে সহিত সর্বান্ বিরাটনগরে তদা।
একঃ এব সমুদ্যচ্ছঃ পর্যাণুদ্য বলির্মম্। ৯

রোমহর্ষণ মুক্তেষু শরেষু নিশিতা সাকুথে।
যাস্যামি ত্বা সমাসাদ্য পর্যাণুদ্য বলির্মম। ১০

কিন্তু তোমার এ-বিষয়ে বিশ্বাস নাই বলে আছে যে, যে সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন দুঃখ দেবার জন্যে পরাজিত করিয়া রাজধানে অগ্নি পরিত্যক্ত করিয়াছিল, ইহাই তাহার অসহায়ের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ। ৬

মহারাজ! যে সময় মহর্ষিগণ তোমাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়েও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনই তোমাকে মুক্ত করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অসহনীয় পরাক্রমের বিষয় বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়াই আমি মনে করি। ৭

প্রতাপশালী দুর্যোধন! সেই সময় ত' তোমার সৌভাগ্যশালী বীর ভ্রাতারা ও রাজাদিগকে সকলকে মুক্ত করিয়া পরাজিত করিয়া পলাইয়া ছিল, (কিন্তু অর্জুন পরাক্রমপূর্বক করিয়া মুক্ত তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিল) ইহাই অর্জুনের অসহ্য পরাক্রম বিষয়ে। ৮

সেই সময় যখন আমরা বিরাটনগরে একত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আলোচনা করিতেছিলাম, তখন অর্জুন একাকীই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অসহিষ্ণু পরাক্রমের মধ্যে উদাহরণ। ৯

অর্জুন আমার ক্রুদ্ধ হইয়া রোষাগারে এবং আমাদের ও ক্রুদ্ধ পরাজিত করত সকলের মন গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাই তাহার অধিক পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা দৃষ্টান্ত। ১০

তথা ভৌমিং মহেষ্বাসং শার্দূলবরবাহিনি চ।
সোদরে জিষ্ণবে পূর্বং পরাদ্রাক্ষীৎ কপির্ধ্বজম্ ॥ ১১
বিজিত্য চ যথা বর্ষং সহ পুত্রৈর্মহাবিনম্।
উত্তরাং প্রতি বন্ধুঃ পরাদ্রাক্ষীৎ কপির্ধ্বজম্ ॥ ১২
নিবাতকবচান্ যুদ্ধে বাসবেনাপি দুর্জয়ান্।
জিষ্ণবান্ সমরে পার্থঃ পরাদ্রাক্ষীৎ কপির্ধ্বজম্ ॥ ১৩
কো হি পক্ষো বলে জেতুঃ পাণ্ডবং রভসাদ্ ঋতে।
যত্র যোদ্ধা জনার্দ্দনো দক্ষঃ চক্র-পরাবরঃ ॥ ১৪
যস্যুসেধোদ্যতপ্রকিঃ ষষ্টিনাগবলোদয়ঃ।
সর্বেষ্বরো দেবকেন্দ্রঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৫
উক্তোঽপি ভবতা রাজন্ বারংবারৈর্যধিষ্ঠিরঃ।
যঃ তু যোদ্ধার জানীষে যাদৃশাদৃশং যুযোধন ॥ ১৬
মুহূর্তং হি নরঃ সর্বান্ বৃক্ষান্ পশ্যতি বাজ্ময়ান্।
তথা ত্বমপি পাণ্ডবে বিপরীতানি পশ্যসি ॥ ১৭
যদা বৈরং ভয়ং কৃত্বা পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতঃ।

যুদ্ধায় তানস্ত মনে পশ্চাদ্ দুঃখমো ভব ॥ ১৮
(অথবক্যাঃ পাণ্ডবা জেতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ)
অহং তু যোদ্ধকামং সর্বান্ পশ্যামাংশ্চ সমাগতান্।
নিঃশ্বসিন্তং নরব্যাঘ্রং বর্জয়িত্বা শিখণ্ডিনম্ ॥ ১৯
তৈর্বাহং নিহতঃ সংখ্যে পতিষ্যে মমমাধবম্।
তান্ বা নিত্যং সমরে জীতিঃ ধার্তরাষ্ট্রাহ্ন ভব ॥ ২০
পূর্বং হি ত্রী সমুৎপন্না শিখণ্ডী রাজকন্যকা।
বরদানাৎ পুমান্ জাতঃ সৈষা বৈ ত্রী শিখণ্ডিনী ॥ ২১
তমহং ন হনিষ্যামি প্রাণত্যাগেঽপি ভারত।
যদ্যৌ প্রাক্ত্রিয়িতা ধাতা সৈষা বৈ ত্রী শিখণ্ডিনী ॥২২
পুমং বধিষি সাত্বতে যোঽপি কর্তা মহারথম্।
যঃ তথা কথমিষ্যন্তি যাবৎ স্থাস্যন্তি মেদিনী ॥ ২৩
এবমুক্তস্ত মুতো নিত্যমাস জনেশ্বর।
অভিবাদ্য গুরুং মূর্ধ্না প্রস্থিতো বং নিকেতনম্ ॥ ২৪

পূর্বে সেই গোগ্রহণের সময়েই পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যাহাদিগকে অবলীলা ও ক্রমান্বয়ে একে একে পরাজয় করিয়াছিল। এই নিমিত্তও তাহাকে যুদ্ধিবার সঙ্গে বলেই বলিয়াই আমার ধারণা। ১১

সেই সময়ে সর্বান্ত নিজের পুরুষার্থের উপর অভিমানী ধর্মপুত্রের বল করিয়া তাহার বলহরণ করত উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল। এই দৃষ্টান্তও আমি পর্যাপ্ত বলিয়াই মনে করি। ১২

যাদবিগ্রহে পরাজিত করা সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও দুর্জয় ছিল, সেই নিবাতকবচদিগকে অর্জুন যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল, সুতরাং তাহার অলৌকিক শক্তি যুদ্ধিবার সঙ্গে এই বিষয়ে তুমি উপরাবধারণ করিবে। ১৩

বিশ্বরূপ, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, অমরশক্তিশালী, সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, দেবাধিদেব, সনাতন, পরমাত্মা, সর্বেশ্বর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যাহার সহকর্তা, সেই বেদবাণী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে যুদ্ধে কে পরিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে। ১৪-১৫

রাজন্! দুর্যোধন! এই কথা আমরাদি বহুবিধ প্রকারে তোমাকে বলিয়াছেন, কিন্তু তোমরা বলিয়া তোমা ও বলিবার আবশ্যক কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছ না। ১৬

ভারতীনন্দন! যেরূপ মুমূর্ষু (মরণাপন্ন) ব্যক্তিগণ সকল বৃক্ষকেই কাষ্ঠময় দেখিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও সব বিষয়ই বিপরীত দেখিতেছ। ১৭

তুমি নিজেই পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত শত্রুতা করিয়া, অতএব এখন দুঃখিত হও। আমরা সমরে উহা দেখিতে পারি। তুমি যখন পূর্বে পুরুষের পরিচয় দাও। সাত্যকিকে দেখিলে ইন্দ্র-সহ দেবতাগণও আর করিতে সমর্থ হইবেন না। ১৮

রাজেন্দ্র! কিন্তু আমি কেবল শিখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে সমরে সকল যোদ্ধার ও পাঞ্চালগণকে বধ করিব। ১৯

যুদ্ধে বধ আমি তাহাকে হাতে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিব অথবা সমরাঙ্গনে তাহাদিগকে বধ করিয়া আমি তোমাকে প্রসন্ন করিব। ২০

শিখণ্ডী প্রথমে রাজকন্যা স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার বরদানের প্রভাবে সে পুরুষত্বপ্রাপ্ত হয়ে; অতএব আমার দৃষ্টিতে সে স্ত্রীলিঙ্গ শিখণ্ডিনী। ২১

ভারত! আমার প্রাণনাশ উপস্থিত হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না। বিধাতা যদি পূর্বে স্ত্রীরূপেই সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শিখণ্ডিনী আজও আমার দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকই। ২২

সাত্বতীনন্দন! এখন তুমি যাইয়া শয়ন কর। কারণ আমি অভিশয় ক্রীদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিব, তখন আবশ্যকতা মানুষ সেই পর্যন্ত করিয়া যাইবে, যে পর্যন্ত এই পৃথিবী বর্তমান থাকিবে। ২৩

জনেশ্বর! ভীষ্ম এই কথা বলিলে পর আমরা পুত্র দুর্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে অভিবাদন করত নিজ আবাস অভিমুখে গমন করিলাম। ২৪

আসমা তু তদা রাজা বিদুরা চ মহাজনম্।
প্রবিবেশ তদন্তর্গৃহং সঞ্জয়সহিতঃ। ২৫
প্রবিষ্টে চ বিদুরে তস্মিন্ গৃহমধ্যমং পার্থিবঃ।
প্রত্যাশ্বস্তাস্ত পর্যন্তা প্রাহরদ্ধায় তাম্ নৃপঃ॥ ২৬
রাজ্ঞঃ সমাজ্ঞাপনয়া সেনা যোদ্ধুমেতি চ।
অথ ভীষ্মো রথে ক্রুদ্ধো নিষ্প্রিয়ন্নিতি সোঽব্রবীৎ। ২৭
দুর্যোধনস্য তদ্বাক্যং রাজ্ঞো বিলপিতং বহু।
মনস্যাদ্য ন তৎ রাজন্ প্রত্যাবেদয়িষ্যতঃ ৫২৮
নির্বৈরং পরমং ধন্যা বিনিশ্চিত্য পরন্তপঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো যোদ্ধুমাগোঽভূমিং রথে ৫২৯
ইত্যেতেন তু তদ্বাক্যং যদ্যেতেন বিচিন্তিতম্।
দুর্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমচোদয়ৎ। ৩০
দুঃশাসন যথামুখ্যং মুহ্যন্ত্যাং ভীষ্মরক্ষিণঃ।
ব্যূহিধ্বমিতনীকানি সর্বাণ্যেবাবিচারয়ন্ ॥ ৩১

ইহাই স্থির করিয়া রাজা দুর্যোধন অন্যান্য রাজগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা সকলে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদিগকে সজ্জিত করুন। আজ পিতামহ ভীষ্ম দুর্দান্ত হইয়া পাণ্ডবদিগকে সংহার করিবেন। ২৫-২৬

রাজন্! তাহাতে দুর্যোধনের অনেক প্রকার বিলাপ করা হইল। তাহা ইহাই বুঝিলেন যে, দুর্যোধন এখন আমাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধ হইতে অপসারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ২৮

ইহাতে তাঁহার মনে আরাম বোধ হইল। তিনি তখন পরাধীনতার অধিকার লিখা করিয়া ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করত ধৈর্যভরে ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২৯

মহারাজ! তখনকার ভীষ্ম কি চিন্তা করিতেছিলেন? এই বিষয় দুর্যোধন ইঙ্গিতে বুঝিয়া দুঃশাসনকে প্রেরণোদ্যত করিয়া তুলিলেন। ৩০

দুঃশাসন! তুমি শীঘ্র ভীষ্মকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই সর্বসমূহ যোজনা করিয়া প্রস্তুত রাখ এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে অক্ষৌহিণীসংখ্যার সৈন্য আছে, তাহাদের সকলকেই ভীষ্মের রক্ষায় নিযুক্ত কর। ৩১

ইহং হি সমনুপ্রাপ্তং যদস্মাভিশ্চিন্তিতম্।
পাণ্ডবানাং সৈন্যানাং বধো রাজ্ঞশ্চ রক্ষণম্॥ ৩২
তত্র কার্যতমং মন্যে ভীষ্মমেবাভিরক্ষণম্।
স নো গুপ্তঃ সমরে ক্রান্তবান্ পার্থিবান্ সমূদয়ে। ৩৩
অন্যোন্যে বিদুষাস্মা নাহং হন্যাং বিশেষতঃ।
ইত্যুক্তো হ্যসৌ রাজংস্তস্মাৎ স্বর্গো বধো হয়ে। ৩৪
লোকস্তদ্ বেদ সহিতঃ পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রাজ্যং ভীষ্মঃ মহারাজো ত্রিষ্বপ্যক্তবান্ পুরা। ৩৫
নৈষা চাহং ত্রিয়ঃ রাজন্ ন স্ত্রীপূর্বং কথঞ্চন।
ইত্যাহ মুনি নারেষ সত্যবেদ্যং ভবীমি কে। ৩৬
অম্বা স্ত্রীপূর্বিকা রাজন্ শিখণ্ডী যদি তে শ্রুতঃ।
উদ্বাহপূর্ব কবিরঃ ধর্মং তথা ত্বাহ শিখণ্ডিনী। ৩৭
কন্যা ভূত্বা পুমান্ জাতঃ স চ মাং যোধয়িষ্যতি।
ইত্যাহং প্রবৃণে যানান্ ন ভূতপূর্ব কথঞ্চন। ৩৮

আমরা যে পরামর্শ করিয়া মনের চিন্তা করিয়া আসিয়াছি, আজ সেই অবসর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ ভীষ্মকে পাণ্ডবগণের বধ এবং রাজারক্ষা করিবার সুযোগ আসিয়াছে। ৩১

এই বিষয়ে আমি ভীষ্মকেই রক্ষা করাকে নিশ্চয় প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি রক্ষিত হইলেই আমাদের সহায়ক হইবেন এবং তাহাকে পাণ্ডবগণকে বধ করিবেন। ৩৩

বিশেষতঃ মহারাজ ভীষ্ম আমাকে বলিয়াছেন যে, রাজন্! আমি শিখণ্ডীকে বধ করিব না; কারণ, সে প্রথমে ইহাকে কন্যারূপে বরণ করিয়াছিল। এই কারণেই আমি তাহাকে যুদ্ধে বর্জন করিব। ৩৪

মহারাজ! সকল লোকেই জানে যে, আমি পুত্রের পিতার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য এবং স্ত্রীসকলকে পরিত্যাগ করিয়াছি। ৩৫

নারদই! আমি কখনও কোন স্ত্রীকে অথবা যে পূর্বে স্ত্রী হইয়া জন্মিয়াছিল এবং পরে কোন বিশেষ কারণে পুরুষ হইয়াছে, এমন পুরুষকেও যুদ্ধে বধ করিব না। এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৩৬

রাজন্! তুমিও ইহা জানিয়ো যে, এই শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়। এবং আমি তোমাকে দুঃশাসনের সমক্ষেই বলিয়াছি। এইরূপ কথা হইয়াই রাজা শিখণ্ডিনী পরে পুরুষ হইয়াছে। এইভাবে পুরুষলাভকারী শিখণ্ডী যদি আমার

যুদ্ধে হি ক্ষত্রিয়াঃ প্রাপ্তা পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণঃ।
সর্বানস্মান্ হনিষ্যন্তি সংগ্রামান্ নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৯
এবং যদা ভবেদ্রাজন্ পাণ্ডবৈঃ প্রাপ্ত পার্থিবি।
তত্র সর্বাত্মনা যত্নে ক্রিয়তাং তৈস্তব পালনম্॥ ৮০
অবশ্যমাত্মা হি কৃতো হন্যাৎ শিখণ্ডী মহারথে।
যা কৃতেনেহ পাণ্ডবৈঃ স্বার্থহেতোঃ বিশেষতঃ॥ ৮১
মাতুলঃ শল্যঃ পুরুষঃ কৃপো রোণো বিবিংশতিঃ।
ইত্যেতে পাণ্ডবৈঃ তুল্যা যুদ্ধে প্রথমা রথাঃ॥ ৮২
এতান্ যদা তু তে সর্বান্ যুধ্যেথা দেবরূপিণঃ।
সর্বতো ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবৈঃ পরিবারিতান্॥ ৮৩
পুত্রাশ্চ তব পাণ্ডবৈঃ পরিবার্য্য মহারথাঃ।
কক্ষমগ্নো যথা ঘোরে ক্ষেপেদেবং পাণ্ডবান্॥ ৮৪
যে হ্যেতে পুরুষব্যাঘ্রৈঃ পরিত্রিপ্তৈঃ মহারথৈঃ।
পরিবার্য্য রণে ভীষ্মং রক্ষিষ্যন্তি মহারথাঃ॥ ৮৫
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে ত্রিশিরা বজ্রধারিণম্।
সর্বে যে ন ব্যবিষ্যন্তি একস্থাঃ মহারথম্॥ ৮৬
তদা হ্যুপায়তো যাতা পুরস্তাত্তরমন্তরম্।
সদা চক্রঃ যুধামন্যুস্তরস্বী চাপি বিক্রমী॥ ৮৭
গোপ্তারাবর্জুনস্যৈতাবর্জুনোঽপি বিশেষতঃ।
ইত্যেতেঃ স পাণ্ডবৈঃ তথা রক্ষিতব্যিরক্ষিতঃ॥ ৮৮
যথা ভীষ্মো ন নো হন্যাদ্ দুর্যোধন তথা কুরু।
ত্রায়ন্তাং ভবনং ক্ষত্রা পুত্রা দুর্যোধনস্তব॥ ৮৯
ভীষ্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা প্রযতো সহ সেনয়া।
ভীষ্মং তু সমরশ্লাঘী যুধ্যেথা সহিতঃ কুরুম্॥ ৯০
অর্জুনো রথিনাং শ্রেষ্ঠো দৃষ্টাস্ত্রমুদ্যতং চ।
বিশতিং নরব্যাঘ্রঃ ভীষ্মস্য প্রমুখে স্থিতঃ।
ব্যাপ্তবন্তং পাণ্ডবাঃ তস্য গোপ্তারমিত্যুত॥ ৯১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মদুর্যোধনসংবাদে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

সহিত যুদ্ধ করে, তবে আমি তাহার উপর কোনরূপেই বলপ্রকাশ করিব না। ৭৭-৮৮

তাত! পাণ্ডবপক্ষের যত যে সমস্ত বিখ্যাতনামা ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধের সঙ্কল্পবাদে আসিবে, তাহাদের সকলকেই আমি বধ করিব। ৭৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার মাতুল শল্য আমাকে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেইহেতু সংগ্রামে ভীষ্মকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। ৮০

যদি মহারথে এই (ভীষ্মরূপ) নিয়তকে রক্ষা করা না হয়, তবে (শিখণ্ডীরূপ) এক্ষণি কৃত তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমরা কুরুপক্ষীয় শিখণ্ডীর হাতে নিহতপ্রায় ভীষ্মকে নিহত হইতে দিব না। ৮১

(অতএব ভীষ্মের রক্ষার জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।) মাতুল শল্য, পুরুষ, কৃপাচার্য, রোণাচার্য এবং বিবিংশতি—ইহারা সকলে সমবেত হইয়া সর্বতোভাবে ভীষ্মকে রক্ষা করুন। তিনি সুরক্ষিত হইলেই আমাদের নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। ৮২

সেই সময় দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সমবীরগণ বিশাল রথিসৈন্য দ্বারা সমাবৃতরূপে ভীষ্মকে সর্বদিক পরিবেষ্টন করিয়া রহিলেন। ৮৩

আমরা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া প্রস্তুতভাবে সহিত সমর করিতে থাকিলে, সেই সময় ইহারা সকলে মিলিয়া দুর্যোধন ও দুঃশাসনাদি সন্তানদিগকে রক্ষিত করিতে করিতে পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে ঘোর কক্ষাগ্নির ন্যায় বিনাশ করিবেন। ৮৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার মহারথী দুর্জয় বীর ভ্রাতা দুঃশাসনকে দুর্যোধন বলিলেন,—দুঃশাসন! অর্জুনের রথের ঘোড়াগুলি হল্য দুধবর্ণ এবং বক্ষিণভাগের হল্য উজ্জ্বলবর্ণ হইয়াছে। অর্জুনের এই দুই হল্য এবং শিখণ্ডীর হল্য সমান। অর্জুন সর্বদাই সুরক্ষিত এবং আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া যাহাতে শিখণ্ডী আমাদের পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা কর।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার পুত্র দুঃশাসন ভীষ্মকে আগে করিয়া সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধস্থলে প্রস্থান করিলেন।

ভীষ্মকে রথসমূহের উপরভাগে পরিবেষ্টিত দেখিয়া রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন।

কৃষ্ণ! আজ তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সম্মুখে উপস্থিত কর। আমি তাহাকে রক্ষা করিব। ৮৫-৯১।

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যূহরচনাসম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন, দ্রোণ কর্তৃক ব্যূহরচনা, সেনার বৃদ্ধি ও বিশাল সৈন্যের বর্ণন।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো নিহত্যৈ সহ সেনয়া।
ব্যূহং চক্রাম্বুজং মহৎ সর্বতোভদ্রমব্যয়ম্ ॥ ১
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ শৈব্যশ্চৈব মহারথঃ।
শকুনিঃ সৌবলশ্চৈব কম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ২
ভীষ্মেণ সহিতাঃ সর্বে পূর্বস্যাং বল আসতে।
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং দ্রৌণিস্তু ব্যূহমাস্থিতঃ ॥ ৩
ভোগো ভূরিশ্রবাঃ শলো ভগদত্তশ্চ মানিবঃ।
দক্ষিণা পক্ষমাশ্রিতা দ্বিজা ব্যূহস্য রক্ষিতাঃ ॥ ৪
অবন্তয়ো বিন্দানুবিন্দাবেকৌ চ মহারথৌ।
মহত্যা সেনয়া বৃতা বাহ্ন পক্ষমপালয়ন্ ॥ ৫
সূর্যোদয়ে মহারাজ নিমিত্তৈঃ সর্বতো বৃতঃ।
ব্যূহমধ্যে দ্বিজো রাজন্ পাণ্ডবান্ প্রতি তাবত ॥ ৬
অনন্তরং যযাবগ্রে ভরতানাং মহারথঃ।
পৃষ্ঠতঃ সর্বসৈন্যানাং দ্বিতীয়ো ব্যূহত আবিশৎ ॥ ৭
একং তং তত্র ব্যূহং কৃত্বা তাবত ভারত।
সমন্তাৎ সমনুক্রম্য প্রতস্থে ভীষ্মরক্ষিতঃ ॥ ৮
অথো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রাবুভাবপি ॥ ৯
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং দ্বিজা ব্যূহস্য লক্ষিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ১০
দ্বিজাঃ সৈন্যেন মহতা পার্ষতোঽবিনাশনাঃ।
শিখণ্ডী বিজয়শ্চৈব রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ১১
চেকিতানো মহারাজ কুন্তিভোজশ্চ বীর্যবান্।
দ্বিজা রথে মহারাজ মহত্যা সেনয়া বৃতাঃ ॥ ১২
অভিমন্যুর্দ্রৌপদেয়াশ্চ সুভদ্রেয়শ্চ মহারথঃ।
যুধামন্যুশ্চ সৌরাশ্চ যুধাবন্যশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৩

একোনশততম অধ্যায়।

[ব্যূহরচনার ফলে ভীষ্ম কর্তৃক সৈন্যের সুরক্ষা, তাহাদের মুখে যুদ্ধ আরম্ভ এবং বিশালসৈন্য উৎসাহসহকারে বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যের সহিত নির্গত হইয়া সিংহাকার ব্যূহরচনা করিলেন। তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীকে সর্বতোভদ্রনামক মহাব্যূহরূপে সজ্জিত করিলেন। ১

তাহার! কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, মহারথী শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং মহারাজ সুদক্ষিণ—এই সব মহারথিগণ ভীষ্ম ও আপনার পুত্রগণের সহিত সৈন্যসকলের পূর্বে এবং ব্যূহের সম্মুখ ভাগস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২-৩

ভোজ! ভোজাচার্য, ভূরিশ্রবা, শল্য এবং ভগদত্ত—ইহারা ভয়রহিত হইয়া ব্যূহের দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। ৪

অবন্তিরা, বিন্দ ও অনুবিন্দের দুই মহারথের বিশ ও সহস্রাধিক—ইহারা বিশাল সৈন্যের সহিত ব্যূহের বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৫

মহারাজ! অনন্তরবীর রাজা! নিমিত্তসকলের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত হইয়া সূর্যোদয়ের পরক্ষণেই যুদ্ধের জন্য বাহির হইবার ঐ ব্যূহের মধ্যভাগে অবস্থান করিলেন। ৬

ইহাদের মধ্যে যেই অগ্রগ ও মহারথী আসান্—ইহারা ব্যূহরচনা করিয়া সমস্ত সৈন্যের এবং ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭

ভারত! এইরূপে ব্যূহরচনা করিয়া সেই সময় আপনার পুত্রগণ ও ভীষ্মকে সুরক্ষিত করিয়া প্রসন্নচিত্তে যুদ্ধের জন্য চলিতে লাগিলেন। ৮

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেব ও অন্যান্য অন্যান্য সকল সৈন্যের এবং ব্যূহের অগ্রভাগে রহিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা বিরাট এবং মহারথী সাত্যকি—এই সব পক্ষ সৈন্যবিনাশকারী বীরগণ বিশাল সৈন্যের সহিত ব্যূহের অন্যস্থানে স্থিত রহিলেন।

মহারাজ! শিখণ্ডী, অর্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহারথ চেকিতান এবং পরাক্রমী ভূরিভোজ—ইহারা বিশাল সৈন্যে পরিবারিত হইয়া ব্যূহমধ্যের অন্যান্য স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৯-১২

মহারথ অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহারথী সুভদ্রা-পুত্র এবং পরাক্রমী যুধামন্যু ও মহাবল উত্তমৌজা—ইহারা সকলেই ব্যূহের অন্য স্থানে অবস্থান করিলেন। ১৩

কেতুনা সাধয়ন্তৌব দিশো যুদ্ধায় ধাবিতঃ।
এবং যেহপি মহাত্মানঃ প্রবিষ্টাঃ সুমহদ্বলম্ ॥ ১৪
পাণ্ডবাঃ সহসে শূরাঃ দিশো যুদ্ধায় ধাবিতাঃ।
তাবকাস্তু রণে ঘোরাঃ সহসেনা ন্যবর্তিষত ॥ ১৫
অভূদ্যুদ্ধং রণে ঘোরং ভীষ্মে কুরুপতৌ রণে।
যথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ভীমসেনমুরোগমাঃ ॥ ১৬
ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্ সংগ্রামে বিজয়ৈষিণঃ।
ক্ষেত্রাঃ বিলবিলাঃ কৃত্বা ক্রকচৈঃ
মোহিয়ে বিবাঃ ॥ ১৭
ক্ষেত্রী-ক্রকচ-পরশ্বধান্ গৃহীত্বা তু সুদারুণান্।
পাণ্ডবা অভ্যবর্তন্ত সংঘশো ভৈরবং রবান্ ॥ ১৮
ক্ষেত্রী-ক্রকচ-পরশ্বধাঃ ছিন্দন্তীনাং নিকৃত্তৈঃ।
ছিদ্যমানৈরনাকৈশ্চ বভূবুস্তত্র পুরুষাঃ বিবৈঃ ॥ ১৯
বধ্যং প্রবিবধুস্তত্রাবধ্যাশ্চ ন বধান্বিতাঃ।
সহসৈনাভিসংকুদ্ধাস্তাবকাশ্চৈব তুমুলং মহৎ ॥ ২০

অন্যোন্যতোহভ্যবর্তন্ত সংগ্রামাৎ প্রত্যবিধ্যতে।
তত্র শব্দো মহান্ জজ্ঞে প্রতিসৈন্যে মহাত্মনাম্ ॥ ২১
পতিতস্য মহাযোধাঃ বাহবশ্চো বিচেষ্টতুঃ।
সংগ্রহস্তোদিতঃ শূরো বিপ্রকৃষ্টঃ সমন্ততঃ ॥ ২২
ধনুংষি বাহাস্তুণাঃ পতন্তঃ তুমুলং তদা।
যোধাশ্চ যোধিনুদ্যতাঃ নিঘাতস্তত্র বর্ততে ॥ ২৩
ক্ষেত্রজ্ঞো মহারাজ মহত্ তৈলসমাবৃতম্।
দিশঃ প্রজ্বলিতা রাজন্ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমে ॥ ২৪
কবিবেব সমুদ্বিগ্নবিদ্ধঃ যথৈব চ।
কথঞ্চাঃ বাহবাবাপ্ত নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥ ২৫
সুভদ্রুশ্চ মহাবাহুঃ প্রবিবাদস্তো বিশাম্পতে।
অভূদ্বিতা মহারাজ তত্রে তাবকৈঃ ॥ ২৬
হতানাং পুরুষাণাং নরাণাং ক্ষৈরধাম্ ভবান্।
সম্পাতশ্চ তুমুলো যোধানাং-রস রাজেন্দ্র ॥ ২৭

এইরূপে সেই বীরবর পাণ্ডবগণও সমরক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বহ মহাযুদ্ধ করিয়া কবচাদিসমূহিত যুদ্ধের পর অবসান করিতে লাগিলেন।

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগের মধ্যে মহাপ্রাণবান্ নিজ নিজ সৈন্যসমূহের সহিত যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া ভীষ্মকে আগে করিয়া যুদ্ধে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। হে নৃপ! সেইরূপ ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৪-১৬

সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা লিখনাস্ত্র, বিলবিল-যন্ত্র, পরশ্বধসমূহ, ক্রকচ, মোদ্গর, ক্ষেপণী, যুদ্ধ, পরশু ও মুষলাদি বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কৌরবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৭-১৮

ক্ষেপণী, যুদ্ধ, পরশু ও মুষলধারিগণের অগ্নি এবং ভীষ্মদের লিখনাস্ত্র করিতে করিতে ও যন্ত্রসমূহের শব্দসমূহ করিতে করিতে আপনার সহস্রসহস্র সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং গর্জনের উপর আবার নিজ নিজ গর্জনের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং তখন উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে অতিশয় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল। ১৯-২০

উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইয়া পর প্রহার করিতে লাগিল। সেই সময় যে মহাকলকলাহল হইয়াছিল, তাহাতে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ২১

পতিত মহাযোদ্ধাদের বাহুসকল চেষ্টা করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সূতগণের ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা উচিত হইয়াছিলেও, তথাপি সেই সময় তিনিও ভেদ-বিভেদ হইয়া যাইলেন। ২২

মহারাজের সৈন্যযোদ্ধারা বাহু তীক্ষ্ণভাবে ধরিয়া চলিল। ঘোর রণক্ষেত্রের ভূমি তখন পথ হইতে লাগিল। নিনাদ তখন অতিশয়রূপে বৃদ্ধি করিয়াছিল। ২৩

মহারাজ! আপনার তনয়ের জন্যের বিষয় বলাইয়াছিল। রাজন্! তখন বিষ্ণুসূত্র যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং চারিদিকই তুমিকম্প হইতে লাগিল। সেই সময় ক্ষত্রিয়দিগের যে পক্ষিত পবিত্র হইয়াছিল। সেই সময় ক্ষত্রিয়গণ যাহাতে নিজ হইতে পরাক্রম পবিত্র হইতে লাগিল। ২৪-২৫

প্রজানাথ! এই সময় সমস্ত যোদ্ধাই অতিশয় ক্রিয়াশীল হইয়া বলপূর্বক ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন ঘর্মসমাকুল মহাবাহু যোদ্ধাদের মহাশব্দ শোনা যাইতে লাগিল, কিন্তু এইরূপ পরাক্রমশীল। অক্ষুব্ধ ছিল। ২৬

চারিদিক্ হইতেই যোদ্ধা ও বলবাহী যাবতীয় পক্ষিত হইয়াছে—ইহা দেখা যাইল। আর্য! সেখানে মুহূর্তমধ্যেও নানাবিধ শব্দ করিয়াছিল। ২৭

যাবন্ত বিবিধৈর্বৌরৈর্বাণমুক্তৈর্ন বাণিব ॥ ২৭
অলিয়ান্ত মহোষা বৈ সমাহত্য বিবাসনম্।
নিপেতুঃ সহসা তূর্ণো বেগবন্তো মহদ্ ভয়ম্ ॥ ২৮
মহাত্মানীকানি মহাসমুদ্রয়ে
তয়ন্ত্রাণাঃ পাণ্ডব-পার্থিবাস্তয়োঃ।
চকম্পিরে শঙ্খমৃদঙ্গনিস্বনৈঃ
প্রকম্পিতানীব বনানি বায়ুনা ॥ ২৯

রণেষু-নাদাসনসঙ্কুলাসি-
মহাহবীনমবিদে মুহূর্তে।
বভূব যোধস্তুমুলস্তয়োঃ
বাতোদ্ধুতানামিব সাগরাণাম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি পঞ্চাশদ্বাহিনীমহাবাহুযোধ-
বর্ণনে একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

প্রকম্পিত বিশাল ঊষাসুর সৈন্যদের অভিভূত করিয়া মহাসমর সূচনা করিতে করিতে যখন পরিব্যাপ্ত হইতেছিল ॥ ২৯

সেই মহাসংগ্রামে পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষেরই বিশাল সৈন্যবাহিনী শঙ্খ ও দুন্দুভির অনিলে কৌরবে কাঁপিতে ছিল, যেমনি বায়ুর বেগে সমস্ত বনভূমি কাঁপিতে থাকে ॥ ২৯

সেই অমরসমান মুহূর্তে মহাবীর, রথী ও অশ্বারোহী পরিপূর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণ করিতে করিতে উভয় পক্ষেরই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এক ঘনঘোর যুদ্ধের মাঝ মনে হইতেছিল ॥ ৩০

ইতি মহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতার বৈয়াসিকী ভীষ্মপর্বের ভীষ্মবধপর্বের পঞ্চাশদ্বাহিনীমহাবাহুযোধবর্ণনে একোনশততমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণঃ পঞ্চজন্যধ্বনিমাপূরয়তি অর্জুনেন ধারুষ্টেন সহ ভরতবংশে যুদ্ধং, অভিমন্যুনা বিরাটসুধন্বানৌ কৌরবৈকাদশানাং যুদ্ধঃ পলায়নঞ্চ)

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যুঃ ত্বযোধাস্তে নিশম্যৈশ্বর্যমাত্মনঃ।
অভিজগ্মাথ বেগেন তূর্ণমাত্মবলং মহৎ ॥ ১
বিকিরন্ শরবর্ষাণি বারিধারা ইবাম্বুদঃ।
স বেগেন সমরে ক্রুদ্ধঃ শৌভদ্রঃ পরিতস্তদা ॥ ২
(ক্রোড়ন্নরঃ হরিনিব প্রবিশন্ মহার্ণবম্।)
শব্দেনাপিধিং গাম্ভীর্যাৎ সেনাসাগরমক্ষয়ম্।
বিগাহতিমুখ্যাত্মো ঘটীয়ঃ সূতনন্দন ॥ ৩

যেন যুক্তা রথে রাজন্ ময়া; সজ্জনিবর্হণাঃ।
ক্ষত্রিয়াবনয়ং ঘূন্ন্ন্ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৪
সপ্তদশ্যাং সপ্তাহং যোধয়ং ত্রিদিবৌকসাম্।
সৌভদ্রঃ সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ৫
সপ্তাহং হ্যবিনদ্ধাং হ্যাঃ কৈশ্চিদ্ যুদ্ধাদিভিঃ।
ধনঞ্জয়োঽপ্যন্তকায় প্রাহরামাস কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৬
তস্য হয় মুহূর্তাঃ বর্ম মহৎ সংখ্যে মহীভৃতঃ।
পৃথগ্বাক্তিভিঃ ছাঃ প্রাণহারুক্ত কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৭

শততম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ শঙ্খ ও অভিমন্যুর রথের অশ্বগুলি সহিত রথের যুদ্ধ এবং অভিমন্যুকর্তৃক বিপক্ষ হইতে হইতে কৌরব সৈন্যদের যুদ্ধ হইতে পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ইতিমধ্যে তখন সেই ভয়ঙ্করী অভিমন্যু নিজবলের সেই অসমমুহূর্ত যোদ্ধিত রথের দ্বারা দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১

যেমন মেঘ বজ্রাঘাত বর্ষণ করে, সৌভদ্র অভিমন্যুও তাদৃশভাবে বর্ষণ করিতেছিলেন। যেমন ধনুর্ধারী ভগবান্ বিষ্ণু মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সৌভদ্র শত্রুসাগরে ক্রুদ্ধাবেশে দুর্নিবার হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে কৌরবদের সকল সৈন্যসমূহে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! যেই সময় আপনার সৈন্যগণ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই ॥ ২-৩

রাজন্! যখনে অভিমন্যুকর্তৃক নিহিত শত্রুসাগর মহাসমুদ্রে বজ্রাঘাত বীরদের অস্ত্রশস্ত্রদিকে ধ্বংসের প্রেরণ করিল ॥ ৪

তৃতীয়দিবস সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী ও শত্রুনিহন্তা বিপক্ষ বর্গসমূহ তাদের মহাসমুদ্র প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫

অর্জুনপুত্র অভিমন্যু রথের সহিত হয়, মহাবীরের সহিত রথ ও হাতীর সহিত অন্যান্য আরোহীদিগকে অভিমন্যু বিনীর্ণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

যুদ্ধের সময় মহান্ পরাক্রমশালী অভিমন্যুর এবং তাঁহার

তাঞ্জনীতানি সৌভদ্রো ব্রাবয়ামাস ভারত।
ভূলাদণ্ডবিবাবাধে যাদৃশ্য সর্বতো দিশম্ ॥ ৮
তেন বিদ্রাবয়ামাসানি তব সৈন্যানি ভারত।
আত্মানং মাধবস্যাপ্য পার্থ মন্যে তথৈব হি ॥ ৯
বিদ্রাব্য সর্বসৈন্যানি ভারতানি মহারথঃ।
অভিমন্যুঃ স্থিতো রাজন্ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ১০
ন হৈনং তাবকা রাজন্ নিরীক্ষন্তবিষাদিনম্।
প্রদীপ্তং পাবকং যদ্বৎ পতঙ্গাঃ কালচোদিতাঃ ॥ ১১
প্রবৃত্তং সর্বশস্ত্রাণাং পাণ্ডবানাং মহাহবে।
অপৃষ্ঠত মহারাজ সপ্ত হৈব মহারথাঃ ॥ ১২
হেমপৃষ্ঠং ধনুস্তাস্য দৃষ্ট্বা বিস্ফারমুত্তমম্।
যোধয়েদ্ যদা রাজন্ রাজমনো মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৩
শরাংশ্চ নিশিতান্ পীতান্ নিষঙ্গাংশ্চ স সংযুগে।
মমার্জ ক্ষুদ্রকবাদ্ রাজন্ ক্ষয়কালাগ্নিবদ্ রণে ॥ ১৪

তথৈব চরতস্তস্য সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
রথেন কাঞ্চনাক্ষেণ মনোমারুতরংহসা ॥ ১৫
মোহয়িত্বা কুরূন্ মোহং সৌহৃদিক সহস্রশঃ।
সৈন্ধবেন মহেষ্বাসো ব্যচরদ্ ভূশমুদ্ধতঃ ॥ ১৬
মহতীকৃত্যসেনাগ্নিং ধনুঃ পঞ্চায় ভারত।
সূর্যাযুতসমপ্রখ্যো মহত্তত্ত্বং ব্যাধিনোৎ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা অভিহন্তারং ধূমাং প্রত্যপতন্ তরবিম্।
বিকাঙ্ক্ষমাণা লোকং মেনিরে তত্র কর্হচিৎ ॥ ১৮
তেনাদিত্য ইবারাজ তাবকী সা মহাচমূঃ।
ব্যরাজত তব তৈরেব যোধিভিরসমাদিব ॥ ১৯
ব্রাবয়িত্বা মহাসৈন্যং কম্পয়িত্বা মহারথান্।
নন্দয়ন্নাত্মনঃ পক্ষং ব্যরং শিষ্যব ধারয়ৎ ॥ ২০
তেন বিদ্রাবয়ামাসানি তব সৈন্যানি সংযুগে।
চন্দ্রোদয়ঃ যোরঃ পাণ্ডবানিবহোদয়ম্ ॥ ২১

কর্ণের সকল ভাতার প্রেরণ হইয়া দৃষ্টি দৃষ্টি প্রকাশ করিতে পারিলেন ॥ ৭

ভারত! যেরূপ বায়ু তুলারাশিকে উড়াইয়া থাকে, সেইরূপ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই তাড়াইয়া দিলেন ॥৮

ভারতবংশ! অভিমন্যুকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ পথে মত্ত হস্তীদিগের ন্যায় কিছুতেই কোন একজনও রক্ষা পাইল না ॥ ৯

হে মহারাজ! রাজন্! আপনার সকল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া অভিমন্যু ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্! আপনার সৈন্যরা শত্রুসংহারী অভিমন্যুর বেগ সহ্য করিতে পারিল না। যেরূপ মত্তপ্রেরিত হইয়া পতঙ্গসকল প্রজ্বলিত অগ্নির তাপ সহ্য করিতে পারে না (অগ্নিতেই দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়), সেইরূপ শত্রুরা আপনার সৈন্যগণও হইয়াছিল ॥১১

সমর শত্রুর ইহাই প্রধান্যকারী পাণ্ডব-সংহারী মহাযশস্বী অভিমন্যু মধ্যাহ্নী সূর্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইতে লাগিলেন ॥ ১২

রাজন্! অভিমন্যুর সকল তূণীরই সুবর্ণে ভূষিত ছিল, ঐ সব সকল বিষেই বিষধারী সর্পের ন্যায় ভয়ানক বিষধরের ন্যায় ভয়ানক হইয়াছিল ॥ ১৩

ভয়ানক অভিমন্যুর যত হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ ও শীঘ্রগামী বাণসমূহ একসঙ্গে ছুটিয়াছিল, মনে হইল—কৃতান্তের পরিপূর্ণ

ধনুরাজ হইতে অবিরত নির্গত হইতেছিল ॥ ১৪

মহারাজ! ভুজবলের অভিমন্যু সুবর্ণময় রথের দ্বারা পূর্বাহ্ণে এমনভাবে বিচরণ করিতেছিলেন, যাহা দেখিবার সময় লোকে তাঁহাকে প্রলয় করিবার কেহবেশ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারে না ॥১৫

মহারাজ! অভিমন্যু কুলাচার্য, মোহাচার্য, অস্ত্রাচার্য, সুহৃদ ও হিতৈষী আত্মীয়—ইঁহাদের সকলকেই মোহিত করিয়া সংগ্রামে অসংখ্য দিকে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

রাজন্! আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে অভিমন্যুর সম্মুখে যখন আসা, তখনই সূর্যমণ্ডলের ন্যায় ভয়ানকাকার হইয়াই আমরা দেখিতে পাইলাম ॥ ১৭

সমরাঙ্গনে সমরশালী সেই ভয়ানকী বীরকে দেখিয়া সকল বীরের অভিমন্যু তাঁহাকে আমরা ধারা ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, এই লোকে দুই জন অর্জুন হইয়াছেন ॥ ১৮

মহারাজ! অভিমন্যুকর্তৃক শীঘ্রিত ভয়ানকবীরিণের সেই বিপাল ঐক্য মহাসেনা সূর্যদেবের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ১৯

মহাদ্যুতিমান্ ঐশ্বর্যশালী অভিমন্যু সেই বিপাল ভারত-সৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া এবং মহারথী বীরগণকে কম্পিত করিতে থাকিয়া নিজপক্ষীয় আনন্দিত করিলেন ॥ ২০

তাঁহার দ্বারা যুদ্ধে বিতাড়িত হইয়া আপনার সৈন্যগণ যেন-সর্বসংহারক প্রলয় আবির্ভাব করিতে লাগিল ॥ ২১

ততঃ প্রথমা নিবলং ঘোরং তব সৈন্যস্য ভারত।
মাদ্রেয়োঽস্ত্রপ্রভাবেণ সাত্যকেশ্চ পরীপ্সয়া ॥ ২২

দুর্যোধনস্তদা রাজন্নাত্মানমুদ্ধিমাত্মবান্।
এষ বাহ্লিরিতি প্রোচ্য বিশোষ্টৈব জাজ্বলৎ ॥ ২৩

চমূং প্রাবিশদ্ঘোরাং ক্রুদ্ধো দেবচমূমিব।
তস্য চাস্ত্রং পরাস্ত্রাণি সংযুগে দেবদুর্লভম্ ॥ ২৪

অতীব ঘোরং রাক্ষসেন্দ্রঃ সর্ববিদ্যাসু পারগম্।
ন তথা ভরিতং বীরং জহি সৌভদ্রমাহবে ॥ ২৫

যথা পার্থং ত্রিনিয়ামো জীমূত-ভেরেণুরোদরঃ।
ন এবমুক্তো বলবান্ রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৬

প্রহসন্ সমরে তূর্ণং তব পুত্রস্য পশ্যতঃ।
নর্দমানো মহানাদং প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥ ২৭

তস্য শব্দেন মহতা পাণ্ডবানাং বলং মহৎ।
আকুলং সর্বতো রাজন্ বাতোদ্ধূত ইবার্ণবঃ ॥ ২৮

মহতশ্চ মহারাজ তস্য নাদেন ভীষিতাঃ।
ক্ষিপ্তান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য নিপেতুর্ধরণীতলে ॥ ২৯

কাশ্চিদ্ভগ্না মুখা মুক্তঃ প্রদ্রুতা সমরং বহু।
নৃত্যন্তীব যথোন্মত্তা তদ্ বলং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩০

ততঃ স রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ শস্ত্রাণ্যোদ্যম্য বাহুভিঃ রণে।
নাশিমুদ্রে দ্বিষাং তত্র প্রাণহারাণি বৈ ভৃশম্ ॥ ৩১

তাং মহামায়াং তথা পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
অমুহ্যদ্বলং রণে রক্ষো ঘোরমেবং যথা নিশি ॥ ৩২

বিমর্দঃ সুমহানাসীৎ তস্য সৈন্যস্য মানিনঃ।
রক্ষসা ঘোররূপেণ মহামায়েন সংযুগে ॥ ৩৩

ততঃ পরমসংত্রস্তাঃ পাণ্ডবানাং মহাচমূঃ।
দাদ্রবদ্ভয়সংবিগ্না বর্ষদ্ভিঃ শরপাদকৈঃ ॥ ৩৪

সা মহামায়া চ তথা পাণ্ডবসেনাবিনাশিনী।
তথৈবা ঘোররূপেণ প্রাদুরাস রণে তদা ॥ ৩৫

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ রাজন্! পূর্বাহ্ণে দিনে মনুষ্য আমাদের সৈন্যগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সেই সময় দুর্যোধন রাক্ষস ভগদত্তপুত্র অনুষ্ঠানে এইরূপ বলিলেন,—মহারাজ! এই অনুষ্ঠের পুত্র অতিশয় দ্বিতীয় অনুষ্ঠানুষ্ঠা পরাক্রমী ॥ ২২-২৪

যেরূপ দুরাত্মা দেবেন্দ্রগণকে প্রহার করিয়া বিনাশিত করিয়াছিল, সেইরূপ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সৈন্যদিগকে বিনাশিত করিতেছে। আমি যুদ্ধস্থলে সমস্ত বিজয় পাণ্ডবেরা এবং রাজগণের মধ্যে সর্বত্রেই তোমার প্রতি বীর অতীব অন্য আমাদের এরূপ দেখিতেছি না, যে এই রাক্ষসের সম্মুখীন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারে ॥

অতএব তুমি অতিমন্যুর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বীর ঘটোৎকচপুত্রকে এই বধ কর এবং আমরা ভীম ও ধনঞ্জয়কে অগ্রে রাখিয়া অনুসরণ করিব।

আমার পুত্র দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর রাজা মহাবল ও প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ অনুষ্ঠ অতিক্রুদ্ধ ঘোটকের ন্যায় গভীরনাদে গর্জন করিতে করিতে সমরোদ্যমে গমন করিল ॥ ২৫-২৭

রাজন্! তাহার মহাগর্জনে বায়ুবেগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সর্বদিকেই চঞ্চলতা উপস্থিত হইল ॥ ২৮

মহারাজ! তাহার সিংহনাদে ভীত হইয়া অনেকানেক সৈন্য বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া রণাঙ্গনে পতিত হইল ॥ ২৯

অতিমাত্র ভগ্ন এবং উৎসাহের সহিত মুখে মুখের আঘাত দেখা করিতে করিতেই সেই রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

তাহার পর সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস অনুষ্ঠ ক্রুদ্ধ অতিমন্যুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত সৈন্যদিগকে বিনাশিত করিতে লাগিল ॥ ৩১

এইরূপে ভীতির পাণ্ডবদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর রাক্ষস অনুষ্ঠ সেইরূপে ধাবিত হইল, যেরূপ অসুরেরা দেবসেনার উপর ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩২

আর্য! যুদ্ধস্থলে অমর রাক্ষসরাজ আসিয়া সেই সৈন্যবাহিনীর ঘোরতর সংহার হইতে লাগিল ॥ ৩৩

সেই সময় রাক্ষস নিজের পরাক্রম দেখাইয়া প্রলয়ের সময় মেঘের ন্যায় পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশিত করিতে থাকিল ॥ ৩৪

সেই অমর রাক্ষসরাজ আসুর ভীতির হইয়া পাণ্ডবসৈন্যগণ অমর অনুভূতি হইতে সমরে করিতে লাগিল ॥ ৩৫

প্রগৃহ্য চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং
পত্নিনীং বাহনো যথা।
অব্রবীদভিসুপ্রেক্ষ্য
দ্রৌপদেয়ান্ মহারথান্। ৫৬

যে ত্বা কুদ্ধা মহেষ্বাসা দ্রৌপদেয়াঃ প্রধর্ষিণঃ।
রাক্ষসং হন্তুমুদ্যন্তা গ্রহাঃ পঞ্চ রবিং যথা। ৫৭

তীর্ণাবহিতরৈস্তত্র পীড়িতো রাক্ষসোত্তমঃ।
যথা দুর্গতরে ঘোরে চন্দ্রমাঃ পঞ্চভির্গ্রহৈঃ। ৫৮

প্রতিবিদ্ধ্যস্ততো রাজন্ বিদ্ধো নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সর্বপারশ্বধৈস্তূর্ণমুদ্ধূতৈরহারিভিঃ। ৫৯

স বৈ বিরূপতাং প্রাপ্তঃ শুক্লতে রাক্ষসোত্তমঃ।
মহীচিভির্বিবার্চিশ্চ সংপূর্ণো জলদো যথা। ৬০

বিদ্ধৌজাঃ স শরৈরুগ্রৈঃ কণপীতপরিচ্ছদৈঃ।
আর্তশৃঙ্গির্যথা রাজন্ গীষ্মপুষ্প ইবাচলঃ। ৬১

ততস্তে মাতুলং পঞ্চ রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলম্।
বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্। ৬২

স বিদ্ধঃ শরবর্ষৈস্তৈর্ভূশং কোপিতরক্ষিভিঃ।
অলাতচক্রবদ্ রাজন্ নাখেন্দ্র ইব ঘূর্ণতে। ৬৩

সোঽভিবিদ্ধো মহারাজ মুহূর্তমব মার্গিব।
প্রবিবেশ তমো ঘোরং পীড়িতৈরেষভির্হয়ৈঃ। ৬৪

প্রতিলভ্য তু সংজ্ঞাং স ক্রোধেন বিবশীকৃতঃ।
চিক্ষেপ সায়কানেতান্ মহাবৈশ্চৈব ধনূংষি চ। ৬৫

একৈকং পঞ্চভির্বাণৈরভ্যঘ্নন্ পাণ্ডবান্ শরান্।
অলাতচক্রবদ্ ঘূর্ণন্ মুহুরিব মহারথঃ। ৬৬

মহাবাহুঃ সুদংষ্ট্রশ্চ দংষ্ট্রাভ্যাং মহাহনুঃ।
ধ্বজান্ রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধঃ সায়কাংশ্চ মহাবলঃ। ৬৭

বিদ্রেষ চ সুদংষ্ট্রশ্চ সুদংষ্ট্রেণান্ সুদংষ্ট্রিভিঃ।
শরৈর্হরিবরাকারৈঃ শরবেগশ্চ সত্তমঃ। ৬৮

যেমন হাতী পদ্মবনে প্রবেশের সময় বিঘ্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ রাক্ষসরাজ পাণ্ডবসৈন্যবিনাশে উদ্যত হইলে পাণ্ডব দ্রৌপদীর মহারথ পুত্রদের দিকে যাইতে হইল। ৫৫

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাধনুর্ধর ও প্রহার করিতে নিপুণ ছিলেন। তাঁহারা সমরাঙ্গনে মুদিত হইয়া সেই রাক্ষসের উপর যেরূপভাবে যাইতে হইলেন, যেরূপ পঞ্চ গ্রহ সূর্যমণ্ডলের দিকে যাইতে হইয়া থাকেন॥ ৫৭

তখন মহাবলশালী দ্রৌপদীপুত্রগণের দ্বারা সেই ঘোর রাক্ষস ভালরূপ পীড়িত হইতে থাকিল, যেরূপ অমাবস্যা প্রদোষকালে আসিলে চন্দ্রদেবতা পঞ্চগ্রহের দ্বারা পীড়িত হন॥ ৫৮

সেই সময় মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সম্পূর্ণভাবে লৌহদ্বারা নির্মিত অগ্রভাগযুক্ত বাণসমূহ দ্বারা শীঘ্রগামী তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেই রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৫৯

সেই বলশালী রাক্ষসের বর্ণ ভেদ করিয়া বাণগুলি প্রবেশ করিল। তাহাতে রাক্ষসরাজ অনেক ঘোরূপ পোষাক পরিতে লাগিল, যেরূপ মহাদেব সূর্যের কিরণ প্রতিফলিতভাবে মুক্ত থাকিয়া শোভা পাইয়া থাকে॥ ৬০

রাজন্! পরীক্ষিৎ যেমন শ্রেষ্ঠ পর্বতসমূহ বজ্রসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাক্ষসরাজ অনেক শিখরশোভিত পর্বতের ন্যায় দৃশ্যমান হইল। ৬১

তাহার পর পাণ্ডবগণ সেই মহাবীরের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা রাক্ষসরাজ অনেক-বিধভাবে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৬২

রাজন্! ক্রুদ্ধ দর্শনসম্পন্ন সেই অসহ্য রাক্ষসরাজের অবস্থা অনেক প্রকারে অনেক-বিধভাবে ঘূর্ণায়মান গ্রহরাজের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল॥ ৬৩

মহারাজ! সেই মহাবলী ভীমসেনের বাণসমূহের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া অনেক অশ্বপরিচালিত রথারূঢ়ের ন্যায় মুহূর্তকাল অদৃশ্যভাবে রহিল॥ ৬৪

তাহার সংজ্ঞালাভ করিয়া সে ক্রোধে বিবশ হইয়া উঠিল। তখন অনেক নিজ বাণে ঐরাবতের সমতুল্য, অস্ত্র ও শস্ত্রধারিদের ফেলিয়া দিতে লাগিল॥ ৬৫

তাহাতে ক্রমে ক্রমে আসিয়া সেই পাঁচ পাণ্ডবকে বিদ্ধ করিতেছে মহাবলী অনেক রাক্ষসরাজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহকে পাণ্ডবগণ পাঁচটি করিয়া বাণ দ্বারা ধরিয়া ধরিয়া কাটিতে লাগিলেন॥ ৬৬

সুদংষ্ট্র সমস্ত বাণ ও অস্ত্রের ঘোরাঘুরি হইয়া মহাবল ক্রুদ্ধ রাক্ষস সেই পাণ্ডবদের পক্ষ দ্বারা, অস্ত্র ও শস্ত্রবিশিষ্টদের সমূহকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল॥ ৬৭

তাহার পর অত্যন্ত ভেদসহকারে মহাবলী পক্ষ পক্ষ ও অস্ত্র সমূহ দৃষ্টান্ত দান দ্বারা রাক্ষস তাঁহাদের সকলকেই ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে লাগিল॥ ৬৮

বিষণ্ণান্তে অহোরাত্রান্ কৃত্বা তত্র ন রাক্ষসঃ।
অভিদ্রুত্য যেনেব হতকামো নিবর্ততে ॥ ৪৯
তাবদিত্যেব রূপেণ রাক্ষসেন দুরাত্মনা।
দৃষ্ট্বা দুঃখসমুদ্রঃ সংঘো রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
বহূনতাবকাঃ সর্বে পাণ্ডবস্য মহারথাঃ ॥ ৫১
তৌ সমেতৌ মহাযুদ্ধে ক্রোধদীপ্তৌ পরন্তপৌ।
মহাবেগৌ মহারাজ ক্রোধসংরক্তলোচনৌ ॥ ৫২
পরস্পরমভিক্রম্য কালান্তকযমোপমৌ।
অন্যোন্যং সমাসাদ্য ঘোরো বভূব মহাহবঃ ॥ ৫৩
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে শক্র-প্রহ্লাদয়োঃ পুরা ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অলম্বুষাভিমন্যুসংবাদে
শতত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

সেই মহাযুদ্ধের ভীষণকাল উপস্থিত হইলে তুমুল যুদ্ধে ভীমসেনের এবং অভিমন্যুর ইচ্ছায় বিলম্ব অলম্বুষ ভীমসেনের তাহাতে বিঘ্ন বাধিত হইলেন। ৪৯

তখন পরমাস্ত্রজ্ঞেই ভাবিয়া রাক্ষসবন্ধু অলম্বুষ পাণ্ডব হইতে দেখিয়া অর্জুনের অভিমন্যু পুনরায় তাহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৫০

তাহাদের তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে ও ইহার ন্যায় অন্যের যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন আপনার ও পাণ্ডবদের সকল মহারথী যোদ্ধাই সেই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ৫১

মহারাজ! সেই মহাযুদ্ধে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া এই দুই মহাবল বীর যুদ্ধ স্থান ও অগ্নির ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই ঘোরতর সংগ্রাম অত্যন্ত কষ্ট পরিণামে সৃষ্টি করিয়াছিল। পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের মধ্যে যেরূপ অত্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যুদ্ধই তাঁহাদের আরম্ভ হইল। ৫২-৫৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অলম্বুষ ও অভিমন্যুর সংগ্রামবিষয়ক একশত অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুসহায়ে পরাক্রান্ত, অর্জুনের সহ ভীম-কৃপাচার্যযোঃ, অশ্বত্থামা ক্রোধাচার্যের সহ সাত্যকির যুদ্ধম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আর্জুনিং সমরে শূরং বিনিঘ্নন্তং মহাবলান্।
অলম্বুষঃ কথং যুদ্ধে প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয় ॥ ১
মায়াযুদ্ধিং কথং তৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
উপযাতশ্চ তেনেহ যথাবৃত্তং চ সংযুগে ॥ ২
তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ যথা তৈরেতদ্ রণমুখে।
ভীষ্মো বা রথিনাং শ্রেষ্ঠো রাক্ষসো বা অরোরুহঃ ॥ ৩
নকুলঃ সহদেবো বা সাত্যকির্বা মহারথঃ।
এতন্মাচক্ষ্ব মে সর্বং কুশলো হ্যসি সঞ্জয় ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি সংগ্রামং লোমহর্ষণম্।
যথাবৃত্তং রাক্ষসেন্দ্রস্য সৌভদ্রস্য চ মানদ ॥ ৫
অর্জুনশ্চ যথা সাধো ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ রণে চক্রুঃ পরাক্রমম্ ॥ ৬

একাধিকশততম অধ্যায়।

[অভিমন্যুকৃত অলম্বুষ পরাজয়, অর্জুনের সহিত ভীষ্ম ও কৃপাচার্য এবং অশ্বত্থামা ও ক্রোধাচার্যের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সমরাঙ্গণে মহাবীর ভীমসেনের সন্তানকারী সেই বীর অর্জুনতনয় অভিমন্যুর সহিত রাক্ষস অলম্বুষের কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? এইরূপ পরাক্রমশালী দুরাত্মা রাক্ষস অলম্বুষের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষের সহিতই বা কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল? কুরুবংশে এই তিনের সমান যোদ্ধা কিছু দেখা যায় নাই, তৎসমস্তই তুমি আমাদের যথাযথরূপে বল। ১-৩

সেই সংগ্রামে অলম্বুষ আমার ঔরসের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সহিত রাক্ষস অরোরুহের এবং নকুল-সহদেব ও মহারথী সাত্যকির বা কি করিয়াছিল? বল। তুমি এই সব বৃত্তান্ত যথাযথরূপে জান, অতএব তুমি ইহা বলিতে সমর্থ। ৪-৫

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য! আমি অতিশয় দুঃখের সহিত সেই রোমহর্ষকারী সংগ্রামের কথা বর্ণনা করিব, যে সংগ্রামে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর মধ্যে হইয়াছিল এবং পাণ্ডবপক্ষ অর্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব যুদ্ধে পরাক্রম করিয়াছিলেন। ৫-৬

তথৈব ভারত সর্বে তীক্ষ্ণ-প্রেক্ষণপুঙ্খগাঃ।
অন্যোন্যানি বিচিত্রাণি চক্রুঃ কর্মাণ্যতীব হ ॥ ৭
অলম্বুষস্তু সময়ে অভিমন্যুং মহারথম্।
বিনদ্য সুমহানাদং তর্জয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮
অভিমন্যাব বেগেন বিদ্ধ্যং সিন্ধুরিব তীব্রগঃ।
অভিমন্যুস্ত বেগেন ক্ষিপ্রহস্ত বিনদ্য মুহুঃ ॥ ৯
আর্যাপৃষ্টিঃ সহেয়াস্ত পিতৃব্যস্তবৈরিণম্।
ততঃ সমীয়তুঃ সংখ্যে ঋষিভৌ নরকাক্ষসৌ ॥ ১০
ঘনয়োরিব সংঘৌ দ্বৌ যথা বৈ মেঘবাতয়োঃ।
মায়াবী রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিদ্যুন্মালীব কাঞ্চনি ॥ ১১
ততঃ কার্ষ্ণিধনুরাজ্ঞ নিশিতৈঃ সায়কৈস্ত্রিভিঃ।
আর্যাপৃষ্টিং রণে বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ১২
অলম্বুষোঽপি সংক্রুদ্ধঃ কার্ষ্ণিং নবভিরায়সৈঃ।
ঋষিং বিব্যাধ বেগেন ক্রৌঞ্চমিব মহাগিরিম্ ॥ ১৩

ততঃ শরসহস্রেণ ক্ষিপ্রকারী বিশাম্পতে।
অর্জুনস্য সুতং সংখ্যে পীড়য়ামাস ভারত ॥ ১৪
অভিমন্যুস্ততঃ ক্রুদ্ধো নবভির্নতপর্বভিঃ।
বিদ্ধেন নিশিতৈর্বাণৈ রাক্ষসেন্দ্রং মহোরসি ॥ ১৫
তে তস্য নিশিতাস্তূর্ণং কায়ং নিত্যং মমন্থুঃ।
ন চৈনমিষুসর্বাঙ্গঃ ততক্ষে রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৬
পুঙ্খৈঃ কিংশুকৈ রাজন্ সংছন্নো হ্যভবৎ পর্বতঃ।
সন্তাড়্যেনং শরান্ ঘোরমুখান্ মহাবলঃ ॥ ১৭
বিদ্ধো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সন্ধ্যাভ্র ইব পর্বতঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ আর্যাপৃষ্টিসুতস্তদা ॥ ১৮
ঘোরৈস্ত্রিভিঃ কার্ষ্ণিং রাক্ষসেন্দ্রং সমর্দয়ৎ।
যেন যে বিধিনা পূর্বং দেবতোপসমং বিভুঃ ॥ ১৯
অভিমন্যুং বিনির্ভিন্ন প্রাবিশন্ত ধরাতলম্।
তথৈবার্জুনিনা মুক্তাঃ শরাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ২০

এবং যোদ্ধগণ তীক্ষ্ণ, তোমার আপনার সকল যোদ্ধারা বিচিত্রভাবে যে অদ্ভুত ও বিচিত্র কর্ম অভিনিবেশ—এই সমস্ত আপনি শ্রবণ করুন। ৪-৭

অলম্বুষ সমরাঙ্গনে মহারথী অভিমন্যুকে অভিলক্ষ্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে বারংবার তর্জন করিয়া থাকেন, 'দাঁড়াও' এই কথা বলিতে লাগিল এবং তাহার প্রত্যুত্তরে আর্যার পিতৃ লাগিল। ৮-১১

এইরূপে বীর অভিমন্যুও বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে নিজ পিতৃব্য ভীমসেনের অথবা বৈরী মহাসুরের অলম্বুষের উপর ধাবমান হইলেন।

তারপর সেই সমস্ত ও রাক্ষস উভয় বীরই অতি সত্বর যুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়েই ভয়ঙ্কিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যুদ্ধের দেবতা ও মরুদ্গণের ন্যায় তেজে প্রায় উভয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিলিত হইলেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ মায়াবী ছিল এবং অর্জুনতনয় অভিমন্যু বিদ্যাবলম্বুষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ৮-১১

মহারাজ! তখনকার অর্জুনপুত্র অভিমন্যু বিদ্ধী তীক্ষ্ণ সায়কে লোহাবে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটী বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১২

তখন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ অলম্বুষও নয়টী লৌহময়ী বাণের দ্বারা অর্জুনপুত্রের অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে সেইরূপে সজোরে প্রহার করিল, যেরূপ মহাবাতের বিপ্লবকারী বিনাশঃ। অর্জুনের পুত্র সংখ্যে পীড়য়ামাস ভারত ॥ ১৩ অভিমন্যুস্ততঃ ক্রুদ্ধো নবভির্নতপর্বভিঃ। বিদ্ধেন নিশিতৈর্বাণৈ রাক্ষসেন্দ্রং মহোরসি ॥ ১৪ তে তস্য নিশিতাস্তূর্ণং কায়ং নিত্যং মমন্থুঃ। ন চৈনমিষুসর্বাঙ্গঃ ততক্ষে রাক্ষসোত্তমঃ ॥ ১৫ পুঙ্খৈঃ কিংশুকৈ রাজন্ সংছন্নো হ্যভবৎ পর্বতঃ। সন্তাড়্যেনং শরান্ ঘোরমুখান্ মহাবলঃ ॥ ১৬ বিদ্ধো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সন্ধ্যাভ্র ইব পর্বতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ আর্যাপৃষ্টিসুতস্তদা ॥ ১৭ ঘোরৈস্ত্রিভিঃ কার্ষ্ণিং রাক্ষসেন্দ্রং সমর্দয়ৎ। যেন যে বিধিনা পূর্বং দেবতোপসমং বিভুঃ ॥ ১৮ অভিমন্যুং বিনির্ভিন্ন প্রাবিশন্ত ধরাতলম্। তথৈবার্জুনিনা মুক্তাঃ শরাঃ কনকভূষণাঃ ॥ ১৯

দেবগণ যেরূপভাবে অসুরগণের প্রহার করা হইয়া থাকে ॥ ১৩

তারপর তাহার পর ঐরাবতকুলোদ্ভব তাহা অভিমন্যু বিনাশের অলম্বুষ এবং তাহার বাণ বিশেষ করিয়া যুদ্ধে অর্জুনের পুত্রকে পীড়িত করিল ॥ ১৪

ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমন্যুও রাক্ষসরাজ অলম্বুষের বিনাশ করিবার জন্যে তীক্ষ্ণ বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

তখন সেই বাণগুলি অভিমন্যুর রাক্ষসের শরীর ভেদ করিয়া তাহাকে ধরাতলে প্রবেশ করিল। রাজন্! এই রাক্ষসের সর্বাঙ্গে শত-শিলের হইয়া যাইলে রাক্ষসরাজ অলম্বুষ বিবিধিত পলাশপুষ্প-সদৃশ আয়াদিত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর সেই বাণগুলির তীব্র আঘাতে মহাবলবান রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ অভিমন্যুর বিনাশসাধনে পরিত্যক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর অলম্বুষ ক্রুদ্ধিত হইয়া ভেবরাজ ঐরাবের বংশের নূপ পরাক্রমশালী অর্জুনতনয় অভিমন্যুকে পঞ্চাশৎ বাণদ্বারা আহত করিয়া ফেলিল।

তাহার দ্বারা বিদ্ধিত হইয়াও অভিমন্যু ও তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা অভিমন্যুর শরীর ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল।

সেইরূপ অভিমন্যুকর্তৃক বিদ্ধিত হইয়াছিল বাণদ্বারা অলম্বুষকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল।

অলম্বুষো বিনির্ভিন্ন প্রাবিশদ্ ধরণীতলম্।
সৌভদ্রস্তু রথে স্থিত্বা গদাং গৃহ্য মহাবলঃ ॥ ২১
তস্থৌ বিষ্ণুরিবাসাদ্য মন্দরং শক্র ইবাহবে।
বিষ্ণুদত্তং ততো ঘোরং ব্যাদায়ানং যথান্তকম্ ॥ ২২
প্রাক্রুশদ্ভে মহামায়াং রাক্ষসীং পরমাপনাম্।
তত্রস্থে তদনা সর্বে মৃতাশ্চাসন্ মহীতলে ॥ ২৩
নাভিমন্যুবধশ্চাস্য নৈব স্যান্ন পরান্ জয়ে।
অভিমন্যুশ্চ তদ্ দৃষ্ট্বা যোজয়ন্ মায়ামতঃ ॥ ২৪
প্রাহ্নক্রোদ্রথমুখ্যাংশ্চ তাংস্তদা মুক্তবন্ধনঃ।
ততঃ প্রকাশমত্যুগ্রং সর্বতঃ মহীতলে ॥ ২৫
তাং তাদৃশীমিবান্ মায়াং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
ক্রুদ্ধশ্চক্রে মহাবীর্যো রাক্ষসেন্দ্রঃ সমোহনম্ ॥ ২৬
ব্যাবর্তমান সমরে শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
বহ্নীজ্বালাস্তা মায়াশ্চ প্রযুক্তাস্তেন রক্ষসা ॥ ২৭
সর্বাস্তানিবিষেণাস্ত্রা বারয়ামাস ফাল্গুনিঃ।

তেজসাস্য ততো রক্ষো ব্যধমানঃ সমাহৈঃ ॥ ২৮
ইথং তদৈব সম্ভূতা প্রাক্তনস্যতরো ভয়ম্।
তস্মিন্ বিনির্ভিন্নে তূর্ণং কৃষ্টাস্যনিলে রক্ষসে ॥ ২৯
আর্ষ্টিষেণ সমরে নৈকং তাবতং সমর্থ চ।
মহাস্ত্রো মন্ত্রমাবেদ্য সম্যগ্ঘ্যং পক্ষিণীমিব ॥ ৩০
ততঃ সাত্বতো ভীমং নৈকং কৃষ্ণাভিরক্ষিতম্।
মহতা শরবর্ষেণ সৌভদ্রঃ পর্যবারয়ৎ ॥ ৩১
কোষীকৃত্য চ তং বীরং বার্ষ্ণেয়ো মহারথঃ।
এবং সুবহবো যুদ্ধে তস্যক্তুঃ সাংযুগীনকৃতম্ ॥ ৩২
স তেষাং ক্ষিপতাং বীরঃ শিতমুক্তান্ পরাক্রমঃ।
সমুদ্যো বাসুদেবস্য বিক্রমেণ বলেন চ ॥ ৩৩
ঔজসোঽ সমুদ্যং বর্ষং স শিতৈর্বাসুদেবজ।
রণে বভূবিথ তত্রৈক সর্বলোকস্য পূজিতঃ ॥ ৩৪
ততো ভগদত্তো বীরো বিনিঘ্নন্নিব সৈনিকান্।
আসসাদ রণে ভীমং পৃথা শ্রেষ্ঠমরন্দমঃ ॥ ৩৫

বীর যখন বহু বৃষ্টির মধ্যে ঘোরতর বাণে আহত হইয়া রাক্ষস অলম্বুষ অন্যান্য অন্তর্ধান করিয়া নিজের রথ সেনাদের পরিত্যাগ করিয়া ক্রত পলায়ন করিল।

মায়াযুদ্ধে দুষ্টমতী সেই রাক্ষস পরাজিত হইলে অর্জুনপুত্র অভিমন্যু অরিন্দম পাণ্ডবের সৈন্যমধ্যে সেইরূপ মহিমা করিতে লাগিলেন, যেরূপে গজযূথ মধ্যে মত্তগজ পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে ॥ ৩১-৩০

তাহার পর বীর সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিতে দেখিয়া পাণ্ডবনন্দন ভীম প্রভূত বাণবর্ষণ করিয়া সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুকে বন্ধ করিয়া দিলেন ॥ ৩১

তাহাতে আপনার মহারথী সুভদ্রা-তনয় ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেন এবং কৃষ্ণাকে সেই অভিমন্যুকে যুদ্ধস্থলে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

বীর অভিমন্যু বীর নিন্দা অর্জুনের ন্যায় পরাক্রমী ছিলেন। বল ও বিক্রমে তিনি বাসুদেবতুল্য শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ ছিলেন। যখন সকল পাণ্ডবযোদ্ধিগণ মধ্যে সেই বীর অভিমন্যু অবস্থান সেই সব যোদ্ধা মহীমিত্রের সহিত নিজ নিজা ও মায়ার দূর করিয়া সৌন্দর্যপূর্ণ ভাবে করিলেন ॥ ৩৩-৩৪

তাহার পর ভগদত্ত (অর্জুন) অবস্থানে আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে বীর পুত্রকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে বীরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

তবৈব সময়ে রাজন্ নিত্যং ক্ষেত্ররক্ষণে।
আসসাদ রণে পার্থং ধর্মপুত্রমরিন্দমম্। ৫৬
তমঃ সরথমাসাদ্য পৃথারাজ্ঞঃ সুতাত্মজঃ।
পরিবব্রে রণে ভীষ্মং ক্ষুদ্রপুত্রঃ সমন্ততঃ। ৫৭
তবৈব সাত্যকী রাজন্ পরিবার্য্য মহারথম্।
রণাগ্র সহসা ক্রুদ্ধো দংশিতো ভরতর্ষভ। ৫৮
শারদ্বতস্তদা রাজন্ ভীষ্মস্য রথমন্বয়াৎ বিভুম্।
মর্দ্দনং পক্ষিসংঘানাং সাত্বতানাং সমাহিনোৎ। ৫৯
প্রত্যুদ্যযৌ বিবাধ সাত্যকিস্তং শিতৈঃ শরৈঃ।
পাণ্ডবপ্রিয়কামার্থং শার্দ্দূল ইব দুর্জ্জয়ম্। ৬০
সৌভদ্রোঽপি মহাবাহুর্যাবদঃ নবভিঃ শরৈঃ।
ত্বরি বিব্যাধ সাক্রুদ্ধঃ কৃতপ্রতিকৃতৈষিণম্। ৬১
সৈনেয়োঽপি তদা ক্রুদ্ধস্তাবমানমমর্ষয়ন্।
সৌভদ্রমাক্রুদ্ধঃ তূর্ণং সমাধত্ত বিনীতবৎ। ৬২

তথাপরত্রঃ বেগেন শক্রাশনিসমদ্যুতিম্।
বিধ্যা ত্রিংশেন সাক্রুদ্ধো হৌদ্রিঃ পরমকোপনঃ। ৬৩
সমুৎসৃজ্যাথ সৌনেয়ো ধৌতমন্যৎ ধনুর্দৃঢ়ম্।
অভ্যাহনদ্ রণে হৌদ্রিং বাহুং যে দক্ষিণং তথা। ৬৪
তস্য ক্রোধপুরস্কারো বিধ্যা ত্রিংশেন তাংস্তদা।
অথৈনং বিরথঞ্চক্রে তাড়য়ামাস সায়কৈঃ। ৬৫
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় শক্রতুল্য পরাক্রমম্।
হৌদ্রিং ষষ্ট্যা রণাগ্রেষু বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ। ৬৬
স বিদ্ধো মার্ম্মভিশ্চৈব মুহূর্তং কম্পনাতুরঃ।
বিষসাদ রথোপস্থে অন্তর্বেদিং মহাদ্যুতিঃ। ৬৭
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ক্রোধপূরঃ প্রতাপবান্।
ব্যাকৃষ্য সমরে ক্রুদ্ধো নারাচেন সমার্পয়ৎ। ৬৮
সৈনেয়ঃ স তু নিহিত্য প্রাণিনং ধরণীরুহম্।
রথমুৎকালে ধনুষা বিনং চর্পিতবর্ত্মনা। ৬৯

রাজন্! যেরূপ সূর্য্যের তাপ আসহ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার পিতৃব্য ক্ষেত্রের ঈশ্বর যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরসহ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৫৫

মানদ! সেই সময় আপনার পুত্রগণ হত, হতী, অশ্বগণের সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধবলে ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করত অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেন। ৫৭

রাজন্! ভরতর্ষভ! সেইরূপ সাত্যকি-প্রেরণা অর্জুনকে চারিদিকে বিরিয়া বক্ষাদিকে সুরক্ষিত অবস্থায় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিলেন। ৫৮

রাজন্! সেই সময় ভীষ্মের সম্মুখে অবস্থিত অর্জুনকে ক্রমাগত পঁচিশ বাণ প্রহার করিলেন। ৫৯

তখন যেরূপ শিষ্য গুরুকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সাত্যকি অগ্রসর হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের প্রিয় করিবার জন্য ক্রমাগতভাবে তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। ৬০

ইহাতে ক্রমাগত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরতা সহিত অতি-ক্রোধবশে সাত্যকির বক্ষঃস্থলে তত্ত্বত্বর্ত্তিত বাটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬১

তখন যোদ্ধাগ্রী সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বহু আঘাত করত অর্জুনের দ্বারায় ভীষ্ম ক্রমাগতের অশ্বগণ একটি বাণ যোজনা করিলেন। ৬২

ক্রমাগতঃ বেগের শক্রাশনিসমদ্যুতিম্।
বিধ্যা ত্রিংশেন সাক্রুদ্ধো হৌদ্রিঃ পরমকোপনঃ। ৬৩
সমুৎসৃজ্যাথ সৌনেয়ো ধৌতমন্যৎ ধনুর্দৃঢ়ম্।
অভ্যাহনদ্ রণে হৌদ্রিং বাহুং যে দক্ষিণং তথা। ৬৪
তস্য ক্রোধপুরস্কারো বিধ্যা ত্রিংশেন তাংস্তদা।
অথৈনং বিরথঞ্চক্রে তাড়য়ামাস সায়কৈঃ। ৬৫
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় শক্রতুল্য পরাক্রমম্।
হৌদ্রিং ষষ্ট্যা রণাগ্রেষু বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ। ৬৬
স বিদ্ধো মার্ম্মভিশ্চৈব মুহূর্তং কম্পনাতুরঃ।
বিষসাদ রথোপস্থে অন্তর্বেদিং মহাদ্যুতিঃ। ৬৭
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং ক্রোধপূরঃ প্রতাপবান্।
ব্যাকৃষ্য সমরে ক্রুদ্ধো নারাচেন সমার্পয়ৎ। ৬৮
সৈনেয়ঃ স তু নিহিত্য প্রাণিনং ধরণীরুহম্।
রথমুৎকালে ধনুষা বিনং চর্পিতবর্ত্মনা। ৬৯

এই বাণের প্রভাব বীরের বক্ষের ত্রাণ ভেদ। তাহাতে সংবেগে আবিষ্ট দেখিয়া অধিপতি ক্রোধবশতঃ অবধারণ করিয়া সেই বাণটিকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ৬৩

তখন রথিবরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি ক্রমাগতের পরিত্রাণ করিয়া রাজ যেরূপ আকাশে গ্রহকে আক্রমণ করে, সেইরূপ যুদ্ধবলে অবস্থানের উপর বাণের বৃষ্টি করিলেন। ৬৪

তারপর ক্রমাগত ক্রোধপুর অবস্থায় সাত্যকির বাটিকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং বহু ছিদ্র হইতে তিনি সাত্যকিকে নিজ বাণ-সমূহ আঘাত করিতে থাকিলেন। ৬৫

মহারাজ! তখন সাত্যকি ভারবাহন সমর্থ এবং শত্রুবিনাশক অন্য একটি বহু গ্রহণ করিয়া বাটটি বাণের দ্বারা অবস্থানের বাহু ও বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ৬৬

ইহাতে অত্যন্ত আহত ও ব্যথিত হইয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় রথমধ্যে উপর আসন লইয়া মুহূর্তকাল রথের পক্ষাদ্ভাগে উপস্থিত রহিলেন। ৬৭

তারপর প্রতাপশালী ক্রোধপুর অবস্থায় সংজ্ঞালাভ করত দৃষ্টিপাত করিয়া সমরাঙ্গণে সাত্যকিকে নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৬৮

এই বাণের দ্বারা তখন সাত্যকিকে ভেদ করিয়া সেইক্ষণে রথমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ বনমধ্যে বনস্থান্ পক্ষিগণ বিলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৬৯

অথাপশ্যদ্বনে রাজন্ যাদবস্য অনোত্তমম্।
সিংহস্য সদৃশে গৌরি নিঃসহত্বে বৃষোরু চ ॥ ৪০
পুরুষৈশ্চন্দ্র সংবেষ্টৈশ্চাপহস্তৈরুদায়ুধৈঃ।
নিরাঘাতে মহারাজ যথা মেঘো বিরাজতে ॥ ৪১
সাম্রাজ্যেঽপি মহারাজ পরমাদ্যে বিরাজ তে।
গৌরিবদ্ধাভিরূপং তু পরমাভিরনেকধা ॥ ৪২
তাপয়ামাস চ গৌরিঃ বৈনেয়ঃ পন্নগীরিব।
বিমুক্তো দেবরাজেন বটবৈ তপসস্তথা ॥ ৪৩
পরমাভিঃ সহস্রৈস্তু পুনরেব সমুদ্যতঃ।
সাম্রাজ্যিশ্চালয়ামাস নবাপ চ মহাবলঃ ॥ ৪৪
দৃষ্ট্বা পুরুষ তং প্রাপ্তং যাদবেষু বিশাম্পতে।
মহাত্মানশ্চ বৈনেয়াঃ তাবয়াঞ্চ প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৫

বিব্যাধ চ সুতীক্ষ্ণেন পুরুষেণ মহাত্মনে।
পঞ্চাশতং পদাতীনাং রাজন্ যাদবৈরাভিরক্ষিতম্ ॥ ৪৬
সাম্রাজ্যিশ্চ বলে ত্যক্ত্বা তত পুরুষ মহাবলম্।
রোষাৎ বিব্যাধ নিশিতৈঃ সর্বপাশৈঃ শরৈঃ ॥ ৪৭
তত্তস্তস্যেষবো গৌরিং শতশোঽথ সহস্রশঃ।
মহাত্মনস্তু তে ক্রুদ্ধা রোষাৎ প্রতি মহাত্মনঃ ॥ ৪৮
তাবতো রোষতশ্চাপি সংবেষ্টাতাং মহাত্মনে।
যথা বৃক্ষং তরুশ্চন্দ্র মহারাজ বনস্থলে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অনুক্রমণিকাধ্যায়ে
একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

ইহার পর অন্য ৪৬টি অধ্যায় দ্বারা সম্রাটকে অযযাতি সাম্রাজ্যিক উহার অঙ্গ যেরূপ করিলেন এবং ইন্দ্রলোকে লিখিতে করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তারত! মহারাজ! অনন্তর যেরূপ বর্ষাকাল মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি পুরুষ তাঁর অসহ্য বলপূর্বক সাম্রাজ্যিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

মহেশ্বর! সেই সময় সাম্রাজ্যিক ঐ বলগর্বিত বীর করিয়া দিয়া অধিকার অযযাতির উপর অন্যের প্রভাব বলপূর্বক বিস্তার করিলেন ॥ ১২

তারপর শত্রুতাপনকারী মুনিবর (সাম্রাজ্যি) যেরূপ্রাপ্ত সূর্যের ন্যায় রোষপূর্ণ অযযাতিকে সন্তাপপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

মহাবল সাম্রাজ্যি পুনরায় এক হাজার বাণবর্ষণ করিয়া অযযাতিকে আবৃত করিলেন এবং ইন্দ্রলোকে প্রবল করিতে থাকিলেন ॥ ১৪

যেরূপ মেঘ ভরতে স্নান করিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্রাজ্যিক দ্বারা নিজের পুরুষে তার বর্ষণে ঢেকিয়া প্রভাবশালী রোমাঞ্চকর তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৫

রাজন্! সেই মহাত্মার সাম্রাজ্যি দ্বারা নীতির নিজ পুরুষে রক্ষা করিবার জন্য রোমাঞ্চকর তীক্ষ্ণবেগপূর্ণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

তখন সম্রাজ্যি ইন্দ্রলোকে তত্রপুর মহাবলী অযযাতিকে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপ লোহের দ্বারা নির্মিত বিশটী বাণে রোমাঞ্চকরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

এই সময় শত্রুসন্তাপক অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন মহাবলী অন্যান্য মুনিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোমাঞ্চকরের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ১৮

মহারাজ! তাহার পর রোমাঞ্চকর ও অন্যান্য সেই মহাত্মগণ পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। তখন মনে হইল,—আকাশে সূর্য ও শুক্র পরস্পর সংগ্রামে আসক্ত হইলেন ॥ ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অনুক্রমণিকাধ্যায় ও অধিবাসের মুখবিষয়ক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যের সুদর্শনা ও সমার্জ্জনী মুখ, ভীমসেনের গজসৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং দ্রোণো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ।
সমীয়তুঃ যুধে যত্তৌ তাবুভৌ পুরুষর্ষভৌ। ১
ব্রিয়তে হি পাঞ্চাল্যো বিদ্যা ভারদ্বাজস্য ধীমতঃ।
আচার্য্যশ্চ যুধে বিদ্যাং ক্ষিপ্রং পার্থেষু সঞ্জয়। ২
তাবুভৌ যুধিনৌ সংখ্যে ক্রুদ্ধৌ নিঘ্নাবিবেতরৌ।
কথং সমীয়তুর্যুদ্ধে তাবুভৌ-বলবত্তরৌ। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

ন দ্রোণঃ সমরে পার্থং জানীতে ক্ষিপ্রমাহবে।
অক্ষয়ৌ পূরুষব্যাঘ্রৌ পার্থৌ বা গুরুমাহবে। ৪
ন ত্বত্রিয়া যুধে রাজন্ বর্ত্তন্তি পরস্পরম্।
নির্ঘাতাঃ হি মৃত্যুস্তে নিবৃত্তিস্তাবুভৌ নয়। ৫
যুধে তাবত্র পার্থেন দ্রোণো বিক্ষিপ্তিঃ শরৈঃ।

নাভিনন্দে তদা যাবন্ পার্থঃ পাঞ্চাল্যমাহবে। ৬
শরবৃষ্ট্যা পুনঃ পার্থস্তাবয়ামাস তং রথে।
ন প্রহর্ষং স রোষেণ যযৌ দ্রোণশিরোজিহঃ। ৭
ততোঽর্জ্জুনং যুধে দ্রোণঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
ছাদয়ামাস রাজেন্দ্র নভিয়ানেব ভারত। ৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সুদর্শনবরোদ্যতম্।
দ্রোণস্য সমরে রাজন্ পাঞ্চিগ্রাহং ন্যবারয়ৎ। ৯
ত্রিসর্ত্তারপি ক্রুদ্ধো দৃশ্যমানঃ কার্ম্মুকম্।
ছাদয়ামাস সমরে পার্থো বাণৈরয়োমুখৈঃ। ১০
তাভ্যাং যুক্তঃ সদা রাজন্নভিতঃ বিচেরিবে।
হংসো ইব মহারাজ সরস্তত্রসে নভস্তলে। ১১
তে সর্ব্বে প্রাপ্তা দৌষ্টেন সমন্তাদ্ বিবিধং প্রভো।
অন্তরাত্মন্। বয়ং যাহ যুদ্ধং বিবরজ্ঞাঃ। ১২

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্য ও সুদর্শন ধরিয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং ভীমসেনের অর্জ্জুন সহায়ের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও পাঞ্চালনন্দন অর্জ্জুন—এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ সমরে কিরূপ প্রযত্ন করিয়া পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিনিময় করিলেন? ১

সঞ্জয়! যুদ্ধে পাণ্ডব আনী দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাঞ্চালপুত্র অর্জ্জুন সকলই শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনেরও আচার্য্য দ্রোণ সমরে সর্ব্বদা শিক্ষা দিতেন। ২

সৌহৃদ্য সংগ্রামস্থলে দুইটী প্রভূত বিক্রমের ন্যায় দুই ও উৎসাহে পূর্ণ এই দুই মহারথী দ্রোণাচার্য্য এবং অর্জ্জুন কিরূপ প্রহারের দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সমরস্থলে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে শিক্ষার শিষ্য মনে করিতেন না এবং অর্জ্জুনও করিয়াছিলেন কথা চিন্তা করিয়া যুদ্ধকালে গুরু দ্রোণাচার্য্যের শিক্ষার শিষ্য দোষ করিতেন না। ৪

রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ সমরে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া কাহাকেও বর্জ্জন করেন না। তাঁহারা নিত্য ও ব্রহ্মলোকের সহিত মর্য্যাদাপূর্ণ (আত্মীয়তা প্রকৃতি সম্বন্ধযুক্ত) হইয়া যুদ্ধ করেন। ৫

তাহার! সেই সমরে অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে তিনটী বাণ বিদ্ধ করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের বহু প্রহারে তিনবার সেই বাণগুলিকে যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য গ্রাহ্য করিলেন না। ৬

তখন পুনরায় অর্জ্জুন সমরস্থলে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি রোষবশতঃ জ্বলিয়া উঠিলেন। তাহাতে তাঁহার হর্ষ—মনে মনে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৭

তখনন্তর! রাজন্! তাহার দ্রোণাচার্য্য আবদ্ধপূর্ণ বাণসমূহে সমরে অর্জ্জুনকে অতিশয় আচ্ছাদিত করিলেন। ৮

রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন সমরস্থলে দ্রোণাচার্য্যের পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনকে প্রেরণ করিলেন। ৯

তাহার আজ্ঞা পাইয়া ত্রিগর্ত্তরাজ সুদর্শন সমরস্থলে দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া সৌহৃদ্য সংগ্রামস্থলে অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১০

মহারাজ! যেরূপ শরৎকালে আকাশে হংসশ্রেণীকে উড়িতে দেখা যায়, সেইরূপ ইহাদের উভয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আকাশে শোভা পাইতে লাগিল। ১১

প্রভো! সেই বাণগুলি চারিদিক দিয়া যুদ্ধভূমির অর্জ্জুনের উপর পতিত হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—রণভূমির তাহে সব পাখিই যুদ্ধের উপর চারিদিক হইতে বহু পক্ষী আসিয়া উপবেশন করিতেছে। ১২

অর্জুনস্তু হতে ভ্রাতা বিমনা ন্যবিশদ্ রথে।
ত্রিগর্তরাজস্য সখে সমুদ্যতে বিনাশে সংযুগে ॥ ১৩
যে ত্বামাসন্ পার্শ্বতি আসেনের মুখন্তরে।
পার্থেনাজ্ঞাপয়ন্তস্তু গ্রহণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ১৪
মুহূর্তং সমরন্নীশ পাণ্ডবস্য বধং প্রতি।
পরমর্ষীং ততস্তস্য তু বলবদ্ভিঃ সমন্বতঃ ॥ ১৫
প্রবিবেশাথ রাজেন্দ্র সোমকীর্ণিমিবোদধিঃ।
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ধীরযোধোৎকটাবলম্ ॥ ১৬
বিমুক্তাঃ সর্বতির্দীপৈঃ পরমর্ষীং মুহাসনাম্।
অযোধো ব্যধমদ্ রাজন্ মাদ্রবতোঽজনানিব ॥ ১৭
কর্ণস্য তেন পার্শ্বেন সুমুদ্যুধে ধানবাঃ।
অথ ক্রুদ্ধো রণে পার্থস্ত্রিগর্তান্ প্রতি ভারত ॥ ১৮
মুমোচাস্ত্রং ধনঞ্জয়ো বায়ব্যং যুদ্ধদুর্মদে।
প্রাহরাদীৎ ততো বায়ুঃ ঘোরেণাগ্নেন নভস্বতম্ ॥ ১৯
পাণ্ডবস্য বৈ তদস্ত্রমস্ত্রবিদ্ভিশ্চ সৈনিকম্।

তদো যোগেন্দ্রিনীতেন বায়ব্যাস্ত্রং সুদারুণম্ ॥ ২০
সৈন্যমন্তরয়ন্নাশু যোধয়ন্তং দুরোদরম্।
যোগেন যুধি বিষ্ণুকে তথিষ্ঠন্তং নরাধিপ ॥ ২১
প্রণশ্যদ্ ভরতো বায়ুঃ প্রলয়ান্ত ইবোদধিঃ।
ততঃ পাণ্ডুসুতো বীরস্ত্রিগর্তস্য মহদ্বলম্ ॥ ২২
বিমথ্যমানং তেনাস্ত্রে বিষ্ণুনা বিশ্বরূপিণম্।
ততো দুর্যোধনস্যৈষ কৃপস্য চ মহিনাঃ বরঃ ॥ ২৩
অশ্বত্থামা তথা শল্যঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ বাহ্লিকাঃ সহ বাহ্লিকৈঃ ॥ ২৪
মহতা রথবংশেন পার্থস্যাবারয়ন্ রিপুম্।
তেষাং তদস্ত্রমস্ত্রজ্ঞা ন্যহনন্মুক্ত মহাবলাঃ ॥ ২৫
পজ্জন্যেনেব তীব্রেণ আদিত্যরশ্ময়ো রিপুম্।
দৃষ্টিপ্রণাশ নাশেন সৌবলস্য বিশাম্পতে ॥ ২৬
শরৌঘৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈর্বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।

রাজেন্দ্র! অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট অর্জুন রথের ঘর্ঘরধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া ত্রিগর্তরাজের সমুদ্যত সৈন্যসাগরে বিলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

যে সকল পার্শ্বতি আসেনের মুখন্তর হইতে অর্জুনের প্রাণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া ত্রিগর্তদেশীয় সৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে সেই ভাবে প্রবল পরাক্রমে, যেরূপ পর্বত জলবেগ ধারণ করিয়া থাকে।

সেই যুদ্ধে আসন্ন অর্জুনের রথের সম্মুখ অবস্থানে-বৈলক্ষণ্য দেখিয়াও। যেরূপ বায়ু বেগে ক্ষিপ্ত-ক্ষিপ্ত করিয়া মেঘ, সেইরূপ অনন্যসাধারণ যোগের দ্বারা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১৪-২১

অনন্তর। অর্জুনের সেই পরাক্রমে যোদ্ধা ও বাহনগণ সকলেই মুগ্ধ হইলেন। তাহার। অনন্তর ক্রুদ্ধ অর্জুন যুদ্ধে অসুরগণের বিরুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ত্রিগর্ত-সৈন্যগণের বিরুদ্ধে গমন করিয়া বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহাতে ঘোরতর বিষ্ণুকারী বায়ু আবির্ভূত হইল, যাহা দ্বারা সমুদ্র পালিত করিতে করিতে সৈন্যবিনাশে অগ্রসর করিতে লাগিল।

তখন বীরবর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ত্রিগর্তরাজের বলসমূহকে উৎসাহান্বিত ও পরাক্রমযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে হত-বিক্ষুব্ধ করিয়া দিলেন।

তখন ভরতবংশের মধ্যে যেই প্রলয়কাল-সমুদ্রের, অর্থাৎ বায়ুর, ন্যায় প্রবল, অসহ্য-বেগের ন্যায় দুর্নিবার, অসহ্য-বেগের ন্যায় দুর্নিবার ও অসহ্য-বেগের ন্যায় দুর্নিবার বায়ুর সহিত বায়ু-তুল্য এই সব বিষয়ের বিশাল সৈন্যের দ্বারা অর্জুনের সকল দিক্ পর্যন্ত সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

সেইরূপ অবস্থায় ও যখন প্রকৃত্ত বলী সৈন্যগণ তীব্রবেগের চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলিলেন।

প্রজানাথ! দৃষ্টিহরণ, শর এবং সমূহ তীক্ষ্ণ ও বিশাল বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে মহাবীরগণ সকল ও সাহসকে আচ্ছাদিত করিলেন।

তীব্র সৈন্যগণের সহিত ও আসন্ন মৃত্যুবিপদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যুদ্ধে যারা মৃত্যুবিপদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে চারিদিকে বিরিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরঃ সমাসাদ্য সর্বতঃ পর্যবারয়ৎ।
আপতন্তং গজানীকং দৃষ্ট্বা পার্থো মুহুর্মুহুঃ। ২৮
লেলিহ্যমানঃ সৈন্যানি ঘোরো মৃত্যুরিব স্বয়ম্।
ভীষ্মস্য রথিনাং শ্রেষ্ঠো গজাঃ পৃষ্ঠ মহারথে। ২৯
অবধূতা ইবাস্যন্তঃ পূর্ণা তস্য শৈলাস্তভীষণম্।
অমূঢ়ীক্য গজানীকং তমন্তক গজোপমম্। ৩০
পরিবব্রু রথে বদ্ধা ভীমসেনং সমন্ততঃ।
গজযূথমহাগ্রাহং পাণ্ডবং ন ব্যদারয়ন্। ৩১
মেঘজালস্য মহতো যথা মধ্যমতো রবিঃ।
ব্যরোচত স মধ্যানীকং গতো পাণ্ডবর্ষভঃ। ৩২
মহাজলদসঙ্কাশং মাতঙ্গানীকমেব তৎ।
যে মধ্যমাস্তে নিহতা ভীমসেনেন হস্তিনঃ। ৩৩
আর্তনাদো রথে চক্রে গর্জন্তো জলদা ইব।
গদয়া বারিরূপেণ বিনাশৈস্তত্র হস্তিভিঃ। ৩৪

মুক্তাসোকমিভিঃ পার্থঃ তত্তত্তে ভগ্নদন্তিনি।
বিষাণে হস্তিনঃ গৃহ্য নিষিষেণধরাতলে। ৩৫
বিষাণেন চ তেনৈব মুহুর্মুহুরাহবে। হস্তিনম্।
পাতয়ামাস সমরে গতসত্ত ইবাসুরঃ। ৩৬
শোণিতাক্তাঃ যথা বিজ্ঞেয়োরুপ্রস্রবণাকুলম্।
কুঞ্জরাণাং শোণিতেন তত্তবং প্রত্যদৃশ্যত। ৩৭
এবং তে বধ্যমানাস্ত হতশেষা মহাগজাঃ।
প্রাদ্রবন্ত দিশো রাজন্ বিনদন্তঃ শকৃৎ মলম্। ৩৮
দ্রবদ্ভিস্তৈর্মহানাদৈঃ সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
দুর্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্। ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মপরাক্রমে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০২

হস্তী হৈমবতিকে আসিতে দেখিয়া বীর বৃকোদর ভীমসেন যেরূপ মনে নিজ নিজের মুখের দুইপ্রান্ত চাটিতে থাকে, সেইরূপ মুখের দুই প্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা চাটিতে লাগিলেন।

তাহাতে মহাসমর পরিশ্রমের মধ্যে সেই ভীমসেন বল লাভিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইয়া হাসিয়া পড়িলেন এবং আপনার হৈমবতিকে ভীত করিয়া তুলিলেন।

গজরাজে ভীমসেনকে দেখিয়া সেই গজযোদ্ধী হৈমবতী তাঁহাকে সমরভূমির চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল।

সেই গজসৈন্যের মধ্যে গজযূথের গ্রাহস্বরূপ ভীমসেন মহা-মেঘমণ্ডলের মধ্যে দিব সূর্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বীর গজের আঘাতে সম্পূর্ণ গজসৈন্যকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বায়ু মহাবেগের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অনুকূলীয় মহাবেগকে দিক-দিক করিয়া যায়।

মহাবল ভীমসেনের গদার আঘাতে আহত হইয়া গজসৈন্যের যে হস্তী মুখগণ মর্মভেদের ন্যায় আর্তনাদ করিতে লাগিল।

সেই সকল হস্তীদিগের মধ্যে বিনাশিত হইয়া ভীমসেন মুক্তার অলঙ্কারে বিভূষিত অগ্নোকমুখের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন কোন কোন হস্তীর দন্তাগ্রে ধরিয়া তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই হস্তীকে নষ্টদন্ত করিলেন। তাহাতে সেই হস্তীর মাথাই সেই হস্তীর মুখমণ্ডল প্রহার করত পতনশীল মহাসুরের ন্যায় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। ১৮-৩৬

রাজন্! এইরূপে ভীমসেনের প্রহার পাইয়া মহাগজিনী মহাগজগণ আপনার সৈন্যদিগকে পিষ্ট করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পলায়নপর সেই মহাগজগণের সহিতই দুর্যোধনের সকল সৈন্যরাও পুনরায় মুখবিমুখ হইয়া পড়িল। ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মপর্বে ভীষ্মদেবের পরাক্রমবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং যুদ্ধং যুদ্ধম্, ভগদত্তস্য ভগবতা কর্ষিক।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথাশ্বিনে মহারাজ সংপ্রাপ্তে সমপদ্যত।
লোকক্ষয়করো রৌদ্রো ভীষ্মস্য সহ সোমকৈঃ॥১

যাদৃশো দৃশ্যতে সোম: পর্বণোরুভয়োরপি।
তাদৃশস্তিথিযোগেন তদভূদ্যোধ সংকুলম্॥২

সমসজ্জত চ তদা সৈন্যৈঃ পিতা যোধয়তস্তব।
ব্যূহান্ব্যূহবিদাং শ্রেষ্ঠো ভীষ্মো বিদ্বান্ প্রতাপবান্॥৩

দৃষ্ট্বাস্য বিপুলা ব্যূহা: প্রকৃত্যা সোমকা ইব॥৪

দৃষ্ট্বাস্য বিপুলা ব্যূহা: ক্রৌঞ্চবদ্ধবা।
ভীমসেনস্য সমরে পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতম্॥৫

দৃষ্ট্বাস্য ব্যূহো বিপুলো বিরাটশ্চ পরাক্রমী।
ক্রৌঞ্চবদ্ধং চ নামাহ: শ্রেষ্ঠমাসাদ্য ভারত॥৬

তেন বিদ্ধা মহেষ্বাসা ভীষ্মেণামিত্রকর্ষিণা।
দুদ্রুবুঃ সমরে রাজন্ পাঞ্চাল্যাঃ ইবোরগাঃ॥৭

বিশতী তব বিদ্যাথ ভরতানাং পিতামহম্।
প্রীয়ন্ত: সেনয়া যান্তো নাদৈশ্চ প্রাহরন্নৃপা:॥৮

দৃষ্ট্বাস্য সমরে কোপো বভূবাতিব জন্তবে।
পিতামহং ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধোরসি চাপগৈঃ॥৯

ত্রিপদ: পঞ্চবিংশত্যা বিরাটো দশভিঃ পরৈঃ।
শিখণ্ডী পঞ্চবিংশত্যা ভীমং বিব্যাধ সাদিভিঃ॥১০

সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
বসন্তে পুষ্পশবলো রক্তাশোক ইবাবভৌ॥১১

তান্ প্রত্যবিধ্যৎ পার্থেষ্বিভিস্তিভিস্তিভিঃ শরৈঃ।
ত্রিপদস্য চ তন্ত্রেণ ধনুশ্চিচ্ছেদ মার্গবিৎ॥১২

সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় ভীষ্ম বিব্যাধ পঞ্চভি:।
সাদিনং ত্রিভির্বাণৈ: পুনিশ্চৈব ধনুর্ধরম্॥১৩

তথা ভীষ্মো মহারাজ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজান্।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ সাত্যকিশ্চৈব সাত্বত:॥১৪

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যগণের যুদ্ধ এবং ভগদত্তের রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! অনন্তর সমরে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল॥১

ত্রিদিবের ন্যায় সেই পুণ্যজনক ভীষ্ম পক্ষ পক্ষ ও অঙ্গ অঙ্গ ভীষ্ম ধনুর্দ্ধর হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের বিনাশ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে লাগিলেন॥২

রাজন্! গ্রহগণ যেরূপ ক্রিয়াবলের শুক্লতনিকে অতিক্রম করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত ভীষ্ম সেই সৈন্যবাহিনীকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন॥৩

তখন দৃষ্ট্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও ভগবান সাত্যকি ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন॥৪

ভারত! তখনকার ভীষ্ম বিরাট ও দৃষ্ট্যুম্নকে তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিয়া ধ্বজের উপর একটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন॥৫

রাজন্! সমরস্থলে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধরের ভীষণ শরাঘাতে সকলের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন॥৬

শিখণ্ডী ভরতকুলপতি পিতামহ ভীষ্মকে যখন যখনই বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহার স্ত্রী-জন্মের কথা চিন্তা করিয়া তখনই তাঁহার উপর বাণ প্রহার করিলেন না॥৭

সেই সময় দৃষ্ট্যুম্ন রণস্থলে ক্রোধে অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময় তিনটী বাণে পিতামহ ভীষ্মের বক্ষঃস্থল ও বাহুতে আঘাত করিলেন॥৮

তখন পঁচিশ, বিরাট দশ ও শিখণ্ডী পঁচিশটী সায়ক (বাণ) প্রহার করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলেন॥৯

মহারাজ! সেই সায়কসমূহে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তিনি রক্তপ্রবাহে পরিপ্লুত হইলেন এবং বসন্ত ঋতুতে পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥১০

আর্য্য! সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকেই শরসমূহে তিনটি তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটী ভল্লের দ্বারা দ্রুপদের রথ ছিন্ন করিলেন॥১১

তখন তিনি অন্য একটী রথ লইয়া ক্রুদ্ধ হৃদয়ে সমরস্থলে ভীষ্ম পাণ্ডবী সেনাকে এবং অন্য তিনটী বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন॥১২

মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়-রাজকুমারগণ, সাত্বতকুলবীর সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু পাঞ্চালকুমার

অভ্যাদ্রবন্ত সংক্রোধাঃ যুধিষ্ঠিরমুখেষবঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভিঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পৃথগ্‌ভূতমুখেষবঃ ॥ ১৭
তথৈব ভারতাঃ সর্বে ভীষ্মকার্যমুদ্যতাঃ।
প্রত্যুদ্যযুঃ পাণ্ডবেয়াঃ সংরম্ভা নরাধিপ ॥ ১৮
অমর্ষাৎ যুযুধে যুদ্ধে তব যোধঃ সমুদ্যতম্।
নরাশ্ব-রথনাগানাং ঘনঘাতৈর্বিমর্দনম্ ॥ ১৯
ইতি রথিনমাদায় প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
তথৈবাশ্বং সমাদায় নর-নাগাশনশ্চরন্ ॥ ২০
অনয়ন্ পরলোকায় পরৈঃ সপ্তপদীকৃতঃ।
পরৈশ্চ বিবিধৈর্যোধৈস্তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ২১
তথাপ্ত ইষ্বিভির্হীনা হতসারথয়স্তথা।
বিপ্রদ্রুতাথা: সমরে বিশো জগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা তু তাদৃশং যুদ্ধং ভীষ্মস্য চ মহাত্মনঃ।
যাতায়াতাথা দৃশ্যন্তে পঞ্চধনুশতোপমাঃ ॥ ২৩

রথিনশ্চ রথৈর্হীনা রথিভিশ্চাপরে হতাঃ।
কুণ্ডলোষ্ণীষিণঃ সর্বে নিস্ত্রাণাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ ॥ ২৪
যেষমুদ্যতমাঃ সর্বে শৌণ্ডা শস্ত্রভৃতো যুধি।
তথা হৈরম্বকাঃ প্রাহি নরেন্দ্র দৃঢ়সম্মিতম্ ॥ ২৫
সর্বলোকেশ্বরাঃ পূজ্যাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বিপ্রদ্রুতা যমৃদ্ধস্য প্রেক্ষন্তো দিব মানবাঃ ॥ ২৬
অস্তিনশ্চ নরশ্রেষ্ঠ হীনাঃ পরমবাহিভিঃ।
দৃশ্যন্তে যাতনীকানি বিপেতুঃ সর্বতস্তদা ॥ ২৭
চর্মভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ পরাশ্বাশ্চ সাদিনঃ।
ধ্বজৈঃ শিরোভিরশ্বৈশ্চাপরৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ২৮
বিশীর্ণবিপ্রকারাশ্চ দৃশ্যন্তে স্ম বিশো বশ।
নরেন্দ্রপ্রতীকাশা গজরোহা বিশাম্পতে ॥ ২৯
তথৈব বহ্নিভির্হীনা গজারোহা বিশাম্পতে।
প্রধাবন্তোঽবদৃশ্যন্ত তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ৩০

এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চালবৈরথ ক্ষত্রগণকে হত্যা করিবার জন্য ধনুর্বাণ ও ঢাল তরবারি লইয়া ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৬-১৮

সংরম্ভ। এইরূপ আগমনে সমর যোদ্ধারা ভীষ্মকে হত্যা করিবার জন্য তৈরবগণ সহিত উদ্যত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৯

তখন সেখানে সাদি, অশ্বারোহী, রথী ও গজারোহী সৈন্যের মধ্যে ঘনঘোর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা দেখিয়া যমরাজও বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া ছিলেন। ২০

রথী যোদ্ধা রথীর সম্মুখে আসিয়া আঘাতে যমালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সাদি, অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীরাও পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নিজেরা নিহত হইতে লাগিলেন। ২১

প্রধাবন্ত। সেই যুদ্ধস্থলে যেখানে সেখানে সকল যোদ্ধারা শরবর্ষণকারী নানাবিধ অস্ত্রধারী বীর বিপক্ষদিগকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ২৮

সাদিহীন রথ সব রথিসমূহ হইয়া চালকের সমরকৌশল পরিচয় সহিত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। ২৯

দৃশ্যন্ত। এই সব রথ যখন যোদ্ধার যমালয়ে পলায়িত সৈন্য ও পরিচালক বর্জিত হইয়া বায়ুবেগে বীরবিহীন হইয়া পলায়ন করিতেছিল এবং তখন তাহারা গন্ধর্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ১০

রথিনশ্চ রথৈর্হীনা রথিভিশ্চাপরে হতাঃ।
কুণ্ডলোষ্ণীষিণঃ সর্বে নিস্ত্রাণাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ ॥ ৩১
যেষমুদ্যতমাঃ সর্বে শৌণ্ডা শস্ত্রভৃতো যুধি।
তথা হৈরম্বকাঃ প্রাহি নরেন্দ্র দৃঢ়সম্মিতম্ ॥ ৩২
সর্বলোকেশ্বরাঃ পূজ্যাস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বিপ্রদ্রুতা যমৃদ্ধস্য প্রেক্ষন্তো দিব মানবাঃ ॥ ৩৩
অস্তিনশ্চ নরশ্রেষ্ঠ হীনাঃ পরমবাহিভিঃ।
দৃশ্যন্তে যাতনীকানি বিপেতুঃ সর্বতস্তদা ॥ ৩৪
চর্মভিস্তোমরৈশ্চিত্রৈঃ পরাশ্বাশ্চ সাদিনঃ।
ধ্বজৈঃ শিরোভিরশ্বৈশ্চাপরৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
বিশীর্ণবিপ্রকারাশ্চ দৃশ্যন্তে স্ম বিশো বশ।
নরেন্দ্রপ্রতীকাশা গজরোহা বিশাম্পতে ॥ ৩৬
তথৈব বহ্নিভির্হীনা গজারোহা বিশাম্পতে।
প্রধাবন্তোঽবদৃশ্যন্ত তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ৩৭

প্রধাবন্ত। যে সব রথসমূহের রথীরা পাঞ্চালদিগের। তাঁহারা কবচ, মুকুট ও উষ্ণীষ (পাগড়ী) ধারণ করিয়া শক্তিশালী যোদ্ধারূপে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে ঘাড় পর্যন্ত লম্বা এবং বাহুতে অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমনি যোদ্ধাগণের ন্যায় দৃঢ় এবং উৎসাহশূন্য শৌর্যশালী ছিলেন। তাঁহারা সমিতিতে দৃঢ়তর ও নীতিজ্ঞানে দৃঢ়সম্মতি হইতেন অধিক ছিলেন। এরূপ সর্বলোকের বীরযোদ্ধাগণকে সহসা রথীরা রাজীব সংগ্রামে যমালয়ে যেমনি যেমনি পলায়ন করিতে দেখা যাইল। ৩১-৩৬

যমক্ষয়ে। যে সকল হাতী নিজের যেমনি আরোহীশূন্য হইয়া বিপক্ষেরই সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিতে করিতে প্রাণভয়ে পালায় পালায় পলায়নে বেড়াইতে লাগিল। ৩৭

যমরাজীব যমরাজে। ঢাল, বিচিত্র তোমর, পতাকা, যোদ্ধাস্ত্র, ধ্বজযুক্ত মাথা—এই সকল বস্তু চারিদিকে পরিক্ষিপ্ত আছে—দেখা যাইল এবং দূরের দেখা যায় ধ্বজিনিধি হাতীরা যেমনি যেমনি প্রবেশ করিতে করিতে নানা দিকে বেড়াইতেছে—তাহাও দেখা যাইল। ৩৮-৩৯

প্রধাবন্ত। এইরূপ রথিসূন্য যমরাজাহী যোদ্ধারাও পালায় এবং পাঞ্চালদিগের সেই ভয়ের মুখে এদিকে ওদিকে বেড়াইতেছে—দেখা যাইল। ৪০

নানাবেশধরঃ শ্রীমান্ দুর্যোধনঃ হ্রদস্থিতম্।
ধারয়ন্নমরপ্রখ্যঃ সরসোঽন্তঃ সহপ্রভঃ। ১৮
অথাবোহান্ হয়ৈর্যুক্তান্ রথীংশ্চাপি মহাবলঃ।
অবমানেন পঞ্চত্বে অবোধয়দচ্যুতঃ। ১৯
গজো গজং সমাসাদ্য রথমাশ্চ মহারথে।
অশ্বৌ প্রত্যুদ্য তরসা পাণ্ডবান্ যাহিনস্বয়া। ৩০
ইত্যেব চ বচঃ রাজন্ প্রমর্ষং বলে মহৎ।
ব্যবাস্তেন সমাসাদ্য পরিত্রাস্তরোষং মুনি। ৩১
ব্যাহরন্ সমরে রাজন্নবোচ্চ নরান্ রণে।
এষঃ যে বধতা রাজন্ প্রত্যুদ্যুন্ পরন্তপম্। ৩২
অস্মিন্ লোকে তথা মুখে দর্শনাদে মহাহবে।
প্রাবর্তত নদী ঘোরা শোণিতাম্বুতরঙ্গিণী। ৩৩
অস্থিমজ্জাবসাবাহা কেশ-শৈবলশাদ্বলা।
ছত্রহংসা গদাবর্তা ধনুর্নীরা দুরাসদা। ৩৪

দীর্ঘৌশনসমর্যাদা রথিহ্রদসমাকুলা।
বহন্তঃ শীঘ্রকেতৌঘা বহুযোধিমহাজলা। ৩৫
পরাক্রান্তরথাচ্যা মর্ত্যকূলাপহারিণী।
ক্রব্যাদহংসসঙ্ঘৌঘা বহন্তী দিবমাবভৌ। ৩৬
তাং নদীং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথ-নাগ-হয়ৈর্বরৈঃ।
প্রত্যেতারো রাজন্ তত্র তত্র মহারথাঃ। ৩৭
অপোহায় রথে ক্ষীণম্ কৃষ্ণাজিনধরং তদা।
যথা বৈবস্বতী প্রেক্ষ্যম্ প্রেক্ষ্যরূপধরং প্রভুঃ। ৩৮
প্রাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াস্তত্র দৃষ্ট্বা যত্ বৈশসং মহৎ।
দুর্যোধনাপরাধেন পঞ্চত্বং ক্ষত্রিয়াঃ গতম্। ৩৯
ক্ষণেনৈব তদা ঘোরং দুরন্তাং বৈ নদীং তরঃ।
কুরুরাজ পাণ্ডুপুত্রেষু পাপাত্মা লোভমোহিতঃ। ৪০
এবং সংহরিতা বীরঃ প্রযত্নেন স পার্থিবম্।
পাণ্ডবস্তস্য সংক্রুদ্ধঃ পুত্রাণাং যে দুরাত্মনাম্। ৪১

ছিল মহাবলবান্ প্রমথগণের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। হ্রদটী বিশাল তরঙ্গের সমূহ ছিল, তথায় ও উহাদিগকে ভেলাদি বলিয়া মনে হইতেছিল। বস্তুতঃ এই নদীর বেগযুক্তপ্রবাহ এবং তরঙ্গবিশিষ্টত্ব তাহাদের তুল্য ছিল। ৪১

সন্ধ্যা ও অরুণবর্ণের জীবন্ত কৃষ্ণাজিনের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। মহাত্মাদের কৃষ্ণাজিনধারী জীবনান্তে পরিণত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দেখা সত্ত্বে দেবের সহিত যুদ্ধ করা হইয়াছিল। মহাত্মারা নদীটা উত্তীর্ণের তরে ঐ নদীতে দেখা পাইতেছিল এবং এই নদী যমরাজের ন্যায় দৃষ্টি করিতেছিল। ৩৮

রাজন্! যে ভীষণ ব্যাপারে ক্ষত্রিয়গণ দৌড়ার ন্যায় অশ্ব, রথ ও হাতী প্রভৃতিতে আরোহণ করিয়া যত্ন সহকারে ঐ নদী পার হইতে লাগিলেন। ৩৭

যেরূপ বৈবস্বত যম কৃষ্ণ মৃগচর্মধারিণে প্রেক্ষণীয়রূপে রথের উপর দেখা দেন, সেইরূপ একাকী নদী তীর ও কাপড়চোপড় দূষিত করিয়া রক্তমূর্তি হইতে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল। ৩৮

সেখানে অবস্থিত ক্ষত্রিয়গণ সেই অভিন্ন ভাবের ব্যাপারটি দেখিয়া চীৎকার এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন যে, দুর্যোধনেরই অপরাধে এই সমর ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে বিনাশ হইয়াছে। ৩৯

পাপাত্মা রাজা দুরন্ত] লোভে মোহিত হইয়া রাজন্ পাণ্ডবগণের উপর কেন যেন করিয়াছেন? ৪০

এইরূপে সেখানে পরন্তপের অধিক পাণ্ডবগণের প্রযত্নে

তা নিশম্য ততো বাচঃ সর্বাস্তেষাংবৈলক্ষণ্যতঃ।
আসন্নং সর্বলোকস্য মুহো দুর্যোধনস্য চ ॥ ৪২
ভীষ্মঃ প্রোবাচ কৃপং চৈব শনাঃ শান্তনবস্তদা।
মুহ্যমানমনাঃ কিং নিত্যং কুরুষেতি চ ॥ ৪৩
ততঃ প্রবক্ষ্যে মুক্তা কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
অকণ্টকস্তদা রাজন্ দুর্যোধনঃ কথং ন চ ॥ ৪৪
যং মুহা ন বিমুহ্যন্তি বার্ষ্ণেয়াগো মহাদ্যুতিঃ।
বৈচিত্রবীর্যঃ তত্রেহঃ কথং শক্ত মুহ্যেন্নর ॥ ৪৫

ন হি পাণ্ডুসুতা রাজন্ সৈন্যেন্দ্রঃ সপ্তমাত্রকাঃ।
হন্তুমিচ্ছন্তি সমরে প্রাণান্ কৌরবা যদি সংযুগে ॥ ৪৬
এতস্মাৎ কারণাদ্ গোরো দর্শনে মম সংশয়ঃ।
বৈরাদ্ যা পুরুষব্যাঘ্র তব চাপনয়াদ্ নৃপ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি মহাপুরুষে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

পূর্ব এবং আপনার মুখনিসৃত মুখরীয় নিশাযুক্ত নানাপ্রকার বাক্য শুনা হইতে লাগিল ॥ ৪১

রাজন্! তখন সমস্ত যোদ্ধাদিগের মুখ হইতে নির্গত সেই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল লোকের প্রতি অপরাধকারী আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং শল্যকে বলিলেন —আপনারা সকলে ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করুন, কেন বিলম্ব করিতেছেন? ৪২-৪৩

রাজন্! তাহার পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদের যুদ্ধের অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধ আমরা বলিব, যাহা ভয়ঙ্করপূর্ণ সাগর সেতুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাতে যোদ্ধগণ রথারোহণে চলিয়াছিল ॥ ৪৪

বিচিত্রবীর্যনন্দন! পূর্বে যাহাকে মুহ্যমান নিত্যে করিলেও আপনি যে তাহা এখন করেন নাই, আজ তাহারই বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইতেছেন—ইহা অবশ্যই দারুণ ॥ ৪৫

রাজন্! সৈন্য ও সেনাপতির সহিত পাণ্ডব এবং কৌরবেরা সমরাঙ্গনে নিজ নিজ প্রাণকে ত্যাগ করিলেন না—অর্থাৎ প্রাণের মোহ ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হে নৃপ! এই কারণে অথবা বৈরের প্রেমেতে বিদ্বেষ আপনারই অন্যায়ের জন্য এ যুদ্ধে অকল্যাণের ভীতি জন্ম হইতেছে লাগিল ॥ ৪৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ব্যাসদেব মুখবিনিসৃত ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[একাদশ দিবসীয় পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ; অভিমন্যুর দ্বিতীয়বার, দ্রোণের রুক্মরথ, ভীমসেনের ও বাহ্লীকের পরাজয় ও সাত্যকি এবং ভীমের দ্বারা ভীষ্মের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ঋষিং নরস্য নরব্যাঘ্রঃ মুমর্শাসুরবান্ বৃপান্।
অনয়ং শ্রেতরাজস্য সমরে সাত্যকৈঃ বিনৈঃ ॥ ১

মুখপদ্মানি তত্রো বাচৈঃ পার্থঃ বিব্যাধ সংযুগে।

বাসুদেবেন সপ্তম্যা পার্থেন নবভিঃ পুনঃ ॥ ২
তঃ নিবার্য শরৌঘেণ শক্রসূনুর্মহারথঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈ রথে ঘোরান্ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥ ৩
তে যমদণ্ডাঃ পার্থেন কালেনেব মুখংকৃতে।
ব্যচরন্ত রথে রাজন্ তব সৈন্যে মহাত্মনঃ ॥ ৪

চতুরধিক শততম অধ্যায়

[একাদশ দিবসীয় পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ, অভিমন্যুকর্তৃক দ্বিতীয়বার, দ্রোণকর্তৃক রুক্মরথ এবং ভীমসেনকর্তৃক বাহ্লীকের পরাজয় ও সাত্যকি এবং ভীমের দ্বারা ভীষ্মের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্বিতীয়বার যুদ্ধপ্রার্থী অন্যান্য নরপতিগণকে যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১

যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি পার্থ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে মুখপদ্মকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের ঘোরতরভাবে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্! যেমন যুগান্তকালে সাক্ষাৎ কাল সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক প্রেরিত হইয়া

উৎসৃজ্য তুরগান্ কেচিদ্ রথান্ কেচিচ্চ ভারত।
পদাতয়স্তথা প্রাণান্ সংত্যজ্য বিপুলান্ রণে ॥ ৪
অপরে তু মহারাজ বাহি-নাগ-নরান্ রণে।
ঘ্নন্তঃ পরস্পরং তূর্ণং প্রাণানস্ত বিবাসসে ॥ ৫
পাণ্ডবোঽপি পরানীকং সংসৃজ্য মহারণে।
নিরপেক্ষো ব্যবাধত্ত যেন যেন স যাতবে ॥ ৬
বার্ষ্ণেয়মাগতং সুমহৎপৈতৃকেন সুদর্শনা।
তথাষ্টকৈঃ পার্থিবজ্যেষ্ঠৈর্ বাহিতঞ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৮
তদ্ দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতং দৃষ্ট্বা সুতো দুর্যোধনস্তব।
সুমহতা রথেন ভীমং সর্বতোঽভ্যদ্রবদ্ রণে ॥ ৯
সর্বায়োজনেন মহতা বলেনাভ্যুপযাতবান্।
ত্রিসপ্তরাত্রিপক্ষেঽর্দে জীবিতস্য বিশাম্পতে ॥ ১০
স একঃ সমরে তস্থৌ কিমু যদ্বিংশতিঃ পরান্।
আকৃতিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সেনা হি প্রদ্রুতা ততঃ ॥ ১১
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ সর্বায়োজনেন বাহিতাঃ।
প্রযযুঃ ফাল্গুনার্থায় যত্র ভীষ্মো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১২
আয়ান্তো রথে বীর্যাঃ ঘোরে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
হাহাকারকৃতোৎসাহা ভীষ্মং জগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥ ১৩
তত্তস্তালধ্বজঃ শূরঃ পাণ্ডবানাং মহারথৈঃ।
ব্যবধীদ্ সমরে ঘোরঃ সমন্তপর্ণবিভিঃ ॥ ১৪
একীভূতাস্ততঃ সর্বে সুহৃদঃ সহ পাণ্ডবৈঃ।
অভ্যযুস্তং মহারাজ নদন্তঃ প্রাণে বিসর্জনে ॥ ১৫
সাত্যকিঃ কৃতবর্মাণং বিদ্ধা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
অবিধ্যদ্ধয়বে মুখ্যে কিমু যাদবনন্দনঃ ॥ ১৬
তমথৈনং ত্রিভিরাজা দ্রোণঃ বিদ্ধ্বা নিতৈঃ শরৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিং চাস্য পঞ্চভিঃ ॥ ১৭
ভীমসেনস্তু রাজানং বাহ্লীকং প্রপিতামহম্।
বিদ্ধা নবভিরানর্চ্ছ দ্বাদশেন ইব কুঞ্জরম্ ॥ ১৮
আশু নিষ্কিপ্তহস্তেন বিদ্ধো বহুভিরাশুগৈঃ।
অবিধ্যদ্ধয়বে মুখ্যে কিমু যাদবনন্দনঃ ॥ ১৯

সমস্ত বন্ধুবর্গকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ৪

আর্য! বিনু যোদ্ধা অশ্ব, বিনু রথ এবং এইরূপে বিনু যোদ্ধা হস্তী আসে করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৫

প্রজানাথ! অপর বিনু যোদ্ধা সেই সময় অতি সত্বর নিজ হস্তী, অশ্ব ও রথকে ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ইতস্তত পলাইয়া যাইল। ভারত! সেই মহাযুদ্ধে পলায়িত সৈন্যগণ নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করত কোনরূপ আলস্য না করিয়াই যেদিকে সুযোগ পাইল, সেইদিকে পলাইয়া গেল। ৬-৭

যদিও মিত্রবর্ণাদি সুদর্শনা এবং অন্যান্য জ্যেষ্ঠ মহাপরাক্রম ভ্রাতৃগণ বিনয় করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, তথাপি আমাদের বিনয় হইল না। ৮

সেই সৈন্যবিনাশ পলায়নে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন পলায়নে ভীতকে আসে করিয়া সকল সৈন্যের সহিত সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সমারোহের সহিত আক্রমণ করিলেন। প্রজানাথ! তাঁহার আক্রমণের ইচ্ছা মিত্র মিত্রবর্ণাদি সুদর্শনা ভীমে রক্ষা করুন। ৯-১০

কেবল দুর্যোধনই ভীম সকল অস্ত্রকুলের সহিত মহাপ্রলয়ে সংহারকর্ম করিতে করিতে সমরে অবস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সকলে পলাইয়া যাইল। ১১

ভারত! সেইরূপ পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া বিবিধ উদ্যোগের সহিত অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য সেইখানে সমর করিলেন, যেখানে ভীষ্ম অবস্থিত ছিলেন। ১২

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভয়ানক পরাক্রমের কথা স্মরিয়া ইঁহারা সকলে উৎসাহের সহিত কোলাহল এবং সিংহনাদ করিতে করিতে চারিদিক হইতে ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। ১৩

তখনকার তালচিহ্নিত ধ্বজশোভিত বীরবর ভীষ্ম আসন্ন মৃত্যুকে বরণপূর্বক মুখে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন। ১৪

মহারাজ! আচার্যের মৃত্যু সমাগতকালে উপস্থিত হইলে সকল কৌরবগণ একত্রে সংগঠিত হইয়া পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

পরাক্রমী সাত্যকি কৃতবর্মাকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া সমরস্থলে সমস্ত সমস্ত বাণ বর্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬

এইরূপ রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে একবার বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে পাঁচ বাণে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ১৭

ভীমসেন পরম প্রতিপ্রহার দ্বারা বাহ্লীকরাজকে বাণে বিদ্ধ করিয়া বধকার্যে যাহের এক নিমেষ কাল লোকদের উৎসাহের গর্জন করিতে লাগিলেন। ১৮

যদিও অর্জুনসুখার অভিমন্যুনন্দন ছিলেন, তবু বাণে আঘাত

চিত্রসেনঃ চিত্রিবাহৈর্বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধম্।
সমাসদ্যৌ তৌ তু রণে মহাবাহৌ ভয়োত্তমৌ ॥ ২০
যথা বিধি মহাঘোরৌ রাজন্ বৃত্র-শতক্রতৌ।
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ ॥ ২১
ননাদ বলবন্নাদং সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
হত্বাশ্বান্ তু রথাৎ তূর্ণং সোঽবপ্লুত্য মহারথঃ ॥ ২২
আরুরোহ রথং তূর্ণং দ্রুমৎসেনস্য বিশাম্পতে।
ত্রোণপুত্রং কৃপঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৩
সাত্যকিং চাস্য বিব্যাধ ত্বরমাণঃ পরাক্রমী।
পীড্যমানস্ততো রাজা দ্রুপদো বাহিনীমুখে ॥ ২৪
অপাক্রাম্যদ্রথৈরেকঃ পৃথগীষদমন্যত।
ভীমসেনস্তু রাজানং মুহূর্তাদিব বাহ্লিকম্ ॥ ২৫
ব্যমুঞ্চত্তাঞ্চ চক্রে সর্বাঁল্লঘুহস্তঃ পতত্রিভিঃ।
সসম্ভ্রমো মহারাজ সংবব্রে পাঞ্চমঃ খলু ॥ ২৬
অমৃষ্যমাণো তদ্রাজা বাহ্লীকঃ পুরুষোত্তমঃ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং দ্রুমৎসেনস্য মহারণে ॥ ২৭
সাত্যকিং কৃতবর্মাণং মাদ্রবতীং যমাবপি।
শরৈর্বহুবিধৈ রাজন্নভ্যবর্ষদ্ বিশাম্পতে ॥ ২৮
স বিদ্ধো ভারতঃ ষড়্ভিঃ শিনিবৈরোচনিং শরৈঃ।
নৃত্যন্নিব রথোপস্থে বিব্যাধোরসি সপ্তভিঃ ॥ ২৯
তস্যাশ্বেষূ মহাশক্তিং চিক্ষেপাথ শিতাময়ম্।
তেনাভিহতা মহাবেগা রাজবন্যোপমা হয়াঃ ॥ ৩০
ত্যক্তাপস্তস্তরঃ সর্বে হৃতাস্তস্য সুহৃজ্জয়াঃ।
ব্যসেদয়ন্ত বার্ষ্ণেয়ো লাঘবেন মহাবলঃ ॥ ৩১
অথাসাদ্য তু বার্ষ্ণেয়ঃ শক্তিং পরমবাজগা।
কৃপস্তস্য রথীশ্রেষ্ঠো মহোগ্রেব মহাপ্রভা ॥ ৩২
বার্ষ্ণেয়স্য ততো রাজন্
ঘোরা শক্তিং কনকভূষিতাম্।
ঘোরয়ন্ মুক্ত চিক্ষেপ
পিতামহবধায় বৈ ॥ ৩৩

করিয়াছিলেন, তথাপি ভীমের অবিদ্যমান সারথি দ্বারা রথ রক্ষা করিতে করিতে তুমুলতম যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯

তাহার পরে তুমি তিন বাণে চিত্রসেনের ধনুক আশু করিলে। রাজন্! যেরূপ আষাঢ়ে দুই মহাসুর বৃত্র ও শতক্রতুর ভয়োত্তম হইয়া বিরোধ করেন, সেইরূপ এই দুই মহাবীর চিত্রসেন ও অভিমন্যু সমরে লোকে শোভা পাইতে লাগিলেন।

তখন শত্রুবীরঘাতী সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু চিত্রসেনের সারথি আশু বিনাশ করিয়া নিজ রথে তাঁহার সারথিকে বসাইলেন। তাহার ভীষণবেগে বিরোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! অল্প বিলম্ব হইলে মহারথী চিত্রসেন অভি ক্রুদ্ধ হইয়া সাতাইশ পলিমেন এবং দুর্মুখের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন।

পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্য আসন্নমৃত্যু রাজপুত্রের রক্ষণের নিমিত্ত অভিমন্যু সমীপে তাঁহার সারথিকে বধ করিলেন।

এইরূপে তুমুল যুদ্ধকুশল দ্রোণাচার্য্য সকলকে বিদ্ধ করিয়া অভিমন্যু সমীপে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন।

তাহাতে তুমুল যুদ্ধকুশল দ্রোণাচার্য্য সকলকে বিদ্ধ করিয়া অভিমন্যু সমীপে তাঁহার সারথিকেও বধ করিলেন।

ভীমসেন দুর্মুখের রথে গমন করিলে সারথিকেই রাজা বাহ্লীকের বধ, সারথি ও রথহীন করিয়া দিলেন।

মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ বাহ্লীক তখন অভিমন্যু বিনাশ হইয়া পলিমেন এবং তাঁহার তনয়ের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় তিনি রথ হইতে নামাইয়া পলিমেন এবং এই মহাবীর অতি সত্বর সত্যসন্ধ রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। ১০-১৭

রাজন্! অপর দিকে সেই মহাসংগ্রামে সাত্যকি কৃতবর্মাকে বধ করিয়া মাদ্রবতীর যম যুদ্ধ করিতে করিতে শিখণ্ডীর তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হইলেন। ১৮

সেই সময় তিনি তীব্র বিষাক্ত বহু তীক্ষ্ণতর বিষার করিতে করিতে এবং হাসিতে হাসিতে যেন ক্রুদ্ধ করিতে করিতে পঞ্চমুক্ত বাণেই তাঁহার হাত তরবারীসহ শিরস্ত্রাণ তীক্ষ্ণতর বিদ্ধ করিলেন। ১৯

তখন শিখণ্ডী সাত্যকির উপর লৌহনির্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যে শক্তি সূর্যকিরণ, অন্যান্য বেগবতীর এবং বহ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলা ও বেগিতে মনোহরা ছিল। ৩০

সেই অত্যন্ত তুর্যি তুমুলবেগা শক্তিকে সহসা আসিতে দেখিয়া মহাবলী সাত্যকি তীক্ষ্ণ ক্ষুরনৈপুণ্যবলে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ৩১

সেই অবিলম্ব তরবারী শক্তি সাত্যকির নিকট উপস্থিত না হইয়াই বেগবতীর মনোরথ ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ৩২

রাজন্! তখন সাত্যকির সর্বসুলক্ষণ প্রকাশমান তীব্র শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে ভীষ্মবধের তীব্রের মনের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। ৩৩

কার্ষ্ণিরুদ্যম্য প্রযুযৌ সা মহাহবে।
অভিদ্রুত্য যোধেন কালরাত্রিমিবা যমম্। ১৯
তামাপতন্তীং সহসা বিধা চিচ্ছেদ ভারত।
ক্ষুরপ্রাভ্যাং সুতীক্ষ্ণাভ্যাং সা বাহীর্যস্য মেদিনী। ৩০
ছিন্না শক্তিঃ তু পতিতা সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ প্রহসন্ শক্তকর্দনঃ। ৩১
ততঃ শরশতাসারৈঃ পাণ্ডবঃ পাণ্ডুপূর্বজঃ।

পরিবব্রে রণে ভীষ্মং যাদবব্যাঘ্রকারণাৎ। ৩২
ততঃ প্রবব্রে যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সমরে বিজয়ৈষিণাম্। ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি কার্ষ্ণিযুদ্ধে
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৪

সেই মহাসমরে সাত্যকির বাহুবেগের দ্বারা নিক্ষিপ্তা শক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া ভীষ্মের শিরে পতিত হইতে লাগিল, ইহাতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—কালরাত্রি সমরে অধিষ্ঠান করিতেছে। ২৯-৩০

কিন্তু তখনকার ভীষ্ম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দুইটি ক্ষুরপ্র-বাণে সহসা সেই শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন এই শক্তি ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩১

শক্তিকে ছিন্ন করিয়া হাস্য করিতে করিতে শত্রুসূদন মহা-

বাহু ভীষ্ম তুলিত হইয়া সাত্যকির বক্ষস্থলে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন। ৩২

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম : সেই সময় যদুশ্রেষ্ঠের সাত্যকিকে রক্ষা করিবার জন্য পাণ্ডবেরা এবং অন্য অনেক বৈন্যের সহিত আসিয়া তুমুলরূপ ভীষ্মকে চারিদিকে বিরিয়া ফেলিলেন। ৩৩

তাহার পর বিজয়াভিলাষী কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর রোমাঞ্চকারী তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৪

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সাত্যকি-যুদ্ধবিষয়ক চতুরধিক-শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম কর্তৃক দুর্যোধনসান্ত্বনার্থ ভূর্যোধনসান্ত্বনাবাক্য, যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবের সকুন্তেরকারোক্তিপূর্বক সৈন্যগণের পরাক্রম, অর্জুন সহ ভীষ্মের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা ভীষ্মং রণে ক্রুদ্ধং পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ তদাসাদ্য বিনির্জয়ম্। ১
দুর্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমচোদয়ৎ।
এষ ভূয়ো মহেষ্বাসো ভীষ্ম স্তবতি সৈনিকঃ। ২
দ্রাবিতঃ পাণ্ডবৈঃ সৃষ্টঃ সমস্তাদ্ ভরতর্ষভ।

তস্য কার্য্যং ত্বয়া বীর রক্ষণং সুমহাত্মনঃ। ৩
রক্ষ্যমাণো হি সমরে ভীষ্মোঽস্মাকং পিতামহঃ।
নিহন্যাৎ সমরে ক্রুদ্ধঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ। ৪
তস্য ত্বমাত্মবন্তং বৈ ভীষ্মলোকায় ভারত।
সেনা হ্যেষ মহেষ্বাসো ভীষ্মোঽস্মাকং মহারথঃ। ৫

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

(ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য দুঃশাসনকে দুর্যোধনের আদেশ-দান, যুধিষ্ঠির ও নকুল-সহদেব কর্তৃক পরাজিত কৌরব সৈন্যের পলায়ন এবং পলায়ন করিয়া তাঁহাদের সকলের যুদ্ধ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মকর্তৃক ক্রোধ (এই আসিতেছে) যেরূপ ক্রোধ আমাদের পূর্বপুরুষকে আক্রান্ত করিয়াছে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ চারিদিকে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে চারিদিকে আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন দুঃশাসনকে বলিলেন—।

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরাক্রান্তশালী মহারথগণ সৌবীরগণী বীর ভীষ্ম পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণকর্তৃক চারিদিকে আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। ১-২

বীর! তুমি সেই মহাত্মা ভীষ্মের পক্ষে অবস্থান করিয়া রক্ষা করিবে। তুমি সুরক্ষিত হইলে আমাদের পিতামহ ভীষ্ম সমরে অবস্থান করিয়া ক্রোধভরে পাঞ্চালগণ সহিত পাণ্ডবগণকে সংহার করিবেন। ৩-৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আমি একমাত্র ভীষ্মকে রক্ষাভারেই প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করি; কারণ, এই মহাধনুর্ধারী ও মহারথ ভীষ্ম আমাদের সকলের রক্ষক। ৫

স তানু সর্বানৈন্যেন পরিবার্য্য শিতায়কম্।
সমরে বর্ম মুর্ব্বাণঃ দুতঃ পরিচক্রমু। ৬
স এবমুক্তঃ সমরে পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
পরিবার্য্য দ্বিজো ভীষ্মং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ। ৭
(পাণ্ডবানাং মহতা যত্নেন চ সুরক্ষতঃ।)
ততঃ শতসহস্রাণাং রথানাং সুসজ্জকঃ।
বিমলপ্রাসহস্তানাং-তোমরধারিণাম্। ৮
বর্ম্মিণানাং সুবেশানাং বলবতাং পরাক্রমিণাম্।
নিষ্ক্রিয়ৈরুদ্যতমুখৈরশ্বপৃষ্ঠানাং নরোত্তমৈঃ। ৯
(এবং বহুসহস্রৈশ্চ যোধানাং যুদ্ধশালিনাম্।
সংবৃতঃ সর্বসিন্ধুনাং যুদ্ধায়ৈব সুসংবিতঃ।)
নকুলো সহদেবশ্চ ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবম্।
রক্ষন্তমন্যসংঘেভ্যঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ১০
ততো দুর্যোধনো রাজা যুদ্ধায়াং হরসাদিনাম্।

অনুজ্ঞঃ প্রেষয়ামাস পাণ্ডবানাং নিবারণে ৪১১
তৈঃ প্রবিষ্টৈর্মহাসৈন্যৈর্গজস্কন্ধনিবাসিভিঃ।
(ততস্তে স মহারেজাঃ সর্বসি সুসজ্জকঃ।
তৈরেবঃ সুমহাবেগৈর্গজস্কন্ধিভি বাসবঃ॥)
যুদ্ধায়ৈবা যযু রাজংস্তবপুত্রা ত মনায় ত॥ ১২
যুদ্ধশব্দস্ত সুমহান্ বাজিনাং তত্রবে তদা।
মহারাজমবস্তেব ব্রহ্মবানস্ত পর্বতে॥ ১৩
উৎপতন্তিশ্চ তৈত্রত্র সমূহুঃ মহৎ রজঃ।
দিবাকরকরং প্রাপ্য দ্যোতমান তাম্বরম্। ১৪
বেগবদ্ভির্হয়ৈর্যুক্তৈঃ কোবিদা পাণ্ডবী চমূঃ।
বিদারয়ন্তির্ধারাবৈর্হয়ৈরিব মহৎ সরঃ॥ ১৫
(তুমুলৈর্যাদুসৈশ্চব তব সৈন্যঃ ব্যাকুলীকৃতম্।)
ত্রেষয়াঃ চৈব শব্দেন ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥ ১৬

দুঃশাসন দুই সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে দুষ্কর কর্মকারী পিতামহ ভীষ্মকে চারিদিক দিয়া পরিবৃত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। ৬

দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুঃশাসন সমরক্ষেত্রে ভীষ্ম পিতামহ সৈন্যের সহিত যাইয়া তাঁহাকে পরিবৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় যত্নে সহিত সাবধানে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭

অনন্তর দুঃশাসন সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল সৈন্যের প্রত্যেকের হাতেই বিমল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর অস্ত্র ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহের উপর কবিতাবরণ ছিল। ইহারা সকলে বলবান্, দৃঢ় বেগবত্তায় শক্তিমান এবং অশ্ব-পরিচালনায় নিপুণ। অশ্ববিদ্যা বিশারদ ও যুদ্ধবিশারদ সেই সকল সৈন্যেরও এক বিশাল বাহিনী ইহাদের সহিত বিচরণ করিতেছিল। ৮-৯

এইরূপে দুর্যোধন শোভাশালী বহু সহস্র যোদ্ধা পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে তাহার যুদ্ধের জন্য সেইরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজন্! পাণ্ডবেরা নকুল, সহদেব ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—এই তিন যোদ্ধা পুরুষকে চারিদিকে বিরিয়া ইহাদের অন্যান্য সৈন্য রক্ষা করিতেছিলেন। ১০

অনন্তর রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবদলের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাঁহার অন্যান্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। ১১

তাহাতে সেই অন্যান্য সৈন্যেরা সেই অনন্ত রণভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইল। যেরূপ দেবগণের দ্বারা মহাতেজস্বী ইন্দ্র পোষিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্যান্য সৈন্যেরা অন্যান্য দ্বারা অতিশয় তেজস্বী রাজপুত্র যুধিষ্ঠির পোষিত হইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময় এই অন্যান্যের যুদ্ধের তাবে আসিয়া মহাতেজা ভীমসিংহ লাগিলেন এবং রক্ষা করিতে থাকিলেন। ১২

তখন অন্যান্যের যুদ্ধের অতিশয় ভীষণ বড় বড় শব্দ চারিদিকেই শোনা যাইতে লাগিল, যেরূপ পর্বতের উপরে প্রজ্বলিত বড় বড় বনের বনে তাহাদের পর্ব (গিরে)-কোটরের ঘর্ষণ শব্দ শোনা যায়। ১৩

সেনাদের অশ্বলিগের শব্দ হইতে যে প্রচুর ধূলি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা সূর্যদেবের রথের মার্গে যাইয়া তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। ১৪

সেই বেগবতী অন্যান্য পাণ্ডবসৈন্যদিগকে শোভাতে উদ্বেলিত করিয়া দিল, যেরূপ উড়িতে উড়িতে বহু হংস ঘোর এক জলাশয়কে তীব্রবেগে নাবিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া থাকে। ১৫

(বাহুল্য বেগবতী সেই অন্যান্য পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল।) তখন তাহাদের শ্রোতঃসমূহে অন্য কোন কিছুই শুনা যাইতেছিল না। মহারাজ! সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব সহায়তায় সেই

প্রত্যাদেশকরা সেনা সমরে হয়সাদিনাম্।
উদ্যুক্তস্য মহারাজ প্রাণাংস্ত্যক্ষেষ্যতঃ পুরীম্ ॥ ১৭
সৌর্যমাস্থায় বুদ্ধেঃ যথা সেনা মহোদধেঃ।
তস্যাঃ রথিনো রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১৮
শুক্লপক্ষ ইবাকাশে কাংস্যোত্তমপরিচ্ছদাঃ।
যে নিপেতুর্মহারাজ নিঘ্নতা দুর্বলৈঃ ॥ ১৯
নাখেষিব মহানাগা যথাস্যং বিবিশুস্তদা।
তেঽপি প্রাসৈঃ পুনর্নিন্যুঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২০
শুক্লপক্ষ ইবাকাশে বিচরন্তো দিশ দশ।
অশ্যাহতা মহারাজ ঋষ্টিভির্ভরতর্ষভ ॥ ২১
অন্যোন্যস্য রথাদ্যানি ফলানীব মহাদ্রুমাঃ।
সন্নাদিনো হতা রাজংস্তত্র নিপতিতাঃ ॥ ২২
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ প্রত্যদৃশ্যন্ত সর্বশঃ।
যথাযথা হয়ারোহৈর প্রাহরন্ত তথাবিধাঃ ॥ ২৩
যথা সিংহঃ সমাদায় মৃগাঃ প্রাণপরায়ণাঃ।

পাতয়ন্ত মহারাজ বিশ্বা শত্রূন্ মহাহবে ॥ ২৪
সন্নঃ সন্ধায় তেজীক্ষ্ণ রাক্ষসায়ুধবাহবে।
তমো দুর্যোধনো দীনো দৃষ্ট্বা সৈন্যং পরাজিতম্ ॥ ২৫
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ মহরাজহিতে রতঃ।
এষ পাণ্ডুসুতো জ্যেষ্ঠো যমাভ্যাং সহিতো বলে ॥ ২৬
সঞ্জয়ান্ বো মহারাজো সেনাঃ ত্রাণায়তি প্রভো।
তং বীরম্ মহারাজো যোদ্ধুমেব মনোদধে ॥ ২৭
তং হি সংজ্ঞাপয়ন্ত্যার্যা দিব্যসত্ত্বপরিক্ষয়ঃ।
পুরস্য তস্য তদ্ দ্বারম্ ক্রুদ্ধা পালয়তে যমম্ ॥ ২৮
স যথৌ ভবনেনৈব যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
তমসেব্য বৈ সহসা পালয়ন্ত পুরম্ বলম্ ॥ ২৯
মহৌঘবেগঃ সমরে বারয়ামাস পাণ্ডবঃ।
মহারাজ সমরে বর্ষবারো মহারথঃ ॥ ৩০
ধনুষি সাংগ্রামিকে দুর্গমাস্থায় ভরতর্ষভ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ তং সপুত্রমভিতস্তদা ॥ ৩১

অযোধ্যাধী সৈন্যের বেগ সেই ভাবে এই করিয়া দিলেন, সেইরূপে মহারাজের অগ্রে পরিপূর্ণ হইয়া মহাসৈন্য অভিজয়শালী সমুদ্রের পূর্বিমা তিথিতে বর্ধিত বেলাকে ভীমমূর্তি ধারণ করিয়া থাকে।

রাজন্! তাহার সেই মহা ভীষণ আয়তপর্বযুক্ত বাণসমূহ অযোধ্যাধী সৈন্যের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! এই প্রকার সন্নতাগ্র ভীষণরূপ বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অযোধ্যাধী সৈন্যরা সৌভাগ্যে কৃপাবিত হইতেছিল, সেইরূপ পর্বতের উপরে বড় বড় হাতীরা বড় হাতীর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া পতিত হয়।

সেই অযোধ্যাধী সৈন্যরা চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে আয়তপর্বযুক্ত বাণসমূহ এবং প্রাসসমূহ পরস্পরের সৈন্যদিগের মস্তকসকল ছেদন করিতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষ্টিসকল নিক্ষিপ্ত অযোধ্যাধী যোদ্ধারা নিজদের হস্তস্থসমূহে সৌভাগ্যে কৃপাবিত করিয়াছিল, সেইরূপ বড় বড় ফলসকল বীর বড় বৃক্ষসকলে কৃপাবিত করে।

রাজন্! অযোধ্যাধিপের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে চারিদিকে পতিত ও পাতিত অবস্থায় দেখা যাইতে লাগিল।

যেরূপ সিংহের সম্মুখে পতিত মৃগসকল ভীত অবস্থায় নিজদের প্রাণরক্ষার জন্য পলাইয়া যায়, সেইরূপ অযোধ্যাধিপের ভয়ে অযোধ্যাধী সকল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই মহাসংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া সমস্তদিকে বধ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধস্থলে ভেরীশব্দ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত হইতে দেখিয়া দুর্যোধন দীনচিত্তে মহারাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন—।

মহারাজ! এই সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ যমদেবের সাহায্যেই আমার সৈন্যদিগকে বিনাশিত করিতেছেন। প্রভাবশালী মহারাজ! যেরূপ ভীমমূর্তি সমুদ্রের অগ্রগতি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও যুধিষ্ঠিরের অগ্রগতি রোধ করুন, কারণ, আপনার বল ও পরাক্রম অন্যান্য অপেক্ষা বলিয়া শোনা যায়।

রাজন্! আপনার পূর্ব দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভাবশালী রাজা শল্য নকুলসহদেবের রক্ষিত সেই স্থানে যাইলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন।

সেই সময় সংগ্রামবিজয়ী অভিমুখে রাজা শল্যের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে এবং স্বয়ং মহারাজ শল্যকেও আসিতে দেখিয়া মহারথী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অভিমত তীব্র অস্ত্রপ্রহারের দ্বারা সমস্তদিকে নিবারণ করিলেন। ১৩-৩০

তখন তিনি অভিমত শল্যের ধ্বজস্থলে বর্তমান রাজা বিশ্ব

মহারাজোপি তান্ সর্ব্বানাজঘান ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পুনঃ ষষ্ঠ্যা বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৩২
ধ্বজী পুনশ্চ ষড়্ভিস্তান্ ষড়্ভিরেব শরোত্তমৈঃ।
(পুনঃ স রথিনাং শ্রেষ্ঠান্ রথাদ্রথমযোধয়ৎ।)
ততো ভীমো মহাবাহুর্ব্বী রাজানমাহবে॥ ৩৩
অন্যরাজ্ঞশ্চ প্রাণা মুক্তোরাক্ষসঃ বধা।
অত্যাপন্নত সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরমমিত্রজিৎ। ৩৪
(আপন্নত্রাণ ভীমশ্চ মহারাজমরক্ষত্।

সর্ব্বপার্থিবৈস্তীক্ষ্ণৈরায়তৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ।
ততো ভীমশ্চ রোষশ্চ সৈন্যেন মহতা বৃতৌ।
রাজানমভ্যপদ্যেতামন্যে সর্ব্বমিণৌ ন)
ততো যুদ্ধং মহদ্ঘোরং প্রাবর্ত্তত সুদারুণম্।
অপরাহ্ণে বিবস্বান্তে পতমানে দিবাকরে॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

করিলেন এবং নকুল ও সহদেবের সারথিকে বাণাঘাতে ভূতলে পাতিত করিয়া ফেলিলেন। ৩১

তখন মহারাজ তাঁহাদের প্রত্যেককে তিনটী করিয়া বাণে আঘাত করিলেন। পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে তিনি ষাটটী তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩২

তাহার পর দুইটী দুইটী বাণে তিনি ঈষদ্ধসিতে ইন্দ্রের দুই বাজীসুত নকুল-সহদেবের সারথিকে আঘাত করিলেন এবং ধ্বজের বাণের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় আঘাত করিলেন। তখন শত্রুবিজয়ী মহাবাহু ভীমসেন সত্বরাবশে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দেখিয়া প্রায় মহারাজ সংশয়ে রথের নিকটে উপস্থিত

(ভীমসেন আসিয়া সম্পূর্ণরূপে দৌড় দিবিয়া ও সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে সর্ব্বতোভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন ভীম ও রোষাবেশে এই দুই মহারথী বীর বিপক্ষ সৈন্যের সহিত অনায়াসেই যাবতীয় রাজাকে বধ করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখনকার তখন পূর্ব্বগগনে পক্ষিরাজের আকার লইয়া অস্তাচলে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন ভীষ্মদেবের সৈন্যেরা মহা পুনরায় অতিশয় বিলাস ও ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩৫

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতানুসারে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের পরাক্রমদর্শনে পাণ্ডবসৈন্যদিগের পলায়ন, ভীষ্ম কর্ত্তৃকযুদ্ধার্থ শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান ও শ্রীকৃষ্ণের অসম্মতিজ্ঞাপক।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পিতা তব ক্রুদ্ধো নিশিতৈঃ সাপ্তকোষ্ণকৈঃ।
আজঘান রণে পার্থান্ সহসেনান্ সহধ্বজান্। ১
ভীষ্মঃ স্বাদশভির্বিদ্ধা সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
নকুলঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধ্বা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ॥ ২

যুধিষ্ঠিরং স্বাদশভির্বাসুদেবমপি ত্রিভিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো বিদ্ধ্বা নবভি সমবাকিরৎ॥ ৩
অন্যাংশ্চ যাদবাংস্তূর্ণং যাবদ্ভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সপ্তত্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ॥ ৪

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত পাণ্ডব সৈন্যের পলায়ন এবং ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুনের নিবারণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ও ঘোর বাণসমূহে সৈন্য-সহ বাজীসুতদ্বয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১

তিনি ভীমসেনকে দ্বাদশে, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দুই বাণ ও বাসুদেবকে তিন বাণে আঘাত করিলেন। তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ নিক্ষেপ করিয়া মহারথ ভীষ্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ২-৩

তখন নকুল বাণ, সাত্যকি তিন, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্তত, ভীমসেন সাত এবং যুধিষ্ঠির বাণটী বাণ প্রহার করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন।

যুধিষ্ঠিরো মাগধস্য ক্ষত্রধর্মাং পিতামহম্।
সোমস্য মাতুলং বিদ্বান্ ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥ ৪
একতঃ পঞ্চভির্বাণৈর্জহারোপাংশু মিত্রিণঃ।
তৌ চ তং ক্ষত্রধর্মাণং বিবিধৈর্বিবিধৈর্হয়ৈঃ ॥ ৫
তোত্রৈরিব মহানাগঃ তোদঃ ক্রান্তপুরুষম্।
সৌবীরঃ কিতবঃ প্রাহ্যঃ ক্ষত্রধর্মোঽয়মস্মিতঃ ॥
অতীবাহে পুরস্তস্য নিবদ্ধোঽথ বলাহকঃ।
সংগ্রামে বাহুবীর্যেণ যথাস্যাঃ বিটৈঃ সহ ॥ ৭
তৈরেবাস্তে মহীপালা নানাবেশসমাবৃতাঃ।
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৮
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ পরিষ্বক্তা নিবাতজৈঃ।
স সমন্তাৎ পরিহৃতো যযৌ যৈরপরাজিতঃ ॥ ৯
যবনৈশ্চিত্রিতাপীড়ৈঃ প্রবরাশ্ব রথৈঃ পরান্।
ব্যায়ামাবাপ্তকাপাঠৈরসিচর্মধরৈর্বৃতঃ ॥ ১০
শাকুনিস্তৈঃ শৌণ্ডিকৈর্বিনিহত্য ক্ষত্রিয়র্ষভান্।
সর্বশুণ্ডাধিনির্ঘোষৈঃ পুরস্তাদ্ভৈঃ ॥ ১১
কম্বি-বালীক-নারাচৈস্তোমরাসিপরশ্বধৈঃ।
পরানীকং সমাসাদ্য রথিনশ্চ বিনির্ঘয়ঃ ॥ ১২
মুক্তকেশনরাশীর্ষ ঠকার স রথব্রজান্।
নির্মনুষ্যান্ রথান্ রাজন্ পরানকান্ সাদুখে ॥ ১৩
সমরেষু স মহাবেগঃ সমন্তাদ্ধুরাঃ যথা।
তত্র জ্যাতলনির্ঘোষঃ বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ ॥ ১৪
নিঘ্নন্ সর্বাণ্যনীকানি সমন্তাৎস্থ যাদব।
অযোধয়ৎ রণশ্লাঘী পিতৃভক্তো জয়দ্রথঃ ॥ ১৫
নাসজ্জত রথেষু ভীমঃ শাস্ত্রাণাং পরাঃ।
দুরুদীর্ণান্ রথান্ রাজন্ সংকুর্বন্ জবনৈর্হয়ৈঃ ॥ ১৬
অপসার্য মহারাজ দ্বিষতাং বাহিনীং রণে।
ভেদি-কাশি-করূষাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১৮

সেই সময় মৈত্রেয়ী যবনগণ ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ শক্তি ধারণ করিয়া বাণের দ্বারা সাত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতিকেই বিদ্ধ করিয়া আহত করিলেন। তিনি প্রথমে সাত্যকিকে এবং পরে ভীমসেনকে বেষ্টন করিয়াছিলেন।

যবন রাজা উভয়কে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা মর্মস্থানে আঘাত করায় তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের নিকট উপস্থিত হইলে রাজাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সৌবীর, কিতব, প্রাহ্য, ক্ষত্রধর্মা, ভীতি, বাহ্লীক, অতীবাহ, পুরস্তেয়, নিবি ও বলাহকদেশের যোদ্ধারা পক্ষদ্বয়ের বাম ভাগে স্থিত হইলে রাজারাও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১-৮

এইরূপ বিভিন্ন দেশ হইতে আগত ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা নানা প্রকারে বহুত পাণ্ডবগণের চতুর্দিক বেষ্টিত হইল। ৯

রাজন্! পাণ্ডবগণও সেই সময় পিতামহ ভীষ্মকে বিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের চতুর্দিকে পরিবৃত হইয়া অপরাজিত বীর ভীম প্রবলবেগে প্রবাহিত পক্ষিগণের ন্যায় বহির্গত হইতে লাগিলেন।

তখন সেই বীরের পক্ষে অরিগণের ন্যায় ছিল, যাঁরা বহু শত্রিবিনাশকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বল, শক্তি ও ধৈর্য প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ে শক্তিত হইয়াছিল। বাণ ছিল অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপ। এইরূপে ভীমসেন অগ্নি যেমন বনে বহ্নি-বিস্ফোটকদিগকে দগ্ধ করিতে পারিয়াছিল।

তিনি অর্ধচন্দ্র মুখবিশিষ্ট আয়সী যোদ্ধা বেলবী বল, বর্শী, নালীক ও নারাচসমূহে পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অশ্ববারোহীকে ছেদন করিলেন এবং ঘণ্টাযুক্ত যোদ্ধাদিগকেও বধ করত ভূপাতিত করিতে লাগিলেন। ১০-১০

সেই সময় তিনি অশ্বসমূহ ছেদন করিয়া রথ হইতে যুদ্ধে উদ্যতদিগের ন্যায় করিয়া দিলেন। রাজন্! যুদ্ধস্থলে সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে যেই মহাবীর তীক্ষ্ণ বেগসম্পন্ন হয়, যুদ্ধে ও অশ্বসমূহকে সমুদায়ের করিয়া ফেলিলেন।

যাঁহার বাহু ধনুর টঙ্কারধ্বনি বাজের গর্জন-সদৃশ ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। রাজন্! এই সব উপায় যখন সমস্ত প্রাণীর ত্রাসিত হইল। তাহাতেই! আপনার পিতৃভক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অবলম্বনে সমরাঙ্গনে শত্রিত হইতেছিল। ১১-১৬

রাজন্! তীক্ষ্ণের বহু হইতে বিভিন্ন বাণগুলি অন্তরীক্ষে বিনাশিত হইত না (অর্থাৎ উপায়ান্তরে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া শরীরে প্রবেশ করিত)। মহারাজ! আমরা সমরে এরূপ হস্ত ও বল দেখিনাম, যাহাতে আরোহী যোদ্ধা ও সমস্ত সাদি বিনষ্ট হইয়া ভূপাতিত হইলেও সেই সেই রথে যেমনভাবে অশ্ব-যোজিত আমরা আরোহী এই সমস্তদিগকে টানিয়া এদিকে ওদিকে লইয়া যাইতে লাগিল।

মহারথাঃ সমাখ্যাতাঃ কুলপুত্রাস্ত্রকোবিদাঃ।
অপরাবর্তিনঃ সর্বে-পূর্ববিজয়লক্ষণাঃ। ১৯
সংগ্রামে ভীষ্মবাসাত্ত ব্যাদিষ্টাস্তমিমাস্তনুম্।
নিবৃত্তাঃ পরলোকায় সর্বাস্তে এব-যুযুধুঃ। ২০
ভয়াদ্দোপধয়াস্ তাংশিন্ ভয়চক্রাংশ্চ তান্ বিদুঃ।
অপশ্যাম মহারাজ শরমোক্ষং সহস্রশঃ। ২১
সবাহৈশ্চ রথৈর্হীনৈ র্বিবিধৈশ্চ বিশাম্পতে।
শরৈঃ সুকবচৈশ্ছিন্নৈঃ পতিতৈশ্চ বিশাম্পতে। ২২
পরাসিভিশ্চিন্নশীর্ষৈশ্চ নিশিতৈশ্চ নিপাতিতৈঃ।
অঙ্গদৈশ্চৈব পাণিস্থৈশ্চক্রৈশ্চৈব সমাহিতৈ। ২৩
বাহুভিঃ কার্মুকৈঃ খড়্গৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
ওষ্ঠদৈষ্ট্রাদিভিশ্চৈব কবচৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ। ২৪
চাপৈশ্চ সমাস্তীর্ণাং সমাস্তীর্ণাশ্চ মেদিনী।
হতারোহা যথা রাজন্ হয়াশ্চ হতসাদিনঃ। ২৫
তথাস্তত্র মহারাজ শরমোক্ষং সহস্রশঃ।

যতমানাশ্চ তে বীরা অবমানান্ মহারথান্। ২৬
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ভীষ্মবাণপ্রপীড়িতান্।
মহেন্দ্রসমবীর্যেণ বধ্যমানা মহাত্মনা। ২৭
অভজন্ত মহারাজ ন চ যে সহ বান্ধবাঃ।
আবিধ্যন্ত-নাদাংশ্চ পরিত্যজ্যজনদ্রুমান্। ২৮
অমীষাং পাণ্ডুপুত্রাণাং চাদাকুমযোধনম্।
অবমানাচ্চ পিতা পুত্রঃ পুত্রশ্চ পিতরং তথা। ২৯
মিত্রা সখায়ং চাক্রন্দে সখা বৈরবশাৎ কুতঃ।
বিদুষা তত্তথাভূতে পাণ্ডবানাং চ সৈনিকাঃ। ৩০
প্রকীর্য্য বেগবান্ বাণান্ প্রত্যদৃশ্যন্ত সর্বশঃ।
রথং সোকুলমিবোদ্ধূতমুদ্যতাশ্বধ্বজং দ্রুতম্। ৩১
স্থূণে পাণ্ডুসুতস্যৈব দৈবমার্গবরঃ তথা।
প্রতপ্যমানঃ সৈন্যং স্বং দৃষ্ট্বা বাহনমন্দম্। ৩২
উবাচ পার্থং বীভৎসুং বিদুষ্ট হৃষীকেশম্।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ পার্থ যং কাঙ্ক্ষিতস্তব। ৩৩

তেন, আর ও অন্য দেশের তীক্ষ্ণ হাজার বিখ্যাত মহারথী যোদ্ধা তখন এই সংগ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা উক্ত কুলে উৎপন্ন হইয়াও পাণ্ডবদের জন্য নিজ নিজ দেহ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ যোদ্ধাই মুখ হইতে পরাজয় স্বীকার করেন না। এই সকল প্রত্যেক যোদ্ধাই জয় অভিলাষী ছিল। যুধিষ্ঠিরবাহিনী সংহার করিবার জন্য ভীষ্মের বিষাক্ত বাণের মত এই সকল মহারথী বীর তুমুল সমরে নিযুক্ত হইয়া পড়িলেন। ভীষ্ম সেই সময় অশ্ব, রথ ও হস্তী সহ এই সব যোদ্ধাকেই পরলোকে প্রেরণ করিলেন। ১৮-২০

মহারাজ! মহারাজ! আমরা সেখানে শত শত ও সহস্র সহস্র এমন দৃশ্য দেখিলাম, যাহাতে ভূত প্রকৃতি চমৎকারী হইয়াছিল এবং চক্ষুসমূহ ঘুরিতে ঘুরিতে বিদারিত হইয়াছিল। ২১

মাননীয় মহারাজ! যখনকার পরিত্যক্ত রথ হইয়া পতিত হয় হয়, বিদ্ধ ধ্বজধারী যোদ্ধা এবং ছিন্ন বাহু, কবচ, পক্ষীর, মস্ত, ছিন্নিপাশে, ভীষ্ম সাহস, ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গুলি, উপাসঙ্গ, চক্র, ছিন্ন হাত, অস্ত্র, বক্ষ, মুকুট-সহ মস্তক, অলঙ্কার (কেয়ূর), অঙ্গুলিত্রাণ, পতিত ধ্বজ ও রথ অশ্ব পতিত হইয়া পতিত রহিয়াছে—এই সব দেখিয়া সেখানকার ভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল।

রাজন্! যাহাদের আরোহী বিদ্ধ হইয়াছে, এমন সব হাতী ও অশ্ব শত শত এবং হাজার হাজার সংখ্যায় বিনাশ হইয়া রণাঙ্গনে পড়িয়াছিল।

বীর পাণ্ডবগণ যত প্রবল পরিমাণে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া সম্মানহীন বীর মহারথী যোদ্ধৃবিদকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।

মহারাজ! মহেন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ভীষ্মের দ্বারা সমরাঙ্গণে বধ্যমান হইয়া সেই বিপক্ষ সৈন্যগণ আমরা ধরিয়া। তখন একজন দুই জন কেহও যাহাতে ফিরিয়া যাইতে না।

পাণ্ডবগণ। সৈন্যরা অত্যন্তভাবে হইয়া চারিদিকে ধরিতে লাগিল। তাহাদের রথ, ধ্বজী ও অশ্বসকল ভয়ে ভঙ্গ-বিভঙ্গ হইয়া পতিত এবং অন্যান্য ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইল।

সেই ভীষণ সংগ্রামে এমন ভৈরব-প্রেক্ষিত হইয়াই পিতা পুত্রকে এবং মিত্র মিত্র বিষয়ে বধ করিতে লাগিল।

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের অশ্ব সৈন্যরা তখন পরিত্যাগ করত কেশসমূহ উড়াইতে উড়াইতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্য (নিজ হইতে ভীষ্ম) ঘোর-সংগ্রামে ভয় বিষাদ হইয়া পড়িল। তখন যুধিষ্ঠির বিশেষভাবে দুঃখিত এবং সকল সৈন্যই আকুলিত করিতে লাগিল।

সেই সৈন্যগণে তাহার দেখিয়া বাসুদেবের সাথে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বীর ভৈরব রথকে থামাইয়া নিয়া যুদ্ধভূমির অভিমুখে বলিলেন।

প্রহসন্নিব বার্ষ্ণেয় ন তেনোদ্বেজিতো বিভুঃ।
যং পুত্রা অবিদন্ ভীব্রং রাজ্ঞাং তেষাং সমাগমে। ৩৭
বিরাটনগরে তাত সভায়ং সভামীপতেঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্বান্ কার্ত্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্। ৩৮
সাহুয়ন্তং ধনঞ্জয়ং যে বা তোত্রস্য সঙ্গরে।
ইতি তং দুষ্ট দৌষেয় সভায়াং ভাষতেঽধিকম্। ৩৯
অক্ষবর্ণবদুন্মত্তা দুষ্টঃ বিষয়তঃ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন বিজয়ঃ প্রত্যুবাচ হ। ৪০
অকার্যং বৈ মহাবাহো নিবর্তস্বেতি।
অব্রবীদ্যদা যদা কৃষ্ণো রাজ্ঞো যা নাকোদরম্। ৪১
দুষ্টানি ধনবর্ষাণি যা ত্বিং দুঃ সে সুদুষ্কৃতং তদেব।
তোত্রবাণান্ দৃঢ়ো ভীষ্ম করিষ্যে বলবান্ রণে। ৪২
পাতয়িষ্যামি দুর্বুদ্ধে ভীষ্ম কৃত্বা পিতামহম্।
ন তাবান্ রজতপ্রখ্যস্তোত্রবাণস্য মাধবঃ। ৪৩

ধনুষো ভীমবেগস্য যাবান্ ছায়াময়ো রথিনাবিব।
উত্তরঃ পুনরাহেদং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংসদি। ৪৪
দৃষ্ট্বা পার্থং মহাবাহুং ভীষ্মাদ্যেভ্যশ্চ মানবেভ্যঃ।
তদা ভীতঃ কুরুশ্রেষ্ঠঃ শিরসৈব বিনম্য ভূয়ঃ। ৪৫
ধনঞ্জয়ং শ্রীমঃ পরবৈরপরাজিতম্।
অবেদ ন ধনঞ্জয়ং সহসাগতম্। ৪৬
পরবর্ষেণ যদ্বা ন প্রাজ্ঞাদ্বে ভারত।
বাসুদেবসহায়ো বৈ ধনঞ্জয়ঃ সহ। ৪৭
তোত্রবাণান্ ভানবান্ বিদুষ্য ভীষ্মমাহবে।
তদা পার্থো ধনুশ্ছিত্বা নিহত্য পরমেষুভিঃ। ৪৮
পাতয়ামাস ভীষ্মস্য ধনুশ্ছিত্বা নিহত্য পরমেষুভিঃ।
ন ছিন্নধনুষো ভীষ্মঃ পুনরুদ্যতমুদ্যমম্। ৪৯
নিহত্যাস্ত্রময়ৈর্বাণৈঃ সজ্ঞাং চক্রে পিতা তব।
ততস্তে তদা তোত্রাঃ সর্বতঃ সমুপাদ্রবন্। ৫০

---

* পার্থঃ তুমি যে সময়ে অর্জুনের ও ভীষ্মের যুদ্ধ বর্ণনা করিতেছিলে, সেই সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। মহারাজ! যদি তুমি মোহে মোহিত না হইয়া থাক, তবে এই ভীষ্মের নিধন অবলোকন কর।

ভীষ্ম: তাত: পূর্বে বিরাটনগরে যখন সকল রাজা একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এবং সভামধ্যে তুমি যে সকল বলিয়াছিলে—"যুদ্ধে রাজারা আমার সম্মুখে আসিয়া, দুর্যোধনের সেই ভীষ্ম, দ্রোণাদি সকল সৈন্যগণের সহ-রাজাদের সহিত আমি বিনষ্ট করিব"। পরন্তপ যুধিষ্ঠির! তুমি সেই বিষয় স্মরণ করিয়া আজ সভা করিয়া দেখাও। তুমি অক্ষিগণ যখন সকল সভা বিনা পরিত্রাণে অক্ষিয়া যুদ্ধ কর॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন অবনতমুখ হইয়া ধনুষ্টঙ্কার ফেলিতে ফেলিতে অনিমুখের ন্যায় এই কথা বলিলেন।

অর্জুন: অথবা মহাপুরুষগণকে বধ করিয়া নরক হইতেও নিবৃত্তি হওয়া যায়, অথবা ধনবান্ হইয়া বন্ধুজন বধ করিব—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে শুভাবহ হইবে?

আহা! যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই দিকে অশ্বচালনা কর। আজ আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব। কৃষ্ণকুলের কৃষ্ণ পিতামহ কৃষ্ণ ভীষ্মকে বধ করিয়া কৃষ্ণাকিঙ্কর করিব।

রাজন্! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রজতবর্ণ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট

অশ্বগণকে সেদিকে চালনা করিলেন, যেখানে ঐশ্বর্যবান্ কৃষ্ণবর্ণের ভীষ্ম যুদ্ধ করিতেছেন।

মহাবাহু কৃষ্ণকুমার অর্জুনকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া সমাগত যুধিষ্ঠিরের বিপক্ষ সৈন্যগণেরা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

তখন মহাবাহু সিংহনাদ করিতে করিতে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম দ্রোণের মনের ভয় অপনোদন করিয়া তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া দিলেন।

রাজন্! অর্জুনের মধ্যেই প্রকৃত ঐশ্বর্যবলে পাণ্ডবি ও অর্জুন ভীষ্মের হস্ত এরূপ দৃঢ় হইয়া গেল যে, তখন তাহার কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।

তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিকটে না হইয়া মৈনাক সহিত ভীষ্মের বামে অশ্ব-বিপক্ষ অবস্থানে আসা চালাইতে লাগিলেন।

তাহাতে কৃষ্ণীনন্দন অর্জুন যেরূপে সম্মুখে অবস্থানে ভীষ্ম নিজ হস্তে ধনুক ভীষ্ম বাণসমূহে ভীষ্মের বধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

ধনু ছিন্ন হইলে আবার নিক্ষেপের জন্য কৃষ্ণকুমার ভীষ্ম পুনরায় অন্য ধনু লইয়া নিমেষের মধ্যেই তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন।

তখনও সেই সময় অর্জুন অবলীলা সেই ধনুটিকে দুই খণ্ড করিলেন, এই সময়ের মধ্যেই কৃষ্ণ অর্জুন তাঁহার সেই ধনুটিকেও ছিন্ন করিয়া দিলেন।

অথাত্ত ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধশ্চিক্ষেপাশু মহদ্ধনুঃ।
তস্য তৎ পুনরাদায় লাঘবং পাণ্ডবোঽচ্ছিনৎ ॥ ৩৮
পাঞ্চালস্তত্রতত্রৈনং পার্থঃ সর্বৈরবিধ্যত।
সাধু সাধু মহাবাহো সাধু যুধ্যস্বেতি চ ॥ ৩৯
সমবাক্যৈরবধ্যন্ত প্রশ্রুত্য চ গিরো মহৎ।
যুযোধ সমরে ভীষ্মঃ সমান্ পার্থিবযা প্রতি ॥ ৪০
অবর্ণয়ন্ মহাদেবো হরযানে পরং যশঃ।
যোধান্ দৃষ্ট্বা সমাগম্য সকলানি বিশাংপতে ॥ ৪১
(লাঘবং বিপুলং দৃষ্ট্বা প্রত্যাদৃশ্যত সংযুগে।
ভীষ্মস্যাপি মুদা হৃষ্টঃ পুনর্যোদ্ধুং প্রচক্রমে ॥
পার্থায় দদতে রাজন্ বরমুদ্দিশ্য বৈ বরম্।
অর্জুনস্তু পুনঃক্রুদ্ধো নিধানমধিগচ্ছতি ॥
অবর্ষদ্ বাসবস্যেব ঘোরং ঘনমুচো দিবম্।
তাদৃশৌ দৃষ্টি দুর্ধর্ষৌ দুদৃশাতে পরস্পরম্ ॥)
শুশুভাতে মহাত্মানৌ তৌ ভীষ্মপরিষ্কৃতৌ।
মেঘাবিব সবেগৌ দ্বৌ বিদ্যোতন্তৌ দিশো দিশৌ ॥ ৪২

(ভীষ্মোঽপীব সুসংক্রুদ্ধঃ পুনরৈক্ষার্জুনং রণে।
অযনে সবলে তূর্ণং বিদধন্ বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥)
বাসুদেবস্তু সম্প্রেক্ষ্য পার্থস্য মৃদু মুক্তবম্।
ভীষ্মং শরবর্ষাণি সৃজন্তমভিদুদ্রুবে ॥ ৪৩
প্রতপন্তমিবাদিত্যং মধ্যমাসাদ্য দেবরাট্।
যথা যথা বিনিঘ্নন্তং পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্ ॥ ৪৪
দুদ্রাবাভিমুখং ভীষ্মঃ যৌধিষ্ঠিরে বলে।
নাসৃজত মহাবেগৈরেকঃ পরবীরহা ॥ ৪৫
উৎসৃজন্ রজতপ্রখ্যান্ হয়ান্ পার্থস্য মাধবঃ।
বাসুদেবস্ততো যোগী প্রচক্রম মহারথঃ ॥ ৪৬
অভিদুদ্রাব ভীষ্মং স কৃতপ্রহরণো যতী।
প্রতোদপাণিরেকাগ্রী সিংহবদ্ বিনদন্ মুহুঃ ॥ ৪৭
বাসংসি পাণ্ডবাঃ স জগ্মুঃ উদ্ধতীষ্বাঃ।
ক্রোধত্রাসেন্দ্রিয়ক্ষোভাদ্ দৃষ্ট্বা বিগতসাধ্বসাঃ ॥ ৪৮
প্রসন্নমিব চেতাংসি আসংকানাং মহাহবে।
দৃষ্ট্বা মাধবমায়ান্তং ভীষ্মাবেগমথাধিকে ॥ ৪৯

পক্ষধর নামক। সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষ বধপুত্র ভীষ্ম পার্থবিনাশের যত্ন দেখে দুর্যোধনের বুদ্ধি দূষিত প্রকাশ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন।

সাধাধারে দুর্যোধন। "সাধু, সাধু, তোমার অনুমান সাধুবাদ। এই কথা বলিয়াই ভীষ্ম পুনরায় অতি দুষ্কর যুদ্ধ প্রায় করতে সমরাঙ্গনে অর্জুনের মধ্যে বিশে বাসবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩১-৪০

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রচালনাবিষয়ে নিজের অদ্ভুত লাঘব দেখাইলেন। তিনি বিবিধ রণকৌশলে মধ্যে মধ্যে দেখাইতে থাকিয়া ভীষ্মের বাসসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাইতে লাগিলেন। ৪১

(দুর্যোধন অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনাস্ত্রচালনায় লাঘব-দর্শন করিতে দেখাইতে লাগিলেন। ভাবের। ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থের উপর বাণবর্ষণ বাসবর্ষণ করিতে থাকিলেন। ইহা যেন তখন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তারপর শত্রুদমন অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া দুষ্কর অস্ত্র নিজের সদৃশ অবহিত ভীষ্মের উপর বাসবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই দুই মহারথী বীর তখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।)

সেই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই ভীষ্মের বাণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পূর্বের আঘাতে আহত হইয়া অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্ম বধপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বক্ষে আঘাত করিলেন। তাহার পর তিনি বারবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৪২

(তাহাতে ভীষ্মও তখন ক্রোধভরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বীর বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বক্ষে আঘাত করিলেন। তাহার পর তিনি বারবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।)

তখন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, অর্জুন ঘোরতর সহিত যুদ্ধ করিতেছে, আর ভীষ্ম প্রলয়কালীন মৃত্যুর ন্যায় ভীষণ বাসসমূহ বর্ষণ করিয়া মহাপ্রলয়কালীন সূর্যমণ্ডল সমস্তকে সন্তাপিত করিতেছেন, পাণ্ডব-সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরগণকে বধ করিতেছেন এবং যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের মধ্যে প্রলয়কালের মৃত্যু উপস্থাপিত করিয়া দিতেছেন।

তখন শত্রুসংহারী ভগবান্ মাধব ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। আর্য। সেই যোগেশ্বর ভগবান্ বাসুদেব অর্জুনের রক্ষক-স্বরূপ তাঁহার অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই বিপক্ষ দল হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং রাজপথে আর পরিত্যক্ত করিয়া তাঁহাকে বেত্রাঘাতপূর্বক পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করিতে করিতে ভগবান্ ও তেজস্বী শ্রীহরি ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪৩-৪৭

ভগবান্ ও অধিকতেজস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া ভীষ্মকে বধ করিবার ইচ্ছায় ভীষণবেগে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে থাকিলেন। ৪৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মহাসংগ্রামে আসিতেছেন দেখিয়া পুত্র ও সৈন্যগণের

হতো ভীষ্মো হতো ভীষ্মস্তত্র যদ্বো ব্রবীদ্বচঃ।
অজাতশত্রো মহারাজ তচ্ছ্রুত্বা তদ্বচো মম ॥ ৬০
শীঘ্রমেবাভিনির্যাহি যদি যুদ্ধ্যেত জাহ্নবীম্।
ততস্তে বিজয়ং ভীষ্মাদ্ বিদ্ধি পাণ্ডবনন্দন ॥ ৬১
ন হি মিথ্যা ব্রবীত্যেষ বৃদ্ধস্তু ত্রিদশৈরপি।
অভিদ্রবাশু যোধেভ্যো যাবদ্ভীষ্মো ন হন্তি তান্ ॥ ৬২
তস্মাদ্ভবন্তং সংস্মৃত্য পুত্রাণাঞ্চাকরোন্মতিম্।
অনয়ায় মনো ভীষ্মো বিকর্ষতি যথা যথা ॥ ৬৩
ইত্যাহ বৈ যোধিষ্ঠিরমস্ত্রাণ্যেব চেতসা।
এতদ্ধি পুত্রাণাঞ্চাপি যোধয়ত্যেব নাযোদ্ধৃত্বে ॥ ৬৪
মাধব সাধ্বয়ং পাঞ্চাল্য মহাত্মনে।
যদা হি যোৎস্যে সংগ্রামে হন্তুমাণি মমাত্মন ॥ ৬৫
মোঘ এষ পরঃ কৃষ্ণ লোকে ভবতি সর্বদঃ।
মহাধিষ্ঠাদপি যোধিষ্ঠ ত্রৈলোক্যেনাপি কেশব ॥ ৬৬
প্রহরন্ত যতোঽ বৈ রাজ্যোঽপি তব চানঘ।
মমৈষ ভারঃ পার্থি সমর্পিতস্তা কেশবম্ ॥ ৬৭
নিজঘ্নাং মহাবাহুর্যাবন্ন পতিতো ভুবি।
নিবৃত্তমাণঃ পার্থেন কৃষ্ণো রাজীবলোচনঃ ॥ ৬৮
অথাব্রবীদ্বৈনমাত্মা যেনেদং পুরুষোত্তম।
পার্থস্তু বিহ্বলো বাক্যমব্রবীদ্বচনং পরবীরহা ॥ ৬৯
নিজঘ্নাং ভবীকেশ কথমিদ্ধ রণাঙ্গনে পরান্।
তত এবমুবাচৈনং ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণম্ ॥ ৭০
বিস্মরন্তং যথা নাগমস্ত্রিং প্রহরং সখা।
বিস্মরন্তং মহাবাহো মামুবাচ মহীপতি ॥ ৭১
যং যদা ব্রবিতঃ পূর্বং ন যোৎস্যামীতি কেশব।
মিথ্যাবাদীনি লোকাস্ত্বাং কথয়িষ্যন্তি মাধব ॥ ৭২
মমৈষ ভারঃ সর্বো হি ঘাতিষ্যামি পিতামহম্।
সখে কেশব সত্যেন সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৭৩

ছিলেন যে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। মহারাজ! তখনই আমাকে বিদায় আনিয়া ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া সেই সময় বাসুদেবের মুখ হইতেই এই যাহা কোন্ত্রাদ্ভুত কথা বাহির হইয়াছিল যে, ভীষ্ম নিহত হইলেন, ভীষ্ম নিহত হইলেন। ৫৯-৬০

শীঘ্রগতি যেখানে বজ্রধারিসমকায় ভীষ্মদেব বিচরণ করিতেছেন, সেইখানে গমন করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর। ভীষ্ম নিহত হইলে তোমাদিগের যে, তখন যেন বিজয়লাভে সন্দিহান হইবে না। ৬১

মহাত্মা ভীষ্ম যাহাকে বধ করিতে করিতে ভীষ্মের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিতে হইবে, সেরূপ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। ৬২

সেই মহাত্মা ভীষ্মকে পাণ্ডবেরা বধ করিতে দেখিয়া ভীষ্ম সেই মুহূর্তেই অস্ত্র বিসর্জন করিয়া দিবেন। ৬৩

তখন ভীষ্মদেব মনে মনে ভগবান্ যোগিবেকে স্মরণ করিয়া বলিলেন,—আসুন, আসুন। ভগবন্! আপনাকে নমস্কার। ৬৪

মাধবশ্রেষ্ঠ! এই মহাসংগ্রামে আপ আমাকে নিহত করিয়া কৃপাবিত করুন। যেন। নিশ্চয় ভীষ্ম। আপনার দ্বারা সংগ্রামে নিহত হইলেও আমার সর্বলোকাধিপত্য আমার পক্ষে কল্যাণ হইবে।

যোধিষ্ঠ। আর আমি এই যুদ্ধে ত্রিভুবনের সমাধিপতি হইলেও। অথবা। আমি আপনার দাস। এখন আপনি আমাকে ইচ্ছানুসারে প্রেরণ করুন।

এদিকে মহারাজ অর্জুন ভীষ্মকে সংহারের সংকল্পে শৌক্লাস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিতেছিলেন। তিনি যাঁর দুই মহাস্ত্রে ভীষ্মকে বধিয়া বন্দীকৃত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে অর্জুন কর্তৃক কৃত হইয়াও কমললোচন পুরুষোত্তম ভগবান্ ভীষ্মকে বধকার্যে সাধারণ সমর্থ অনন্য হইতে লাগিলেন।

তখন পাঞ্চজন্যধারী বলমূর্তিধর ভগবান্ ভীষ্মদেব চতুর্দিকে বিচরণ করিতে এবং তাহার মহাশব্দ দ্বারায় সমস্ত কৌরবসৈন্যকে ভীত বিদ্রুত করিতে সমর্থ হইলেন।

সেই সময় ভীষ্মদেবের নয়ন ক্রোধভরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্বত্র তাঁহার তিনি ভীষণরূপ দেখিতে পাইলেন। তাহাতে তাঁহার সখা অর্জুন সারথিরূপে ভেদপূর্বক বলিলেন,—মহারাজ! আপনি ফিরিয়া চলুন, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করিবে না। ৬৫-৭১

কেশব! আপনি পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন,—"আমি যুদ্ধ করিব না", সেই মহাস্ত্রে আপনি প্রতিপালন করুন। মাধব! অন্যথা লোকে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। ৭২

কেশব! যুদ্ধের এই সব ভার আমার উপর আছে। আমি আমার মাতৃ, সত্য ও সুকৃতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই ভীষ্মকে বধ করিব। ৭৩

অক্ষুণ্ণং তথা শক্তিস্থানি শস্ত্রাণ্যাদায় সত্বরম্।
অন্যৈশ্চ পক্ষ্ম দুর্ধর্ষৈঃ পাঞ্চালান্ মহারথম্ ॥৭৪
তাবানপতিবিবাপূর্বমকালে বসুধা।
মাধবস্তু ষষ্ঠঃ ক্রুদ্ধা কাঞ্চনস্ত মহারথঃ ॥ ৭৫
(অন্যং পঞ্চমহীনো ক্রুদ্ধা পার্থিব বিক্রমম্।)
ন কিঞ্চন্নু। সংক্রোধ আক্রন্দায় তথা পুনঃ।
তৌ তথৌ মহাযাত্রৌ ভীষ্মং শান্তনবং পুনঃ। ৭৬
তবর্ষ শরবর্ষেণ মেঘো দৃষ্ট্বা যথাচলৌ।
প্রাণাবাহন্ত যোধানাং পিতা দেবব্রতস্তব ॥৭৭
শস্ত্রস্তিবিবাধিকাস্তেষামপি বিশিষ্যতে।
তথা কুরুণাং সৈন্যানি বহন্তৌ যুধি তে পিতা।
ইতরেষ্টেষ্টসৈন্যানি নিঘ্নন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৭৮
নিষ্টীভিন্তুঃ ন শেকুস্তে ভীষ্মপ্রভৃতয়ঃ তদা।
যথাঃ শস্ত্রবিদাস্তিজ্ঞাঃ প্রভগন্তঃ বরেজসা ॥ ৮০
তে বধ্যমানা ভীষ্মেণ শরবেগাদ্ধ সহস্রশঃ।
দুর্যোধনং সমরে তর্ণাণাভিমাদুবিক্রমম্। ৮১
ভীষ্মাজ্ঞাদুর্যোধনাজ্ঞ পাণ্ডবা ভরতর্ষভাঃ।
তথা পাণ্ডবসৈন্যানি ভ্রাতরোপানি ভারত। ৮২
ভ্রাতরঃ ভ্রাতরমন্ত্র ধ্যানঃ পক্ষমরা ইব।
পিপীলিকা ইব যুদ্ধা দুর্বলা বলিনা রণে। ৮৩
মহারথঃ তাবত যুদ্ধকল্পঃ
মহৌঘিমঃ প্রভপন্তঃ বরেজ্রান্।
ভীষ্মং ন শেকুঃ প্রতিবীক্ষিতুঃ তে
মধ্যাহ্নিমং সূর্যমিবাত্তপন্তম্। ৮৪
বিদ্রাবয়ন্তং তু পাণ্ডুসেনা-
মন্তং জনানাম মহাধনুষ্মিঃ।
তথা তদানীং প্রমুখে বিরোনাং
মহোদধেরপ্রতি সন্তরন্তম্। ৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তৌ ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

শক্তিমুখ: অর্থাৎ শত্রুকে বিনাশ করে। আমার দর্শন কর—আজ আমি পূর্বাহ্নকৃত কুরু ভীষ্মকেও তাঁহার অধিক সময়ে ইচ্ছামৃত্যুকে বিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিব।

মহাত্মা অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পরাক্রম সম্বন্ধে অধিক অবধান দৈক্ষ হয়ে যান আবার ক্রুদ্ধ হইয়া বাসুদেব বিষ্ণু না বলিয়া ক্রোধের বশিত হয়ে বিষা আহ্বান করিলেন।

পূর্বাহ্নে দৈক্ষ ও অর্জুনের তাদের উপর বর্ষিত ঘোরা শস্ত্রবর্ষণ ভীষ্ম পুনরায় তাঁহাদের উপর বল বর্ষণ করিয়া দিলেন—ইহাতে মনে হইল যেন দুইটি পর্বতের উপর অনবরত বৃষ্টি হইতেছে।

রাজন্! আপনার পিতৃব্য দেবব্রত ভীষ্ম সৌরথে পাণ্ডব যোদ্ধাদের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে সূর্যদেব তীব্র প্রখর কিরণে সকলের তেজ হরণ করিয়া থাকেন।

মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশিত করিতেছিলেন, সেইরূপ আপনার পিতৃব্য ভীষ্মও পাণ্ডব-সৈন্যগণকে বিনাশিত করিতে লাগিলেন।

তখন আহত হইয়া পলায়মান সৈন্যরা অত্যন্ত ও ভীষণাকার হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে অকুণ্ঠবীর্য ভীষ্ম ভীষণ

দিতে দেখেন কেহ দৃষ্টিপাত করিতেই পারিত না, যেরূপ তীব্র কিরণে মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। ৭৮-৮০

মহারাজ! ভীষ্ম বজ্রের প্রহার পর পর ও অস্ত্র অস্ত্র সৈন্য সমূহ অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশকারী ভীষ্মের ভয় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কেহ দেখিতেই পারিল না।

রাজন্! পলায়মান পাণ্ডব-সৈন্যরা সেই সময়ে সমরে যোদ্ধাদের তো আপনাকেও নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। মহারাজ বলবান্ ভীষ্ম এই দুর্বল সৈন্যগণকে পিপীলিকাসমূহের ন্যায় পিষ্ট করিতে লাগিলেন। ৮১-৮৩

রাজন্! মহারথী ভীষ্ম অতিমানবীয় অবস্থান করে বাণ-বৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে পাণ্ডবগণকে মহাবিপদগ্রস্ত করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নকালীন কিরণমালিনে জ্বলন্ত ও সূর্যমণ্ডল আলোকদাতা ভীষ্মকে তখন কেহ দেখিতেই সমর্থ হইতেছে না। ৮৪

ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে যখন এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন, তখন সমস্ত ভিন্ন-ভূপালদিগের অধিনায়ক সূর্যসদৃশ অসহনীয় ভীষ্মকে তখন কেহ দেখিতেই সমর্থ হইতেছে না। ৮৪

ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে যখন এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন, তখন সমস্ত ভিন্ন-ভূপালদিগের অধিনায়ক সূর্যসদৃশ অসহনীয় তখন কেহ দেখিতেই সমর্থ হইতেছে না, যেরূপ মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। ৮৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি নবমদিবসযুদ্ধসমাপ্তৌ ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

শ্রীমহাভারতীয় বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে নবমদিবসের যুদ্ধসমাপ্তিবিষয়ক একশত পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রবিলাপসমাপ্তি, বিদুর পাণ্ডবানাং গুণসঙ্কীর্তনা, ভীষ্মেণ সহ সন্ধিস্থা সঞ্জয়-পাণ্ডবানাং যুদ্ধযোগাদ্যারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

যুদ্ধ্যমানেষু তেষ্বেবং তাবকেষ্বমুপাক্ষয়ে।
সেনা সমন্তযুঃ যোদ্ধুং বাদনাদ্যায় ভারত। ১

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মহাংস্ত্রস্থ্য তাবক।
ব্যবস্থাপয়ত ভীষ্মেণ ব্যূহমাত্মসমং। ২

(বিজ্ঞায়তাং ব্যূহ দৃষ্ট্বা পীড়িতং স্বরবিক্ষতং।)
ধনঞ্জয়ঞ্চ সন্দায়ুক্তং পদাতিগজবাজিনম্।
ভীমঞ্চ যুধি সংরব্ধং পীড়য়ন্তং মহারথম্। ৩

সোমকাংশ্চ শিখাণ্ডিনং দৃষ্ট্বা নিহতপাহনান্ মহারথান্।
(নিশাযুদ্ধং সংস্মৃত্য যোধয়ন্তং তথানকম্।
চিন্তয়িত্বা ততো রাজা অব্রবীদ্ভরতর্ষভ। ৪

(তথা ব্রুবতে ভীষ্মং বৈ মহাবলপরাক্রমম্।

যুধি যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।)
ব্যবস্থাপয়তে সৈন্যানাং ব্যূহং ধাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তথৈব তব সৈন্যানামেষাহো গুরুতে ভয়ং। ৫
অতোঽব্রবীন্মহাবাহো সৈন্যানাং কৃপয়া তব মহাযশাঃ।
ভবিষ্যন্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষতাঃ। ৬
ভীষ্মস্ত সমরে কর্ম দিব্যমানুষ পাণ্ডবঃ।
যাদৃশন্তু তদা যাক্তিঃ ভীষ্মবাণপীড়িতাঃ। ৭
ভীষ্মোঽপি সমরে জিত্বা পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্।
পূজ্যমানস্তব সুতৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ। ৮
ভবিষ্যে কুরুভিঃ সার্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
ততো রাত্রিঃ সমভবৎ সর্বভূতপ্রমোহিনী। ৯
যস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে পাণ্ডবা ধৃষ্টকেতুনা সহ।
সৃঞ্জয়াশ্চ মুদাযুক্তা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্। ১০

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের দুঃখে সমবেদনা, তাঁহাকে পাণ্ডবগণের গুণ বর্ণনা এবং ভীষ্মের সহিত বিরোধ হইবা শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণের তাঁহার বধের উপায়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব-পাণ্ডবগণের ঘোর যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। তখন আমরা আর যুদ্ধ করিতে পারিলাম না। ১

তদনন্তর আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিলাম যে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে এবং ভীষ্ম তাঁহার সকলের হত হইয়া আমাদের সৈন্যের অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধ করিতে আমাদের মনে আর উৎসাহ নাই। রাজপুত্রগণ হত বিদ্ধ সকল সৈন্যই অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সব সৈন্যই ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে মহারথী ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধস্থলে সকলকে পীড়ন করিতেছিলেন। সোমকবংশীয় মহারথী শিখণ্ডিও পরাজিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। অতঃ সোমকগণ ও তাহাদের প্রধানেরাও চলিয়া গিয়াছে। এই সব বিষয়ে বিচার করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সকলকেই যুদ্ধবিমুখ করিলেন। ২-৪

যুদ্ধে বধিবিধিঃ অন্ধঃ অন্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।)
অব্রবীদ্ভ্রাতরঃ সৈন্যানাং অন্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
তথৈব তব সৈন্যানামেষাহো গুরুতে ভয়ং। ৫
অতোঽব্রবীন্মহাবাহো সৈন্যানাং কৃপয়া তব মহাযশাঃ।
ভবিষ্যন্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষতাঃ। ৬
ভীষ্মস্ত সমরে কর্ম দিব্যমানুষ পাণ্ডবঃ।
যাদৃশন্তু তদা যাক্তিঃ ভীষ্মবাণপীড়িতাঃ। ৭
ভীষ্মোঽপি সমরে জিত্বা পাণ্ডবান্ সহ সৃঞ্জয়ান্।
পূজ্যমানস্তব সুতৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ। ৮
ভবিষ্যে কুরুভিঃ সার্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ।
ততো রাত্রিঃ সমভবৎ সর্বভূতপ্রমোহিনী। ৯
যস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে পাণ্ডবা ধৃষ্টকেতুনা সহ।
সৃঞ্জয়াশ্চ মুদাযুক্তা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্। ১০

মহারথগণ ও মহাধনুর্ধর ভীষ্মকে আমরা কিরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইব, তাহার উপায় করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় শিবিরে যাইতে মনস্থ করিলেন।

তাহার পর মহারাজ যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া লইলেন। এদিকে আমাদের সৈন্যগণও সেই সময় যুদ্ধস্থল হইতে শিবির অভিমুখে গমন করিলেন। ৫

যুদ্ধক্ষেত্রে এই ভাবে সংগ্রামের কার্য বিরত হইলে সব মহারথী সৈন্যগণ প্রত্যাবর্তন করিয়া শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৬

পাণ্ডবগণ ভীষ্মের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা সমরাঙ্গণে ভীষ্মের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া নানাপ্রকার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭

তারপর ভীষ্মও সংগ্রামে সকল ও পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া আপনার পুত্রদিগের দ্বারা দেবগণে বেষ্টিত হইয়া অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত শিবিরে গমন করিলেন।

তারপর সেই প্রদোষকালে ঘোরতর সংহারকারিণী রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময় ধৃষ্টকেতুসহ পৃথিবীপতিগণ সহ যুধিষ্ঠির সকল ও পাণ্ডবগণ আনন্দযুক্ত হইয়া একত্রে মিলিত হইলেন। ৮-১০

আত্মনিক্ষেপনং সর্বে প্রাপ্তকালা মহারথাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরব্যগ্রা দুর্নিমিত্তান্যবেক্ষিণঃ ॥ ১১
(ব্যতিক্রান্তা যদা ভীষ্মং জয়েম পৃথিবীমিমাম্।)
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা মন্ত্রয়িত্বা চিরং নৃপ।
বাসুদেবং সমুদ্বীক্ষ্য বচনং হেতুমদ্বচঃ ॥ ১২
হৃষ্ণ পশ্য মহাসারং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্।
গজং নলবনাদীব বিদ্রবন্তং বলং মম ॥ ১৩
(মম মাবত্ত সৈন্যেষু বধমাসেদু যেন বৈ।
কথং যোৎস্যাম হুর্ধর্ষং জেতারং বিজয়ৈষিণম্।
যস্যেব পরিঘপ্রাংশোঃ বাহোঃ শক্তিমুপাশ্রয়ে।
ন যুদ্ধং রোচতে যস্য ভীষ্মেণ সহ মাধব।
হন্তি ভীষ্মো মহাবীর্যো মম সৈন্যক সংযুগে।)
ন হ্যৈবৈনং মহাবাহুমুৎসহামো বিযোধিতুম্।
লেলিহ্যমানৈঃ সৈন্যেষু প্রজ্বলিত ইবানলঃ ॥ ১৪

যথা যোধো মহারাজস্তথো বৈ বিদ্যোধনঃ।
তথা ভীষ্মো রণে কৃষ্ণ দুর্ধর্ষশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৫
দূরীয়তাপি সমরে প্রহৃষ্টান্ বিদিতান্ পরান্।
পশ্যো জেষ্যতি যদি ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিরিব স্বয়ম্ ॥ ১৬
যস্মাৎ পাণ্ডবসৈন্যানি সমরে যা বলেষ্বপি।
ন যু ভীষ্মঃ পুরাক্রুদ্ধঃ পশ্যো জেষ্যতি মাধবে ॥ ১৭
সোঽহমেবংগতে কৃষ্ণ নিমগ্নঃ শোকসাগরে।
আত্মনো বুদ্ধিদৌর্বল্যাদ্ ভীষ্মমাসাদ্য সংযুগে ॥ ১৮
বলং যাস্যামি দুর্ধর্ষং জেতারং বৈ ত্বয়া যথা।
ন যুদ্ধং রোচতে কৃষ্ণ হন্তি ভীষ্মো হি নঃ সদা ॥ ১৯
যথা প্রজ্বলিতা বহ্নিঃ পতঙ্গং সমভিদ্রবেৎ।
এবমেবাভিদ্রবতি তথায়ং ভীষ্মমীড়িতম্ ॥ ২০
অস্য নীত্যেষিণো বাহোর্বীর্যেণোগ্রস্য ধীমতঃ।
আশ্রয়ন্তৈব তে শূরাঃ সাংকৈর্ভূশমীড়িতাঃ ॥ ২১

সেই সময় ঐ সব মহারথ বীরগণ সমরোদ্যমে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছেন বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চিন্তিত হইলেন ॥ ১১

অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে এই বিতর্ক উপস্থিত হইতেছিল যে, আমরা কিরূপে ভীষ্মকে বধ করিতে পারিব এবং কিরূপেই বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয় করিতে সমর্থ হইব। অনন্তর সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণ পরিত্যক্ত অস্ত্র সমূহ করিবার পর মহাবেগবান অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, অমিত পরাক্রমশালী মহারাজ ভীষ্ম আমাদের সৈন্যমধ্যে সেইরূপে বিরাজ করিতেছেন, যেরূপ হস্তী নলবনকে মর্দন করিয়া থাকে ॥ ১৩

মাধব! যাহার দ্বারা যখন আমার সৈন্যেরা বিনষ্ট হইতেছে, তখন এরূপ অবস্থায় এই দুর্জয় বীর ভীষ্মের সহিত আমরা কিরূপে যুদ্ধ করিব? এখন যেরূপে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে, সেইরূপ একটী উপায় স্থির করুন। মাধব! আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। আমরা অন্য কাহাকেও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। ভীষ্মের সহিত আমাদের যুদ্ধ করাতে আমার ভাল লাগিতেছে না। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে আমাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিতেছেন।

হরি এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্মপুত্রের নিকটে আমাদের সৈন্যদিগকে সর্বতোভাবে ক্ষয়ের (ভয়) করিতেছেন, আমরা এই মহাত্মা ভীষ্মকে দেখিতেই সমর্থ হইতেছি না ॥ ১৪

যেরূপ মহাবেগ অনল নিজের ভীষণ শিখাসমূহে সহজেই বিপক্ষ অনায়াসে গ্রহণ করে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ প্রজ্বলন্ত ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে যখন হাতে ধনুর্বাণ লইয়া ভীষণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকেন, সেই সময় ভীষ্ম অজেয়ী বলিয়া তিনি আমাদের বিপক্ষ অত্যন্ত ভয়ের বলিয়া প্রতীত হন।

সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ বজ্রপাণি ইন্দ্র, দণ্ডপাণি যম অথবা বরুণপাশী বরুণদেবও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু এই মহাসংগ্রামে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করা অসম্ভব ॥ ১৫-১৭

হে কৃষ্ণ! এখন অবস্থায় আমি ভীষ্ম দুর্দান্ত দুর্ধর্ষতাবশতঃ যুদ্ধস্থলে ভীষ্মকে সম্মুখে দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১৮

হৃষীকেশ কৃষ্ণ! এখন আমি বনে চলিয়া যাইব। আমার দ্বারা অনবরতই অমঙ্গলের হইবে বলিয়া মনে করি। আমার যুদ্ধ ভাল লাগিতেছে না। কারণ, এই যুদ্ধে ভীষ্ম সর্বদাই আমার সৈন্যদের বিনাশ করিতেছেন ॥ ১৯

যেরূপ সমস্ত প্রজাগণ অগ্নির দিকে যাইয়া কেবলই ধ্বংস করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া মৃত্যুকেই বরণ করিতেছি ॥ ২০

বুদ্ধিদোষবশতঃ আমরাই অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া আমরা ভীষ্ম হইয়া পড়িতেছি। আমার সৈন্যগণই আমাদের অনিষ্ট প্রধানে অত্যন্ত ভীষিত হইতেছে ॥ ২১

যত্তদ্ধনং ব্রাহ্মণেভ্যো দাস্যামীতি বনং গতঃ।
পরিক্ষীণো ন তথা কৃষ্ণা মাত্রাদত্তং মমুদ্বহেৎ। ১১
জীবিতং বহু মন্যন্তে জীবিতে ধ্রুব দুর্লভম্।
জীবিতস্যাস্তি নেহেব চরিত্বা পুরুষব্রতম্। ১০
যদি মেহদ্যমনপ্রাপ্তো ভবতি সহ কেশব।
পুরুষাধিষ্ঠানেন হিত্বা যাস্যে কেশব। ১১
এবং ক্রুদ্ধা বহুতরং কাতর্য্যাদ্ বহুবিস্তরম্।
প্রত্যুবাচ তথঃ কৃষ্ণঃ সান্ত্বয়ানো যুধিষ্ঠিরম্। ১২
পুরুষস্য বিধেয়ঃ যঃ স্যা কৃষ্ণা সত্যসঙ্গর।
যত্ত যে ভ্রাতরঃ শূরা দুর্জয়াঃ শত্রুসূদনাঃ। ১৩
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ যমৌ চিত্রধনুর্ধরৌ।
যাজ্ঞসেন্যাস্তু বিক্রোশো ত্রিদশানামিবেশ্বরৌ। ১৪
যাং যাং নিঘ্নন্তি শৌরয়ো দ্রৌপদ্যাঃ ভীমসেন পাণ্ডব।
অপ্রযুক্তো দ্বারবত্যাং কিং ন দুর্যাঃ মহাভবে। ১৫

ধনুর্ধর! আমার জন্য ব্রাহ্মণেরগণও এই দ্বারকা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং মনঃকষ্ট পাইয়াছে। আমার অর্থ ক্ষয়ের (শ্রৌপদীকে) সৌভেশরাজ অপমান-ক্লেশ করিতে হইয়াছে। ১১

এই সময়ে আমি আমাদের জীবনকেই অধিক মনে করিঃ থাকি, কারণ, আজ আমরাই জীবনই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমাদের জীবনের আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাতেও আমি উহার অধিক আয়ত্ত করিব। ১০

কেশব! যদি এই ব্রতানুষ্ঠান সহিত আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে আপনি আমাকে আপনার অনুমতি দেন বিজয়ের পরাধর্ম হান করুন। ১১

ধনঞ্জয়কর্তৃক অধিক দুঃখিতের এই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীমকে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাপ্রদান করিতে করিতে বলিলেন। ১২

কৃষ্ণা! সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের। আপনি বিলাপ করিবেন না। আপনার আতারা সৌভপতি বীর, দুর্জয় এবং শত্রুসংহারে সমর্থ। ১৩

অর্জুন ও ভীমসেন বাহু এবং অতিশয় ধনুর্ধর। যাজ্ঞসেনীর পুত্রগণ ও সহদেবের সমানভাবে দুই ইন্দ্রতুল্য। ১৪

শত্রুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনি সৌহার্দবশতঃ আমাদের আশ্রয়প্রদান করুন। আমি ভীমের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি এই মহাসমরে আপনার কোন শত্রুকে সংহার না করিব? ১৫

ধনিষ্ঠামি রণে ভীষ্মমুত পুরুষর্ষভম্।
শস্ত্রবান্ দ্রোণ'ঞ্চাপি যদি নেচ্ছতি রাজন্। ১৬
যদি ভীষ্মে রণে ভীমে ভয়ং সংস্থাসি পাণ্ডব।
ভয়াদ্যোক্ষ্যতে নেতো দুর্যোধনঃ পিতামহম্। ৩০
পশ্য মে বিক্রমং রাজন্ মহেন্দ্রস্যেব সংযুগে।
বিধূনুতঃ মহাসাপি শাতয়িষ্যামি তং ধ্বজম্। ৩১
যঃ শত্রুঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমরাজ্ঞং ন সংসয়ঃ।
মর্ষয়া ভবতীয়া যে যে মহীপালাস্তবৈব তে। ৩২
ভব ত্রাতা মম সখা সব্যসাচী দ্বিতীয় এব চ।
মাদ্রীপুত্রাবুভৌ বাপি কার্ষ্ণায়ৈ বরয়ামহে। ৩৩
এষ হ্যগ্নি সমাখ্যাতো ধনুষ্কে ভীমিতঃ ত্বয়ে।
এষ নঃ সমরস্থানে ত্রাতারেব পরন্তপঃ। ৩৪
ন ত্বাং নিঘ্নন্তি যাজ্ঞেন্যা যথা যোদ্ধা ভবামহম্।
প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ যং তং পার্থেন পূর্বতঃ। ৩৫

যদি অর্জুন ভীমকে বধ করিতে চাহেন না হয়, তবে আমি যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমকে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণাপুত্র-পুত্রগণের সন্তোষের জন্য তাঁহাকে সংহার করিব। ১৬

পাণ্ডুনন্দন! যদি ভীম নিশ্চয় যুদ্ধেই আপনি ভীত বিজয়ের বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমি একাকী যুদ্ধে সকলের আজ মুকুলের বৃদ্ধপিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিব। ৩০

রাজন্! আমাদের যুদ্ধে আমার ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম দেখিবেন। আমি মহাসমুদ্রের প্রয়োজনকারী ভীষ্মকে নিহত করিয়া তার হইতে মুক্তিলাভ করিব। ৩১

যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণের শত্রু, সে আমারও শত্রু—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাহারা আপনার বন্ধু, তাহারা আমার বন্ধু এবং যাহারা আমার বন্ধু, তাহারা আপনারও বন্ধু বলিয়া জানিবেন। ৩২

মুকুলে! আপনার ভ্রাতা অর্জুন আমার সখা, সহায়ী ও মিত্র। আমি অর্জুনের জন্য আমার শরীরের প্রাণ পর্যন্ত দেন করিতে পারি। ৩৩

এই মহাস্ত্রই অর্জুন আমার জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করিতে উদ্যত আছে। তাত! আমরা দুইজনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমরা পরস্পর পরস্পরকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিব। ৩৪

মহারাজ! আপনি আমাদের মুক্তিদাতা নিশ্চয় জানিবেন। আমি আপনার যোদ্ধা হইব। যুদ্ধের পূর্বে উপযুক্তসময়ে পরস্পর

যাবদ্ধিষ্যামি যাত্যেষিতি লোকস্য সংশয়ঃ।
সংশিতব্যমিদং তাবদ্ যদঃ পার্থস্য বীর্যবঃ। ৫৬
অহমস্যাং তু পার্থেন যদা কার্যো ন সংশয়ঃ।
অথবা ফাল্গুনস্যৈষ ভারঃ সংবিদিতো মম। ৫৭
ন হ্যনিষ্পত্তি সংগ্রামে ভীষ্মং পশ্যামি ভারত।
অপরাহ্ণেঽপি কুর্যাদ্ধি রণে সার্থং সমুদ্যতঃ। ৫৮
ত্রিদশান্ বা সমুদ্যুক্তান্ সহিতান্ দৈত্যদানবৈঃ।
নিহন্তুমেষঃ সংযোগ ইমং ভীষ্মং মহাবলম্। ৫৯
বিশালাক্ষো মহাবাহুঃ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবো যুদ্ধে কর্তব্যং মাধবস্য তে। ৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
সর্বে হ্যেতে ন পর্যাপ্তাস্তাত সেনবিধায়নে। ৬১
নিয়তঃ সংযুগাগ্র্যায়ি সর্বলোকঃ সমেষ্যতি।
যত্ত যে পুরুষব্যাঘ্র তবাপি সহ বান্ধবৈঃ। ৬২

সেন্দ্রানপি রণে দেবান্ জয়েয়ুঃ কুরবো যত।
যদা নাথেন গোবিন্দ বিনা ভীষ্মং মহারথম্। ৬৩
ন তু যাস্যন্তি কর্তৃত্বং কুরুসৈন্যে মহাহবে।
অনুব্যূহনে সাহায্যং যথোক্তং তৎ করিষ্যসি। ৬৪
সমস্তস্য তু সৈন্যস্য ভীষ্মেণ সহ সংযুগে।
অনুহিংসং তবার্থায় ন তু যোৎস্যে কথঞ্চন। ৬৫
দুর্যোধনার্থং যোৎস্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
ন হি রাজ্যস্য মে লাভো মধুনোপ চ মাধব। ৬৬
তস্মাদ্ দেবব্রতং দূরে হত্বোপায়ার্থমাত্মনঃ।
জয়ং বা সহিতাঃ সর্বে প্রাপ্নুয়াম মধুসূদন। ৬৭
তদ্ যদঃ সহিতো গত্বা ভীষ্মমাশু মহাব্রতম্।
সহিতাঃ সর্বে ভ্রাতরঃ সত্যং পৃচ্ছাম কৌরবম্। ৬৮
স নঃ কথয়িতা বাক্যং সত্যমস্মাকং জনার্দন।
যথা চ হন্যাং তং কৃষ্ণ তথা কর্তাস্মি সংযুগে। ৬৯

সম্মুখে অর্জুন যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি যুদ্ধে তোমাকে ভীষ্মকে বধ করিব, তুমিও সেইরূপ তাহার এই প্রতিজ্ঞা যাহাতে সফল হয় তাহার অবশ্য কর্তব্য। ৫৪-৫৬

অর্জুন যে তাহার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা পূরণ করা তাহার উচিত—ইহাতে কোন সংশয় নাই অথবা ইহাতে অর্জুনেরই পক্ষে হয়তো অতি অল্প ভার। ৫৭

এই অর্জুন সকলধনুর্ধারীকে ভীষণে যুদ্ধে অবশ্যই সংহার করিবে। যুদ্ধারম্ভে অর্জুন যদি নিহত হয়, তবে যুদ্ধে অপরাহ্ণকালে সংহার করিতে পারে। ৫৮

এমনকি! ইন্দ্র ও সমবেতদের সহিত সম্পূর্ণ দেবতাকুলকেও অর্জুন যুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ, তখনও ভীষ্মকে বধ করা আর কি কঠিন কার্য! ৫৯

মহাধনুর্ধারী মহাবলবান ভীষ্ম তো আমাদের পিতামহ প্রপিতামহ ও বন্দনীয়। ইহাঁর ভীষণ আর অল্প অবশিষ্ট আছে, তথাপি ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, ইনি বীর কর্তব্যপালনে বিন্দুই ত্রুটি করিবেন না। ৬০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! নিঃসন্দেহ তুমি! আপনি যেরূপ কথা বলিতেছেন, ইহা তাহাই। এই সমস্ত যোদ্ধাগণ আপনার যোগ্য বাহন করিতে সর্বথা অসমর্থ। ৬১

সুব্রহ্মণ্য! যে পক্ষে আপনি বিক্রমশালী থাকেন, সেই পক্ষ আমার সকল অক্ষৌহিণী সেনাকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়া লইবে। ৬২

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধৃবর! আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমি যুদ্ধে ত্রিদশ সমস্ত দেবকুলকেও বধ করিতে পারি, সুতরাং দেবগণে পরিবেষ্টিত ভীষ্মকে বধ করা আর এমন কি কথা। ৬৩

মাধব! কিন্তু আমি বিরাট ব্যূহসৌষ্ঠবের জন্য আপনাকে 'ব্যূহরাজী' করিতে চাই না। আপনি যুদ্ধ না করিয়াই যুদ্ধারম্ভে সহায়তা করিতে থাকুন। ৬৪

ভীষ্মের সহিত আমার একটি শর্ত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যুদ্ধে তোমার হিতের জন্য তোমাকে পরামর্শ দান করিতে পারি, কিন্তু তোমার পক্ষে তোমারই যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধ আমি দুর্যোধনের জন্যই করিব। প্রকৃতঃ এই কথা আমি সত্য বলিয়া জানিবে। ৬৫

মাধব! অতএব ভীষ্ম আমাকে যাহা ও যত (হিতকর পরামর্শ) এই উভয়ই প্রদান করিবেন। মধুসূদন! সৈন্যগণ আমরা সকলে মিলিয়াও আপনার সহিত দেবব্রত ভীষ্মের বিনাশ সাধন করিতে পারিব। তাঁহাকেই তাঁহার বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিব। ৬৬-৬৭

যুধিষ্ঠিরপক্ষীয়! আমরা সকলে মিলিয়া একত্রিত হইয়া মহাব্রতধারী ভীষ্মের নিকট যাইব এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব। ৬৮

জনার্দন! জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্যই আমাকে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিবেন। হে কৃষ্ণ! তিনি যেরূপ বলিবেন, আমি যুদ্ধে সেইরূপই করিব। ৬৯

নারদ প্রাচীনবর্হিকে উপদেশ করেন, যার দ্বারা হরি সন্তুষ্ট হন—সেই কর্মই প্রকৃত কর্ম, যে বিচারে হরিতে মতি হয়—সেই বিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা, হরি বেদবাদিগণের আত্মা, তিনি প্রকৃতির ঈশ্বর, হরিই ত্রিগুণের আত্মা, যা হতে অনুমাত্র ভয় নাই, তিনি একমাত্র জানেন—তিনিই বিদ্যা, তিনি গুরু, তিনি হরি। সংসারনাশের জন্য যা হতে সংসারের উৎপত্তি স্থিতি নাশ হয়, যথাত্মক বিশ্ব দেখতে দেখতে সর্বপ্রযত্নে হরিকে ভজনা কর।

নারদ বলেছিলেন—সকল প্রেমের মধ্যে আত্মপ্রেমই পরম প্রেম, সকল সুখের আত্মা ও আত্মারাম হরি। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন ক'রলে তার শুঁড়ি ডাল পাতা প্রশাখা তৃপ্ত হয়, যেমন প্রাণের তৃপ্তিতে ইন্দ্রিয়সমূহ তৃপ্ত হ'তে থাকে, তদ্রূপ একমাত্র হরির অর্চনার দ্বারা সকলের পূজা হ'তে থাকে। আমার প্রেষ্ঠ গুরু নারদ সমস্ত ভক্তগণের গুরু, সকলকেই তিনি উপদেশ করেছেন। পরম ভাগবত নারদ, 'ভক্তিসূত্র' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা ক'রে আমাদের ভক্তির মহিমা প্রচার ক'রেছেন। ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেমস্বরূপা ভক্তি তাঁরা অনুভবরূপিণী, মানব সে ভক্তি লাভে সিদ্ধ হয়, অমৃত হয়, পরম পরিতৃপ্ত হ'তে থাকে। সে ভক্তি প্রাপ্ত হ'লে ভক্ত কিছু বাঞ্ছা করেন না, শোক করেন না, দ্বেষ করেন না, কোন বস্তুতে রতি থাকে না, কোন কার্যে উৎসাহ থাকেনা, যে ভক্তিকে লাভ ক'রে ভক্ত উন্মত্ত হয়, স্তব্ধ হয়, আত্মারাম হ'য়ে যায়। ভক্তি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, সে প্রেম গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মতর অনুভবরূপা। প্রেম লাভ ক'রে প্রেমিক তাঁহাই দেখেন, তাঁহাই শোনেন, তাঁহাই বলেন, তাঁহাই চিন্তা করেন। প্রেমিক ভক্তের আর অতিরিক্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য শ্রোতব্য জ্ঞাতব্য

Regd. No. C-67

VADHRA
1378 B.S. :

Aryashastra

Mahabharata—39
August—Sept. 1971

17 DEC 1971

যাইবেনা, তাহার বলেছেন কে কে মায়া হতে উত্তীর্ণ হয়? যিনি সঙ্গ ত্যাগ করেন, যিনি মহাত্মাদেরকে সেবা করেন, যিনি মনকে শুদ্ধ রাখেন, যিনি নিষ্কামভাবে সেবা করেন, লোকসঙ্গরূপ বন্ধন নির্মূল করেন, যিনি গুরুগৃহে অধিষ্ঠান করে থাকেন, যিনি প্রাণের বশে, মহাপ্রাণের ইচ্ছা করেন না, ভক্তি পাত্রিবরূপ, পরমাবল্ব করুন— এই ভাবে আমার ভাষণের মর্মের প্রচার করেছেন। মানুষ আমার ভক্তি অবলম্বনে কৃতার্থ হয়ে থাকে। যখন যখন আমার এই ভাষণের মধ্যে আমি উপস্থিত হই, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণ যখন ভক্তি আবরণে দেহেন্দ্রিয়ের সেবাপরায়ণ হয়, তখন ধর্ম স্থাপন করতে আমি দেহ ধারণ করি।

শ্রীরামরঞ্জন শর্মা-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীশীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, সিতারিয়ী, পি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রপ্রকাশ প্রেস, মহাবিদ্যন মঠ, পি. এস্ট্রিট, পি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

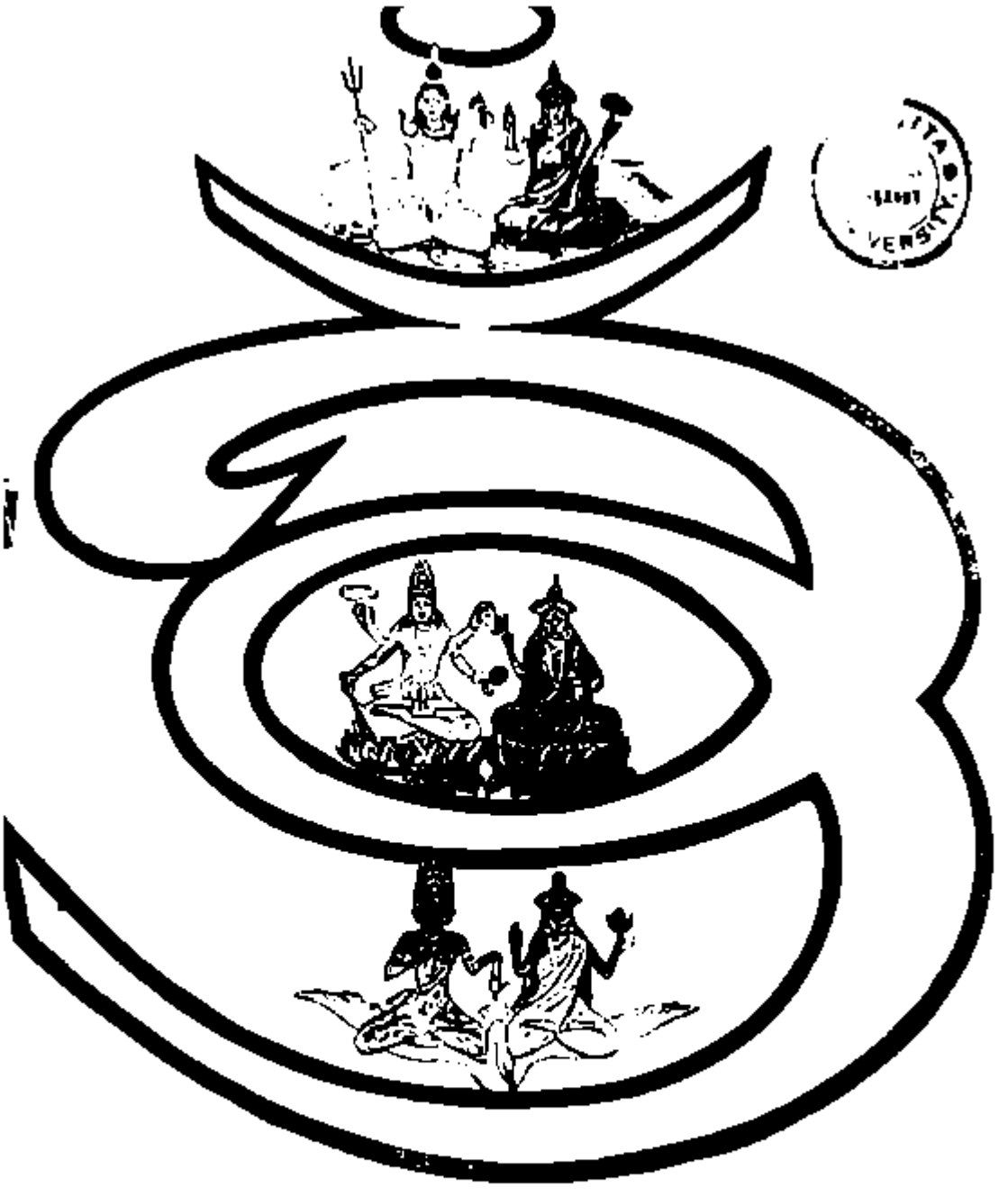

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ব্রজনাথ-গাথা

হরানন্দময়ি মা অক্ষয়ায় গুরবে!
হরানন্দময়ি মা অক্ষয়ায় গুরবে!
হরানন্দময়ি মা অক্ষয়ায় গুরবে!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদের পরিত্রাণে, পাপীদের
বিনাশ করিতে, আর ধর্মস্থাপিবারে
আমি হই অবতীর্ণ- লীলাদেহ করিয়া ধারণ।

আমার ভাগবতধর্ম স্থাপন ক'রতে আমি আসি। পরমেষ্ঠি প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁর পুত্র দেবর্ষি নারদকে আমার ভাগবত ধর্ম উপদেশ করেন। ব্রহ্মাই ভাগবত ধর্মের প্রথম প্রবাচ উপদেষ্টা, তিনি নারদকে ব'লেছিলেন—ক্রিয়া পরাভূতসকল, অনিমিত্তকর্ম তার ভোজক কাল, স্বভাব তার পরিণাম হেতু, জীব ভোক্তা বাসুদেব ছাড়া অন্য নয়, একমাত্র বাসুদেবই ক্রিয়া-কর্ম-কাল-স্বভাব-জীবরূপে

১০ম বর্ষ, আশ্বিনমাস ১৩৭৮] [চতুর্থ সংখ্যা বাংলাপাক্ষিক পত্র]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামচন্দ্রকবিরত্ন-ব্যাকরণতীর্থকৃতসরলভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

বৃহত্তর পঞ্চদশবিধী পরিকল্পনার অন্তর্গত আধুনিক ভাষার ছাঁদে ও সহজিবোধে মহাযোগ সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য বি,লিট্ ও শ্রীশ্রীজীবন্তীচার্য্যবিদ্যারত্নতীর্থ এম্-এ, বি,লিট্

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীসত্যব্রত বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মূল্যাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অরক্ষক সম্প্রদায়)

মুদ্রণ-কর্ম্মনির্ব্বাহক ঃ—
ডাঃ শ্রীবিরেন্দ্রনাথ সে, এম্-বি,
বি. ও, এম্, এস, বি.সি.এইচ্,
ডি.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
বিশ্বর বিদ্যালঙ্কার

কার্য্যালয় ঃ—
৬৮ বি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৩-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৪০ টাকা)

নিয়মাবলী

১। আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রচারক মাসিক পত্র। প্রতি বঙ্গাব্দ বৈশাখ ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ডাকে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৪০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাত্মা বিশেষবিদ্যাবিত্ত, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ পুস্তিকা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১৯, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কোন অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "ম্যানেজার আর্য্যশাস্ত্র, ৫৫সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী মাসারম্ভের অন্ততঃ ১৫দিন পূর্ব্বে জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিশ্চই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রলেখা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অগ্রিম দিতে হইবে। ডাকযোগে যাবতীয় আর্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা ফিরে দেওয়া হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১৯, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৪

ন যো জয়ন্ত যাত্রা স্যাদ্বয়ন্ত ন মৃত্যুতঃ।
যদ্যাঃ নিত্যা বিধীনাশ্চ তেন সংবদিতা বয়ম্ ।৪০
অ তেন পিতামহঃ কৃষ্ণা ধর্মবিজ্ঞানি যাবত।
পিতৃঃ পিতরবিচ্ছ নিত্যং অনুজীবিকাম্ ।৪১

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽব্রবীদ্বাসুদেবো যাজ্ঞসেনীং কৃতঞ্জলিম্।
রোদতে যে মহাপ্রাজ্ঞে যাজ্ঞসেনি তব ভাবিতম্ ।৪২
যেবয়ঃ কৃতী ভীষ্মঃ শেষিতেনোপি নির্বৃহে।
পরাজয়ং ন যোপায়ে প্রাপ্তং সাধনমাত্মনঃ ।৪৩
যদ্যহং হইতি সত্যং ন যদা পৃষ্টো বিশেষয়ঃ।
তে যদা তব সন্ধাস্যে প্রাপ্তং কৃতপিতাবহম্ ।৪৪
যদা শাকুনয়ঃ কৃষ্ণং যদা পৃচ্ছাম যাবত।
ন যো যাস্যতি যদ্যঃ যং তেন যোক্ষ্যামহে পরান্ ।৪৫
এবমাবাদ্য তে ভীষ্মঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজম্।
অন্ত্রে সহিতাঃ সর্বে বাসুদেবেন বীর্যবান্ ।৪৬
বিমুক্তকবচো ভীষ্মঃ শরবঃ প্রতি।
প্রবিশ্য চ তদা তীব্রং বিরোচিঃ প্রবিলেলিহে ।৪৭
পূজয়ন্তো মহাত্মানং পাণ্ডবা ভরতর্ষভম্।
প্রণম্য শিরসা তৈনা তীব্রং শরশতার্দিতম্ ।৪৮
তাদৃশান্ মহাবাহুঃ তীব্রঃ কুরুপিতামহঃ।
যাবতঃ তব যাবর্তে যাবন্তঃ তে বলস্থিতঃ ।৪৯
যাবন্তঃ ধর্মপুত্রস্য তীব্রস্য ধনুরোত্তমা।
তিষ্ঠন্তো যাবতো মেদিনীং পুত্রাঃ শ্রীতিবর্ধনম্ ।৫০
(পুত্রাঃ তব যে যন্ত্রা তিষ্ঠন্তো যা বিশেষতঃ।)
সর্বানেবাপি কর্তারি তপি তান্ পুত্রঃ।
তথা তথাবং যাবর্তে শ্রীতিমুক্তঃ পুনঃ পুনঃ ।৫১
উবাচ রাজা ধীমান্ শ্রীতিমুক্তমিদং বচঃ।
তথা তদ্বচনে সর্বান্ তথা রাজ্ঞঃ সংবেদয়ি ।৫২

কৃষ্ণাম্বরকারে ভরতবংশধারী ভীষ্ম নিকটে আমাদের অবস্থান ও পরাজয়ের হইবেন। রাজাদের যখন আমরা পিতৃহীন হইয়া পরিত্যাগিনার, তখন তিনিই আমাদের পালন-পোষণ করিয়াছিলেন। ৪০

হায়! যদিও তিনি আমাদের পিতারও পিতা এবং তিনি, তথাপি মোহ বশে পিতামহ ভীষ্মকেও আমি বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ক্ষত্রিয়দিগের এই ধর্মবিধানে ধিক্ ।৪১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—মহারাজ! আপনার এই কথা আমার কর্তব্য হইতেছে যখন ইহাতে আমার সম্মতি আছে ।৪২

যেহেতু ভীষ্ম পুণ্যাত্মা পুরুষ। তিনি ইচ্ছামৃত্যু সম্বন্ধে বর লাভ করিয়াছেন, অতএব যখনকার ভীষ্মকে তাঁহার যখন উপায় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আপনি অগ্রসর হইবেন ।৪৩

যদিও আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলিবেন। যেহেতু আমরা সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পিতামহ পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্মকে অভিনিবিষ্ট হয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য একসঙ্গে যেখানে যাইব এবং যাইয়া তাঁহাকে বিনতভাবে পরাজয়ের জিজ্ঞাসা করিব। রাজন্! তিনি আপনাকে সেই মন্ত্রণা দিবেন যে, যাহাতে আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি ।৪৪-৪৫

সেই বীর পাণ্ডবগণ এইরূপ পরামর্শ করত সকলে একত্রে মিলিত হইয়া বিজয়ের নিমিত্ত পাণ্ডুর পিতৃতুল্য ভীষ্মপিতামহের নিকট যখন করিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত পরাক্রমশালী ভরতশ্রেষ্ঠ বাসুদেবও ছিলেন ।৪৬

তাঁহারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্র ও কবচাদি ত্যাগ করিয়া ভীষ্মের শিবিরের দিকে যাইলেন এবং তাহার পরে প্রবেশ করত সকলে ভীষ্মকে যথাযথ ভাবে প্রণাম করিলেন ।৪৭

মহারাজ! পাণ্ডবগণ ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পূজা করিতে করিতে তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন ।৪৮

সেই সময় কুরুকুলের পিতামহ মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকে বলিলেন,—কুন্তিনন্দন! আপনার স্বাগতম তো? বৎসগণ! তোমার স্বাগতম তো? ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জুন-সহদেব! তোমাদের সকলেরও স্বাগতম তো? আজ আমি তোমাদের সকলের শ্রীতিবর্ধনের জন্য কি কার্য করিব? বলুন! যুদ্ধ করা ব্যতীত তোমরা অন্য কি চাও, তাহা অবশ্যই এখন আমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিয়া লও। তোমাদের প্রার্থিত বস্তু যদি অতিশয় দুর্লভও হয়, তবে তাহাও আমি সর্বতোভাবে পূর্ণ করিব।

মহারাজ ভীষ্ম যখন বার বার প্রশ্নবাক্য সহিত এই কথা বলিতে লাগিলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে এই শ্রীতিপূর্ণ কথা বলিলেন,—দাদাজী! যুদ্ধ আমাদের কি প্রকারে হইবে? আমরা বিজয়লাভ কি রাজ্যলাভ করিব? ৪৯-৫১

প্রজাবান্ শাশ্বতো ন স্যাৎ তথা তদ্বে বধ প্রভো।
তস্মাদ্ হি নো মহাবাহো রক্ষাত্মান্ মহাভুজ। ৬৩
তথাস্তু সমরে বীর বিজয়েন তথা বৃত্রম্।
ন হি বে যুদ্ধমাস্থায় শক্রঃ কুরুনিবাসহ। ৬৪
তত্তলেনৈব বধ্যতা কুরুষে নাত্র সংশয়ঃ।
আদদানঃ সমস্তানি বিবর্ষন্ বসুনি চ। ৬৫
পশ্চাদস্মান্ মহাবাহো হত্বা সুযোধিবাসনম্।
তথাস্ত-বচ-বাণানাং হস্তাচ্ছ পরমীহনম্। ৬৬
তোষয়ে যোদসহস্রে জেষ্যে বা সুরান্ সমরেষ্বপি।
বর্ষিষ্যে শরবর্ষাণি সংযুগে বৈরিনঃ কুরূন্। ৬৭
তত্র নীতা হি সুরবঃ সংযুগে যাহতো ময়া।
যথা মুনি তরেম যাং যথা রাজ্যং কুলা মম। ৬৮
মম সৈন্যস্য চ ক্ষেমং তত্তে ত্রিষি পিতামহ।
তত্তোঽব্রবীজ্জনন্যঃ পাণ্ডবান্ পাণ্ডুপূর্বজঃ। ৬৯

ন তবন্তম কৌন্তেয় যুধি জীবতি কশ্চন।
তত্তো তথাপি সর্বত্র সমারম্ভস্ত্ব ইবীমি তে। ৭০
নিজিতে যুধি যুদ্ধেন যথে কেতুস্ব পাণ্ডবাঃ।
ক্ষিপ্রং যুধি প্রহরতাং ভীষ্মশ্চ যথে তথম্। ৭১
অনুজানোমি তং পার্থাঃ প্রহরতাং যথাসুখম্।
এষা হি যুদ্ধকং ক্ষত্রে তবতাং বিজিতো ভবেৎ। ৭২
হতে ময়ি হতং সর্বং তথাস্মেবং বিনীতবাৎ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

ত্রিষি তথাদ্যপাদ্যঃ নো যথা যুদ্ধে জয়েমহি। ৭৩
তবন্তম সমরে ক্রুদ্ধং বজ্রহস্তমিবাহবম্।
শক্যো বজ্রধরো জেতুং বলেনাপি সুরাসুরৈঃ।
ন তথান্ সমরে শক্যঃ সৈন্যৈরপি সুরাসুরৈঃ।

ভীষ্ম উবাচ

সত্যমেতন্মহাবাহো যথা বদসি পাণ্ডব। ৭৫

প্রজা। আমাদের সন্তানাদির জীবন থাকবে না; পাণ্ডব ইহা কিরূপে সহ্য করিতে পারে? তুমি করিয়া আপনি আমাদের এই সব কথা বলুন। আপনি যাহাই আজ আমাদের আপনার মনের উপায় বলুন। ৬৪

বীর! সমরাঙ্গনে আমরা আপনার বেগ কিরূপে সহ্য করিতে পারিব? যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ নিবারণ! আপনার যাহা যোদ্ধগণ অস্ত্র ছিন্ন (নেতৃত্ব) দেখিতে পাইবেন না। ৬৫

আপনি যুদ্ধে সর্বদা সমর সহিত মহাসাগরেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। মহাবাহো! আপনি রথের উপরে বিজয় ধনুকের ধ্বজ বিরাজমান থাকিয়া যখন বাণ হাতে লইয়াছেন, তখন বাণ সমূহে যোদ্ধগণ করিয়াছেন এবং তখন সমর ক্ষেত্র আপনি করিয়াছেন, এ সকল আমরা দেখিয়াই পাইয়াছি না।

শত্রুবীরনাশক মহাবাহো! আপনি রথ, অশ্ব, গদাদির সমূহ ও হস্তীদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি আপনাকে জয় করিতে পারে করিবে?

আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে করিয়া মহাবাহো সহ করিয়াছেন। সমরে আমার বিশাল সৈন্যবাহিনী আপনার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

পিতামহ! আমরা যুদ্ধে যেরূপে আপনাকে জয় করিতে পারি, যেরূপে আমাদের বিপুল রাজ্যপ্রাপ্তি হয় এবং যেরূপে আমার সৈন্যগণ কুশলের সহিত থাকিতে পারে, সেই উপায় আপনি আজ আমাদের বলুন।

তখন পাণ্ডুর পিতৃব্য পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে এই কথা বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের কোনরূপেই জয়লাভ হইবে না। হে পার্থ! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিলাম। ৬৬-৭০

পাণ্ডবগণ! যদি যুদ্ধে যুদ্ধ আমাকে কোনরূপে জয় করিতে পার, তবে তোমরা এই যুদ্ধক জয় আজ করিতে পারিবে। যদি তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চাও, তবে পরিশ্রম আমার উপর (আমার প্রাণবধের) অনুমতি কর। ৭১

যুধিষ্ঠিরগণ! আমি তোমাদের আজ্ঞা দিতেছি, তোমরা যুদ্ধে সহিত আমার উপর অস্ত্রপ্রয়োগ কর। আমি তোমাদের জন্যই ইহাকে পূর্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছি যে, তোমাদের আমার এই প্রকারের জয় হইবার; তাহার আমি নিহত হইলেই সম্পূর্ণ কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইবে; অতএব তোমরা যাহাই কর (অর্থাৎ আমাকেই বধ কর)।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আমরা যুদ্ধে বজ্রধারী বজ্রধারণের ন্যায় ক্রুদ্ধ আপনাকে সমরক্ষেত্রে বধ করিতে পারি, সেইরূপ উপায় আমাদের বলুন।

ইন্দ্রাদি দেবতা, অসুর ও নর ইহাদের সকলকেও জয় করিতে পারি, কিন্তু আপনাকে যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সেরূপ ও অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ নহে।

যাহং জেষ্যে রণে শত্রূংস্তৌম্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।
আত্মবন্তো রণে যন্তো মৃধীত্বরকার্মুকঃ। ৭৬
তত্তো মাং গুরুশস্ত্রং বৈ এতে হন্তুমিহাগতাঃ।
নিশিতশরৈঃ পতিত্বে বিদ্ধ্যকৈলাসমূর্ধনি। ৭৭
জ্বলনার্কে চ ক্ষীণে চ তারাশশিনি চ ধামিনি।
স্নিগ্ধে শ্রীমাধবেয়ে চ বিকলে হৈমপুঙ্খকে। ৭৮
অপ্রশস্তে মরে হৈব ন মুঞ্চে বোঢ়ুং রথ।
ইদং যে শৃণু রাজেন্দ্র সত্যং পূর্বচিন্তিতম্। ৭৯
অমঙ্গল্যাত্মকং মৃত্যুং ন মুঞ্চেয়ং কথাঞ্চন।
য এষ সৌপনো রাজন্তব সৈন্যে মহারথঃ। ৮০
বিষণ্ণো সমরাদ্বীর্যী পুরুষঃ সংবিচিন্তকঃ।
যথাত্মনঃ শ্রীপূর্ণঃ পশ্চাৎ সুক্তং সমাপদ্যতে। ৮১
আবাস্তু চ তথাস্তোঽপি সর্বমেতদ্ যথাতথম্।
অর্জুনঃ সমরে পূর্বং পুরুষস্তু বিশেষিতম্। ৮২

যাবেব বিশিষ্টৈস্তীক্ষ্ণৈরভিহন্তু মহিতঃ।
অমঙ্গল্যাত্মকে ক্ষত্রিয় শ্রীপূর্ণকে বিশেষতঃ। ৮৩
ন প্রহর্তুমহং শক্তো মৃধীত্বেষু কথঞ্চন।
তস্মাদ্ধা সমাসাদ্য পাঞ্চজন্যো মাং ধনঞ্জয়ঃ। ৮৪
সর্বৈর্যত্নৈস্তু ক্ষিপ্রং সমরাদ্ ভরতর্ষভ।
ন তং পশ্যামি লোকেষু যো হন্যাদ্ যং সমুদ্যতম্। ৮৫
তস্মাৎ কৃষ্ণসহায়ত্বাদ্ পাণ্ডবাদ্ বা ধনঞ্জয়াৎ।
এষ ত্বমাং পুরোধায় বধিষ্যতঃ সমাগতঃ। ৮৬
আত্মপক্ষো রণে যন্তো মৃধীত্বরকার্মুকঃ।
যাং পাঞ্চজন্যং যো বৈ পুরুষস্তব তত্তো ধ্রুবম্। ৮৭
এতৎ মুক্তং সৌম্যেন যথোক্তং মম সুব্রত।
সংগ্রামে বার্ষ্ণেয়ানাং হন্তা সর্বান্ সমাগতান্। ৮৮

সঞ্জয় উবাচ।

তে তু শ্রুত্বা তব পার্থা তস্য বাক্যমিদং প্রতি।
অভিযাতা মহারাজ ভীষ্মং কৃত্বাভিতোরথম্। ৮৯

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! শান্তনুনন্দন! তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তাহা সত্য। কিন্তু আমার হাতে অস্ত্র থাকিতে এমন কোন শত্রু রণস্থলে সমক্ষ হইয়া প্রহারোদ্যত হইবে, যাহাকে ইন্দ্রসহ দেবগণ ও অসুরগণও আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন না। ৭১-৭৫

যখন আমি অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিব, সেই অবস্থায় এই মহাধনুর্ধর আমাকে বধ করিতে পারিবে। যে অস্ত্র আমাকে করিয়াছে, যে শক্তিরা বিনাশে, যে সকল ও অসমর্থ হইয়াছে, যে ভীষ্ম হইবে পলায়ন করে অথবা 'আমি তোমার' যে এই কথা বলিয়া থাকে, যে স্ত্রী, যে স্ত্রী-নামধারী, যে বিকলাঙ্গ, যে শিখণ্ডী এবম্প্রকার পুরুষ অথবা যে বীর্য ত্যজিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন মহুষ্যে শরিত্যাগ করা আমার অভিপ্রেত নহে।

রাজেন্দ্র! আমি পূর্বে যাহা চিন্তা করিয়াছি, সমস্তই যথা তথ্য বলিলাম,—যাহার ধ্বজায় কোন অমঙ্গলসূচক চিহ্ন থাকিবে, এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়াও আমি কখনও তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না।

রাজন্! তোমার সৈন্যমধ্যে এই যে মহাবীর্য মহারথী শিখণ্ডী আছে, যে সমরাঙ্গনে অবস্থিতি, পৌরুষশালী এবং যুদ্ধবিশারদ। যে পূর্বে স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। ৭৬-৮১

এসময় তুমি যেরূপ সংকটাপন্ন হইয়াছ, তাহা সমস্তই জানিতে পারি। তোমার সম্মুখে সমরাঙ্গনে অবস্থান করত

শিখণ্ডীকে অগ্রে স্থাপন পূর্বক আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আক্রমণ করিবে।

শিখণ্ডীর কায় অমঙ্গলসূচক চিহ্নিত এবং বিশেষতঃ সে প্রথমে স্ত্রী ছিল, এই কারণে আমি তাহার সহিত সমর করিলেও কোনক্রমে তাহার উপর প্রহার করিতে ইচ্ছা করি না।

মহারাজ! এইরূপ এই অবস্থা পাইয়া শত্রুপক্ষ সকল চারিদিক্ হইতে অধিকতর বাণসমূহ ক্ষেপণ করিয়া আমাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে।

আমি মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ব্যতীত অন্য কাহাকেও সমরে এমন দেখিতে পাইতেছি না, যে ব্যক্তি আমি যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে আমাকে বধ করিতে পারে।

সেইজন্য এই অর্জুন বা ও আমার অস্ত্র পড়িয়া যুদ্ধ সমাপনান্তে শত্রুক্ষয় করিতে থাকিবে এবং পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত কোন পুরুষকে অগ্রে শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখে রাখিয়া বাণসমূহ আমাকে জর্জরিত করিবে। এইরূপে তোমার বিজয়ী হওয়ার হইবে। ৮২-৮৭

উত্তরপক্ষাশ্রয়কারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র! তুমি আমার উক্ত 'আমি যেরূপ বলিলাম', সেইরূপ স্মরণ কর—এইরূপ করিয়াই তুমি তোমার সমক্ষে সমাগত সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে ও আমাদের সৈন্যসমূহকে বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। ৮৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই সব বিষয় আমিয়া ভীষ্মের পুরুষ

অযোক্তব্যমি যাজ্ঞসেনে পরলোকায় দীক্ষিতে।
অর্জুনো হৃতসর্বস্বঃ সন্নীক্ষিষ্যতি মাধবীং। ৯০
শুশ্রূষা কৃষ্ণয়ৈবেহ কৃতপ্রজ্ঞেন তীব্রয়া।
পিতৃমেধেন সংস্কারো মমাপ্যেতাদৃশো ভবেৎ। ৯১
ক্রীড়ন্তা হি ময়া বালো বাসুদেবো মহাবলঃ।
পাংশুভিরবকীর্ণেন মহাত্মা পরমীকৃতঃ। ৯২
তস্যাহমবিজানাতঃ বালঃ কিল পরাংস্তদা।
তাতেত্যবোচং পিতরং পিতুঃ পাংশোর্ন্যবারয়ং। ৯৩
নাহং তাতত্ব পিতৃত্বাদেতদ্ধি তব তাদৃশং।
ইতি মাম্যব্রবীদ্ বালো যঃ স বৈ কৃষ্ণ ময়া। ৯৪
তাতা মমায়ং সৈন্যং যে নাহং মোহেন মহাবনা।
জন্মো বাস্য মমো বা যে কথা বা কৃষ্ণ মন্যসে। ৯৫
(ত্বমেবমবিদঃ কৃষ্ণ জ্ঞাত্বা ধর্মং সনাতনম্।
কৃষ্ণমন্যে চ কৃষ্ণে চ প্রবেদ্যি পিতামহে।)

বাসুদেব উবাচ।
প্রতিজ্ঞা মম হিংসো পুরা ভীষ্মস্য সংযুগে।
অস্ত্রমগ্রে গ্রহিষ্যামি পার্থ কথং নৈষ্যে হনিষ্যসি। ৯৬
পাণ্ডবৈষ্যে ত্বয়া পার্থ ক্ষিয়তা মুক্তমূর্ধজম্।
ব্রাহ্মণা হি পাঞ্চালাঃ বিজয়ন্তে ভবিষ্যতি। ৯৭
দৃষ্টমেতৎ পুরা দেবৈর্নিঘিতোহসি ধনঞ্জয়।
যদ্ দৃষ্টং হি পুরা পার্থ তৎ তথা ন তদন্যথা। ৯৮
ন হি ভীষ্মো দ্রুণাচার্যঃ কৃপো বাহ্লীক এব চ।
ক্ষয়ং নয়ন্তু যোদ্ধারমপি শক্রবধং স্বয়ম্। ৯৯
অহং হি ভীষ্মং দ্রিয়ো কৃত্বা পূর্বং তেন বাধো মম।
যথাবাদং পুরা শক্র মহাবুদ্ধিং দ্রিসম্মিতঃ। ১০০
জানাসাবপি তেন্ত্র কৃষ্ণং ভীষ্মবধে সমর্থিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্ ব্রাহ্মণমাত্মনঃ। ১০১

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণ নিজমুখে মহাত্মা ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া নিজ শিবিরে অভিমুখে গমন করিলেন। ৮৭

মহাত্মা ভীষ্ম পরলোকের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ নিজের মৃত্যুসাধন করিয়া লইলেন। তিনি যখন পূর্বোক্ত কথা বলিলেন, তখন অর্জুন দুঃখে সন্তপ্ত ও লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৮৮

অর্জুন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কৃষ্ণ ভগবান্, বিজ্ঞানবান্, মনীষিগণ পিতামহ ভীষ্মের সহিত আমি কখনও বিগ্রহ কৃষ্ণ করিব? ৮৯

বাসুদেব! আমি বাল্যকালে খেলা করিতে করিতে ধূলি-ধূসরিত শরীরে এই মহাত্মা ও মহাবলশালী পিতামহের কোলে বসিতাম বুদ্ধির করিতাম। ৯০

যদুনন্দন! ইনি বলিতেন, আমি যখন বাল্যকালে পিতা মহাত্মা পাণ্ডুর পিতৃতুল্য ভীষ্মের ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া যখন তাঁহাকে তাত (পিতা) বলিয়া ডাকিতাম, সেই সময় সেই বাল্যাবস্থাতেই তিনি আমাকে এই কথা বলিতেন,—কৃষ্ণকৃষ্ণ! আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা। সেই কৃষ্ণ পিতামহ আমার দ্বারা কখনও বিগ্রহ হইতে পারে? ৯১-৯৪

তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আমার সৈন্যদিগকে বধ করুন, আমার বিনষ্ট অথবা জয়ী হউন, কিন্তু আমি কোনক্রমেই মহাত্মা ভীষ্মের সহিত কৃষ্ণ করিব না; কিংবা হে কৃষ্ণ! আপনি এ বিষয়ে কি মনে করেন? ৯৫

বাসুদেব উবাচ।
প্রতিজ্ঞা মম হিংসো পুরা ভীষ্মস্য সংযুগে।
অস্ত্রমগ্রে গ্রহিষ্যামি পার্থ কথং নৈষ্যে হনিষ্যসি। ৯৬
পাণ্ডবৈষ্যে ত্বয়া পার্থ ক্ষিয়তা মুক্তমূর্ধজম্।
ব্রাহ্মণা হি পাঞ্চালাঃ বিজয়ন্তে ভবিষ্যতি। ৯৭
দৃষ্টমেতৎ পুরা দেবৈর্নিঘিতোহসি ধনঞ্জয়।
যদ্ দৃষ্টং হি পুরা পার্থ তৎ তথা ন তদন্যথা। ৯৮
ন হি ভীষ্মো দ্রুণাচার্যঃ কৃপো বাহ্লীক এব চ।
ক্ষয়ং নয়ন্তু যোদ্ধারমপি শক্রবধং স্বয়ম্। ৯৯
অহং হি ভীষ্মং দ্রিয়ো কৃত্বা পূর্বং তেন বাধো মম।
যথাবাদং পুরা শক্র মহাবুদ্ধিং দ্রিসম্মিতঃ। ১০০
জানাসাবপি তেন্ত্র কৃষ্ণং ভীষ্মবধে সমর্থিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্ ব্রাহ্মণমাত্মনঃ। ১০১

(৯৬। নিজ সমাদর রক্ষার্থে আততায়ী হয়ে পূর্বে আমার প্রতিজ্ঞানুসারী ভীষ্ম কৃষ্ণ নিপাতসাধন প্রয়াস করিবে।)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বিজয়ী মুহূর্তমাত্র! তুমি অরিন্দম পার্থ অবস্থিত থাক। কৃষ্ণ তুমি প্রথমে ভীষ্মকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন তাঁহাকে তুমি কেন বধ করিবে না? ৯৬

পার্থ! তুমি কৃষ্ণকৃষ্ণ করিবেরও ভীষ্মকে বিনাশ করিয়া জয় লাভের ভূমাধিক্য কর। তাহলে তখনকার ভীষ্মকে বধ না করিয়া তোমার বিনয় লাভ হইবে না। ৯৭

যেমন পূর্বে হইতেই দেখা দেখিয়াছেন যে, ভীষ্ম এইভাবে স্বর্গলোকে যাইবেন। পার্থ! যেরূপ দেখিয়াছ, তাহা সেই প্রকারই হইবে। ইহার যেরূপ পরিবর্তন করিতে সমর্থ হবে না। ৯৮

দ্রুণ বীর ভীষ্ম কৃষ্ণ মুদ্ধিষ্ঠিরকারী সাক্ষাৎ কালের ন্যায় প্রচণ্ড হইতেছেন। তুমি যাহাকে বধ দেখিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। ইহাই [ভীষ্ম] তাঁহার পরিত্যক্ত কৃষ্ণ করিতে সমর্থ হইবেন না। ৯৯

অর্জুন! তুমি স্থির হইয়া ভীষ্মকে বধ কর এবং তুমি আমার এই কথা স্মরণ কর—যাহা পূর্বকালে সমর বুদ্ধিমান্ দ্রুণপতি দেবরাজকে বলিয়াছিলেন। ১০০

যদি কোন দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিকে বধ করিতে আসিতেছে, তবে সেই আততায়ী ব্যক্তিকে অবশ্যই সংহার করিবে। ১০১

সাগরোঽয়ং বিপুলো দুর্গঃ পরিঘবাহুভিঃ বনদ্রুমঃ।
যোদ্ধব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ দুর্গস্য হ্যেতদুভয়ম্ ॥ ১০১

অর্জুন উবাচ।

বিদিতৌ বিদিতঃ কৃষ্ণ তীর্থস্য তব বিদ্যতে প্রভাবঃ।
দৃষ্টৌ হি ময়া তীর্থে পাতালাদ্ বিনিবর্তিতে ॥ ১০২

যে বয়ং প্রমুখে তস্য পুরুষস্য বিবর্তিতম্।
পাতয়ন্ত পরেষ্টিস্থাঃ উপায়েনেতি যে মতিঃ ॥ ১০৩

অহমজ্ঞান্ মহাবাহো নাবিদ্বাংসি কথঞ্চন।
বিদিতাসি মৃধাং জ্ঞেয়ঃ তীর্থস্যেবাভিযোদ্ধৃভিঃ ॥ ১০৪

ত্রয়ং হি পুরুষব্যাঘ্র নাস্তঃ ক্ষত্রস্য বিদ্যতে।

কথাভেদা মৃধা যুধ্যা পুরুষঃ সমপদ্যত ॥ ১০৬

(অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা তীর্থস্য প্রভবাদ্ভুতম্।
কৃষ্ণাদ্ভুতং চৈবাপঃ সঙ্কল্পঃ পাণ্ডবাজ্ঞয়া ॥)

চতুরোঽনিচ্ছয়া কৃত্বা পাণ্ডবঃ সহমাধবঃ।
অনুজ্ঞাতো মহাবাহুঃ প্রবৃত্তঃ চৈবমেবাহ ॥

পরমাস্ত্র যথাখ্যাস্ত্র ভেত্তিরে পুরবর্ষভাঃ ॥ ১০৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তীর্থপর্যণি তীর্থপর্যণি নবমধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

অন্বয় ; ইহাই পরিখাদির বিশিষ্ট সংস্থান বর্ণন। অধিকের অর্থাৎ ইহা—আমাদের উপর যোদ্ধারা এই বাহিনী সদা যুদ্ধ, প্রকাশনের ব্যবস্থাপনের ও যত্ন করা। ১০৫

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! বিদিতী বিদিত তীর্থের প্রভাব হইবে; কারণ, তীর্থ এই পাতালপ্রবেশদ্বারের যোদ্ধারা সকল যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া যান। ১০৬

অতএব আমরা সকলে তীর্থের সম্মুখে বিদিতীকে রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি উপায়দ্বারা প্রবেশদ্বার তীর্থকে বিদ্ধ করিয়া বৃথাক্ষিত করিব—ইহাই আমার নিশ্চয়। ১০৭

আমি ধনঞ্জয় দ্বারা পরে সব মহাবাহুগণকে নিয়ে বিশাল করিব। বিদিতীর যোদ্ধাদিগের মধ্যে জ্ঞেয় তীর্থের সহিত যুদ্ধ করিব। ১০৮

কথাভেদা মৃধা যুধ্যা পুরুষঃ সমপদ্যত ॥ ১০৬

(অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা তীর্থস্য প্রভবাদ্ভুতম্।
কৃষ্ণাদ্ভুতং চৈবাপঃ সঙ্কল্পঃ পাণ্ডবাজ্ঞয়া ॥)

চতুরোঽনিচ্ছয়া কৃত্বা পাণ্ডবঃ সহমাধবঃ।
অনুজ্ঞাতো মহাবাহুঃ প্রবৃত্তঃ চৈবমেবাহ ॥

পরমাস্ত্র যথাখ্যাস্ত্র ভেত্তিরে পুরবর্ষভাঃ ॥ ১০৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তীর্থপর্যণি তীর্থপর্যণি নবমধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

আমি তদ্বিপরীত—যুদ্ধমুখে প্রথম তীর্থ তীর্থের এই নিশ্চয় আছে যে, আমি বিদিতীকে বধকরণ যত করিব না, কারণ, যে প্রথমে অস্ত্রত্যাগে উৎসুক হইয়া সবে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছে। ১০৯

(অর্জুনের তীর্থবর্ণনায় এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পাণ্ডবেরা হাসিলেন। সেই সময় পাণ্ডবের অতিরিক্ত প্রবেশদ্বার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।)

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবগণ মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহাত্মা তীর্থের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন এবং সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ তাঁর নিজ নিজ স্থানে আরোহণ করিলেন। ১১০

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের তীর্থ-তীর্থপর্বে তীর্থবর্ণনে বিদিতীর যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় পর পরস্পর অস্ত্রশস্ত্রাধিকৃত নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বধকরিতে উদ্যতপক্ষের সৈন্যদের যুদ্ধের প্রস্তাবন, তীর্থ-বিদিতীদের সমাগম, তীর্থ দ্বারা বিদিতীর অস্ত্রমোক্ষণাদিবর্ণন।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বিদিতী যোদ্ধব্যস্তীর্থেন সাত্বতে।
পাণ্ডবাশ্চ কথং তীর্থমযুধ্যন্ত বদস্ব মে ॥ ১

নারদ উবাচ।

তমুবাচ পাণ্ডবঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ
তাহাবাহাস্তু তেজীয়ু যুদ্ধেষ্বনবকেষু চ ॥ ২

বিদিতীর যাহাতে বধ এবং তীর্থের পাণ্ডবের উপর বিদিতে যাহাতে করিবেন? এই সমস্ত বৃত্তি আমাকে বল। ১

নারদ বলিলেন,—রাজন্! ধনঞ্জয় পাণ্ডবের হাতে চতুরঙ্গী বাহিনী উপস্থিত, যুদ্ধ ও ক্রোধ বাহিনী বাহিনীর সাজিল। ধনঞ্জয়ের যে সমস্ত চারিদিকে অস্ত্রির হইতে থাকিল। তখন

ত্বরমাণস্তু সংক্রোধে ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ। ১০
ভীষ্মেণ কুরবো রাজন্ ভীষ্মং কৃত্বা মহারথম্।
অভ্যদ্রবন্ত সর্বতো নানা পাণ্ডবান্ প্রতি। ১১
পূর্বাহ্ণস্য তু কার্ৎস্ন্যেন রক্ষিতঃ কুরুসত্তমৈঃ।
(প্রথমো পাণ্ডবানীকঃ ভীষ্মং শান্তনবং যযৌ)
ততো জ্যেষ্ঠো মহেষ্বাসঃ পুরস্কৃত্য মহাবলঃ। ১২
ভরতর্ষভঃ পশ্চাদ্ মহানীকেন সান্ত্বয়ন্।
কৃপস্য কৃতবর্মা চ তথৈবাম্বষ্ঠকস্য চ। ১৩
কাম্বোজরাজো বলবানাততঃ পশ্চাদ্ সুদক্ষিণঃ।
মাগধস্য প্রভদ্রকৈঃ সৌবলস্য সুবলস্য চ। ১৪
তথৈবাস্তে মহেষ্বাসাঃ সুমর্ষণসুখা নৃপাঃ।
প্রথমং পাণ্ডবানীকং সৈন্যস্য চ মুখে স্থিতে। ১৫
দিবসে দিবসে প্রাপ্তে ভীষ্মঃ শান্তনবো যুধি।
পাণ্ডবানকরোদ্ ব্যূহান্ সৈন্যানাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ। ১৬

সেই পাণ্ডবগণ শিবিরে অগ্নি রাখিয়া যুদ্ধের জন্য নির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ৮-৯

মহারাজ! অনন্তর শ্বেতবাহন শিবরী সমস্ত সজ্জনের আনন্দবর্ধনী যুদ্ধ নিমিত্ত ত্বরা করা সকল সৈন্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯

সেই সময় ভীষ্মের ও অন্য শিবরীর অবস্থানের ভেদ হইলেন। সৌম্যমূর্তি পরন্তপ এবং সমাক্রমণশীল যুদ্ধাভিমুখে অভিমুখ তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষা করার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪

শান্তনবি ও ভেদিত্বানের ইহাদের সহিত ছিলেন। পাঞ্চাল-বীরগণ সুরক্ষিত মহাবাহু তাঁহার তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুল-সহস্রের সহিত বীর সিংহনাদের দ্বারাদিগ্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন। ৭

ইহার পশ্চাতে রাজা বিরাট বীর সৈন্যবাহিনীর সহিত যাইতে লাগিলেন। মহারথো বিরাটের পশ্চাতে দ্রুপদ যাইতে লাগিলেন। ৮

তারত! তাহার পর পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজপুত্রগণ ও পরাক্রমী ধৃষ্টকেতু—ইঁহারা পাণ্ডব-সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৯

এইরূপ পাণ্ডবগণ বীর বিপক্ষ সৈন্যের মুখ রক্ষা করিয়া সংগ্রামে বিজয়ের জীবনের মোহ ত্যাগ করত আপনার সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন। ১০

রাজন্! এই ভাবে কৌরবগণও মহাবলী ভীষ্মকে সমস্ত সৈন্যের আগে রাখিয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। ১১

কুরুর বীর পরাক্রমশালী ভীষ্ম আপনার মহাবল পুরস্কার কুরুবিশ্ব হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে মহাধনুর্ধর মোদ্যোগ ও মহাবল অবস্থান করিলেন। ১২

ইহাদের উভয়ের পশ্চাতে হস্তীসৈন্যের বিশাল সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা ভরতর্ষভ চলিলেন। কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ১৩

ইহাদের পশ্চাতে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মগধরাজের অধিপতি ও সুবলপুত্র মহাবল গমন করিতে লাগিলেন। ১৪

তারত! এইভাবে সুমর্ষণ প্রভৃতি অন্য মহাধনুর্ধর রাজারাও আপনার সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে রক্ষার জন্য যাত্রা করিতে লাগিলেন। ১৫

পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম যুদ্ধ প্রতিদিনে অন্য, বিশাল ও ভীষণ যুদ্ধ-সমস্ত নির্মাণ করিলেন। ১৬

ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তব সেনাস্য ভারত।
অভ্যদ্রবন্ত নিঘ্নন্তো রাজন্ পরবলাধিবর্ষণম্। ১৭
অন্যে নিঘ্নন্তঃ পার্থাঃ পুরুষাদা বিবর্জিতম্।
ভীমঃ যুদ্ধেঽবর্তত কিংস্তো বিবিধান্ শরান্। ১৮
তত্র তস্যাত ভীমেন আদ্রিতাস্যাবকাঃ পরৈঃ।
ক্ষিপ্তৌঘপরিঘাঃ পরলোকং মনুস্মর। ১৯
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
তব সৈন্যং মহারাজ পীড়য়ামাসুরোজসা। ২০
যে ত্বদ্যমানাঃ সমরে তাবকা ভরতর্ষভ।
নাবন্ধন্ মনসাপ্যুচ্চৈঃ পাণ্ডবানাং মহদ্ ভয়ম্। ২১
ততস্তু তাবকঃ সৈন্যঃ ত্বদ্যমানঃ সমন্ততঃ।
সুসম্ভ্রান্তঃ তদা বিদ্যঃ কালাদ্যমানঃ মহারথাঃ। ২২
তাতান্ নাথ্যমন্তস্তু তাবকা ভরতর্ষভ।
ত্বদ্যমানাঃ বিবৈর্বাণৈঃ পাণ্ডবৈঃ সংযুগাজিরে। ২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পীড়্যমানঃ বলঃ পূর্বং পার্থৈর্ভীমঃ পরাক্রমী।
যদকার্ষীৎ তদে যুদ্ধে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়। ২৪
কথং বা পাণ্ডবান্ যুদ্ধে প্রত্যুদ্যাতঃ পরন্তপঃ।
বিনিঘ্নন্ সোমকান্ ভীষ্মস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়।

সঞ্জয় উবাচ।

আচক্ষে তে মহারাজ যদকার্ষীৎ পিতা তব।
পীড়িতে তব পুত্রস্য সৈন্যে পাণ্ডব-সঞ্জয়ৈঃ। ২৬
প্রত্যুদ্যযৌ ততঃ পূর্বং পাণ্ডবান্ পাণ্ডুপূর্বজঃ।
অভ্যবর্তত নিঘ্নন্তম্ব পূর্বং বাহিনীম্। ২৭
তা বিনেদুঃ মহাভেরী নর-বারণ-বাজিনাম্।
নাদয়ন্তঃ তদা ভীষ্মঃ সৈন্যমাত্মং তদে পরৈঃ। ২৮
স পাণ্ডবান্ মহেষ্বাসঃ পাঞ্চালাংশ্চৈব সঞ্জয়ান্।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিবৈরস্তিভিস্তথা। ২৯
অভ্যবর্ষত দুর্ধর্ষস্তু ভীষ্মো বিজয়তাম্বরঃ।
স পাণ্ডবানাং প্রবরান্ পঞ্চ রাজন্ মহারথান্। ৩০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যুদ্ধারম্ভকালে যখন বিপক্ষ সৈন্যদলকে পাণ্ডবদিগের দ্বারা বিশেষ পীড়িত দেখিয়া দুঃখে ক্ষুব্ধ হইয়া পরাক্রম প্রকাশকারী ভীষ্ম কি করিলেন—তাহা তুমি আমাকে বল। ২৪

অনঘ! শত্রুসংহারক বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে সোমকগণকে সংহার করিতে করিতে সেই সময় কিরূপে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিলেন? এই সব কথা আমাকে বল। ২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডব ও পক্ষধরদের দ্বারা আপনার সৈন্যরা পীড়িত হইতে থাকিলে আপনার পিতৃতুল্য ভীষ্ম যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাকে বলিতেছি। ২৬

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ মহারাজ! বীরবর পাণ্ডবগণ মনে হর্ষ ও উৎসাহ ধারণ করিয়া আপনার পুত্রের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৭

মহেন্দ্র! সেই সময় মত্ত, রথী ও অশ্বারোহীর বিরাট এবং ভয়ানক আক্রমণের দ্বারা বীর সৈন্যেরা সংগ্রামে ভীষ্ম রক্ষা করিতে পারিলেন না। ২৮

সেই মহারথী বীরবরের দ্বারা তাড়িত আহত ও বিত্রাসিত হইয়া আপনার সৈন্যেরা বারবার পলায়ন করিল। ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডব ও পঞ্চালদলের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আহত আপনার সৈন্যরা সেই সময় কোনরূপেও বিশেষরূপ রক্ষা পাইল না। ৩০

আততায়ো রথে তস্থৌ বারত্রাণায় সাত্বতৈঃ।
নানাপ্রহরণৈর্যুক্তো বীর্যাদর্শ প্রবেষ্টিতৈঃ ॥ ৩১
নিজঘ্নে সমরে ভীষ্মো রুক্মাণং চাহিতং বলে।
বধিত্বোচ্চাবচৈর্বাণৈস্তং রথাৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৩২
সাদিনস্তাবপুত্রৌত্রাঃ পাঞ্চালাশ্চ সমাদ্রবন্।
সজাযোধাস্তু সঙ্ক্রুদ্ধাস্তং সহোঘা ইবার্ণবম্ ॥ ৩৩
তমেকং সমরে ভীষ্মং বহবঃ পর্যবারয়ন্।
পাণ্ডবাঃ সমরশ্লাঘী বজ্রহস্তমিবাসুরাঃ ॥ ৩৪
শক্রাশনিসমস্পর্শান্ বিসৃজন্ নিশিতান্ শরান্।
ছিন্দন্নুদ্যত সর্বাস্ত্রো যোধং সন্তারয়ন্ বপুঃ ॥ ৩৫
মণ্ডলীকৃতধনুষা নিত্যং যতপরন্তপঃ।
সংগ্রামে যুধ্যমানস্য শক্রস্যাপোদয়ঃ যযুঃ ॥ ৩৬
তমু দৃষ্ট্বা সমরে কর্ম পুরুষস্য বিশাম্পতে।
বিস্ময়ঃ পরমো যযৌ সিদ্ধানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩৭
পার্থো বিহ্বলতো দৃষ্ট্বা হৈরণ্যরথিনং তদা ॥৩৮

মহাধনুর্ধর ভীষ্মকে বাণবৃষ্টির দ্বারা বহুলভাবে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

তিনি সমরে ক্রোধের বশে নিজের নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা সমরস্থলে সেই পাঁচ মহারথী বীরকে বধ করিলেন এবং দুর্দিন হইয়া অন্যান্য রথী ও অশ্বের সংহার করিলেন।

রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যে প্রকারে বধ করিতে, তাহা দেখিয়া সকল যোদ্ধাই অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহাতেই তাঁহারা রথী হইতে এবং লক্ষ্যে উপস্থিত পদাতি সৈন্যগণকেও বধ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ৩৯-৪১

তখনকার আগত একক মহারথী ভীষ্মের উপর সমস্ত পাণ্ডবগণ সেইরূপ আক্রমণ করিলেন, যেরূপ অসুরগণ বজ্রধারী ইন্দ্রের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ৪২

ভীষ্ম ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ের স্পর্শযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন এবং সমর দিবসে তিনি যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাইতে লাগিল। ৪৩

সংগ্রামস্থলে যুদ্ধ করিতে করিতে ভীষ্মের ইন্দ্রধনুসম বিশাল ধনুকটি সর্বদা মণ্ডলাকারেরই দেখা যাইতেছিল। ৪৪

প্রজানাথ! তখনকার পাণ্ডবগণ পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের তাদৃশ কর্ম দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ভূরি ভূরি তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৪৫

যুধ্যমানং রণে পূষা বিশ্রান্তিমিবাহরৎ।
ন চৈনং বারয়ামাসুর্যোধানমিবাম্বরম্ ॥ ৪৬
তমেবাহুর্মহাত্মানং পুরুষাঃ শিবমতিনঃ।
অবধ্যমিতি রাজেন্দ্র কৃতবর্মেব কাননম্ ॥ ৪৭
তং বিদিত্বা ত্রিদিবাদেবকার্যায় সমাগতম্।
আগৌরিবাভি ক্রুদ্ধং কালদণ্ডমিবান্তকম্ ॥ ৪৮
ন ত্রেসাতিসৃজা বিদ্ধং শ্রেষ্ঠা ভীষ্মং বিশাম্পতিম্।
অভিদ্রুবুর্ন সংক্রুদ্ধং প্রলয়ান্তকমব্রবীৎ ॥ ৪৯
আয়ুধস্থান যা যা বা ন যাং যোৎস্যে কথঞ্চন।
সৈব ত্বি মা কৃতা বাচা সৈব ত্বি মা বিশাম্পতী ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা বচনং রাজন্ বিশাম্পতী ক্রোধমূর্ছিতঃ।
উদ্যতৈঃ সহ ভীষ্মং তু সৃঞ্জয়ী পরিসংবিদম্ ॥ ৫১
আদাহি যাং মহাবাহো অস্ত্রিয়াণাং কদাচন।
যদা ত্রাসকরং হ্যেতদ্ ভবেদস্ত্রং তবৈ সদা ॥ ৫২

যেই সময় পূর্বোক্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ বিশাম্পতি এই কথা বলিতে বলিতে আসিয়া শিখণ্ডিকে বীরবর ভীষ্মের দিকে যাইবার জন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় দেবগণ বিশ্রান্তিবিধায়ক বায়ুকে দেখিতে পাইলেন।

ইহারা দুর্নিবারকারী রথের ন্যায় ভীষ্মকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সমর দিন আসিলে সব ভীষ্ম যেরূপ রাত্রি যুদ্ধকে শেষ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিখণ্ডীর সহিতসংবিদকে ভীষ্ম বধকরণের অবিষয়ে শেষ করিতে লাগিলেন। ৪৩-৫০

তখন শিখণ্ডী তিনটি বাণে ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। সেই সময় তিনি কালপ্রেরিত মৃত্যু ও ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় বলে হইয়াছিলেন। ৫১

শিখণ্ডীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীষ্ম তাঁহার দিকে আততায়ীর অবধ্য বোধকরে ইঙ্গিত দিয়াই এই কথাগুলি বলিলেন। ৫২

অরে, তুই ইন্দ্রজালকেও প্রহার করু না কেন-তাই করু, আমি তোর সহিত কোনমতেই যুদ্ধ করিব না। বিধাতা যে রূপে তোকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তুই তা' নেই শিখণ্ডিনীই। ৫৩

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডী ক্রোধে যেন মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণভয়ে বিনাশ করিতে চাহিয়াই ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন। ৫৪

অস্ত্রবিদগণের বিশ্বাসের অযোগ্য ভীষ্ম! আমিও আসিয়াছি

নিবাস্তে প্রতাপোঽয়ং যদা চ যমসঃ ক্রুধঃ।
আত্মানমপি প্রতাপং তে যোৎস্যেঽহমাত্মনা সহ। ৭৬
পাণ্ডবানাং প্রিয়ং কুর্বন্নাত্মনশ্চ মহারথ।
অদ্য ত্বা যোধয়িষ্যামি রণে পুরুষসত্তম। ৭৭
এবমুক্ত্বা তু সংক্রুদ্ধো ভীষ্মঃ শান্তনবো রণে।
ধনুরুদ্যম্য সুমহৎ শরাংশ্চ তিগ্মতেজসঃ। ৭৮
কার্মুকস্থাংশ্চ তান্ বাণান্ স তে ভীষ্মঃ প্রযোক্ষ্যতে।
দৃষ্ট্বা ক্রিয়তাং ভীষ্ম লোকোঽয়ং নরিবিস্মিতঃ। ৭৯
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা তদা ভীষ্মঃ পরবীরনিষূদনঃ।
অবিষহ্যং রণে ভীষ্মঃ প্রচক্রে বাণসন্ততিম্। ৮০
তত্র যদ্ বলমস্মাকং সংগ্রামাগ্নৌ মহাহবে।
কালোঽয়মিতি সঞ্চিন্ত্য বিষণ্ণবদনোঽভবৎ। ৮১
অথ যাদবসূর্যাস্তে পরান্ বিদ্রাবয়ন্ শরৈঃ।
অভিচক্রুর্ণ সুসংরব্ধা ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্। ৮২

যদি তে সংযুগে পীড়াং করিষ্যতি মহাবলঃ।
তদাহমপি মহাবাহো হন্যাং ভীষ্মমহিতম্। ৮৩
অথবা সমরে ভীষ্মঃ যদি মাত্মনি যাস্যতি।
অবহার্যোঽহমনঘ লোকস্য তদিতি প্রভো সদা। ৮৪
মাধবানাং যথা ভীষ্ম তবেহ পরমাদরঃ।
তথা কুরু রণে যত্নং সংরক্ষস্ব পিতামহম্। ৮৫
অহং তে বচনাদ্ যুদ্ধে করিষ্যামি মহাবলে।
বাসনং ধ্রুবমিঃ সর্বান্ সাধবস্ত্ব পিতামহম্। ৮৬
তোমরং তোমরগ্রস্তং কৃপণং চাপ তুণ্ডবেম্।
চিত্রাশ্বস্য নিষঙ্গং চ সৈন্যানং তরুত্রয়ম্। ৮৭
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজং সুদক্ষিণম্।
তথৈবং তথা শূরং মাধবং মহাবলম্। ৮৮
সৌমদত্তিং তথা শূরমাহবানুচিকং রাজসম্।
হিরণ্যরাজং রণে দদ্য সৌবীরং রথিনাং বরম্। ৮৯

বীর! আমি যেরূপে শত্রুসৈন্যকে বিনাশিত করিতে করিতে সর্বদা অবস্থান করি, আপনি তাহা পরাজয়ী ভীষ্মের উপর অর্পিত হইয়া যুদ্ধ করুন, আপনার মঙ্গল হউক। ৭৫

মহাবাহো! যুদ্ধে মহাবীর ভীষ্ম যেরূপে পীড়াপ্রদান করিতে পারিবেন না, সেই কারণে আমি সমরে তাঁহার সহিত তুমি ভিন্ন উপস্থিত হইব। ৭৬

আর্য! যদি সমরাঙ্গনে ভীষ্মের বিনাশ না হয়, তবে আমার মনুষ্য তুমি এই লোকে সকলের উপকারের পাত্র হইবে। ৭৭

বীর! এই মহাসমরে যেরূপেই হউক আমরা যাহাতে উপহাসযোগ্য না হই, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবে। সেজন্য তুমি অগ্রেই পিতামহ ভীষ্মকে সংরক্ষা করিবে। ৭৮

মহাবাহু বীর! এই যুদ্ধে আমি সমস্ত বৃষ্ণীবীরগণকে নিবারণ করিয়া সর্বদা তোমাদের রক্ষা করিতে থাকিব। সুতরাং তুমি পিতামহ ভীষ্মকে নিহত করিবার জন্য যত্নবান হও। ৭৯

আমি যোদ্ধাগণ, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী, ধনুর্ধারী, ধনুর্ধারগণের শিরোমণি, বিজয়ী, বিদ্যুৎসম তরুত্রয়, অক্ষৌহিণীসেনার দুই ভাগ দুর্যোধনের নিকট ও অবস্থিতি, অশ্বারোহণে সুদক্ষিণ, বীরবর ভগদত্ত, মহাবল মধুরাজ, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা, রাজন্য অনুজ এবং হিরণ্যধনু রাজাকে যুদ্ধস্থলে আপনার সকল মহারথীর সহিত যোদ্ধারূপে বরণ করিয়া রাখিব, যেরূপ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অগ্রগণ্য হন করিয়া থাকে। ৮০-৮৯

অহত্বাবারয়িষ্যামি যেনেব ত্বরতাসয়ম্।
দুরাত্মন্ সহিতান্ সর্বান্ দুষ্যমানান্ ময়ানঘান্।
নিবারয়িষ্যামি রণে শাশ্বতঞ্চ পিতামহম্॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্ম-বিনির্গমনপর্বণি
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৮

সংগ্রামে নিহত করিব, সুতরাং তুমি পিতামহ ভীষ্মের স্বর্গকার্য সর্বতোভাবে সম্পন্ন কর। ৬০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর যুদ্ধ সম্বন্ধবিষয়ক অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদারম্ভ, ভীষ্মের সর্বসৈন্যনাশ বিবরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং শিখণ্ডী সংগ্রামে ভীষ্মং শান্তনবং পিতাম্।
পাঞ্চালাঃ সহিতো যুদ্ধে পর্যবারয়ত ত্বরন্॥ ১
কেন বাঽস্য পাঞ্চাল্যো বিপর্যস্তমুপাদ্রবন্।
যদাদায়ুধমুদ্যম্য ভীষ্মো হন্যাদ্ রথর্ষভান্॥ ২
কথং শান্তনবো ভীষ্মঃ স তস্মিন্ দশমেঽহনি।
অমুঞ্চন্ মহাবীর্যঃ পাণ্ডবৈঃ সহসৈনিকৈঃ॥ ৩
ন যুধ্যতি রণে ভীষ্মঃ প্রমুখ্যানাং বিশেষতঃ।
ক্ষত্রিয়ং রথমাস্থায় বসুবীর্যো মহাব্রতঃ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

নাশীর্যাত্রং বহুশস্ত্রং রথমাস্থায় তাদৃশম্।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে ভীষ্মস্য তব তাত॥ ৫
নিঘ্নতঃ সমরে যত্নং শত্রূঃ সহস্রশোঽপি।
অনেকশতসাহস্রান্ যোধয়ানো মহারথঃ॥ ৬
তথা হস্তিনমা রাজন্ মহাহস্তিব যূথপম্।
অভ্যবর্তত যুদ্ধায় পুরুষ্ণুতা পিতামহম্॥ ৭
যথাপ্রতিজ্ঞং কৌরব্য স তানি সমিতিঞ্জয়ঃ।
পার্থানামেকবীরোঽসৌ ভীষ্মঃ সত্যবতঃ সুতঃ॥ ৮
যুগান্তমিব মন্যন্তে বিনির্যান্তং পরান্ শরৈঃ।
পাঞ্চাল্যাঃ পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সর্বে যে বাসবাত্মজম্॥ ৯

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের আলাপ এবং ভীষ্মকর্তৃক সব সৈন্য বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডী সংগ্রামস্থলে দৃপ্তিত হইয়া নিয়তমূর্তি ও ভয়ঙ্কর-আকারী পর্বতের ন্যায় পিতামহ ভীষ্মকে কিরূপে আক্রমণ করিল?।

পাঞ্চালেরা তাহার কোন্ কোন্ বীর মহারথীরা আক্রমণের ভয়ে বিত্রাসিতাত্মা হইয়া সেই সময়ের সমর পরাঙ্মুখ হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতে লাগিল?। ২

মহাসমরকারী বীর পাণ্ডবগণও ভীষ্ম সমর দিনে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন?। ৩

তাহাদের শিখণ্ডী ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। কি, সেই সময় ও তাঁহার রথ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অথবা বাণসমূহের বর্ষণে তাহাতে তাঁহার যন্ত্র সব ভগ্ন হইয়া যায় নাই?। ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে সময় ভীষ্মের যন্ত্র সব ভগ্ন হয় নাই এবং তাঁহার ধনুও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। তিনি সমরাঙ্গনে অনবরতপাতযুক্ত বাণসমূহে শত্রুগণকে সংহার করিতেছিলেন।

রাজন্! আপনার শত্রু মহাবলী বীর হাতী ও অশ্বসমূহ দুর্মর্ষিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে আগে রাখিয়া সকল দিক হইতে সংগ্রাম করিতে লাগিল। ৫-৭

ধৃতরাষ্ট্র! যুদ্ধবিজয়ী ভীষ্ম বীর প্রতিজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধীষ্ঠির-সৈন্যদের বৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৮

বাসবপুত্র শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে যুদ্ধের অবসানকালীন ভীষ্মকে পাঞ্চালগণ সমেত পাণ্ডবগণ যুগান্তাগ্নি হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। ৯

তমবধ্যমপি সম্প্রেক্ষ্য ভগবন্তং হিরণ্যবাহিনীম্।
কীর্য্যমাণা শিতৈর্বাণৈঃ পাঞ্চালৈরুদ্যতায়ুধৈঃ ॥ ১০
ন হি তীব্রং ভয়ং তেষাং পাণ্ডবানাং পাণ্ডুনন্দন।
অবধ্যত্বং হরে জ্ঞাত্বা পাঞ্চালস্তমিয়াদকৃৎ ॥ ১১
অথোপায়াদ্রথেনাজৌ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ।
ত্রাসয়ন্ রথিনঃ সর্ব্বান্ বাহুবীর্যমুপাশ্রিতঃ ॥ ১২
ক্ষিপন্নিব বিনন্নন্নিব ধর্ষয়ন্নিব বিদ্রবন্ মুহুঃ।
পাঞ্চালান্ বিদ্রবন্ পার্থো বাতায়ং কালবদ্ রণে ॥ ১৩
তস্য সঙ্ঘেন বিস্তীর্ণা রজোবর্ষেণ।
ক্ষিপ্তেষেব কৃষ্ণা রাজন্ বাহুবস্তু মহাত্মনঃ ॥ ১৪
তমন্তকং পাঞ্চালানাং দৃষ্ট্বা ঘোরৈঃ চাতিক্ষিপ্তিভিঃ।
দ্রুব্যোধনস্ততো ভীষ্মমব্রবীৎ কুলসীদিতঃ ॥ ১৫
এষ পাণ্ডুসুতস্তাত রোষাদ্যঃ কৃষ্ণদার্ষ্টি।
দহতে মামকান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণবর্ত্মেব কানন্ম ॥ ১৬

পশ্য সৈন্যানি পাঞ্চাল্য ভগবন্নাশি সর্ব্বশঃ।
পাণ্ডবেন মুখ্যঃ ঘোরে কালাবাসেন সংযুগে ॥ ১৭
যথা পশুগণান্ পালঃ সন্তাড়য়তি কাননে।
তথৈবং মামকৈঃ সৈন্যং কালয়ে পশ্যতাদ্য ॥ ১৮
ধনঞ্জয়শরৈর্ভগ্নং দ্রবমাণং ততস্ততঃ।
ভীষ্মোঽপ্যেনং দ্রুতাশ্বো বিস্রাবয়তি যে বলম্ ॥ ১৯
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
অভিরক্ষন্তি পাঞ্চাল্যো বাহিনীং দ্রবতে যম ॥ ২০
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পূরো রাজন্শ্চ ঘটোৎকচঃ।
যমাবন্তৌ চ সহসা সৈন্যং মম দ্রবত্যুত ॥ ২১
যথাসন্নঞ্চ সৈন্যস্য সর্ব্বতোঽর্দ্ধার্দ্ধতঃ কৃতঃ।
ব্যক্তং যাতি ক্ষয়ং ক্ষিপ্রমগ্নৌ তূলচয়ো যথা ॥ ২২
অন্যে যাঃ সুকৃতৈর্যান্তি দেবতুল্যপরাক্রমাঃ।
সর্ব্বাস্তাস্ত ভবান্ পীত্বা পীড়িতানাং পরিচ্ছদঃ ॥ ২৩

তখনকার উপায়ক্ত হইলে শত্রুসৈন্যের উপর তীক্ষ্ণতর শর শত ও সহস্র আকার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাতে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১০

পাণ্ডুর ঘোর রাজা দুর্যোধন! পাণ্ডবগণ যখনকার ন্যায় যখনকার তীক্ষ্ণতে যুদ্ধ করিতে পাণ্ডবেরা সমর্থ হইবেন না।

যখনকার! তখনকার অপরাজিত ও বাসুদেবের বাসস্থান করিতে নিপুণ বলবান অর্জুন সমস্ত রথী সৈন্যদিগকে অবতীর্ণ করিতে করিতে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ১১-১২

এই বুদ্ধীমুখরা নিরন্তর ঐক্যতার বর্ষণ করিতে করিতে বাসবের বিজয় লাভ এবং আকর্ণপূর্ণক বাসবস্থ বর্ষণ করিতে থাকিয়া ইন্দ্রাদির সাক্ষাৎ তাহাদের ন্যায় বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রাজন্! তাদৃশাকার বেগে নিক্ষেপ করে ভীত হইয়া কৃষ্ণগণ পলায়ন করে, সেইরূপ অর্জুনের নিক্ষেপাস্ত্রে সমস্ত হইয়া আপনার সৈন্যেরা মহাভয়েতে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৪

পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের অবলম্ব করিতে এবং আপনার সৈন্যদিগকে পীড়িত দেখিয়া দুর্যোধন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন ॥ ১৫

তাত! এই যেতেছেন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, যাহার সাথি শ্রীকৃষ্ণ, যাহার সমস্ত সৈন্যদিগকে সেইরূপ ভয় করিতেছে, যেরূপ বনকালে বনস্থলিকে ভয় করিয়া থাকে ॥ ১৬

পশ্য সৈন্যানি পাঞ্চাল্য ভগবন্নাশি সর্ব্বশঃ।
পাণ্ডবেন মুখ্যঃ ঘোরে কালাবাসেন সংযুগে ॥ ১৭
যথা পশুগণান্ পালঃ সন্তাড়য়তি কাননে।
তথৈবং মামকৈঃ সৈন্যং কালয়ে পশ্যতাদ্য ॥ ১৮
ধনঞ্জয়শরৈর্ভগ্নং দ্রবমাণং ততস্ততঃ।
ভীষ্মোঽপ্যেনং দ্রুতাশ্বো বিস্রাবয়তি যে বলম্ ॥ ১৯
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
অভিরক্ষন্তি পাঞ্চাল্যো বাহিনীং দ্রবতে যম ॥ ২০
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পূরো রাজন্শ্চ ঘটোৎকচঃ।
যমাবন্তৌ চ সহসা সৈন্যং মম দ্রবত্যুত ॥ ২১
যথাসন্নঞ্চ সৈন্যস্য সর্ব্বতোঽর্দ্ধার্দ্ধতঃ কৃতঃ।
ব্যক্তং যাতি ক্ষয়ং ক্ষিপ্রমগ্নৌ তূলচয়ো যথা ॥ ২২
অন্যে যাঃ সুকৃতৈর্যান্তি দেবতুল্যপরাক্রমাঃ।
সর্ব্বাস্তাস্ত ভবান্ পীত্বা পীড়িতানাং পরিচ্ছদঃ ॥ ২৩

যোদ্ধাদিগের সমস্ত ঘোর পরাক্রম! দেখুন, যাহার সৈন্যেরা ভাগিতে পলায়ন করিতেছে এবং অর্জুন দুর্যোধনে অবস্থান করত যাহাদিগকে বিনাশিত করিতেছে ॥ ১৭

পশুবধের! যেরূপ পশুপাল বনে পশুদিগকে তাড়না করিয়া যায় সেইরূপ অর্জুনকর্তৃক আমার সৈন্যেরাও বিনাশিত হইতেছে ॥ ১৮

ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে আহত হইয়া দ্রুত ভঙ্গ করিয়া এদিকে ওদিকে পলায়মান আমার সৈন্যদিগকে এই দুষ্ট বীর ভীষ্মদেবও সম্মুখভাগ হইতে বিনাশিত করিতেছে ॥ ১৯

সাত্যকি, চেকিতান, পাণ্ডুর দুই মাদ্রী-পুত্র এবং যুধামন্যুরা অভিরক্ষা আমার সৈন্যদিগকে বিনাশিত করিতেছে ॥ ২০

ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বীরবর রাজন্ ঘটোৎকচও সহসা এই মহাসৈন্যকে আক্রমণ করিয়া আমার সৈন্যদিগকে ভাগাইয়া দিতেছে ॥ ২১

তাদৃশ! এই সব মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া পলায়মান আমার সৈন্যসমূহ যুদ্ধে অবস্থান করাইতে আমি যত যত্ন করিতেছি তাহার কোনও উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২২

দেবতুল্যপরাক্রমী পুরুষেরা! যেরূপ আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ, অতএব পীড়িত আমাদের সকলের আপনি সমস্ত আশ্রয়স্বরূপ হউন ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ পিতা দেবব্রতস্তব।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তে তু কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ। ২৪
তব সন্তারয়ন্ সৈন্যমত্যুচ্চাস্ফালয়ন্ ধনুঃ।
দুর্য্যোধন বিজানীহি ত্বিতো হত্বা বিশাম্পতে। ২৫
পূর্ব্বকালং তব যতো প্রতিজ্ঞাতং মহাবল।
হত্বা যমসদনায় ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্। ২৬
লঘ্বাত্মনঃ পাপকৃতস্যেহেহ কথ মযাহিতম্।
ইতি ত্বং কুরুবাক্যান্তে মযোক্তঃ কুরুষেতি। ২৭
অত্র চাপি মহৎ কর্ম্ম প্রকরিষ্যে মহাবল।
অহং বাস্য হতঃ পৌরুষে হনিষ্যে বাস্য পাণ্ডবান্। ২৮
অত্র মে পুরুষব্যাঘ্র প্রতিজ্ঞাতো যথা তব।
তন্নিবোধ তথা রাজন্ নিহতঃ পুরুষাদুনে। ২৯
ইত্যুক্ত্বা বচনশ্রেষ্ঠো ভরিষ্যান্ প্রবলদ্বিষঃ।
আদদানো ধনুঃশ্রেষ্ঠং পাণ্ডবানামনীকিনীম্। ৩০
অনীকমধ্যে বিষ্ঠিতঃ পাণ্ডবৈঃ কুরুসত্তমঃ।
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধঃ পাতযন্ প্রমথান্ রথাৎ। ৩১
স্বপক্ষেঽভি ভীষস্য দর্শযন্ শক্তিমাত্মনঃ।
রাজন্ শত-সহস্রাণি সোঽবধীৎ যুদ্ধদুর্মদঃ। ৩২
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শ্রেষ্ঠা রাজপুত্রা মহারথাঃ।
যেষামাসন্ত যেষ্বেব জযঃ সূত্য ইবোত্তিঃ। ৩৩
হত্বা বল সহস্রাণি যুদ্ধমাণো ত্বরন্বিতম্।
সংযোদযাণঃ মহারাজ ত্বদীযান্ ভারতঃ তথা। ৩৪
সূর্যে সত্তমনস্তে যে পাঞ্চালানাং মহারথাঃ।
প্রজঘ্নাল রণে ভীষ্মো বিধূয় ইব পাদপঃ। ৩৫
ন হ্যৈঃ পাণ্ডবেযানাং কেচিদ্যুদ্ধবিশারদাঃ।
উত্তরং মার্গমাস্থায় তপন্তমিব ভাস্করম্। ৩৬
যে পাণ্ডবেযাঃ সংহত্য মহেষ্বাসেন যীড়িতাঃ।
মহারাজ্যপ্রদস্য ভীষ্মঃ শন্তনবস্য হ। ৩৭
সংব্যধমানো ধ্বজিনীঃ পাণ্ডবস্যাপরাজিতঃ।
অবর্কীর্যো মহারাজ: বৈলো মেঘৈরিবাবৃতঃ। ৩৮

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর পাণ্ডবের বিপক্ষপক্ষ সেনাপতি ভীষ্ম মুহূর্ত্তকাল কিছু চিন্তা করিয়া পরে তেজ এবং বিক্রম সহকারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন—মহারাজ দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া তুমি এ বিষয়টি অবগত হও। ২৪-২৫

মহারাজ! পূর্ব্বে আমি তোমার সভা-মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, রণ স্থলে মহাবল ক্ষত্রিয়গণকে বধ করিয়া আমি যুদ্ধভূমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং তাহাই করিয়া আমার বৈষয়িক কার্য্য। অতএব! আমি যে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিতেছি। ২৬-২৭

মহাবল বীর! আজও আমি সেই মহান্ কর্ম্ম করিব। আজকে আমি হয় নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিব, না হয় পাণ্ডবদিগকে সংহার করিব। ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! তুমি আমার পরাক্রমকে, আমার মনের তোমার অনের কথা আমার; আজ তুমি সমুদয়রূপে নিশ্চিন্ত হইয়া তোমার সেই কথা পরিশোষ করিব। ২৯

তদনন্তর! এই কথা বলিয়া মহাবীর ভীষ্ম ক্ষত্রিয়গণের উপর নিজের বলপরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে পাণ্ডবদিগের সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০

সৈন্যের মধ্যভাগে স্থিত বিপক্ষ সর্পের ন্যায় তুমুল ভীষ্ম পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ৩১

রাজন্! তুমুলযুদ্ধ! বিজ্ঞ হইয়া নিজ ভীষ্ম বিপক্ষের শক্তির পরিচয়দান করিতে করিতে এক লক্ষ পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৩২

যেরূপ সূর্য্য তীব্র উত্তাপদিয়ে পৃথিবীর জল শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাঞ্চালগণের যাহা যাহারা শ্রেষ্ঠ মহারথী রাজপুত্র ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই শেষ করিলেন। ৩৩

মহারাজ! আমাদীপ্ত রথ হাতার বেগশালী ঘোড়া, অশ্বসংযুক্ত রথ ও সারথিগণ এবং দুই লক্ষ পদাতিসৈন্যকে মহাত্মা ভীষ্ম সংহারে তুমুলযুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিহত করিলেন। ৩৪-৩৫

উত্তরায়ণের আশ্রয় লইয়া আদিত্যমণ্ডলে সূর্য্যদেব প্রকাশশালী তীব্রতর কিরণ পাণ্ডবসৈন্যের উপর কেহ তাকাইতে পারিলেন না। ৩৬

মহারাজ ভীষ্ম। যাহা শিক্ষিত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডব এবং সঞ্জয়-সহায়ীরা ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৭

মহারাজ! তোমার সহিত একাকী পাণ্ডবগণ ভীষ্ম যুদ্ধ করিতে করিতে সেই সময় প্রচুর বাণে আচ্ছাদিত হইয়া বেগ-

পুরস্তাত্ তব যাস্যন্তি সমন্তাৎ পর্বতাবরাঃ।
সমন্তা মেরবো সর্বে তথা দুর্গমমেব চ। ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১০৯

পশ্চাৎ আপনাদিগের পর্বতসমান মহাবলের ভার সোমা গ্রহণে সমর্থ হইবে। ৫৯

রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত পিতামহকে অগ্রসর করিয়া সমরাঙ্গনে ভীষ্মকে আক্রমণ করিবে।

ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্ম-দুর্যোধনসংবাদে দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনোৎসাহিতদা শিখণ্ডিনো ভীষ্মমভি আক্রমণম্, উভয়পক্ষয়োঃ প্রধান-যোধানাং পারস্পরিক-যুদ্ধম্, অর্জুনেন সহ দুর্যোধনস্য তত্রত্যং যুদ্ধঞ্চ)

সঞ্জয় উবাচ।

অথ বস্ত্র ত্বরন্ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্।
শিখণ্ডিনমথোবাচ সমন্তাদভি পিতামহম্। ১
ন চাপি ভীষ্মং ত্বরসা ভীষ্মশ্চ সমরেদ্ধ।
অন্যত্রেমা মহেষ্বাসৈঃ পাঞ্চালৈশ্চ মহারথৈঃ। ২
এবমুক্তস্তু পার্থেন শিখণ্ডী ত্বরয়ন্বিতঃ।
অভ্যদ্রবত যাত্রেয়ং জ্ঞাত্বা পার্থস্য ভাষিতম্। ৩
দৃষ্ট্বাভ্যদ্রবতা বাজৌ সৌভদ্রস্য মহারথঃ।
ভীষ্মায়াভ্যদ্রবদ্ভীমো জ্ঞাত্বা পার্থস্য ভাষিতম্। ৪
বিরাট্শ্চ দ্রুপদশ্চৈব কুন্তী কুন্তিভোজশ্চ সানিজঃ।

অভ্যদ্রবন্ত যাত্রেয়ং পুরস্কৃত্য তব প্রজাঃ। ৫
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্মরাজশ্চ বীর্যবান্।
তথৈবাপি সৈন্যানি সর্বাণ্যেব বিশাম্পতে। ৬
সমাদ্রবন্ত যাত্রেয়ং জ্ঞাত্বা পার্থস্য ভাষিতম্।
প্রবৃত্তং তুমুলং যুদ্ধং সমরাদ্যান্ মহারথে। ৭
যথাশক্তি তথোৎসাহং তত্র বিপ্রকৃতঃ পৃথু।
চিত্রসেনো মহারাজ তেজিতাশ্চ সহোদরাঃ। ৮
ভীষ্মপ্রেপ্সুঃ তদা রাজন্ দৃষ্ট্বা ব্যায়তিমাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বাস্য মহারাজ ভীষ্মাভিমুখমাসরম্। ৯

দশাধিকশততম অধ্যায়।

অর্জুনকর্তৃক উৎসাহিত হইয়া শিখণ্ডীর ভীষ্মের উপর আক্রমণ, উভয়পক্ষের প্রধান যোদ্ধগণের পরস্পর যুদ্ধ এবং অর্জুনের সহিত দুর্যোধনের তুমুল যুদ্ধ।)

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া অর্জুন শিখণ্ডীকে কহিলেন,—বীর! তুমি পিতামহের সম্মুখে শীঘ্র গমন কর। আজ ভীষ্মকে তোমার যেরূপ ত্বরা করা উচিত হইতেছে না। আমি বলিতেছি ভীষ্ম বাণসমূহে ইহাকে বধ করিতে ত্বরান্বিত করিবে না। ১-২

তখনকার! তখন অর্জুন শিখণ্ডীকে এই কথা বলিলেন, তখন তিনি পার্থের কথা শুনিয়া সমরস্থলে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। ৩

রাজন্! পার্থের সেই কথা সকল জানিয়া ও সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু—এই দুই মহারথী বীর ত্বরা করিয়া ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪

ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে ভীষ্মের দিকে ধাবমান দেখিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন।

প্রভাবান্! নকুল, সহদেব, পরাক্রমী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য সকল সৈন্যগণ অর্জুনের পূর্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন।

এইরূপে একত্রিত পাণ্ডব মহারথীদের উপর আপনার পুত্রগণও যেখানে নিজেদের শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

মহারাজ! চিত্রসেন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইবার উদ্যম করিয়াছিলেন সম্মুখীন হইলেন। তখন তাঁহার সেনা এবং বাহনবিশিষ্ট যুদ্ধের সম্মুখীন হইল।

রাজন্! ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর ও প্রবলবীর্য দৃষ্ট্বাকে বিনাশ করিলেন।

স্বয়ম্বরে রণে যত্তা কৃতবর্মা তরস্বিনম্।
ভীমসেনং তুমারূঢ়ঃ পাঞ্চালেষ্টক বীর্যবিৎ। ১০
যমৌ যমপ্রতীকাশৌ সৌভদ্রস্তিক বীর্যবান্।
তথৈব দ্রৌপদ্যঃ পুত্রঃ কিরীটী সাত্যকিং রণে। ১১
বিকর্ণো বায়ুবেগেন ইষ্বন্ ভীমস্য জীবিতম্।
সহদেবং তথা রাজন্ ধার্তঃ ভীমরথঃ প্রতি। ১২
বায়ুগ্রামো দদক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণ পাঞ্চালযোর্ধ্বি।
রাক্ষসঃ ক্রূরকর্মাণঃ হৈডিম্বেনি মহাবলম্। ১৩
ভীমস্য নিধনং প্রেপ্সুঃ ইরাবাংস্তমবধ্যবৎ বলী।
সাত্যকিং সমরে রাজন্ তব পুত্রো ন্যবারয়ৎ। ১৪
(ভীমস্য রথমিয়ন্তঃ পাণ্ডবশ্রৌবিকাদয়ো।)
অভিমন্যুং মহারাজ রাজন্ ভীমরথং প্রতি।
পুরুমিত্রো মহারাজ কাম্বোজঃ প্রত্যবারয়ৎ। ১৫
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধৌ সমরাবভিমর্দিনৌ।
অশ্বত্থামা ততঃ ক্রুদ্ধো বায়ুগ্রামং ন্যবারয়ৎ। ১৬
তথা পাণ্ডুসুতং জ্যেষ্ঠং ভীমসেনং রথর্ষভম্।

ন্যবারয়ন্ত রণে যত্তো বর্ধমুত্রযবারয়ৎ॥ ১৭
অর্জুনং রভসং যুদ্ধে পুরুমিত্রো বিশাম্পতিম্।
ভীমশ্রেষ্ঠং মহারাজ ভানুমন্তং বিশো রথ। ১৮
দুঃশাসনো মহেষ্বাসো বায়ুবাসসি সাত্যকে।
অন্যে চ তাবকা যোধাঃ পাণ্ডবানাং মহারথান্॥ ১৯
ভীষ্মপ্রাভিমুখান্ যত্তান্ বায়ুগ্রামানুযায়িনঃ।
দৃষ্ট্বাহন্ত সৈন্যানি প্রাক্রোশন্ত পুনঃ পুনঃ॥ ২০
অভিদ্রবত সংরব্ধা ভীমমেকা মহাবলম্।
এবমার্জুনো রণে ভীমঃ প্রত্যাহ কুরূনহম্॥ ২১
অভিদ্রবত মা ভৈষ্ট ভীমো হি প্রাণদারুণঃ।
অর্জুনঃ সমরে যোদ্ধুং নোৎসহেতাপি বাসবঃ। ২২
ইমমু ভীমো রণে বীরা অতলস্তরহস্তীবিতঃ।
ইতি সেনাপতেঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্মনঃ॥ ২৩
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধা ধনঞ্জয়স্য রথং প্রতি।
আপতন্তমানাং সমরে বার্ষেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ। ২৪

মহারাজ! ভীমসেনের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমরস্থলে ভীমকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা অভিমন্যুর আসিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেন করিলেন।

সৌভদ্র ভীমের বহুল বলসম্পন্ন বাণবর্ষণ করিতেছিলেন, কিন্তু ভীমের ভীমের বধ করিতে ইচ্ছুক বিকর্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

রাজন্! মুদ্রবংশে ভীমের রথের দিকে অগ্রসর সহদেবকে বৃদ্ধিমান পুরুমিত্রের পুত্র ইরাবান্ বধ করিলেন॥

ভীমের ভূতপূর্বী ক্রূরকর্মা রাক্ষস মহাবল ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচের উপর বলবান্ ইরাবান্ আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবগণের প্রত্যুদ্ধারের জন্য ভীমের অভিলাষী সাত্যকিকে যুদ্ধে বাধা দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্মুখের নিবারণ করিলেন॥ ৮-১৪

মহারাজ! ভীমের রথের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অভিমন্যুকে বাধাদেওয়ার জন্য কাম্বোজরাজ পুরুমিত্র অগ্রসর হইলেন॥ ১৫

রাজন্! এদিকে সমরে সমর্থ হইয়া বয়োবৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ও মৎস্যরাজ বিরাট ও দ্রুপদকে ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা বধ করিলেন॥ ১৬

ভীমের অন্যান্য যোদ্ধা পাণ্ডব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বাধাদান নিবারণ করিলেন॥ ১৭

মহারাজ! দ্রুপদিকে ইত্যাদি করিতে করিতে সেনাপতি বীর অর্জুন যুদ্ধে বিপক্ষীয়ে অগ্রে যাইয়া ভীমকে নিহত করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সময় মহারাজের দুঃশাসন বৃকোদরের আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন।

রাজন্! এইরূপ আপনার অন্যান্য যোদ্ধারা ভীমের সম্মুখে উপস্থিত পাণ্ডবমহারথিগণকে যুদ্ধের অগ্রসর হইতে বন্ধ করিলেন।

পরন্তু সেই সময় বিপক্ষের সৈন্যদিগের উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন,—ভীমগণ! তোমরা সকলে উদ্যতাস্ত্র হইয়া একমাত্র মহাবল ভীমসেনই অগ্রসর হও। মুদ্রবংশের আমরা এই অর্জুন প্রভাবে ভীমকে আক্রমণ করিবেন। তোমরাও তাঁহাকে আক্রমণ কর। ভীত হইও না। ভীম তোমাদিগকে পাইবেন না। ইন্দ্রও সমরস্থলে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নন, সুতরাং ভীমসেন ও পক্ষিপুত্র এই ভীম প্রভাবে তাঁহার সম্মুখীন বিনাশ হইবেন। এখন ইহার ভীমের আমরা অবস্থিতি থাকে।

সেনাপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব মহারথীরা আনন্দিত হইয়া সমরস্থলে ভীমের দিকে ধাবিত হইলেন॥

যুদ্ধে প্রবেশকারীন অগ্রসরহের ধারে এই সকল বীরগণকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যের মধ্যে প্রধান যুদ্ধগণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন।

অথাব্রবন্ মহাত্মানঃ পুরুষর্ষভাঃ।
দুর্যোধনো মহারাজ তদা তত্র। মহাবলঃ ॥ ২৪
ভীষ্মঃ শান্তনবিরাজন্ দ্রোণস্তদ্রূপাচার্যঃ।
ত্রয়ৈতে পাণ্ডবাঃ পূর্বং পাঞ্চালাশ্চ সবৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫
অস্মাকমপি সংগ্রামে তব পুত্রান্ মহারথাঃ।
তস্মাদ্যুদ্ধমপক্রম্য চিরমেতৎ বিশাম্পতে ॥ ২৬
দুর্যোধনবচঃ শ্রুত্বা তদ্ব পার্থো নরর্ষভঃ।
যথা ব্যবহরেচ্চৈব তথা কৃষ্ণোঽভ্যভাষত ॥ ২৭
তমৈব পাণ্ডবঃ কৃষ্ণং তব পুত্রান্ মহারথান্।
ভীষ্মং চ দ্রোণং চ তথা তেষাং চৈব মহাত্মনাম্ ॥ ২৮
তৈরেতৈ রথিনাং শ্রেষ্ঠৈর্যুদ্ধায় সমুপস্থিতৈঃ।
তৈশ্চৈব চতুরঙ্গিণ্যা সেনয়া চ সমাবৃতঃ ॥ ২৯
তথা তৈরাততায়িভিরেতৈরক্ষৌহিণীপতিভিঃ।
(দুর্যোধনার্থে বীরৈঃ কুরুক্ষেত্রসমবেতকৈঃ।)
সর্বৈরাততায়িভিরেতৈ রক্ষৈশ্চৈব তথা পুরা।
দুর্যোধনো মহারাজ পাণ্ডবঃ বিনিবৈষিষিঃ ॥ ৩১
বাসুদেবঞ্চ বিংশত্যা তাড়য়ামাস সায়কৈঃ।

অনন্তর মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাবল দুর্যোধন এই তিন জন মহারথ কহিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয় বীরদিগের সহিত সংগ্রাম করিবেন। ২৪-২৫

এইরূপ বীরবর মহারথী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে আপনার ভীষ্ম প্রভৃতি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবেন। ২৬

প্রজানাথ! দুর্যোধন সংগ্রামাভিলাষী অর্জুন ও বিশিষ্ট আকার দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অর্জুন দুর্যোধনের বাক্যে নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়া আর অন্যথা হইতে পারিবেন না।

তখন তিনি বিপক্ষ সমরাভিলাষী অমাত্যবর্গকে ত্যাগ করিয়া রাখিবেন, সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করিলেন।

তারত! এই দুইজন রথিশ্রেষ্ঠের মধ্যে কেহ দুর্বল বীর ছিলেন। উহাঁরা দুইজনেই তুল্য এবং পূর্ণশক্তি ছিলেন। তারত! দুর্যোধন ও অর্জুন এই দুই বীর দুরাসদ এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন এবং উহাঁরা দুইজনে আপনার ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী ছিলেন। সেই মহাসংগ্রামে উহাঁরা উভয়ে একত্র পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, যেরূপ পূর্বকালে দেবরাজ ও দৈত্য পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

মহারাজ! তখন দুষ্ট দুর্যোধন বিনা যাদব পাণ্ডবদিগের অর্জুনকে এবং বিনা যাদব মহাবেগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিবেচনা করিলেন ॥

তদোৎপতন্তো জাবস্তাবাদিত্যে চ দীপ্তে শীঘ্রম্ ॥৩২
দুর্যোধনং পরেষাঞ্চ যোধাচারো সমার্পয়ৎ।
যে তত্র কবয়ঃ সিদ্ধা পশ্যন্তি যোগিনশ্চরন্তে ॥ ৩৩
(যত্রৈব পরমা ধারণাষ্টাঙ্গঃ যুক্তিরাত্মনঃ।)
দুর্যোধনমিতিঃ ক্রুদ্ধঃ পার্থঃ বিজয় পত্রিভিঃ।
ললাটে তমসাবেধ্যে শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ৩৪
ললাটস্থৈস্তু তৈর্বাণৈঃ শুশুভে পাণ্ডবো রথে।
যথা মেরুর্মহারাজ সূর্যরশ্মিভিরুত্তমৈঃ ॥৩৫
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ পুত্রস্তব মহারথঃ।
মহারাজ রথে পার্থং বিব্যাধ পুনরাশুগৈঃ ॥ ৩৬
দুর্যোধনঃ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পীড়য়ামাস পাণ্ডবম্।
পার্থস্তীব্রং পুনঃ ক্রুদ্ধো ব্যাঃ পূর্বং বিশাম্পতে ॥ ৩৭
পীড়যামাস বলবান্ পুত্রস্তব বিশাম্পতে।
বিব্যাধ সমরে পার্থং কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৩৮
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্বা হয়াং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
আজঘান ততঃ পশ্চাৎ পুনঃ ত্রিভিরথেষুভিঃ ॥ ৩৯

তখনই শীঘ্রকারী দুর্যোধন ও অর্জুন সূর্যের তেজঃ উৎপন্ন হইল এবং তখন তিনি দুর্যোধনকে তীক্ষ্ণ ৯৩ শরে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ৩২

সেই মহাধনুর্ধর যোদ্ধৃবরে দুর্যোধনের তখন তিনি ও তাঁহার রক্ষকগণ দেখিতে লাগিল ॥ ৩৩-৩৪

তখনই ; তখন দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের ললাটে আকর্ণপরিপূর্ণ ও পক্ষযুক্ত তিনটি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪

ললাটে প্রবিষ্ট সেই বাণত্রিতয়ে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ মেরুশৃঙ্গে তীব্র তিনটী সূর্যরশ্মি উহার উপরিভাগে শোভা পাইয়া থাকে। ৩৫

আপনার মহাধনুর্ধর পুত্রের বাণে মুখে অতিশয় আঘাত হইয়া মহারথ অর্জুন তিনটি পলাশপুঙ্খের ন্যায় শোভাশালী হইলেন। ৩৬

অনন্তর ক্রুদ্ধ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন দুর্যোধনকে সেইরূপে পীড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পূর্বদিবস তিনি আঘাত করিয়া পূর্বপক্ষকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ৩৭

প্রজানাথ! বলবান্ অর্জুন বহুল পীড়িত হইয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন বিশাম্পতির ও ধনুযুক্ত বাণসমূহে সমরাঙ্গণে সেই মুহূর্তমধ্যে অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৮

মহারাজ! মহাবলী দুর্যোধন এই অবসরে ভীষ্মের ভীষণ রথের উপর ধাবিত হইলেন।

এইরূপ বীরবর মহারথী পাণ্ডবগণ যুদ্ধে দুর্যোধনের ভীষণ রথের দিকে গমনসময়ে আপনার পুত্রদিগের উপর আক্রমণ করিলেন।

প্রজানাথ! যেখানে আপনা অপেক্ষা অধিক ও বিশিষ্ট আকার দেখিলেন যে, অর্জুন দুর্যোধনের তখন নিতান্ত উপেক্ষিত হইয়া আর অন্যথা হইতে পারিবেন না।

যেরূপ বীরবৃন্দ বিপক্ষ সমরাভিলাষী অমাত্যবর্গকে ত্যাগ করিয়া রাখিবেন, সেইরূপ আপনার পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করিলেন।

ভারত! এই দুইজন রথিশ্রেষ্ঠের মধ্যে কেহ দুর্বল বীর ছিলেন। উহাঁরা দুইজনেই তুল্য এবং পূর্ণশক্তি ছিলেন। ভারত! দুর্যোধন ও অর্জুন এই দুই বীর দুরাসদ এবং ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন এবং উহাঁরা দুইজনে আপনার ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী ছিলেন। সেই মহাসংগ্রামে উহাঁরা উভয়ে একত্র পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, যেরূপ পূর্বকালে দেবরাজ ও দৈত্য পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

মহারাজ! তখন দুষ্ট দুর্যোধন বিনা যাদব পাণ্ডবদিগের অর্জুনকে এবং বিনা যাদব মহাবেগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিবেচনা করিলেন ॥

সোঽহং কার্ষ্ণিরথাদ্য ভীষ্মস্য প্রমুখে স্থিতঃ।
অর্জুনঃ পক্ষবিশেষজ্ঞো বাহ্যোরক্ষসি রক্ষিতা। ৪০
তত্র ক্রুদ্ধো মহারাজ পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
অস্ত্রৈরস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠান্ যময়ত্যেকপাবকান্ বহূন্।
অস্ত্রান্তরেণ তান্ বাণাংশ্ছিত্ত্বেষূন্ তনয়স্তব।
মহদানন্দ পার্থস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ। ৪১
পার্থেন নিশিতৈর্বাণৈরর্দিতাঃ সমরাঙ্গণে।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে পার্থং শরান্ সন্ধায় কার্ষ্ণুকে। ৪২
শ্রেষ্ঠরাজাদদে সংখ্যে ঘোরমুগ্রান্ বিনাশিতান্।
তদন্তরেণ মহারাজ তস্য কায়ে মহাত্মনঃ। ৪৩
ন্যপা ছাদয়ন্ মহারাজ তস্যাঙ্গাঃ প্রাণা ভারত।

দীপ্তিমদ্ভিস্তথা পুঙ্খৈঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা। ৪৪
ছিন্না পার্থং হনে তূর্ণং ভীষ্মস্য রথমাব্রজন্।
তথাপি মজ্জমানস্য ভীষ্মো ভীমেন্দ্রবদ্ বলী। ৪৫
প্রবিলস্য তত্র সংজ্ঞাং পুনরেব বিলম্ভতে।
অথৈনং তত্র শূরো বৈ পুনরেব পরাক্রমী। ৪৬
শরৈঃ সুনিশিতৈঃ পার্থঃ ব্যধ্যৎ বৃদ্ধং পুনঃপুনঃ।
বিবিধেন মহাবাহো বিধানেন নৈব চার্জুনঃ। ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি অর্জুন-কৃপাদিসমাগমে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১০

তখন অর্জুন তিনটি বাণে কৃপাচার্যের ধ্বজ ও ধনু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া আসনার পুত্র কৃপাচার্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৩৯

তাহাতে কৃপাচার্য অন্য ধনু লইয়া তীক্ষ্ণের সম্মুখে অবস্থান করিয়া অর্জুনের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে পরিপূর্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ৪০

মহারাজ! তখন সত্যসন্ধির সম্মানক পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাচার্যের উপর ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৪১

কিন্তু আপনার পুত্র কৃপাচার্য দূরে প্রবলবীর অর্জুনের সেই বাণগুলি নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই ছেদন করিলেন। তখন ইহা বেশ অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ৪২

বাণসমূহ ছিন্ন হইবার পর আপনার পুত্র কৃপাচার্য তূণীরমুখ অর্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন সংগ্রামে অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ লক্ষ্য করিয়া পঙ্খযুক্ত এবং শিলাতে ঘষিয়া বাণসমূহের ধারদ্বারা সজ্জিত করিলেন এবং তেজস্বিতে কৃপাচার্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর। যেরূপ হংসগণ সরোবরে যায়। তাহার বিষয়ে কুশ বিদ্ধ প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ বাণগুলি মহাত্মা কৃপাচার্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ আপনার পুত্র কৃপাচার্য মুখে অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর ভীষ্মের রথে ফিরিয়া গমন করিলেন। সেই সময় আপনার সন্তুষ্ট নিক্ষেপকারী কৃপাচার্যের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল। ৪৩-৪৬

প্রজানাথ! তদনন্তর আপনার পরাক্রমী ও সৌভাগ্যশালী পৌত্র কৃপাচার্য পুনরায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা মূর্ছাযুক্ত অর্জুনকে প্রতিরোধ করিলেন। তখন মনে হইল—ইন্দ্র যেন বৃত্রাসুরের গতিরোধ করিলেন। বিশালবেগে কৃপাচার্য নিজ বাণসমূহে অর্জুনের অঙ্গ-বিক্ষত করিয়া দিলেন; কিন্তু অর্জুন আহত হইলেন না। ৪৭-৪৮

ইতিমধ্যে যেরূপ্যাদিলক্ষণ শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে অর্জুন ও কৃপাচার্যের যুদ্ধ সমাগম-বিষয়ক দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবপক্ষয়োঃ প্রথম-প্রথম-মহাযোধযুদ্ধবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

সাত্যকিঃ সৈনিকং যুদ্ধে কৌরবাণামুপস্থিতম্।
আর্ষভীমৃষিভির্যুক্তো ব্যূহমাশ্বাস সংযুগে। ১
মাধবস্তু মুদাযুক্তো বাক্যজ্ঞ ঋষভৈঃ শুভৈঃ।
আজঘান হয়ে রাজন্ প্রহসন্নিব ভারত। ২
তমৈষত রাজন্যো রাজন্ মাধবং ঋষভৈঃ শুভৈঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ রাজেন্দ্র সংক্রুদ্ধ বিনিপুত্রবম্। ৩
সৈনেয়ঃ পঞ্চভিস্তু প্রেষয়ামাস সংযুগে।
রাজানং যুদ্ধসংক্রুদ্ধো মাধবঃ পরবীরহা। ৪
তয়োঃ শ্রেষ্ঠো মহারাজ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
বিব্যাধ বিংশতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ শিনিনাথং নবভিঃ শরৈঃ। ৫
মাধবস্তু ক্রুধঃ বিদ্ধো রাজসেন হৃদি ভৃশম্।
বার্ষ্যায়ণঞ্চ ত্রিগুণৈ ভূয়সা চ নবভিঃ শরৈঃ। ৬
ভরদ্বাজস্তু সংক্রুদ্ধো মাধবং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আজঘানাশু সমরে ভৌমসেনিরিব মহাগজম্। ৭
বিরাট দ্রুপদঃ যুদ্ধে শৈনেয়ো রথিনাং বরঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজং তে শিক্ষেপ শরান্ সপ্ত সপ্তভিঃ। ৮
তত প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা মাধবস্য মহদ্ ধনুঃ।
চিচ্ছেদ শরমারেণ তাম্রেণ কুরুনন্দন। ৯
অথাস্য ধনুরাচ্ছিদ্য কেতনং পরিবীরহা।
তমনদ্ধং রণে ক্রুদ্ধঃ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ১০
সোঽভিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ শক্তিং পরিঘসন্নিভাম্।
শক্তিং ঋষভচর্মস্থাং চিক্ষেপাবাসনীং দৃঢ়াম্। ১১
তয়ঽতোপমা ঘোরা চিক্ষেপ পরমাহবে।
তামাপতন্তীং সহসা তস্য বাহুবলেরিতাম্। ১২
সাত্যকিঃ সমরে রাজন্ ছিত্বা চিক্ষেপ সায়কৈঃ।
ততঃ পপাত সহসা মহেষ্বাসস্য সা প্রভা। ১৩

একাধিকশততম অধ্যায়।

[কৌরব ও পাণ্ডবদলের প্রথম প্রথম মহারথী বীরদলের পরস্পরের বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জয় ধনুর্ধারী সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ শরদ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া মহারথগণ তাঁহাকে চতুর্দিক আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। ১

রাজন্! তখনকার! ইহা দেখিয়া সাত্যকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থানে রাজগণ পরস্পরকে বারিতে বারিতে নষ্ট বাণ প্রহার করিলেন। ২

রাজেন্দ্র! তখন সেই রাজগণ পরস্পরের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূতপুত্রকে সাত্যকিকে নয়টি বাণে পীড়িত করিল। ৩

ইহাতে সূতপুত্রকর্তৃক সাত্যকির অত্যন্ত ক্রোধবৃদ্ধি হইল এবং সমরাঙ্গনে তিনি রাজার পরস্পরের উপর বহু বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৪

তখনকার রাজগণ পরস্পর পরাক্রমশালী মহারথ সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বিদ্ধ করিল এবং কিংকর্তব্য করিতে পারিল। ৫

সেই সময় রাজন্ পরস্পর সংগ্রামে পরস্পর ও পরস্পর পরস্পর হইতেও দুর্জয়ী সাত্যকি হাস্য করিতে লাগিলেন এবং গর্জন করিয়া উঠিলেন। ৬

তখন ক্রুদ্ধ ভরদ্বাজ নিশিত বাণসমূহে যুযুধানপুত্র সাত্যকিকে সেইরূপে পীড়িত করিলেন, যেরূপ মাতঙ্গ পরস্পরকে পীড়িত করিয়া থাকে। ৭

তখন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাত্যকি যুদ্ধে সেই রাজগণকে ত্যাগ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের উপর শরবর্ষণপূর্বক মহাবেগে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৮

ইহা দেখিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত সাত্যকির বিপক্ষ পক্ষীয় এক নিকৃষ্ট যোদ্ধার প্রাণ পরমাবধিনি একটি তাম্রময় বাণ দ্বারা ছেদন করিলেন। ৯

তখন পরবীরঘাতী সাত্যকি অন্য একটি বেগবান্ ধনু লইয়া তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বাসনযুক্ত দৃঢ় ক্রুদ্ধ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। ১০

এইরূপে অত্যন্ত আহত হইয়া মহাধনুর্ধর ভগদত্ত তাঁহার প্রতি ঋষভচর্মে আবৃত পরিঘসদৃশ দৃঢ় ও ভয়ঙ্করী অন্য একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন।

ভগদত্তের বাহুবেগ হইতে প্রেরিত হইয়া সহসা নিক্ষিপ্ত উক্ত পরমাস্ত্র সেই শক্তিকে সাত্যকি বাণসমূহে বিদারিত করিয়া দিলেন।

শঙ্খং দিব্যিবরাঃ দৃষ্ট্বা পুরুষর্ষভ বিস্মিতাঃ।
হর্ষাচ্চ প্রমহাংস্তেষাং বাহনাধাম মাধবম্ ॥ ১৪
তথা পাঞ্চজন্যং দৃষ্ট্বা বাসুদেবেন মারিষ।
দুর্যোধনো দুঃখ ক্রুদ্ধো ভ্রাতৃন্ সর্বানুবাচ হ ॥১৫
তথা ভূতস্য কৌরব্য যথা চ সাত্যকেঃ যুধি।
ন ভীষ্মং প্রতিনিবার্তি মহতোঽপ্যস্ত্রসংঘতান্ ॥ ১৬
যস্মিন্ হতে হতঃ যদ্ধে পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
তমেবি চ যতন্তঃ পরিতৃষ্ট মহারথাঃ ॥ ১৭
শৈনেয়ঃ যোধয়ামাস্থ কৌরবাণাং চমূমুখে।
(অভিমন্যুঃ তথাত্যর্থং ভীষ্মস্যাসীদ্ বধে।)
আত্মোৎসর্গায়ো বলবান্ বাসুদেবসমো যুধি ॥ ১৮
আত্মনিঃ কুলনিবিক্তা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
পুনরেব চমূমেষ্যা বাসুদেবং তং দৃপ ॥ ১৯
যুগান্তিপন্ন সমরে পুনর্বিষ্ণুং পরন্তিঃ।

সাত্যকিং চাস্ত্র মবিভিন্নিন্ ভীষ্মস্য জীবিতম্ ॥ ২০
তম্ যুদ্ধমাসীৎ সুমহৎ তয়োরত্যন্ত মাগমে।
যোজাবাম্ বাসুদেবং শিনেয়ো পরন্তপঃ ॥ ২১
বিরাট-দ্রুপদৌ যুদ্ধে বাসবৌ মহাবলৌ।
ভীষ্মং তু নিধনাবাম্ত্রমন্তৌ মহারথৌ ॥ ২২
অশ্বত্থামা রণে ক্রুদ্ধঃ সমাম্ত্র বধসন্তঃ।
ততঃ প্রবয়তে যুদ্ধঃ তুমুলোলক্ষণ চ ভারত ॥ ২৩
বিরাটো বথশক্তিভ্যাং বাজমানে পরন্তপ।
ধনুষ্যনঃ শরেষাসঃ শৌণিতাহবশোণিনম্ ॥ ২৪
দ্রুপদশ্চ বিবিধৈর্বাণৈর্বিব্যাধ নিশিতৈস্তথা।
গুরুপুত্রঃ সমাসাদ্য প্রহরন্তৌ মহাবলৌ ॥ ২৫
অশ্বত্থামা তদ্রথৌ তু বিব্যাধে বহুভিঃ শরৈঃ।
বিরাট-দ্রুপদৌ বীরৌ ভীষ্মঃ প্রতি সমুদ্যতৌ ॥২৬
তমাম্ত্রমস্ত্রেণ দ্রুতমেবাভিবার্য বৈ।
যদ্ যৌগিসাত্যকান্ ঘোরান্ প্রত্যাবারয়তাঃ যুধি ॥ ২৭

তখন সেই পাঞ্চ ভয়ানক হইয়া বিপক্ষ ঐরাত্ত ভূমিতে পতিত হইল। প্রভাবার! তখনকার পক্ষিদের এই ধ্বনিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন বিষাদ প্রাপ্তিলেন। পক্ষিত আপনি সাত্যকিকে লক্ষ করিলেন ॥ ১১-১৪

হৃষিকেশের মহাবলী সাত্যকিকে পরাক্রম পরিচয় দেখিয়া দুর্যোধন পক্ষাত ক্রোধে পরিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে বলিলেন ॥ ১৫

কৌরবগণ! ক্রোধের এমন প্রবল বল, যাহাতে এই সমরাঙ্গনে আগত সাত্যকি আমাদের এই বিশাল সৈন্যকে বিনষ্ট করিতে পারে। নিশ্চয় ইহাকে বধ না করিলে ॥ ১৬

সাত্যকি নিহত হইলে আমি পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। দুর্যোধনের এই কথাতে প্রবৃদ্ধ করিয়া কৌরব-মহারথীরা প্রস্তুতিতে ভীষ্মের সম্মুখে যাইয়া উহারা সাত্যকির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া অস্ত্রবিদ্যার অভিজ্ঞতায় আপনার দেখিয়া মহাবলী বাসুদেবসম যুযুধানি ভীষ্মকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৭-১৮

রাজন্! মাধবের সহিত আমাদের যুদ্ধ যাহার দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়া, হে নৃপ! পুনরায় শৈনেয়কে যাহার দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥ ১৯

তখনকার সমরাঙ্গনে ভীষ্মের ভীষণ ক্রিয়া করিতে ইচ্ছুক মাধবের সহিত অভিমন্যুর পুনরায় পাঞ্চজন্য যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহুবিধ বাণের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তখন পরন্তপ শিনেয়ী মহাবলশালী ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন, সেই সময় এই দুই বলের (অভিমন্যু ও বাসুদেবের) মধ্যে সমরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল ॥ ২১

যুদ্ধ রাজা মহাবলী বিরাট ও দ্রুপদ ভীষ্মবধের সেই বিষাদ ৭৫
সৈন্যকে বিনাশ করিতে করিতে পক্ষাত ক্রোধের সহিত ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

তখন ভবিষ্যতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ভ্রাতাদের তুলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তারপর! তারপর তাঁহার সহিত বিরাট ও দ্রুপদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩

পরন্তপ! রাজা বিরাট সংগ্রামে যোদ্ধাগণী ও মহাবলে মাধবর্ষের অশ্বত্থামাকে তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

সেই সময় দ্রুপদ বিপক্ষী ভীষ্মাগণে অশ্বত্থামাকে আহত করিলেন। এইরূপে প্রহারকারী দুই মহাবল নরশিরে অশ্বত্থামা অনেক প্রকার বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ই তখন ভীষ্মের বধ করিতে উদ্যত ছিলেন ॥ ২৫-২৬

রাজন্! সেখানে এই দুই বৃদ্ধ নরপতির প্রত্যুপ সাহস ও মহাপরাক্রম দেখিয়া মাধবিগণ যে, তাঁহারা উভয়ে সেই সময় অশ্বত্থামাকে তখন বাধাদানে বিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

সহদেবঃ তথা মাদ্রঃ কৃতং পাণ্ডবনন্দনাঃ।
দৃষ্ট্বা বাণৌঘ বর্ষাণি ঘোরাণি ভরতর্ষভ। ২৮
কৃপস্য সমরে পূর্বো মাদ্রীপুত্রঃ মহারথঃ।
আজঘান শরৈর্তূর্ণং সপ্তভ্যো রুক্মভূষিতৈঃ। ২৯
তস্য মাদ্রীসুতশ্চাপং ছিত্বা ভিল্লেন মার্গণৈঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ। ৩০
সোঽন্যৎ ভার্গবমাদায় সমরে ভারসাধনম্।
মাদ্রীসুতং পুনশ্চক্রে দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৩১
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধ ইষ্বস্ত্রং ভীষণং ভৃগোঃ।
তথৈব পাণ্ডবো রাজন্ বাণবর্ষমবর্ষয়ৎ। ৩২
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো ভীষণং রুক্মভূষিতম্।
তয়োর্যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোররূপং ভয়াবহম্। ৩৩
নকুলঃ তু রণে ক্রুদ্ধো বিকর্ণং পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ সায়কৈঃ ষষ্ট্যা রুক্মপুঙ্খৈঃ মহাবলম্। ৩৪
বহুলোঽপি ক্ষুরৈঃ বিদ্ধস্য পুত্রেণ বীর্যবান্।

বিকর্ণঃ সমরশ্লাঘী বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ। ৩৫
তত্র তৌ মহাবীর্যৌ ভীমরূপৌ ভয়ানকৌ।
অযুধ্যতাং তদা বীরৌ ঘোরেণ লোমহর্ষিণা। ৩৬
ততোঽন্যৎ ধনুরাদায় বিকর্ণঃ বিপুলং তদা বাহিনীম্।
দুর্মুখঃ সমরে প্রাহাৎ ভীমরূপো ভয়াবহঃ। ৩৭
বৈচিত্রিস্তু রথে রাজন্ দুর্মুখং শত্রুতাপনম্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ শরেণানতপর্বণা। ৩৮
তীক্ষ্ণেনাসৃগ্ভয়ং চাপি দুর্মুখঃ সুমহাবলঃ।
ষষ্ট্যা বীরো নবম্ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ রুক্মভূষিতম্। ৩৯
দৃষ্ট্বাস্ত্রং তথায়ান্তং ভীষণং ব্যথয়ন্নিব।
হার্দিক্যো বাহয়ামাস রথমেনং মহাবলঃ। ৪০
হার্দিক্যঃ পার্ষতঃ চাপি বিদ্ধ্যা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
পুনঃ পঞ্চাশতা তূর্ণং ত্রিভিঃ ত্রিভিরতাড়য়ৎ। ৪১
আজঘান মহাবাহুঃ পার্ষতঃ তু মহারথম্।
তং চৈব পার্ষতো রাজন্ হার্দিক্যং নবভিঃ শরৈঃ। ৪২

এইরূপে ভীষ্মকে আক্রমণ করিবার তত্ত্ব ভীষ্ম সমরাঙ্গনে পরশুরামশিষ্য ভার্গবকে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। তখন এরূপ মনে হইল যে, কোন এক সময় তাঁহার উপর যত এক অসুর হাতী আক্রমণ করিল। ২৮

বীরবর কৃপাচার্য্য প্রথমে মহাবলী মাদ্রীপুত্রকে সংহারের পরিকল্পনা করিয়াই বাণে অভিষিক্ত বিদ্ধ করিলেন। ২৯

তখন মাদ্রীসুতের সারথিকে বীর বাণদ্বারে তাঁহার যষ্টিকে ছেদন করিয়া বিনাশ এবং বহু ছিন্ন হইবার পর তাঁহাকে একটি বাণে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ৩০

তারপর ভীষ্মের ভীষণ কথা করিতে অভিলাষী কৃপাচার্য্য তাহাকে তার বদ্ধ করিতে সমর্থ অন্য একটি বহু লইয়া অভিলাষ ছেদিতে সমরের স্থানস্থলে ঘোরের সহিত দশটি তীক্ষ্ণবাণ প্রহার করিলেন।

রাজন্! এইরূপ পরস্পরের সংহারের কুশিত হইয়া ভীষ্মের মনের ইচ্ছার অনুরূপ কৃপাচার্য্যের বক্ষস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন ইহাদের উভয়ের মধ্যে ঘোরতর রুক্মাস্ত্রের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৩১-৩৩

অন্যদিকে ক্রুদ্ধ শত্রুতাপন বিকর্ণ যুদ্ধস্থলে মহাবল ভীষ্মের রক্ষার জন্যের বাহিনী যাহা বহুলকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৪

আক্রমণে যুধিষ্ঠির পুত্র বিকর্ণের বাণে আঘাত পাইয়া বহুলও সারথিটি বাণে বিকর্ণের অশ্বসমূহকে বাণে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। ৩৫

ঘোরে যোদ্ধা দুটি রূপ সমস্যা যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুতাপন এই দুই যুদ্ধস্থলে বীর বিকর্ণ ও বহুল ভীষ্মের জন্য প্রাণান্তকর বলপ্রয়োগ করিতে থাকিলেন। ৩৬

সেই সময় পরাক্রমশালী দুর্মুখ সমরাঙ্গনে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য রাজন্ ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিলেন। এই ঘটোৎকচ তখন আসার বৈচিত্রিকে সংহার করিবে করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। ৩৭

রাজন্! সেই সময় শত্রুতাপন দুর্মুখের বক্ষঃস্থলে ক্রুদ্ধ হিড়িম্বা-নন্দন ঘটোৎকচ আক্রমণকারী বাণসমূহে আঘাত করিল। ৩৮

তখন বীর দুর্মুখ তাহার শরীর কাঁপিতে করিতে দুঃখ দুর্বিষহ যাহাতে আসে তাহা ভীষণদর্শন ঘটোৎকচের দুষ্কর অস্ত্রসমূহ বিদ্ধ করিলেন। ৩৯

এইরূপ ভীষণ আসার অস্ত্র তাহাদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধারম্ভে আসিতে দেখিয়া মহাবলী হার্দিক্য নিবারণ করিলেন। ৪০

হার্দিক্য ভীষণদর্শন যুদ্ধারম্ভে লৌহনির্মিত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া অতি সত্বর পুনরায় পঞ্চাশটি বাণে আঘাত করত তাঁহাকে বলিলেন—থামো, থামো। ৪১

এইভাবে আসার হওয়ায় মহাবলী যুদ্ধারম্ভে শুরু। আহত

বিন্যাব বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ।
অরোঃ সমরম্ মূঢ়ঃ ভীষ্মরথোপযাযিনে ॥ ৬০
অন্যোন্যাভিহয়ে যুদ্ধে যথা যুদ্ধ-মরেন্দ্রয়োঃ।
ভীষ্মসেনা তথাযাদ্ভ ভীষ্মঃ প্রতি মহারথম্ ॥ ৬১
ধৃষ্টদ্যুম্নায়াদ্যাম্ ধৃষ্টঃ বিদ্ধ্যে বিদ্ধ্যেতি চাব্রবীৎ।
সৌবলস্যিদ্ধো ভীষ্মযাজ্ঞায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৬২
বাযাত্তেন সুতীক্ষ্ণেন ক্ষুরপ্রেণ মহাযশে।
উদ্যম্যেন ধনুষ্যে তেন ভীষ্মেণ; প্রবাপবান্ ॥ ৬৩
ধনুশ্চকার যথা ক্রৌঞ্চঃ পুরা নৃপতিসত্তম।
সৌ শরান্ সূর্যসঙ্কাশান্ কঙ্কবর্হপরিষ্কৃতান্ ॥ ৬৭
অন্যোন্যস্য রথে ক্রুদ্ধৌ চিক্ষিপাতে নরর্ষভৌ।
ভীষ্মো ভীষ্মযাকাঙ্ক্ষী সৌবলিঃ সহারথম্ ॥ ৬৮
তথা ভীষ্মরথে ঘূঃ সৌবলিস্য শাতযম্।
কৃতপ্রতিকৃতে যত্তৌ যোধয়ামাসতুঃ যুধে ॥ ৬৯

ধৃষ্টিরঃ তু কৌন্তেয়ঃ মহত্যা সেনযা বৃতম্।
ভীষ্মাভিমুখমায়ান্তম্ তাবকানাম্ ভযাবহম্ ॥ ৭০
(তম্ম যুদ্ধমভূৎ ঘোরম্ তযোঃ পুরুষসিংহযোঃ।)
যোধযন্ত্যা যমনিভৈঃ পর্বতপ্রতিমৈরপি ॥
অথা প্রহরতাম্ তত্র সমকম্পত্ত মেদিনী ॥ ৭১
সা সেনা মহতী রাজন্ পাণ্ডুপুত্রস্য সংযুগে।
হ্রাদেন বারিতা যত্তা ন চচাল পদাৎ পদম্ ॥ ৭২
তেষিতাঃ তত্র যত্তম্ ভীষ্মঃ প্রতি মনেষিণম্।
চিত্রসেনস্তত্র সুতঃ ক্রুদ্ধঃ সমযবারযৎ ॥ ৭৩
ভীষ্মহেতোঃ পরাক্রান্তস্তিষ্ঠতেস্তঃ পরাক্রমী।
তেষিতানাম্ পদম্ পত্তা যোধযামাস ভারত ॥ ৭৪
তাবপি তেষিতানোহপি চিত্রসেনমযারযৎ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরম্ তত্রোক্তম্ সমাযযে ॥ ৭৫
অন্যুনো দাযাযাদ্ভ যত্তপত্তম্ তাবত।
বিস্মাপিকম্ তত্র যুদ্ধে সেনাঃ তব মমম্ চ ॥ ৭৬

করিলেন। রাজন্! তখন দুর্যোধন বলসমন্বিত মহাধনুর্ধর যোদ্ধাদিগকে ভীষ্মের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন॥

সেই সময় ভীষ্মের রক্ষা-ব্যবস্থায় এই দুই বীর দুর্যোধন ও দুঃশাসনের মনে ইহা এবং দুর্যোধনের প্রাণ তখন দৃঢ় হইতে পারিল। ইহাতে উহারা পরমসুখ হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

এইরূপ সময়েই ভীষ্মের দিকে ভীমসেনকে আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পরিজন উঁহার উৎসাহ করিলেন এবং বলিলেন —'যাও, যাও'।

তাহাতে সৌবলপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতি সেই বাক্যের দ্বারা ভীষ্মবধের জন্যধনে আসিতে করিলেন।

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেমনভাবে প্রতি সেই বাক্যের দ্বারা প্রজাপালী ভীষ্মের এরূপ সেনা পাইতে লাগিলেন, সেরূপ পুরাকালে কার্তিকেয়ের পক্ষিকে বিধ হইয়া ক্রৌঞ্চপর্বত ঘোরাযাত হইয়াছিল।

ক্রুদ্ধ এই দুই নরশ্রেষ্ঠ যুদ্ধে পরস্পরের উপর তখনকারের দ্বারা পরিযাজিত ও পূর্বাক্ত সেরূপ বলপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ভীষ্মসেন ভীষ্মের বধ কামনা করিয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন এবং ভীষ্মের বধ কামনা করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালবধ ভীষ্মসেনের উপর শর প্রহার করিতে লাগিলেন। ইহারা উভয়েই তখন পরস্পরের বিনিময় অস্ত্রযুদ্ধের আরম্ভ করিতে লাগিলে যুদ্ধের ছিলেন॥ ৫৭-৫৯

আর দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ভীষ্মের দিকে আসিতে দেখিয়া দুর্যোধনের উহাকে প্রতিরোধ করিলেন। তখন এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল॥ ৬০

রাজন্! দুর্যোধনের মনের ধর্ম যম যেমনভাবে যুদ্ধ করিতেছিল। আহা! ইহা দেখিয়া প্রজাগণ বীরদর্প প্রদর্শিত হইয়া উঠিলেন॥ ৬১

মহারাজ! সেই যুদ্ধকালে পাণ্ডুপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের বিশাল সৈন্যবাহিনী যখন দুর্যোধনের বলপূর্ণ প্রতিরোধ হইল, তখন তাহারা কিছুতেই তাহা অতিক্রম করিতে পারিল না॥ ৬২

অনন্তর। অন্য দিকে ভীষ্মের প্রতি যমদণ্ডের ন্যায়ভয়ানক ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আসিতে দেখিয়া পুত্র চিত্রসেন নিবারণ করিলেন॥ ৬৩

পরাক্রমী চিত্রসেন ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য পরাক্রম দেখাইতেছিলেন। ভারত! তিনি দৃঢ়পতি প্রয়োগ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও চিত্রসেনের পরিরোধ করিলেন। তখন তাঁহাদের উভয়ের সমানভাবে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ৬৪-৬৫

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাহারা প্রতিরক্ষা করিতে আসিয়াছিল পুত্র দুঃশাসনকে দুর্যোধন করিয়া নিজ আপনার সৈন্যদিগকে অধিক করিতে লাগিলেন॥ ৬৬

দ্রুপদোঽপি পরন্তপঃ পার্থিবব্যাঘ্রঃ।
ক্ষত্রধর্মং সমাস্থায় নির্ভিন্দ্য তারম্॥ ৫৭
(পার্থোঽপি সমরে রাজন্ দ্রুপদানন্দবর্ধনঃ।
তাড়িতে ভল্লে পূর্ণে পার্থবাহৈরভিষ্টুতঃ।
ধনুষ্য বাধিতা সেনা দৃষ্ট্বা পার্থপরাক্রমম্।
পুনশ্চ তাড়িতা যেন পার্থেনাদিত্যবর্চসা॥)

ন্যবর্তয়ন্ত সমরে পুত্রস্য তব বাহিনী।
দোগ্ধারে ধনিনঃ ক্ষেমৈষিণ ঘোরম্ তারম্॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ষষ্ঠভূতে একাদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১১

ভারত! সেই সময় দ্রুপদের অদ্ভুত বাহুবলে ভোজগণ ভীষ্মের নিধন সম্বন্ধের করিতে না পারে, এজন্য নিজের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করত অর্জুনকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৫৭

(রাজন্! অর্জুনও সমরস্থলে দ্রুপদরাজকে বীর বাহুবলে পালন করিতে থাকিলেন। অর্জুনের সমরশালী বাহুবলে আপনার পুত্র ধার্তরাষ্ট্র তাড়িত হইতে থাকিলে পার্থের পরাক্রম দেখিয়া আপনার সমস্ত সৈন্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল। অধিকন্তু অর্জুন পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বৈদ্ধিত করিতে লাগিলেন।)

তদনন্তর! সেই সংগ্রামে আপনার পুত্র দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীরা যেখানে সেখানে সেই বলী বীরের বাণে আহত বিদ্ধ হইয়া আলোড়িত (বিক্ষুব্ধ) হইয়া ছুটিতে লাগিল। ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতীয় শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের অন্তর্ভুক্তিতের একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অতঃপর নিখিলসমূহ বর্ণনা করিতে করিতে দ্রোণাচার্যের ভীষ্মের রক্ষার্থে দুর্যোধনের সহ যুদ্ধসম্বন্ধীয় আলোচনার।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ বীর্যে মহেষ্বাসো মন্ত্রবানবিচক্ষণঃ।
সমাদায় মহচ্চাপং মন্ত্রবারণবারণম্॥ ১
বিধূমানো নরশ্রেষ্ঠো জ্বালয়ানো বপুষিনীম্।
পৃচ্ছমানো পাণ্ডবেয়ানঃ গহেমানো মহাবলঃ॥ ২
নিমিত্তানি নিমিত্তজ্ঞঃ সর্বশো ভীষ্ম বীর্যবান্।
প্রতপন্তমনীকানি দ্রোণঃ পুত্রমভাষত॥ ৩

অহং হি নিয়তপ্রাণ ইব পার্থো মহারথঃ।
বিধাস্যতি সমরে ভীষ্মং পরং যত্নঃ করিষ্যতি॥ ৪
ইত্যপরান্তি হি মে মানা বহুঃ সংযুগমীয়ুষঃ।
দোষবত্তানি যদ্ভানি ক্রুরে যে বর্ততে মতিঃ॥ ৫
নিত্যমাত্মানি দোষাণি যান্যস্মিন্ দুষ্টচিত্তঃ।
নীচৈর্নৃত্রা নিকৃতেন ভারতানাং ভয়ং প্রতি॥ ৬
নষ্টপ্রজ্ঞ ইবাত্মানং সর্বতো লোহিতা দিশঃ।
রসতে যাবতে বৃদ্ধিঃ কম্পতীব চ সর্বতঃ॥ ৭

পুত্র অবধানকালে এই কথা বলেন॥ ১-৩

ভারত! আমি সেই দিন, যে দিন দ্রোণ অদ্ভুত সমরস্থলে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়া বিশেষ যত্ন করিবে। ৪

আমার বাসস্থল দূষিত হইতে উৎপতিত হইতেছে (উল্কা পড়িতেছে)। গৃহ প্রস্ফুটিত হইতেছে, অগ্নি আপনাআপনিই দহনে সমুদ্যত হইতেছে এবং আমার মনে ক্রূরতর করিবার জন্য মতি উপস্থিত হইতেছে। ৫

চারিদিক শত শত পক্ষীরা অমাবিধুর স্বরে রব করিতেছে। পৃথ্বী (ধরণি)-রও মিষে আলিয়া ভৈরব-ভৈরবরা সূচাইতে হইতেছে। ৬

সূর্যের প্রভা যেন হত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎসমূহ সর্বদাই

ধ্বজা ভূতা রথাদস্মাৎ ব্যাহরন্তি মুহুর্মুহুঃ।
নিমাংস্তৈরাশিষো ঘোরা বেদজ্ঞো যত্র জপ্যবান্ ॥৮
(ধ্বজনিবাসে তদ্ধ্বজা গৌণ্যাত্মিভূতেন তথা: ॥)
পপাত দক্ষিণো বাহুঃ সব্যেনাভিহতস্তদা।
দক্ষবন্ধঞ্চ পরিতো ভাতুমারুহ্য বিষ্ঠিতি ॥৯
পরিবেষস্তথা ঘোরশ্চন্দ্র-সূর্যোপসংগ্রহে।
বেদয়ন্তো ভয়ং ঘোরং রাজ্ঞঃ দেবাবতারণম্ ॥১০
দেবতায়তনদ্বারাণ্ড দৌর্বেদ্যেশ্চ দেবতাঃ।
কম্পন্তে চ হসন্তে চ রুদন্তি চ নদন্তি চ ॥১১
অপসব্যা: প্রহাস্যন্তি কবন্ধাশ্চ দিবাকরম্।
অধাক্‌শিরাশ্চ দৃশ্যন্তে পতন্তশ্চাপি চন্দ্রমাঃ ॥১২
বপূংষি চ মহেন্দ্রাণাং বিনতাস্থানি নক্ষত্রে।
বাহবাশ্চ ত্রৈলোক্যে ন চ আত্মনি কম্পিতাঃ ॥১৩
দেবরোহকরোহপ্যেতি নবকাঞ্চ ভয়ে ভয়ম্।
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষো গাণ্ডীবস্য চ নিস্বনঃ ॥১৪
প্রবর্ষাদ্বায় বীভৎসুরুত্তরাদ্যাপি সাম্প্রতে।
অপশ্যোদ্যান্ রথে যোধানমোঘাংস্তুদি নিত্যদা ॥১৫
জ্বলন্তি যোধকূপাশ্চি গৌণ্ডীবং চ মে মনঃ।
ত্রিভুবিধা মহাবাহো ভীষ্মার্জুনসমাগমম্ ॥১৬
ওং তেন নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ পাঞ্চালো পাণ্ডবেন্দ্রম্।
পুরস্কৃত্য রথে পার্থো ভীষ্মস্যাভ্যেতি সংযুগে ॥১৭
অন্তরীক্ষে পুরা ভীষ্মো নারদ: প্রত্যভাষিতম্।
ন ত্বেতা বিজিতা যাতা বৈরাজ্ঞ ন পুনঃ পুমান্ ॥১৮
অবতীর্ণাবনৈত্বেব যাজ্ঞসেনিরকাবলঃ।
ন চমেন্দ্রিকে তস্মিন্ ভয়হেতোপলক্ষ্যতে ॥১৯
এবমুক্ত্বিনিষ্ক্রান্তা প্রজা: সৌরভি যে ভুবম্।
অন্তরীক্ষে রথে পার্থঃ কৃষ্ণশ্চক্রুপায়ধঃ ॥২০
ধৃষ্টদ্যুম্নো চ দ্রোণো ভীষ্মার্জুনসমাগমঃ।
মম চাত্মসমাহন্তঃ প্রজানামধিবঃ ক্ষয়ম্ ॥২১

হইবে। অমঙ্গলসূচক ঝড়ও নিরবচ্ছিন্ন হইতেছে। পক্ষীরা কলহ করিতে করিতে সৈন্যের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধাবিত হইতেছে এবং তাহাদের মুখ হইতে রক্ত উদ্গীরিত হইতেছে ॥ ৭

সূর্যমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে বাহু ও উরুযুগ্ম পতিত হইতেছে এবং কবন্ধযুক্ত পরিঘ সূর্যের চারিদিক্ আবৃত করিয়া রহিয়াছে ॥ ৮

চন্দ্র ও সূর্যের চারিদিকে ভয়ঙ্কর পরিবেশ দেখা যাইতেছে। এই বিভিন্নই অগ্নিহোত্রির বিনাশের ভয়ের সূচনা করিতেছে ॥ ১০

দৌবারিক দুরাত্মারা দেবায়তনসমূহে দেবমূর্তিগণকে বন্দিত করিতেছে, হাস্য করিতেছে এবং রোদন করিতেছে।

প্রবল বেগের বায়ুসহকারে পরিঘসমূহ করিতে করিতে উহারা সকলে অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। কবন্ধযুক্ত ঐসব মুণ্ড রাজসমাজে ভয়ঙ্করের মাঝে রহিয়া ঊর্ধ্বে রহিয়াছে ॥ ১১-১২

অরুন্ধতিনামের জ্যোতিষ্কটিকে আমি স্পষ্টরূপে দেখিতেছি। সূর্যোদয়ের সময়ে যাহারা অরুন্ধতীকে দর্শন করিতে পারিতেছে, তাহাদের কোন ভয়ই হইতেছে না ॥ ১৩

উত্তরদক্ষিণ দিকের মধ্যে চারিদিকে পাঞ্চজন্য-শঙ্খের গম্ভীর শব্দ ও গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার শব্দ শুনা যাইতেছে ॥ ১৪

ইহাতে নিশ্চিতরূপে বোঝা যাইতেছে যে, অর্জুন যুদ্ধ-পরায়ণ হইয়া আসিতেছে। আমি যোদ্ধৃগণকে দেখিতে পাইতেছি। গাণ্ডীবের টঙ্কার শব্দ আমার হৃদয়ে নিয়তই ভীতির সঞ্চার করিতেছে ॥ ১৫

ভীষ্ম ও অর্জুনের যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছে ॥

পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডীকে এই যুদ্ধে অগ্রে করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত অর্জুন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ১৬-১৭

ভীষ্ম পূর্বেই বলিয়া দিয়াছেন যে, আমি শিখণ্ডীকে যুদ্ধ করিব না, কারণ, বিধাতা তাহাকে স্ত্রীরূপেই সৃজন করিয়াছেন। তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে ॥ ১৮

ইহা বাতীত অন্তরীক্ষে এই যুদ্ধ হইবার বিষয়ে দেবর্ষি নারদের সহিত অন্যান্য ঋষিগণের কথা হইয়াছিল। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের উপর কাহারও ভীষ্ম বধের জন্য প্রার্থনা করিবার নয় ॥ ১৯

এই সব বিষয়ের উপর যখন আমি বিচার করি; তখন আমার বুদ্ধি সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ অর্জুন পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত হইয়া রণভূমিতে কৃষ্ণসহায়ে যুদ্ধের জন্য ভীষ্মের নিকট পৌঁছিয়াছে ॥ ২০

ধৃষ্টদ্যুম্নের ক্রোধ, ভীষ্ম ও অর্জুনের সংঘর্ষ এবং আমার বিনিময়ে সমস্তপ্রাণের উৎক্রান্ত—এই তিনটী বিষয় নিশ্চয়ই প্রজাগণের অবসন্নতার কারণ হইবে ॥ ২১

মনস্বী বলবান্ যুদ্ধঃ কৃতাস্ত্রো লঘুবিক্রমঃ।
দুরাসাদী দৃঢ়স্কন্ধো বিশিষ্টশ্চ পাণ্ডবঃ। ২১
অক্ষয়ঃ সায়কৈশ্চাপি তেজোবদ্ভিশ্চ সায়কৈঃ।
বলবান্ যুধিষ্ঠিরশ্চৈব বিশ্রুতেনো মহাবলঃ। ২২
বিজয়ী চ রণে নিত্যং ভৈরবাস্ত্রশ্চ পাণ্ডবঃ।
তথা সার্দ্ধং পরিবৃঢ়ঃ শুভৈঃ পদ্মৈ মহারথৈঃ। ২৩
পদ্মাক্ষৈরমরাপ্রেষ্ঠৈঃ সংযুগে বৈশসং মহৎ।
যেষাঞ্চিত্রাণি যুদ্ধানি মহান্তি চ তথানি চ। ২৪
কথাশেষগতীর্যাংস্তে শ্রুতৈঃ সন্তর্পয়ন্তি চ।
দ্বিজেভ্যশ্চ তথান্যেভ্যো ভোজয়ন্তশ্চ বসুধি চ। ২৫
প্রাসোদ্যতবিলাস্তীক্ষ্ণাঃ শক্ত্যস্ত্রাশ্চ বলকোজ্জলাঃ।
বৈজয়ন্ত্যশ্চ রাজ্ঞাং সংক্রুদ্ধেন কিরীটিনা। ২৬
যান্তা ক্ষয়ন্তিবুঃ কালঃ প্রাণান্ পুত্রোপজীবিনঃ।

আহি ধর্মঃ সুরক্ষন্তা বলবে বিজয়ায় চ। ২৭
রথ-নাগ-হয়ার্দ্ধাঃ মহাযোধাঃ সুদুর্মদাঃ।
যথেষ্ট সংগ্রামবতীং তরন্তোঽ কলিঙ্গজ। ২৮
প্রস্থাস্যন্তা মহো যানং তলস্ত চরিতং মহৎ।
ইষ্টৈব দৃশ্যতে পার্থে প্রাজ্ঞা যত্র জনার্দ্দনঃ। ৩০
ভীমসেনশ্চ বলবান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
বাসুদেবশ্চ যাতেতৌ যত্র নাথো বাসবিষ্ণঃ। ৩১
যত্রৈষ ভগবান্ প্রভবো ধাতাত্রৈলোক্য দুর্জয়ঃ।
অপোহেত্তরীয়ো যোগো যত্র তত্রাস্তরীম্। ৩২
এষ সর্বভূতে পার্থো বাসুদেবস্য পাণ্ডবঃ।
হরেদ্ সর্বৈরপাপানি ধার্তরাষ্ট্রাণি সর্বশঃ। ৩৩
এবমালোক্যতে সৈন্যং ভোজ্যমানং কিরীটিনা।
মহাদিব্যৈঃ সুরক্ষদ্ভিঃ বিধিনেব মহাত্মভিঃ। ৩৪

পাণ্ডুপুত্রদের অর্জুন মনস্বী, বলবান্, সৌরাণাদী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, ভীমের সহিত পালনে প্রধান করিতে সমর্থ, দুরাসাদ্য অর্থাৎ যোদ্ধা বিদ্ধ, দৃঢ় স্কন্ধযুক্ত এবং কার্য করিয়া থাকিবার এবং শত্রুগণের নিশিতমুখে থাকেন ॥ ২২

ইনিও সমস্ত যোদ্ধগণকে ইহাদের পরাজিত করিতে সমর্থ হন। ইনি বলবান্, যুধিষ্ঠির, যোদ্ধগণের মধ্য করিয়াছে এবং যোদ্ধদিগের অগ্রণী ছেন ॥ ২৩

যে মুদ্ধে অর্জুন বিজয়লাভ করেন। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের অস্ত্রসমূহ অক্ষিণ হয়না। উহার ধনুর্বাণধারী পুরুষ! অতএব তুমি আমার সব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রযত্ন কর ॥ ২৪

দেখ, এই যোদ্ধগণ সংগ্রামে আজ বিপক্ষ সৈন্য যোদ্ধগণ হইয়াছে। সৌরাণাদী বীরগণের বর্ণবিচিত্র ধ্বজ এবং বিশাল ধনুগুলি অর্জুনের বাণবর্ষণে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এই, যোদ্ধ ও অশ্বারোহণ যত যত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫-২৬

বিপক্ষ গ্রাম, পর্বতের বাহন অর্থাৎ উচ্চাদির তীক্ষ্ণ পক্ষি, হাতীর উপর উচ্চারোহণ পতাকাসমূহ ক্রমে অর্জুনকর্তৃক ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে ॥ ২৭

পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইয়াও সৈন্যগণের সমস্ত প্রয়াস বিফল হইয়াছে। তুমি যাহা করিয়া যদি ও বিপক্ষগণের অস্ত্র তীক্ষ্ণের বিষয় সমর্থ ॥ ২৮

এই মুদ্ধ এক যোদ্ধের ও অন্যায় দুর্গম নদীর সদৃশ। ইহাতে রথ, হাতী ও অশ্বারোহণ ইহার আবর্ত (ঘূর্ণী)। কলিঙ্গের অধিপতি যোদ্ধগণ এই নদী পার হইয়াছে ॥ ২৯

এখানে কেবল বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরই ক্ষত্রিয়ধর্মের প্রতি ভক্তি, ইন্দ্রিয়সংযম, দম, তপস্যা ও ক্ষেত্র সম্পত্তিরাদি গুণসমূহ দেখা যাইতেছে; যাহার জন্যতম তিনি অর্জুন, বলশালী ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবের ন্যায় ভ্রাতৃগণের সাহায্য করিতেছেন এবং বুদ্ধিমান্ ভগবান্ বাসুদেব ইহার রক্ষক ও সহায় হইয়া সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩০-৩১

এই যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের পক্ষীয় ইহার অন্তরাত্মা পুরুষই লয় হইয়া গিয়াছে এবং ইহার যাবতীয় বৈরভাবিনীর ইহার দোষাদি দূর করিয়া তথাকৃত করিয়া দিতেছে ॥ ৩২

দেখ, ভগবান্ বাসুদেবের সহায়ে অবস্থিত এই অর্জুন কৌরবদের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে চারিদিক দিয়া বিশেষ করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে—দেখিতে পাইতেছি ॥ ৩৩

যেরূপ বিধিবিধান মহাপুরুষ উহাদের রক্ষণাবেক্ষণকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া, সেইরূপ কিরীটধারী অর্জুন তাহার অধিক এই কৌরবসৈন্যবাহিনী বিদ্ধ করিতেছে—ইহা দেখিতে পাইতেছি ॥ ৩৪

মাহাকিলবিন্যাসলঃ জয়ন্তে চ মহামুখে
যাহি পাকালসহায়ঃ সালো মূর্ধনীতম্। ৫৪
দুর্মদা ভদ্রাঃ ভদ্রো বৃহন্তাধিরথেরপি।
লঘুহস্তক্ষিপ্রবিদ্ধ সর্বতোভিমুখৈঃ শিতৈঃ। ৫৬
সাত্যকিস্তাভিমন্যুশ্চ দ্রৌপদ্যা-বুকোদরৌ।
পঞ্চালশ্চ মহারাজ বলো চ মহতেরণম্। ৫৭
উৎপ্লবেনমুখঃ কাম্বো মহাসাল ইবোন্নতঃ।
এষ পঞ্চমহাসৈন্যান্তিষ্ঠতে ইব কাননে। ৫৮
উদ্যতাস্ত্রাণি চাবন্তি গৃহীত্বা চ মহদ্ ধনুঃ।
পার্থেন যাহি রাজানং দুর্যোধনং চ বৃকোদরম্। ৫৯

কো হি নোক্তে স্থিরঃ পুমা ভীমসৃক্ পাতয়ীত সমাঃ।
কৃতবর্মন্ সংস্তুতা তত্তস্যাঃ নিধনং যাহি। ৬০
এষ হার্জিত্যে ভীমো বরতে বৈ মহাচমূম্।
দুর্যোধনস্য সন্দেশাত্ যমস্য বশমেষ্যতি। ৬১
(পুত্রঃ সমস্তশাস্ত্রেষু স্নাতকাঙ্কঃ প্রতাপবান্।
মহারথেন মহারাজ বর্ষীয়াংসমযোধয়ৎ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি দ্রোণাভিষেচনপর্বণি বাহ্লীকাদিমহারথসমাগমে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১২

সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থান ও বিপক্ষীয় সৈন্য ভক্ষ করাই তোমার কর্তব্য। তুমি কলশপুত্র বৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষণার্থ গমন কর। ৫৪

অতিবেগবতী দুর্ধর্ষ ভদ্রগণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল রথের প্রবেশ করার ন্যায় অনায়াসে তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহার চারিদিকেই অভিমুখী হইয়া বিপক্ষগণ বিনষ্ট করিবেন। ৫৬

সাত্যকি, অভিমন্যু, দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব মানবশক্তিতে যথা দুর্ধর্ষীয়ের সঙ্গে করিবেন। ৫৭

এই দেখ, ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় তাহার ও বিশাল শাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ অভিমন্যু বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। ৫৮

তুমি ভীম উদ্যত অস্ত্রসমূহ গ্রহণ কর এবং বিপক্ষ বহু সৈন্য ভক্ষ-পুত্র হইয়া ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ কর। ৫৯

বিশেষ স্থির যুদ্ধ কিরা-বিহীন জীবিত থাকুক—ইহা কোন্ ব্যক্তি না চায়? তথাপি আমি অস্ত্রি-সংখ্যক দিনে দুষ্ট রাখিয়া তোমাকে আমি এই ভার্যো নিযুক্ত করিলাম। ৬০

হৃদয়! এই ভীম তোমাকে যমরাজ ও যমদূতগণ পরাজয় দেখাইতে দেখাইতে পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিতেছেন। ৬১

(মহারাজ! ভীম পুত্রকে এইরূপ আদেশ দিয়া দ্রোণাচার্য সেই মহাসংগ্রামে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।)

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে দ্রোণাচার্য-অভিষেকোপাখ্যানবিষয়ক বাহ্লীকাদি মহারথ সমাগম নামক একশত বারোতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষীয় দশ-প্রধান মহারথীর সহিত একাকী ভীমসেনের যুদ্ধারম্ভে ভীমসেনের অদ্ভুত পরাক্রমপ্রদর্শন।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ। ১

চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ তথা দুর্মর্ষণশ্চ।
দশৈতে তাবকা যোধা ভীমসেনময়োধয়ন্। ২
মহতা সেনয়া গুপ্তা নানাহেতিসমুদ্যতা।
ভীমসা সমরে রাজন্ প্রার্থয়ানা মহদ্ যশঃ। ৩

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

[কৌরবের দশ প্রধান মহারথীর সহিত একাকী ভীমসেনের যুদ্ধ করিতে করিতে অদ্ভুত পরাক্রমপ্রদর্শন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগদত্ত, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, অবন্তী দেশের দুই রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং দুর্মর্ষণ—এই দশ যোদ্ধা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১-২

মহারাজ! ইহাদের সহিত যে সেনা ছিল তাহার বিশাল সৈন্যবাহিনীও সর্বদিকে ছিল। ইহারা সমরে ভীমের মহাযশকে ক্ষয় করিতে অভিলাষী ছিলেন। ৩

অপরান্ত নবভির্বাণৈর্ভীষ্মসেনমবাকিরৎ।
কৃতবর্মা ত্রিভির্বাণৈঃ কৃপশ্চ নবভিঃ শরৈঃ॥ ৪
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ তথৈবান্যে চ মারিষ।
দশভির্দশভির্বাণৈর্ভীষ্মসেনমবাকিরন্॥ ৫
সৈন্ধবশ্চ ত্রিভির্বাণৈর্ভীষ্মসেনমবাকিরৎ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ॥ ৬
দুর্যোধনস্তু বিংশত্যা পাণ্ডবং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
স তান্ সর্বান্ মহারাজ রাজমানান্ পৃথক্ পৃথক্॥ ৭
প্রবীরান্ সর্বলোকস্য বার্ষ্ণেয়ান্ মহারথান্।
জঘান সমরে ভীষ্মঃ পাণ্ডবঃ পরবীরহা॥ ৮
সপ্তভিঃ পঞ্চাশদ্ভির্বাণৈঃ কৃতবর্মাণমাহবে।
কৃপস্য সমরে রাজন্ মর্মাণ্যভিনদন্ রিপূন্॥ ৯
অথৈনং ত্রিভিরব্যগ্রঃ পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
বিন্দানুবিন্দৌ চ তথা ত্রিভিস্ত্রিভিরবাকিরৎ॥ ১০
দুর্যোধনস্য বিংশত্যা চিত্রসেনস্য পঞ্চভিঃ।
বিকর্ণস্য দশভির্বাণৈঃ পঞ্চভিশ্চ তথৈব তম্॥ ১১
বিদ্ধ্বা ভীষ্মোঽনদদ্ধৃষ্টঃ সৈন্ধবস্য পুনস্ত্রিভিঃ।
অথাস্য ধনুরাচ্ছিদ্য সৌভদ্রো রথিনাং বরঃ॥ ১২
ভীষ্মঃ ত্রিভ্যশ্চ নারাচৈ র্দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন বিব্যথে মহাবাহুর্বজ্রাশনিরিবাচলঃ॥ ১৩
(যাজ্ঞসেনিসমরে যথা নিহতবান্ রথর্ষভান্।)
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীষ্মসেনঃ প্রতাপবান্।
সৌভদ্রঃ ত্বরমাণস্য শরৈর্ব্যস্ত্রিকারয়ৎ॥ ১৪
সৈন্ধবস্য তথাশ্বাংশ্চ সারথিং চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
প্রাহিণোদ্যমসাদায় কালান্তকযমোপমান্॥ ১৫
হতাশ্বাৎ তু রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য মহারথঃ।
শরাভিক্ষেপ নিধিবান্ ভীষ্মসেনস্য সংযুগে॥ ১৬
তত্র ভীষ্মো মহারাজ ধনুশ্চিত্বা ত্রিধা শরৈঃ।
তস্যাশ্বাংশ্চ তথৈবাশ্যৌ সৈন্ধবস্য মহাত্মনঃ॥ ১৭

সেই সময় পঞ্চ ভ্রাতৃগণ বাণী বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর কৃতবর্মা তিন ও কৃপাচার্য্য বাণী বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন।।

আর্য্য! অনন্তর চিত্রসেন, বিকর্ণ এবং তদনন্তর অন্যটি করিয়া দশ দশ বাণদ্বারা ভীমসেনকে প্রহার করিলেন।।

তাহার পর সিন্ধুরাজ অনন্তর তিন, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া বাণ এবং দুর্যোধন বিংশতি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! তখন পরবীরঘাতী পাণ্ডুপুত্র বীরবর ভীমসেন সম্পূর্ণ অবধানের সহিত সমস্ত রাজাকে, প্রথম বীরদিগকে এবং আপনার মহারথী পুত্রগণকে পৃথক্ পৃথক্ বাণ প্রহার করিয়া বারংবার আহত করিলেন।।৮-৮

ভারত! ভীমসেন সপ্তাশীতি বাণে এবং কৃতবর্মাকে আটষট্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার কৃপাচার্য্যের বাহুদ্বয় বক্ষের মধ্যভাগে ভেদ করিয়া দিলেন।।৯

এই রূপ হইবার পর তিনি পুনরায় কৃপাচার্য্যকে সাত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিনটী তিনটী করিয়া বাণে প্রহার করিলেন।।১০

তাহার পর দুর্যোধন বিন্দ, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং অন্যান্যকে পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেন ক্রোধান্বিত হইয়াছেন এমন সময় তাঁহাকে তিনটী বাণে আঘাত করিলেন।।

অনন্তর হর্ষিতমনে মনে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া ক্রোধের সহিত নিশিত দশটী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন।।

যেমন মহাবল অচলের আঘাতে পীড়িত হইয়া ভীতবৎ করিয়া থাকে, সৌভদ্র কৃপাচার্য্যের সেই বাণে আহত হইয়া সেইরূপ ভীমসেনের দুষ্কর অস্ত্রাঘাতে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।। ১১-১৩

মহারাজ! তদনন্তর ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্যপালী ভীমসেন প্রত্যেক বাণের দ্বারা কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া দিলেন।। ১৪

তাহার পর প্রলয়কালের যমরাজ-সদৃশ সৌভদ্র ভীমসেন তিনটী বাণের দ্বারা সিন্ধুরাজ অনন্তরের অশ্বগণকে ও সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।। ১৫

তখন সেই অশ্বহীন রথ হইতে অতি সত্বর লাফ দিয়া মহারথী সিন্ধুরাজ ভীমসেনের উপর বহু তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন।। ১৬

মাননীয় মহারাজ! সেই সময় ভীমসেন দুইটী ভল্ল প্রহার করিয়া মহারাজ সিন্ধুরাজ অনন্তরের বহু সম্মানের ধনুক ছেদন করিয়া দিলেন।। ১৭

ন ছিন্নধ্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
চিত্রসেনবধং রাজন্নাচচক্ষে ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৮

অস্ত্রমস্ত্রং চ চক্রে কর্ম কৃষ্ণসমক্ষং পাণ্ডবঃ।
মহাবেগান্ শরৈর্বিদ্ধ্বা বায়ব্যাস্ত্রেণ চাস্যত ॥ ১৯

বিদ্ধ্বা সৈন্ধবকং চক্রে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ।
তথা ন মমৃষে পার্থো ভীমসেনস্য বিক্রমম্ ॥ ২০

স সন্ধায় শরাংস্তীক্ষ্ণান্ কর্ণস্যাপরিবারিতান্।
ভীমঃ বিব্যাধ সমরে ত্রিভিঃ ত্রিভিরিতি ত্রয়োদশ ॥ ২১

কৃপস্য কৃতবর্মণশ্চ তথৈবাস্য মহাবলম্।
বিব্যাধ বিব্যাধবরো চিত্রসেনস্য সংযুগে ॥ ২২

দুর্মর্ষণো বিকর্ণস্য সিন্ধুরাজস্য ধীমতঃ।
ভীমস্য তে বিব্যধুর্বৈ সপ্তানীকেষু সপ্তভিঃ ॥ ২৩

স চ তান্ প্রতিবিব্যাধ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
পুনশ্চ বিব্যাধ সপ্তত্যা পুনশ্চ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ২৪

তং পার্থো নবভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
সারথিং চাস্য তরসা পাতয়ামাস ধন্বিনম্ ॥ ২৫

বিশোকং প্রেক্ষ্য বিরথং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
অস্ত্রমাত্রৈঃ ত্রিভির্বাণৈর্ধ্বজোপস্করমচ্ছিনৎ ॥ ২৬

(কৃপস্য তু তথা বীরঃ কৃতবর্মণশ্চ সংযুগে।)
তথৈবাস্যন্ মহেষ্বাসান্নিভির্নিভিরজিহ্মগৈঃ।
তাড়য়ামাস সমরে সিংহবদ্ বিননাদ চ ॥ ২৭

তে হি তস্য মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবস্য মুখং তদা।
নিভির্নিভির্মুহুর্বাণৈর্ভৃশং মর্মণ্যতাড়য়ন্ ॥ ২৮

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসো ভীমসেনো ন বিব্যথে।
পর্বতো বারিধারাভির্বর্ষমাণৈরিবাম্বুদৈঃ ॥ ২৯

স তু ক্রোধেন সংবীতঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
মহেষ্বাসং ত্রিভির্বাণৈ র্ভৃশং বিদ্ধ্বা মহাবলঃ ॥ ৩০

কৃপস্য সপ্তভির্বাণৈ র্ভৃশং বিদ্ধ্বা সমন্ততঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং শরৈরাশৌ রাজন্ বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥

রাজন্! যদি ছিন্ন হইলে এবং সারথি নিহত হইলে পর তখনই অন্যত্র যাইত সঞ্জয় চিত্রসেনের রথের উপর থাকিয়াই করিলেন ॥ ১৮

পার্থ। সেখানে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কৃষ্ণকে একপ এক অদ্ভুত কর্ম করিতেন যে, তিনি সকল মহাবীরেরই বাসনাকে বাণসমূহে আহত করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবিষ্ট করিতেন এবং সকলের সাক্ষাতেই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে হতহীন করিয়া ফেলিলেন ॥

সেই সময় রাজা পক্ষ ভীমসেনের এই পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কৃতবর্মাকে দ্বারা পরিরক্ষিত ভীম বলসমূহ প্রয়োগ করিয়া সমরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—তিষ্ঠ তিষ্ঠ। ১৯-২১

তাহার কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, পরাক্রমশালী জয়দ্রথ, অবন্তীদেশের রাজকুমারদ্বয় বিন্দ-অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্মর্ষণ, বিকর্ণ ও পরাক্রমী সিন্ধুরাজ ভারত পক্ষসমবলম্বী এই সব বীরগণ দ্বারা পক্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ভীমসেনকে শরে সহসা বাধাবিদ্ধ করিলেন ॥ ২২-২৩ ॥

তাহাতে ভীমসেন ইঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচটী পাঁচটী বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে ক্রমে তাহার প্রতিশোধ লইলেন। ইঁহার পর পুনরায় তিনি সপ্তাকে প্রথমে সপ্ত এবং পরে পাঁচ দশটী বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৪

তখন পক্ষ ভীমসেনকে প্রথমে নয়টী বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটী বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে একটী ভল্লের দ্বারা ভীমসেনের সারথিকে ধনুর্যানে ধরাশায়ী করিলেন। ২৫

সেই সময় প্রতাপশালী ভীমসেন বীর সারথি বিশোককে অস্ত্রের অল্প-দিকের দ্বারা দেখিয়া তিন-তিনটী বাণের দ্বারা মহারথ পক্ষের ধ্বজ ও যন্ত্রোপকরণ প্রহার করিলেন। ২৬

তখন, বীরবর কৃতবর্মা এবং অন্যান্য মহাধনুর্ধর বীরগণকে তিনি সপ্তবাণী তিনটী তিনটী বাণের দ্বারা সমরাঙ্গনে বিদ্ধ করিলেন এবং সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তখন এই সব মহাধনুর্ধরগণ একত্রে মিলিয়া ভীম অস্ত্রশস্ত্রযুক্ত তিনটী তিনটী বাণের দ্বারা মুহুর্মুহু পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের মর্মস্থানে ঘনীভূত আঘাত করিলেন। ২৮

ইহাতে তখন আহত হইয়াও মহাধনুর্ধর ভীমসেন যেমন বারিধারাবর্ষণে পর্বতের তায় আহত বাধিত এবং বিচলিত হইলেন না। ২৯

রাজন্! তখন ক্রোধান্বিত পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথী মহাবলী ভীমসেন অন্যান্য পক্ষীয়ে তিন এবং কৃপাচার্যকে সাতটী বাণের দ্বারা সর্বতোভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তকে পঞ্চসপ্তত বাণে সমরাঙ্গনে বিদ্ধ করিলেন। ৩০-৩১

ততস্তু সমরে রাজন্ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
দুর্যোধনো দুরীক্ষ্যেদং চিন্তয়ন্ কুরুসত্তম। ৩১
উপায়ান্ বহুরূপাংস্তু কুরুবর্যো দুরোদরম্।
আজুহাব ততোরাজা নরেন্দ্রেণ পরন্তপঃ। ৩২
তীব্রস্তু সমরে বিদ্বান্ সর্বাস্ত্রবিদুষাংবরঃ।
তমব্রবীৎ নিরীক্ষ্যৈব কুরুবর্যানরাধিপঃ। ৩৩
যাহ্যাশু ত্বং সমরে রাজন্ বিনাশয়িতুমাহবে।
যেঽপি তং সমরে রাজন্ বিনাশয়িতুমীহিরে। ৩৪
ন তথা পীড়য়ন্ত্যেনং সর্বশস্ত্রাস্ত্রযোধিনঃ।
যথা তূর্ণং ত্বমাত্মানং বিদ্ধ্যস্ত্রং পাণ্ডবাগ্রতঃ। ৩৫
তে তাপি ত্বদ্বিনাশায় ক্রোধাত্তীব্রায় নির্দিতাস্ত্রম্।
প্রেষয়ামাসুরাজ্ঞাঃ পাণ্ডবোঽথ মহাত্রতঃ। ৩৭
তত্র শক্তিং মহারৌদ্রাং তমব্রবীত মহাত্মনঃ।
চিক্ষেপ সমরে বীরঃ ঘর্ষয়ন্ত্যাং মহারথে। ৩৮
তেনৈব সৈন্ধবো রাজা পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
পরমাস্ত্র কৃতো রাজন্ পরং পরমাস্ত্রবিৎ। ৩৯
অথেতরে মহেষ্বাসাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিনির্যযুঃ।
তীব্রমেবাভিসংক্রুদ্ধা যোধয়ামাসুরোজসা। ৪০
যোধয়ন্তং তথা তত্রে কুরুবর্যো দুরোদরম্।
পরিবব্রুস্তিসৃভিস্তূর্ণং তিসৃভিস্তিসৃভিঃ শরৈঃ। ৪১
স বিদ্ধঃ পরমাস্ত্রেণ সর্বতঃ কবচাবৃতঃ।
মহারাজপ্রযুক্তেন শরং ত্যক্ত্বা মহাবলঃ। ৪২
শক্তিং চিক্ষেপ সমরে ঘণ্টাকিঙ্কিণিকাং রণে।
তমেবমাণং সমরে যোধাস্তে শরৈঃ সহস্রশঃ। ৪৩
তীব্রমেনং তথাপ্যেকা ত্রিভিরেকৈক মার্গণৈঃ।
ছিত্ত্বা সমরে তস্যাস্ত্রমিষুভিস্তূর্ণমাহবে। ৪৪
ততো ধনঞ্জয়ং তত্র বর্ষমাণং মহাশরৈঃ।
আজঘান রণেকৌ তীব্রঃ ক্রুদ্ধো মহাবলঃ। ৪৫
বিদ্ধঃ সমরে পরমৈ র্যোধমুখ্যৈঃ সমন্ততঃ।
তৌ তু তত্র মহাত্মানৌ সমরেতাং বীক্ষ্য পাণ্ডবৌ। ৪৬

পরমাস্ত্র কৃপো রাজন্ পরং পরমাস্ত্রবিদুষে। ৩৯
অথেতরে মহেষ্বাসাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিনির্যযুঃ।
তীব্রমেবাভিসংক্রুদ্ধা যোধয়ামাসুরোজসা। ৪০
যোধয়ন্তং তথা তত্রে কুরুবর্যো দুরোদরম্।
পরিবব্রুস্তিসৃভিস্তূর্ণং তিসৃভিস্তিসৃভিঃ শরৈঃ। ৪১
স বিদ্ধঃ পরমাস্ত্রেণ সর্বতঃ কবচাবৃতঃ।
মহারাজপ্রযুক্তেন শরং ত্যক্ত্বা মহাবলঃ। ৪২
শক্তিং চিক্ষেপ সমরে ঘণ্টাকিঙ্কিণিকাং রণে।
তমেবমাণং সমরে যোধাস্তে শরৈঃ সহস্রশঃ। ৪৩
তীব্রমেনং তথাপ্যেকা ত্রিভিরেকৈক মার্গণৈঃ।
ছিত্ত্বা সমরে তস্যাস্ত্রমিষুভিস্তূর্ণমাহবে। ৪৪
ততো ধনঞ্জয়ং তত্র বর্ষমাণং মহাশরৈঃ।
আজঘান রণেকৌ তীব্রঃ ক্রুদ্ধো মহাবলঃ। ৪৫
বিদ্ধঃ সমরে পরমৈ র্যোধমুখ্যৈঃ সমন্ততঃ।
তৌ তু তত্র মহাত্মানৌ সমরেতাং বীক্ষ্য পাণ্ডবৌ। ৪৬

আসন্ন বিপদ্ধ পুরুষের ন্যায় তীব্রসেন অত্যন্ত ভীত দুর্যোধন দ্বারা মহাত্মা কুরুবর্যগণ যান সহ সহসাই ঘেরন করিয়া ফেলিবেন। ৩২

তখন পক্ষপাতশূন্য কুরুবর্য অন্যান্য সহ মিলন করত তীব্রসেনের দুই ঊর্ধ্ব অন্য রাজাদের দ্বারা আক্রান্ত করিবেন। ৩৩

তাহারা তীব্রসেন সমরাঙ্গণে দৌদ্বিবিধ বাণী বাণে রাজা সমস্তকে বিদ্ধ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন তখনকে, আট বাণে কৃতবর্মাকে এবং দুই দুই বাণে কৃপাচার্য প্রভৃতি বাকী বীরসমূহকে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! পুনরায় ইহারাও তীব্রসেনকে নিজ নিজ তীক্ষ্ণবাণে তীব্রসেনকে প্রহার করিলেন। ৩৪-৩৫

এই সব মহারথী বীরগণকর্তৃক বারংবারে অস্ত্রপাতের দ্বারা পীড়িত হইলেও তীব্রসেন তাঁহাদিগকে তৃণের ন্যায় মনে করিয়া যথাস্থানে চিত্ত বিচলিত করিতে পারিলেন। ৩৬

ইতিমধ্যে সমরে ক্রোধে এই সব বীরগণের অস্ত্রপ্রয়োগে হইয়া তীব্রসেনের উপর পঞ্চ শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। ৩৭

মহারাজ! এই সমরাঙ্গণে বীর মহারথী অবলম্ব তীব্রসেনের উপর বর্ষণ করিতেছিল এই মহাবেগশালিনী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮

সিন্ধুরাজের দ্বারা মহারাজ অর্জুন ঘোষণা ও ঘণ্টাধ্বনি যুক্ত করিলেন। রাজন্! কৃপাচার্য পরমী প্রয়োগ করিলেন এবং তখনই তাহা দ্বারা এটি বাণ প্রহার করিলেন। ৩৯

ইহা ব্যতীত অন্য সব মহারথীর বীরবরগণ তীব্রসেনকে লক্ষ্য করিয়া সমরের পাঁচটি পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৪০

কিন্তু মানুষ তীব্রসেন একটী ক্ষুরপ্র বাণে অন্যান্যের নিক্ষিপ্ত তোমরকে বিনষ্টিত করিয়া দিলেন, তারপর পুনরায় তিনটী বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার শত্রুদিগের নিক্ষিপ্তের ন্যায় ফেলিয়া ফেলিলেন। ৪১

অবশেষ অবশিষ্টের সাতটী বাণের দ্বারা পরস্পরে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। অথবা মহারথী তীব্রসেন মহারাজ দ্বারা প্রযুক্ত নিক্ষিপ্ত বাণকে ছেদন করিয়া প্রত্যেকে তখনকের দ্বারা বিনষ্টিত শক্তিগুলির সমস্ত বাণ বাণ করিয়া ফেলিলেন। তারপর আবার পর্বতসদৃশ বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা অবলম্ব যোদ্ধাগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত অন্যান্য অস্ত্রসমূহকে প্রত্যেকে তীব্রসেন ছেদন করিয়া এবং এইটিকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এই প্রকারের অস্ত্র-সকল বিনাশ করিয়া তীব্রসেন সেই সব মহারথীর বীরগণকে বিনষ্টী ভিন্নী বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪২-৪৩

তখন সেই মহাপরাক্রমে নানাবিধ বাণের দ্বারা মহারথী তীব্রসেনকে প্রত্যেকে খুব করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধমনে অর্জুন তখন দ্বারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই দুই পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা তীব্রসেন ও অর্জুনকে একত্র

ন সমাপূর্যত তত্র তাবকাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অথার্জুনো রণে ভীষ্মং যোধয়ন্ বহারথম্। ৪৭
ভীষ্মস্ত নিঘ্নবাজানী পুরুষ্যা বিধমিষ্যন্।
আসসাদ রণে পাণ্ডবানীকমন্ বল ভারত। ৪৮
যে চ ভীষ্ম রণে রাজন্ যোধমুখ্যা ব্যবস্থিতাঃ।
বীভৎসুস্তানবাধিষ্যদ্ ভীষ্মস্ত ক্রিয়কাম্যয়া। ৪৯
অতো দুর্যোধনো রাজা সুশর্মাণমচোদয়ৎ।
অর্জুনস্ত রথস্থস্য ভীষ্মেণস্ত চোভয়োঃ। ৫০
সুশর্মন্ যন্ত্ব পীড়ং যে বলৌঘৈঃ পরিবারিতঃ।

অহি পাণ্ডুসুতাবেতৌ ধনঞ্জয়-বৃকোদরৌ। ৫১
তস্মাদ্ যুধ্য যথা তত্র ভৈরবঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
অক্ষিণ্ডিতা রণে ভীষ্মমর্জুনং চৈব বাহিনী। ৫২
রথৈরনেকসাহস্রৈঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ৎ।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধেঽর্জুনস্য সহ তৈঃ। ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মরাজ্যে
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

সমবেত দেখিয়া আপনার পুত্রগণের বীর যোদ্ধারা নিজেদের জয়ের প্রত্যাশা ত্যাগ করিলেন।

জনমেজয়! সেই সময়ে ভীষ্ম ঐরাবতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, আপনার সৈন্যের সেই মহারথী বীরের সহিত ভীষ্মকে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী অর্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া আক্রমণ করিলেন। ৪৫-৪৮

রাজন্! যাঁহারা ঐরাবতে ভীষ্মদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অবস্থিতি ছিলেন, বীভৎসু তাঁহাদের সকলকেই অর্জুন ভীষ্মদেবের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আক্রমণ করিলেন। ৪৯

তখন রাজা দুর্যোধন সুশর্মা ও ভীষ্মদেব এই উভয়কে বলিলেন—সুশর্মন্! তুমি বিশাল সৈন্যের সহিত গিয়া যখন রথ এবং অর্জুন ও ভীষ্মদেব এই দুই পাণ্ডুপুত্রকে বধ কর ॥ ৫০

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা ভ্রাতাদিগের সহিত ভীষ্মদেব ও অর্জুন এই দুই মহারথ বীরের বধ সাধন করার আশায় চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন তাঁহাদের পক্ষসমূহের সহিত অর্জুনের যোদ্ধারা যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥ ৫১-৫৩

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মদেবের পরাক্রমবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষীয় প্রধান প্রধান মহারথিদিগের সহিত ভীষ্মদেবের অদ্ভুত পুরুষার্থপ্রদর্শন।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জুনস্ত রণে শল্যঃ ষড়ভিঃ ষড়ভিঃ শরৈরথম্।
ছাদয়ামাস সমরে পাণ্ডবস্য মহারথিঃ। ১
সুশর্মাণং কৃপশ্চৈব ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষশ্চ সমরে সৈন্যেনাভ্রনিস্বনম্। ২
চিত্রসেনং বিকর্ণঞ্চ কৃতবর্মাণমেব চ।
দুর্মর্ষণঞ্চ রাজেন্দ্র ত্রাতরৌ চ মহারথৌ। ৩
একৈকং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ কঙ্কপত্রিবাহিভিঃ।
শরৈরভিগতো যুদ্ধে পীড়য়ন্ বাহিনীং তব। ৪

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়।

[কৌরব-পক্ষের প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধে ভীষ্মদেব ও অর্জুনের অদ্ভুত পুরুষার্থপ্রদর্শন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময়ে অর্জুনের ছয় ছয় শরাঘাতে মহারথী শল্যকে সমরাঙ্গণে অর্জুন আক্রমণপূর্বক বহুসংখ্যক বাণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১

তাহার পর সুশর্মা ও কৃপাচার্যকে তিনটী তিনটী বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! পূর্বদেশ সমরাঙ্গণে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত, বিন্দ্যদেশ রাজপুত্র চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্মা, দুর্মর্ষণ এবং মহারথী বিন্দ ও অনুবিন্দ—ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক্‌পৃথক্ তিনটী তিনটী বাণে বিদ্ধ করিয়া পীড়া দিতে লাগিলেন।

তাহার পর অরিন্দম বীর অর্জুন যুদ্ধে আপনার অন্যান্য সৈন্যদিগকে যথাযথরূপে অভিনব পীড়িত করিয়া বিদ্ধ

ভরতর্ষভ যত্নে পার্থঃ বিস্তরা ভারত লাক্ষ্যৈঃ।
ভীমং বিধায় তরসা চিত্রসেনরথে স্থিতঃ ॥ ৪
নকুলশ্চ সহদেব স্তিক্ষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চ যদিনাং বরঃ।
বিধায়তে মহারাজ যত্নবা মর্দয়েদ্বিষঃ ॥ ৬
চিত্রসেনায়ুধৈশ্চৈব শুভ্রাশ্বৈর্ব বিশাম্পতে।
পতদ্ভিঃ পতিভিশ্চৈব ভূমিঃ সংছাদিতা শরৈঃ ॥ ৭
আসন্ দুর্যুধস্য সংখ্যে ভীমসেনেন মারিষ।
যৌ তত্র যদিনাং শ্রেষ্ঠৌ যৌদ্ধারৌ তরতর্ষভৌ ॥ ৮
অশীতিরথসাহস্রং সমরে বিগতায়ুষাম্ ভরত্ সত্তম্।
সুমহদ্যাপি তত্র পার্থঃ শরৈর্বিচিরতেজসৈঃ ॥ ৯
নরাশ্ব কলধ্বজাঃ ত্রাসয়ন্তো ভরত্ সত্তম্।
অন্তে চ যদিনঃ সূতা ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১০
বিধায়ুনিশিতৈর্বাণৈঃ কলপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
তেষাঞ্চ যদিনাং যত্নো যৌদ্ধারৌ তরতর্ষভৌ ॥ ১১
ক্রীড়মানৌ যথোদারৌ চিত্রমার্গৌ বলোৎকটৌ।
আজিষ্বপ্ত যথা যত্নো নিত্যমাবিব যত্নোত্তমৌ ॥ ১২

ভারত! চিত্রসেনের রথে উপবিষ্ট অবস্থায় ধনঞ্জয় ভূমীপুত্রকে ভীমসেনের রথে স্থাপন করিয়া (স্বয়ং) সংবেগে তিন্ন করিলেন। ৪-৫

মহারাজ! তাহার পর ভগবিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাগ্রজ এবং শত্রুগণ সংহারে সর্বদাই বিশীর্ণতেজা বলবান্ যুধিষ্ঠির ভারতদিগের বাহুবল লিপ্ত করিতে লাগিলেন। ৬

যাদবীয় প্রলয়কাল। চিত্রসেনাদি আপনার পুত্রগণের ভূষণ-ভূষিত সজ্জ পাঁচটী পাঁচটী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অর্জুন এবং ভীমসেনকে আহত করিলেন।

সেই সময় সেখানে ভগবিনয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতকুলভূষণ ভূমীপুত্রের ভীমসেন ও অর্জুন সমরাঙ্গনে বিপক্ষবিনাশে বিশাল সৈন্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভগবাণ ভূমীপুত্রের শ্রেষ্ঠাগামী বাহী বাণের দ্বারা আহত করিয়া পাণ্ডবসেনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ভীত করিয়া তুলিতে ইচ্ছুকদের নিকটবর্তী করিতে থাকিলেন।

এইরূপে অন্যান্য বীরগণ মহারথীগণ ভীমসেন ও অর্জুনকে তর্জনকুশল, সমরাগ্রণী ও ভীত বাহনসমূহে বিদ্ধ করিলেন।

এই সময় ভগবিনয়ের মধ্যে যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অবস্থান করত ভরতশ্রেষ্ঠ উভয় মহারথী ভূমীপুত্রগণ ভীমসেন ও অর্জুনকে বিচিত্রভাবে বেষ্টন করিতেছিল। যেমন মাতালী দুই অশ্বমেধ

ছিন্ন করিয়া যত্নবীর পুরাণঃ পরাক্রান্ত যদুবর রথে।
পাতয়ামাস তরসা বিধায়নি শরমেণ বৃষাম্ ॥ ১৩
যথান্ত রথো যত্না যথান্ত শরণো হরাঃ।
পঞ্চান্ত সপ্তধারোহাঃ পেতুর্ভূমাং মহারথে ॥ ১৪
যদিনঃ সপ্তিমন্তাপি তত্র তত্র বিসূদিতাঃ।
দৃশ্যন্তে বরথো ভারত্ সেনয়ানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫
হয়ৈর্গজনরোষ্ট্রৈর্ধাবিভিন্ন বিসূদিতৈঃ।
রথৈশ্চ বহুধা ভগ্নৈঃ সমাস্তীর্যত মেদিনী ॥ ১৬
ধ্বজৈশ্চ বহুধা ছিন্নৈর্ভিন্নৈশ্চাপি বিসূদিতৈঃ।
(চামরৈ-র্হেমদণ্ডৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
অন্যৈশ্চাভরণবিভিন্নৈশ্চ পরিস্তোমৈশ্চ ভারত ॥ ১৭
(ধনুর্ভিশ্চ বিকীর্ণৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
কেয়ূরৈরঙ্গদৈর্হারৈ রাজতৈশ্চ বিভূষণৈঃ।
(মুকুটৈর্মণিবিচিত্রৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
ইতীবৈষ্ণবী সৃষ্টিরভূচ্চৈব চারুরাক্ষসৈর্বলৈঃ ॥ ১৮

দিয়া যদুবীর পুরাণ পরাক্রান্ত যদুবর রথে।
পাতয়ামাস তরসা বিধায়নি শরমেণ বৃষাম্ ॥ ১৩
যথান্ত রথো যত্না যথান্ত শরণো হরাঃ।
পঞ্চান্ত সপ্তধারোহাঃ পেতুর্ভূমাং মহারথে ॥ ১৪
যদিনঃ সপ্তিমন্তাপি তত্র তত্র বিসূদিতাঃ।
দৃশ্যন্তে বরথো ভারত্ সেনয়ানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫
হয়ৈর্গজনরোষ্ট্রৈর্ধাবিভিন্ন বিসূদিতৈঃ।
রথৈশ্চ বহুধা ভগ্নৈঃ সমাস্তীর্যত মেদিনী ॥ ১৬
ধ্বজৈশ্চ বহুধা ছিন্নৈর্ভিন্নৈশ্চাপি বিসূদিতৈঃ।
(চামরৈ-র্হেমদণ্ডৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
অন্যৈশ্চাভরণবিভিন্নৈশ্চ পরিস্তোমৈশ্চ ভারত ॥ ১৭
(ধনুর্ভিশ্চ বিকীর্ণৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
কেয়ূরৈরঙ্গদৈর্হারৈ রাজতৈশ্চ বিভূষণৈঃ।
(মুকুটৈর্মণিবিচিত্রৈশ্চ সমাস্তীর্যত মেদিনী)
ইতীবৈষ্ণবী সৃষ্টিরভূচ্চৈব চারুরাক্ষসৈর্বলৈঃ ॥ ১৮

দিয়া যোদ্ধবরের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেন ও অর্জুন ভগবরে শোভা পাইতেছিল। ৯-১২

এই দুই বীর ভগবোধ পর পর বীরের বধ ও বাহনসমূহ বারংবার বিভিন্ন করিয়া তাহাদের অন্তকসদন প্রেরণ করিলেন। ১৩

সেই মহাসমরে বহুসংখ্যক রথ হয় হাতীসহিত, পর পর অশ্ব বিহত হাতীসহিত এবং বহু হাতী ও রথারোহীও ধরাশায়ী হইয়াছিল। ১৪

ভারত! বহুসংখ্যক রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাও যেখানে সেখানে পতিত হইয়া ভীমিতে এবং হইয়াই রহিয়াছে দেখা যাইতে লাগিল। ১৫

সেখানে বিদ্ধ হইয়া পতিত হাতী, পতাকাসহিত রথ ও অশ্বসমূহ এবং হত হইয়া পতিত রথসমূহে চতুর্দিক আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ১৬

ভারত! ছত্রিত হাতে পতিত হয়, অশ্ব ও রথিগণ সহ বিধ্বস্ত হইয়া, বিক্ষিপ্ত অঙ্গুশ, বেত্র, ঘণ্টা এবং বাহনসমূহে সেনাগণের চতুর্দিক আবৃত ছিল। ১৭

কেয়ূর, অঙ্গদ, হার ও মণিবিচিত্রিত মুকুটাদি আভরণসমূহ, বহুমূল্য কোমল চর্ম, বীরগণের ভীষণ (পাতাকা), ছত্রী প্রভৃতি পতনসমূহ এবং চামর ও বাহনাদিতে সেনাগণের চতুর্দিক আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। ১৮

অত্র কন্যাপরিষ্কৈশ্চ যাতুধিস্কন্ধযোধিভিঃ।
উপস্থিতঃ নরেন্দ্রাণাং সমাজীর্যত মেদিনী ॥ ১৯
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম রথে পার্থস্য বিষ্ণুনা।
শৈলৈঃ সংবাহ্যমানং যৎ যোধান্ দক্ষয়তা দবাগ্নিঃ ॥ ২০
পুনশ্চ তং তং দৃষ্ট্বা ভীমাজ্ঞনসমাকুলম্।
সাধ্বেতচ্চ বযাচ্যাসমুপলক্ষে মহাবলঃ ॥ ২১
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ মাদ্রকঃ শল্যঃ তথা ॥ ২২
অন্যে ভীমো মহেষ্বাসঃ কাম্বোজশ্চ শতায়ুধঃ।
কৌরব্যাণাং চমূং ঘোরাং তূর্ণা দুদ্রুবতুঃ রণে ॥ ২৩
অন্যো বহিনরাজানমনুযাতুমুদারধীঃ চ।
ধনঞ্জয়েন দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রবদ্ধি চ দুর্বিদাঃ ॥ ২৪
তত্রস্থান্ শরজালেন সন্নিবার্য্য মহারথান্।
পার্থঃ সমগ্রান্ সমরে শ্রেষ্ঠযামাস দুর্জয়ে ॥ ২৫

সমস্ত সমরে জিষ্ণুঃ ক্রীড়ন্নিব মহারথঃ।
আজমানোরসি ক্রুদ্ধো ভল্লৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ২৬
তস্য পার্থো ধনুশ্ছিত্বা হস্তাবাপঞ্চ সশরৈঃ।
জঘান্য সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ যা বিব্যাধ মর্ম্মণি ॥ ২৭
অথাস্যন্ বধুরাজায় সমরে ভারসাধনম্।
যজ্ঞেশ্বরো রণে জিষ্ণুঃ তার্ক্ষ্যবাহন যোধিকঃ ॥ ২৮
ত্রিভিঃ শরৈর্ধনুরাজ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
ভীমসেনস্য সমরিবাহোরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৯
তথা ঘোরো মহারাজ মাগধস্য মহারথঃ।
সূর্য্যোদয়সমাবিষ্টো যঃ যেনমুপলক্ষয়ৎ ॥ ৩০
তস্য পার্থো মহারাজ ভীমসেনস্য পাণ্ডবঃ।
কৌরব্যস্য মহাসেনাং জঘান্য পুরুষর্ষভৌ ॥ ৩১
অস্তমেনস্য সময়ে ভীমঃ ভীমানুগ যুধি।
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্ব্বাঙ্গেষু সমর্পিতৈঃ ॥ ৩২

যেখানে যেখানে পতিত মহাশক্তিগণের ভয়ঙ্করী ধ্বনি ও অস্ত্রাঘাতের সেই তুমুল আওয়াজ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ১৮

মহারাজ! আমি সেই সময়ে অর্জুনের অদ্ভুত এমন পরাক্রম দেখিলাম যে, সেই মহাশক্তিরা যাঁর পক্ষপাতের সময় প্রধান যোদ্ধগণকে বাণের দ্বারা প্রতিরোধ করিয়া বধ যোদ্ধাই সংহার করিলেন। ১৯

আপনার পুত্র মহারথ দুর্যোধন ভীমসেন ও অর্জুনের সেই পরাক্রম দেখিয়া সমস্তসৈন্য ভীষ্মের রথসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২১

সেই সময় কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এবং অবন্তী-দেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ দূর হইতে রক্ষা করিলেন না। ২২

তদনন্তর মহাবলশালী ভীমসেন এবং মহারথ অর্জুন প্রভৃতি কৌরবদলের মধ্যে ভৈরবাকৃতিকে প্রবেশ করিয়া বিনাশ করিতে লাগিলেন। ২৩

তখন মহাসৈন্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া অভিমন্যুর অর্জুনের মধ্যে উদ্যত মহাশক্তিযুক্ত বল অর্জুন ও অর্জুনপুত্রের বলযুক্ত বল করিতে লাগিলেন। ২৪

ইহাতে অর্জুনের চারিদিকে বাণের জালে পাতিয়া সেই মহারথী দুর্দ্ধর্ষিগণকে প্রতিরোধ করিলেন এবং অতি সত্বর তাঁহাদিগকে দুর্দ্ধর্ষলোকে প্রেরণ করিলেন। ২৫

সেইসময় মহারথী পার্থ যেন ক্রীড়া করিতে করিতে দৃঢ়িত হইয়া সমরস্থলে আজমানপুত্রক যজ্ঞেশ্বর অর্জুনের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। ২৬

ইহা দেখিয়া অর্জুন পার্থরাজের ধনু ও হস্তদ্বয় (দস্তানা) ছিন্ন করিয়া বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিলেন। ২৭

মহারাজ! তখনই মহারাজ পার্থ ও বাসুদেবের সম্মুখে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সমরে অর্জুনকে রোষভরে তিনটী বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। যজ্ঞেশ্বরকৃষ্ণ ঐশ্বরকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া তিনি ভীমসেনের বাহু এবং বক্ষঃস্থলে নয়টী বাণে আঘাত করিলেন। ২৮-২৯

মহারাজ! তখনই সূর্য্যোদয়ের আগমন পাইয়া ভোজ ও মগধদেশাধিপতি জয়ৎসেন সৈন্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ও ভীমসেন এই দুই মহারথী সূর্য্যোদয়ের বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীকে বধ করিতেছিলেন। ৩০-৩১

মহারাজ! সমরস্থল অস্তগমনের (পাণ্ডবপক্ষের একজন সংহারের আগমন, তিনি বড় শক্তি) সময়স্থলে তাহাকে অস্ত-গমনকারী ভীমসেনকে যুদ্ধে আটটী নিশিত বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩২

অথ ভীষ্মো বলবিদ্বিদ্ধা পূর্ববিদ্যাং পরন্তপঃ।
সাগরমিব চাক্ষোভ্যমব্যূহদপরাজিতম্। ৫৩
উদগ্রাংস্তত্ত্বতঃ সোঽথ ক্রব্যাদৈঃ সহস্রশঃ।
মানবোঽপশ্যতো রাজা সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ। ৫৪
রোষশ্চ বিবৃতঃ পৃষ্ট্বা ভীমসেনং বিশীর্ষুভিঃ।
বিব্যাধ বাণৈর্নিশিতৈঃ পঞ্চষষ্টিভিরাশুগৈঃ। ৫৫
তং ভীমঃ সমরশ্লাঘী গুরুং পিতৃসমং রণে।
বিব্যাধ পঞ্চভিস্তীক্ষ্ণৈরস্ত্রবিদ্ধা মহাভুজঃ। ৫৬
সর্বমুখ্যস্য সূতস্য বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
ব্যধমৎ তস্য তং সৈন্যং মহাস্ত্রাণি দধারিণঃ। ৫৭
ততো ভীমস্য রাজা চ কৌরবাণাং মুহূর্মুহুঃ।
সমরর্দ্ধস্য সংক্রুদ্ধো ভীমসেন-বলজ্ঞয়োঃ। ৫৮
তবৈব পাণ্ডবাঃ সূতা দ্রৌপদ্যাশ্চ পার্ষতঃ।
অভ্যরক্ষন্ রণে ভীমং বাসিতাগতবিদ্যাস্ত্রম্। ৫৯

বিশতী তু মহাসৈন্যং তবকানাং বিশাম্পতে।
অভ্যরক্ষত সংক্রুদ্ধা তত্র তত্র মহারথাঃ। ৬০
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগাঃ পার্ষাঃ পুরুষভা বিশতিম্।
অযোধয়ন্ রণে ভীষ্মং নদিত্বা সর্বশক্তিভিঃ। ৬১
তবৈব তাবকাঃ সর্বে পুরুষভা মহারথম্।
বিশতী প্রমুখান্ পার্থান্ যোধয়ন্তি স্ম সংযুগে। ৬২
ততঃ প্রবব্রুরে যুদ্ধং কৌরবাণাং তবাবহম্।
তত্র পাণ্ডুসুতৈঃ সার্ধং ভীষ্মস্য বিজয়ঃ প্রতি। ৬৩
তাবকানাং তদা ভীষ্মো রক্ষ আসীদ্ বিশাম্পতে।
তত্র হি দ্যুতমাসাদ্য বিজয়াদেবরাদ্ যা। ৬৪
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রাজেন্দ্র সর্বসৈন্যাভ্যরোচয়ৎ।
অভ্যদ্রবত সংক্রুদ্ধা যা তৈষ্টে হতজন্মনঃ। ৬৫
সেনাপতিভিঃ স্বকৈঃ পাণ্ডবানাং বলস্য চ।
ভীষ্মং সমন্তাদ্ রাজেন্দ্র প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহারণে। ৬৬

তখন ভীষ্মদেব অবলোকন করিয়া পুনরায় পাণ্ডবসৈন্য প্রহার করিতে এবং একটী মহা সিংহনাদ করিয়া রথের আসন হইতে সাম্বাধিকে মূর্ছাপিত করিলেন। ৩৩

ইহাতে তাঁহার অশ্বগণ বিপন্ন হইয়া সাম্বাধিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং এইভাবে সেই রথসত্তিতে সকল সৈন্যের সাম্বাধে অবলম্বন মূঢ় হইয়া পড়িয়া যায়। ৩৪

এই সময় রোষাবেশ দেখিয়া লৌহনির্মিত পঞ্চষষ্টী বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫

রাজন্! তখন রণশ্লাঘী ভীমসেন মূঢ়মুখে পিতৃতুল্য গুরু রোষাবেশে পাঁচটী অমল বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ৩৬

এদিকে মহাবীর সৌহনির্মিত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা মূঢ়পক্ষকে আহত করিয়া যেরূপ বায়ু মহাসমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করিয়া উঠাইয়া দেয়, সেইরূপ তাঁহার সৈন্যদিগকে মহাবীর ভীষ্মদেব করিয়া দিলেন। ৩৭

তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং রোষাবেশবিশিষ্ট দুর্যোধন এই তিন বীর অবাধ মূঢ় হইয়া ভীমসেন ও মহাবীরকে আক্রমণ করিলেন। ৩৮

এইভাবে ভীষ্মের পাণ্ডবগণ এবং জন্মেজয়ের দ্রৌপদী— ইহারা প্রত্যেকে মূঢ়বিদ্যাবলেই যথাযথরূপে প্রতীত হইয়া ভীষ্মের উপর পতিত হইলেন। ৩৯

বিশতী মহাসৈন্যের পিতামহ ভীষ্ম তিনটি ঈশ্বরিত হইয়া সেই মহাবীর ভীষ্মের রথ আসন করার অভিপ্রায় ক্রমে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৪০

ধৃষ্টদ্যুম্নাদি মূঢ়ীপুত্রগণ চতুর্দিকে বিশতীকে অগ্রে রাখিয়া সমর করিবার পরে সহিত ভীষ্মের সহিত মূঢ় করিতে লাগিলেন। ৪১

এইরূপ আসন্ন সমর ঘোষণা করিয়া মহাবীর রক্ষণাবেক্ষণকারী ভীষ্মকে মূঢ়ের অভিপ্রায়ে স্থাপন করত বিশতী প্রভৃতি পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হইলেন। ৪২

তখনকার ভীষ্মের বিদ্যা দ্বারা ভীষ্মকে পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের ভয়ানক মূঢ় আরম্ভ হইল। ৪৩

প্রভানাথ! সেই মূঢ়ের পাণ্ডবগণের আসন্ন মূঢ়ের পক্ষ হইতে বিজয়লাভের জন্য ভীষ্ম নিজের সাধ্য ছিল। এইভাবে যেখানে বিজয় অথবা পরাজয়ের জন্য সংশয়ের উপস্থিত হইল। ৪৪

রাজেন্দ্র! সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের সমস্ত সৈন্যদিগকে প্রেরণা দিয়ে দিয়ে বলিলেন,— যোদ্ধ বীর ভীষ্মকে! অবিলম্বে ভীষ্মের উপর পতিত হউন। তাঁহাকে ভয় করিবেন না। ৪৫

সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী সেই মহাসংগ্রামে নিজেদের প্রাণের মোহ ত্যাগ করত অতি দ্রুত ভীষ্মের উপর পতিত হইল। ৪৬

ভীষ্মোঽপি রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রতিজ্ঞায় তদা চমূম্।
আপতদ্ভীঃ মহারাজ লোহিত ইবোদধিঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মার্জুনপরাক্রমে
চতুর্বিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

মহারাজ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মও নিজের উপর আপতিত সেই বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীকে দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন, যেরূপ ভীষ্মকালে মহাসাগরকে ক্রুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪৭

শ্রীমহাভারত ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ের ভীষ্মবধপর্ব ভীষ্মদেব ও অর্জুনের পরাক্রমবিষয়ক চতুর্বিংশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মদেবের অনুপম বুদ্ধিকৌশলসম্বন্ধে, কৌরব-পাণ্ডবযোদ্ধৃগণ তদানীন্তন বৃত্তান্ত।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং শান্তনবো ভীষ্মো যমমেয়ধনি সঞ্জয়।
অযুধ্যত মহাবীর্যঃ পাণ্ডবৈঃ সহসৈন্যবৈঃ ॥ ১
তন্নঃ কথয় সূতেদং পাণ্ডবান্ প্রত্যয়াবহম্।
আচক্ষ্ব যে মহাযুদ্ধং ভীষ্মস্যাহবশোভিনঃ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সার্ধং যদযুধ্যন্ত তাত।
যথা চ তদভূদ্ যুদ্ধং তৎ তু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ধর্মিষ্ঠা পরলোকায় পরমাস্ত্রৈঃ কিরীটিনা।
অহন্যহনি সংক্রান্তা যোধা যোধা মহারথাঃ ॥ ৪
যথাপ্রতিজ্ঞং কৌরব্যঃ স চাপি সমিতিঞ্জয়ঃ।

পার্থানামকরোদ্ ভীষ্মঃ সততং সমিতিঞ্জয়ম্ ॥ ৫
কুরুভিঃ সহিতঃ ভীষ্মঃ যুধ্যমানঃ পরন্তপ।
অর্জুনং সমরাকাঙ্ক্ষী সংযত্তো বিজয়েঽভবৎ ॥ ৬
তদমেয়ধনি ক্ষিপ্তে ভীষ্মার্জুনসমাগমে।
অবর্তত মহারৌদ্রঃ সততং সমিতিঞ্জয়ঃ ॥ ৭
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা হৃষ্টা কুরবশ্চ পরন্তপ।
ভীষ্মং শান্তনবং যোধাঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৮
যেষামক্ষয়্যকবচান্যক্ষয়্যেষূণি পার্থিব।
যে চ রক্ষন্তি ভীষ্মেণ যুধ্যমানং সমন্ততঃ ॥ ৯
তথারূপানি ভূতানি ভীষ্মঃ পাণ্ডবসাহিনীম্।
নিরবিভক্তং বর্ষাত্যো ভীষিয়েন পরন্তপ ॥ ১০

পঞ্চবিংশাধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের আদেশে যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ এবং কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাগণের ভীষণ যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তখন কিরূপ মহাপরাক্রমী পাণ্ডবগণ ভীষ্ম পাণ্ডব ও সৈন্যগণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিলেন এবং কৌরবগণই বা কিরূপে পাণ্ডবদিগকে প্রতিরোধ করিল? তুমি শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সেই মহাযুদ্ধের বৃত্তান্ত আমাকে বল। ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কৌরবেরা পাণ্ডবগণের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেই যুদ্ধ যেরূপে হইয়াছিল, তাহা সমস্তই তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। ৩

কিরীটধারী অর্জুন প্রতিদিন নিজ উদ্দেশ্য সম্পাদনে তৎপর থাকায় মহাত্মা যোদ্ধাগণকে পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ৪

এইরূপ: কুরুসৈন্যগণের মধ্যবর্তী ভীষ্মও সর্বদা নিজ প্রতিজ্ঞা-

অনুসারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫

পরন্তপ! এক দিকে কৌরবগণের সহিত ভীষ্ম যুদ্ধ করিতে ছিলেন, আর অন্য দিকে পাঞ্চালদেশীয় বীরগণের সহিত অর্জুন উপস্থিত হইয়াছিলেন—ইহা দেখিয়া সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, কোন পক্ষের জয় লাভ হইবে। ৬

সেই দিন ভীষ্ম ও অর্জুনের সেই যুদ্ধ সর্বদা মহাভয়ের কারণ হইতে লাগিল। ৭

রাজন্! উভয় সমসময়ে ধাবিত এবং পরস্পরের পরাক্রম-সহন ভীষ্ম সেই যুদ্ধ করেন অথবা যোদ্ধাকে সংহার করিতেছিলেন। ৮

কুরুগণ! যাঁহাদের বাণ ও তূণ অক্ষয় ছিল এবং যাঁহারা সর্বদিকে যুদ্ধই করিত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই, তাদৃশ বীরগণও তখন ভীষ্মের দ্বারা বিনষ্ট হইতেছিল। ৯

পরন্তপ! এইরূপ এক দিন পর্যন্ত ধর্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডব সৈন্য

ন ক্ষিপ্রঃ বধেষিদ্ধ্রাহবোঽতিমুদ্যো রণে।
ন হন্তাঃ মানবশ্রেষ্ঠান্ সংগ্রামে মুবলুনিতি ॥ ১১
চিন্তয়িত্বা মহাবাহুঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
অব্রবীন্মঃ মহারাজ পাণ্ডবং বাগ্মিনাংবরঃ ॥ ১২
যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিদাংবর।
শৃণুষ বচনং তাত যদ্যঃ ধর্ম্যঃ ক্ষমঞ্চ তবঃ ॥ ১৩
নিবিষ্টোঽস্মি তব তাত ক্ষেত্রেবানেন তাবক।
ভবন্ত যে বধঃ কালঃ শৃণুষুন্ প্রাপিনো বধে ॥১৪
তস্মাৎ পার্থ শৃণুষাদ্য পাঞ্চালান্ সহসোদ্যতঃ।
মমবে ক্ষিপ্রতাং বধ্যো যদ্য ভেমিষ্যসি ক্ষিয়ম্ ॥ ১৫
তত্ত তদ্বচনাদ্রাজন্ পাণ্ডবঃ সত্যবর্ম্মনিঃ।
ভীষ্মং প্রতি যযৌ রাজন্ সংগ্রামে সহ সঞ্জয়ৈঃ ॥ ১৬
দৃষ্টদ্যুম্নপুরোগাস্তে রাজন্ পাণ্ডবস্য যুধিষ্ঠিরঃ।
জ্ঞাত্বা ভীষ্মস্ত তাং যাঃ ব্যূহরাজমভেদ্যম্ ॥ ১৭
অভিদ্রবন্তঃ যুধ্যন্তঃ ভীষ্মঃ জয়ত সংযুগে।

রক্ষিতাঃ সত্যসন্ধেন ভিষ্মেণ বিদুষিষ্মুনা ॥ ১৮
অতঃ তাপি মহেষ্বাসঃ পার্থেষো বাহিনীপতিঃ।
ভীষ্মসেনস্ত সমরে পালয়িষ্যতি যো ক্রমম্ ॥ ১৯
যা বো ভীষ্মাৎ ভয়ং বিদ্যিস্তস্য তাবি সমন্ততঃ।
ক্রমঃ ভীষ্মং বিজেষ্যামঃ শুশ্রুষ্যা বিষণ্ডিনম্ ॥ ২০
যে যদা সমরং কৃত্বা ধনঞ্জেয়মি পাণ্ডবাঃ।
ব্রহ্মলোকপরা ভূত্বা সন্তঃ ক্রোধমুদ্ধিতাঃ ॥ ২১
বিষণ্ডিনং পুরস্কৃত্য পাণ্ডবঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
ভীষ্মস্য পাতনে যত্নঃ পরমং যে সমাদিতাঃ ॥ ২২
ততস্তব সুতাদীপ্তা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
প্রেষ্যেণ সহপুত্রেণ সহসেনা মহাবলাঃ ॥ ২৩
দুর্যোধনস্ত বলবান্ সহ সর্ব্বৈঃ সহোদরৈঃ।
ভীষ্মং সমরমধ্যস্থঃ পালয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ২৪
ততস্তু তাবকাঃ শূরাঃ পুরস্কৃত্য মহারথম্।
বিষণ্ডিনমুখান্ পার্থান্ যোধয়ন্তি স্ম সংযুগে ॥ ২৫

বিষয়ে সন্দিহান হইতে হইবে না। ১০

তিনি যুদ্ধে সন্মুখে থাকিয়া শত্রুই নিহত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিবেন। মহারাজ! আপনার পিতামহ মহারাজ দেবব্রত ভীষ্ম এই চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি সংগ্রামে যোদ্ধাগণকে যে মানবগণকে বধ করিব না, তখন তিনি বিচক্ষণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১১-১২

ধর্ম্মরাজ অধিক পরাক্রমী তাত যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে ধর্ম্মযুক্ত ও ধর্ম্মপ্রাপ্তির একটী উপায় বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১৩

তাত ভরতসত্তম! এখন আমি এই ক্ষেত্রে অবস্থানকারী হইয়া বলিতেছি, তাহাতে তোমাদের প্রতিপক্ষকে বধ করিতে করিতেই আমার সময় অতিবাহিত হইবে। ১৪

সেই জন্য যদি তুমি আমার হিত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে অর্জ্জুন, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় বীরগণকে অগ্রে রাখিয়া আমাকে বধ করিতে চেষ্টা কর। ১৫

ভীষ্মের এই অভিপ্রায় জানিয়া সত্যবর্ম্মা পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির তখনকার সময় বীরগণের সহিত ভীষ্মের দিকে যাইতে লাগিলেন। ১৬

রাজন্! সেই সময় ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইচ্ছায় ও পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন,— বীরগণ! অদ্যকার ১৩, যুদ্ধ কর এবং সংগ্রামে ভীষ্মকে রক্ষা কর। তোমরা সকলে সমবিভাগী সত্যপরিচিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত আছ। ১৭-১৮

এই মহাধনুর্দ্ধর শ্বেতাশ্ব ইচ্ছায় এবং ভীমসেনও তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। সমর বীরগণ! আজ তোমরা ভীষ্মের হস্তে আমাদিগকে বধ করিও না। আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া ভীষ্মকে অবশ্যই বধ করিব। ১৯-২০

তখন সেই পাণ্ডব সৈন্যগণ বধের বিষয়ে যাহাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোক লাভের নিমিত্ত তাহার ক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিখণ্ডী এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনকে অগ্রে রাখিয়া সমর হইতে আগত ও ভীষ্মকে বধ করিয়া মুক্তাত্মা হইবার জন্য নিশ্চয় চেষ্টা করিতে লাগিল। ২১-২২

তখনকার আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশের অধিপতি মহারথ রাজারা নিজ নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ক্রোধ ও অমর্ষাবেশে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। ২৩

সেই সময় ঐ সব বীর ও রাজপুত্রের সহিত বলবান্ দুর্য্যোধন রাজাদের অবস্থান করত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ২৪

তাহার আপনার পক্ষের বীরগণ সৈন্যগণ মহারথ ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া তখনকার শিখণ্ডী প্রভৃতি পাণ্ডব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৫

কেতিতিশ্চ সপক্ষালৈঃ সহিতো বানরধ্বজঃ।
যযৌ শান্তনবঃ ভীষ্মঃ সূর্যরশ্ম্যা বিবর্তিনম্ ॥ ২৬
রোপপুত্রঃ বিনেতা চ দৃষ্টকেতুশ্চ সৌরথম্।
অভিযযুঃ সহামাত্যাঃ সুবর্ণোজ্জ্বলবর্মভৃৎ ॥ ২৭
বিরাটশ্চ মহানীকঃ সহসেনঃ অরিন্দমঃ।
দ্রুপদশ্চাপি রাজেন্দ্র সমরে পরবীরহা ॥ ২৮
ধৃষ্টকেতুশ্চ রাজেন্দ্র সহসৈন্যঃ মহারথঃ।
ভীমসেনোঽভিতস্তস্থৌ নাগানীকমুপাদ্রবন্ ॥ ২৯
অশ্বত্থামবিকর্ণৌ চ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
শ্রৌণিং প্রতি যযৌ যত্তঃ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ ॥ ৩০
কবিকাঞ্চনজঃ চৈব সিংহকেতুরনিলজঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চাপি সৌভদ্রঃ রাজপুত্রা মহারথাঃ ॥ ৩১
বিবর্তিনঃ পুরাণে পাণ্ডবাঃ বলবত্তরম্।
রাজভিঃ সমরে পার্থমভিপেতুর্বিশাংপতে ॥ ৩২

তস্মিন্নভিমহারাজে সেনয়োর্বৈ পরাক্রমে।
সম্প্রবাদ্যমানাসু ভেরীষু সমকম্পত ॥ ৩৩
তাম্যমানাসু ভেরীষু সমরন্তত্র ভারত।
তত্রৈকাদ্যঃ পরাক্রান্তঃ দৃষ্ট্বা শান্তনবঃ রণে ॥ ৩৪
তত্তদ্বেগাঃ প্রবন্তানাহতোক্তমবিগ্রহকাম্।
প্রাদুরাসীন্মহাবেগো দিক্ষু সর্বাসু ভারত ॥ ৩৫
শঙ্খদুন্দুভিঘোষশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ।
সিংহনাদশ্চ সৈন্যানাং ঘোরঃ সমপদ্যত ॥ ৩৬
তা ॥ সর্বসংহ্লাদাঃ চক্রার্তস্বনী প্রজা।
বীরাজ্যবিকীর্তৈষু নিস্ত্রিংশা সমপদ্যত ॥ ৩৭
রজোমেঘাশ্চ সঞ্জজ্ঞুঃ শস্ত্রবিদ্ধাভিরাহতাঃ।
রুধিরাঃ চাপি নির্ঘোষো নাদঃ সমপদ্যত ॥ ৩৮
বাণ-শঙ্খরবাশ্চাপি ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনাঃ।
হয়ঘোষাশ্চ সঞ্জজ্ঞে সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ৩৯

বানরচিহ্নযুক্ত অর্জুনের রথে ও পাঞ্চাল সেনের বীরগণের সহিত শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

সাত্যকি অশ্বত্থামার সহিত, ধৃষ্টকেতু কৌরব্যের সহিত এবং অতিরথ দুর্যোধনের সহিত অতিশয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

পরন্তপ! সৈন্যচালিনীর দ্বারা বিরাট হৈমকে অবস্থিত বৃষকেতুর পুত্র শ্রুতায়ুধ উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮

বৃদ্ধিমান মহারথির সহিত শল্য এবং তাঁহার সৈন্যচালিনীর দিকে ধাবিত হইলেন। দক্ষিণে বৃহদ্বিত থাকিয়া ভীমসেন বৃহী সৈন্যের আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯

সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী ও বৃহী বীর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার উপর দ্রুপদের সহিত শ্রৌণ্য যত্ন সহকারে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০

কবিকাঞ্চ-কুলচিহ্নযুক্ত কাঞ্চনশোভিত ধ্বজাশ্বত্থ অবিনাশ্যের উপর সিংহচিহ্নিত অনলশোভিত শত্রুদমন ভাগদত্তের বৃহদ্বেগ আক্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৩১

শিখণ্ডী ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর আপনার পুত্রগণ সমস্ত রাজচিহ্নে রথে হইয়া যুদ্ধস্থলে আক্রমণ করিলেন। তখন তাঁহারা অর্জুন ও শিখণ্ডীকে বধ করিতে উদ্যত ছিলেন ॥ ৩২

এইরূপে উভয় পক্ষের বীর সৈন্যরা রথে অস্ত্রাঘাত সমারম্ভ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সমস্ত সৈন্যরা রথে এবিধ্ব

প্রকার ঘোরাঘোরি করিতে লাগিল, তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিলেন ॥ ৩৩

ভারত! আপনার ও পক্ষপক্ষের সমস্ত সৈন্যই যুদ্ধ পাঞ্চাল-লক্ষণ ভীষ্মকে দেখিয়া বিরোধী সৈন্যগণের সহিত যাবৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইল ॥ ৩৪

ভারতকুল! পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণের মহাকোলাহল তখন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৩৫

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর শব্দ এবং হস্তীসিমূহ গর্জনের শব্দের সহিত সৈন্যগণের সিংহনাদ পাঞ্চাল অত্যন্তরূপে প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

সমস্ত রথসমিতিগণের চক্র ও অশ্বাদির প্রকাশিত প্রভা বীর-যুদ্ধের অগ্র এবং বিজীষণগণের সম্মুখে প্রভাহীন হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

ধূলি-মেঘ উত্থিত হইল। তাহাতে অস্ত্রসমূহের চাকচিক্য-যুক্ত বাহি বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় আরুত হইল এবং শস্ত্রসমূহের টঙ্কারধ্বনি (মেঘগর্জনের ন্যায়) অত্যন্ত ভয়ের প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

বাণ, শঙ্খ ও ভেরীসমূহের সন্নিনাদ শব্দ চারিদিকে শুনা যাইতে লাগিল। সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যগণের হয়-সমূহের ঘর্ঘর শব্দ চারিদিকে সঞ্চারিত হইল ॥ ৩৯

প্রাণ-শক্তিসমাক্ষিপ্তং বাণৌঘৈশ্চ সমাকুলম্।
নিশ্চক্রামাশিবাকারং সেনয়োঃ সমপক্ষয়ম্ ॥ ৪০
অক্রোশন্ রথিনঃ কেচিদ্ধাবমানাশ্চ সম্ভ্রমে।
দ্রুবন্তো দ্রুত্য বন্ধূন্ পাষাণাংশ্চ পরাপতন্ ॥ ৪১
ত্রাসাদীর্ণং দ্রুবদ্ দ্রুতং দ্রুবণং পাণ্ডবৈঃ সহ।
ভীষ্মহেতোর্নিবব্রাম স্নেহস্রোতোমিবে যথা ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মোপদেশে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

ঊষর পক্ষের সৈন্যের প্রাণ, পাক, অশ্ব ও মাংসমুহের রাশিতে পূর্ণ সেনাকার আকাশে যেন প্রকাশহীন হইয়া যাইল ॥ ৪০

সেই মহাসংগ্রামে রথী ও অশ্বগণ পরস্পর পরস্পরের উপর আক্রমণকারী হইতে বিনাশিত হইল। হস্তিগণ হস্তীদিগকে এবং পদাতি সৈন্যগণ পদাতি-সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৪১

বন্ধুগণ! যেরূপ মাসের অন্ত দুষ্টী স্রোত পরস্পর মুখে ফিরে হয়, সেইরূপ ভীষ্মের জন্য কৌরবদের পাণ্ডবগণের সহিত অন্যত্র মুখ হইতে লাগিল ॥ ৪২

সেই মহাসমরে পরস্পর পরস ধন ও বিজয়ের জন্য একত্রিত হইয়া বিজয়াভিলাষী সৈন্যগণের অভিমত স্থানের সংগ্রাম চলিতে লাগিল ॥ ৪৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মের উপদেশবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-পাণ্ডবমহাসংবিধা যুদ্ধ-মুখ-বর্ণন, ভীষ্মের পরাক্রমঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।
অভিসন্ধায় রাজানং তব পুত্রমযোধনম্।
মহত্যা সেনয়া যুক্তঃ ভীষ্মহেতোঃ পরাক্রমী ॥ ১
দুর্যোধনো রথে কাক্ষিঃ ব্যবস্থিতশরাসনঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চৈনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২
তত শক্তিং রথে কাক্ষির্ভোগবাযাং ব্যমাহিবে।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো দুর্যোধনবধায় বৈ ॥ ৩
তামাপতন্তীং সহসা যোধমুখ্যো বিশাম্পতে।
দ্বিধা চিচ্ছেদ যে পুঙ্খঃ ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৪
তাং শক্তিং পতিতাং দৃষ্ট্বা কাক্ষিঃ পরমকোপনঃ।
দুর্যোধনং ত্রিভির্বাণৈর্বাহ্বোরসি চার্পয়ৎ ॥ ৫
পুনশ্চৈনং শরৈর্ঘোরৈরাজঘান ত্বনাবৃতে।
ননন্দ চির্যমন্তেষ্ঠে তবপুত্রং মহাযশঃ ॥ ৬

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়

[কৌরব ও পাণ্ডবমহারথী নিকের যুদ্ধ-মুখবর্ণন এবং ভীষ্মের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীষ্মকে পরাজিত করিবার জন্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু বিশাল সৈন্যবাহিনীতে যুক্ত আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

দুর্যোধন ক্রোধবশে আকর্ণপর্যন্ত টানি বাণে অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। তাহাতে ব্যথিত হইয়া সুভদ্রা পুত্র অভিমন্যুর উপর তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২

তখন অভিমন্যু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধবশে দুর্যোধনের বধের উপর একটি ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সাক্ষাৎ মৃত্যুর অগ্নিশিখার ন্যায় ছিল ॥ ৩

প্রজানাথ! সেই ভয়ঙ্কর শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া আপনার মহারথী পুত্র দুর্যোধন এক ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা উহাকে দুই খণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই শক্তিকে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অমিতযশা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থলে ও বাহুতে ঘোরতরভাবে বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৪-৫

মহারাজ! তখনও তরুণবয়স্ক মহারথী বীর অভিমন্যু পুনরায় দুর্যোধনের বক্ষঃস্থলে বর্মটি ভেদকারী বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৬

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং চিত্ররূপং ভয়াবহম্।
ইন্দ্রিয়ক্ষীণিজননং সর্বপাণিবিমূর্ছিতম্ ॥ ৭

ভীষ্মস্ত নিধনার্থায় পার্থস্য বিজয়ায় চ।
যুযুধাতে রণে বীরৌ সৌভদ্র-কুরুপুঙ্গবৌ ॥ ৮

সাত্যকিঃ প্রথমং যুদ্ধে শৌনিরাক্রমদ্ভয়ম্।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বাহুভ্যাং পরমেষ্বসঃ ॥ ৯

সৈনেয়োঽপি ততো যুদ্ধে সর্বমর্মসু ভারত।
অভাড়য়দমেয়াত্মা নবভিঃ শরবাজিভিঃ ॥ ১০

অথৈনমব্রবীদ্ ভীষ্মঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
ত্রিভিস্ত পুনরুর্বোরোরসি চাপি ॥ ১১

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসো রোষপূর্ণেন সাত্বতঃ।
রোষপূর্ণা ত্রিভির্বাণৈরাজঘান মহাবলঃ ॥ ১২

সৌভদ্রো বৃষ্টকেতুঞ্চ শরৈরাজ্ঞায় সাত্বতে।
ধ্বজঞ্চ বাহুমুক্তেন মহেষ্বাসঃ মহাত্মনঃ ॥ ১৩

তথৈব সৌভদ্রঃ যুদ্ধে বৃষ্টকেতুর্মহারথঃ।
ত্রিভিস্তু নিশিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধাশু মহাভুজঃ ॥ ১৪

সৌভদ্রস্য ধনুশ্ছিত্বা বৃষ্টকেতোর্মহারথঃ।
নবভিঃ কদনপ্রজ্ঞো বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৫

সোঽন্যৎ ভার্মুকমাদায় সৌভদ্রঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আজঘান মহারাজ ত্রিসপ্তত্যা নিশীতমুখৈঃ ॥ ১৬

যৌ তু তত্র মহেষ্বাসৌ মহাবেগৌ মহারথৌ।
মহত্যা পরয়োপেতৌ পরস্পরবিধিত্সয়া ॥ ১৭

অন্যোন্যস্য ধনুশ্ছিত্বা হয়ান্ হত্বা চ ভারত।
বিরথাবসিমুদ্যম্য সমীয়তুরমর্ষণৌ ॥ ১৮

আয়তে চর্মণী চিত্রে শতচন্দ্রসুরুচকে।
তারকাশতচিত্রে চ নিস্ত্রিংশৌ সুমহাপ্রভৌ ॥ ১৯

প্রযুক্ত বিমলৌ রাজন্নাত্মরক্ষাত্মবিক্ষয়ৌ।
বাসিত্রা সমরে শ্রেষ্ঠৌ সিংহাবিব মহাবনে ॥ ২০

ভারতবর্ষের। ইহাদের উভয়ের দেহ ভয়ের দ্বারা বিদ্ধ এবং সকল ইন্দ্রিয়েরই প্রীতিজনক ছিল। সমস্ত প্রাণিগণই ইহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৭

ভীষ্মের বধ এবং অর্জুনের বিজয়লাভের জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বৃষ্ণ্যন্ধকবীর সাত্যকি এবং কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেব—এই দুই বীর যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৮

অগ্রে বিদ্ধ শত্রুতাপন মহাবাহু মেঘপুষ্প সাত্যকিকে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে অত্যন্ত ভেরবনাদী সাত্যকিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে একটী বাণাঘাত প্রহার করিলেন। ৯

তখন অপরিমিত আত্মবলশালী সাত্যকি তৎপুষ্প অভিঘাতে সমর মধ্যস্থানে বক্ষঃস্থলে নাটী বাণ প্রহার করিলেন। ১০

অনন্তর মহাবাহু প্রথমেই বাটী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অতিতীক্ষ্ণ তিনটী বাণে তাঁহার ধ্বজদণ্ড ও বক্ষঃস্থলে গুরুতর আঘাত করিলেন। ১১

মেঘপুষ্প অত্যন্ত আহত হইয়াও মহাবলশালী ও মহাধনুর্ধর সাত্যকি তিন বাণে তাঁহাকেও আঘাত করিলেন। ১২

মহাবলী সৌভদ্র যুদ্ধে মহাধনুর্ধর বৃষ্টকেতুকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার রথকে বিনষ্ট করিলেন। ১৩

তদ্রূপ সৌভদ্রও যুদ্ধে বৃষ্টকেতুর্মহারথঃ।
ত্রিশরা নিশিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধাশু মহাভুজঃ ॥ ১৪

সৌভদ্রস্য ধনুশ্ছিত্বা বৃষ্টকেতোর্মহারথঃ।
নবভিঃ কদনপ্রজ্ঞো বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৫

সোঽন্যৎ ভার্মুকমাদায় সৌভদ্রঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আজঘান মহারাজ ত্রিসপ্তত্যা নিশীতমুখৈঃ ॥ ১৬

যৌ তু তত্র মহেষ্বাসৌ মহাবেগৌ মহারথৌ।
মহত্যা পরয়োপেতৌ পরস্পরবিধিত্সয়া ॥ ১৭

অন্যোন্যস্য ধনুশ্ছিত্বা হয়ান্ হত্বা চ ভারত।
বিরথাবসিমুদ্যম্য সমীয়তুরমর্ষণৌ ॥ ১৮

আয়তে চর্মণী চিত্রে শতচন্দ্রসুরুচকে।
তারকাশতচিত্রে চ নিস্ত্রিংশৌ সুমহাপ্রভৌ ॥ ১৯

প্রযুক্ত বিমলৌ রাজন্নাত্মরক্ষাত্মবিক্ষয়ৌ।
বাসিত্রা সমরে শ্রেষ্ঠৌ সিংহাবিব মহাবনে ॥ ২০

সৌভদ্র মহাবলী মহারাজ বৃষ্টকেতু যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিশটী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সৌভদ্রকে অতি ক্রুদ্ধ বিদ্ধ করিলেন। ১৪

তখন মহাবাহু সৌভদ্র বৃষ্টকেতুর ধনু ছেদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন এবং তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

মহারাজ! বৃষ্টকেতু অন্য এক ধনু গ্রহণ করিয়া ত্রিসপ্ততি (৭৩) বাণে সৌভদ্রকে আঘাত করিলেন। ১৬

এই দুই মহেষ্বাসই, মহাবেগ ও মহারথী পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে প্রহার করিবার ইচ্ছা বিদ্ধ করিলেন। ১৭

ভারত! উভয়েই পরস্পরের ধনু ছিন্ন করিয়া অশ্বগণকে বধ করিলেন এবং উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে খড়্গ লইয়া পরস্পরের পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ১৮

উভয়েই হস্তে শত শত চন্দ্র ও নক্ষত্র চিহ্নযুক্ত চর্ম ধারণ করিলেন এবং অতিশয় তারকাচিহ্নযুক্ত খড়্গ তুলিলেন ছিল। ১৯

রাজন্! যেমন বিপুল বলশালী এবটী সিংহের সহিত দুইটী সিংহ যুদ্ধ করিতে থাকে, সেইরূপ বিমল খড়্গ ধারণকারী বৃষ্টকেতু ও সৌভদ্র উভয়েই বিপক্ষ নাশের জন্য প্রযত্নশীল হইয়া পরস্পরের নিধন সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২০

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গতপ্রত্যাগতানি চ
তেজস্বিনৌ চ প্রাপ্তৌ তৌ পরস্পরম্ । ২১
সৌভদ্রো দৃষ্টকেতুং তু শরবর্ষেণ মহতা।
আচ্ছাদয়ত সংক্রুদ্ধস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ । ২২
ক্ষেপ্রহস্তোঽপি সমরে সৌভদ্রঃ পুরুষর্ষভঃ।
আজঘান শিতাগ্রেণ ভল্লেনেকেন মর্মাণি । ২৩
তাবন্যোন্যং মহারাজ সমাসাদ্য মহারথৌ।
অন্যোন্যবেগনিহতৌ বিপেতুরুভয়ী রথৌ । ২৪
ততঃ স্বরথমারোপ্য সৌভদ্রং রথসত্তম।
সহসৈনং রথেনাজাবপোবাহ মহামতিঃ । ২৫
দৃষ্টকেতুং তু সমরে বাহ্লীপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অপোবাহ রণে ক্রুদ্ধঃ সহসৈনঃ পরাক্রমী । ২৬
চিত্রসেনং পুনর্দ্বাঃ বিদ্ধ্বা বহুভিরাশুগৈঃ।
পুনর্বিব্যাধ তং ষষ্ট্যা পুনশ্চ নবভিঃ শরৈঃ । ২৭

পুনর্দ্বাভ্যাং রথে ক্রুদ্ধস্তস্য পূতঃ বিশাম্পতে।
চতুর্ভিশ্চতুরস্তেন বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ । ২৮
চিত্রসেনস্ত তং রাজন্নিষুভিঃ সপ্তভির্দৃঢ়ৈঃ।
আজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ স চ তং প্রত্যবিধ্যত । ২৯
তীক্ষ্ণৈঃ সমরে রাজন্ হয়ান্ মানক যন্তৃন্।
সৌভদ্রো রাজপুত্রং তু দ্বয়বলমযোধয়ৎ । ৩০
পার্শ্বয়োস্তং পরাক্রান্তৌ তীক্ষ্ণধারৈঃ শরৈর্ভৃশম্।
আজঘ্নতুর্মহেষ্বাসৌ বিদ্ধ্বা পঞ্চভিরায়সৈঃ । ৩১
পুনর্বিব্যাধ বিংশত্যা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
সৌভদ্রঃ কোশলেন্দ্রং তু বিব্যাধাষ্টভিরেবৈঃ । ৩২
সারথিং চাস্য সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ ত্রিভিরুল্বণৈঃ।
কৌশলস্য ধ্বজঞ্চাপি পুনশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্ । ৩৩
আজঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্হিতৈশ্চ তত্তদিষ্টিভিঃ।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় রাজপুত্রো দৃঢ়বলঃ । ৩৪

ইহারা উভয়ে কখনও অগ্রসর এবং কখনও পশ্চাদ্গমন প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডলাকার বৃত্তাবস্থা দেখাইতে লাগিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধে আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে ক্রমশঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন । ২১

সেই সময় সৌভদ্র বীর বিশাল ভল্লাস্ত্রবিদ্ধা দৃষ্টকেতুর বর্শপটী ভেদ করিয়া আঘাত করিলেন এবং বলিলেন,—তিষ্ঠ তিষ্ঠ । ২২

তখন ক্ষেপ্রহস্ত দৃষ্টকেতুও সমরাঙ্গনে সৌভদ্রের ঘোর উপরিতন বৃহৎ ভল্লাস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করিলেন । ২৩

মহারাজ! পরক্ষণে এই দুই বীর সেই মহাসমরে পরস্পর বিদ্ধ হইয়া সমরে দুর আঘাত প্রত্যাঘাত করায় অবশেষে ভূতলে পতিত হইলেন । ২৪

তখন আপনার পুত্র সুমহাবল সৌভদ্রকে নিজ রথে তুলিয়া লইলেন এবং সেই রথের দ্বারাই সমর হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন । ২৫

এইরূপ প্রতাপশালী ও পরাক্রমী বাহ্লীকপুত্র সমরে তুলিয়া দৃষ্টকেতুকে নিজ রথের সাহায্যে সমর হইতে বাহিরে লইয়া গেলেন । ২৬

চিত্রসেন পাঞ্চবংশের তুলপর্বপ্রমাণ রাজপুত্র সৌভদ্রিকে প্রথমতঃ বাণে বিদ্ধ করত পুনরায় বাণে এবং পরে নব বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । ২৭

প্রজানাথ! তখন তুলপর্বা তুলিত হইয়া আপনার পুত্র চিত্রসেনকে দশ দশটি বাণের দ্বারা দুই বার বিদ্ধ করিলেন । ২৮

রাজন্! চিত্রসেন তুলিত হইয়া আপনপর্বসদৃশ তিনটী বাণে সেনাপতি তুলপর্বাকে প্রত্যাঘাত করিলেন। মহারাজ! তখন তিনি সমরাঙ্গনে তীক্ষ্ণ দশ ও সপ্তম দুইটী বধিত করিতে অভিলাষী ছিলেন।

রাজন্! তীক্ষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসুবিধের সহায়তা করিবার জন্য পরাক্রমশালী যুদ্ধদুর্মদ রাজপুত্র দুঃসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কোশলপতি যখন সেই সময় সৌভদ্রিকে পাঁচটী বাণে অসুবিধের অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিয়া তুলপর্বা আপনপর্বসদৃশ তিনটী বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন তেজস্বীপুত্র কোশলপতি বৃহদ্বলকে সৌভদ্রিকে আটটী বাণে বিদ্ধ করিয়াও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার পর তুলপর্বা তাঁহাকে তিন বাণের দ্বারা বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অসুবিধের অভিমন্যু কোশলপতি বৃহদ্বলের সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ তিনটী বাণে তাঁহাকে আঘাত করিলেন।

তখন রাজপুত্র বৃহদ্বল দ্বিতীয় ধনু লইয়া সমরাঙ্গনে ক্রুদ্ধচিত্তে অসুবিধের অভিমন্যুর সর্বাঙ্গসাধক বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

পরন্তপ! মহারাজ! এইরূপ সমরাঙ্গনে কোশল সহিত

আত্মনিঃ সময়ে ক্রুদ্ধো বিধ্যন্ বন্ধকি: শরৈঃ।
ভরদ্বাজ: সমন্তব্য ভীষ্মরক্ষো: পরন্তপ ॥ ৪৫
সাত্যকের্মহারাজ সমরে চিত্রযোধিনঃ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বলি-বাসবয়োরভূৎ ॥ ৪৬
ভীষ্মস্যেনো মহানীকং যোধয়ন্ মহদাত্তব।
যথা শক্রো মহাশৈলান্ পর্বমাত্তবান্ ॥ ৪৭
যে যথামানা ভীষ্মেণ মারতা বিনিসর্জিতাঃ।
নিপেতুর্ভূবি তত্রিতা মারতো বসুতাম্ ॥ ৪৮
বিনিঘ্নন্তো হি তে নাগা বিরাজন্তমরোপমাঃ।
বিনেদুর্ঘনবদ্ঘোরা বিকীর্ণা ইব পর্বতাঃ ॥ ৪৯
ধৃষ্টকেতো মহেষাসো মহারাজমাহবে।
মহত্যা সেনয়া গুপ্তঃ পিতৃব্যমভ্যযাদ্ দ্রুতম্ ॥ ৫০
সত্রেষবস্তু সমরে ধর্মপুত্রং মহারথম্।
পীড়য়ামাস সমরে ভীষ্মরক্ষো: পরাক্রমী ॥ ৫১
বিরাটঃ সৈন্যবো রাজা বিদ্ধা সপ্তভিরর্দিতঃ।

মগধৈঃ সাদ্রকৈর্ভীমৈর্বিশিখৈঃ পূর্ণমার্পিতম্ ॥ ৫২
বিরাটস্তু মহারাজ সৈন্যবং বাহিনীপতিঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভির্নিশিতৈর্ঘোরৈরাজঘান ভুজান্তরে ॥ ৫৩
চিত্রকার্মুকনির্মুক্তৌ চিত্রবর্মায়ুধধ্বজৌ।
রেজতুস্তিমহাত্মানৌ যৌ সংগ্রামে যমান্তকৌ ॥ ৫৪
ক্রোধঃ পাঞ্চালপুত্রস্য সমরেষু মহাত্মনঃ।
মহাসেনমুখং হত্বা শরৈঃ সপ্তভিরর্দিতঃ ॥ ৫৫
ততো ক্রোধো মহারাজে পার্থিবস্য মহদ্ বভূ:।
হিত্বা পঞ্চালরাজস্য পার্থিবঃ সমবিধ্যত ॥ ৫৬
সোঽন্তরং কার্মুকস্যাথ পার্থিবঃ পরমৌজসা।
ক্রোধস্য বিবরে যুদ্ধে ক্রোধয়ামাস সাত্যকম্ ॥ ৫৭
তাভ্যামাহবমার্গেষু ক্রিয়মাণে ন মহারথঃ।
ক্রোধো দ্রুপদপুত্রস্য প্রাহিণোৎ পঞ্চ সাত্যকান্ ॥ ৫৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ পার্থিবঃ পরবীরহা।
ক্রোধস্য চিচ্ছেদ ধনুঃ সমন্তাদ্ ক্রোধনস্য হ ॥ ৫৯

বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লিপ্ত সেই দুই বীরের মধ্যে অধিক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন মনে হইতেছিল—রাজা বলি ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে ॥ ৪৩-৪৬

যেরূপ মহাবলী ইন্দ্র বড় বড় পর্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন গজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ফেলিয়া দিতেছিলেন ॥ ৪৭

ভীমসেন কর্তৃক বিদ্ধ অথবা পরাজিত হইয়া মহারাজ মগধরাজ বীর ভীমসেনের এই দুর্দিশাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে করিতে একমাত্র সহায়ক হইতে লাগিল ॥ ৪৮

স্থির ধনুকের ছাড়িয়া দেওয়া তীক্ষ্ণ এবং বিষিরাক্তমুখ তীক্ষ্ণ পরীক্ষাকারী বাণগুলি দ্বারা শত্রুদের নিহত করিতে করিতে পর্বতসদৃশ্য গোরা পার্থিবকে লাগিল ॥ ৪৯

মহারাজ ধৃষ্টকেতু বিশাল সৈন্যবাহিনীতে সুরক্ষিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই যুদ্ধে লাভ করিয়া বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

ভীমসেন তখন করিয়া তত্ত্ব পরাক্রমশালী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবলী ধৃষ্টকেতুকে দৃঢ়ভাবে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

বিরাটকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া সুদক্ষ ভীমসেনের মগধ ও সাদ্রক সৈন্যগণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫২

বিরাটও মহারাজ সৈন্যবং বাহিনীপতিঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভির্নিশিতৈর্ঘোরৈরাজঘান ভুজান্তরে ॥ ৫৩
চিত্রকার্মুকনির্মুক্তৌ চিত্রবর্মায়ুধধ্বজৌ।
রেজতুস্তিমহাত্মানৌ যৌ সংগ্রামে যমান্তকৌ ॥ ৫৪
ক্রোধঃ পাঞ্চালপুত্রস্য সমরেষু মহাত্মনঃ।
মহাসেনমুখং হত্বা শরৈঃ সপ্তভিরর্দিতঃ ॥ ৫৫
ততো ক্রোধো মহারাজে পার্থিবস্য মহদ্ বভূ:।
হিত্বা পঞ্চালরাজস্য পার্থিবঃ সমবিধ্যত ॥ ৫৬
সোঽন্তরং কার্মুকস্যাথ পার্থিবঃ পরমৌজসা।
ক্রোধস্য বিবরে যুদ্ধে ক্রোধয়ামাস সাত্যকম্ ॥ ৫৭
তাভ্যামাহবমার্গেষু ক্রিয়মাণে ন মহারথঃ।
ক্রোধো দ্রুপদপুত্রস্য প্রাহিণোৎ পঞ্চ সাত্যকান্ ॥ ৫৮
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ পার্থিবঃ পরবীরহা।
ক্রোধস্য চিচ্ছেদ ধনুঃ সমন্তাদ্ ক্রোধনস্য হ ॥ ৫৯

মহারাজ! সেনাপতি বিরাটও দ্রুপদরাজ মহারথের ঘোর তিনটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বক্ষের মধ্যে আঘাত করিলেন ॥ ৫৩

সেই সংগ্রামে মহারাজ বিরাট ও দ্রুপদরাজ মহারথ উভয়েরই বর্ম ও ধ্বজা বিচিত্র ছিল। উভয়েই বিচিত্র ধনুক, বাণ ও বর্ম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয় যখন বিচিত্র ভাবে বাণ সমূহ ফেলা আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৪

ক্রোধাচার্য সেই মহাসমরে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাণের দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

মহারাজ! তাহার পর ক্রোধাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ পণ স্থির করিয়া পঞ্চালী বাণের দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

তখন শত্রুবীরদলের সংহারকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধাচার্যের সাক্ষাতেই তাঁহার উপর প্রচুর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৭

অবশেষে মহারথী দ্রোণাচার্য বীর বাণসমূহের আঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সকল ধ্বজা-ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং দ্রুপদপুত্রের উপর পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৮

মহারাজ! তখন শত্রুবীরদলের সংহারকারী ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্যের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এই ক্রোধনের সমস্তকুমার তখন ছিন্ন ॥ ৫৯

তমাপতন্তী সহসা হেমপট্টবিভূষিতম্‌।
শরৈঃ পঞ্চাশতা দ্রোণো বারয়ামাস সাত্বতে॥ ৫০
সা ছিন্না বহুধা রাজন্‌ দ্রোণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
দূরীকৃতা বিশীর্ণাঙ্গী পপাত বসুধাতলে॥ ৫১
ততঃ বিনিহতাং দৃষ্ট্বা পার্থঃ সঞ্জয়বর্ধনঃ।
দ্রোণায় শক্তিং চিক্ষেপ সর্বপারশবীং তদা॥ ৫২
তাং দ্রোণো নবভির্বাণৈশ্ছিত্ত্বেষুং বৃষি তাবত।
পার্থঞ্চ যত্নবানঃ পীড়য়ামাস সাত্বতে॥ ৫৩
এবমেতন্মহাযুদ্ধং দ্রোণ-পার্থয়োরভূৎ।
তীব্রং প্রতি মহারাজ দেবরূপা তদাভবৎ॥ ৫৪
অর্জুনঃ প্রাপ্য গাণ্ডীবং পীড়য়ন্‌ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অস্ত্রাস্ত্রবত সংযত্তো রণে মন্ত্রমিব দ্বিপম্‌॥ ৫৫
প্রহসন্নথো চ যং রাজা তমব্রবীৎ প্রবাসবম্‌।
ব্রিয়া ত্বিহেন নাথেন কথমদ্য ন্যবাধথঃ॥ ৫৬

তথাপতন্তং সহসা হয়েন্দ্রগজবাহিনম্‌।
পরঃ শতং সমাধায় বীভৎসুঃ প্রত্যপেধত॥ ৫৭
ততো গজবতো রাজা তমপোহ্য প্রবাসবম্‌।
অর্জুনং সায়কৈর্ঘোরৈর্বারয়ামাস সাত্বতে॥ ৫৮
অর্জুনস্তু ততো বাসবাস্ত্রং বজ্রোপমৈঃ।
বিনাশয়ামাস-তীক্ষ্ণৈরবিধ্যত্‌ মহারথে॥ ৫৯
বিধ্বস্তিনঃ কৌন্তেয়ো যাহি যাহীত্যচোদয়ৎ।
তীব্রং প্রতি মহারাজ জয়েপ্সিনি চ ভারত॥ ৬০
প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজো হি মহা পাণ্ডবঃ পাণ্ডুপূর্বজম্‌।
প্রহসন্‌ ধনিনো রাজন্‌ ক্রুদ্ধস্তম্‌ বৃষ্ণি চাব্রবীৎ॥ ৬১
তমেতাদৃক্‌ মহারাজ তীব্রবত্তাত্রবং ক্রুধম্‌।
বিধ্বস্তিনা সুরক্ষ্যা তমো দুষ্প্রধর্ষম্‌॥ ৬২
তমহং তাবকাঃ শূরা পাণ্ডবা চেদয়ো যুধি।
সমস্তাদ্বারয়ন্‌ ক্রোশমুদ্যন্তমিবাম্বরে॥ ৬৩

সেই অশনিবিদ্যুতির ন্যায় সহসা নিকট দিকে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য দুইবাণে শতাধিক বাণের দ্বারা তাহাকে নিবারিত করিলেন। ৫০

রাজন্‌! দ্রোণাচার্য্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত বাণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ছিন্ন-ভিন্ন ঐ গদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। ৫১

নিজের গদাকে বিফল হইতে দেখিয়া শত্রুবধকারী পার্থ দ্রোণাচার্য্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত একটী সুন্দর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৫২

ভারত! দ্রোণাচার্য্য দুইবাণে সেটী বাণ প্রহার করিয়া সেই শক্তিকেও শত শত করিয়া দিলেন এবং অত্যন্তই তীব্রভাবেও সেই মহাযুদ্ধে পীড়িত করিতে লাগিল। ৫৩

মহারাজ! এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ও ইন্দ্রপুত্রের মধ্যে তীব্রের উপর এই ঘোরতর এবং অদ্ভুত মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৫৪

অর্জুন মহাধনুর্দ্ধর তীব্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তীব্র বাণসমূহে তাঁহাকে পীড়িত করিতে করিতে অধিপতি মাতঙ্গকে যেমন অঙ্কুশ দ্বারা তাড়না করে সেইরূপ তাঁহাকে আঘাত করিলেন। তখন তাঁহার—অর্থাৎ দ্রোণ এবং অর্জুনের দুইটী অপূর্ব এবং অলৌকিক ধনুর্দ্ধর উপস্থিত হইল। ৫৫

সেই সময় প্রবাসবাসী ও মাধবগণ দ্বারা তাঁহাদের অদ্ভুত যুদ্ধকার্য্যের উপর আলোকপাত করিয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলে। সেই সময়ের যুদ্ধস্থানের দিব্য ভাব দেখিয়া মনুষ্যগণ প্রভাবিত হইয়াছিল। ৫৬

দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত হস্তীর ন্যায় সেই যুদ্ধস্থানে সকল আসিতে দেখিয়া অর্জুন অধিপতির অস্ত্র সহিত তাহার সম্মুখীন হইলেন। ৫৭

তখন হস্তী ও উহার উপরিষ্ঠ প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজা দ্বারা তাঁহাদের দুই বাণসমূহ বন্ধ করিতে করিতে অর্জুনের অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করিয়া দিলেন। ৫৮

অর্জুনও সেই মহাসমরে তীব্র স্বরূপে আসন সেই হস্তীকে বজ্রতুল্য তীক্ষ্ণ, নিশিত ও লৌহনির্ম্মিত অসংখ্য বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৫৯

মহারাজ! দুর্যোধন অর্জুন দ্বিতীয়বার তখন বারবার এই প্রেরণা দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—তুমি শীঘ্র তাঁহার দিকে অগ্রসর হও এবং তাঁহাকে বিনাশ কর। ৬০

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ! তখনকার প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি তখনকার পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে আসন করিয়া অতি ক্রুদ্ধ অবস্থায় হাসিতে হাসিতে তখন বলিলেন। ৬১

মহারাজ! তখন অর্জুন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়া তখন তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৬২

আমরা যুদ্ধে আসিয়া বীরবর বৈরূপক্ষ রোধাহত করিতে করিতে এবং আক্রমণ করিতে করিতে বেগশালী পাণ্ডুপুত্র

নানাবিধাস্ত্রনীকানি শূরাণাং যে জনাধিপ।
অর্জুনো যাবদঃ কালে বিনীষাস্ত্রাণি রাজন্।। ৬৪
নিধনং তু সমাসাদ্য তবপুত্রাঃ বিশাম্পতে।
ইমুভিস্তূর্ণমব্যগ্রো বভূবঃ স সমাহিতো।। ৬৫
তথাস্ত্রাণ্যবধ্যানি তানি তানি মহাত্মনঃ।
পরসৈন্যবধায়ালং অভিমন্যুং সমাহরৎ।। ৬৬
অথাহি: সুমহানিহঃ ঘটে চাপি সাধিকে।
তথা রক্ষতি তীষ্মোঽপি বিধানস্তঃপুরীষ্বরম্।। ৬৭
লোকস্যান্ত ইবে তীষ্মো অন্তে পার্থিবসত্তমান্।
তথাহরত তং সৈন্যং পাণ্ডবস্য মহাহবে।। ৬৮
সুবর্ণ-পুঙ্খৈর্বিসৃতি: নিশৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
বারয়ন্ স দিশো তীষ্মঃ প্রতিসৈন্যে মহাহবে।। ৬৯
পাতয়ন্ রথিনো রাজন্ মহাংশ্চ সহসাদিভিঃ।

মৃগতালবনানীব ছাদয়ন্ স মহাস্ত্রবান্।। ৭০
নির্দহন্ বথা রাজন্ গহনানগ্নিমারুতৌ।
চকার সমরে তীষ্মঃ সর্বসৈন্যভয়ং মহৎ।। ৭১
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষঃ বিস্ফূর্জিতবিবাশনেঃ।
নিশম্য সর্বতো রাজন্ সমকম্পন্ত সৈনিকাঃ।। ৭২
অমোঘা ভগবন্ বাণাঃ নিপতন্তি মহতেজসঃ।
নালক্ষ্যন্ত ধনুষ্যস্য তীষ্মস্যাস্ত্রাণি সর্বশঃ।। ৭৩
নির্দহন্তং বথা রাজন্ সুহৃদাং তব সৈনিকান্।
বারয়ামাসমুস্তাক্ষঃ ছিদ্যমানাম্ বিশাম্পতে।। ৭৪
চেদি-কাশি-করুষাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতা ভূমপুত্রাস্তবাত্মজাঃ।। ৭৫
অশ্বারোহিণঃ শূরা সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
সংগ্রামে তীষ্মমাসাদ্য সমাজি-ঘ্ন-মৃত্যবঃ।। ৭৬

অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল। ইহা দেখে যখন এই অর্জুন হইয়া দাঁড়াইল। ৬৩

অনেকঃ! যেরূপ আকাশে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত মেঘসমূহকে বায়ু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুনও সেই সমস্ত আকাশে শূন্যমার্গে বিবিধ দৈব্যস্ত্রসমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। ৬৪

এই সময় বিপক্ষী ভরতবংশের নিধনের জন্য তীষ্মকে সম্মুখে পাইয়া অর্জুনের বজ্রসদৃশ বাণের দ্বারা অতি সত্বর তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬৫

তখন তিনি (তীষ্ম) অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্ত হইয়া সমরাঙ্গনে অর্জুনকেও বধ করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসমূহ, যাহা অর্জুন নিষ্ফল করিয়াছিলেন, যাহা শত্রু পক্ষীয় ও বধসাধন ছিল (তাহা) বলিয়া মনে করিতেছিলেন এবং বাণসমূহ ভিন্ন অন্য বিষয়ে অনন্য চিত্তবৃত্তি। ৬৬

যেরূপ প্রচণ্ডবেগ অতি বায়ুর সাহায্য পাইয়া ভূমণ্ডলবিস্থিত বৃক্ষসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিপক্ষসমূহের প্রয়োগকারী তীষ্মও শত্রু-সৈন্যসমূহ প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। ৬৭

তীষ্ম যুদ্ধে অর্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগকারী লোকান্তকের ন্যায় বাণের দ্বারা অনেক যোদ্ধা বধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মহাবলী তীষ্মের তীক্ষ্ণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের অস্ত্রশস্ত্রকে ভগ্ন করিলেন। ৬৮

আকর্ণপূর্ণক, সুবর্ণ পক্ষযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যে বিদ্ধ করিতে করিতে তীষ্ম সেই মহাসংগ্রামে মৃগতালবনানীব ছাদয়ন্ স মহাস্ত্রবান্।। ৭০
নির্দহন্ বথা রাজন্ গহনানগ্নিমারুতৌ।
চকার সমরে তীষ্মঃ সর্বসৈন্যভয়ং মহৎ।। ৭১
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষঃ বিস্ফূর্জিতবিবাশনেঃ।
নিশম্য সর্বতো রাজন্ সমকম্পন্ত সৈনিকাঃ।। ৭২
অমোঘা ভগবন্ বাণাঃ নিপতন্তি মহতেজসঃ।
নালক্ষ্যন্ত ধনুষ্যস্য তীষ্মস্যাস্ত্রাণি সর্বশঃ।। ৭৩
নির্দহন্তং বথা রাজন্ সুহৃদাং তব সৈনিকান্।
বারয়ামাসমুস্তাক্ষঃ ছিদ্যমানাম্ বিশাম্পতে।। ৭৪
চেদি-কাশি-করুষাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
মহারথাঃ সমাখ্যাতা ভূমপুত্রাস্তবাত্মজাঃ।। ৭৫
অশ্বারোহিণঃ শূরা সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
সংগ্রামে তীষ্মমাসাদ্য সমাজি-ঘ্ন-মৃত্যবঃ।। ৭৬

সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহকে নিনাদিত করিয়া তুলিলেন। ৬৯

রাজন্! রথিসমূহকে পাতিত করিয়া ও আরোহীসহ অশ্বসমূহকে বিনাশ করিয়া তিনি বনমধ্যস্থ বৃক্ষিত তালবনের ন্যায় করিয়া দিলেন। ৭০

প্রলয়ঃ! সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে যেরূপ তীষ্ম সেই সমরাঙ্গনে বন, বহ্নি ও অগ্নিসমূহকে দহনশীল করিয়া ফেলিলেন। ৭১

রাজন্! যন্ত্রের বিস্ফারণের দ্বারা প্রকট শব্দের ন্যায় তাঁহার ধনুর্যন্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সকলদিকেই সৈন্যদল বিনাশিত করিতে লাগিল। ৭২

মহারাজ! আপনার পিতৃব্য তীষ্মকৃত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ অনবরতভাবে পরসৈন্যমধ্যে পতিত হইতেছিল। তীষ্মের ধনু হইতে দূরে বাণসমূহ শত্রুসৈন্যের শরীর ব্যতীত অন্যত্র পতিত হয় নাই। (অর্থাৎ শত্রুসৈন্যসমূহের দেহ করিয়া যাইত)। ৭৩

প্রভাসাদ! আমরা যেরূপে অনবরতে মেঘিত মহৎ এবং দেখিতে পাইলাম, তাহাদের মধ্যে কোন বস্তু ভিন্ন না এবং তাহারা তখন ধনুর্যন্ত্রের বাহুর দ্বারা তীক্ষ্ণ গতিতে এদিকে ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ৭৪

সেখানে চেদি, কাশী ও করুষ দেশের চৌদ্দ হাজার মহারথী বীর সৈন্য অবস্থান করিতেছিলেন, যাহাদের ধ্বজা সর্বদা বিস্তৃত ছিল এবং যাঁহারা কুশীল ছিলেন ও পাণ্ডবদের বহু প্রকারে অপকার করিতেও উদ্যত ছিলেন। ৭৫

ইঁহারা যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, সৌবাসালী বীর ছিলেন ও সুবর্ণময় অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই

অন্যত্র পরলোকায় যাদিষ্যন্তমিবাদৃতম্।
ন চক্রাতীব্রবে বাহৌ সোমকানাং মহারথঃ। ৭৭
যং সংগ্রামা রণে ভীষ্মং জীবিতে চ মনো রণে।
তাদৃশং সর্বতো রণে যোধানং প্রেতরাজপুরং প্রতি। ৭৮
বীক্ষ্যমাণস্তু তদা দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য বিক্রমম্।
ন ব্যথিষ্যেন্দ্র সমরে শ্রুত্বাপ্যতি মহাবলঃ। ৭৯

ঋতে পাণ্ডুসুতং বীরং শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
বিনর্তিনং সমরে পাকশাসনমিবৌজসম্। ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে। শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৬

মুখে মুখবিন্যাসকারী বালের ন্যায় সমর ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া শর, খড়্গ ও তূণীরদিগের সহিত পরলোকে গমন করিবেন।

রাজন্! যেই সময় সোমকগণের মধ্যে এমন একও মহারথী দিবসে না, যিনি যুদ্ধস্থলে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভয়সঞ্চারের করিতে পারিয়াছিলেন।

সেই সময় সমস্ত সোমকেরা ভীষ্মের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া

করেন যাহারা পাণ্ডুপুত্র বীর শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথিকে।
বিনর্তিনকে সমরে পাকশাসনসমিতৌজসকে। ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে। শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১১৬

করেন যাহারা সমরে অরিন্দম যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যত যোদ্ধা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যেন যমলোকেই গমন করিয়াছেন।

তখন শ্বেতাশ্ব শ্বেতাশ্ব এবং শ্বেতসারথি অর্জুন ব্যতীত আর যোদ্ধারা ছিল, সেই শত্রুকুল বীর অর্জুন ও অমিতবিক্রমী পাকশাসনতুল্য বিনর্তী ব্যতীত কিন্তু কোন এমন যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি সমরক্ষেত্রে ভীষ্মের সম্মুখে যাইবার সাহস করিতে পারিয়াছিলেন না। ৭৭-৮০

শ্রীমহাভারতে শ্রেষ্ঠমহাভারতী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে সঞ্জয়বাক্যে ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়-সৈন্যের সৈন্যগণ যুদ্ধে, যুদ্ধারম্ভে পরাক্রম, অর্জুনের ভীষণ মূর্তি ও ভীষ্ম বধ।]

সঞ্জয় উবাচ।

বিনর্তী তু রণে ভীষ্মমাসাদ্য পুরুষর্ষভম্।
প্রত্যুদ্যযৌ প্রহৃষ্টাত্মা ক্ষত্রধর্মমনুব্রতে। ১
বিনর্তিনং তু সমালোক্য ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
সংস্মরন্ ক্ষত্রধর্মেণ নিধনায় ব্যবস্থিতঃ। ২
ভীষ্মঃ শান্তনবো রাজন্ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
ব্যাকর্ষদ্ রণে ভীষ্মঃ স চ তস্যাবধূতবান্। ৩

অর্জুনস্তু মহারাজ বিনর্তিনমরক্ষয়ৎ।
অবিষহ্যবলং মত্বা ভীষ্মং শিখণ্ডিনং তু। ৪
কিং নু বিনর্তিনা বীর ভবিতা ভীষ্মঃ মহারথঃ।
ন হ্যস্যাস্ত্রং পরাস্যামি কথঞ্চিদ্ যোধিষ্যতে রণে। ৫
যং শক্তঃ সমরে ভীষ্মঃ প্রতিযোদ্ধুং বিহায়সে।
ঋতে বাঃ পুরুষব্যাঘ্রং সাত্যকেশ্চ মহারথে। ৬

সকলেই দেখিতে পাইলেন, তথাপি বিনর্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ১

মহারাজ! সেই সময় অর্জুন বিনর্তীকে বলিলেন,—বীর! তুমি অবিলম্বে সত্বরে রথ এবং সিংহনাদ ভীষ্মকে বধ কর। ২

বীর! এ-বিষয়ে বারংবার বিচার করিয়া সময়ক্ষেপণের কোন ফল নাই। তুমি মহারথী ভীষ্মকে নিধন কর। ভূমিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে তুমি ব্যতীত আমার এমন কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি সমরক্ষেত্রে ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে পারেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিলাম। ৩-৬

এবমুক্তস্ত পার্থেন বিশতী ত্বরমন্বিতা।
শরৈর্নানাবিধৈস্তূর্ণা পিতামহরথান্তিকম্ ॥ ৭
অতিস্থিরিয়া তাং বাণান্ পিতা দেবব্রতস্তদা।
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধং বারয়ামাস সাত্বতঃ ॥ ৮
তৌষৈব চ চমূং সর্বাং পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
অবৈশ্রয়ীৎ স শরৌঘৈঃ পরলোকায় মানিষু ॥ ৯
তৌষৈব পাণ্ডবা রাজন্ সৈন্যেন মহতা বৃতাঃ।
ভীষ্মং সমভ্যয়ুর্গৃধ্নুর্যেন যেনাতিতেজনম্ ॥ ১০
স সমন্তাৎ পরিবৃতো ভ্রাতৃভিঃ সুমহারথৈঃ।
নির্দহন্ রণে পৃথান্ যুধি বহ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ১১
তমাপতন্তমালক্ষ্য তব পুত্রস্য গৌরবম্।
অযোধয়ন্ত যে পার্থং তুষোপ চ পিতামহম্ ॥ ১২
তথৈব তেষ সমরে তব পুত্রস্য ধন্বিনঃ।
তুমুলঃ সর্বতো লোকা মহানভূৎ ॥ ১৩

তখন পার্থ সমরে ক্রুদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের উপর নানাপ্রকার বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৭

কিন্তু আপনার পিতৃতুল্য দেবব্রত সেই বাণবর্ষণকে গ্রাহ্য না করিয়া সমরাঙ্গনে ধূলিসাৎ করিয়া অর্জুনকে তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৮

আর্য! এইরূপ হইলেই তীক্ষ্ণ পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বধ করিয়া পরলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ৯

রাজন্! তারপর বিপক্ষ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবেরা তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তীক্ষ্ণকে চৌদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ মেঘ সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ১০

মহাভুজ! সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বদিকে পরিবৃত তীক্ষ্ণ বনে প্রজ্বলিত বাসনলের ন্যায় রণ তীক্ষ্ণে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১

সেই সময় সেখানে আসি আপনার পুত্র দুর্যোধনো অর্জুন পরাক্রম দেখিলাম। তিনি অর্জুনের গতির তখন রুদ্ধ করিতেছিলেন এবং পিতামহ তীক্ষ্ণকে রক্ষা করিবার অন্তর তৎপর ছিলেন। ১২

রাজন্! যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার পরাক্রমশালী পুত্র দুর্যোধনের সেই পরাক্রমে সকল লোকই অভিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ১৩

হতেষু সমরে পার্থান্ সার্জুনান্ সমযোধয়ৎ।
ন হৈনং পাণ্ডবা যুদ্ধে বারয়ামাসুরুদ্যতম্ ॥ ১৪
দুর্যোধনেন সমরে রক্ষিতো বিজয়ীকৃতাঃ।
সাধিনস্ত অযোধ্যন্ত ভীষ্মিনস্ত মহারথাঃ ॥ ১৫
বিনির্জিত্যঃ পরৈর্ভীষ্মৈর্নিপেতুর্ধরণীতলে।
পরাসুরাক্তদৈবেন ধর্ষিতো বিজয়া দিশঃ ॥ ১৬
যথাবিধিহিতা প্রাপ্তা অলেন্ বীরাষ্টিকথম্।
তথা ভ্রমাল পুরতে পাণ্ডুসেনাং বিনির্দহন্ ॥ ১৭
তং তাদৃশমহাত্মানং পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
ক্ষেত্রুং নোৎসহতে কশ্চিদ্যুধ্যন্তং যুধি কর্হিচিৎ ॥ ১৮
ঋতে মহেন্দ্রসমরাদ্ভীষ্মাৎ কুরুপিতামহাৎ।
ন হি তং সমরে রাজন্ বিজেতুমুৎসহেন্নরঃ ॥ ১৯
ভীষ্মেণাভিহিতং সর্বং সৈন্যমেতৎ পরস্তপ।
বিজিত্যতাং পুত্রাইতি ভীষ্মবাক্যপ্রচোদিতাঃ ॥ ২০

কিন্তু সমরাঙ্গনে একাকীই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ সেই প্রবল পরাক্রমী দুর্যোধনকে যোদ্ধগণেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। ১৪

দুর্যোধন সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বড় বড় যোদ্ধকে বরণীন করিয়া দিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া বহুসংখ্যক মহাবলশালী অযোধ্যবাসী ও মহাবল পরাক্রমশালী যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন।

তাঁহার বাণে শীড়িত হইয়া বহু বহু বড়ীর চারিদিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। যেরূপ অগ্নি ঘাই পাইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় চৌদিকে জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্যোধন তীক্ষ্ণ হইতে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। ১৫-১৭

এক যাহারা জানেন, সেই যোদ্ধাগণের মধ্যেকেহই অর্জুন প্রভৃতি অন্য যোদ্ধক পাণ্ডব মহাযোদ্ধা মহাত্মাদের সেই মহাবলশালী তীক্ষ্ণকে জয় করিতে কিংবা তাঁহার সম্মুখীন হইতে যোদ্ধগণ সাহসই করিলেন না।

রাজন্! কিন্তু অর্জুন সমরাঙ্গনে দুর্যোধনকে জয় করিয়া সমস্ত সৈন্যগণ সকলকেই তীক্ষ্ণ উপর আক্রমণ করিলেন।

তীক্ষ্ণের বাহুবলের আশ্রয়কারী আপনার মহাত্মক পুত্র দুর্যোধন পরাজিত হইয়াও বারংবার আসন হইয়া তীক্ষ্ণসমীপে দ্রুত

পুনঃ পুনঃ সমাধত্ত প্রাদুশ্চক্রে মহাংস্বনঃ।
অথার্জুনস্য রথে বানরেন্দ্রো দদর্শ রাজন্ বিবিধাংশ্চ নাদান্॥ ২১
বিপক্ষতো হি রথে বানরেন্দ্রো বিধ্যাবৈব পিতামহম্।
শরৈরনিদ্রৈস্তপনীয়চিত্রৈর্ধ্বজে বিষেণৌজসা॥ ২২
স চ ন্যমীলদ্ভয়তঃ চক্ষুঃ পিতুস্তব তদেদম্।
ন্যমীলয়ন্ গাণ্ডিবধন্বনশ্চ তথৈব কৃষ্ণস্য॥ ২৩
উদ্ঘোষো হি নরো বভঞ্জসর্বাণঃ প্রবৃদ্ধস্তি।
তথা তস্মাদ্ গাণ্ডিবস্য শব্দমাত্রাৎ বিষণ্ণিতঃ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা মহারাজ ধনুর্ভৃতোমহাহবে।
ভীষ্মঃ শন্তনুসৈন্যানি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্॥ ২৫
ততোঽভবদ্ভীরুণাং সুমহৎ সর্বসৈন্যানি বাহিনি।
অভিদ্রবত সংগ্রামে ফাল্গুনং সর্বতো রণে॥ ২৬
ভীষ্মো হ্য সময়ে সর্বান্ পালয়িষ্যতি বর্ষবিৎ।
যে ভয়ং সুমহৎ তাত্ত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি যুযুধে॥ ২৭

হেমতালেন মহতা ভীমবিষ্ফূর্জিতেন চ।
সর্বেষাং ভারতানাং সমরে সর্বে বর্ষ ত॥ ২৮
বিপক্ষাণামপি সমুদ্যুক্তা নাদাঃ ভীমাঃ সমাদিদ্রুঃ।
কিমু পার্থা মহাত্মানঃ সর্বভূতা মহাবলাঃ॥ ২৯
তস্মাদ্ ভ্রবত যা যোধাঃ ফাল্গুনং প্রাপ্য সংযুগে।
অভবন্ত হতে তস্মিন্ যোধচিত্তানি পাণ্ডবম্॥ ৩০
সহিতঃ সর্বতো যত্তৈরুদ্যতধনুর্ধরৈঃ।
তস্মাত্ত্বা তু বচো রাজন্ পুরস্য বধিনঃ॥ ৩১
সর্বে যোধাঃ সুসংহৃষ্টা বলবন্তো মহাবলাঃ।
যে বিদেহাঃ কলিঙ্গাশ্চ দাশেরকপর্বতাঃ চ॥ ৩২
অভিসেচনিষাদাশ্চ সৌবীরাশ্চ মহারথে।
বাহ্লীকা দরদাশ্চৈব প্রস্থলৈরোদ্যা-মালবাঃ॥ ৩৩
অম্বষ্ঠাযাঃ সুহসেনাঃ শিবয়োধেয় বলাহকাঃ।
মাবেল্লকাস্ত্রিগর্তাশ্চ অম্বষ্ঠাঃ কেকয়ৈঃ সহ॥ ৩৪

করিতে পারিবেন। রাজন্! অর্জুন যেই প্রকারে যুদ্ধ করিতে করিতে অপূর্ব লোকাচার হইবেন॥ ১৮-২১

মহারাজ! সেই সময় ধ্বজের বিপক্ষী বানরেন্দ্র সর্পবিদিষ্ট ও সর্পচিহ্নযুক্ত আপন ভ্রাতৃপুত্র পিতামহ ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন॥২২

অনেন্দ্র! কিন্তু তাঁহার ভ্রেষ্ঠিত ঐ সব অস্ত্র আপনার পিতামহ ভীষ্মের শরীরে কোনরূপ বেদনাদায়ী করিতে পারিল না। প্রত্যুত তীক্ষ্ণ তীব্র বাণ করিতে করিতেই এই সব বাণের আঘাত সহ্য করিলেন॥ ২৩

যেরূপ সূর্যোদয়ের সময় হইলে শীতের সময় নিকের উপর অন্ধকারের ভার করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যুত্তর ভীষ্মও বিপক্ষীয় বাণসমূহের ভার করিলেন॥ ২৪

মহারাজ! সেই যুদ্ধস্থলে সমর করিবার দেখিলেন যে, ব্রহ্মচর্যধারী ভীষ্ম মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণের সহ করিতেছেন॥ ২৫

আর্য! সেই সময় আপনার সুত দুর্যোধনের নিকের সৈন্যগণকে বলিলেন,—যোদ্ধৃগণ! আপনারা সকলে চারিদিক দিয়া অর্জুনের উপর আক্রমণ করুন॥ ২৬

সর্বত্র ভীষ্ম সমরে আপনাদের সকলকে রক্ষা করিবেন। অতএব আপনারা মহারথ (মহাযুদ্ধ) করিবার করত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করুন॥ ২৭

হেমতাল-চিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজদণ্ডশোভিত ভীম আপনার সকলকে রক্ষা করিতে থাকিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং আপনার সকলের পক্ষে ইহাই সমাধানের আজ্ঞা ও ব্যবস্থাপন॥ ২৮

যদি সমস্ত সেনাগণও একত্র হইয়া যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করেন, তথাপি পাণ্ডবেরা ভীষ্মের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না, সেইরূপ যুদ্ধীয় মহাবল পুরুষ যা' ব্যবস্থা করুন, তদ্দ্বারা ইহারা কিরূপে মহাত্মা ভীষ্মের সম্মুখীন হইবে?॥ ২৯

যে যোদ্ধাগণ! অতএব আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া পলায়ন করিবেন না। আমি আজ স্বয়ং বিশেষ যত্নের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনারা সকল ধৃষ্টদ্যুম্নগণ রক্ষিত্বিধ্ব লিয়া সাবধানতার সহিত আমার নিকট অবস্থান করুন॥

রাজন্! আপনার সর্বত্র যুদ্ধ দুর্যোধনের (যোদ্ধৃগণ) এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব মহারথ ও পরাক্রান্ত যোদ্ধারা আনন্দিত হইলেন॥

তখন বিদেহ, কলিঙ্গ, দাশেরক, বিয়াল, সৌবীর, বাহ্লীক, দরদ, প্রস্থল, মালব, অভীষাহ, সুহসেন, শিবি, বলাহক, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয়গণের সহিত সেই মহাযুদ্ধে

অভিপত্তু রণে পার্শ্বং পরলা ইব পাবকম্।
পলকা ইব রাজেন্দ্র পার্শ্বমপ্রতিমাঃ রণে।
একমু সর্বান্ সমালোক্য রণরাজে মহারথান্ ॥ ৫৫
বিব্যাধোগ্রাভি সক্তিভা প্রলয়ায় বলতঃ।
ন তৈরবৈর্ধারাবৈরলয়ায় মুমুহাবলঃ ॥ ৫৬
শরপ্রতারৈশ্চীর্ণকুঃ পরমাবিব পাবকঃ।
তস্য বাণসহস্রাণি সুমুচো ধৃতধন্বিনঃ ॥ ৫৭
তীক্ষ্ণাগ্রৈরবিষাকারৈঃ শাতনৈঃ সমলঙ্কৃত।
তে শরাস্তং মহারাজ বিশ্রকীর্যাবহাদ্ভুতম্ ॥ ৫৮
নাত্যবর্তত রাজানং দহিতা বানরধ্বজম্।
পলকা ইবিন্দ্র পোতুরারোহা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৫৯
শরজালং শরারোহাঃ কিরীটিবরবাহিতাঃ।
অন্তরাচ্ছাদয়ামাসুঃ পক্ষৈরাকাশগা ইব ॥ ৬০

হিরবহিন্ত বরদা বলে রাজ্ঞঃ সমস্তুতঃ।
অথ পার্থো মহারাজ ত্রাবহিত্বা বরাঙ্গনীম্ ॥ ৬১
হুংকারমাত্র সুমহন্ মেঘঘোষ ইবাভবৎ।
যে তু ত্রিতা তব সুতা হুংকারমরোমুষাঃ ॥ ৬২
বরৈঃ বিনিহতঃ সর্বে বজ্রীকৃতমিব পরম্।
ব্যয়াত্মানো বয়ো ভেজে ত্রাবহিত্ব তপাবলম্ ॥ ৬৩
বিনিঃশ্বসিত্ব বিলেখ্য বিবেষ কুরবান্ প্রভুঃ।
আজঘান তুলং চৈব পক্ষবিস্তরলক্ষিতৈঃ ॥ ৬৪
কৃতঃ বিবর্ণঃ পলাকে বিপ্লা বহবিরেবৈঃ।
ততোঽ বিশোষাত্তৈব কৌরবেয়ঃ মেঘবাহনঃ ॥ ৬৫
এবং তে বিপ্লা সর্বে কৃতঃ পলাকে ত্রাবিত্ব।
হুংকারৈ বিবর্ণশ্চ ত্রৈব চ বিনিঃশ্বসিত্ব ॥ ৬৬
সম্প্রাহরন্ত সমরে নিহিতাঃ সব্যসাচিনা।
পুনর্যাত্তে ভবনমেবে পরাজিতা মহারথান্ ॥ ৬৭

হুতীহুমার অর্জুনের নিকট সেইরূপে আসিত হইলে, সেইরূপ পক্ষধারণ প্রভৃতি অস্ত্র নিকে বাহিত হইয়া থাকে ॥

রাজেন্দ্র! সেই প্রলয়কালে হুতীপুত্র অর্জুন অগ্রসর সেনাপতি বীর ছিলেন, আর উক্ত নরপতিগণ তাঁহার সম্মুখে পতঙ্গসমূহের ন্যায় বাহিত হইয়া আসিলেন। মহারাজ! মহাধনুর্ধারী নরপতি দিগ্য অস্ত্রসমূহের দ্বারা করিয়া ইন্দ্রসিংহের ন্যায় সংগ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং এই মহাধনুর্ধারী অর্জুনকে সৈন্যগণ সেই সময় মহাবীরদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। যেমন অগ্নি পতঙ্গসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ অর্জুন তাঁহার বাণসমূহের প্রহারে তাঁহাদের সকলকে ভস্মীভূত করিলেন।

যুদ্ধে মহাবলবান্ অর্জুন যখন শত্রু সংহার বাসনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধনুকের গুণটিকে আকাশে প্রলয়ের মেঘের ন্যায় বোধ হইতেছিল ॥

মহারাজ! সেই সব সমরবিজয়ী বীরসমূহ বীরত্ব হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বিশাল অঙ্গসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। সেই সকল বাণ এমনে বিদ্ধ হইবার বলিয়া অর্জুনের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥

কিরীটধারী অর্জুনের বাণে পীড়িত হইয়া তাঁহারা সেই যোদ্ধাগণ সব মহাবলে পরিত্যক্ত হইতে লাগিলেন, অবশেষে যোদ্ধারা অবসন্ন পরাজয়ী হইয়া পড়িলেন এবং পরাজয়ী যোদ্ধারা মৃত-সদৃশ মূর্ছাবিত হইলেন। অর্জুনের বাণ হইতে বিভিন্ন বাণসমূহ অনেক রূপে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে পলায়মান রাজাদের চৈন্য-গণে সেনাবলের মধ্যস্থলে বাণে হইয়া পড়িল ॥

মহারাজ! সেই সময় অর্জুন বাণবারা সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দুর্যোধনের উপর মর্মভেদী বাণ প্রহার করিলেন ॥

সেই সময় সৌহৃদ্য বাণ আসিয়া পুত্র দুর্যোধনকে বিদীর্ণ করিয়া সেইভাবে ধরাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল, যেরূপ সর্পগণ বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥

তারপর পক্ষিরাজী অর্জুন দুর্যোধনের অশ্বগণ ও সারথিকে বিনাশ করিয়া দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং বিবিংশতিকেও বিদ্ধ বাণ প্রহার করিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। অনন্তর পাঞ্চালদেশীয় পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫০-৫৪

তারপর সেনাগণের মুহীহুমার অর্জুন দুর্যোধন, বিকর্ণ ও পলায়নরত সৌবিরিদিগের অশ্বসমূহকে বাণের দ্বারা ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ৫৫

মহারাজ! এইভাবে ধরাশায়ী সেই সব মহারথী দুর্যোধন, সখা, বিকর্ণ, দুঃশাসন ও বিবিংশতি অর্জুনকর্তৃক পরাজিত হইয়া সেই সমরে প্রবিষ্ট হইতে পলায়ন করিলেন ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে বলশালিনী পুত্রীপুত্রগণ সেই মহারথী দিগকে পরাজিত করিয়া মুহীহুমার অর্জুন রণস্থলে মুহীর অধিপতি প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥

প্রহস্যমানো ভগবান্ পার্শ্বে বিষ্ণুরিবাপরঃ।
ধনুষ্যেব পরং যত্নং কুরুতে রণমূর্ধনি॥ ৩৮
অক্ষয়ানপি মহাস্ত্রাণ্যস্ত্রাভ্যাং পরিগৃহ্য।
পরাঙ্মুখীকৃতা তেন শরবৈতরণীং যযুঃ॥ ৩৯
প্রাবর্তন্ত সহস্রাণি যোদিতোয়াঃ মহানদীঃ।
মধ্যেন কুরুসৈন্যানাং পাণ্ডবানাং তরস্তঃ॥ ৪০
গজাশ্ব রথসঙ্ঘাশ্চ বহবো বধিরিরেঽরয়ঃ।
ঘনাশ্চ বিহতা বাণৈর্বাতৈরিব পতত্রিভিঃ॥ ৪১
অক্ষয়াস্ত্রিষ্বমাণানি শরীরাণি বিরাজিভিঃ।
বিপেতুর্দিক্ষু সর্বাসু গজাশ্ব-রথযোধিনাম্॥ ৪২
হিরণ্যরোধসঃ রাজন্ যুগান্তেষ্বিব দিক্ষু।
পতিতৈঃ পাণ্ডবাস্যৈশ্চ রাজপুত্রৈর্মহারথৈঃ॥ ৪৩
বর্মভির্বিনিকৃত্তৈশ্চ মর্মভৈশ্চাবদোষিতৈঃ।
পাণ্ডবাস্তাপয়ামাসুঃ সাগরস্তে চতুর্বিধম্॥ ৪৪

গজাশ্চ রথযোধাশ্চ পরিপেতুঃ সমন্ততঃ।
বিকীর্ণাশ্চ যথা ভূমৌ তরবশ্চক্রভগ্নকাঃ॥ ৪৫
তত্ প্রজ্ঞাপ্রতৌঘানাং কবিভির্ন সমুদ্ধিতম্।
ভয়মাবেশয়ৎ তেষু রক্তাক্তমিব শর্বরী॥ ৪৬
ধানুষ্কাশ্চ পৃথাস্তাশ্চ যুধা যোদ্ধুমিয়েষুষি সহ।
প্রবেষ্টুকামা বাসাংসি বিকৃতাস্তে বৃষধ্বজাঃ॥ ৪৭
বহুধ্বজবিষাণৈশ্চ বিষ্ণু সর্বাসু মাতৃকাঃ।
পুরুষাদেষু হৃষ্টেষু ভূতেষু চ নরেষু চ॥ ৪৮
কাঞ্চনানি চ যানানি পতাকাশ্চ মহাধনাঃ।
দৃশ্যমানা যাদৃচ্ছক সরসা রাজ্যবিভ্রমাঃ॥ ৪৯
যোজয়ন্তশ্চ যানানি সংকাশ্চ মহাধনাঃ।
বিকীর্ণাঃ সমদৃশ্যন্ত শরবোধেষু সংভ্রমঃ॥ ৫০
গজসাদাশ্চ তত্রান্যে বিশ্বো ভগ্নাঃ পরাসুবঃ।
অক্ষিতাশ্চ মহেষ্বাস্ত্র পরা-শক্তি-বলুর্ধরাঃ॥

এই অক্ষয়ধি চারিদিকে বহু হাতী ও রথযোদ্ধা ধরাশায়ী হইয়াছিল। তখন দুই ও অবশিষ্ট তিন দিক দিয়া পাণ্ডবগণ অস্ত্র দ্বারা রথসমূহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ৪৫

হাতী, অশ্ব ও রথী যোদ্ধাদের ধ্বংসের দ্বারা অক্ষয়ধি ও দিক্ সমূহ রক্তাক্ত পঙ্কভূমি পার হইয়া মহাভয়ানক ভয়ঙ্কর ঘোর দেখা যাইতে লাগিল॥ ৪৬

যুদ্ধ, বাণ পড়ুনি, তূণ ও যোদ্ধা প্রভৃতি যে বিষয়ে সত্ত পক্ষী সেখানে নিজ নিজ আহার লাভ করিয়া হৃষ্টমনে করিতে লাগিল॥ ৪৭

চারিদিকেই নারাচগণ বহু প্রসারিত হইয়াছিল এবং সর্ব দিকে রাক্ষস ও কুকুরগণ গর্জন করিতেছিল॥ ৪৮

অর্জুনের যে ধ্বজ চারিদিকে পরিচিত ছিল, অক্ষয়া পক্ষীগণ বায়ুবেগে ঘেরিয়া হইয়া উঠিতেছিল—ইহা দেখা যাইল॥ ৪৯

সাত্যকি সহস্র যোদ্ধাদের যে এক একটি করিয়া পরিচিত ছিল, তাহা সব পক্ষ পক্ষ ও মহা-মহা মহাবেগী বীর চারিদিকে ধূলায়িত অবস্থায় দেখা যাইল॥ ৫০

ধানুষ্কদের যোদ্ধায় পীড়িত হইয়া পরাজয়েই যে হাতীরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে গদা, শক্তি ও ঋষ্টিধারী যে অক্ষয় সৈন্যদিকে ভূতলে পতিত আছেন—ইহা দৃষ্টিগোচর হইল।

সমস্তরশ্মি বৃন্দস্থে পতিত্বা ধরণীতলে।
তথা ভীষ্মো মহারাজ বিধমন্তমূতীয়তম্ ॥ ৫২
অন্যাবাবত কৌন্তেয়ঃ বিবত্যা সর্বসৈন্যবিৎ।
তং বিধন্তী রথে যান্তমবতস্থে চ ধার্মিকঃ।
ততঃ সমাহরন্ ভীষ্মস্তদ্ধনুঃ পাণ্ডবোদ্যতম্ ॥৫৪

ধর্মিষ্ঠঃ পাণ্ডবো রাজন্ যথাঃ স্বেনবাহনঃ।
নিজঘ্নে তাবকং সৈন্যং যোধয়িত্বা পিতামহম্ ॥ ৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

মহারাজ! তখনকার ভীষ্ম বিনা অন্যান্য প্রধান ধার্মিক ধনুর্ধরদের সাধ্যসাধ্যে দুর্যোধনের সর্বসৈন্যের সিংহ ধারিত হইলেন।

সেই সময় ধনঞ্জয়ী বিজয়ী যুদ্ধে এক অন্যান্য ভীষ্মের উপর আক্রমণ করিলেন। বিজয়ীকে সম্মুখে দেখিয়া ভীষ্ম অতিদুঃখী হইয়া বিপক্ষের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৫১-৫৪

রাজন্! তাঁহার যখন যখন পাণ্ডব শ্রেষ্ঠবাহন অর্জুন অতি সত্বর নিকটে ভীষ্মকে দৃষ্টিপাত করিয়া আসিয়া তাঁহাদের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ভীষ্মবধপর্বের সঙ্কুলযুদ্ধবিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনঃ পাঞ্চজন্যং দধ্মৌ ভীষ্মেণ পাণ্ডব-সৈন্যানাং সংহারঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।
দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্।
ব্রহ্মলোকপরাঃ সর্বে সমপদ্যন্ত তাবকাঃ ॥ ১
ন ত্বরীকমনীকেষু সমদৃশ্যত কস্যচিৎ।
ঋতে ন রথিভিঃ সার্ধং পাণ্ডবা ন পরাজিতাঃ ॥ ২
অথা বাদৈরনুত্তাস্ত পরা ন পরযোধিনঃ।
ভৈরবস্বরনির্ঘোষা মৃদঙ্গেষু তথা তাবন্ ॥ ৩

যদাস্ত ব্যক্তিযুক্তো বৌদ্রঃ ক্ষেমেণঃ সমপদ্যত।
ন্যা-নাদপ্রণেষেষু বিজর্পেষু চ সর্বশঃ ॥ ৪
অথে তস্মিন্ মহারৌদ্রে নির্বিশেষতরাস্তদা।
ততঃ শঙ্খাঃ কৃপাস্তৈশ্চ চিত্রসেনশ্চ তাবত ॥ ৫
দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চ রথানাহ্যায় তাবন্।
পাণ্ডবানাং রথে যুদ্ধা ধার্মিকী সমকম্পত ॥ ৬

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুন পাঞ্চজন্য শোষণে শোষণে ভীষ্মের পাণ্ডবসৈন্য-সংহার সংজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদিগকে সমারোহণ ব্যূহরচনা করিয়া প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। অধিকাংশ সৈন্যই সেই ব্যূহরচনা ছিলেন। ইহারা সকলেই যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না এবং ব্রহ্মলোকেরই নিমিত্তের সমর মনে করিয়া যুদ্ধে তৎপর ছিলেন। ১

কিন্তু সেই স্থানের ভূমুল যুদ্ধে (সৈন্যদের মুখ হইতে বাহির হইল এবং যুদ্ধের অন্যান্য বাদ্যের নিনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত, তাই) সৈন্যরা সৈন্যদের সহিত যোদ্ধারাহণের যুদ্ধ করিতেছিলেন না। এইরূপ রথী বীরগণ রথীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন না এবং পদাতিক সৈন্যরা পদাতিক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ বিরত ছিলেন না। ২

অন্যান্যে যোদ্ধারা অন্যান্যে যোদ্ধাদের সহিত এবং হস্তারোহী যোদ্ধারা হস্তারোহী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ নিরত ছিলেন না। মহারাজ! সকল যোদ্ধাই তখন ভৈরব হইয়া যোদ্ধারার বিরাম না করিয়াই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩

সেই সময় ভীষ্মপক্ষের সৈন্যের মধ্যে অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল। এইরূপ সময় ও ভীষ্মের মন ভীষণভাবে ভরাইয়া পড়িল। ৪

সেই মহাভয়ের যুদ্ধে কাহারও ক্ষেমরক্ষা কিছু ছিলেন না। দেখা যাইল না। তারপর! তখনকার শঙ্খ, কৃপাচার্য, চিত্রসেন, দুঃশাসন ও বিকর্ণ—এই কৌরব-বীরগণ নিজের রথের উপর বসিয়া পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণ করিলেন এবং প্রথমেই তাঁহাদের সৈন্যদিগকে ঘাবাইয়া ফেলিলেন। ৫-৬

সা ব্যবাসা সময়ে পাণ্ডুসেনা মহাদ্যুতিঃ।
আযান্তে দ্রবতা রাজন্ মারুতেনেব মৌর্জসে। ৭
যথা হি মৌখিতঃ কালে জগৎ সর্বমিদং কৃৎস্নম্।
তথা পাণ্ডুসুতানাং বৈ ভীষ্মো বর্মাণি কৃন্ততি। ৮
তবৈব তত্র সৈন্যস্য পার্শ্বে চ মহাদ্যুতী।
নরনরপ্রতীকাশৌ পাণ্ডিতা যুধি পাণ্ডবাঃ। ৯
কৃষ্ণযানাস্ত কৃষ্ণস্য পার্শ্বে নরবৃষপ্রভাঃ।
ইন্দ্রিতাচ্যুতযানাশ্চ যান্তশ্চৈন্দ্রে মহাত্মনঃ। ১০
পেতুরাকাশতঃ ঘোরাঃ কৃত্বা তত্র মহাস্বনাঃ।
আনন্দায়ন্তবৈঃ কাকৈর্নিত্যযানাঃ মহাত্মনাম্। ১১
হরয়শ্চোদয়ন্ বেগে শিবোচিতঃ সমুদ্ধতৈঃ।
অভিপ্রেয় মহারাজ মহাবীর্যমহদ্যুতি। ১২
ভীষ্মং চ যুধি বিক্রান্তং পাণ্ডবং চ ধনঞ্জয়ম্।
তে পরাক্রান্তমালোক্য রাজন্ যুধি পিতামহম্। ১৩
অব্যবর্তন্ত তে যুদ্ধাৎ সর্বে সৈন্যমুখক্ষয়াৎ।
ইচ্ছন্তো বিজয়ং যুদ্ধে মর্ত্যা কৃত্বা পরাক্রমম্। ১৪

পাণ্ডবানত্যবর্তন্ত তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
পাণ্ডবাশ্চাপি মহারাজ পরেষো বিবিধান্ যযুঃ। ১৫
ক্রোশন্ কৃষ্ণান্ সপুত্রেষু যথা পূর্বং মহাশিষ।
তত্র তত্র হতে যুদ্ধে শ্রুত্বা লোকায় তৎপরাঃ। ১৬
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ যোধয়ন্তি প্রহর্ষিতাঃ।
সেনাপতিস্তু সময়ে প্রায় সেনাং মহাবলঃ। ১৭
অভিরক্ষন্ স্বকান্ লোকান্ সর্বলোকং সহ।
সেনাপতিঃ ক্ষয়ং লোকান্ সর্বানাশু চ যে। ১৮
অভ্যরক্ষন্ত পাঞ্চালাং সহদ্যোঃ সময়েন তান্।
যথাসাবন্তরো রাজন্ পিতা আত্মনবস্তব। ১৯
অহর্বধমযাপন্নো যোধয়ানাস সঞ্জয়ান্।
তস্য কীর্তিরতুল্যান্ত পুত্র ত্রাসেন যোধকা। ২০
সন্ত্রস্তরাত্মবিজ্ঞা বৈ পাঞ্চালীকবিনাশনী।
স তথা বিক্রমন্নিত্যং কুর্বন্ পরবলক্ষয়ম্। ২১
মহত্তমনি পার্থানাং যুদ্ধে যুদ্ধপিশাচয়ঃ।
ভীষ্মো দশ সহস্রাণি জঘান পরবীরহা। ২২

রাজন্! যেরূপ বায়ুর আঘাতে পাতিত মেঘের উপর মৃত্তিকে পড়ে, সেইরূপ এই মহাত্মা ভীষ্মদেবের দ্বারা সমাহতে অত্যন্তাকুল হইয়া পাণ্ডবসৈন্যেরা রণভূমির চতুর্দিকে অন্যত্রে মৃত্তিকে লাগিল। ৭

যেরূপ ঔরভ্রগণ মেঘ-সমূহের বর্ষাকালে গীতাদান করে, সেইরূপ ভীষ্মও পাণ্ডবগণের বর্ষাকালে গীতাদান করিতে লাগিলেন। ৮

এইরূপ মহাত্মা অর্জুন আপনার সৈন্যের মুখস্বরূপ হইয়া সর্বলোক হইতে সংহার করিয়া কৃপাদিত করিলেন। ৯

অর্জুনকৃষ্ণ পরাজি সৈন্যের মধ্যে যে প্রধান প্রধান পুরুষগণের অধিত হইতে লেখা যাইল। রাজন্! ও বাসুদেব শীঘ্রিত হইয়া অগ্রে অগ্রে মহাপরাক্রম যোদ্ধগণ আক্রমণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতেছিল।

বিহত মহাত্মা ভীষ্মদেবের আক্রমণভূমির শত্রুবিনাশক ও কৃতলক্ষিত মহাবলসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া এই রণভূমি অধিক শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! মহাবীর্যবান বিনাশক সেই মহাত্মাগণের যখন একদিনে ভীষ্ম ও অন্যান্যে পাণ্ডুপুত্রদিগের ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় পিতামহ ভীষ্মকে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ সৈন্যাধিপত্যের সর্বপ্রকার নিজেদের পরম মঙ্গল স্থির করিয়া সেই বীরগণের অবস্থানের জন্য মহা মহাযত্নবান হইল। ১০-১৪

মহত্ত পাণ্ডবগণের উপর আক্রমণ করিলেন।

রাজন্! সেইসময় বীরেরা পাণ্ডবগণের পুত্র সহ আপনার সেনারা মহাপ্রলয়ের ন্যায় ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেইসময় মহারাজ পাণ্ডবসেনাপতি মহাবীর্য হইয়াও বীর সৈন্যদিগকে বলিলেন—যোদ্ধগণ! তোমরা সকল বীরধর্মের সহিত একত্র হইয়া ভয়ানক ভীষ্মের উপর আক্রমণ কর।

সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত এই কথা মনে করিয়া সোমক ও সকল বীরগণ প্রকৃত মনোযোগে আসিয়া ভয়ানক ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন।

রাজন্! তখন আপনার পিতামহ পাঞ্চালগণের ভীষ্ম বাক্যসমূহের প্রহারে অত্যন্ত কষ্ট হইলেন এবং সকলগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

রাজন্! সূর্যের পরাক্রমী পরাক্রমে এই রথী ভীষ্মের পাঞ্চালবিনাশকর যে সকল অস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আজ আসিয়া পাণ্ডবগণের পাঞ্চালসৈন্যদিগকে সংহার করিতে যুদ্ধক্ষেত্রের যুদ্ধ দিয়াছে এবং পাঞ্চালীসংহার বিনাশকারী ভীষ্ম নিজে প্রতিদিন দশহাজার যুদ্ধা যোদ্ধাকে বধ করিয়া আনিতেছিলেন। ১৫-২২

তস্মিন্ হ্রদে প্রাপ্তে দিবসে ভরতর্ষভ।
ভীষ্মস্যৈবেষু বেগেষু পঞ্চালেষু চ সানুগে। ১০
অভ্যবর্ষন্নিষুঘনৈঃ ছন্না বভূবুর্যোধিনঃ।
ছন্না শত সহস্রাণি রথানাং রথিসত্তমাঃ। ১১
নরাশ্বাঃ নরমুখ্যে সহস্রাণি চতুর্দশ।
অন্তর্নিষ্ঠং সহস্রাণি ছন্নানাবধ্যুঃ পুনঃ। ১২
বিস্ফার্যমেন বিহতা শিক্ষা তব বিশাম্পতে।
ততঃ সর্বমহীপালা' অকরিয়া বজ্রধিনীম্। ১৩
বিরাটশ্চ দ্রিপদো রাজা সত্যজিৎ শিখণ্ডিনঃ।
শতানীকশ্চ সমরে ছন্না ভীষ্মং প্রহারিণম্। ১৪
সহস্রাণি মহারাজ রাজ্ঞাং তত্রৈবপাতয়ৎ।
উদ্বিগ্নাঃ সমরে যোধা বিদ্রোবন্তি সমন্ততঃ। ১৫
যে চ কেচন পার্থানামনিযায়া বলস্য চ।
রাজনো ভীষ্মবাণাস্ত সত্যন্তে ভয়মাগমন্। ১৬
এবং তস্য দিবো ভীষ্মঃ পঞ্চালাংশ্চ সসৃঞ্জয়ান্।

অতীতা সেনা পার্থানামমন্যন্ত মুহুর্মুহুঃ। ৩০
ন হ্যন্যা সুমহৎ কর্ম তস্মিন্ দৈ দশমেঽহনি।
সেনয়োরন্তরে তিষ্ঠন্ প্রগৃহ্য। শরকার্মুকম্। ৩১
ন চৈনং পাণ্ডবাঃ কেচিদ্বীক্ষন্তো হাতুমুদ্যতাঃ।
হন্যাঃ প্রাপ্তা যথা গ্রাহে তপান্তে তাদৃশো হি সঃ। ৩২
যথা চৈবাদ্যতঃ পক্ষক্ষপায়াস সানুগে।
তথা ভীষ্মঃ পাণ্ডবেয়াংস্তাপয়ামাস সায়কৈঃ। ৩৩
তথা চৈনং শরাক্রান্তমালোক্য মধুসূদনঃ।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ শ্রীমান্ বাক্যমিদং বচঃ। ৩৪
এষ পাণ্ডবসৈন্যানি ভীষ্মঃ সেনয়োরন্তরে স্থিতঃ।
পরিগৃহ্য ধনুর্দিব্যং বিধূনোতি চ সায়কান্। ৩৫
ধনুষ্যস্য চ সংযোগং পশ্যন্তি ন তথা বয়ম্।
রথিনং তমপশ্যন্তো ধনুষ্যেবাভিনো বয়ম্। ৩৬
ন হি ভীষ্মধনুর্মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ।
অন্তরং প্রাপ্নুবন্তীহ সর্বে তে ঘোরদর্শনাঃ। ৩৭
এষ পাঞ্চালরাজস্য পুত্রং যজ্ঞসেনিনম্।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ভীষ্মো হন্তি মহারথান্। ৩৮
তমেবং বিহিতং মন্যে বধং ভীষ্মস্য ভারত।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য পার্থা যুধ্যন্তু মা চিরম্। ৩৯

রাজন্! যেরূপ শ্রীমান্ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৪০

রাজন্! যেরূপ পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র সংগ্রামস্থলে দৈত্য-দৈন্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীষ্ম পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৪১

তখন শ্রীকৃষ্ণ এরূপ সংহারকার্য করিতে দেখিয়া মহাসৈন্যবিনাশী দেবকীনন্দন শ্রীমান্ শ্রীনিবাসকে অর্জুনকে বলিলেন। ৪২

অর্জুন! এই পাঞ্চালসৈন্য ভীষ্ম উভয়পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। যদি তুমি ধনুর্গুণে ইহাকে বিনাশ করিতে পার, তবে তোমার বিজয়লাভ হইবে। ৪৩

যেখানে ইনি এই সৈন্যদলকে সংহার করিতেছেন, তুমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইহাকে ধনুর্গুণে আকর্ষিত করিয়া রাখ (যাহাতে ইনি অন্যের সংহারে যাইতে না পারেন।) প্রভাপশালী অর্জুন! তুমি যাবৎ অন্য বেগ এখন নাই, তাবৎ ভীষ্মের বাণসমূহ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। ৪৪

রাজন্! এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিবর অর্জুন সেইক্ষণে নিজ রথ দ্বারা গমন করিয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া ফেলিলেন। ৪৫

ন চাপি কৃতযত্নাদাদ্বধঃ পাণ্ডবেয়িতান্।
সর্বশস্ত্রৈঃ সমস্তাত্মান্ বধা বিদ্ধ্যতে তান্ত ॥ ৩৮
(বধা পুনর্ন্যায়াত্ত পাণ্ডবানাং মহাবধান্।
শরৈরপরিতৈশ্চ বিত্রাসৈশ্চ সুদর্শনঃ।)
ততঃ পঞ্চালরাজশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ বীর্যবান্।
পাণ্ডবো ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৩৯
যবৌ চ চেকিতানশ্চ কেকয়াঃ পঞ্চ তৈব চ।
সাত্যকিশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রোঽথ ঘটোৎকচঃ ॥ ৪০
দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী চ ক্ষত্রদেবশ্চ বীর্যবান্।
সুরথশ্চ বিরাটশ্চ পাণ্ডবেয়া মহাবলাঃ ॥ ৪১
এবং চক্রে চ যত্নং স পিতৃণা ভীষ্মমাহবে।
সন্দৃঢ়ঃ কাঙ্ক্ষতে নিত্যং শোকসাগরে ॥ ৪২
ততঃ শিখণ্ডী বেগেন প্রযযৌ পরবাহুযম্।
ভীষ্মযোধিভিরাবব্রে রক্ষ্যমাণঃ কিরীটিনা ॥ ৪৩
তমোঽহাহুযান্ যত্তা সর্বান্ দুর্বিষহানপি।

ভীষ্মযোধিভিরাবব্রে বীভৎসুপরমাত্মিতঃ ॥ ৪৪
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বিরাটো দ্রুপদশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৪৫
ইত্যেতে যোধযোধাস্তে রক্ষিতা ধৃষ্টযুম্নযা।
অভিযযুস্তদা সমরে দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৪৬
দ্রুপদঃ সমরে ভীষ্মঃ সমুদ্যম্যমহাধনুঃ।
যে চার্যে দুরবাপাঃ সংযুগেষ্বপলাশিনঃ ॥ ৪৭
যযুধা ভীষ্মবাহ্যাস্তে পার্থৈঃ ক্ষত্রার্ষভৈঃ।
বিদ্ধ্যন্তান্ বাণযন্তান্ যে মুক্তাঃ পাণ্ডিযোত্তমৈঃ ॥ ৪৮
পাণ্ডবানাঞ্চ সৈন্যানি বধায়ৈব ব্যধিষত।
তত্রে সর্বধিযাঞ্চক্রে ক্রৌঞ্চবিব সিতাযতঃ ॥ ৪৯
বাহিনস্তত পাঞ্চালো মহাবাহো দুরুদ্যুধঃ।
প্রীযঃ ক্ষত্রাদুদাক্রম্য ভীষ্মো বাণান্ বিমুঞ্চতি ॥ ৫০
জঘান দ্রুপদানীকে রথান্ সপ্ত মহারথঃ।
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ কুরূণাং সমপদ্যত ॥ ৫১

মুহূর্তের ভীষ্মদেব যাতে তখন চারজন বিশ্ব বাসদমূহের যাতা পাঞ্চালরাজ বিভিন্ন বাসদমূহকে বত বত করিয়া দিলেন। ৩৮

(যাহাতে উহার অধিকৃত ভীষ্ম বাণাদি মহাবলী বাণের যাতা তিনি পুনরায় পাণ্ডব মহারথিদিগকে অভিভূত না করিতে পারিলেন।)

এই সময় পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, মহারথী ধৃষ্টকেতু, মহাবলবান ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথগণ, চেকিতান, পঞ্চ কেকয়রাজকুমার, মহাবাহু সাত্যকি, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী, পরাক্রমী ক্ষত্রিয়েষ্ঠ, সুরথ ও বিরাট—ইহারা এবং অন্যান্য মহাবল পাণ্ডবসৈন্যেরা ভীষ্মের যাতা ধাবিত হইয়া শোকসমুদ্রে নিমগ্নমান মহাবাহু পাণ্ডবকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জুন ইহাদের সকলকেই উপেক্ষা করিয়া দিলেন।

তখন শিখণ্ডী বীর উচ্চৈঃস্বরে অর্জুনকে ডাকিয়া ভীষ্মবধে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় কিরীটধারী অর্জুন তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩৯-৪৩

তাহাদের দুর্বহ বিপক্ষদিগের অভিঘাত ও অপরাজিত বীর অর্জুন ভীষ্মের সম্মুখবর্তী সমস্ত বীরগণকে বধ করিয়া ঘোরতর ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪৪

উদ্যত ধনুকে সাত্যকি, চেকিতান, মহাবলী ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয় মহারথগণের দৃষ্টি ভীষ্মের উপর আকৃষ্ট হইলেন। ইহারা সকলেই বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রসমূহ দৃঢ়রূপে ধরিলেন॥

দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অভিমন্যু মহাধনুর্ধর অস্ত্রসমূহ লইয়া সেই সমরস্থলে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন॥

এই সকল বীর দুর্বহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে কখনও পশ্চাদপদ হইতেন না। ইহারা শত্রুবাণসমূহ নষ্ট করিতে সমর্থ বাণসমূহের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন॥

কিন্তু ঐশ্বরিক ভীষ্ম সেইসব মহা মহারথিগণের দ্বারা বিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণসমূহকে নষ্ট করিয়া দিয়া পাণ্ডবদের বিনাশ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে নিজাস্ত্র ভীষ্মদেব বেগ করিতে করিতেই বীর বাণসমূহে পাঞ্চাল-সৈন্যদিগের অগ্রগামীদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিখণ্ডীর ইচ্ছা যথা স্মরণ করিয়া তিনি বারংবার ঈষৎ যত্ন করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার উপর বলপ্রয়োগ করিলেন না। ৪৫-৫০

মহাবলী ভীষ্ম তখন দ্রুপদের সাতজন বলী বীরকে সংহার করিলেন। সেই সময় একত ভীষ্মের দিকে ধাবিত হওয়া, পাঞ্চাল এবং সোমকদিগের সৈন্যদের মধ্যে মহাকোলাহল শব্দ উত্থিত হইল।

অন্ত-পাত্তাল-কৌমাং অযেকমতিযাযতাম্।
যে নযাযযযত্তৈর্গাৰ্বৈশ্চ পত্তযন্ত। ৫২
অযেতা ছাযযাযাস্তেষা ঈব বিযাতযৎ।
ভীষ্মঃ শান্তনবীপুত্রঃ প্রতপন্ত্রঃ যযে বিপুঃ। ৫৩

তত্তস্তত চ তেষাক যুদ্ধে দেবাসুরোপমে।
কিরীটী ভীষ্মমাসাদ্য পুরুষ্য বিযতিনম্। ৫৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতাযাং বৈযাসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মপরাক্রমে
অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যাযঃ। ১১৮

পরস্তপ! তেজস্বী ধনঞ্জয় তেজ পরাক্রমে আক্রান্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ ঐ ভীষ্মদেব পাণ্ডবি, অস্ত্রধারী ও রথারোহী যোদ্ধগণকে এবং হস্তারোহ যাদের দ্বারা ভীষ্মকে আক্রান্ত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মহাবল ভীষ্ম একাকীই যুদ্ধস্থলে পঞ্চবিংশতি অযুত যোদ্ধা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ৪১-৪৪

অনন্তর ভীষ্ম এবং এই যোদ্ধগণের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রামতুল্য তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যেই কিরীটধারী অর্জুন বিপক্ষীয়ে আসে করিয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৪৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মের পরাক্রমবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষীয়-প্রধান-প্রধান-মহারথি-বীরৈঃ রক্ষিতস্যাপি ভীষ্মস্য ধনঞ্জয়েন বধায় কৃপাকরণম্, পরশুরামাস্ত্র দ্বিতয়া ভীষ্মস্য সমীপে দুঃসহপরাক্রমিণোঽপ্যস্মাকমেবায়ং প্রতীকারাসহা ভীষ্মস্য প্রাণহারকঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এষ তে পাণ্ডবাঃ সর্বে পুরুষ্য বিযতিনম্।
বিব্যূহ সমরে ভীষ্মং পরিবার্য সমন্ততঃ। ১
অক্ষৌহিণীভিঃ সুযোধাভিঃ পরিবৈশ্চ পত্তযৈঃ।
যুদ্ধযৈর্যুদ্ধশৌণ্ডৈঃ প্রাণৈঃ কেশবীযৈশ্চ সর্বশঃ। ২
শরৈঃ কনকপুঙ্খৈশ্চ পরিঘোপম-বাহুভিঃ।
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ ক্ষুরৈশ্চোত্তিশ্চ সর্বশঃ। ৩

অবাকীর্যন্ত যুধি ভীষ্মঃ সহিতাঃ সর্বসৈন্যকাঃ।
ন বিভীর্বিব্যথাঃ পীড়িতো বজ্রিণেব্যা। ৪
ন বিব্যথে তদা ভীষ্মো বিদ্ধমানেষু মর্মসু।
সংবীক্ষ্যপর-চাপাস্ত্রিরস্ত্রমাত্রকঃ। ৫
মেঘনির্ঘোষনির্হ্রাদো মহারোদ্রপরাক্রমঃ।
চিত্রচাপধরো যোধো বীরকণ্ডযরক্ষনঃ॥ ৬
যুগান্তাগ্নিসমপ্রখ্যঃ পরেষাং সমপদ্যত।
বিধূয় ধবজমানাযাস্তুলেব বিনিঃসৃতঃ॥ ৭

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[কৌরবপক্ষে প্রধান প্রধান মহারথী বীরগণকর্তৃক সুরক্ষিত থাকিলেও অর্জুনকর্তৃক ভীষ্মের রথ হইতে ভূপাতন, পরশুরাম দ্বিত ভীষ্মের নিকট ধনঞ্জয়ের অপরাধ এবং তাঁহাদের কথোপকথনে ইতিহাসের প্রকাশ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রাণহরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! এইরূপে বিপক্ষীয়ে অস্ত্রে করিয়া ধনঞ্জয় পাণ্ডবগণ সমরস্থলে ভীষ্মকে চারিদিক্ দিয়া পরিবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১

অনন্ত সকল যোদ্ধগণ একত্রে সংগঠিত হইয়া তাহার পতাকা, পরিঘ, পরশু, মুষল, মুদ্গর, প্রাস, খোরদৃষ্টি সর্পসদৃশ বাণ, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত এবং ক্ষুরপ্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা ধনঞ্জয়কে ভীষ্মের সকাশেতে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল॥

সেই সময় মহাবলবান যোদ্ধাদিগের বাণের প্রহার অস্ত্রসমূহ পীড়িত হওয়ায় ভীষ্মের বর্ম ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। তাঁহার শরীরে বিন্দুমাত্র হইলেও তিনি কোনরূপে ব্যথিত হইলেন না।

তিনি শত্রুপক্ষীয়ের বহু প্রকারধারী শরসমূহ প্রত্যেক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ ও বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত পরিলক্ষিত ছিল। অস্ত্রসমূহের প্রভাবই বায়ুর সাহায্য বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ২-৪

ধনঞ্জয়ের চক্রধারার ধ্বজ সর্প অগ্নির তুল্য ছিল। বিচিত্র ধনুঃসমূহ সেই অগ্নির প্রভা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল এবং ভীষ্মদেব ইন্ধনস্বরূপ হইয়া সেই অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন॥

পিতামহ ভীষ্ম একাকীই মহারথীসমূহ উদ্ভূত করিয়া

দৃষ্ট্বাতে ন ব্যবস্থানাং পূর্ণমাসক্তকন্ধরম্।
ততঃ পাঞ্চালরাজঞ্চ দৃষ্টদ্যুম্নমথিন্যা ৬ ।।৮
পাণ্ডবানীকিনীরক্ষাযামাসাস বিশাম্পতে।
ততঃ শাত্যকি-ভীমৌ চ পাঞ্চাল্যশ্চ মহারথঃ। ৯
দ্রৌপদ্যশ্চ বিরাটশ্চ দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতম্।
ভীমসেনৈর্মহারৌদ্রৈর্দংশিতান্ বরবর্মিভিঃ। ১০
ষড়্ভির্যান্ নিশিতৈর্ভীমঃ ক্ষুরিকাযোজিতৈঃ শরৈঃ।
তস্য তে নিশিতান্ বাণান্ ন্যবিবাধ্য মহারথাঃ। ১১
ধ্বজিনীধ্বজিনীমধ্যাদ্ব্যাপুরোহনা।
নিঘতী তু ততাবাদান্ ঘান্ দূষোচ মহারথঃ। ১২
ন চক্রুস্তে ভয়ং তস্য ধর্মপুত্রাঃ পিতাপিতঃ।
ততঃ কিরীটী সংরব্ধো ভীমসেনাদ্যাবরঃ। ১৩
নিঘতিঃ পুরুষব্যাঘ্র সমাচ্ছিনৎ।
ভীমস্য ধনুরক্ষেপং বাসুদেবস্য পশ্যতঃ। ১৪
দ্রোণস্য কৃতবর্মা চ সৈন্ধবস্য জয়দ্রথঃ।

কৃতিরথাঃ পলঃ পলো ভগদত্তস্তথৈব চ। ১৫
সংশপ্তকে পরাক্রান্তাঃ কিরীটিনমরিন্দমাঃ।
তত্র পঞ্চাশি নিধানি বর্ষাণ্যেতা মহারথাঃ। ১৬
অভিপেতুর্বৃতং ক্রুদ্ধাশ্চালক্ষ্য পাণ্ডবম্।
তেষামাপততাং শব্দঃ শুশ্রুবে ভারতা প্রতি। ১৭
উদ্বাযাং যথা শব্দঃ সমুদ্রস্য মুখক্ষয়ে।
মহাসত্ত্বস্য সুদীর্ঘ বিস্ফারেষ্বকর্তস্য। ১৮
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দঃ ভারতস্য তথা প্রতি।
তং শব্দং তুমুলং শ্রুত্বা পাণ্ডবো মহারথাঃ। ১৯
অভ্যযাযান্ পরীপ্সন্তঃ ভারতা ভরতর্ষভ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ। ২০
বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ যমকেশ্চ মহৌজসঃ।
অভিসন্ত্রাণ্য সংক্রুদ্ধ সংশপ্তকে ক্রোধমূর্ছিতাঃ। ২১
লক্ষযামাসুরেষিত্বক্ষিত্বকার্মুকধারিণঃ।
তেষাং সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্। ২২

ধরিবেন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবের সৈন্যব্যূহমধ্যে প্রবেশ করুন সেই স্থানেই বিচরণ করিতে লাগিলেন।।

মহারাজ! তাহার পরে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এবং দৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিয়াই তিনি পাণ্ডব-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।।

তাহার চারিদিকে পক্ষরক্ষী, যমযুদ্ধশালী, সর্বস্থানে ও সকল বিষয়েই রক্ষী, ভীম এবং উগ্রধনুর্ধর যাদবগণ যাহা তিনি সাত্যকি, ভীমসেন, পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ ও তাঁহার পুত্র শিখণ্ডী —এই সব মহারথী বীরগণকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়াছিলেন।।

তখন এই মহারথী বীরগণ ভীষ্মের সেই ভীষণ রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ যাহা ভীষ্মকে বেষ্টিত করিলেন।

মহারথী শিখণ্ডী যে সকল ক্ষেত্রে বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেই সকল বাণগুলি ধর্মপুত্র ও পিতামহ যখন করিয়া ভীষ্ম মারণ করিয়াছিল, কিন্তু এই সব বাণও ভীষ্মের শরীরে বদ্ধ করিয়া পীড়নমাত্র করিতে পারিল না।

তখন কিরীটিধারী অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন।

ভীষ্মের ধনুশ্ছেদনকে ভীষণ-মহারথীরা সহ্য করিতে পারিলেন না। দ্রোণ, কৃতবর্মা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কৃতিরথ, পল, পলা ও ভগদত্ত—এই সাত মহারথী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কিরীটিধারী অর্জুনের দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন এবং নিজেদের বিপক্ষদলকে প্রহার দেখাইতে দেখাইতে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তীব্র ক্রোধের সহিত বাণের দ্বারা আক্রান্তি করিয়া ফেলিলেন।

অর্জুনের উপর আক্রমণের এই বীরগণের নিপুণতা দেখাইবার জন্য বাদন, যেমন প্রত্যেকবার ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া বর্ষিত লাগানের পর্ব তুলা হয়।

অর্জুনের রথের নিকট যখন রথ, গজারোহী, ঘোড়ায় চড়িয়া সেনা, বিশ্ব রথ, রথ রথ করিয়া সেনা এইরূপ অসংখ্য শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব-মহারথীরা অর্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিলেন।

সাত্যকি, ভীমসেন ক্রুদ্ধমুখ দৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, মহাবল ভীমপুত্র ও শিখণ্ডী—এই সব বীর ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া অতি সত্বর বিপক্ষ সব সৈন্যকে ধ্বংস করিতে করিতে আসিতে লাগিলেন।

ভরতকুল। তাঁহাদের এই সময়ে যুদ্ধ দেখিবার মতনই রোমহর্ষকারী ছিল।

অস্ত্রগ্রামে তমস্যেষ্টে দেবানাং প্রাণহৈরিব।
শিখণ্ডী রথে জ্যেষ্ঠো রক্ষ্যমাণঃ কিরীটিনা। ১৩
অধিষ্যাদ্ রথমিতীহ চিত্তয়ন্নিব পাণ্ডবঃ।
সাধয়ন্ রথসিদ্ধান্তং অন্তং হৈতেন চিন্তিতে। ১৪
সোঽস্ত্রজ্ঞ কার্ষ্ণ্যমাপন্নো মাদ্যেনো দেবরত্নবৎ।
(তমসি নিমিত্তৈরাপেক্ষ্যুঃ পরবীরহা।)
তদপাস্ত নিমিত্তৈরাবেক্ষিতিক্ষেত্র কাঙ্ক্ষয়ঃ। ১৫
তঃ স পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধ আরুরোহাঃ পুনঃ পুনঃ।
বহুনিক্ষেপ ভীষ্মস্য সন্নাহাংশ্চ পরন্তপঃ। ১৬
স ছিন্নধ্বা সংক্রুদ্ধঃ শক্তিমী পরিঘোপমম্।
শক্তিঃ জগ্রাহ তরসা নিরীক্ষ্যমপি পাণ্ডবম্। ১৭
তাঞ্চ চিক্ষেপ সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য রথং প্রতি।
তামাপতন্তীং সংপ্রেক্ষ্য অনন্তাবলবীর্যবিৎ। ১৮
সন্নাবন্ত বিরাম্ কৃষ্ণম্ পক্ষ পাণ্ডবনন্দনঃ।

ভীষ্মের রথ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থায় বহুদূরবিস্তৃত শিখণ্ডী রথটি যখন তাঁহাকে এবং অন্য রথটি যখন তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর অন্য এক রথে ভীষ্মের অন্য ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন পক্ষপাতশূন্য ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম অন্যান্য দেবতাদের অপর যে প্রকার ধনুক তাঁহার ব্যবহার করিতেন, সেই ধনুক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন সেই বহুটীকৃত ছিন্নটি ভীষ্ম বাণে ছেদন করিলেন। ১৯-২০

এইরূপে ক্রুদ্ধ পক্ষপাতশূন্য পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যে যে ধনু ভীষ্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সেই ধনু ছেদন করিতে লাগিলেন। ২১

ধনু ছিন্ন হইতে থাকিলে অন্যান্য ক্রুদ্ধ ভীষ্ম এবং দুই হাতেরই চালনে চালাইতে সমর্থ একটী শক্তি গ্রহণ করিলেন। এই শক্তি পরিঘাকার বিশেষ করিয়া লক্ষ্য ছিল। ২২

তখনই; তাঁহার ক্রোধের সহিত এই শক্তিকে তিনি অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। প্রজ্বলিত প্রকাণ্ড সেই শক্তিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া পাণ্ডবনন্দন অর্জুন নিজ অস্ত্রসমূহে পাঁচটী বাণ গ্রহণ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পাঁচটী বাণের দ্বারা ভীষ্মনিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাঁচখণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিলেন।

ঊর্ধ্বে কৃষ্ণ অর্জুন অন্তর দিয়া সেই শক্তি দেবলোক হইতে খুব হইয়া পতিত বিদ্যুতের ন্যায় তুমুলে নিপতিত হইল।

নিজের সেই শক্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইতে দেখিয়া ভীষ্ম ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং সব্যসাচীকে সেই যাবতীয়সাধি রথস্থলে তাঁর যুদ্ধ করিবার একটা বিচার করিতে লাগিলেন।

যদি মহাবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পাণ্ডবদলকে রক্ষা করিতেছেন, তবে আমি এই সকলকে দেবগণ এবং অসুরগণ সহিত বিনাশ করিয়া ফেলিতে পারি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল লোকেরই অগ্রজ—ইহাই আমার বিশ্বাস। এই সময় আমি দুইটি কারণ আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করিব না। প্রথম ইহারা পাণ্ডুর সন্তান বলিয়া আমার অবধ্য এবং দ্বিতীয় হইল—আমার সম্মুখে যেই শিখণ্ডী উপস্থিত হইয়াছে, যে পূর্বে স্ত্রী ছিল।

সুতরাং যখন আমি যাবৎ সমবেতদের বিনাশ নিজের পরিচয় করাইয়াদিলাম, সেই সময় আমার শিখা (পাতন) বন্ধ হইয়া আমাকে দুইটী বর দিয়াছে,—প্রথম—যখন ইচ্ছা হইবে, তখন মৃত্যু গ্রহণ করিবে এবং দ্বিতীয়—যুদ্ধে তোমাকে কেহ বধ করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় আমার ইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা আবশ্যক। আমি মনে করি—সর্বথাই আমার সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। ২৩-৩৪

এবং উক্তা যাবদ্বিদ্যং তাবত্তাবদ্বিরেজতুঃ।
অথবো ময়শৈচব বিরথৌ তীব্রমন্যুজৌ। ৩৬
তৎ তে যাবদ্বিতঃ তাত তৎকালোঽয়মি বিদ্যতে।
তৎ মূলং ময়রাজস্য মূলে বুদ্ধিং বিধৎস্ব হ। ৩৭
অস্য বাক্যস্য নিধনে প্রত্যুবাচাঙ্গিরোনিধিঃ।
অনুলোমং সুমধুরং ও সুখশৈব্যং সমন্বিতং। ৩৮
দেবদূতস্য তস্যৈব সম্ভ্রান্তেষ্টবিধানবান্।
পপাত পুনরুত্থায় তীব্রমোপতি মাহিষ। ৩৯
ন চ তস্য শ্রমে কশ্চিদ্ বেদনাং সাধকরা তদা।
যাতে তীব্রঃ মহাবাহুঃ যম ত্রাপি মুহূর্তেভদা। ৪০
সমাহন্ত মহাবাহুঃ ত্রিদশানাং বিশাম্পতে।
পতিষ্যতি যথা তীব্রে পর্বতোত্রিপ্রিয়ে তথা। ৪১
ইতি দেবগণাস্তে বাচো শ্রুত্বা মহাবলাঃ।
ততঃ সাক্রুদ্রো তীব্রো ধীমতশ্চ মাহাত্মবান্। ৪২
ত্রিভিরেঃ ত্রিভিরেঃ সর্বাবরণৈশ্চিত্রিভিঃ।

দিবতী চ মহারাজ ভরতানাং পিতামহম্। ৪৩
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
স তেনাতিভৃশং সংখ্যে তীব্রঃ শুকপিতামহঃ। ৪৪
মাকন্দান্ত মহারাজ কিঞ্চিৎকাল্প মমাদ্রুতং।
ততঃ প্রহস্য ভীষ্মস্তু ধনুশ্চিত্বা শিতৈঃ শরৈঃ। ৪৫
আজঘ্নে সপ্তবিংশত্যা ক্রুদ্ধরূপো মহাবলঃ।
পুনঃ পুনঃ শরৈরেনং তদ্বাণো ধনঞ্জয়ঃ। ৪৬
সর্বাঙ্গেষু সমাক্রুদ্ধঃ সর্বমর্মভিদাশুগৈঃ।
এবমস্যৈরপি ভূত্বা বিদ্ধাঙ্গঃ সরক্তবান্। ৪৭
তাবপ্যাস্তে মহেষ্বাসৌ অবিষাদ্য মহাবলৌ।
তৈশ্চ মুক্তাস্তবান্ তীব্রো ধূমি মহাপরাক্রমঃ। ৪৮
বিমহোরাসনে শরৈঃ সমং সন্নতপর্বভিঃ।
দিবতী চ রথে যাবান্ যান্ যুযোধ মহাবলঃ। ৪৯
ন চক্রুস্তে কতঃ তস্য কবচস্যাপি ভিদাবিদ্ধাঃ।
ততঃ দিবতী সাক্রুদ্ধো তীব্রমেবাভ্যধাবত। ৫০

অধিষ্ঠেতরথী তীব্রের এইরূপ বিক্রমের কথা শুনিয়া আমাদের অবধিত ঋষি ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে বলিলেন। ৩৬

তাত! তুমি যে বিষয় চিন্তা করিতেছ, তাহা আমাদেরও অবিদিত নহে। মহারাজ! এখন তুমি তাহাই কর এবং দুর্বুদ্ধি হইতে তুমি তোমার চিত্তকে সরাইয়া লও। ৩৭

এই কথা বলায় তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় দুঃখ, বিষাদ, প্রসন্নতা এবং তাহার অন্তরস্থ বায়ু বহির্গত হইল। ৩৮

তাত! দেবতাগণের দুন্দুভি ধ্বনিতে আকাশ ও ভীষ্ম এবং তাঁহার চতুঃপার্শ্ব পূর্ণ হইতে লাগিল। ৩৯

রাজন্! সেই পূর্বোক্ত বাক্যাবলী শ্রবণের পর মহাবাহু ভীষ্ম ও যদি ক্ষণকাল অন্য দিকে তাকিতে পারিতেন না। আমি মনে করি দেবগণের প্রত্যেকেই ইহা শুনিতে পাইলাম। ৪০

প্রজাপাল! সকল লোকের প্রিয় ভীষ্ম তখন রথ হইতে পতিত হইবার অভিলাষী ছিলেন, ইহা জানিয়া সেই সময় সমস্ত দেবতাও অধিকার আকাঙ্ক্ষা করিলেন। ৪১

দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী মহাত্মা ভীষ্ম সর্বদিক আচ্ছাদনকারী তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন অর্জুনের রথ ধ্বংস করিবার প্রযত্ন করিলেন না। ৪২

মহারাজ! সেই সময় বিরথী মুণ্ডিত কেশ ভরতবংশের পিতামহ ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে সতেজ তীক্ষ্ণবাণ প্রহার করিলেন। ৪৩

মহাবাহু! মুখে বিরথীর বাণ আঘাত করিলে কুরুবংশের পিতামহ ভীষ্ম সেইক্ষণে কম্পিত হইলেন না, যেরূপ ভূমিকম্পে পর্বত কম্পিত হয় না।

তখনই অর্জুন হাস্য করিয়া ধনুর্বিদ্যার বৈচক্ষণ্য করিতে করিতে সমানভাবে তীক্ষ্ণ পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন।

তাহাতে পুনরায় তিনি ব্যথিত হইয়া অধিকতর এবম্বিধ বাণের দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ শরীর ও হস্তদ্বয়কে আঘাত করিলেন।

এইরূপ অজস্র যোদ্ধাগণ শরের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীষ্ম অতি সহজ নিজ বাহুবলে তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন।

মহা পরাক্রমী ভীষ্ম মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত যোদ্ধাগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহকে আপন সর্বাঙ্গস্থ তীক্ষ্ণ হস্তদ্বয়ে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মহারথী বিরথী যখনই যে সমস্ত বাণ ছোড়ণ করিয়াছিলেন, সেই সব বাণ নিজদেহে গাত্র দিয়া ধারণ করা হইয়াছিল এবং বর্মযুক্ত ছিল। ইহারা তাঁহার দেহে কোনরূপ ক্ষত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না।

তাহাতে অভিমন্যু পুত্র অর্জুন বিরথীকে বধের ইচ্ছায় পুনরায় তীক্ষ্ণ নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বধ স্থির করিয়া দিলেন।

বিষণ্ণিনঃ পুরস্কৃত্য বহুশস্ত্রান সমাহিতান্।
অহৈয়ঃ নবভিঃ বিদ্ধা আজঘানোরসি ভিত্তিভিঃ ॥ ৫১
সাত্যকিং বিংশতিভীক্ষ্ণৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
দ্রোণস্তু কার্মুকাদাশু সাতেয়ো ধনুরচ্ছিনৎ ॥ ৫২
অথৈনান্ ছিন্নধনুষ্কান্ বিব্যাধাভয়তঃ।
বিষণ্ণবর্ষেণ কৌন্তেয়ঃ আহবমাত্রঃ মহারথঃ ॥ ৫৩
এবমস্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠৌ চিত্রযোধিনৌ রণে।
তত্রঃ সাত্যকিরো ভীষ্মো বীরংস্তু নাবাধয়ৎ ॥ ৫৪
অথৈনং পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুদ্রকাণাং সমার্পয়ৎ।
দ্রোণস্ত্রিভিরিষ্ণাং মহেষ্বাসো হ্যপাসনমস্যতে ॥ ৫৫
এবং শার্ঙ্গী ধনুঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্মোহয়ন্নাস্যতবলং রণে ॥ ৫৬
ন চৈব সমরে শক্যো জেতুং বজ্রভৃতা অপি।
ন চাপি সমিতিঃ বীরা যেন-লালস-রাক্ষসাঃ ॥ ৫৭

যা চাপি সক্তা নির্মোক্তুং বিষ্ণু সর্বা মহাবলাঃ।
এবং ঘোরাঃ সাবরজৈঃ কাঙ্কুলো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৮
বিষণ্ণিনঃ পুরস্কৃত্য ভীষ্মো বিব্যাধ সাত্যকিম্।
অথো দ্রুপদসেনঃ ক্রুদ্ধঃ শরবর্ষেণ বৈরাবতীম্ ॥ ৫৯
অভিবিদ্ধঃ নিরৈর্ঘোরৈর্ভীমো ভাগীরথীসুতঃ।
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈ রক্ষুরৈরিব পত্রিভিঃ ॥ ৬০
মুক্তাঃ সর্বাত্মনাবিধ্যন্ নেমে ঘোরাঃ শিখণ্ডিনঃ।
নিকৃত্তবাহা বর্ষাণি বৃত্রাবরজবেধিনঃ ॥ ৬১
মূলনা ইব মে বৃক্ষি নেমে ঘোরাঃ শিখণ্ডিনঃ।
বজ্রবেগসমস্পর্শা বজ্রবেগবলাহতাঃ ॥ ৬২
এবং প্রাণাত্যয়ক্ষয়ি নেমে ঘোরাঃ শিখণ্ডিনঃ।
নাবধীদ্ যে প্রাণান্ ধনুষ্মা ইবাহিতাঃ ॥ ৬৩
গদা পরিঘসংস্পর্শা নেমে ঘোরাঃ শিখণ্ডিনঃ।
দ্রুপদা ইব সংক্রুদ্ধা দেহিনাবা বিশোষয়ঃ ॥ ৬৪

তারপর অতি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অন্য একটী বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং পুনরায় অতি বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সারথিকে অস্থির করিলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অন্য একটী অত্যন্ত প্রখর বাণ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অর্জুন তিনটী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

সেই মহাসংগ্রামে ভীষ্ম যত বাণ হাতে লইতেছিলেন, তাহাতেই অর্জুন অতি দ্রুতবেগে তাহা ছেদন করিয়া দিলেন। এইভাবে তাঁহাকে ভীষ্মের যে বল তাহা ছেদন করিলেন।

তারপর সাত্যকিকে ভীষ্ম অর্জুনের দিকে প্রেরণ করিয়া দিলেন। তখন অর্জুন পুনরায় পঁচিশটী বাণ প্রয়োগ করিলেন।

এইভাবে অত্যন্ত আহত হইয়া মহাবীর ভীষ্ম দ্রুপদসৈন্যকে বলিলেন,—এই পাণ্ডব-মহারথী অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া যে সমস্ত বাণের দ্বারা আমাকে আঘাত করিয়া ফেলিয়াছে ॥ ৫১-৫৬

ইহাকে ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ যমরাজও ইন্দ্র বধ করিতে সমর্থ হন না। এইরূপ সমস্ত দেবতা, দানব এবং রাক্ষস বীরগণও যদি একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন, তবে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন না; সে স্থলে অন্য মানব মহারথী-দিগের জন্য আর কি বলিব?

এই ভাবে দ্রুপদসৈন্য ভীষ্মের দ্বারা যখন বধ করা হইতেছিল, তখন অর্জুন বিপক্ষীয়ে আসে রাখিয়া বীর ভীষ্ম রাজসমূহের দ্বারা অস্ত্র-বিক্ষত করিয়া ফেলিল।

সেই সময় তিনি পুনরায় সাত্যকির সারথিকে দ্রুপদসৈন্য বলিলেন,—সাত্যকিসারথি অর্জুন দ্রুপদসৈন্য এরূপ ধ্বংসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে, যাহাতে স্বর্গ বহু ও বিমানের দ্বার অবরুদ্ধ। তাহার এই ভীষণ বাণসমূহ আমি ধারণ করিয়া আছি। ৫৭-৬০

এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিক্ষিপ্ত বাণশ্রেণী বর্ষাকালীন মেঘ, তাহা, এই বাণগুলি আমার বক্ষ ছেদন করিয়া অর্ধপথে মৃত্তিকে আঘাত করিতেছে। এই বাণগুলি আমার দেহে মূলনষ্ট ন্যায় আঘাত করিতেছে। ইহাদের বেগ বজ্রতুল্য বলিয়া নিবারণ-করাও কঠিন। ইহা নিশ্চয়ই বাণ কখনও হইতেই পারে না। ৬১-৬২

ইহারা আমার প্রাণে ঘোর উৎপন্ন করিতেছে। অগ্নিতুল্যা বজ্রতুল্য এই বাণগুলি আমার প্রাণ ছেদ বিনাশ করিয়া ফেলিতেছে, সুতরাং এই বাণগুলি নিশ্চয়ই বাণ নহে। ৬৩

ইহাদের স্পর্শ গদা ও পরিঘের আঘাতসদৃশ বলে হইতেছে। ইহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও তীব্র বিষের ন্যায় দেহ শোষণ করিতেছে, সুতরাং এই বাণগুলি নিশ্চয়ই বাণ নহে। ৬৪

সমাবিধ্যন্তি মর্মাণি নেত্রে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ।
অর্জুনস্য চ বৈ বাণা নেত্রে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৫
তৎকৃতি মম মাত্রাণি যাবন্মাত্রা দেবতা চ বৈ।
সর্বে তুল্যা ন যে দুঃখং কুর্বন্তি মম মানিনাঃ ॥৬৬
বীরা গাণ্ডীবধন্বানমুদ্যতং ক্ষিপ্রকারিণম্।
ইতি ক্রুদ্ধং শান্তনবো বিদ্ধ্যুর্বিং পাণ্ডবম্ ॥ ৬৭
শক্তিং ভীমঃ স পার্থায় তত্ত্বজ্ঞিক্ষেপ ভারত।
তামস্য বিধিবৈচ্ছিত্বা ত্রিধা বিচ্ছিদপাতয়ৎ ॥ ৬৮
পঞ্চভিঃ সুতসোমায় সর্বেষাং তব চাত্মজে।
ধর্মপাশস্য গোপ্তারো ভ্রাতরঃ পর্যরক্ষত ॥ ৬৯
তাভ্যাং চাস্যন্তমেকেন দ্বাভ্যাং ধনুরথাচ্ছিনৎ।
তত্র তস্যাভবৎ কর্ম বাসবস্যেব বিক্রমে ॥ ৭০
তথাসমবকৃত্তস্য তদ্ধনুশ্চিত্রসেবকম্।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পাণ্ডবীমাক্ষিপৎ চমূম্ ॥ ৭১
অভিত্রবত পার্থস্য মা ভৈষ্ট ভরতর্ষভাঃ।
অয়ং বো যোৎস্যতে ভ্রাতৈর্ভাগৈরৌদীচ্যসাচিভিঃ ॥ ৭২
পঞ্চভিশ্চৈব সুনিশিতৈর্বাণৈরন্যৈশ্চ তথা শিতৈঃ।
বলবদ্ভিশ্চ ভীমস্য তমেকমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৭৩
সিংহনাদস্ততো ঘোরঃ পাণ্ডবানামজায়ত বলা।
তমেব তত্র শুশ্রাব নেদুর্যীমহরৈষিণঃ ॥ ৭৪
তমেবমবতাড়ন্তং সিংহনাদান্ত চক্রিরে।
ওজাংসীব মুমুদে মৃত্যুঃ তাবকানাং পরৈঃ সহ ॥৭৫
হয়মেধমনি রাজেন্দ্র ভীষ্মার্জুনসমাগমে।
আসীদ্ যজ্ঞে ভবাদৃশ্যা মৃদুর্ভূমুর্যথেরিব ॥ ৭৬
সৈন্যানাং যুদ্ধমানানাং নিঘ্নতাং দ্বিষতো বলম্।
অলৌহাভূদ্ ভৃশং পৃথিবী লোহিতাক্তাতবৎ তদা ॥ ৭৭
সহসা বিষয়ং চৈব ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ঘোষোদ্ভূতঃ তদা তস্মিন্ ন তদ্যেহভবন্ ॥ ৭৮

এই মন্ত্রটি আমার অধ্যয়নমূলে প্রবেশ করিয়াছে, মূলতঃ এটি শিখণ্ডীর নহে। এই মন্ত্রে যার অর্জুনেরই, এটি শিখণ্ডীর নহে। ৬৫

যেরূপ বর্তমান (ঔদীচ্যরাজ) পাণ্ডবেরা যজ্ঞকালে নিজ আত্মার ন্যায় বিলীন করিয়া থাকি হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই মন্ত্রটিও আমার সর্বাঙ্গে ব্যেপ্ত করিয়াছে। মানীগণের বীর ভীষ্মকে অর্জুন যখনই শর-সমূহদ্বারা নিজ প্রাণের দ্বারা আঘাতে এরূপ পীড়াদান করিতে পারিবে না। ৬৬

আমার। এইরূপ বলিতে বলিতে পাণ্ডবসৈন্য ভীষ্ম পাণ্ডবের নিকে এইভাবে আসাইলেন, যেন তখন আসাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন। তাহাতে তিনি অর্জুনের উপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু অর্জুন তি-টি বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ৬৮-৬৯।

তাহাতে পর: সেনার-ভীষ্মগণের সাক্ষাতেই ধনঞ্জয়ের ভীষ্মবধ অথবা বিজয় এই দুইয়ের একটি বলে করিবার জন্য বীর হস্তে ধনুর্বাণ লইয়া ও অস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু তাঁহার কথা হইতে নাবিবার পূর্বেই অর্জুন বীর ভীষ্মের ধনুকটিকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ইহা আমার যেন একটি অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইল।

এই সময় রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন যে, ভীষ্মের! তোমরা অবশ্যই ভীষ্মকে আক্রমণ কর। তাঁহার নিকট হইতে তোমাদের অন্য কোন ভয় নাই। ৭২

অবশ্য সেই পাণ্ডব সৈন্যগণ প্রাণিপণ করিয়া ভীম, দ্রোণ, বাহ্লীক, কৃপাচার্য, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও দুঃশাসনের প্রভৃতি করিতে করিতে একমাত্র ভীষ্মের দিকে ধাবিত হইলেন। ৭৩-৭৪

তাহাতে পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে ঘোর সিংহনাদ উত্থিত হইল। এইরূপ ভীষ্মের অবাধভাবে আসায় সুরগণ তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৭৫

আপনার সৈন্যগণ তখন এরূপভাবে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সেখানে আপনার ঘোষণের সহিত পাণ্ডবগণের তখন যুদ্ধ হইয়াছিল। ৭৫

তাহাতে! তখন নিজে বীর ও অর্জুনের সংগ্রামে দুই পক্ষ হইয়া এরূপ যুদ্ধ হেতু যায়, যেরূপ মনুষ্যগণ যজ্ঞের বিস্তারের সময় থাকে। তাহার মধ্যে ভীষণ আর্তি উঠিয়া থাকে। ৭৬

সেই সময় সমস্তকে বধ করিতে অভিলাষী যুদ্ধরত সৈন্যগণের রক্তে ধরিত্রী হইয়া সেখানকার ধরণীর অবস্থা হইয়া উঠিল। ৭৭

সেখানে কিছু ও নীচু ভূমির মধ্যে ঘোর পার্থক্য ছিল না। অশ্বত্থামের সেই সময়কার মুক্ত নিজের মন্ত্রাস্ত্রসমূহ বিস্তীর্ণ হইতে থাকিলেন ভীষ্ম বধ করার ঘোষণাকে বধ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অভিহারয়তে তীক্ষ্ণা বিক্ষমাণেষু সর্বশঃ।
ততঃ সেনামুখে তস্মিন্ বিহঃ পার্থো মহারথঃ। ৭৪
মহতা ক্রুরসৈন্যানাং প্রাবয়ামাস বাহিনীম্।
(তথা চ তব সৈন্যানি তাপয়ামাসুরোজসা।
শরৈরগ্নিসমস্পর্শৈঃ পাণ্ডবাস্তেহরয়ো নৃপাঃ।
যুগান্তমুচ্ছ্রয়ন্তস্য পাণ্ডবানা পরাক্রমম্।
প্রাবয়ামাসুরিত্যুক্তি: সর্বান্ ভীষ্মপরাজয়াৎ।)
ধনুঃ ঘোষেণ মহতা ভীমঃ কুরুপিতামহঃ। ৮০
শীঘ্রমাণঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রাদ্রবদ্ রথে তথা।
সৌবীরাঃ কিতবাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যোদীচ্য-মালবাঃ। ৮১
অভিদ্রবন্তঃ সুসংরব্ধা নিবন্ধোদ্যত কার্মুকাঃ।
শাখামৃগধ্বজস্তেষাং অন্তকায়ঃ কেকয়ৈঃ সহ। ৮২
সর্বে এতে মহাত্মানঃ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ।
ন্যবারয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ সুসংরব্ধা মহারথাঃ। ৮৩
ততস্তুমুলসংগ্রামঃ পুনরেবাভবন্নৃপ।
দেবাসুরমিবাত্যর্থং ঘোরং লোকভয়াবহম্। ৮৪
বিগাহতে তু তাং সেনাং সুপর্ণবলবত্তরঃ।
ইত্যাদীং তুমুলঃ শব্দো রথেন ভীমধন্বিনঃ। ৮৫
নিঘ্নন্তা সমরে রাজন্ পরসৈন্যানি সর্বশঃ।
ন তস্যান্তরমিত্যুক্তি: পার্থে বাসুদেবসমে। ৮৬
একস্থমন্তরং পিত্রা সর্বৈরিষুকলাকৃতঃ।
শিতাগ্রৈঃ কাঙ্কণৈর্নাকৈ: প্রাকৃণ্ডিতৈঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
কিরিটেস্তে শিরস্ত্রাণৈঃ সুনাসাগ্রৈ শুভ কুণ্ডলৈঃ। ৮৭
হা হেতি তিবি সেনানাং সাধিধারোক্ষ তারব।
পতমানৈ রথাদ্ ভীমে বভূব সুমহাস্বনঃ।
সম্পতদ্ভিরিবাকাশাদ্ গ্রহৈরাদিত্যসম্ভবম্। ৮৯
সহ ভীষ্মেণ সর্বেষাং প্রাপতন্ ধ্বজবাহিনি চ।
ন পপাত মহাবাহুর্ধনুরাকৃষ্য মণ্ডলম্। ৯০
ইত্যুক্তস্তে তবামাত্যৈঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
ধ্বজী: স ন স্পৃশন্ পৃথ্বীং পরমেষ্বাস: সমাদ্রুতঃ। ৯১

তখন সৈন্যের অগ্রভাগে প্রধানের মস্তক অর্জুন কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন।

(পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য রণদুর্মদ বীরপুরুষ আপনার সৈন্যদিগকে বলপূর্বক পীড়িত করিতে লাগিলেন। সেখানে আমরা পাণ্ডবগণের এরূপ অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাঁহারা বিপক্ষের বাণবর্ষণে ভীষ্মের অনুসরণকারী সমস্ত যোদ্ধাকেই বধ করিয়া ফেলিলেন।)

রাজন্! সেই সময় যোদ্ধগণের তুমুলযুদ্ধ অর্জুন হইতে ভীত হইয়া এবং তাঁহার ভীষ্ম বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আমরা সকলেই পলায়ন করিতে লাগিলাম।

সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, শকদেশ, পুরুমিত্র, নিঘি, বসাতি, শাকদ্বীপ, কিরাত, অন্ধ্র এবং কেকয়— এই সব দেশ হইতে আগত সমস্ত মহাত্মা বীরগণ বাণসমূহ দ্বারা ও অন্য পীড়িত হইয়াও অর্জুনের সহিত যুদ্ধের ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৭৮-৮৩

আপনার এগারটী ভীষ্মকে পাণ্ডবসৈন্য বধকার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে দেখিয়া এবং সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে চারিদিক দিয়া বিপর্যস্ত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর ধাবমান হইতে দেখিয়া ৮৪

পরিক্রান্তা কুরুন্ সর্বান্ পরবীরৈরবাকিরৎ। ৮৪
বিপাঠয়ন্ত দুষ্টাশ্ব ধ্বজাগ্রবরকূবরম্।
ইত্যাদীং তুমুলঃ শব্দো রথেন ভীমধন্বিনঃ। ৮৫
নিঘ্নন্তা সমরে রাজন্ পরসৈন্যানি সর্বশঃ।
ন তস্যান্তরমিত্যুক্তি: পার্থে বাসুদেবসমে। ৮৬
একস্থমন্তরং পিত্রা সর্বৈরিষুকলাকৃতঃ।
শিতাগ্রৈঃ কাঙ্কণৈর্নাকৈ: প্রাকৃণ্ডিতৈঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
কিরিটেস্তে শিরস্ত্রাণৈঃ সুনাসাগ্রৈ শুভ কুণ্ডলৈঃ। ৮৭
হা হেতি তিবি সেনানাং সাধিধারোক্ষ তারব।
পতমানৈ রথাদ্ ভীমে বভূব সুমহাস্বনঃ।
সম্পতদ্ভিরিবাকাশাদ্ গ্রহৈরাদিত্যসম্ভবম্। ৮৯
সহ ভীষ্মেণ সর্বেষাং প্রাপতন্ ধ্বজবাহিনি চ।
ন পপাত মহাবাহুর্ধনুরাকৃষ্য মণ্ডলম্। ৯০
ইত্যুক্তস্তে তবামাত্যৈঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
ধ্বজী: স ন স্পৃশন্ পৃথ্বীং পরমেষ্বাস: সমাদ্রুতঃ। ৯১

রাজন্! সেই সময় ভীষ্মের রথের নিকট যাব করিয়া বৃথাবিদ্ধ হয়, বলিয়া কেহ, দুই হয়, যত যত বলিয়া কেহ ইত্যাদি অবস্থা সব উল্লেখ করিল। ৮৮

আমরা! এই সময় ভীষ্ম পর পর ও সমস্ত সমস্ত বীরগণের সব করিয়া ফেলাই এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিলেন যে, তাঁহার পরাজয় এইরূপ কোন কথা ছিল না, সেখানে যার বিষয় হয় নাই। ৯০

এইরূপ আপনার সিংহাসন ভীষ্ম দুর্যোধন অর্জুনের ভীষ্ম বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার শরীর যত যত হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই অবস্থায় যখন নিজের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে, তখন আপনার সুহৃদগণের সাক্ষাতেই পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন।

রাজন্! তখন এইরূপে পতিত হইবার সময় আকাশে অবস্থিত দেবগণ এবং ভূতলস্থিত ভূপালগণের মধ্যে মহা হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল।

মহারাজ! মহাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে রথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষের সকলেরই হৃদয় যেন তাঁহার সহিত ভূপতিত হইল।

এই মহাবীর ভীষ্ম সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ধ্বজ ইহার অগ্রভাগস্থ সুবিস্তীর্ণে নিপাতিত করিতে করিতে

শরজালৈর্মহেষ্বাসঃ শন্তনোঃ সুতবর্ষভঃ।
ছাদয়ন্ প্রণদন্নিত্যং দিব্যো ভীমঃ সমাবিশৎ। ৯২
অভ্যবর্ষচ্চ পর্জন্যঃ প্রাকম্পত চ মেদিনী।
পতন্ ন শক্নুবে ভানুর্বিক্ষিপেন বিবাকরম্। ৯৩
সংজ্ঞা হোলাসভয়াৎ ভীষ্মঃ কালে সঞ্চিন্ত্য ভারত।
অন্তরিক্ষে চ গুহ্যাব দিব্যা বাচঃ সমক্রবন্। ৯৪
কথং মহাত্মা শান্তেয়ঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
কালকল্পং মহাত্মানং সংগ্রামে বধিষ্যতে। ৯৫
ধিগেতদ্ধার্তি চ শান্তেরস্য যো বাসমরতীঃ।
যাস্যামাস চ স্বাধান্ পরিহোষ্যতি মহীতলে। ৯৬
উত্তরেণাস্যতন্ ভীষ্মঃ কুরূণিত্যবচঃ।
তত্র উত্তরমাস্যায় কথা হিরবহঃ স্মৃতা। ৯৭
মহর্ষীন্ ব্রহ্মকল্পেন যোধয়ামাস তত্র বৈ।
ততঃ সম্পাতিনো হ্যাসন্নুদিতা মারলৌকসঃ। ৯৮

আজন্মু লহিতা গ্রীবাঃ ভীষ্মঃ কুরুপিতামহম্।
যত্র লোকে মহাত্মানঃ শন্তনুস্তে পিতামহাঃ। ৯৯
যে চ ভীষ্মা মহাত্মান অন্যতো ব্রাহ্মণর্ষিভিঃ।
অপশন্ শন্তনুসুতং ভীষ্মং কুরুকুলোদ্বহম্। ১০০
যে চ তং দৃষ্ট্বা মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
গান্ধেয়ং শরসংঘৈর্হি বিক্ষিপেন চ তাড়য়ন্। ১০১
উত্তরেণায়নাদ্যান্তা প্রাবধন্ত মনীষিণঃ।
ভীষ্মং কথং মহাত্মা স্যাদ্ ব্রাহ্মণাস্তা বিক্ষিপেয়ুরে। ১০২
ইত্যুক্তা তু দ্বিজা ভূয়ো বিক্ষিপেয়ুরিতো দিবম্।
সংজ্ঞাস্য বৈ মহাবুদ্ধিস্তদ্বিদ্যা চ তাদৃশ। ১০৩
তানব্রবীন্মহাত্মানো নাহং মৃত্যা কথঞ্চন।
দক্ষিণার্কে আস্যিষ্যে এবমে যদি দ্বিজম্। ১০৪
সন্নিষ্যামি শরং স্থানমাসীনস্য পুরাবনম্।
উদ্বাসন আসিষ্যে তদা মাং ত্রীণি হ। ১০৫

পতিত হইলেন। তখন তাঁহার শরীরে যতদিন ছিল, সেইজন্য তিনি পতিত হইলেও তাঁহার শরীর ভূতলস্পৃষ্ট হয় নাই। ৮৭-৯১

ক্রমে ক্রমে পতিত হইয়া পরশুরাম পর্যন্ত ভূমণ্ডলের যাবতীয় ক্ষত্রিয়ের হৃদয় এই সখা বিশ্বামিত্রের সন্তানের হইল। ৯২

তখন আকাশ হইতে যেন বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, পৃথিবী কাঁপিতে লাগিলেন, পতিত হইতে হইতে ভীষ্ম দেখিলেন এখন সূর্যদেব দক্ষিণায়নে আছেন (সুতরাং ইহা মৃত্যুর উত্তম সময় নহে)। ৯৩

তারপর সময়ের চিন্তা করিতে করিতে ভীষ্মদেব ভীষ্ম নিজের মৃত্যু সময়ে আসিলেন। সেই সময় আকাশ হইতে দৈববাণী এই কথা বলিতে লাগিল। ৯৪

মহাত্মা শন্তনুনন্দন ভীষ্ম সকল অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাত্মাগণের আত্মজ্ঞান প্রদাতা এবং তাহাদের প্রভুত্বকারী ছিলেন, সুতরাং তিনি সূর্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থান করিবার সময় কেন মৃত্যু বরণ করিবেন? ৯৫

কিন্তু যাই হউক করিয়া মহাত্মাগণ ভীষ্ম বলিলেন,—আমি এখন যাইতে পারি। কুরুকুলের কুলপিতামহ ভীষ্ম পৃথিবীতে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিজের প্রাণকে ধরিয়া রাখিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞানিনী মহর্ষিগণকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের দ্বারা সেখানে ডেকে করিলেন।

তখন মানসসরোবরনিবাসী হংসরূপধারী মহর্ষিগণ একত্রে উড়িতে উড়িতে অতিশয় সত্বরতার সহিত কুরুক্ষেত্রে কুরুপিতামহ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য সেইক্ষণে আসিলেন, যেখানে সেই সময়েই ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ৯৬-৯৯

সেই হংসরূপধারী মহর্ষিগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্মকে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিলেন। ১০০

এই সময়েই মহাত্মা শন্তনুনন্দন ভীষ্মকে দর্শন করায় মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর দক্ষিণায়নে অবস্থিত সূর্যদেবের সময়ে শরশয্যায় আরোহণ করায় সেই মনীষী মুনিগণ এই কথা বলিলেন।

ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া সূর্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থিত সময় কিরূপে ভীষ্ম মৃত্যুবরণ করিবেন? এই কথা বলিয়া সেই হংসরূপ মহর্ষিগণ দক্ষিণ দিক অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

তারপর সেই হংসরূপধারী মহর্ষিগণকে দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম কিছু চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমি সূর্যদেবের দক্ষিণায়নে অবস্থানের সময় কোন অংশেই এখান হইতে চলিয়া যাব না। এই সঙ্কল্প আমার মনের মধ্যে বিরাজিত আছে। ১০১-১০৩

হংসগণ! সূর্যদেব উত্তরায়ণে গমন করিলে যে আমি সেই লোকে প্রয়াণ করিব, যাহা আমার পুরাতন স্থান। আমি আপনাদিগকে এই সত্য কথা বলিয়া দিলাম। ১০৪

ধারয়িষ্যামহং প্রাণান্ যাবদ্ভরতসত্তম।
ঐশ্বর্যভূতঃ প্রাণানামুৎসর্গো হি মতো মম ॥১০৬
তস্মাৎ প্রাণান্ ধারয়িষ্যে মুহূর্তমিহ পার্থিব।
যত্র তত্রো যথা মন্ত্রঃ পিতা মেঽমন্যতাব্যয়ঃ ॥১০৭
ব্রহ্মণো মুহূর্তমিত্যেবং তত্র চাস্ত মতির্মম।
ধারয়িষ্যে ততঃ প্রাণানুৎসর্গে নিরতে মতি ॥১০৮
ইত্যুক্ত্বা ভারতশ্রেষ্ঠো ভগবান্ স দেবব্রতঃ।
এবং মুহূর্তং পরিমৃশ্য ভীষ্মো মনোজবি ॥১০৯
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব সিদ্ধচারণ এব চ।
যস্মিন্ মুহূর্তে মহাত্মানং দিবমারুরুহে ॥১১০
ন কিঞ্চিদ্ প্রত্যপদ্যন্ত পুরাস্তে ভরতর্ষভ।
সর্বোপরৈব মুদিতা মুমুদে ভরতর্ষভ তদা ॥১১১
কৃপ-দুর্যোধনমুখা নিহতে ভরতর্ষভে।
বিষাদাচ্চ ভিয়ঃ কালমতিষ্ঠন্ বিমনেন্দ্রিয়াঃ ॥১১২
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মহারাজ ন যুদ্ধে পরিবে মনঃ।
উৎস্রাষ্টুমুদ্যতস্তাত ব্যবসায়ং পাণ্ডবান্ ॥১১৩
অথৈনং পরমোদারং পুত্রে হতে ভীমে মহৌজসি।
অব্রবীৎ সহসা রাজন্ মুহূর্তাদ্ভ ভরতর্ষভ ॥১১৪
হতপ্রবীরাস্তু বয়ং নিকৃত্তাশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
বর্তয়ন্তো মাতিমাত্রীয়ো নিহিতাঃ সমাসাদিতা ॥১১৫
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা পরমং চ পরাং গতিম্।
সর্বে তদ্ভূয়ঃসমাধায় পুনঃ পরিষদাগতাঃ ॥১১৬
সোমকাশ্চ সপাঞ্চালাঃ প্রাতিষ্ঠন্ত অনেষবঃ।
তত্রভূর্যসহস্রেষু নদৎসু ন মহাবলঃ ॥১১৭
আক্রোষ্টারমাস তুদং ভীমসেনো মনাংস চ।
সেনয়োরুভয়োশ্চাপি যাবতে নিহতে বিদো ॥১১৮

আমি ভরতবংশের প্রধান। বাহাতে বাহাতে নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিব, তাহাই আমি যখন ইচ্ছা করিব, তখনই প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হইব—এই শক্তি আমি লাভ করিয়াছি ॥ ১০৬

অতএব আমি ইহলোকে মুহূর্ত কাল অবস্থিতির জন্য বীর প্রাণ ধারণ করিয়া রাখিব। আমার মহাত্মা পিতা পূর্বে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যুবরণ করিবে, তাঁহার এই বরদান সফল হইবে। প্রাণত্যাগের নিমিত্ত সময় পর্যন্ত আমি আমার প্রাণ ধারণ করিয়া রাখিব ॥ ১০৭-১০৮

সেই সময় ব্রহ্মচর্যধারী মুনিগণের এই কথা শুনিয়া তিনি পরলোকে পূর্ববৎ মনন করিলেন। এইরূপে মুহূর্তের নিমিত্ত প্রাণধারণকারী ভীষ্ম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় বীরগণ হর্ষে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মহাবক্তিশালী ও ভরতবংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম নিহত হইলেও আপনার পুত্রদিগের কিছুই মনে হইল না।

সেই সময় কৌরবগণের উপর মহাভয়ের মোহ উপস্থিত হইল। তখন কৃপাচার্য ও দুর্যোধনাদি সকলেই যাস ফেলিতে ফেলিতে রোদন করিতে লাগিলেন ॥

তখন সকল যোদ্ধাই বীরাসন করিয়া একত্র উপবেশন করিলেন। ইহাতে মনে হইল যেন তাঁহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয়সমূহ বিষাদে চিত্তে বিলীন হইয়াছে। মহারাজ! তাঁহারা কিছুতেই চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে তাঁহাদের মন নিবিষ্ট হইল না। তাঁহারা পাণ্ডবদের উপর বাণের বর্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন মনে হইল—যেন প্রলয়ে প্রাণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ॥ ১০৯-১১৩

রাজন্! মহাযোদ্ধা পাঞ্চালগণের ভীষ্ম সহায় ছিলেন, তথাপি তিনি নিহত (কৃপাজিত) হইলেন। ইহাতে সকল লোকেই তখন মহা সমরাশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, যুদ্ধের দুর্যোধনের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ॥ ১ ॥

মহাত্মা অর্জুন আমাদের সকলকে তা করিয়াছে। তাহার ভীষ্ম বাণে আমরা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমাদের প্রধান প্রধান বীরগণ তাহার বাণে নিহত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১১৪

পরিষদ্গণ দুঃখ (মোহে) মাহবিদ্ধি কৌরবগণকে বীর পাণ্ডবগণ হৈর্যলাভ করিয়া পরলোকের উপর মতির নিবেশ করিয়া লইয়াছেন। তখন তাঁহারা সকলে বহু বহু শঙ্খধ্বনি বাজাইতে লাগিলেন ॥ ১১৬

অনন্তর! পাঞ্চাল ও সোমক বীরগণ তখন আনন্দের সীমা ছিল না। সেই সময় সহস্র সহস্র তূর্যধ্বনি হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন বাহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

ততস্তু ভীষ্মঃ শস্ত্রাণি প্রাগ্যাজ্যস্তু সমস্তৃতঃ।
প্রাক্রোশন্ প্রাদ্রবংশ্চাপে জন্তুর্ঘোরঃ ভয়াপহে ॥১১৯
ক্ষয়ঃ চাস্যেত্যভাষিষ্ত ভীষ্মঃ চাস্যেত্যচূদয়ৎ।
অথঃ পিতৃংশ্চৈব প্রপদ্যে পূর্বমাত্মানমুদ্ধরৎ ॥ ১২০
তত্রস্থানেব যে পূর্বে তে চৈনঃ প্রপদংনিরে।
অযোপনিষদঃ চৈব যোগমাস্থায় বীর্যবান্ ॥ ১২১

ভূয়শ্চ বাসবো ভীষ্মে
কালাকাঙ্ক্ষী ত্রিরোদ্যমৎ ॥১২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মনির্যাণে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

পাঞ্চালী যখন ভীষ্ম নিহত হইলেন তখন সমস্তদেশ হইতে সৈন্যবাহিনীর সকল বীর যোদ্ধারা নিজ নিজ শস্ত্র নিয়া সাথিয়া বিশেষভাবে চিন্তাযুক্ত হইলেন। যে যোদ্ধা তখন বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁর যে যে দিকে ক্ষতির পলায়ন করিলেন এবং যে যোদ্ধা যোগবল হইয়া পড়িলেন ॥ ১১৭-১১৯

অন্য যোদ্ধারা সেই সময় অভিমন্যুর নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং অন্য কিছু যোদ্ধা ভীষ্মের প্রশংসা করিতে-ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের ও নিজের মহাবলশালী ভীষ্মের পতিতে প্রশংসা করিলেন ॥ ১২০

তরুণকালের পূর্বপুরুষদের ভীষ্মে তুষারাদি করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্ পাণ্ডবকুলের ভীষ্ম যোগনিষদমূহের সাহায্য যোগের আশ্রয় লইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে করিতে উত্তরায়ণকালের প্রতীক্ষা করতে পরলোক গমন করিয়া রহিলেন। ১২১-১২২

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মের বধ হইতে মৃগয়ন-বিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের মহাপ্রয়াণে, অর্জুনের ভীষ্মোপাধানদান, উভয়পক্ষের সৈন্যদের স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের সংবাদে।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথমাসংস্তদা যোধা হীনা ভীষ্মেণ সঞ্জয়।
যদিনা দেবব্রতেন তর্তারে ব্রহ্মচারিণা ॥ ১
ঘটেরন্ নিহতাস্ তত্র কুরবঃ পাণ্ডবৈঃ সহ।
ন প্রাহরন্ কথা ভীষ্মা দুর্যোধন্ ক্রূরবাহনম্ ॥ ২

অতো দুঃখতরং তত্র কিমন্যৎ প্রতিভাতি।
অন্যত্র পিতরং জন্যে নিহতং স্ব সুতৈর্যুধি ॥ ৩
অপশ্যন্নাত্মনঃ মূঢ়ঃ ক্ষয়ং তত্র সমুদ্যতঃ।
জন্যে বিনিহতঃ ভীষ্মঃ শত্রুভিঃ স্ব যশীয়তে ॥ ৪
মমাত্মজিহীর্ষমাণো ভীষ্মেণ ক্ষত্রমিচ্ছতা।
হেতিভিঃ কুরুসিংহেন তত্রে তত্র পুরঃসরঃ ॥ ৫

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ, অর্জুন কর্তৃক ভীষ্মকে উপাধান (বালিশ) দান, উভয় পক্ষের সৈন্যদের নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান এবং ভীষ্ম ও দুর্যোধনের সংবাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীষ্ম যখন ব্রহ্মচারী ও দেবব্রত ছিলেন। তিনি যখন পিতার জন্য পাণ্ডবদের ভ্রাতাদের সাথে যুদ্ধ করিয়াছেন। সেই সময় নিজ দল হইতে তিনি তুষারাদি হইলে তাঁহার সাথেরাজিরা হইতে বঞ্চিত আমার পক্ষের যোদ্ধাদের কিরূপ অবস্থা হইল? ১

ভীষ্ম নিজের পরাজয়ের জন্য যখন অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপের প্রস্তুতি করিলেন না, তখনই আমি ইহাই বুঝিয়া নইয়াছিলাম যে, এখন পাণ্ডবদের সহিত সমস্ত যোদ্ধারাই নিহত হইবে।

আমার নিকট ইহা হইতে আর অধিক কি দুঃখ থাকিতে পারে যে, আমি আমার পিতামহ ভীষ্মের নিধন বার্তা শুনিয়াও এখনও জীবিত আছি। আমার বুদ্ধি অতিশয় মোহাচ্ছন্নী। ৩

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার জন্য লোকের ধ্বংস বিধিত হইয়াছে; কারণ, আজ ভীষ্মের মৃত্যুর সময়ও আমার হৃদয় পত্র পত্র করে বিদীর্ণ হইয়া যায় নাই। ৪

উত্তম ব্রতপালনকারী সঞ্জয়! যখন তাঁহার অভিলাষী কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন যুদ্ধে নিহত হইলেন, তখন তিনি অস্ত্র কি সব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের আমাদের বল। ৫

পুনঃ পুনর্ব্ব ভূয়াদি হয়ঃ কেশবঃ প্রবে।
ন হন্যো জায়তেনেন ত্রিলোকৈরপি পুমা। ৬
স হন্যো দ্রৌপদেয়েন পাঞ্চালেন বিশেষতঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

নারায়ণে নিহন্যো কুরুবো বাসুদেবেন বিশ্বাবসু। ৭
পাঞ্চালানাং বলৌ বীরঃ ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
স যেন শরজালেন মেদিনীমন্বপাতয়ৎ। ৮
ভীষ্মে রথাৎ প্রপতিতে প্রভূতে বরবীরুষে।
হাহেতি তুমুলঃ শব্দো ভূতানাং সমপদ্যত। ৯
সীদাগ্নে বিপতিতে কুরবঃ সংবিভিন্নরে।
সেনয়োরুভয়োঃ রাজন্ অভিহান্ তদ্বাবিশৎ। ১০
ভীষ্মং শান্তনবং দৃষ্ট্বা বিশীর্যন্তমবস্থিতম্।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চ তে বিষাদমগমন্ পরম্। ১১
যঃ তমেবং কুরুশ্রেষ্ঠং ভূতসংঘমহারথম্।

ধনুঃ পুনর্ব্ব ভূয়াদি হয়ঃ কেশবঃ প্রবে। ৬
ন হন্যো জায়তেনেন ত্রিলোকৈরপি পুমা। ৬
স হন্যো দ্রৌপদেয়েন পাঞ্চালেন বিশেষতঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

নারায়ণে নিহন্যো কুরুবো বাসুদেবেন বিশ্বাবসু। ৭
পাঞ্চালানাং বলৌ বীরঃ ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
স যেন শরজালেন মেদিনীমন্বপাতয়ৎ। ৮
ভীষ্মে রথাৎ প্রপতিতে প্রভূতে বরবীরুষে।
হাহেতি তুমুলঃ শব্দো ভূতানাং সমপদ্যত। ৯
সীদাগ্নে বিপতিতে কুরবঃ সংবিভিন্নরে।
সেনয়োরুভয়োঃ রাজন্ অভিহান্ তদ্বাবিশৎ। ১০
ভীষ্মং শান্তনবং দৃষ্ট্বা বিশীর্যন্তমবস্থিতম্।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চ তে বিষাদমগমন্ পরম্। ১১
যঃ তমেবং কুরুশ্রেষ্ঠং ভূতসংঘমহারথম্।

ধনুঃ পুনর্ব্ব ভূয়াদি হয়ঃ কেশবঃ প্রবে। ৬
ন হন্যো জায়তেনেন ত্রিলোকৈরপি পুমা। ৬
স হন্যো দ্রৌপদেয়েন পাঞ্চালেন বিশেষতঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

নারায়ণে নিহন্যো কুরুবো বাসুদেবেন বিশ্বাবসু। ৭
পাঞ্চালানাং বলৌ বীরঃ ভীষ্মঃ কুরুপিতামহঃ।
স যেন শরজালেন মেদিনীমন্বপাতয়ৎ। ৮
ভীষ্মে রথাৎ প্রপতিতে প্রভূতে বরবীরুষে।
হাহেতি তুমুলঃ শব্দো ভূতানাং সমপদ্যত। ৯
সীদাগ্নে বিপতিতে কুরবঃ সংবিভিন্নরে।
সেনয়োরুভয়োঃ রাজন্ অভিহান্ তদ্বাবিশৎ। ১০
ভীষ্মং শান্তনবং দৃষ্ট্বা বিশীর্যন্তমবস্থিতম্।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চ তে বিষাদমগমন্ পরম্। ১১
যঃ তমেবং কুরুশ্রেষ্ঠং ভূতসংঘমহারথম্।

বিক্রীড়মানঃ কৌন্তেয়ঃ হর্ষেণ মহতা যুতঃ।
নিহত্য তরসা সর্বান্ মহাবলপরিগ্রহান্। ১০
সম্বোধয়ামি তূর্ণং বৃত্রবাহকরং তবঃ।
বর্ণ-দুর্যোধনৌ চাপি নিঃশেষেতাং মুহূর্তাৎ। ১১
তথা বিপরিতে তীব্রে কৌরবাণাং বিনাশনে।
তাবাহূতমনুং সর্বে বিশ্বাস্যেবমব্রুবন্। ১২
দৃষ্ট্বা চ পতিতং তীক্ষ্ণা সুতং দুঃশাসনস্য তু।
উত্তরং তবনাদ্যায় রোষাগ্নীকমুপাদ্রবৎ। ১৩
আয়া প্রস্থাপিতো ধীরঃ যেনানীতেন হাস্তিনঃ।
প্রমথ্য সুতবধ্যাঙ্গ যৌনেয়ং ন বিবাদয়ম্। ১৪
তথাহাস্তবধিশ্রেষ্ঠা সুতং পশ্যবাহয়ম্।
দুঃশাসনং মহারাজ বিনদন্ বক্যতীতি চ। ১৫
তবো রোষায় বিনয়ঃ তীব্রমাহেষ্ট কৌরবঃ।
রোষস্তমাশ্রিয়ঃ ক্ষিপ্রা যুযোধ ভরতর্ষভ। ১৬
ন সংজ্ঞামুপলভ্যাথ তাবকাঃ প্রত্যপদ্যত।

বিনাশয়ামাস তদা তাবকানীকানি বাহিনঃ। ১৭
বিনির্জিত্য মুহূর্ত দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানি যশৌবিনীম্।
দৃষ্টৈঃ ক্ষীণাবশেষাদৃষ্টৈঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্। ১৮
নিহতেষু চ সৈন্যেষু পাণ্ডবস্যোহ সর্বশঃ।
বিমুক্তকবচঃ সর্বে তীব্রমীর্ষুর্বিষাদিনঃ। ১৯
মুদান্বিতা ইবো যুক্তাঃ যোধাঃ শস্ত্রভৃতঃ।
উপতস্থুর্মহারাজ প্রত্যপেক্ষিবিনাশনাঃ। ২০
তে তু তীব্রঃ সমাসাদ্য পাণ্ডবাঃ ভরতর্ষভম্।
অভিবাদ্যাবশিষ্টেন পাণ্ডবাঃ কুরবিঃ সহ। ২১
অথ পাণ্ডুঃ মুহূর্তেন প্রবিশ্যাস্ত্রাণি বিস্তরম্।
মহাভাগ্যং বর্ণাত্মা তীব্রঃ শান্তনবস্তদা। ২২
যশোদঃ সো মহাভাগো যাদবঃ সো মহাযশঃ।
দুঃখানি বর্ণমাত্রেণ যুদ্ধাত্মমরণোপমাঃ। ২৩
অতিমন্যোশ্চ বালেন্দ্রঃ শিশোঃ সদৃশকর্মণঃ।
শিশোঃ যে মহাবেগস্য বর্ণমুপমানঃ প্রতীচ্ছতাম্। ২৪

বিদ্ধ করিয়া অবিলম্ব তাহার শরীর ক্ষত করিতে লাগিলেন। ১৩-১০

সেই সময় কৌরবগণের উপর মহান ঘোর উপস্থিত হইল। বর্ণ ও দুর্যোধনও বাণসমূহ তীব্রবেগে ফেলিতে লাগিলেন। ১১

কৌরবসৈন্যগণ তীব্র এইরূপে ক্ষতবিক্ষত হইলে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ বেগসহকারে নিহতাবশিষ্ট হইয়া গেল। ১২

তীব্রকে মহাভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া আমার বীরপুত্র দুঃশাসন তাঁহা আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে ভীষ্মের অন্তিকে লইয়া যাইলেন। তখন সেখানে কৌরবসৈন্যগণের মধ্যে বিষম উপস্থিত হইয়াছিল। ১৩-১৪

মহারাজ! দুঃশাসনকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্যগণ তাঁহাকে চারিদিকে বিরিয়া দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে, ইনি কি বলিতে আসিয়াছেন। ১৫

তখনকার দুঃশাসন রোদনাবেগে তীব্রের নিধনবার্তা জানাইলেন। সেই শব্দে সমস্ত জগৎ করিয়াই রোদনাবেগ মুক্তিত হইয়া পড়িলেন। ১৬

অনন্তর ভারতগণ তেমন পাইয়া প্রস্থাপনানী রোদনাবেগ হইতে তীব্র ইন্দ্রজিৎকে মুক্ত হইতে বিমুক্ত করাইলেন। ১৭

কৌরবগণকে মুক্ত হইতে বিমুক্ত দেখিয়া পাণ্ডবেরাও ক্রতবাহী অন্যে আরোহণকারী মুক্ত সকলের দ্বারা সঙ্গীদিগকে আসিতে দেখাইয়া নিজ সৈন্যদিগকে মুক্ত হইতে বিমুক্ত করাইলেন। ১৮

পাণ্ডবগণকর্তৃক সজ্জায়মানের সৈন্যগণ মুক্ত বন্ধ করিয়া নিজে সকল হাতার অবস্থানের করিয়া তীব্রের নিকট গমন করিলেন। ১৯

তখনকার সকল সকল যোধা মুক্ত করিতে বিরত হইয়া কেবল কেবলমাত্র প্রত্যপেক্ষা নিকট গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহারাজ তীব্রের নিকট গমন করিলেন। ২০

সেখানে পাণ্ডবগণ কৌরবগণের সহিত একত্রিত হইলে তাঁহারা অবশিষ্ট তীব্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

পাণ্ডব ও কৌরবগণ তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা তীব্র তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ২২

মহারাজ মহাভিমন্য! আপনাদের জন্ম করিয়া অবশ্য সফল হইয়াছি। ২৩

এইরূপে তাঁহাদের সকলকে আপন সমীপে করিয়া বিশেষ মনস্তুষ্টি বুদ্ধিবিশেষে বলিয়া তিনি বলিলেন,— মুদ্ধবর! আমার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ফুরিয়া আছে, সুতরাং আপনার আমাকে উপায় (যাবার বাহির) প্রদান করুন। ২৪

ওষধো বৃক্ষাঃ সরীসৃপাঃ পশবো মৃগাশ্চ যে।
উপজীবন্তি মৃদ্যন্তি নৈরৃতং তানি পিতামহঃ ॥ ৭৭
অথাহরীক্ষ্যবাক্যান্তে প্রহসন্নিব তান্ নৃপান্।
নৈতানি বীরমধ্যাস্থ মৃতকল্পানি পার্থিবাঃ ॥ ৭৬
তমো বীক্ষ্য নরেন্দ্রৈষ্যন্তাবে পাণ্ডবম্।
বনজন্তু ইবাব্যগ্রঃ সর্বলোকহরাবিষম্ ॥ ৭৭
বনজন্তু মহারাজো নিত্যং যে তাত লক্ষয়তে।
বীরমাপূপবান্ বৈ যদ্ মৃত্যুমিহ মন্যতে ॥ ৭৮

লক্ষ্মণ উবাচ।

সমারোপ্য মহাত্মানমধিষ্যাং পিতামহম্।
নেত্রাভ্যামঞ্জপূর্ণাভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৯
আজ্ঞাপয় কুরুশ্রেষ্ঠ সর্বলক্ষণসংযুতাঃ বয়ম্।
শ্রোতুমিচ্ছা তব দুর্ধর্ষ ক্রিয়তাং কিং পিতামহ ॥ ৮০
তমব্রবীন্মহাত্মানং পিতা যে তাত লক্ষয়তে।
উপযাস্যে মৃত্যুশ্রেষ্ঠ কালমেতমহং যদা ॥ ৮১

যখন তাহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম উহার কোন উত্তর করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।। ৭৫

তখনকার মুহূর্তটিকে ভীষ্ম লক্ষ্য করিয়াই যেন সব রাজাকে বলিলেন—মৃত্যুশিক্ষক। এই সকল বাণের তীক্ষ্ণতায় উপাধানটি নহে।। ৭৬

তাহার পর তিনি সর্বলোকে বিখ্যাত ধনঞ্জয়ের মহাবল বাহুযুগল তখনকার দিনে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন।। ৭৭

মহারাজ বনজন্তু! আমার যখন বুঝিয়া আছে। যখন তুমি এখন উহার যোগ্য উপাধান বলিয়া যাহা মনে কর, উহা প্রদান কর।। ৭৮

লক্ষ্মণ বলিলেন,—রাজন্! তখন অর্জুন শিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম করিয়া আসনের নিকট হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে ভীষ্মের নিকে তাকাইয়া এই কথা বলিলেন।। ৭৯

সমস্ত অস্ত্রবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুপুরুষ! দুর্ধর্ষ বীর পিতামহ! আমি আপনার সেবক, আপনি আদেশ করুন, কি কার্য এখন করিব?। ৮০

তখন পাণ্ডুপুত্রদের ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন,—তাত! আমার যখন বুঝিয়া আছে। কুরুশ্রেষ্ঠ বাছা! তুমি আমাকে উপাধান প্রদান কর।। ৮১

সমানজাতীয়ৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈ র্ভীম প্রমথ্য মে।
ন হি পার্শ্ব সমর্থো বৈ সেঢ়ুং সর্বধনুষ্মতাম্।। ৮২
অস্ত্রবর্ষঞ্চ ঘোরং চ বৃদ্ধিসত্ত্বগুণান্বিতঃ।
ক্ষাত্রমোজোপি বাহ্বোস্তে বাসবাতিরোচতে ॥ ৮৩
পৃথাসুতময়া গাণ্ডীবং ধনুঃ সত্ত্বগুণার্পিতম্।
মনুষ্যাস্ত মহারাজ ভরতানাং মহারথম্ ॥ ৮৪
ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈর্বৈরমুদ্ধরন্তি মহারথাঃ।
অধিপ্রয়াণে তু বিদ্ধে বর্ষীয়া সমাদাতিনা ॥ ৮৫
অনুদ্ধৃত্য শরতূণেভ্যো ভীমো বর্ষীয়সস্তবিব।
উপধানেন হস্তেন প্রত্যুদ্যন্ত ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৮৬
প্রাহ সর্বান্ সমুদ্বীক্ষ্য ভরতান্ ভারতঃ প্রভুঃ।
ভূতীপুত্রঃ মুদা শ্রেষ্ঠো মুহুর্তঃ প্রীতিবর্ধনম্ ॥ ৮৭
শয়নস্যানুরূপং যে পাণ্ডবোপহিতা মম।
বহুরূপা প্রলোভাশ্চ সর্বেষাং ধারয়ং কথা ॥ ৮৮

ভীষ্ম মুহূর্তমাত্র। এই পর্যন্ত অনুরূপ শিরই তুমি আমাকে উপাধান দাও। তুমিই তো প্রদান করিতে পার, কারণ, সমস্ত মহাধনুর্ধরদের মধ্যে তোমার স্থান সর্বাগ্রে। তুমি অতি-মানুষ অধিক এবং বুদ্ধি ও বৈর্যাদি সকলের সমুচ্চ-সমূহে সম্পন্ন।

তখন অর্জুন 'যথা আজ্ঞা' এই কথা বলিয়া এই কার্যের জন্য ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং গাণ্ডীব ধনু লইয়া তাহাতে অভিমন্ত্রিত তীক্ষ্ণ তিনটি বাণের শরযুক্ত করিয়া তোলনা করিলেন। তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের মহান্ মহারথী ভীষ্মের অনুমতি লইয়া সেই অত্যন্ত বেগশালী তিনটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা তাঁহার মস্তককে অনুগ্রহীত করিলেন (অর্থাৎ তিন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা শিরস্ত্রাণে স্থাপনা করিয়া দিলেন)।

সমাগতী অর্জুন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলে যোগ্য উপাধান যোজনা করিয়া দিলেন, তখন ধর্ম ও অর্থনীতিবিদের শ্রেষ্ঠতম ভারতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহাদের তাদৃশ উপাধান প্রদান করায় তিনি অর্জুনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের সমস্ত ভারতবাসীদিগের নিকে তাকাইয়া যোদ্ধাদিগের মনে হেতু, মুহূর্তমাত্রের আনন্দবর্ধন, ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ভূতীপুত্র অর্জুনকে তিনি এই কথা বলিলেন।। ৮১-৮৭

পাণ্ডুনন্দন! তুমি আমার শয়ার অনুরূপ উপাধান প্রদান করিয়াছ। যদি তুমি ইহার বিপরীত অন্য কোন উপাধান প্রদান করিতে, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম।। ৮৮

এবমেব মহারাজো যদেষু পরিবিহ্বলঃ।
যত্নবাং অমিষ্যেতো ধর্মতত্ত্বেষ্টনে বৈ। ৭৯
এবমুক্তা তু বীভৎসুঃ সর্বানেবানতরবীদ্ বচঃ।
রাজঞ্চ রাজপুত্রাংশ্চ পাণ্ডবানভিসান্ত্বয়ন্। ৪০
পশ্চাদনুপযানং যে পাণ্ডবেনাভিনন্দিতম্।
শিষ্টেরনুমতাঃ সর্বাঃ প্রযযুর্বাসবং প্রতি। ৪১
যে ত্বমী মাং প্রতিযান্তি যে চ প্রেক্ষন্তি মাং নৃপাঃ।
বিদ্মঃ বৈজয়ন্তস্যাস্য প্রভাবস্য বিবাকৃতঃ। ৪২
নূনং সত্যাধনুক্তেন ফল্গুনেনোগ্রতেজসা।
বিমোক্ষ্যন্তে বয়ং প্রাপ্য সুতান্ সুস্থিরানিব। ৪৩
পরিষ্বজ্য ততস্তাংস্তু মহাবাহুর্ধনঞ্জয়ঃ।
উপাসিষ্ঠে বিবস্বন্তমেবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিভুঃ। ৪৪
উপাবর্তন্ত তাংস্তাংস্তু বৈবস্বতপুরা পাণ্ডবঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

উপাবিষ্টঞ্চ তং বৈশ্যাঃ সর্বলোকনমস্কৃতাঃ। ৪৫

মহারাজ! বিভু যদ্যপি অবশ্যই অর্জুনের মুখমণ্ডল এইরূপ পাণ্ডুবর্ণ হওয়া উচিত নয়। ৩৯

অর্জুনকে এই কথা বলিয়া ভীম পাণ্ডবগণের সাথে প্রত্যাগমন করেন এবং সকলে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। ৪০

পাণ্ডবগণ অর্জুন আসার পরক্ষণে যে উপায়ন দিয়াছে, উহা আসিয়া অবলোকন করুন। আমি পশ্চাৎ উহা সেই পর্বতে গিয়া থাকিব, যে পর্বতে যে পুণ্যবান উপহার আনিতে আসিবে। ৪১

সাধুগণ আমে রোহিত উপর যেরূপ রথের দ্বারা গমন করিয়া সূর্যদেবের আরাধনা উহা দিতে আসিবেন, সেই সময় যে সকল রাজা আমার নিকট আসিবেন, তাঁহারা সকলেই তখন আমার ঔর্ধ্বগতি প্রত্যক্ষ করিবেন। নিশ্চয়ই সেই সময় আমি আমার পিতৃদেব সুরেন্দ্রদেবের ন্যায় নিজের দিব্য প্রভাবে পরিত্যাগ করিব। ৪২-৪৩

নৃপগণ! আমার এই ভবনের চারিদিকে পরিখা খনন করুন। আমি এই স্থানেই এইভাবে পঞ্চ বর্ষের আয়ু লইয়া সশরীরে তপস্যার সূর্যদেবের উপাসনা করিব। ৪৪

নৃপগণ! এখন আপনারা অবশ্যই পঞ্চভাব পরিত্যাগ করিয়া সুখ লাভে নিরত হউন। সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডব হইতে বাপসিলাভ করিয়া নিপুণ বৈশ্যগণ সর্বোপকরণৈর্যুক্তাঃ কুশলৈঃ সাধু শিক্ষিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ভাগীরথীপুত্রঃ প্রোবাচ বচনং তদা। ৪৬
যদা নঃ বিস্তরাবাসা সুকৃতিনা চিকিৎসকাঃ।
এবং বর্ষে ষষ্ঠেঽতীতে বৈশ্যৈঃ কার্যমিতীহি কিম্। ৪৭
অক্ষয়ার্থে প্রবক্তারঃ হি প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্।
বৈশ্য বর্ষে মহীপালাঃ পরমেষ্বরস্য যে। ৪৮
এতিরেব পরৈশ্চাঃ পরমোঽপি মহাধিপাঃ।
তস্মাত্ত্বা যতনং তত্র কুরা দুর্যোধনস্য তু। ৪৯
বৈশ্যান্ বিসর্জয়ামাস সুকৃতিনা চিকিৎসকঃ।
তত্তস্তে বিস্মিতঃ তস্য ভীমস্যাদ্ভুতকর্মণঃ। ৫০
বিধিঃ কৃৎস্নো পরাঃ দৃষ্ট্বা ভীষ্মস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
উপায়ানং তদা কৃত্বা নিপুণে মনুজেশ্বরাঃ। ৫১
সহিতাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কুরবশ্চ মহারথাঃ।
উপায়ন্ত মহাত্মানং মহাত্মাঃ সহসে তদে। ৫২

তাহাদের সেবার নিমিত্ত থাকিবেন। বৈদ্যগণ সকলেই প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার উপকরণে (চিকিৎসালয়টীতে) পূর্ণ ছিলেন ও সুদক্ষ সুশিক্ষিত বহুল উপকরণে নিত্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

উহাদের দেখিয়া সকলকে ভীম আসার পূর্ব দুর্যোধনকে বলিলেন—রাজন্! এই সব চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট ধনরত্ন দিয়া সন্তুষ্টকরণের পরিত্যাগ কর (বিদায় দাও)। এখানে এই অবস্থায় এই সব বৈদ্যের দ্বারা আমার আর কি কার্য সাধিত হইবে? ৪৫-৪৭

অক্ষয়লোকে যাহার প্রবেশ করা হইয়াছে, সেই উত্তম ঋষি আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি পরমধাম লাভ করিয়া আছি। এখন আমার ইহা বেশ বুঝে যে, এই বাসগৃহকে বিশেষরূপে করাইয়া আমি চিকিৎসা করাইব। মহারাজ! আমার এই শরীরে এই সকল বাণের সহিতই দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে।

ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া আসার পূর্ব দুর্যোধন যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বৈদ্যগণকে বিদায় দিলেন।

তাহার বিদায় অনুষ্ঠানসমূহের অবিলম্বে মহাত্মা ভীষ্মের এই অদ্ভুতকর্ম উত্তম নিপুণ দেখিয়া অধিপতি বিস্মিত হইলেন।

রাজন্! অতঃপর আসার নিপুণতা ভীষ্মকে তাদৃশ উপায়ন প্রদান করিয়া সেই মহাত্মাগণ, পাণ্ডবগণ ও মহারথী কৌরবগণ

কেহিবাহা ভবতো ভীষ্মঃ কৃত্বা ত্বি: প্রধক্ষিণম্।
বিধায় রথাং ভীষ্মস্য সর্বে এব সমন্ততঃ। ৫০
যাত্রাং অনিবিরাবোধ যাধ্যেঃ পরমাদ্ভুতাং।
নিবেশয়ামাসুরাপাশঙ্কন্ সায়াহ্নে কুরিবোত্তমাঃ। ৫১
নিবিষ্টান্ পাণ্ডবাংশ্চৈব প্রীয়মাণান্ মহারথান্।
ভীষ্মস্য পতনে ছাত্রুপক্ষস্য মহাবলঃ॥ ৫২
উবাচ মাধবঃ কালে বর্ষীয়সীং বুদ্ধিমীদৃশীম্।
বিদ্যা অরণি কৌরব্য বিদ্যা ভীষ্মো নিপাতিতঃ॥ ৫৩
অথবা মানুষৈরেব সত্যসন্ধো মহারথঃ।
অথবা বৈষ্ণবঃ সার্বং দৈবপাত্রস্য পারগঃ॥ ৫৪
যাং তু চক্রুর্বলং প্রাপ্য নরো মোহেন ভারত।

এবমুক্তো বর্ষীয়াংস প্রত্যুবাচ জনার্দনম্॥ ৫৫
তব প্রসাদাদ্ বিজয়ঃ কৌরবাং তব পরাভবঃ।
যং হি ত্বং পরিপাসি কৃষ্ণ তত্ত্বতোঽমরবন্দিতঃ॥ ৫৬
অমোঘমেতদ্ ভবতো দর্শনং যদি কেশব।
রক্ষিতা সমরে বিদ্যাং বিদ্যাঃ চাপি হিতে রতঃ॥ ৫৭
দর্শিতা হ্যং সমাসাদ্য নাস্তধামিতি মে মতিঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ অনার্দনো জনার্দনঃ।
ঋষেরেবস্ মুক্তস্য বচনং পাণ্ডিবোত্তম॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মোপলম্ভনে
বিশেষাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০

সকলে একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণা পঞ্চকন্যার সহিত সেই অবস্থায় ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত প্রদক্ষিণ করিলেন এবং চারিদিকেই ভীষ্মের রথের ব্যবস্থা করিয়া সকল বীরগণ নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন। তখন তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইয়া ভীষ্মেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে রক্তাক্তদেহ অবস্থায় তাঁহারা সকলে নিজ নিজ নিবাসস্থানে গমন করিলেন॥ ১৮-৫১

পাণ্ডব-মহারথীরা তাঁহার পক্ষের অবস্থা দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং আনন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সেই মহাশক্তিশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া পৃথাপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন,—কুরুনন্দন! লোকমুখে শুনা যে, আপনি অধর্মযুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু লোকমুখে শুনা যে, ভীষ্ম রণ হইতে বৃপাতিত হইয়াছেন॥ ৫২-৫৬

এই সন্দেহজনিত ব্যাপারে ভীষ্ম সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্। সমস্ত অস্ত্র ও দেবব্রতের এবং মিলিত হইয়াও ইহাকে বধ করিতে সমর্থ নহে। আপনি যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দান করিতে

এবমুক্তো বর্ষীয়াংস প্রত্যুবাচ জনার্দনম্॥ ৫৫
তব প্রসাদাদ্ বিজয়ঃ কৌরবাং তব পরাভবঃ।
যং হি ত্বং পরিপাসি কৃষ্ণ তত্ত্বতোঽমরবন্দিতঃ॥ ৫৬
অমোঘমেতদ্ ভবতো দর্শনং যদি কেশব।
রক্ষিতা সমরে বিদ্যাং বিদ্যাঃ চাপি হিতে রতঃ॥ ৫৭
দর্শিতা হ্যং সমাসাদ্য নাস্তধামিতি মে মতিঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ অনার্দনো জনার্দনঃ।
ঋষেরেবস্ মুক্তস্য বচনং পাণ্ডিবোত্তম॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মোপলম্ভনে
বিশেষাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০

পারেন। আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আপনার তত্ত্ব বুঝিয়াই এই কথা বলিয়াছেন॥

তিনি এই কথা বলিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের আশ্রয়, এবং আপনি তত্ত্বজ্ঞানের অবতার স্বরূপ। আপনারই কৃপায় জয়লাভ হইয়া থাকে এবং আপনার রোষে পরাজয় ঘটিয়া থাকে॥ ৫৫-৫৬

কেশব! আপনি সমরাঙ্গনে যাহাদের রক্ষা করিয়া থাকেন, এবং সর্বদা যাহাদের হিতে নিরত থাকেন, তাহাদের অসম্ভব ও কোন কার্যই নাই। আপনার দর্শন লাভ করিলে সর্বযোদ্ধাদের জয়লাভ করাকে আমি আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে করি না॥ ৫৭

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর ত্রিভুবনপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনার এই কথা আপনার সম্বন্ধেই উপযুক্ত॥ ৫৮

শ্রীমহাভারত ভীষ্মবধপর্বাধীন শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মবধপর্বে ভীষ্মের উপলম্ভনসম্বন্ধীয় বিশেষাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিষয়: ভরতের প্রত্যাবর্তনের জন্য ভীষ্মের পিপাসানিবারণার্থ, পার্থের প্রার্থনায় ভীষ্মের সঞ্জিবনাপ্রদান দ্বারা পার্থনাথের প্রবোধকরণ।]

সঞ্জয় উবাচ।

মুহূর্তাত্তু মহারাজ সর্বশাস্ত্রবিদাং বরঃ।
পাণ্ডবঃ পার্থমাহূয় ইদমাহিতমব্রবীৎ ॥ ১

ত্বং বীরশয়নে বীর: পরাসূ ক্ষুদ্রসত্ত্ব।
অভিধাস্যোপশয়ানং ত্বামিহ: ক্ষত্রিয়ঋষভম্ ॥ ২

বজ্রাস্ত্রসমকল্পৈশ্চ নাতৈর্বালৈশ্চ সর্বশঃ।
অবাকিরন্ পাণ্ডবস্য তত্র যত্র মহাত্মনঃ ॥ ৩

হিত্বা কৃষ্ণাজিনা বাণাঃ প্রেক্ষকাস্তে পৃথগ্‌জনাঃ।
সমভ্যধুঃ পাণ্ডবস্য কুরূনিব তমোনুদম্ ॥ ৪

কুরূণাং পরমঃ্যানি তথৈব নট-নর্তকাঃ।
শিল্পিনশ্চ তথাভ্যধুঃ কুরূণাং পিতামহম্ ॥ ৫

উপাসন্যে চ বৃদ্ধেভ্যঃ সন্তোষম্ বিদধুস্তদা যে।

আসনানি চ বিচিত্রাণি পরিষ্টাৎ কুরু-পাণ্ডবাঃ ॥ ৬

অবাসজন্ত তত্রস্থাঃ সেবন্তশ্চমহিলম্বম্।
অক্রোশন্ত শ্রীতিমন্তস্তে যথাপূর্বং যথাবয়ঃ ॥ ৭

সা পার্থিবলতাঃ কীর্ণা শরনির্ভিন্নমর্মভিঃ।
তত্রতে ভারতী শীঘ্রা নিবীর্যাভিরাবভৌ ॥ ৮

বিবেশ চ মুনাগার্ত্ত সা অলাভুরমুপাসরাৎ।
যেনানাবিধ সেবেন: পিতামহমুপাসরাৎ ॥ ৯

ভীষ্মস্ত সেনা: বৈর্যাণি তত্তত্তত্ত্ব।
অভিতপ্তঃ শরৈরেব নিবেদনমুরসো যথা ॥ ১০

পরাভিতপ্তকায়োঽপি পরমদ্যাত্মন্মিতঃ।
পার্থমিতি সন্দেশ্য যত্তেজাম্ প্রহারাধাত ॥ ১১

তত্রস্থে কপিধ্বজে বাহুপাশেন সমন্ততঃ।
তত্ত্বাদুত্তমসংহাম্ ধারিষ্যন্তং শরীরজান্ ॥ ১২

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[বিষয় তথা প্রবর্তীয় কপিঃ অর্জুনের দ্বারা অক্ষুণ্ণ ধনুষ ভীষ্মের পিপাসা নিবারণ এবং অক্ষুণ্ণের প্রবলতা কপিতে কপিতে ভীষ্মের মূর্ছাবসানে সঞ্জিবনাপ্রদান দ্বারা প্রবোধ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে এবং প্রাতঃকাল আসিলে, তখন সকল রাজা, পাণ্ডবগণ ও যাদবগণ পুনরায় কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। তখন মহাবীর পার্থ শিখণ্ডীকে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত করিলেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! এই সব কপিবর্ষ কপিধ্বজকেও প্রধান করিয়া তাঁহারা পার্থের সম্মুখবর্তী হইলেন। ১-২

সহস্র সহস্র রাজা সেখানে আসিয়া চতুর্দিক, দান (দৈ) এবং মালা-চন্দনাদি সর্বপ্রকারে তত্ত্ব সমস্ত পাণ্ডবগণের ভীষ্মের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৩

ঐ, বৃদ্ধ, যাদব ও অন্যান্য সমাগত সকলেই পাণ্ডবদের ভীষ্মকে বর্ষণ করিবার জন্য সেখানে সমবেত হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ—সকল প্রাণী অবস্থানকালের অবসান্ সূর্যদেবের উপাসনার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। ৪

অন্যান্য রাজ ও বয়স্কগণ, নট, নর্তক এবং অন্যান্য শিল্পী কুরুগণের বৃদ্ধ পুরুষ পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫

তাঁহারা ও পাণ্ডবগণ সুখ লাভের নিমিত্ত হইয়া বিচিত্র আসনসমূহ পরিষ্কার করিয়া পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রেমভাবের সহিত ছোট বড় বয়োক্রমানুসারে যথোচিতরূপে পরস্পরের কুশল বার্তা ভীষ্মের নিকট উপস্থাপন করিলেন। ৬-৭

পরে সকল কুরুগণে পূর্বে ও ভীষ্মকর্তৃক নিহত সেই ভরতর্ষভগণের বীরোচিত্ত মহা আবাসে সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে দেখিতে পাইতে লাগিল। ৮

মহারাজ ভীষ্মের সমীপে উপস্থিত মহাত্মাদিগের সেই সকলে দেবের ন্যায় উপাসনার দেবগণের ন্যায় সুখপ্রদ হইয়াছিল। ৯

ভরতর্ষভ! ভীষ্ম বাণসমূহে সমস্ত হইয়া সর্বাঙ্গে বীরগণ দেখিতেছিলেন। তিনি নিজের সেই বেদনাকে ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন। বাণসমূহের আঘাত তখন তাঁহার সন্তাপ জন্মাইতেছিল। তিনি তখন সেই অসহনীয়ের আঘাতে যেন মূর্ছিতপ্রায় হইয়া নিবারিলেন। সেই সময় তিনি রাজাদিগের দিকে তাকাইয়া যেমন এই কথাই বলিলেন—'জল'। ১০-১১

রাজন্! তখন সেই কপিবর বলশালিনী চারিদিক হইতে উত্তমাঙ্গের ভেদন করা এবং ঊরুর সমর্থ মুষ্ক হইয়া আসিলেন। ১২

উপানীয়ঃ তু পাণ্ডবঃ কৃষ্ণা পাঞ্চালরাজজা।
বাষ্পাকুলা মন্দা মন্দা রোষাৎ কেতব মাধবম্ ॥ ১৩
অপকৃষ্যন্তী বস্ত্রেণাঃ শনকৈরাঃ পতে ভুজম্।
প্রতীক্ষমাণস্তিষ্ঠন্তি নিবৃত্তিং সখি-সখয়োঃ ॥ ১৪
এবমুক্ত্বা বাসুদেবো নিম্নন্ বাক্যেন পার্থিবম্।
অর্জুনং প্রতি বিস্ফারীবাভারাবাত ভারত ॥ ১৫
অথোবাচেদং মহাবাহুরভিযাত্য নিবারয়ন্।
অবিহিং প্রাজ্ঞলিঃ প্রহ্বঃ কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥১৬
তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঃ প্রাজ্ঞলিমাত্মানং প্রত্যবিধ্যৎ।
অত্যাত্মানং মন্যমানা ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা ॥ ১৭
বজ্রভীম পরীঃ যে সংস্কৃতং তদ্বেষ্টিতঃ।
মর্মাণি পরিহরন্ বুদ্ধ পরিত্রস্তমি ॥ ১৮
বেলাতরঙ্গরীরক প্রবন্ধাংশো মহার্ণবঃ।
ঘূ হি পাণ্ডো মহেষ্বাস বাসুদেবো ব্যবীদিতি ॥১৯

অর্জুনস্ত বচঃ শ্রুত্বা বধায়ৈব পীতাম্বরম্।
অবিহিং বলস্ত কৃষ্ণা পাণ্ডবঃ যাচিতম্ বচঃ ॥ ২০
তত্র জাতবলিস্তীব্রঃ বিস্ফুলিঙ্গবিবাশনেঃ।
বিমোক্ষুঃ সর্বভূতানি সর্বে ক্রুদ্ধা চ পার্থিবাঃ ॥ ২১
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা রথেন রথিনাং বরঃ।
পরাবৃত্য তরসৈবঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ২২
সন্ধায় চ পরং যত্নমভিমন্ত্র্য চ পাণ্ডবঃ।
সর্বাস্ত্রৈরন্ত্রবিদ্ধাংশ্চ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ২৩
অবিধ্যৎ পৃথিবীং পার্থঃ পার্শ্বে ভীষ্মস্য দক্ষিণে।
উৎপপাত ততো বাণা বারিণো বিমলা শুভাঃ ॥ ২৪
শীতবারুতকল্পাশ্চ বিষাগ্নিসমস্পর্শাঃ চ।
অন্তর্পাতং ততঃ পার্থঃ শীতয়া জলধারয়া ॥ ২৫
ভীষ্মং কুরুপতিং তত্র দিব্যকর্ম পরাক্রমম্।
তর্পয়া মেন পার্থস্ত শক্রস্তেব বিসূর্জয়ঃ ॥ ২৬

ভীষ্মদেবের বাক্য শুনিয়া মহাবীর সেই পাণ্ডব অর্জুনকে দেখিয়া বাসুদেব-সমক্ষ ভীষ্ম বলিলেন,—এখন আমি মনুষ্যলোকের কোন যোদ্ধা বধই উপভোগ করিতে পারিব না; কারণ, আমি উহা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছি। বলিও আমি এই (মনুষ্যলোকেই) পরলোকে যাইতে পারি, তথাপি আমি মনুষ্যলোক হইতে উপরে উঠিয়া আছি। কেবল ছল-দুর্যোগ উপস্থিত হইলে আমিকে প্রতীকার করিবার অবসর করিয়াছি ॥ ১৩-১৫

রাজন্! এই কথা বলিয়া পাঞ্চালরাজ ভীষ্ম তীব্র বাণে সব সৈন্যদিগকে বিদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন—এখন আমি অর্জুনকে বধ করিতে যাই ॥ ১৫

তখন মহাবাহু অর্জুন শিখণ্ডীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বিনয়সহকারে বলিলেন—আমার উপর কি আদেশ করিতেছেন, আমি আপনার কি আদেশ প্রতিপালন করিব ? ১৬

রাজন্! প্রথম হইতে আত্মে অবজ্ঞাবশতঃ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে দেখিয়া মনস্বী ভীষ্ম অভিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

অর্জুন! তোমার বাণে আমার সর্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া আছে; অতএব আমার শরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ইহার অত্যন্ত পীড়া দান করিতেছে এবং আমার মুখ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ॥ ১৮

মহেষ্বাস অর্জুন! তোমার শীতল মুখ আমাকে ক্ষুব্ধি এক প্রদান কর। বিধি অনুসারে আমাকে দিয়া তুমি এখন উচিত এরূপই ক্ষুব্ধি করা ॥ ১৯

তখন "তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী অর্জুন রথের উপর আরোহণ করিলেন এবং গাণ্ডীব ধনু হাতে করিয়া আমাকে জ্যারোপণ করত বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন ॥ ২০

সেই সময় তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনি বজ্রের গম্ভীর-গর্জনের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। এই শব্দ শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী ও ভূতগণ ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২১

তখন রথিশ্রেষ্ঠদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সকলের সাক্ষাতেই সর্বাস্ত্রসম্পন্নীদিগের মধ্যে প্রধান ভীষ্মকে রথের দ্বারা পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে একটি ভেরবী ধ্বনি সম্পন্ন করিলেন এবং সকল লোকের সাক্ষাতেই অস্ত্রাভিমন্ত্রণপূর্বক সেই বাণের সর্বাঙ্গকে সংযোজিত করিয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥

তারপর ইন্দ্রের ন্যায়, অস্ত্রজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং দিব্য কর্মে সমৃদ্ধ কুরুকুল-পতি ভীষ্মকে তুষার বর্ষা উপর উঠিয়া (হইয়া ভীষ্মের মুখে পতিত) হইতে লাগিল। এই শীতল জলধারা দ্বারা অর্জুন দিব্য বর্ষ ও পরাক্রমশালী ভূতলেও ভীষ্মকে তৃপ্ত করিলেন ॥

বিষাণাঃ পরমঃ শঙ্খ ভূতস্বনমুদারিণাঃ।
তং কর্ণ প্রেক্ষ্য বীভৎসোরভিবাদ্যবিকত্থনম্ ॥২৭
সম্প্রাধ্মেতাং মুহুর্যো বাঃ ধৈতাধিয়া ইব।
বিস্ফারজ্যোত্তরীয়াণি বাসিধ্যান্ সর্বতো নৃপাঃ ॥ ২৮
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষস্তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ।
তৃপ্তঃ পাঞ্চজন্যস্তানি রাজন্ বীভৎসুরস্বরীৎ ॥ ২৯
সর্বপার্থিবযোধানাং সজিবো পূজয়ন্নিব।
বৈকর্তনঃ মহারাজো ঘনি কৌরবনন্দন ॥ ৩০
কথিতো নাম্বনাপি পূর্বমিত্যবিকত্থনে।
বাসুদেবসহায়শ্চ মহৎ কর্ম করিষ্যসি ॥ ৩১
অস্মাকমপি যেবেন্দ্রঃ সহদৈবৈরপি ধ্রুবম্।
বিদ্যুতাঃ বিদ্যঃ পার্থ সর্বতস্তু তথিতঃ ॥ ৩২
বহুর্ধারাগমেকস্থা পৃথিব্যাঃ শ্রবণো বৃষ্ট ॥ ৩৩
মহতা তপসি শ্রেষ্ঠা পক্ষিণাং পক্ষবেগবঃ।
সরিতাং নাগরঃ শ্রেষ্ঠো মৌর্বিষ্ঠো চতুষ্পদাম্ ॥ ৩৪

আদিত্যানেজনাঃ শ্রেষ্ঠো সিরীষাঃ হিমবান্ বরঃ।
রাজীনাঃ ব্রহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠস্তমপি বিদ্ধি মাম্ ॥ ৩৫
ন বৈ ক্রুদ্ধঃ যমঃ সাক্ষাৎ
যুগান্তাগ্নিঃ বিনাশকৃৎ।
শ্রেষ্ঠেন রাজেন জনার্দনেন
মুহূর্তং সঙ্গরেণাপি তোক্ষ্যে ॥ ৩৬
পরীক্ষমুদ্ধিং বিদ্যাক্ষরো
ভর্গাবনো ন চ বজ্রপাণি।
ন দেবদত্তে বৈ নিবাস্তিকায়
শারাস্তিকো ভীমবলাভিভূতঃ ॥ ৩৭
এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ কৌরবেন্দ্রো
দুর্যোধনো হীনমনা বভূব।
ততস্তমীক্ষ্যাদ্ভুতরোমহর্ষা
বিস্ময়ং রাজন্ তব বীরযন্ত্যঃ ॥ ৩৮

ধনুর্ধর (ধানুষ্ক)। প্রাণীদেহের মধ্যে মনুষ্যদেহ শ্রেষ্ঠ, পক্ষি সমূহের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ, ২৮-নখী সমূহের মধ্যে সাপ শ্রেষ্ঠ এবং চতুষ্পদ প্রাণিসমূহের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৪

ফেলেদের মধ্যে সূর্য শ্রেষ্ঠ, পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ, অগ্নিসমূহের মধ্যে জাতবেদ শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ধনুর্ধর যোদ্ধাদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৫

আমি, বিষ্ণু, যোগেশ্বর, পরশুরাম, ইন্দ্রসহ ত্রিলোক এবং সমস্ত দানবেরা যুদ্ধ না করিলেই পাণ্ডবদের বিজিগীষায়, কিন্তু দুর্যোধনের আমাদের কথা শুনে নাই ॥ ৩৬

দুর্যোধনের বুদ্ধি বিপরীত হইয়া গিয়াছে, সে তেজ নিজের জন্য ধ্বংসকারী দেখিতেছে, সেজন্যই সে আমাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। সে পাণ্ডবদের ধ্বংসের (অপমানের) উদ্যম করিয়া চলিতেছে, সেই কারণে ভীমসেনের মতো পরাক্রমী বীরের যুদ্ধকালে কাছে সে ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়া থাকিবে ॥ ৩৭

ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবরাজ দুর্যোধনের মনে মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হইল। তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহাকে বিস্ময় জাগাইয়া বলিলেন,—রাজন্! আমার কথা অবিশ্বাসীদের কাছে বড় এবং ভোগ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৮

দৃষ্ট্বা দুর্যোধনৈবং তে বচো পার্থেন ভাষিতম্।
জগাম ত্বরিতো দ্রষ্টুং ভীষ্মমাতুরমন্তিকাৎ ॥ ৩৯

এতস্মিন্ কর্তা লোকেঽস্মিন্ নাস্তঃ কশ্চন বিদ্যতে
আহ্বেষু যাদৃশঃ সৌম্য বাসুদেবস্য বৈভবম্। ৪০

ঐন্দ্রঃ পাশুপতশ্চাস্ত্রঃ পাশহস্তোঽন্তকোপমঃ।
বারুণশ্চাস্ত্র-বিদুষো বৈষ্ণবশ্চাপি যো। ৪১

সর্বাস্ত্রিন্ মানুষে লোকে কেশবেনো হি খণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণো যা দেবকীপুত্রো নাস্তো দেবেষু কশ্চন ॥ ৪২

অথৈনং পাণ্ডবস্যার্থে যুদ্ধে জেতুং কৃতক্ষণম্।
অমানুষাণি কর্মাণি যেনাতীব মহাত্মনঃ। ৪৩

তেন সত্যেন সাধো ত্বমেনমাহবশোভিনম্।
কৃষ্ণিনা সমরে ভাস্তং সহিতস্তনু মা চিরম্। ৪৪

যাবৎ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ পার্থানাং কুরুসত্তম।

তাবৎ পার্থেন যুদ্ধেন সহিতস্তে ভবে মৃত্যুস্তাম্। ৪৫

যাবন্ন তে ভবন্ তীক্ষ্ণাঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
নাশয়ন্ত্যর্জুনস্যাশ্বান্ সহিতস্তে তাব মৃত্যুস্তাম্ ॥ ৪৬

যাবন্ন ত্রিংশতি সমরে রথশ্রেষ্ঠা সংহারয়াঃ।
নৃপান্ত্ব সমরো রাজন্তাবৎ সহি: অমৃত্যুস্তাম্। ৪৭

ন নিহন্তি যে যাবৎ ক্রোধদীপ্তেক্ষণস্তুম্।
যুধিষ্ঠিরো রণে তাবৎ সহিতস্তে তাব মৃত্যুস্তাম্। ৪৮

নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
যাবচ্ছরু মহারাজ নাশয়ন্তি ন সর্বশঃ। ৪৯

তাবৎ তে পাণ্ডবৈর্বীরৈঃ সৌহৃদং ন্ন ক্রোচতে।
যুদ্ধং ন্নক্রমেবাস্তু তাব সংগ্রাম পাণ্ডবৈঃ। ৫০

এবং তু বোচতাং বাক্যং সুহৃদোঽসি মহাত্মনঃ।
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে তব চৈব কুলস্য চ। ৫১

দুর্যোধন! পরম বুদ্ধিমান্ অর্জুন যেভাবে শপথ করিয়াছেন যুদ্ধে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের হত্যা করিবেন বলিয়া, তুমি তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে কর। ৩৯

ত্রিভুবনে এমন পরাক্রমশালী অন্য কেহ নাই। যাহার, যাদব সৈন্য (ভক্ত), বাসব, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রহ্ম, পাশহস্ত, প্রাজাপত্য, যম, বায়ু, শাম্ভব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সমস্ত দিব্যাস্ত্রসকল এই সমস্ত মানব-সমাজে একমাত্র বসুদেব অথবা দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবগত আছেন। অন্য কোন ব্যক্তির এসম্বন্ধে এই সকল অস্ত্র জ্ঞান নাই। ৪০-৪৩

তাত! পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে যুদ্ধে তোমাদের জয় করা সম্ভব নহে। যে মহাত্মা পুরুষের এই অলৌকিক কর্ম প্রত্যক্ষ দেখা যাইল, যে বৈষ্ণবাস্ত্র, যুদ্ধে দেবাসুরগণকারী এবং সংসারে দেখা পাইতে যায়, তাহার! সেই অর্জুনের পাশুবপক্ষ অর্জুনের সহিত এই সমরে তোমার দৈন্য হত্তি যাপন করা উচিত। ইহাতে তোমরাই বিনষ্ট হইবে না। ৪৪-৪৪

তাত! কুরুশ্রেষ্ঠ! যে পর্যন্ত মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব অর্জুনের সারথ্যে থাকিবেন, সেই সময়ের মধ্যেই পাণ্ডব-অর্জুনের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপন করিবার উপযুক্ত সময়। ৪৫

যে পর্যন্ত অর্জুন আকর্ণপূর্ণ তীক্ষ্ণমুখের বাণ তোমার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিয়া না ফেলে, সেই সময়ের মধ্যেই অর্জুনের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় তোমার মঙ্গল বলিয়া বিবেচিত হইবে ॥ ৪৬

রাজন্! এই মহাসমরে বিনষ্ট না হইয়া অবশিষ্ট তোমার ত্রিশজন রাজপুরুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে এবং ক্রোধদীপ্ত নয়নে যতক্ষণ তাকিয়া থাকেন, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি অর্জুনের সহিত সন্ধিস্থাপন কর ॥ ৪৭

যুধিষ্ঠির! যতক্ষণ না যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ক্রোধে ক্রুদ্ধচিত্তের হইয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি সন্ধিস্থাপনের ব্যবস্থা কর ॥ ৪৮

মহারাজ! নকুল-সহদেব এবং পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন—ইহারা সমরে মিলিত হইয়া যতক্ষণ না তোমাদের সৈন্যদলের সর্বনাশ করে, সেই সময়ের মধ্যেই পাণ্ডব-বীরগণের সহিত তোমার সৌহার্দ্য স্থাপিত হউক—ইহাই আমার অভিপ্রেত। তাত! আমার মতেই এই যুদ্ধের অবসান হউক। তুমি পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। ৪৯-৫০

অনঘ! আমি যে কথা আজ তোমাকে বলিলাম, তাহা তোমার অভিমত হউক। আমি সন্ধিস্থাপনকেই তোমার ও সমস্ত কৌরবকুলের কল্যাণকর বলিয়াই মনে করি। ৫১

ত্যক্ত্বা মন্যুং বলবতাপি পার্থৈঃ
পর্য্যাপ্তত্বেঽপ্যং কৃতং ক্ষান্তমেভিঃ।
তীব্রক্ষারস্তপ্ত ইবৌষ্ণ্যমগ্নৌ
তীব্রং বেগং সাধু রাজন্ প্রসীদ ॥ ৫২

রাজ্যার্দ্ধং বীরবাঃ পাণ্ডবানা-
মিত্যপ্রাক্ষীঃ ধর্ম্মরাজোঽধিযজ্ঞে।
যা বিদ্বদ্ভিঃ পার্থিবানাং গুণজ্ঞৈঃ
পাপাঃ কীর্ত্তিঃ প্রাপ্যতে কৌরবেন্দ্র ॥
সর্ব্বাবস্থাস্বাত্মনিত্যং প্রজানাং
দক্ষস্যন্তাঃ পার্থিবাঃ প্রীতিমন্তঃ।
পিত্র্যং পুত্রঃ মাতুলঃ স্বাধিবেদ্যো
ভ্রাতা ভ্রাতৃঃ মাতরঃ স্বৈরু রাজন্ ॥ ৫৪

রাজন্! তুমি কোপ পরিত্যাগ করিয়া বৃষ্ণীপুঙ্গবের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। অর্জ্জুন আমি সমস্ত যাহা করিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে: তীব্র-আমার তীব্রের অবসানের (সহিত তোমাদের শত্রুতারও অবসান হউক।) যারা তোমাদের মধ্যে সৌহার্দ্দভাব স্থাপিত হইলে এবং তাহারা একত্র বিহার করিলে তাহাদের অবশ্যই আয়ু, তাহারা তাহাদের বাড়িয়া যাবে। ইহাদের জন্য তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৫৪

তুমি পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান কর। মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। কৌরবরাজ! এরূপ করিলে তুমি ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিন্দনীয় ও লোক বলিয়া গণিত হইবে না এবং তোমাকেও সম্পূর্ণ অপরাধভাগী হইতে হইবে না ॥ ৫৫

রাজন্! আমার তীব্রের অবসানের জন্য সমস্ত প্রজাদের আজ শান্তি স্থাপিত হউক। সকল রাজাই প্রসন্ন হউন। পরস্পর মিলিত হউন। পিতা পুত্রের সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত এবং

মাতুল ভাগিনেয়ের প্রতি প্রসন্ন হউন। যে
মোহাদ্বিষ্টঃ প্রতিপক্ষস্তবাসৌ
তস্যাপ্যেবং এতদস্তু স্ব সর্ব্বে
সর্ব্বাস্থেভ্যঃ তারতীব্রায়ণানি ॥ ৫৬
এবম্ বাক্যং সৌপ্তিকাদেশনেষ্যো
মধ্যে রাজ্ঞঃ তারবং আবচিষ্য।
বৃষ্ণীবাদীন্ধন্য-সত্যপ্রধর্ষা
যোগাচার্য্যঃ বেদনাং সন্নিরেমা ॥ ৫৭
সঞ্জয় উবাচ।
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যং শ্রুত্বা বিস্তরবাসবম্।
ব্যাসস্যেদং মুখাদ্ধৃত্বা মুমূর্ষুরিব ভেষজম্ ॥ ৫৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি ভীষ্মবধপর্ব্বণি দুর্য্যোধন প্রতি ভীষ্মবাক্যে
একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

আমার সহায় সহিত মিলিত হউক ॥ ৫৪

দুর্য্যোধন! যদি তুমি মোহবশে বশীভূত হইয়া নিজের দুর্ব্যবহারের আমার এই কালোচিত বাক্যকে না মান, তবে শেষে তোমাকে অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে এবং দুঃখে তোমাদের সকলেরই বিনাশ হইবে। আমি তোমাকে এই সত্যকথা বলিয়া দিলাম ॥ ৫৫

অনন্তর ভীষ্ম সমস্ত রাজগণের মধ্যে সৌহার্দ্দবর্দ্ধক দুর্য্যোধনকে এই কথা শুনাইয়া নীরব হইলেন। সেই সময় রাজপুত্র তাঁহার শরীরে অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিল। তিনি সেই ব্যথাকে যোগবলে সংযত রাখিয়া নিজের মর্ম্মস্থান সমস্তাকে স্থিরভাবে নিরোধ করিলেন ॥ ৫৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ ভাল লাগে না, সেইরূপ মহাত্মা ভীষ্মের এই ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত এবং সমস্ত হিতকর বিস্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাও আমার পুত্র দুর্য্যোধনের ভাল লাগিল না ॥ ৫৭

শ্রীমহাভারতের শতসাহস্রী সংহিতা মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের বাক্য-বিষয়ক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-কর্তৃকঃ ব্রহ্মপূর্বঃ সংবাদঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্বে তব পুত্রাশ্চ ভারত।
ভূতীভূতে মহারাজ ভীষ্মে শান্তনবেঽহনি। ১
অথ তু বিরথং ভীষ্মং দ্রবন্তং পৃতনামুখে।
ঈষদাসাদয়ন্নাসাদ্যমানং চাপজগ্মিরে চ হ। ২
স তদর্থং মহারাজ পরেষামভবদ্ বধঃ।
অপরাবাসক্তঃ বীরঃ কার্ত্তিকেয়মিব প্রভুঃ। ৩
বিনীলিতাক্ষঃ তং বীরঃ সাক্ষকর্ত্তৃধনুর্ধরঃ।
ভীষ্ম ভীষ্ম মহাবাহো ইত্যুবাচ মহাস্বনঃ। ৪
রাজ্ঞোঽস্য কুরুশ্রেষ্ঠ বিজয়াভিপ্রসারিণঃ।
যোদ্ধাহং তব সংগ্রাম ইতি চৈনমুবাচ হ। ৫
তচ্ছ্রুত্বা কুরুবৃদ্ধো হি প্রভা সংকুলোদ্বহঃ।
পরৈরভীতো সংগ্রামে সংস্মরন্নাত্মনো ব্রতম্। ৬

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও কর্ণের যুদ্ধারম্ভ সংবাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, সকল রাজারা সৈন্য হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বিশ্রামস্থানে চলিয়া যাইলেন। ১

ভীষ্ম কুপাবিষ্ট হইয়াছেন, ইহা জানিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ বিনা ভীষ্ম বধ হইবে না বিবেচনা করিলেন। তাই তিনি সত্বর ভীষ্মের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ২

সেই সময় তিনি দেখিলেন, মহাত্মা ভীষ্ম পরপক্ষীয় সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, যেমন বীরবর তারকাসুর কার্ত্তিকেয়ের সহিত সংগ্রাম (পরস্পরের সম্মুখে সম্মুখ গমন করিয়া) করিয়াছিলেন। ৩

বীরবর ভীষ্মের চক্ষু দুইটি ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ কর্ণের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তখন অশ্রুগদ্গদস্বরে তিনি বলিলেন,—ভীষ্ম! ভীষ্ম! মহাবাহো! কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি সেই রাজপুত্র কর্ণ, যাহাকে আপনি সর্ব্বদা দ্বেষ দ্বেষ করিতেন এবং যাহাকে আপনি সব সময় দ্বেষদৃষ্টিতে দেখিতেন। কর্ণ এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন। ৪-৫

তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া মুনিজনের ন্যায় কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম ধীরে ধীরে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দৃষ্টিপাত করত কর্ণকে বলিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি সর্ব্বদাই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং সদা আমার প্রতিকূল আচরণ কর। আজ যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে নিশ্চয়ই তোমার কল্যাণ হইত না। ৬

বৎস! তুমি রাধার পুত্র নও, সূতের পুত্র। তোমার পিতা অধিরথ নহে। মহাবাহো! তুমি সূর্য্যের পুত্র। আমি নারদের নিকট তোমার পরিচয় পাইয়াছি। ৭

আজ! দ্বৈপায়নের নিকটও তোমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়াছি এবং তাহা কিন্তু তোমার সম্মুখে বলিয়াছি, তাহা সত্য—ইহাতে তোমার সন্দেহই নাই। তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই, ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি। ৮-

উগ্রধনুর্দ্ধরধারী বীর! আমি কখনও কখনও তোমাকে যে কর্কশ বাক্য বলিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ছিল—তোমার উৎসাহ ও তেজ বৃদ্ধি করা, কারণ, সূতনন্দন! তুমি রাজা দুর্য্যোধনের প্রেরণায় অকারণে সদল পাণ্ডবদিগের সহিত বার বার বিবাদ করিতে।

তোমার জন্ম (রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর হইতে উৎপন্ন হওয়ায়)

নীতাহরণসন্তাপো বেদিতী তপিনাপি।
যেনাসি বধ্যো ভদ্রং তে রাক্ষসি ক্রূরদর্শনে। ১৩
অনাদিশ্য সহসা বীর্যাৎ শক্তিমিন্দ্রেণ সংযুগে।
ব্রহ্মদত্তাং তেজোঽঙ্গ মানে চ পরমা স্থিতিম্। ১৪
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ পুরুষেষ্বরোপম।
কুলেন্দ্রেণ্ডাতাং লক্ষ্মা পুরুষমুত্তমম্। ১৫
ইত্যেবং চারুসর্বাঙ্গে লোকেঽস্মিন্নবলে তথা।
সদৃশঃ ভাস্কেনাপি কুতোঽন্যস্ত ত মহাবলঃ। ১৬
বর্ষ বাপিপুরঃ সর্বা ত্বয়ৈবেক বরাননে।
রক্ষার্থে কুলস্যাঙ্গ রাজ্ঞাশ্চ মৃদিতা মৃধি। ১৭
তথা চ সত্যবান্ রাজা জয়াশংসী দৃঢ়ব্রতঃ।
নমস্তে নমস্কৃত্বিন্ ন বধ্যা সদৃশোত্তরে। ১৮
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধো চ ত্যাগী চ নিয়তেন চ।
ত্বেবমর্হসি সর্বেষা মন্ত্রীশ্বরিবো মৃধি। ১৯

যাপনীয়োত্তম মন্ত্রার্থে যথা প্রতি পুরা কৃতঃ।
তৈঃ পুরুষবরৈর্ন ত্বমাত্মবিদ্বিষুম্। ২০
সোদর্য্যাঃ পাত্তথা বীরা ভ্রাতরস্তেঽরিসূদন।
লক্ষ্মণ্ড বৈদেহরাজো মম চেতিজ্ঞানি প্রিয়ম্। ২১
যদ্যা ত্বয়ু বিদুঃ বৈরমাত্মিত্যবলম্ব।
পৃথিব্যাং সর্বরাজ্ঞাং তত্ত্বত্ত মিত্রাণাম্। ২২

সর্গ ঈষাত।

আনোযোব মহাবাহো সর্বলোকস্য সাধুঃ।
যথা বদসি যে চীত্ত কৌমোরোহঃ ন সুরক্ষঃ। ২৩
অবকীর্ণস্য ভূম্যা সুরেণ চ বিরোধিঃ।
(সুখা হ্যেবোপনেনাহং তেন বৈ কৃতবান্ সুখা।
ত্বত্ত কার্যং ত্বরিষ্যামি যত্ত মে সর্বং সুরক্ষিতম্।
ইত্যেবং বৈ প্রতিজ্ঞায় বচনং বৈ সুযোধনে।)
সুরু হ্যেবোপনৈর্বধ্যঃ ন মিথ্যাকর্তুমুত্সহে। ২৫

বধ্যলাভের দ্বারা হইয়াছে, সেই নীচ সুরক্ষণের আশ্রয়ে তোমার বুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত সর্বলোকসম্মত গাত্তরের প্রতিও বেদনাযুক্ত ছিল এবং এই কারণেই লৌকিকসমাজে আমি তোমাকে বধ করার কথা বলিয়াছি। ১৩-১৫

আমি জানি, তোমার শরীরের সহজাত লক্ষণের সঙ্গে হাতের। তুমি ব্রহ্মদত্ত, সৌম্যস্বভাবী বীর এবং দানে উত্তম বিশ্বাসপাত্র। ১৬

হে সোমাপত্ত বীর! মনুষ্যলোকের মধ্যে তোমার সমান কেহ নাই। আমি সর্বদা বীর হইয়া বিজয়ী হইয়া যাইবার জন্য তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছি। ১৭

রাজকার্যে, বিবাহসম্বন্ধের সময়ে, ধনের ভাগবাঁটোয়ারায় এবং অন্যান্য স্থানে তুমি অগ্রণী ও মহারাজ ঐক্ষ্বাকের সমান। ১৮

হে! তুমি যুদ্ধের জন্য যুদ্ধোদ্যমের জন্য বলা আদিত্যের নিকট একাকী রথীশ্রেষ্ঠ হইয়া যেমন সমর লাভ করিয়াছিলে সেখানে উপস্থিত সমস্ত রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে। ১৯

যুদ্ধের প্রশংসাকারী বীর! যদিও রাজা অত্যন্ত দুর্জয় ও বলবান্ ছিল, তথাপি সেই রাজাকে সে তোমার সমুখ হইতে পায় নাই। ২০

তুমি ব্রহ্মণ্যভক্ত, সৈন্যসকলের যুদ্ধ করিতে সর্বদা এবং ত্যাগী ও ধৈর্যশীল। লক্ষ্মীসম্পন্ন তুমি যেমনুষ্যদের রাজা তোমা পাইয়া রাজা ও প্রজাগণ যুদ্ধেই তুমি অন্য মনুষ্যগণ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। ২১

আমি তুমার তোমার প্রতি যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা এখন অপসৃত হইয়াছে, কারণ, প্রাণের বিনাশের যেরূপ পুরুষার্থের দ্বারা অন্যথা করিতে পারে না। ২৩

লক্ষ্মণ! বীর পাত্তরগণ তোমার ভ্রাতা। যদি তুমি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হও, তবে তুমি সিতার ভাগ্যুক্তের পরিত্যাগ করিতে হও। ২১

যুদ্ধ-কর! আমার মৃত্যুর দ্বারাই এই শত্রুতার অবসান হউক এবং কুরুকুলের সমস্ত রাজগণের এবং বিভীষণ ও তিনি হউন। ২২

হে বলিলেন,—রাজাগণের ভীত! আপনি যাহা কিছু বলিলেন,—সে সমস্তই আমি জানি এবং এ সমস্ত বিষয়ে তোমার কোন সংশয়ই নাই। এজন্যই আমি দুর্যোধনের মূল, সুরক্ষিত নই। ২৩

কিন্তু যাহা দুর্যোধনের আমাকে অতি তাড়াতাড়ি বিশ্বাস এবং সত্য অতিশয় আমাকে পালন করিতে বলিয়া ছিলেন। (সুখী হইয়াই আমি যুদ্ধারম্ভকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি এবং প্রসন্নতার সহিত আমার সেবক হাতে হাত করিয়াছি। যুদ্ধারম্ভের নিকট আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমার যে সমস্ত কার্য বিশেষ করিতে হইবে, তৎসমস্তই আমি করিব। যুদ্ধারম্ভের ঐরূপ বলিয়া আমি উহা মিথ্যা করিতে পারিব না। ২৫

বসুদেবসুতো যত্র পাণ্ডবায় মুক্তয়ে।
যত্র চৈব গবীষ্ণক্ষ গুরুণাং তব যত্র চ ॥ ১৫
সর্বং দুর্যোধনস্যার্থে ত্বয়ক্তং যে সুবিস্তরম্।
যা চৈবম্ ব্যাহরন্ কৃষ্ণা সভায়ামিতি কৌরব ॥ ১৬
তোষিতঃ পাণ্ডবো নিত্যং সদাস্মাভিঃ সুযোধন।
অবস্তব্যাবী দুর্ধর্ষঃ কো ন পশ্যেৎ নিবর্তিতুম্ ॥ ১৭
তৈঃ পূর্বমুক্তকালে কো নিবর্তিতুমুৎসহেৎ।
পৃথিবীক্ষয়কালীনি নিমিত্তানি পিতামহ ॥ ১৮
ত্রয়স্ত্রিংশল্লক্ষণানি ত্রয়োদশ চ সংসদি।
পাণ্ডবা বাসুদেবশ্চ বিদিতা মম সর্বশঃ ॥ ১৯
অজেয়া পুরুষৈর্লোকৈরিতি ত্বাস্মোৎসহামহে।
বিজয়িষ্যে রণে পাণ্ডুনিতি যে নিশ্চিতং মনঃ ॥ ২০
ন চ শক্যাবহাষ্টুং তৈরেষেতং সুনিশ্চয়ম্।
যেজ্জনেন যোৎস্যন্তঃ স্বর্গপ্রীতিমবানঘ ॥ ২১

যেরূপ বহুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায়তা করিবার জন্য কৃতনিশ্চয়, যেরূপ আমার ও, স্ত্রী, পুত্র এবং বন্ধু সব কিছুই আমি দুর্যোধনের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। বলো প্রভু জনার্দনকারী কৃষ্ণকথা ভীষ্ম! আমি দুর্যোধনের আজ্ঞায় হইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট এমন বারাইয়াছি যে, এই কথিতরাত্রি যেমনে আমা আজকে হইয়া যেন যুদ্ধ। এমন না করে (অর্থাৎ আমরা যুদ্ধে যুদ্ধ বাদ করব বীরদের নাশ করে।)

এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, ইহাকে কেহই রোধ করিতে পারিত না। অতএব! ইহাকে পুনরার্থে কথা কে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়?

পিতামহ! আপনিও এমন বহু নিদর্শন দেখিয়াছিলেন, যে সমস্ত নিদর্শন যুদ্ধকালের বিনাশসূচক ছিল। আপনি কৌরবসভায় সে সমস্ত বর্ণনাও করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ ও ভগবান্ বাসুদেবকে আমি সর্বপ্রকারে জানি, ইহারা অন্য পুরুষদিগের পক্ষে সর্বথা অজেয়, তথাপি আমি ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি এবং আমার মন এমন নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, আমি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব। ১৫-২০

পাণ্ডবদের সহিত আমাদের শত্রুতা অবশ্য ভয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন ইহা অপনীত হইবার নহে। আমি বীর স্বর্গলাভের প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বন্ধুদের সহিত যুদ্ধ করিব। ২১

অনুজানীহি মাং রাজন্ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ম্।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ২২
দুষ্করং বিপ্রকীর্ণানাং বা রক্ষসাজ্ঞাপ্রধানাং তথা।
যেষেয়ে কৃতং কিল্বিষ তস্মে যং অনুমন্যসি ॥ ২৩

ভীষ্ম উবাচ।

ন চেচ্ছন্ত্যবধাষ্টুং তৈরেষেতং সুনিশ্চয়ম্।
অনুজানামি তর্ম যাং যুধ্যস্ব স্বর্গকাম্যয়া ॥ ২৪
নির্মন্যুর্নিরহংকারঃ কৃতকর্মা জয়ে বা হতে।
যথাশক্তি যতোদোষাঃ সতাং কৃত্যেষু বৃত্তবান্ ॥ ২৫
অহং বামনুজানামি ব্রিয়ন্তাং তব কামাঃ হি।
অনুমন্যস্ব মাং রাজন্ যোদ্ধুকামং ত্বয়ানঘ ॥ ২৬
যুধ্যস্ব বিগতজ্বরো বলবীর্যাপ্রাজ্ঞঃ।
স্বর্গমাহি যুদ্ধাস্তেষ্বত্র ভবিষ্যতি ন বিস্তরে ॥ ২৭

আমার! আমি যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছি। বীরবর! আমার এই বাসনা হইয়াছে যে, আমি আপনার অনুমতি লইয়া যুদ্ধ করিব। অতএব আপনি আমাকে ইহার জন্য অনুমতি প্রদান করুন। ২২

আমি রোষের আবেশে অথবা চপলতাবশতঃ এমন যাহা কিছু মন্দ আচরণ করিয়াছি কিংবা আপনার প্রতিকূল আচরণ করিয়াছি, আমি হাত করিয়া সে সমস্ত ক্ষমা করুন। ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—কর্ণ! যদি তুমি এই অবস্থায় শত্রুকে এখন আক্রমণ করিতে না চাও, তবে আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি যে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছায় যুদ্ধ কর। ২৪

নীরব ও রোষ পরিহার করিয়া বীর শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে সৎপুরুষদের আচরণে দৃঢ়ভাবে অবস্থান পূর্বক তুমি যুদ্ধ কর। তুমি সমরে শত্রুকে পরাজয় করিয়া যশোলাভ এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ করিবে। ২৫

কর্ণ! আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি। তুমি যাহা কার্য করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা শীঘ্র কর। মহাবীর হাতে যুদ্ধ করিয়া কীর্তি-পর্বতশিখরে যাহা প্রাপ্য লোক তোমার লাভ হইবে। ২৬

তুমি অভিমানশূন্য হইয়া বল ও পরাক্রমের সাহায্যে যুদ্ধ কর। কীর্তির পক্ষে স্বর্গলাভের যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর আর কিছুই নাই। ২৭

শ্রবণে যে কৃতো যত্নঃ পুরুষৈঃ পুরুষর্ষভ।
ন তৈঃ শক্যঃ কৃষ্ণঃ কর্ণ সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৫৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তবতি রাজেন্দ্রে অভিবাদ্যোপসঙ্গম্য চ।
রাধেয়ো রথমাস্থায় প্রয়াতঃ তব সূতঃ প্রতি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মবধপর্বণি ভীষ্মকর্মসংগ্রহে
অষ্টাদশাধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

ভীষ্মপর্ব সম্পূর্ণ।

কর্ণ! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। আমি কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বহু চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছি, কিন্তু আমি ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারি নাই। ৫৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ভীষ্ম এই কথা বলিলে পর রাধেয় কর্ণ তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার আজ্ঞা লইয়া রথে আরোহণ পূর্বক আপনার পুত্র দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন। ৫৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরমাশ্চর্য সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভীষ্মবধপর্ব ভীষ্ম-কর্মসংগ্রহবিষয়ক অষ্টাদশাধ্যায় সমাপ্ত।

ভীষ্মপর্ব-শ্রবণমহিমা।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেতদ্ ব্যসনাদ্ ভীষ্মপর্ণাখিলং ময়া।
শ্রুতং যে মহারাজ প্রোক্তঃ পারাশরং শুভম্ ॥ ১
যঃ শ্রাবয়েৎ সদা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
অশ্বমেধফলং যে চাপি প্রোক্তমিহ মনুষ্যা ভুবি ॥ ২
বিমুচ্য সর্বপাপানি বিষ্ণোরেতি পদং পরম্।

প্রযান্তি তৎ পরং বিষ্ণোর্যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে ॥ ৩
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শ্রাবয়েৎ ভরতর্ষভ।
পুরুষাং সিদ্ধিমন্বিচ্ছন্নিহ বামুত্র মানবঃ ॥ ৪
তোষয়েৎ চোভয়েদ্ বিপ্রান্ শ্রদ্ধয়ালোভদূষকান্।
ভীষ্মপর্বণি রাজেন্দ্র শ্রুত্বা পাপীয়সূত্তমম্ ॥ ৫

ইতি ভীষ্মপর্ব শ্রবণমহিমা।

ভীষ্মপর্ব-শ্রবণমহিমা

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! এই প্রকারে পরিপূর্ণ এই সমস্ত ভীষ্মপর্ব আমি তোমাকে বলিলাম এবং তুমি শ্রোতা হইয়া তাহা শ্রবণ করিলে। এই পর্ব সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত এবং শুভ প্রদান করিয়া থাকে। ১

রাজন্! যে ব্যক্তি সদা বেদপারগ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে এই পর্বকথা শ্রবণ করাইয়া থাকেন এবং যে মনুষ্যগণ এই পুরাণে শ্রদ্ধাসহকারে এই পর্ব শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা বিশেষ সহকারে পালন করিয়া বেদব্যাসকথিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, যেখান হইতে পুনঃ তাঁহাকে এ-সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। ২-৩

রাজন্! ভীষ্মপর্ব শ্রবণ করিবার পর মনুষ্য ব্রাহ্মণগণকে ধন ও খাদ্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া উহার ফোল বর্ধনপূর্বক ভোজন করাইবেন এবং উহার (নিজেও) শ্রবণ করিবেন। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত এব ইহলোক কিংবা পরলোকে সিদ্ধিলাভে মানুষ সর্বপ্রযত্নে (পূর্ব) সহিত মহাভারত অবশ্যই শ্রবণ করিবে। ৫

ভীষ্মপর্বশ্রবণমহিমা সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্রো ভারতভীষ্মপর্বণঃ। ভীষ্মবধাধিকারশ্চ বুধাঃ ভীষ্মপর্ব তৎ।
অনুবাদঃ কৃতস্তূর্ণং পাণ্ডুপুত্রকৃপাদিনা। ভীষ্মপর্বণি সর্বাণি সাঙ্গমাত্রং পর্বণাং।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্যারত্ন-ভারতরত্নবর্মণা।
ভরতবাক্যস্বরূপেণ শ্রীকৃষ্ণ ন্যস্ত প্রণীতম্।

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ।

নবতরিনবরাগং তত্ত্ব-রত্নাভিরামং
প্রকট-বিকটিমূর্তং প্রত্যগাত্মাবরেণ্যম্।
বিবিধরসবিলাসং সর্ব্বলোকৈকবশ্যং
ব্রজপতিসুতমারং বৌমি কৃষ্ণং মুরারীম্॥

★

নবনবমুজ্জ্বল কুঞ্চিতকেশ পীতপটাম্বর
বনমালিবর।
ত্রিভুবনরঞ্জন ভবভয়ভঞ্জন সর্ব্বসুখাকর
মুরলিধর॥

★

বাসুদেবায় কৃষ্ণায় জগৎত্রয়াপকারিণে।
করুণাপূর্ণহৃদয়ায় কেশবায় নমো নমঃ॥

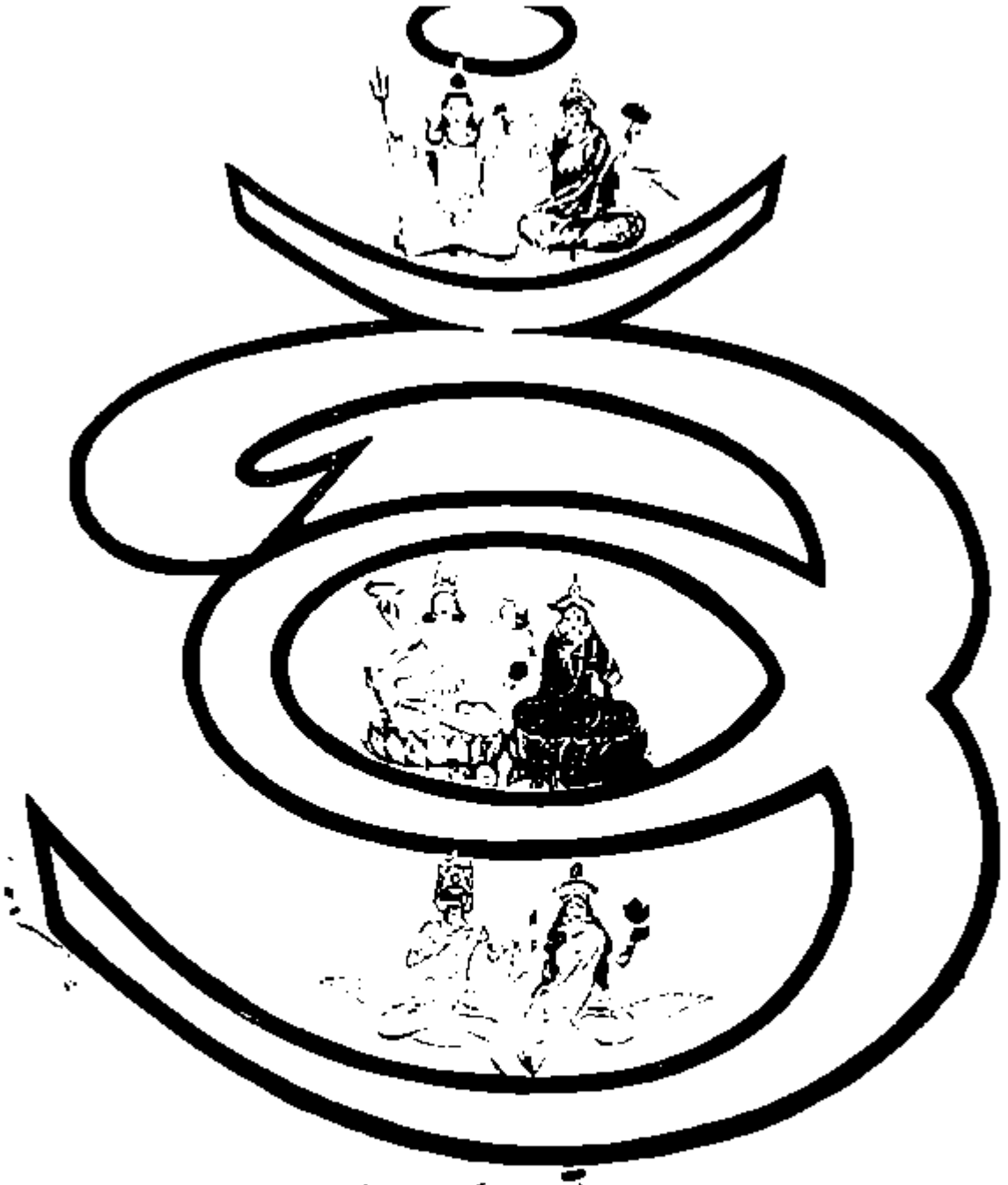

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ব্রহ্মজ্ঞান-প্রাপ্তি

নমাস্যন্তি যঃ কতশাস্ত্র শুশ্রূষব।
নমস্যন্তি যঃ কতশাস্ত্র শুশ্রূষব।
নমস্যন্তি যঃ কতশাস্ত্র শুশ্রূষব।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

আমার ধর্ম রক্ষা করবার জন্যই আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। আমার পরম ভক্ত নারদকে আমার তাবৎ ধর্মের উপদেশ আমি ক'রেছিলাম। নারদ একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি জগৎ পরমব্রহ্ম, ওঁকারাদির অধীশ্বরলোকে তোমায় সর্বদাই ও কমলাসন ব্রহ্মা বলে, হে ভগবন্! তত্ত্ব যোগী মুমুক্ষুগণ তোমায় চিন্তা ক'রবেন, মানবগণ নিত্য প্রাতে কি জপ ক'রে? এবং সর্বদা কি ভাবেই বা জপ ধ্যান করবে? সেই সনাতন তত্ত্ব বলুন।

আমি বলেছি ব্রহ্মা, অহো কি আনন্দ! এই নিত্য অনুভূতি তোমাকে ব'লবো, যার দ্বারা মুমূর্ষুকালে মানব আমাকে স্মরণ ক'রে পরমগতি প্রাপ্ত হয় এবং সন্তাপ লাভ করে। হে নারদ! প্রথমে

১০ম বর্ষ, কার্ত্তিকমাস ১৩৭৮] [পঞ্চম সংখ্যা ৩৫তম ধারা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্ন-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

বৃহদীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত অত্যাবশ্যক ভারত ইতিহাস ও সংস্কৃতিবোধে মহাভারত সর্বজনবোধ্যরূপে অর্থানুকূলো এই সুলভ গ্রন্থখণ্ডগুলি দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য বি.লিট্ ● শ্রীশ্রীশীতলভট্টাচার্য্যবিদ্যারত্নতীর্থ এম্-এ, বি.লিট্

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ — শ্রীসুরেশ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীবেদরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাগ্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(তারক মজুমদার)

মুদ্রক-কর্ম্মচিবের :—
ডাঃ শ্রীবিশ্বেশ্বরনাথ বি, এস-সি, ডি, ও, এস, এম, ডি.সি.এইচ, ডি.টি.এম্, এফ এইচ (লণ্ডন);
এফ.আর.এস.টি.এম্ এফ এইচ (লণ্ডন)।
বিশ্বস্ত নিবেদক

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিবাদনবাগী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-১১০৬)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাধাম শাস্ত্রপ্রচার মাসিক পত্র। প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১৭'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা হার। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে যথাক্রমে বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবল্লালকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যথাক্রমে আর্যাধাম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্যাধাম, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সকলিক আর্যাধাম, ৩৮সি, বিবাদ সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী মাসাধিকের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখির নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা স্থীঘ্র গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন বোধে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রব্যয়ের জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাধামের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে বার্ষীয় কার্যালয়ে আনিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ না নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্যাধাম
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৪

দ্রোণপর্ব্ব

(দ্রোণাভিষেকপর্ব্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের পতনের কৌরবগণের শোকপ্রকাশ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্তমিতঃ কৃৎস্নো লোকঃ পরমপীড়িতম্।
হতং দেবব্রতং শ্রুত্বা পাঞ্চালৈঃ শিখণ্ডিনা। ১

ধৃতরাষ্ট্রস্য তু তদা শোকব্যাকুললোচনঃ।
কিমচেষ্টত বিপ্রর্ষে হতে পিতরি বীর্য্যবান্। ২

তস্য সূতো হি ভগবন্ ভীষ্ম-দ্রোণমুখৈঃ হৃতঃ।
পরাজিত্য মহেষ্বাসান্ পাণ্ডবান্ রাজ্যমিচ্ছতি। ৩

তস্মিন্ হতে তু ভগবন্ কেতৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
অনাথৌক কৌরব্যসৈন্যে ঋষি তদোপমে। ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিহতং পিতরং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ।
শোকেন মহতাবিষ্টঃ কৌরব্যানিদমব্রবীৎ ৫

তত ঊনশতং ভ্রাতৃণাং নিধনং পাণ্ডবস্য চ।
আজগাম বিনাশায় পুরুষাদবিনাশনম্। ৬

বিদিতং সততং প্রাজ্ঞঃ বিদি মাতরিশ্বনঃ সুতম্।
আদিত্যেষু যথাকাশে ধ্রুবমাত্মানমচ্যুতম্। ৭

শ্রুত্বা তীষ্মস্য নিধনমপ্রহৃষ্টমনা ধৃতরাষ্ট্রঃ।
পুনরায়ং অমবাক্যজ্ঞং বিলাপাদুরো যথা। ৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

সঞ্জয়েহ তু মহাবাহুঃ ভীষ্মঃ ভীমপরাক্রমঃ।
কিমব্রবীৎ সহ তাত সুতৈঃ কালচোদিতঃ। ৯

তস্মিন্ বিনিহতে শূরে দুরাধর্ষে মহাধনি।
কিং নু বিং সুতবোঽকার্ষুবিষয়াঃ শোকসাগরে। ১০

দ্রোণপর্ব্ব

দ্রোণাভিষেকপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়।

[ভীষ্মের পতনে কৌরবদলের শোকপ্রকাশ এবং ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন।]

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরশ্রেষ্ঠ নরোত্তম অর্জুন, (তাঁহার লীলাকলাপপ্রকাশিনী) ভগবতী সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাগুণকীর্ত্তনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-নাম (মহাভারতাদি) পাঠ করিতে হয়।

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! অনুপম গুণ (অসংখ্যগুণ), ওজ (মহাশক্তি), বল (দৈহিকশক্তি) ও পরাক্রমশালী দেবব্রত ভীষ্মের পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডীর দ্বারা নিহতহওয়া অবধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ভগবন্! বীর পিতৃষ্বসা ভীষ্মের মৃত্যুর পর পরিণামে কি ঘটিল বলিবেন? ১-২

ভগবন্! তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহারথী বীরপুরুষের দ্বারা মহাযুদ্ধের পাণ্ডবপক্ষে পরাজিত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজ্য অধিকার করিতে অভিলাষী ছিলেন। ৩

ভগবন্! তাপসোত্তম! সমস্ত মহারথ বীরগণের অগ্রগণ্য ভীষ্ম নিহত হইলে পর দুরাধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমস্তই আমাকে বলুন। ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পিতৃষ্বসা ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া কুরুবংশীয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তা ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন স্থিরভাবে কথা কহিতে পারিলেন না। ৫

কৃষ্ণা দ্বৈপায়ন এই দুঃখদায়িনী ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিজয়ঘটিত ধনধান্যপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাঁহার নিকট আসিল। ৬

মহাত্মা! অন্তরিক্ষে কুরুক্ষেত্রের নিধন হইতে হস্তিনাপুরে আসিয়া সঞ্জয়কে অধিরাজগণ ধৃতরাষ্ট্রে সেবাসময়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭

ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া তাঁহার মন সর্ব্বদা অস্থির ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িল। তিনি নিজ পুত্রের অবাধ্য হইয়া আত্মবল (দৈহিক শক্তি) আর বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৮

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাত সঞ্জয়! অমর পাণ্ডবগণী মহাত্মা ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগ শোকপ্রকাশ করিবার পর কাল-চোদিত কৌরবগণ পুনরায় কোন্ কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইল? ৯

সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর মহাত্মা ভীষ্মের মৃত্যুর (মৃত্যুমিত হইয়া) পর সমস্ত কৌরবগণ শোকসাগরে নিমজ্জিত হইল। কিন্তু পুনরায় তাহারা কি করিতে লাগিল? ১০

তদ্বলীর্যং মহৎ তৈক্যং ত্রৈলোক্যস্যাপি সঙ্গর।
অন্যদূষণমেকেন ভীত্রঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্। ১১
কো হি যৌধ্যেষনে সৈন্যে পুরাণাদীপ্তমহাত্মনঃ।
যা প্রাপ্য সমরে ধীরা ন ত্রস্যন্তি মহাত্মনে। ১২
দেবব্রতে তু নিহতে কুরুবাহুষ্বে তদা।
কিমকার্ষুঃ পরস্তত্রস্তন্মে শংস সঞ্জয়। ১৩

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্মনা ব্যক্তং ক্রোশতো মম।
যৎ তে পুরাকৃতাকার্ষুঃ দেবব্রতে মৃতে। ১৪
নিহতে তু তদা ভীষ্মে
রাজন্ দশমেহহনি।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ
প্রাযাস্তন্ত পৃথক্ পৃথক্। ১৫
বিশ্বিয়াশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ অন্যোন্যং বিদধা যে।
অবর্তন্ত বিমর্দানাস্তে প্রবিশ্য বনান্তরে। ১৬
পরস্পরং সম্প্রহারমুদ্ধীরয়ন্তি স্ম তে।

লোপয়ন্তঃ সমাযান্তঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। ১৭
বিযাস্য রজনীং ভীষ্মাং সমাজায় পরস্পরম্।
অন্নমাত্রং চ পানেভ্যঃ কৃত্বা তাপি প্রযত্নিনঃ। ১৮
ক্রোধদীপ্তেক্ষণাঃ সর্বে সংযেত্যা পাণ্ডবান্ প্রতি।
পুনর্যুদ্ধায় নির্জগ্মুঃ ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ। ১৯
তত্রকৃত্বানিবাবৈক্ষ্য ভেরীণাং নিনদেন চ।
তাবকানামনীকানি পরেষাং বিবিধুঃ। ২০
যাযুধ্যেযাশ্চি যাজেন্দ্র পঞ্চিতে যাহ্নীমুখে।
অবর্তন্তমহাযুদ্ধাঃ কালোপহতচেতসঃ॥ ২১
অনাদৃত্য বচঃ পথ্যং যাজেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
নিমিত্তান্যতরৌদ্রাণি পশ্যমানাস্তদা যুধি। ২২
যোধাংশ্চ তব সম্প্রেক্ষ্য বধ্যমানান্ পরৈর্যুধি।
ভৌমস্য মৃত্যুমেকান্তং মন্বিতাঃ সর্বযোধিনঃ। ২৩
অজাবয় ইবাযোধা বনে বাসপরাযুধে।
কৃপণং ব্যনদন্তীনা হীনা দেবব্রতেন যে। ২৪

শ্লোক। মহারাজ পাণ্ডবগণের সেই বিশাল ও দুর্ভেদ্য সৈন্যবাহিনী বিদ্রূপের ভীষণ ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ১১

সেই মহাত্মাদের সমরে দুর্যোধনের সৈন্যগণ এবং ত্রৈলোক্য ভীষণ মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার সমরে পাইয়া সমরাঙ্গনে ভীত হইয়া পড়ে নাই? ১২

শ্লোক। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবব্রত ভীষ্মের মৃত্যুর পর সেই সময় সকল সমরাভিলাষী কি করিলেন? তুমি এ সকল আমাকে বল। ১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই যুদ্ধে দেবব্রত ভীষ্ম নিহত হইয়া ভূপতিত হইলে আপনার পুত্রগণ যে কার্য করিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্ত আপনাকে বলিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার সেই বাক্য শ্রবণ করুন। ১৪

মহারাজ! দশম দিবসে ভীষ্ম নিহত হইয়া ভূপাতিত হইলে, সেই সময় আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথক্ পৃথক্ ফিরিয়া আসিলেন। ১৫

মহারাজ! তাঁহারা অভিপ্রেতরূপ কথা কিছা করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও প্রসন্ন হইলেন। পুনরায় বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মনের নিশা করিতে করিতে তাঁহারা সকলে ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন এবং সেই অতিমহারাজী ভীষ্মের মত আমরণান্তে বনমধ্যে আসা যাওয়া ও পলায়ন করিলেন। ১৬-১৭

এইরূপে পরস্পর বার্তালাপ করিয়া তাঁহারা রজনী যাপন করিলেন এবং সেই মহাত্মগণ দেবব্রত ভীষ্মের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে পরিক্রমা করত পরস্পর বিদায় হইয়া সেই রাত্রিশেষে অভিপ্রেত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন। ১৮-১৯

তাহার পর যুধিষ্ঠিরের বিনাশ ও ভেরীনাদের বিরামের সহিত আপনার এবং পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত হইলেন। ২০

মহারাজ! যে সময় মহাত্মগণ ভীষ্ম রথ হইতে নিপতিত হইলেন, সেই সময় সূর্যদেব পশ্চিমাচলে গমন করিলেন। যদিও মহাত্মা মহাত্মগণ ভীষ্ম তাঁহাদের সকলকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া বিশ্রাম গ্রহণার্থ বিলিয়াছিলেন, তথাপি কালের দ্বারা বিবেকশক্তি লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় সেই মহাত্মগণ ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার হিতজনক বাক্যেও অনাদর প্রকাশ করিয়া দৃষ্টিযুক্ত হইয়া ঘোর অমঙ্গলের সূচক অতিশয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ২১-২২

মহারাজ! আপনার যোদ্ধগণও এবং পাণ্ডুপুত্রগণ ভীষ্মের স্বর্গারোহণ করিলে রাজগণের সহিত সকল মুক্তকেশী ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে অধীন হইয়া পড়িলেন। ২৩

যেরূপ বিনা রক্ষকে পূর্ণ বনের মধ্যে রক্ষকহীন রাখাল ও মেষের দল ভয়ে ভীত হইয়া শব্দ, সেইরূপ আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ দেবব্রত ভীষ্ম হইতে হীন হইয়া সকলে মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেন। ২৪

পশ্চিমে ভারতশ্রেষ্ঠে বহুল কুলবাহিনী।
যৌধিষ্ঠিরেণ তদ্বক্ষ্যা হীনঃ ধর্মিব বাহুনা ॥ ১৫
বিপাশায়ামেব মহী বাহু ভৈষাদকৃতা তথা।
আহুতীব যথা দেবা বিদুষাতে রণে বলৌ ॥ ১৬
বিদ্যেব যথাযোগাঃ শুদ্ধতেজেব নিষ্ফলা।
ইতৈবিহ যথে লব্ধা পৃথিবী ধনধান্যদা ॥ ১৭
পরমেষ্ঠিনিবেবেব মহতী গিরিকন্যকা।
ভারতী ভারতশ্রেষ্ঠ পশ্চিমে জাহ্নবীমুখে ॥ ১৮
বিদ্যেবাযোগতা লক্ষ্যা যৌধিষ্ঠিরীমহার্পয়ে।
বলিভিঃ পাণ্ডবেয়ৈঃ সংক্ষয়ৈর্ভূপাধিপা ॥ ১৯
সা তথাদীন্ কৃপা দেবা যাদৃশাশ্চ-বধ-দ্বিপা।
বিপ্রযুক্তিইবলা কৃপণা ভরতানদা ॥ ২০
তথা তত্তা নৃপতয়ঃ সৈনিকাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
পাতালে ইব মজ্জন্তো হীনা দেবগতেন তে ॥ ২১

ভারতশ্রেষ্ঠ ভীম কুপথিত হইয়া সব কৌরব-সৈন্যবাহিনী লক্ষ্মীহীন আকাশ, বায়ুশূন্য অন্তরিক্ষ, পতনোন্মুখ দ্যুতি, অন্তঃসার শূন্য এবং প্রাণ বলি বন্ধ হইলে মানবদিগের অনুষ্ঠিতের দৈবসম্বলের ন্যায় ভীত, অসমর্থ ও হীনবীর্য হইয়া পড়িল ॥ ১১-১৩

মহাবলবান ভারতশ্রেষ্ঠ ভীম কুপথিত হইলে ভারতসৈন্যদের সৈন্যবাহিনী বিদ্যা মুখ্যদীর ন্যায়, ভারতা নদীর ন্যায়, কুরুবংশজাত ধনে লব্ধা ও কুপথিতদিগের বিদ্যার ন্যায় এবং পরম মহৎ বিষয় হইয়া নিরুদ্যমিতা বিদ্যার ন্যায় হীনবীর্য, ভীত ও বিসংজ্ঞ হইলেন ॥ ১৪-১৮

মহাবাহু ভীম পরমেষ্ঠন বিজয়ের লক্ষ্য সমস্তাত্ত্বে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমাদের সৈন্যবাহিনী মহাসাগরে তরিষ্যিত হইতে বাহুর প্রমে আমাদের বিপক্ষ কৌরবে তার বিপক্ষদলের নির্ণয়ত হইল ॥ ১৯

সেই সময় আমাদের সৈন্যবাহিনীর অশ্ব, রথ ও হস্তিসকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে অধিকাংশ সৈন্যই যোদ্ধা বিলয় হইল। তাহাদের মন বিষণ্ণ হইল এবং তখন তাহারা অতিশয় হীন হইয়া পড়িল ॥ ২০

এই সৈন্যবাহিনীর কিছু কিছু সৈন্যগণ এবং নরপতিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবতার ন্যায় ব্যতীত যেন পাতালে নিমজ্জিত হইতেছে ॥ ২১

কর্ণঃ হি মুহূর্তোত্থায়ী স হি দেবব্রতোপমঃ।
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ যোদ্ধমানবিনাশিনম্ ॥ ২২
বন্ধুবান্ধবসম্বন্ধের ভ্রাতৃযোগাপমন্যুনঃ।
চুচুক্ষুঃ কর্ণ কর্মেতি তত্র তাবত পার্থিবাঃ ॥ ২৩
তাবেতে হি মহাত্মানঃ পুরুপুরং বলবত্তরম্।
ন হি মামুদ্যতা তথা তথাত্মানি মহারথাঃ ॥ ২৪
সাধারাধারুঃ কর্ণো বৈ তমানয়ত যা চিরম্।
ভীষ্মেণ হি মহাবাহুঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ২৫
হতেষু সর্বযোধেষু বলিষ্ঠেষু বলাদিষু।
সংযাতোদ্যতকার্মুকঃ কর্ণো বিগতঃ সহ সংযুগঃ ॥ ২৬
ত্বমাত্মিতবলাধারাঃ যোদ্ধমানঃ মুদুর্লভঃ।
সাধুরাপি দেবেষাম্ হতে যো যোদ্ধুমুদ্যতে ॥ ২৭
ন তু তেনৈব কোপেন হাতুম্ সাত্তেয়মুদ্যতম্।
যদি জীবতি কৌরব্য নাহং যোৎস্যে কথঞ্চন ॥ ২৮

সেই সময় আমাদের মধ্যে ভীষ্ম পরলোক গমন করিলেন। যেমন সূর্যের অস্ত অভিমুখে গিয়ে এবং বিশ্ব মঙ্গলের জন্য নিজের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করে, সেইরূপ কৌরবদলের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়াই ভীষ্মদেব যখন ক্রোধভরে ও যোদ্ধারী বীর কর্ণের দিকে গমন করিল, কারণ, তিনি ভীষ্মের পরম পরাক্রমশালী ছিলেন। তাহার ; যখন সেনাপতির পদের জন্যই 'কর্ণ, কর্ণ' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥

তাঁহারা সেই সময় আরও বলিলেন —'মহাবলবান মহাবাহু কর্ণ আমাদের হিতৈষী। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার শরীরের আশা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁর ধনুর্ধারী ও মহাবলের সহিত মহাবলবান কর্ণ আজ সমস্ত যোদ্ধা দূরে করে দিবে। তাঁহাকে পাইয়া আমরা। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

মাদ্রী ! এমন বল ও পরাক্রমশালী সেই ভীষ্মদেবের প্রশংসা করা হইতেছিল, তখন সমস্ত অভিমানের সমাপ্তিতেই তাঁহার মহত্ত্বের কর্মের অর্ধেকই বলিয়া স্থির করিলেন। যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে দুই ধনুধারী বীর ছিলেন ॥ ২২-২৩

তখন ও অভিমানী বীরদের সংখ্যার সময়ে ইহা সকলের অভিমত ও সৌভাগ্যশালী বীরদের সম্মানের পাত্র ছিলেন। মনোযোগ সহকারে সমস্ত দেবেরদলের সহিত ইনি যুদ্ধ করিতে উৎসাহপোষণ করেন ॥ ২৪

মাদ্রী ! অন্তঃকরণে তাঁহাকে মনে করে কোরবপক্ষ ইনি মনোবল বীরকে বলিয়াছিলেন—মুহূর্তমধ্যে আপনি জীবিত

যদা তু পাণ্ডবেয়েষু বিহরেত্ মহাবলে।
দুর্যোধনমুপাসাদ্য তদা ব্রূয়াস্যি কৌরব ॥ ৩৯
পাণ্ডবৈর্বা হতে ভীমে যদি ধর্মসুতেন বি।
হত্বাস্মাংস্তবযোধৈর্বা কুরূন্ যদ্যু সমেষ্যসে ॥ ৪০
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্দক্ষিণাদিশি মহাবলঃ।
যাত্বারাজ উতঃ কর্ণ সুস্থস্ত ভব সংযুগে ॥ ৪১
ভীষ্মঃ সমরবিক্রান্তঃ পাণ্ডবেয়ৈস্ত তাদৃশৈঃ।
জঘান সমরে যোধানযুধ্যমানপরাক্রমঃ ॥ ৪২
তস্মিন্ত্ব নিহতে শূরে সমাসাদ্য মহৌজসি।
অব্রুবন্ত্বাঃ কর্ণমাদুঃ ক্ষত্তুকামা ইব প্রভুম্ ॥ ৪৩
তাবকাস্তব পুত্রাস্ত সহিতাঃ সর্বরাজভিঃ।
যা কর্ণ ইতি চাক্রন্দন্ কালোঽয়মিতি চাক্রন্দন্ ॥ ৪৪
এবং তে স্ম হি রাধেয়ং সূতপুত্রং ত্বমুক্তবান্।
দুরুক্তং বহিতা যোধাস্তব তত্র মহারথাঃ ॥ ৪৫

রাজন্! কর্ণ তখনিমুক্ত পাণ্ডবদের নিকট আসিয়া লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুর্নিমের পরাজয় ছিল। এজন্য আমাদের সকলেরই মন তখন কর্ণের দিকে সেইজন্যে তখন করিয়াছিল, যেমন অন্যত্র। বিপদের সময় মানুষের মন নিজের নিরাপদের দিকে তখন করিয়া থাকে ॥ ৩৯

রাজন্! যেমন অবশ্যই বিষ্ণু দেবগণকে সর্বদা মহাভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ কর্ণও আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন সঞ্জয় এইভাবে রাজসভায় কর্ণের নাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন, সেই সময় রাজা দুর্যোধন বিজয় কর্ণের হাত ধরে পরিত্যাগ করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

দুর্যোধন বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন তোমাদের সকলের মন বিকর্তন (সূর্য) পুত্র কর্ণের দিকে যাইল, তখন তোমরা কি দুর্যোধনের মত তোমাদেরও ইন্দ্রতুল্য পুত্রগুলি রাজাদের কর্ণকে সেবায়ন দেখিতে ? ৪৭

সেই সময় এমন কোন পরিস্থিতির উদয় হয় নাই যা'তে, সকলে পণ্ডিত হইয়া বিনিদ্র ও ভীত হইয়া বিজয়ের জন্য পাণ্ডবের ইন্দ্রতুল্য কৌরবগণের প্রাণনাশের সম্ভাবনাকারী কর্ণ নিধন করিয়া দিল ? ৪৮

ভীষ্ম নিহতপ্রায় হইয়া ভূমিতে হইলে তুমুলে কৌরবগণের

অত এতৎ পুরস্তাৎ কর্ণঃ পরেষামাবহন্ ভয়ম্।
ন হি বৈ পুরুষব্যাঘ্রো লোকে সমঃ কথঞ্চন ॥ ৫১
আর্তানাং বান্ধবানাঞ্চ ক্রন্দতাঞ্চ বিশেষতঃ।
পরিত্যজ্য গতো প্রাণানাত্মসম্ভাবনে স্থিতঃ ॥ ৫২

কৃতবান্ যদ্ যুদ্ধমগ্র্যং অস্মাকং সকলানপি ॥ ৫৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পক্ষে যে পক্ষিণীনাঞ্চ ইতি পাঠঃ, তাহা কি অপূর্ণ দৌলিকের মতো যেই কর্ণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল ? ॥ ৫১

এই বলিয়া অংশকে পূর্ণ করিয়া কর্ণ কি ভয়ঙ্কর সঙ্কল্পের মনে মনে উদ্যাপন করিয়াছিল ? সঞ্জয় ! যেহেতু তখনো কর্ণকে "পুরুষব্যাঘ্র" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল ॥ ৫২

তখনো যে কর্ণ হইয়া বিশেষরূপে ক্রন্দনকারী বীর বন্ধুবর্গের কথা ও তাহাদের জন্য নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত থাকিয়া কর্ণ কি আমার পুত্রগণের বিজয়াভিলাষকে প্রবল করিয়াছিল ? ॥ ৫৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পক্ষধারণী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণাভিষেকপর্বে ধৃতরাষ্ট্র-প্রশ্নবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য প্রশংসা]

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত ভীষ্মবধাধিধিৎসিতা
ক্রিয়াঃ নাবহিতাত্মানাং ভূয়ঃ।
দ্রোণস্তদা বাসবসূনুপুত্রঃ
সঞ্জায়িষ্যন্ত পুরুষ মেনাম্ ॥ ১
শ্রুত্বা তু কর্ণঃ পুরুষপ্রধানং
নিশাম্য বীরং বান্ধবং মহান্তম্।
অথোপধায়াং মহদাত্মকর্মণো)
বহুপ্রকারং প্রবদন্ত্যা নৃপ ॥ ২
হতে তু ভীষ্মে রথসত্তমে পরৈ-
র্নিঃসঙ্গতো নাবহিতার্থবে ভূয়ঃ।

পিতেব পুত্রানুদধিতোঽন্যান্ ততঃ
সঞ্জায়িষ্যন্ত পুরুষ মেনাম্ ॥ ৩
(সম্যক্ চিত্তা মহারাজস্য
স ত্রাসকঃ বিপুলস্তস্য।
যাবাংশ্চ কালানল-বায়ুবৃত্তা-
ন্ত্রাসায়ন্ বাক্যমিদং ব্যচষ্টে ॥)
কর্ণ উবাচ।
অস্মিন্ ধৃতিঃ কি-পরাক্রমৌজঃ
সত্যং ধৃতিবীর্যমথাপি সর্বম্।
অস্ত্রাণি বিদ্যাশ্চ সহস্রিণীঃ
শ্রিয়া চ বাহুবলতা চ তীব্রে ॥ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

[কর্ণের প্রশংসা]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অধিরথনন্দন সূতপুত্র কর্ণ যখন ইহা জানিতে পারিলেন যে, ভীষ্ম রণক্ষেত্রে অবহার ফলস্বরূপ হইলে কৌরব-সৈন্যবাহিনী অকূল মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া তাহা কৌরব দ্বারা একটি পতিত হইয়াছে, তখন তিনি সহসার আবার তার আশ্রয়ে পুত্রের সৈন্যবাহিনীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চলিলেন ॥ ১

রাজন্! তাহার বীর সখাগণ হইতে তিনি যখনই দূরে গমন করেন, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের মহাবলী ভীষ্মের নিধনকারী যোদ্ধাদিগের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অর্জুন বীরগণের জন্য

(যে) পক্ষপুরণ কর্ণ সহসা দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন ॥

এই বীরবর্ণের মধ্যে যেই বীর পাণ্ডবগণ বহুল নিধন করিল, যেরূপ নিধন নিজের পুত্রদিগকে স্পষ্ট হইতে দেখা করিয়া থাকেন, সৌরভ সূতপুত্র কর্ণ নিজেদের সৌরভ্যের আশ্রয়ে পুত্র দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীকে সঙ্কট হইতে দেখা করিবার জন্য কর্ণ সহসা দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন ॥

(সঞ্জয়কথিত কর্ণ তখন পাণ্ডবগণ বহুল প্রকার নিধন করিতে তার আরোপণ করিলেন এবং তাহার উদ্ধার করিতে করিতে ধমনি ও বায়ুপুত্র পক্ষিণীসমূহ বাক্যেরই উদ্ধার উচ্চারণ এই কথা বলিলেন ॥)

কর্ণ বলিলেন,—রাজগণের পক্ষবিনাশকারী এবং কুরুক্ষ

সদা কৃতজ্ঞে দ্বিজ-পক্ষপাতবে
সদাচরঃ শ্রুতিমতীব শন্তঃ।
ন তেষু প্রমাদ্যঃ পরবীরহা
যজ্ঞে হ্যানেব চ সর্বদৈবাম্॥ ৫
যেষু ক্রুরঃ বিকল আনু বিষ্ণবে
লোকে ত্বাত্মন্ কর্মবেদবিদ্যাযোগতঃ।
সংযোগেহে কো হি বিমুক্তসংশয়ো
ভাবং দুর্যোধবদ্বরাজতে হরে॥ ৬
বসুপ্রভাবে বসুধাধিপত্যবে
সতে বসুনেব বসুন্ধরাদিপে।
বসুনি সুভ্রাণ্ড বেণুদরাঃ তথা
কুরাংশ্চ লোভাদ্বিষমাঃ আহিনীঃ॥ ৭
সজন্ত ইবাঃ।
মহাপ্রভাবে বরদে বিনাশিতে
লোকেশরে পাণ্ডবি চাদিবৈরিণি।

পরাজিতেষু স্বয়মেব দুর্মতিঃ
কথং দুরঃ কুশলানি কর্মবেৎ॥ ৮
ইদং স যাবেদবরো বিনশ্য
কুরাংশ্চ রাজ্যাচ্চ সৈনিকাংশ্চ হ।
পরাস্মাঃ দুষ্কৃতমাত্মিকঃ দুর্-
মতিশ্চ বৈরেষু সুদুষ্ট পশ্যতঃ॥ ৯
প্রবেশমানে তু পুনর্ধরাতলে
বিনাশমানেষু চমূষু পার্থিবৈঃ।
অথাত্মবীর্যবিধঃ বলা বলো
ভবিতাস্ নর্মবয়াবধঃ॥ ১০
কলত্রমিত্রো সহজঃ প্রবাবতি
প্রাচ্যুত্রস্থিরমত্ত লক্ষ্যতে।
ভবিতা বিরোধিবিপাকিতো ধ্রুবে
বিনিগ্রহাণঃ কুলপূরুষঃ কথম্॥ ১১

(ঈশ্বরাধীন প্রকৃতিবশে কারণে অধিক) যে বীরদুর্যোধন তাঁহার মধ্যে সর্বদা ভক্তের ন্যায় ব্রাহ্মণ-পক্ষপাত, বৃদ্ধ, পরাক্রম, ভক্ত, সত্য, ধৃতি, বিনয়, লজ্জা, বিদ্যাবলী এবং অনসূয়া (দোষদৃষ্টির অভাব)—এই সব বীরোচিত গুণাবলি ও বিদ্যাসমূহ দেখা গিয়া থাকে, সেই শত্রুবীরহারী দেবব্রত ভীষ্ম যদি চিরকালের জন্য লাভ করিয়া থাকেন, তবে আমি সমস্ত বীরগণ বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই মনে করি। ৪-৫

এ-জগতে বিষ্ণুই ভক্তজনের অন্তিত্ব লাভ হইতে কখনও কোনও বস্তু ছিন্ন থাকিতে পারে না। যোগ ও জ্ঞানের ভীষ্ম বিনষ্ট হইলে, এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি নিঃসংশয়চিত্ত হইয়া বলিতে পারেন যে, কাল দুর্যোধন হইবে? (অর্থাৎ ভীষ্ম অন্তিত্ব বলিয়া আমাদের মধ্যে যে আশাবীজের সুযোগের দেখিতে পাইবে, তাহা বলা যায়না। যখন মৃত্যুরূপী ভীষ্ম বিনষ্ট হইলেন, তখন আমাদের আর জীবনের কি আশা থাকিতে পারে?) ৬

ভীষ্মের মধ্যে ব্রহ্মতেজের ন্যায় প্রভাব ছিল। ব্রহ্মতেজের তুল্য শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্র সকল হইতে তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বসুধার অধিপতি ভীষ্ম এখন বসুধাতেই প্রাণ হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই অভাবে তোমরা সকলে ধীর ধন, পুত্র, ভূমি, কুরুদেশ, কুরুদেশের প্রজাগণ ও এই কৌরব-সৈন্যের অন্য সকল প্রকার ভয় ত্যাগ কর। ৭

সকল বলিলেন,—মহাপ্রভাবশালী, বরদাতা অধিপতি সর্বলোকেশ্বর, পাণ্ডব ও অধিতীয়তেজস্বী ভীষ্ম নিহত হইলে ভরতবংশীয়দের পরাজয়ের পর কর্ণ মনে মনে অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন এবং অল্প বিলম্বেই অধিক অধিক বীর্যবান দেখিতে পাইলেন। ৮

তাহার পর দুর্যোধনের অন্যায় কার্য এবং অধর্ম করিয়া আমাদের পুত্র ও ভৃত্যগণ পরাস্ত্রের নিকট পরাজয়ে পাইয়া সকলেরই রাজ্যনাশ আশঙ্কায় ভীষিত হইতে লাগিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষত্রিয় সংগ্রামে আহত হইল, তখন সমস্ত অন্যায়কারীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দুষ্ট বীরগণের ধ্বংসের অধিকারী করিতে করিতে এই কথা বলিবেন। ৯-১০

সর্বদা বন্ধুর পরিত্যক্তই প্রবাহিত এই অনিত্য জীব-জগতে আর আমি কত দিন জীবিত থাকিব তাহার কোন নিশ্চয়ই স্থির দেখিতে পাইতেছি না; অন্যান্য যুদ্ধ আমাদের আর যৌবনশালী বীরগণ উপস্থিত থাকিতে পর্যন্তস্বরূপ প্রবাসস্থান কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম কেন নিহত হইবেন? ১১

নিপাতিতে শান্তনবে মহারথে
দিবাকরে ভূতলমাশ্রিতে যথা।
ন পাণ্ডবাঃ সোমকপূঞ্জয়শ্চ তমভ্যয়ুঃ
সিংহমিবাতিরোষণং সুজাতাঃ ॥ ১১
ততঃপ্রধানাঃ ক্ষিতিপালসত্তমাঃ
পরৈর্হতোঽয়ং ন বয়মনাথকৈ বৈ।
ইতি ব্রুবন্তঃ পরিপালয়ামহে
বলং যথা যেন মহাত্মনা তথা ॥ ১২
সমাহিতঃ চাপমি তাবতীক্ষ্ণং
ক্ষয়ং তথা বিত্রাসিতেষু সর্বতঃ।
নিপাতিতা চাপ্যবলৌঘমাহবে
ক্ষয়ং তু কুর্যাদমরীষুলোকয়ম্ ॥ ১৩
অথা তু তান্ কুরুবৃদ্ধপ্রপিতামহৈঃ
প্রবোধ্যমানান্ বলবদ্ধিতান্ রণে।
ক্ষয়ং পরং জগ্মুরি বিত্রাস্য বর্ষিতা
পরৈর্হতো ভূমি মরিত্রাণবান্ যুধি ॥ ১৪

ধৃষ্টদ্যুম্নো ধৃষ্টি-মতি-সত্য-সত্তমান্
পুরোগমো গজপত্তুলাদিকান্।
তথার্জুনস্ত্রিদশপরাবরৌ যুধা
ন তস্কর শুকবিহারবৈরপি ॥ ১৫
যথৌ রথে রথ মথোপগো বলে
সমাত্তবিত্তং ন তেনৌকুরুঃ।
ন তস্কর কাপুরুষোদ্ধুরাণবিদ্
নিবর্তনে মৃত্যুমুখাদ্ ভয়ান্বিতঃ ॥ ১৬
অথোপযুক্তাবপি তাবনৈব যাতো
বলং যদেনৈব তথা ন বিদ্ধিতঃ।
অনন্ত যে শত্রুনিবারণে ক্রমঃ
যতক্ষণে চাহবমেব যাবদ্ধিয়ম্ ॥ ১৭
এবং ত্রৈধা যাবোনঃ প্রজাতঃ
পরৈর্যাতঃ তান্ ভরাম্যত্র পূত।
ক্ষিয়ন্তোকা যদীয়ো ন ক্ষেমঃ
তত্র নৈকে যঃ সংহরং স ক্ষিয়ন্ত ॥ ১৮

ভগবান যদাহরি সাক্ষাৎপুরুষ ভীষ্মের এই পরাজয় আমাদের হইতে স্বার্থের পক্ষপাতশূন্য বলিয়াই মনে হয়, সুতরাং এই ভীষ্মের আক্রমণে সমস্ত কুপাণধারণ অর্জুনের যেন সৌভাগ্যে সহ করিতে পারিবেন না, যেরূপ পর্বতরোধ প্রবল বাত্যাকে সহ্য করিতে সমর্থ হইলেও কুসুমকোমল সহ্য করিতে পারে না। ১১

আর এই কৌরবসাহায়ী নিজেরও প্রবল সেনাপতি ভীষ্মের মৃত্যুতে অবসাদ হইয়া আসার সম্ভাবনা হইয়াছে। সঞ্জয়ও ইহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, সুতরাং এই সময় সাবধানে এই কৌরব-সৈন্যসমূহকে আমার সৌভাগ্যে রক্ষা করা উচিত, যেরূপ মহাত্মা ভীষ্ম ইহাদের রক্ষা করিতেন। ১৩

আমি এই ভার আমার উপর লইলাম। যখন আমি ইহা দেখিতে পাইতেছি যে, সমস্ত অস্ত্রই অব্যর্থ এবং দুর্নিবার ভীষ্মও মৃত্যু নিকট হইয়াছেন, তখন এরূপ পরিস্থিতিতে আমি তাঁর আর কাহাকে করিব? ১৪

আমি সেই কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম সমস্তাগী বাসুদেবের দ্বারা যেরূপে পালিত হইয়া জয়লাভে নিযুক্ত করিব এবং এ জন্যও উত্তম বল বিধান করিয়া অবস্থান করিব অথবা শত্রুদিগের হস্তে নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চিরনিদ্রার জন্য শয়ন করিব। ১৫

যুধিষ্ঠির ধৃষ্টি, ধৃষ্টি, সত্য ও সত্যজিৎ। ভীমসেনের

পরাজয় পক্ষে হওয়ায় তুলা এবং অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র ও শুক্র, অথচ পাণ্ডবদের সৈন্যদলকে সমস্ত দেবদেবও অনায়াসে নষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না। ১৬

যে ভগবান যদাহরি বলশালী মনুষ্য ও পশুদের বিনাশের আদেশ, যেখানে সত্যজিৎ ও দেবকীনন্দন অবশ্যই ঈদৃশ বিরাজিত আছেন, সেই সৈন্যদের যদি কেহ কাপুরুষ হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে, তবে সে মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবে না। ১৭

অবশ্য পুরুষের অধিক বলশালীরা আমার প্রথম আক্রমণে এত ভয়ের আঘাত পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া থাকেন। এখন ফিরিয়া আসার সময় পলায়নের ভয় অধিকতররূপে অবস্থিত আছে। ১৮

ভগবান ধর্ম বিভু মাধবকে বলিলেন,—পূত! এইরূপে আমি যুদ্ধ করিয়া পলায়নের অধিক প্রচার নষ্ট করিতে করিতে আজ তাহাদিগকে ধ্বস্ত করিব। বিপক্ষদের অধিক যদি কেহ যোগাযোগ করিয়া থাকে, তবে আমি ইহা সহ্য করিতে পারি না। সৈন্যরা যদি ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেও বিধি সঙ্গে থাকেন, তিনিই স্থির। ১৯

ঘর্তাস্যোঽং সংপুরুষার্থাকর্ষ
ত্যক্ত্বা প্রাণানুদ্যতাসীতি তীক্ষ্ণম্।
সর্বান্ সংগো শত্রুসঙ্ঘান্ নিহত্য
ত্বত্বৈষী বীরলোকং প্রপদ্যে ॥ ২০

সন্ত্যক্তপ্রাণে ক্ষিতিপালপুত্রে
পরাহতে লৌহমে বার্ষদাস্ত্রে।
ময়া কৃতামিতি জানামি পূর্ব
মুদ্যাং রাজন্ শত্রুং বিজেষ্যে ॥ ২১

ভূয়ন্ রক্ষন্ পাণ্ডুপুত্রান্ জিঘাংসো-
স্ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যোৎস্যমানে রণেঽস্মিন্।
সর্বান্ সংগো শত্রুসঙ্ঘান্ নিহত্য
মাত্মানং বা বার্ষদাস্ত্রায় রাজন্ ॥ ২২

নিষদ্ধারাঃ যে কথং বিচিত্রং
হৈমঃ শুভ্রঃ মণিরত্নাবভাসি।
শিরস্ত্রাণং চার্ষভমানবক্ত্রং
বহুঃ শত্রোশ্চাস্থিবিধ্বংসিকল্পান্ ॥ ২৩

উপাদদান্ যেন রূপং যোদ্ধুং
বদ্ধুমি দিব্যানি তথায়ুধানি।
তদীয়ং শত্রুং সমাপ্ত তূর্ণী:
নয়ন্ত ভানুমন্ত্রিনাসম্ ॥ ২৪

হৈমাঃ যোগ্যাঃ নাগকক্ষ্যাঃ বিচিত্রাঃ
রথঃ চিত্রঃ দিব্যমিশ্রীয়রাজম্।
হৈমৈর্ধ্বজৈর্বিস্ফুরদ্ভিরনন্তে
চিত্রাঃ বালাঃ চামরহস্তাঃ সনাথাম্ ॥ ২৫

ত্বদানন্দান্ পাণ্ডুরাজ্যপ্রকাশান্
পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ মন্ত্রপুরোহিতাংশ্চ।
তথৈবাহং কাঙ্ক্ষমাণস্ত্বদেকং
জীবন্ জীব্য সুতপুত্রানবধ্যঃ ॥ ২৬

যঃ চাত্মানং কেবলাদ্যেন্দ্রবন্দ্যং
মন্যে শিবং সূর্য-চন্দ্রপ্রকাশৈঃ।
ত্রৈবর্ণিকৈঃ সম্প্রয়োগপ্রধানৈ-
র্বীরৈর্যুক্তঃ স্তূর্যমাণৈর্বরেণ্য ॥ ২৭

ছিন্নানি চাপানি চ বেগবন্তি
জ্যাস্ফোটযঃ সায়কোপপন্নাঃ।
তূণাশ্চ পূর্ণাঃ মম তাঃ সবাণা-
মাসাদ্য বাহ্যানপি তৈর্ব ॥ ২৮

হে আমি সংপুরুষার্থের যোগ্য জেনে ক্ষত্রধর্মের করিব, সে জন্য বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পথে গমন করিব। আমি সংগ্রামে শত্রুসংঘকে সংহার করিব অথবা আপনার হাতে মৃত্যু-বরণ করিয়া আমি বীর-লোকে গমন করিব। ২০

যুদ্ধে ভূপতিপুত্রের প্রাণবিনাশ হইলে আমি লৌহময় বার্ষদাস্ত্র ধারণ করিয়া "আমি আমি" বলিতেছে। এরূপ অবস্থায় আপনার কি করণীয়, তাহা আমি জানি। অতএব আজ আমি তাহা সুসম্পন্ন করিয়া শত্রুবিনাশে অবশ্যই জয় করিব। ২১

যৌবনমদে মত্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া শত্রুকে সংহার করিবে এবং ভূমিতলে শয়ন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিবে। ২২

তুমি আমার শরীরে মণি ও রত্নখচিত বৈদূর্যমণির কুণ্ডল এবং বিচিত্র কবচাদি দেখিয়া লও এবং মস্তকের উপরে সূর্যালোক বেষ্টনী বিরাজমান দেখিতে পাও। অশ্বি, বিষ ও সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ এবং ধনু লইয়া আমি ২৩

আমি ভীষ্মকে বধ করিয়া ভানুমতীনন্দন দুর্যোধনকে আনন্দিত করিব। ২৪

আমার যোদ্ধা নাগকক্ষ্যা বিচিত্রা
রথঃ চিত্রঃ দিব্যমিশ্রীয়রাজম্।
হৈমৈর্ধ্বজৈর্বিস্ফুরদ্ভিরনন্তে
চিত্রাঃ বালাঃ চামরহস্তাঃ সনাথাম্ ॥ ২৫

ত্বদানন্দান্ পাণ্ডুরাজ্যপ্রকাশান্
পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ মন্ত্রপুরোহিতাংশ্চ।
তথৈবাহং কাঙ্ক্ষমাণস্ত্বদেকং
জীবন্ জীব্য সুতপুত্রানবধ্যঃ ॥ ২৬

যঃ চাত্মানং কেবলাদ্যেন্দ্রবন্দ্যং
মন্যে শিবং সূর্য-চন্দ্রপ্রকাশৈঃ।
ত্রৈবর্ণিকৈঃ সম্প্রয়োগপ্রধানৈ-
র্বীরৈর্যুক্তঃ স্তূর্যমাণৈর্বরেণ্য ॥ ২৭

ছিন্নানি চাপানি চ বেগবন্তি
জ্যাস্ফোটযঃ সায়কোপপন্নাঃ।
তূণাশ্চ পূর্ণাঃ মম তাঃ সবাণা-
মাসাদ্য বাহ্যানপি তৈর্ব ॥ ২৮

বাণসমূহ পরিপূর্ণ যোদ্ধৃগণ তূণ ভরিয়া লও, দিব্য রথ লইয়া আইস, রথসংলগ্ন ধ্বজ, শক্তি, তরবারি (ঢাল) ধনু এবং সুবর্ণচিহ্নিত বালুকা এই সমস্ত সংগ্রহ কর। ২৯

রাজসূয়িকে বীরদের জন্য নির্দিষ্ট বিচিত্র কবচ রক্ষু এবং কমলচিহ্নযুক্ত দিব্য ও অক্ষয় ধ্বজকে নিশ্চয় বায়ুর ন্যায় পরিষ্কার করিয়া লইয়া আসিবে। এবং তাহাতে উত্তমরীতিতে প্রবিষ্ট বিচিত্রবাণ ও খড়্গ প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধসমূহ প্রস্তুত রাখিবে। ৩১

সুবলপুত্র! তুমি নিজে আমার জন্য ছেদ ও ভেদসাধী সৈন্যগণ এবং অশ্ব লইয়া আসিবে, যাহারা গুরুতর যেমনভাবে উদ্যম করিবেন, বহুসংখ্য অশ্বের দ্বারা যাহাদিগকে যান করান হইয়াছে, যাহারা ক্ষীপ্রগামী এবং যাহাদিগকে সর্বপ্রকারে তুষ্টিত করা হইয়াছে। ৩৩

এরূপ অশ্বসমূহে যোজিত তাদৃশ একটী রথের রথ নিয়া আসিবে, যাহা বর্ণনার অযোগ্য, সূর্য ও চন্দ্রসদৃশ দেদীপ্যমান রত্নসমূহে মণ্ডিত এবং যুদ্ধোপযোগী সর্বপ্রিয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকে। ৩৪

বিচিত্র ও যোদ্ধাগণী বস্ত্র, উত্তম বর্ণচর্ম, কবচ, বাণসমূহে পরিপূর্ণ বিশাল তূণ এবং পরীক্ষের আবরণ – এই সব লইয়া তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর। ৩৫

আবাত্রিতা চাবরজাত্ত সর্বঃ
দদা পূর্বং বীর কাম্যকে বৈতসম্।
আনীয় মালামবরুধ্য চাশ্রে
প্রবাহয়ন্তাত্ত জলায় তোয়ৈঃ ॥ ২১
প্রবাহি পূতোত্ত বয়ঃ কিরীটী
ত্বকোত্তরো বর্মভৃতো ভবৌ চ।
তান্ বা হনিষ্যামি সমেত্য সংখ্যে
ভীমায় বক্ষ্যামি হতো দ্বিষদ্ভিঃ ॥ ২২
যস্মিন্ রাজা সত্যধৃতির্ধনঞ্জয়ঃ
সব্যসাচী ভীমসেনার্জুনৌ চ।
যমৌ চেন্দ্রঃ সাত্যকিঃ পাঞ্চজন্য
মনো বলং তবজয্যং মহীপৈঃ ॥ ২৩
তং তেষু যুদ্ধং সর্বতোরক্ষিতেষু
প্রমোহন্তং সমরে কিরীটিনম্।
তথাপি ত্বক্ষ্যামি সমেত্য সংখ্যে
বাসাদ্যি বা ভীমপদা বরাহং ॥ ২৪

ন মেধাবং ন ধনিষ্যামি মেধাঃ
যদো পুরাণাঃ কবয় ঢাহুরগ্র্যম্।
দ্বিষদ্ভয়ো দুর্বিষহতরো মে
পাপাত্মানো ন মৃষেয়ুঃ সহায়াঃ ॥ ২৫
সমন্ত উবাচ।
সমুদ্বিগ্নঃ মেঘপুষ্পঃ বৃকঃ
সমুপঃ ক্ষেমদর্শিকঃ শুচম্।
পলাশিনঃ যাবজ্জৈর্হোতবৈ-
র্মুক্তঃ সমাস্থায় মহীং জরায়ু ॥ ২৬
সম্পূজ্যমানঃ সুকৃতিমহাত্মা
ধর্মস্তো মেধসৈরেধমক্তঃ।
মহো যথাবোধনমুদ্রয়া
মহাসেনাঃ তরবস্তরন্ত ॥ ২৭
বহুবিধা মহতা সমন্ততঃ
সুবর্ণ-মুক্তা-মণি-রত্নমালিনী।
সমন্ততঃ কেন তথেন কর্মণা
মেধাবিনোর্তে ইবাধিরোজাঃ ॥ ২৮

বীর! যখনকার সময় আমাদের সাক্ষাৎ, সেইদিন পূর্ব হইতে আমি ও দুর্বল পাঞ্চাল প্রভৃতি সব বিপুল অভিলাষ করিয়া আসিব। এইরূপ বল আমাদের পক্ষে আসিয়া সেই মায়া পরাজয়ে লিপ্ত বিজয়-লাভের জন্য যোদ্ধা ঐ কৌরবদের বাহিনীতে আরম্ভ করে। ২১

সূত! এইরূপ কথা সমাপ্ত করিয়া যুধি শীঘ্রই রথ লইয়া কৌরবের সমর কর, সেখানে কিরীটধারী অর্জুন, ভীমসেন, ধর্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির এবং যমজ-সহদেব অবস্থান করিতেছে। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া যে আমাদের সহিত সহায় করিবে, সে হয় যাহাই পক্ষপাতের হাতে যুদ্ধারোহ করুক ভীমের বিরুদ্ধে সমর করিব। ২০

যে ঐরূপের সম্মুখে রাজা যুধিষ্ঠির বিরাজমান আছে ও ভীমসেন, অর্জুন, যমজ, সাত্যকি এবং পক্ষা ভীমবল অবস্থান করিতেছেন, সেই ঐরূপবাহিনীকে আমি মহীপতিগণের সাথে আমার বলিয়াই মনে করি। ২১

তথাপি আমি সমরাঙ্গনে সাক্ষাতে যাইয়া যুদ্ধ করিব এবং যুদ্ধে সকল প্রাণীর সংহারকারী মৃত্যু যাহা আসিয়াও অর্জুনকে হত্যা করেন, তবে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখীন হইয়া অর্জুনকে সংহার করিব অথবা তাহাই ভীমের গদা আঘাতের দ্বারা বরাহকে বধ করিবার জন্য গমন করিব। ২২

এখন আর এরূপ হইতেই পারে না যে, আমি সেই ভীমবা-সনের মতো হই। এ-বিষয়ে আমি এই কথাই বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি বিজয়ভোগী, যাহার প্রভূতকি হজম এবং যাহার মনে পাপ আছে, এরূপ লোক যেন আমার সহিত না থাকে। ২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া বর্ম ধনুষ্পাণ যোদ্ধাবেশ অবলম্বন করিল, ক্রুর ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত কুপাত্মিত, বর্মধারিত, ধনুক, সমধিপাতী, তূণ ও খোঁ প্রভৃতি অস্ত্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে অবতরণের জন্য যাত্রা করিলেন। ২৩

সেই সময় যোদ্ধগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া যাত্রা সময় ভৈরবগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া রণিকগণের যাত্রা যেমন, তাহার মহাত্মা বর্ম যুদ্ধের সেই স্থানে ঐশ্বিক হইলেন, যেখানে ভয়ে-ত্পাদনের ভীমের যোদ্ধগণ রহিয়াছিল। ২৪

সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও রত্নমালার দ্বারা অলঙ্কৃত ধ্বজা যাহা বিস্তৃতির, উত্তম অস্ত্রধারী যোদ্ধা এবং যোদ্ধগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত বর্ম বিশাল ঐশ্বিকবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধভূমি অভিমুখে গমন করিলেন। ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি কর্ণনির্যাণে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

বঙ্গানুবাদ। সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি, চেকিতান, মহারথী এবং অভিমন্যুর পুত্র বিক্রমে বিপক্ষিগণ সেনাগণকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৩৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ভারতসংহিতার মধ্যে ব্রাহ্মণগণের দ্রোণপর্বাধ্যায়ে দ্রোণাভিষেকপর্বে কর্ণের যুদ্ধযাত্রাবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা প্রতি কর্ণবধোক্তিঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সমরন্তে মহারাজ সংগ্রামমিতরেতরম্।
মহাবাহুসমূহেন সমূহমিব যোধিতম্ ॥ ১
দৃষ্ট্বা নিহতান্ ভীষ্মঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ
দিব্যৈর্বাণৈর্মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবান্ সব্যসাচিনঃ ॥ ২
তেষাং তত্র মুহূর্তাদ্বৈ সঙ্গ্রামঃ সুমহানভূৎ।
অপরাহ্ণাদ্বিনে ভীষ্মস্যাসীদ্বৈ সঙ্কুলং যুধি ॥ ৩
দ্রোণস্য বাসুদেবস্য সাত্যকেশ্চেকিতানস্য।
অন্যেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং সঙ্কুলং তুমুলং যুধি ॥ ৪
সমরন্তে ততো যোধাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈঃ পূরয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৫
রোদসী সর্বসৈন্যস্য যুধি ভীষ্মস্য পশ্যতঃ।
কম্পয়ন্ সর্বসৈন্যানাং সত্ত্বং সর্বধনুর্ধরান্ ॥ ৬
সেনাপতিরসংখ্যেয়ো নিহত্য তে মহারথম্।
তং বীরশয়নে বীরং সমরে পুরুষর্ষভম্ ॥ ৭
ভীষ্মমাহিষিষুর্দৃষ্ট্বা ভরতানাং মহাহবে।
অবধার্য্য ধনঞ্জয়ো বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণম্ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়

[দ্রৌপদী প্রতি কর্ণের উক্তি।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! অভিমানশূন্য মহাবল ভীষ্ম পরলোকযাত্রা করিয়া আছেন। সেই সময় তিনি প্রলয়কালীন মহাবায়ুসমূহ যেরূপ সমূহের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। ১

সমর অবসানসময়ে সেনাগণ পরিশ্রান্ত হইলে, তাঁহারা শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলে, ভীষ্ম এবং পিতামহ ভীষ্মের প্রত্যাগমন দর্শনে মহেষ্বাস অর্জুন দিব্য বাণসমূহে কৌরবদিগকে নিবারণ করিলেন। তাঁহারাও এই অবসরে দেখিলেন, আমাদের পুত্রগণের বিপক্ষ সাত্যকি আদি বিরোধিত হইল। তখন তাঁহাদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক হইল না, কাজেই, তাঁহারাও দলে-দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। পাণ্ডব বা পাঞ্চাল অথবা সঞ্জয়দের পলায়নে বাধাদানে অর্জুনই কৌরবদের পক্ষে ভীষণ বীরপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু এই ভীষণ অর্জুন তখন পরাজয়ী হইলেন। ১-৪

তিনি মহারথ অলম্বুষের প্রাণ বধানন্তর প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সমরস্থলে ভীষ্মের সহিত সৈন্যকর্তৃক তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৫

সেই তুমুলযুদ্ধে ভীষ্মের পতন সময় সৈন্যমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া তুলিয়াছিল। আপনার পিতৃতুল্য মহাত্মজয়ী ভীষ্ম সমস্ত সৈন্যগণের অগ্রে থেকে এবং সকল ধনুর্দ্ধারী বীরগণের অগ্রে অবস্থান করিতেন। তিনি অর্জুনের বাণসমূহে আক্রান্ত হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। এই অবস্থাতেও বীরশূন্য ক্ষেত্রে ভীষ্মকে সেই অবস্থায় দেখিয়া অমিত-তেজ মহাত্মজয়ী ধনঞ্জয় আর্দ্র হইয়া চক্ষু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অঞ্জলি দ্বারা চক্ষু পরিমার্জন পূর্বক প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে যাইতে এই কথা বলিলেন।

ধনঞ্জয়। আপনার কল্যাণ হউক। আমি কর্ণ। আপনি বীর পবিত্র ও মনুষ্যের মধ্যে আমাকে ভিন্ন উপযুক্ত

অভিধাস্যন্তি যুদ্ধায় ধনঞ্জয়মরিন্দমাঃ।
কর্ণপ্রিয়মমি ত্রস্তাঃ যে বয়ং যাচামি তাবহে। ৯
পুত্যাত্মা ক্ষেমাত্মা যাত্রা তত্ত্বা চাত্মলোকত্ব।
ন নূনং সুকৃতস্যেহ ফলং কশ্চিদ্ দদস্যুতে ॥১০
যত্র দর্ভপতো বৃদ্ধঃ পেতে বৃদ্ধি তবাদ্রিঃ।
কোপলক্ষয়ে যত্তে যুদ্ধে প্রবর্তেত্ ৫ ॥১১
বাহুবলং সংশ্রয়ন্তি কৃতবাঃ মূলমূলম।
যুদ্ধা বিজয়ন্তা যুদ্ধো ন যুদ্ধাত্মাত্তেত্ তয়ম্ ॥১২
যোধাত্তে যত্তবা তথা পিতৃলোকাঃ পরিস্তুতি।
অন্তরন্তি সাক্ষুদ্ধা বাহুঃ ইব বৃদ্ধবন্ধম্ ॥১৩
পাতথা তাবন্তেষ্ঠ কথিস্তুতি যুদ্ধবন্ধম্।
অন্ত পাতীবযোধস্য বীর্যাত্মাঃ সত্যসাত্মিনঃ ॥১৪
যুদ্ধং সন্তিস্তুতি যন্ত্রপাণেরিবাসুরাঃ।
অন্ত পাতীবযুদ্ধানা-
মন্তরীবাত্মি যত্তঃ ॥১৫

আগন্তিস্তুতি যাগাত্মঃ
যুদ্ধবন্ধাত্ম পাত্মিবাঃ।
পত্মিযোঽত্মিবিদ্ধা বীর
মহাত্মালো ক্রমাত্ যত্তেঃ ॥১৬
যাত্তবাত্মীন্ প্রবন্ধাত্মি
তথা যাগাঃ বিরীতিঃ।
যেন যেন প্রয়ত্তো যাত্মুত্মী পত্মিযো যত্তে ॥১৭
যেন যেন প্রয়ত্তো যুত্মিত্তস্য-তৃণ-ক্রমম্।
যাত্মুযোত্মিঃ সমুদ্ভূতস্তাত্মুত্ পার্থো ন সংশয়ঃ ॥১৮
যথা যাত্মুর্নিবাত্মে তথা কুত্মো ন সংশয়ঃ।
মমতঃ পাত্মকন্তস্য হন্তো পাত্মিবস্য চ ॥১৯
ক্রুদ্ধা সর্বাত্মি সৈন্যানি ত্রাসং যাস্তন্তি তাবক।
বলিনাত্মন্তরাত্মেণ হন্তমাত্মিত্মকর্ষিণা ॥২০
শক্তঃ সোঢ়ুং ন শক্ত্যন্তি তাবন্তে বীর পাত্মিবাঃ।
কো হ্যন্যঃ যোধয়িত্বা যন্তঃ পাত্মিবোঽত্মিতি ॥২১

যন্তব এবং তন্তাবেতাদী বৃদ্ধি যাহা আমাকে অবলোকন করুন।

বিজয়ই ইহলোকে কোন ব্যক্তিই নিজের পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করিতে পারে না, কাল, আপনি এই বৃদ্ধক্ষেত্রে সর্বদা কর্মই প্রত্যক্ষ করিবেন, তথাপি আপনি এরূপ অবস্থায় যুদ্ধপরাধী হইয়া আসিবেন।

বৃদ্ধক্ষেত্রে। ভোগস্থলে, যাত্রা, যুদ্ধযাত্রা এবং অন্তরালের আসনার অন্য কোনরূপে আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। যে আপনি বিজয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কৌরবমণ্ডলের ভয় হইতে উহার করিতে সমর্থ ছিলেন, সেই আপনি এই যুদ্ধ মহাসাগর মোহাবে পড়িয়া এখন শিথিলের শরণ করিবেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ হইতে অভিন্ন যুদ্ধ পাত্মিবগণ কৌরবদিগকে বিনাশ করিতে থাকিবে, যেরূপ বাত্মুগণ বৃদ্ধবন্ধকে বিনাশ করিয়া থাকে।

এখন পাতীব রথ ঐরাবতবিহারী সব্যসাচী অর্জুনের সাক্ষাৎসম্বন্ধে আজ কৌরবেরা কৌরবে আহারক ভয় করিবে, যেরূপ মহাবাত্মী ইন্দ্রের বিকট অন্তরগণ ভীত হইয়া থাকে।

আজ পাতীবের হইতে বিক্ষিপ্ত মহাসমুদ্রের মহাগভীর-ঘুমন্ত শব্দ কৌরবদিগকে এবং অন্যান্য ঘুমন্তিগণকে ভীত করিয়া তুলিবে।

বীর! যেরূপ বিনাশ নিমাত্মিত প্রলয়ের অগ্নি বৃক্ষসমূহকে দগ্ধ করে, সেইরূপ অর্জুনের মহাধনুঃ ঘুরাইয়া পুনঃপুনঃ এবং তাহাদের সৈন্যসমূহকে দগ্ধ করিতে থাকিবে।

বায়ু ও অগ্নিদেব—ইহারা উভয় একত্রে মিলিত হইয়া বনভূমির যে যেখানে বিচরণ করিবেন, সেই সেই বিশেষ বৃক্ষ-গুল্ম সমস্তকেই ভস্ম করিয়া থাকেন।

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রলয়ের অগ্নি অভিন্ন তেজস্বী, সেইরূপ তৃতীয়পুত্র অর্জুন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই এবং যেরূপ বায়ু অগ্নির সহায়ক, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সহায়ক—ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

ভারত! পাঞ্চজন্য শঙ্খের অগ্নি ও গাণ্ডীব-ধনুর ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া আজ সমস্ত কৌরব-সৈন্যই ভীত হইয়া পড়িবে।

বীর! শত্রুপক্ষের অভিন্ন অর্জুনের উত্তীয়মান রথের ধ্বজ যখন আপনি গাণ্ডীব ধনুর ঘুমন্তিগণ সহ করিতে পারিবেন না।

আপনি গাণ্ডীব ধনুর কোন্ ঘুমন্ত অর্জুনের গতির রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন? অমরী পুরন্দর যাহার নিত্য বর্ধনকালের প্রশংসা করেন; যে যমরাজের প্রাণিবর্গ, অন্তরগণ এবং দৈত্যগণের সহিতও সংগ্রাম করিয়াছে, ত্রিলোকাধীশ ভগবান্ পুরন্দর

যত্র বিদ্যাসি কর্মাণি প্রবর্ষন্তি মনীষিণঃ।
অমানুষৈশ্চ সংগ্রামস্তত্রাকেন মহাত্মনা। ২২
তস্মাচ্চৈব বরং প্রাপ্তো ত্বত্তাপসকৃতাদ্ভিতঃ।
কোমলঃ সরলো বলে জেতুং পূর্বং যো নভিবর্ধতে॥ ২৩
ভিত্তো বেশ্ম যথে যাসো তথা বীর্যবিদাসিনা।
তস্মিন্নাক্রমতে যোগো ক্ষেমবানবশঙ্কয়া। ২৪

তথাহং পাণ্ডবঃ যুদ্ধে
অনুক্রমাণো ভবতা চারুবিষ্টঃ।
আশীর্বিষো দৃষ্টিবিষঃ সুঘোরঃ
মূর্ধা ন তে আয়তলোচনস্য॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
জ্যেষ্ঠপর্বণি জ্যেষ্ঠাভিষেকপর্বণি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

নহিষের যে মুখ পরিত্যাগ করে এবং যাহার নিকট হইতে ভীষণ ভয় লাভ করিয়াছে, যে অভিমানী মুখে কখনও যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, তাহাকে আপনি মুখে কখনও যুদ্ধ করিতে পারেন না, তাহাকে আর মুখে অন্য কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। ২৩-২৪

আপনি নিজ পরাক্রমে শোভা পাইতেছেন বীর। আপনি ভেদশূন্য স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। ২৪

হে মানবগণের শ্রেষ্ঠ অধিপতি! পরাক্রমশালী আপনার মুখে কে যুদ্ধ করিয়াছে? ২৫

আর যদি আপনি আমাকে আজ্ঞা দেন, তবে আমি রোষাবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিবিষধারী বিষম সর্পসদৃশ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডল সৌবলরাজ বীরের সাদৃশ্য অর্জুনকে বীর অক্ষদেবের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব। ২৬

শ্রীমহাভারতে ভেদোপায়ঘটিত পরমাশ্চর্য সংহিতা মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকর্তৃক জ্যেষ্ঠপর্বে জ্যেষ্ঠাভিষেকপর্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন, কর্ণসমীপে দুর্যোধনের কৌরবরাজ্যপ্রার্থনা]

জনমেজয় উবাচ:

তত্র লোকপালাভঃ কথং যুক্তস্তদা নিবাসঃ।
ভেদকালোচিতঃ মায়াযন্ত্রবীর্যঃ শ্রীমতাম্বরঃ। ১
সহসা ইব সিদ্ধানাং জ্যোতিষামিব ভাস্বতঃ।
সভায়াং চ যথা সংস্থো বীরযোগিনি চোর্জিতঃ॥ ২
পক্ষস্থ ইব কুতাবাং প্রতিষ্ঠো যুক্তমা ভব।
সাম্বন্ধবান্ধবযুক্তীবঃ সহস্রাক্ষবিনাশয়ঃ। ৩
বাসবা ভব সত্ত্বানাং নিত্যশো মন্দিরস্থিতঃ।
কৌরবাণাং তব ধরিষ্যা বিষ্ণুর্বিষ্ণৌরসাম্। ৪
অনাকুলমতীক্ষেণ দণ্ডেনাকুটবৈরিণা।
কথং রাজপুরা পথা রাজ্যেনা নিজিতাবুধা। ৫
নিবিত্রজনরাষ্ট্রাণি নগরাণি বনানি চ।
অধ্যষ্টাস্ত বিবেশাস্ত গান্ধারাস্ত জিতাবুধা। ৬

চতুর্থ অধ্যায়।

[ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া যুধিষ্ঠির দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে কৌরবগণের উন্নতি।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এইরূপে মহাত্মগণের আশ্রয়স্বরূপ ধর্মের দ্বারা রক্ষিত হইয়া মুখমণ্ডলের মুখ নিবারণে ভীত প্রকৃতিপুঞ্জ যেরূপ ও যাহাদের অবস্থা অনুসারে এই সভা বলিলেন। ১

ধর্ম! যেরূপ রবি সকলের আশ্রয় স্থল, জ্যোতিষ্কগণের সূর্য, সভায় সমুপস্থিত, বীরমুখে উর্জিত। যুধি এবং প্রাণিগণের জীবিকার আধার যেরূপ, সেইরূপ তুমিও নিজের মুখমণ্ডলের আশ্রয়দাতা হও। যেরূপ দেবরাজ সহস্রাক্ষ সমস্ত দেবতাদিগের নিয়ন্তা, সেইরূপ তুমি সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ যোগাযোগে আজ্ঞা করিয়া বীরত্বপ্রকাশ করত। ২-৩

যুধি পক্ষগণের আশ্রয়কর্তাগণ এবং নিয়ন্তাগণের আশ্রয়কর্তা। যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগের আশ্রয়, সেইরূপ তুমি কৌরবগণের আশ্রয়স্থান হও। ৪

ধর্ম! তুমি দুর্যোধনের বল বিনষ্ট সাধের কামনা করিয়া বীর বাহুবল ও পরাক্রমের সাহায্যে রাজপুরে যখন তখন সমস্ত রাজ্যেশ্বরত্ব তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ। ৫

নিবিত্রজনিবাসী নগরি প্রভৃতি এবং বিনষ্ট, অশ্ব, বিদেহ ও গান্ধারদেশীয় অধিবাসিগণকে তুমি পরাজিত করিয়াছ। ৬

নিবসন্ দুর্যোধনস্যাঽসীদ্ বিধাতা রণকর্মণাম্।
দুর্যোধনস্য ধনধান্যস্য কর্মপুত্রা কৃতাঃ। ৭
ঔরসা যেঽনুজাঃ পৌত্রা যশ্চিন্তাক্রান্ত সংযুগে।
নিধায়াস্ত্র নিজস্যাস্ত্র মাল্লীকাস্ত্র বিধায়ক্ষ। ৮
তত্র তত্র চ সংগ্রামে দুর্যোধন-হিতৈষিণঃ।
যদ্যপি দ্বিজাঃ কর্ণ যথা বীরা মহৌজসঃ। ৯
যথা দুর্যোধনস্যাস্ত্র সঙ্গ্রামিকুলঘাতকাঃ।
তথা যদ্যপি সর্বেষাং কৌরবাণাং পরিক্ষয়ঃ। ১০
শিবেনাভিবর্ষন্তি যাঃ যজ্ঞ যুদ্ধায় শক্তিতঃ।
অনুযান্তি যুদ্ধন্ সংখ্যে যথা দুর্যোধনে জয়ম্। ১১
তস্মান্ পৌত্রসহস্রাণাং যথা দুর্যোধনস্যাস্ত্র।
তথাপি কর্ণতঃ সর্বে যথা তত্র তথা ১১১
পৌত্রাঃ সহস্রকাগ্র্যাস্তে বিবিধৈঃ শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ।
সন্তি সহ সমস্তেষ্ট প্রবন্তি মনীষিণঃ। ১৩

ন সন্ত্রাসন্তো ভূত্বা সমেষ্যন্তি নিশিতাঃ।
কুরবাঃ পাণ্ডবা বলং যথা দুর্যোধনস্যাস্ত্র। ১৪
নিধায় সকলং স্বস্ত্র চরণাবন্তিকান্ত তে।
যদ্যে বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সমাপঃ সর্বসাধনাঃ। ১৫
সোঽভিনীতো মহৌঘাণাং স্বানন্দপ্রতিমং মহৎ।
যুদ্ধপ্রহরণোপেতঃ সৈন্যঃ তং সমকৃষ্ণত। ১৬
হৃষিতাঃ কুরবঃ সর্বে দুর্যোধনপুরোগমাঃ।
উদাসতাঃ মহাবাহো সর্বানীক-পুরঃসরম্। ১৭
কর্ণং দৃষ্ট্বা মহাবাহো দৃপ্তাঃ সুসন্নহিতম্।
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতরবৈঃ সিংহনাদৈরবৈরপি।
বহুশঙ্খেশ্চ বিবিধৈঃ কুরবঃ সমপূজয়ন্। ১৮

ইতি শ্রীমন্নারায়ণকৃতে পঞ্চমাহরণে সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভোগপর্বণি ভোগাভিষেকপর্বণি কর্ণবধোদ্যমে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ। ৭

কর্ণ! পূর্বে তুমি বিরাটরাজের দুর্বিষহগামী রথকর্তন বিনাশকরতঃ জয় করিয়া দুর্যোধনের অধীনত্ব করিয়াছ। ৭

ঔরসগণ, যেমন, পৌত্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, বিষাণ, বিদর্ভ ও মাল্লীকাদি দেশপ্রভৃতির রথসমিধানে তুমি পরাক্রম করিয়াছ। ৮

কর্ণ! ইহা ছাড়া আরও যেখানে যেখানে সংগ্রামক্ষেত্রে দুর্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া মহারাজবধানী বীরগণ তুমি যেমনভাবে বীরদের জয় করিয়াছ। ৯

আর। আপি, তুমি ও অন্য-যাবতীয়ের সহিত দুর্যোধন যেরূপ সমস্ত কৌরবদলের আশ্রয়, সেরূপ তুমিও কৌরবদলের আশ্রয়স্বরূপ হও। ১০

আমি যেসময় অনুসন্ধিৎসা করিতে করিতে তোমাকে আবিষ্কার করিয়াছি, তুমি যাও এবং শত্রুদিগের সাহস দূর কর এবং কৌরবসৈন্যদিগের অভয়দানকরত জয় আনয়নের জন্য দুর্যোধনকে বিজয়লাভ করাও। ১১

দুর্যোধনের পক্ষ হইতে তুমিও আমার শৌরসমূহ। সমস্ত-লাভে আমি যেরূপ দুর্যোধনের হিতৈষী, সেইরূপ আমার হিতৈষী। ১২

মহারাজ! সমরে যৌন (জাতি-সম্বন্ধিনির্মিত) যাবতীয় বাধকতা সমস্ত পুরুষগণের সহিত নিয়মের সমস্ত ভেদ, ইহা হইতে পুরুষদের বলিয়া থাকেন। ১৩

তুমি প্রকৃত বিদ্ধ হইয়া সর্বদিকেই আমার, এইরূপ সৌজন্য বুদ্ধি রাখিয়া দুর্যোধনের সাহায্য সমস্ত কৌরবসৈন্যদলকে প্রদান কর। ১৪

তাহার এই বলিয়া অনুনয় করিয়া বিসর্জন (বিদায়) পূর্বক কর্ণ বীরগণ চরণে প্রণাম করিলেন এবং সমস্ত বন্ধুর সৈন্যগণের নিকট গমন করিলেন। তখন সমস্ত সৈন্যগণই সুসজ্জিত হইয়া সাজসজ্জিতদের এবং বিজয়ের যথাস্থানে রহিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। সেইসময় কর্ণ এই সব কৌরব-সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিলেন। ১৫

সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে যাহা যমদমনী অবাধ্য ঘোড়া কর্ণকে বহিয়া এবং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়া দেখিয়া দুর্যোধনাদি সমস্ত কৌরবগণ হৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। ১৬

সৈন্যগণ সমস্ত কৌরবগণই সজ্জন, আস্ফালন, সিংহনাদ এবং নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের প্রভৃতি দ্বারা কর্ণের আগমনসময় করিলেন। ১৮

শ্রীমন্নারায়ণকৃতে পঞ্চমাহরণী সংহিতা মহাভারতের ভোগপর্বান্তর্গত ভোগাভিষেকপর্বে কর্ণের আগমনবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণের দুর্যোধনসকাশে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠাপনায় দ্রোণাচার্য্যের বাক্যপ্রয়োগঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তু পুরুষব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা কর্ণমবস্থিতম্।
ক্ষত্তা দুর্যোধনো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ॥ ১

সমর্থমিহ যদ্যেতদ্ভবতা শালিতং বলম্।
অত্র বিদ্ম সমর্থং বঃ ক্ষিপ্রমাধীয়তাম্॥ ২

কর্ণ উবাচ।

ব্রূহি ত্বং পুরুষব্যাঘ্র যদ্ধি শ্রেয়স্করং বলে।
তথা তদ্বিধাস্যামি শক্তয়ে ন তথেতরৎ॥ ৩

যে চ সর্বে তব বচো শ্রোতুকামা নরেশ্বর।
রাজানো হি ভবান্ রাজ্যং প্রয়াতি মহিষীব॥ ৪

দুর্যোধন উবাচ

ভীষ্মঃ সেনাগ্রণেতারং বয়ং বিজয়েন চ।
ব্রূহন্তু দ্রোণমাচার্য্যং ইত্যেতদ্বিজয়ৈষিণঃ॥ ৫

পঞ্চম অধ্যায়।

[কর্ণকর্ত্তৃক দুর্যোধনের নিকট সেনাপতিপদ প্রতিষ্ঠাপনের জন্য দ্রোণাচার্য্যের নাম প্রস্তাব।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে রাজার উপরি উক্তরূপ দেখিয়া দুর্যোধন ক্ষত্তাকে এই কথা বলিলেন॥ ১

কর্ণ! তোমার দ্বারা এই সৈন্যবাহিনী সংরক্ষিত হওয়ায় আমি ইহাকে বিপক্ষদিগের সমান বলিয়াই মনে করি। এখন এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কি করা উপযোগী এবং বিজয়ের, তাহাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির কর॥ ২

কর্ণ বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! তুমি যাহাতে অভিলাষ কর, তাহাই আমি তোমার নিকট করিব। কিন্তু আমার যাহা শ্রেয়স্কর, তাহা তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিতে পার, তাহা অন্য ব্যক্তি পারেন না॥ ৩

মহারাজ! অতএব আমরা সকলে একত্র আপনারই কথা শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার এই বিশ্বাস আছে যে, আপনি এমন কোন কথাই বলিবেন না, যাহা প্রকাশিত হইবে না॥ ৪

দুর্যোধন বলিলেন,—কর্ণ! তোমার যাহা, ভীষ্ম-পরাক্রম এবং বিজয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনার ভীষ্ম আমাদের সেনাপতি

সেনাধিপত্যং কর্ণ ত্বমা সঞ্জনয়স্ব হ।
ততস্তে বশমায়ান্তি পার্থিবাঃ সো মহত্তনো॥ ৬

তচ্ছ্রুত্বানুমতং কর্ণ কুরুবৃদ্ধাধিষ্ঠিতে দিবস।
কং নু সেনাগ্রণেতারং মন্যসে তত্রমন্তরম্॥ ৭

ন বিনা নায়কং সেনা মুহূর্ত্তমপি তিষ্ঠতি।
আরোহেবারোহেষ্ঠে বেদুরীনেব নৌকলে॥ ৮

যথা হ্যকর্ণধারা নৌ র্যথাশ্বা রথিবিধা।
এবং হ্যনায়কা সেনা সর্ব্বান্ লোকান্ সমর্ণবতি॥ ৯

অনেকিকো যথা সার্থঃ সর্থঃ কুরুতে সমুদ্রগতি।
অনায়কা তথা সেনা সর্ব্বান্ লোকান্ সমর্ণবতি॥ ১০

ন ত্বমান্ বীজ সর্ব্বেষু যাদবেষু মহাত্মসু।
সঙ্ঘ সেনাপতিং যুক্তমন্য মাত্মনবাধিক॥ ১১

বিবেচনা। অতএব তুমি মহাত্মা পিতামহ সকল যোদ্ধাদিগকে সঙ্গে লইয়া উহার যুদ্ধসম্বন্ধিবাক্য আমার শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে এই বসুধা পর্য্যন্ত আমাদের ইচ্ছা করিয়া আসিবে॥ ৫-৬

তিনি অনুমতি দিলে তুমি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই অবস্থায় তুমি কোন্ ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে বরণ করিবার যোগ্য বলিয়া মনে কর?॥ ৭

সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ বীর! সেনাপতি ব্যতীত কোন সৈন্যই মুহূর্ত্তকালও সংগ্রামে অবস্থান করিতে পারে না। যেমন নাবিক ব্যতীত নৌকা কাল স্থির থাকিতে পারেনা, সেইরূপ সেনাপতি ব্যতীত সৈন্যগণও স্থির থাকিতে সমর্থ হয়না॥ ৮

যেমন নাবিক বিনা নৌকা যেদিকে সেদিকে বহিয়া যায় এবং সারথি বিনা রথ এদিকে ওদিকে চলিয়া যায়, সেইরূপ সেনাপতি বিনা সৈন্যও এদিকে সেদিকে পলায়ন করে॥ ৯

যেমন কোন পথপ্রদর্শক না থাকিলে পথিকগণ বিপথগামী হইয়া মহাসঙ্কট পতিত হয়, সেইরূপ সেনাপতি না থাকিলে সৈন্যদিগকে মহাবিপদ্ধ পতিত হইতে হয়॥ ১০

অতএব তুমি আমার পক্ষে সকল মহাত্মা বীরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবেচনা কর যে, ভীষ্মের পর এখন কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত সেনাপতি হইতে পারিবেন?॥ ১১

অথ বি সেনাগ্রণেতারং ভবান্ বক্ষ্যতি সাধুবে।
তত বয়ং সহিতাঃ সর্বে করিষ্যামো ন সংশয়ঃ। ১১

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

সর্ব এব মহাত্মানং ইতি পূজ্যবদব্রুবঃ।
সেনাপতিত্বমর্হতি নান্য কার্যা বিচারণা। ১৩
ভূমপ্রাহরণজ্ঞানৈর্নিত্যমুদ্যতযুদ্ধিভিঃ।
যুক্তঃ ক্রতুত্বা যৌবন্ত আত্মবেষনিবর্হিনঃ। ১৩
যুবপক্ষ তু যে পক্ষা বর্তুং সর্বে পুরঃসরাঃ।
এব এব তু বর্তব্যো ইতিম্ বৈশেষিকা গুণাঃ। ১৪
অক্রোক্তস্পর্ধিনঃ ক্রোধাঃ ভাজেতঃ যং করিষ্যসি।
যেষা বিজয়লো ধাক্তঃ ন যোৎস্যন্তি বিচারয়ন্। ১৫
অহম্ সর্বযোধানামাচার্যঃ ক্ষত্রিয়ো ভুবঃ।

যুক্তঃ সেনাপতিঃ কর্তুং লোকঃ শস্ত্রভৃতাম্ বরঃ। ১৭
কো হি বিহীতি দুর্মেধা লোকে শস্ত্রভৃতাম্ বরে।
সেনাপতিঃ স্বাহস্তোত্থাস্ত্রভৃদ্ভিরজেয়বিৎ। ১৮
ন চ সেনাপতি যে যোক্ষ্যে সর্বরাজন্ ত্বাহব।
ক্রোধঃ যং সময়ে ধাক্ষ্যঃ নান্যমাস্তীতি সাধুবে। ১৯
এব সেনাগ্রণেতৃণামেব শস্ত্রভৃতামপি।
এব বুদ্ধিমতা চৈব ক্রোধো রাজন্ গুরুস্তব। ২০
এবং দুর্যোধনাচার্যামাত্ত সেনাপতিং যুধ।
নিহীনক্রোধমুদ্ধরে সাধ্যো কাঙ্ক্ষিতে বিজয়ায়ঃ। ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি বর্ণবাক্যে
পঞ্চদোঽধ্যায়ঃ। ৫

এই মুহূর্তে তুমি ইহাকে সেনাপতির পদে বরণ করিয়া লও, আমরা সকলে বিনিযুক্ত হইয়া নিজেদের ইহাকেই সেনাপতিরূপে বরণ করিব। ১১

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—রাজন্! এখানকার মহাত্মা যুদ্ধবেত্তা সকল মহারথীকেই সেনাপতি হইবার যোগ্য। এ-বিষয়ে কোনরূপ বিতর্ক বিচার করিবার প্রয়োজন হয় না। ১৩

যে সব রাজা এখন উপস্থিত আছেন, ইঁহারা সকলেই যুদ্ধ, বলবীর্য, জ্ঞান, যশ, পরাক্রম ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে সেনাপতিপদের যোগ্য; তাহা, ইঁহারা প্রত্যেকেই যোদ্ধা, বুদ্ধিমান্ ও যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপদ হন না। ১৪

কিন্তু সকলকেই একই সময়ে সেনাপতি করা চলে না, সেইজন্য যাহার মধ্যে সকল বিশিষ্ট গুণসমূহ আছে, তাঁহাকেই আমাদের সৈন্যদলের প্রধান করা উচিত। ১৫

এই সকল মহারথিগণ পরস্পর পরস্পরকে স্পর্ধা করিয়া থাকেন। যদি ইঁহাদের মধ্যে কেহ একজনকে সেনাপতি করেন, তবে অন্যরা সকলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবেন এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না—ইহা অতি স্পষ্ট কথা। ১৬

অতএব যিনি এ সকল যোদ্ধাদের আচার্য, যোদ্ধৃত্ব ও ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই আচার্য দ্রোণই এখন সেনাপতি হইবার যোগ্য। ১৭

সকল অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইঁহার যেরূপ যোদ্ধৃত্ব আছে এবং পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্ হইলেও যাহার এই যোদ্ধৃত্ব কাহারও মধ্যে নাই, কোন্ ব্যক্তি সেনাপতি হইতে পারিবেন? ১৮

ভরত! সকল রাজাদের মধ্যে আপনার এরূপ কোন যোদ্ধা নাই, যিনি সমরাঙ্গনে অগ্রে আসে সমবেত দ্রোণাচার্যের অনুসরণ করিবেন না? ১৯

রাজন্! আপনার এই সকলের সকল সেনাপতি, অস্ত্রধারী এবং বুদ্ধিমান্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ২০

মহারাজ! আপনি যেরূপ শত্রুসমূহকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেইরূপ আপনিও এখন আচার্য দ্রোণকেই অগ্রে করিয়া যাইবেন, সেইরূপ আপনিও এখন আচার্য দ্রোণকেই অগ্রে করিয়া সমর সেনাপতিপদে বরণ করুন। ২১

ইতি শ্রীমহাভারতের পঞ্চদোঽধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সেনাপতিপদগ্রহণায় দ্রোণাচার্য্যস্য সমীপে দুর্য্যোধনস্য প্রার্থনা]

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণস্তু বচনং শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
সেনাধ্যক্ষঃ দ্রোণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

দুর্য্যোধন উবাচ।

ব্রহ্মন্নেতাং কুরোঃ পক্ষা ভ্রাতৃণাং বধমিচ্ছতা।
বীর্য্যাদ্ দাক্ষ্যাদনুত্থানাদ্ বুদ্ধ্যাভিজনতোঽর্জ্জিতাং ॥ ২
তপসা চ কৃতজ্ঞত্বাদ্ বৃদ্ধঃ সর্ব্বগুণৈরপি।
ভূতো ভবদ্ভ্যো যোদ্ধা রাজার্থতো ন বিদ্যতে ॥ ৩
ন চৈবং পাণ্ডবা নঃ সর্ব্বান্ দেবানপি সঙ্গতান্।
তথাহ্যেতাঃ পরান্ ভেদ্যুর্বিজ্ঞায়ো বিজয়স্তব ॥ ৪
ভবদ্ভ্যাং পালিতা বৃদ্ধৈর্ভীষ্মেণাপরিমেয়না।
ভূয়সা চ বলেনেয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৫
যস্মিংস্তু হত বিপ্রাগ্র্যাঃ ভেজসাদিত্যবর্চসঃ।
পিতৃবাদিব বর্ত্তেরন্ মাতৃলাদিব চাত্মজাঃ ॥ ৬
নক্ষত্রাণামিব শশী বিহঙ্গানামিবোদগরুঃ।
জ্যেষ্ঠঃ সেনাগ্রগেতৃণাং ন ন সেনাপতির্ভবেৎ ॥ ৭
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ যস্যাঃ সন্তি তেজসা।
তাসাং শান্তনবঃ প্রতিযুদ্ধ্যতে হরিবাহিনীং ॥ ৮
প্রধানং নো ভবানগ্রে দেবানামিব পাবকিঃ।
মনুষ্যাণামিবে স্থানে সৌম্যেনেতা ইবাংশুমান্ ॥ ৯
উশনেবা মহেষ্বাসো দিব্যা বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ।
অস্মদ্যোধং ন তু দৃষ্ট্বা সাধুনঃ প্রতিযুধ্যতি ॥ ১০
ত্বয়া ধৃষ্টদ্যুমঃ সখ্যে সাত্বতঃ সবাহনঃ।
জেতুমিচ্ছতি পুরুষব্যাঘ্র ভবান্ সেনাপতির্যদি ॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তে ভতো দ্রোণঃ প্রত্যুবাচ দুর্য্যোধনম্।
নিঃসংশয়ং মহাবাহো ত্বমেবমুভয়ব্রতম্ ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[সেনাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুর্য্যোধনের প্রার্থনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এই সময় রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণের মধ্যস্থিত আচার্য্য দ্রোণকে বলিলেন ॥ ১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা মনে করি, শাস্ত্রজ্ঞান, বয়স, বুদ্ধি, পরাক্রম, বুদ্ধকৌশল, অনেকবার অধ্যয়ন, নীতি, বিদ্যা, তপস্যা এবং কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণসমূহে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনার ন্যায় যোগ্য যোদ্ধা এই রাজাদের মধ্যে আর কেহই নাই। অতএব যেরূপ ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার নেতৃত্বে থাকিয়া পাঞ্চালদিগকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২-৩

ব্রহ্মণদের মধ্যে পরশু, যজ্ঞকারীদের মধ্যে পাবক, যক্ষদিগের মধ্যে কুবের, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মরাজ, ছেদনীয় পদার্থসমূহের মধ্যে তক্ষক (ছুতার), বিহঙ্গদিগের মধ্যে বৈনতেয়, অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রামচন্দ্র, নক্ষত্রসমূহের মধ্যে চন্দ্র এবং বৈশ্যদিগের মধ্যে উক্ষাচার্য্যের ন্যায় আপনিও সমস্ত সেনাপতিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, অতএব আপনিই আমাদের সেনাপতি হউন। ৪-৭

হে বিপ্রাগ্র! আমার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য আপনার অধীন। ইহাদের সকলের মধ্যে শান্তনবপুত্র ভীষ্ম যুদ্ধ করিয়া আমার বিরোধী ব্যক্তিগণকে সৈন্যগণ বিনাশ করুন, যেরূপ ইন্দ্র দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮

যেরূপ বান্ধবেরা দেবতাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের অগ্রে অগ্রে গমন করুন। যেমন দেবতাগণ কুবের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন, সেইরূপ আমরা সকলে এই যুদ্ধে আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ৯

আপনাকে অগ্রগামী সেনাপতিরূপে দেখিয়া মহাবীর মহাধনুর্দ্ধারী মহারথগণ অর্জ্জুন বীর দিয়া সমর চেষ্টাপ্রকাশ করিতে পারিবেন এরূপ বোধ করিবে না ॥ ১০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি আমার সেনাপতি হন, তবে আমি যুদ্ধ নিশ্চয়ই জয়া ও সাত্বতবংশের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব ॥ ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর সমস্ত রাজারা ভীষ্ম পিতামহের ন্যায় আপনার পুত্রের দুর্য্যোধন

সৈনিকাশ্চ বৃথা মুক্তা বর্ষন্তি শিলাশরান্।
দুর্যোধনঃ পুরস্কৃত্য দ্রোণমেবাভ্যযুর্যুধি॥
দুর্যোধনঃ উবাচ। রাজন্ দ্রোণো মহেষ্বাসঃ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণাভিষেক পর্ব্বণি দ্রোণপ্রোৎসাহনে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬

করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন—আচার্য্য! আপনাকে [৪৬ । ১৯

অন্যান্য সৈন্যগণও দুর্য্যোধনকে অগ্রে রাখিয়া যুদ্ধার্থে আসিয়া যুদ্ধার্থে আসিয়া রাজন্! তোমার দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে বলিলেন॥ ১০

শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণাভিষেকপর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যকে উৎসাহন-বিষয়ক ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সেনাপতিপদে দ্রোণাচার্য্যাভিষেকঃ, কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং যুদ্ধম্, দ্রোণাচার্য্যস্য পরাক্রমশ্চ।]

দ্রোণ উবাচ।

বেদঃ বেদৌ বেদাঙ্গবিদ্যাশ্চ সম্যগীম্।
ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিদ্যাশ্চ যাবদীয়ম্।
যে চাপ্যন্যে বহবো যুদ্ধশৌণ্ডাঃ
ত্যক্তপ্রাণাঃ সংযুগে চাপরাজিতাঃ।
শিক্ষিতাস্তে বিদ্যয়া সর্ব্বমেতৎ
যোধিষ্যন্তি ত্বদ্ধিতার্থে পরান্ বৈ॥ ২
পার্থেষু তু ভয়ং রাজন্ ন চ নিত্যং কথঞ্চন।
ন হি স্যাদ্যো হ্যবধ্যায় মর্ত্যো দেবযুধঃ॥ ৩
যোধয়িষ্যামি সৈন্যানি নাশয়ন্ সর্ব্বদোষজান্।
ন চ যদ্যা পাণ্ডবা যুদ্ধে যোধয়িষ্যন্তি মদ্বিধাঃ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

স এবমুক্ত্বাস্ত্রবিদস্ত্রপঞ্চকে সেনাপতিং তদা।
দ্রোণং তব সুতো রাজন্ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৫
অথাভিষিষিচুর্দ্রোণং দুর্য্যোধনমুখা নৃপাঃ।
সৈনাপত্যে যথা স্কন্দং পুরা শক্রমুখাঃ সুরাঃ॥ ৬
ততো বাদিত্রঘোষেণ মঙ্গলাবাক্ মহাত্মনঃ।
প্রাহরাণীং কৃতে দ্রোণে হর্ষঃ সেনাপতৌ তদা॥ ৭
ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ ব্রাহ্মণানাং বনেচরৈঃ।
সম্পূজ্যৈনাশীর্ভিশ্চ স্তুত-মাগধ-বন্দিভিঃ॥ ৮

সপ্তম অধ্যায়

[সেনাপতিপদে দ্রোণাচার্য্যের অভিষেক, কৌরব-পাণ্ডব-সৈন্যগণের যুদ্ধ এবং দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম।]

দ্রোণ বলিলেন,—রাজন্! বিদ্যা, বেদ, বেদাঙ্গসমূহ, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ও তদ্ভিন্ন—এই সব অস্ত্র যে যেরূপ, যতদূর অধ্যয়ন করিয়াছে, তদনুসারে যাবতীয় এবং নানাপ্রকার অন্যান্য যোদ্ধাও আমি আনিয়াছি। ১

ব্রাহ্মণগণ! দ্রোণের আমার যাহা যে যে-অংশের বধ করিবার, আমি সেই সব অংশ-প্রকাশ করিয়া ইহাঁর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ২

রাজন্! আমি অস্ত্রবলের দ্বারাই সমরে দ্রোণকেই বধ করিব না, আমার এই পুরুষত্রয়ের দ্বারাও আমার মনের মত উৎসাহ হইয়াছে। ৩

আমি সমস্ত দোষবর্জ্জনে সমরে করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; কিন্তু পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় আমার সহিত যুদ্ধ করিবে না। ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে আচার্য্য দ্রোণের অনুমতি লওয়া হইলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন॥

আপনার দ্রোণের পুত্রে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অসুরের (তারকাসুরের) সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি নৃপতিগণ দ্রোণাচার্য্যের অভিষেক করিলেন। ৬

সেই সময় বাদ্যধ্বনি ও পুণ্যাহঘোষ সহিত দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতিপদে বরণ করিলে পর সকল লোকেরই হৃদয়ে আনন্দ প্রকাশিত হইল। ৭

পুণ্যাহঘোষ, ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ ও বন্দিগণের স্তোত্র, বিপ্র এবং স্তোত্রকারগণের জয়-জয় শব্দের দ্বারা, বর্দ্ধনী উচ্চারণ করিয়া স্তুতির দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের যথাবিধি সৎকার করিয়া কৌরবেরা

অক্ষতৈর্বিজয়াশ্বাসা যুক্তযানবিচেষ্টকাঃ।
সংকৃত্য বিধিবৎ দ্রোণং যেনিরে পাণ্ডবং জিতম্ ॥৯
সৈন্যাপত্যং তু সম্প্রাপ্য ভারদ্বাজো মহারথঃ।
মুহুর্মুহুর্নৃপং সৈন্যানি প্রোহ্যং তব সুতৈঃ সহ ॥১০
সৈন্যবন্ত ততিক্রম্য বিবর্ণশ্চ তবাত্মজঃ।
শঙ্খিনা পার্থমাক্রম্য সমরিষ্টশ্চ মাদ্রিজঃ ॥ ১১
প্রপন্নঃ মধুনিষ্যন্দা প্রবর্ষৈর্হয়মাদ্রিভিঃ।
মদৌ মাতঙ্গরাজৌ দ্বৌ বিমলপ্রাসলোহিতৌ ॥ ১২
কৃতশ্চ কৃতবর্মা চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
দুর্মুখশ্চন্দ্রসেনশ্চ মহান্তঃ পঞ্চবালকান্ ॥ ১৩
যেষাং প্রপক্ষাঃ কায়ন্তাঃ সুচিত্র-পুরসেনয়োঃ
মহদ্ভির্বাহনৈঃ শস্ত্রৈঃ শস্ত্রজ্ঞৈ মহতৈঃ সহ ॥ ১৪
মত্তাশ্চিত্রধ্বজাঃ সাস্ত্রাঃ প্রহীণোশীরালবাঃ।
বিবৃঢ়ঃ পুরুসেনাশ্চ পূজ্যশ্চ মদলৈঃ সহ ॥ ১৫

দৌরীঃ কিরণাঃ প্রাচ্যা বাহ্লিকায়াশ্চ সর্বশঃ।
তথাজ্ঞাঃ পুরুকৃত্য সূতপুত্রং পৃষ্ঠতঃ ॥ ১৬
ধনুষ্যন্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠা মনুজেন্দ্র সুতৈঃ সহ।
প্রযযুঃ সর্বসৈন্যানাং বলেষু বলমাদধৎ ॥ ১৭
মদ্রো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ প্রযযৌ সর্বসৈন্যবিৎ।
তস্য গীতো মহাঘোষঃ শঙ্খদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ১৮
হৃষিকেতো মহাকেতুর্ধনুষ্যশ্চ মহারথিঃ।
ন ত্বীদৃশান্ রথান্ কশ্চিদ্ দৃষ্ট্বা কর্ণবিষজ্জতে ॥ ১৯
বিশোকাশ্চাক্ষয়ং সর্বে যানানঃ সুকৃতিঃ সহ।
ছাদয়ন্তি যযুর্যোধাস্তমাদায় কেতবঃ ॥ ২০
নহি কর্ণং রণে দৃষ্ট্বা যুধি যাস্যতি পাণ্ডবঃ।
কর্ণো হি সমরে শক্তঃ জেতুং দেবান্ সবাসবান্ ॥ ২১
কিমু পাণ্ডুসুতান্ যুদ্ধে হীনবীর্যপরাক্রমান্।
তীব্রেণ তু রথে পার্থং পালিতা বাহ্লবালিনা ॥ ২২

হইয়াই মনে করিলেন যে, এখন পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছে ॥৮-৯

রাজন্! মহারথী দ্রোণাচার্য সৈন্যাধিপত্যে লাভ করিয়া বীর সৈন্যদিগের মুখরক্ষা করত আপনার পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া মুহুর্মুহু গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কলিঙ্গাধিপতি এবং আপনার পুত্র বিবর্ণ—এই তিন জন একত্র মিলিয়া উহাদের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

যাহারা নিপুণ ভাবে অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকে, মাদ্রীনন্দন নকুলি তাঁহার অভিপ্রায়ের দ্রোণাচার্যের প্রপক্ষ (সহায়) হইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ১২

কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, চিত্রসেন, বিবিংশতি এবং দুর্যোধনাদি বীর যোদ্ধারা অভিপ্রায় সাধনার্থে সহিত দ্রোণাচার্যের বাম-পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ইহাদের সহায়কল্পে রহিলেন সুচিত্র ও পুরসেনের সৈন্যরা। এই সব সৈন্যরা শস্ত্র ও শস্ত্রজ্ঞদের সহিত মহাবেগশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া মুখের জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ১৪

মত্ত, চিত্রধ্বজ, সশস্ত্র, প্রহীণ, উশীর, মালব, শিবি, পুরুসেন, পূজ্য, মদক, গৌরীয়, কিরণ, প্রাচ্য এবং বাহ্লিকাদি সেনাগণ বীরগণ—ইহারা সকলে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে অগ্রে করিয়া সূতপুত্র কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষায় থাকিয়া আপনার সৈন্যগণের বলবৃদ্ধি করিতে করিতে আপনার পুত্রগণের সহিত চলিলেন।

সমস্ত সেনাধিপতি যথা যোগ্য বিভাগপূর্বক কর্ণ সমস্ত সৈন্যশ্রেণীর অগ্রে মুখ পক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিতে করিতে সকল বাহিনীর বীরগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন।

ইহার ঈশান্ত বিশাল ধ্বজ অতিশয় উচ্চ ছিল। ইহাতে ধনুষ্টঙ্কার যন্ত্র করিবার যোগ্য ধনু ছিল। ধ্বজ সুশোভিত ছিল। এই ধ্বজ আপনার সৈন্যদের মনোবল বর্ধিত করিতে করিতে সুমেরুর ন্যায় লৌহময়ের ছিল। কর্ণকে দেখিয়া যাহারও মনে ভীতের মধ্যে ভাব ছিল না ॥ ১৫-১৯

কৌরবগণের সহিত সকল রাজারা তখন মুক্তমুক্ত হইলেন। ঐ সকলেরা যোদ্ধা সেনার অগ্রভাগে থাকিয়া উৎসাহে,—এই কর্ণকে উৎসাহ দেখিয়া পাণ্ডবেরা জয়লাভে অবস্থানে করিতে সমর্থ হইবে না ॥

কারণ, কর্ণ সমরাঙ্গনে ইন্দ্র-সহ সমস্ত দেবগণকেও জয় করিতে পারেন, যেখানে যাহারা বল ও পরাক্রমে কর্ণ অপেক্ষা হীন (কম), সেই পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করার কথা আর কি বলিবার আছে ॥

কিন্তু মহারথে যোজিত তীক্ষ্ণ তা' যুক্ত মুক্তীমুখবিশিষ্ট শরেই করিয়া বিনাশের; কিন্তু বীর তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যারা কর্ণ অস্ত্রাদিগকে বিনাশ করিবে ॥

তাবন্তু বর্ষং শতৈস্ত্রীর্ণাসহিতানি সমূলে।
এষা ক্রমস্তয়োরুক্তো গুরুত্বে চ বিপর্যয়ে ॥ ২৩
বাহ্যেন পুরুষস্তুল্য প্রমাণস্তুল্য বিক্রমঃ।
অন্যাসু সর্বতন্ত্রেষু ক্ষেত্রেণৈব বিনির্ণয়ঃ ॥ ২৪
পাদেষ্বাঃ ক্ষৌক্ষ এবাসীৎ মুষ্টৌ বাসুক্ত মহাস্ত্রবান্।
শীঘ্রমনের বিজ্ঞেয়ো বর্ষমাত্রেণ তাবতা ॥ ২৫
মুষ্টে গ্রন্থ্যন্তরেষ্বাঃ তত্ত্বজ্ঞঃ পুরুষর্ষভৌ।
ধনিষ্ঠাদ্যন্তভূক্তিস্থা বিজ্ঞেয়ৌ নক্ষত্রতো ॥ ২৬
কনুকঃ সর্বতৌদন্তানাং যাম্য সর্বত্বমুচ্যতাম্।
আদিত্যাপত্যঃ কেতুঃ পার্শ্বস্থানিত্বেতরঃ ॥ ২৭
বীণাস্থানাম তং সৈন্যঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
যথা প্রমথিতঃ সূর্যো দুষ্প্রেক্ষ্যে বৈ বসুন্ধরাম্ ॥ ২৮
দীপ্যন্ দুষ্টেক্ষ ইব তথা কেতুঃ সর্বত্র দীপ্যতে।
যোধানামেষ্যতঃ ক্ষেত্রে পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ বলম্ ॥ ২৯
বাসুদেবশ্চ দুষ্প্রাপ্যঃ চক্রপাণিঃ পুরুষর্ষভঃ।

ধ্বজেষ্বাসি যেষ্যামি যত্র কেতুরয়ো মহঃ ॥ ৩০
পরেষাং গ্রসতশ্চক্ষুষ্যো ঘাতশ্চক্রমিবোদ্যতম্।
এষ ক্ষৌ পুরুষাদ্যাসৌ বলসেনাগ্রগামুকৌ ॥ ৩১
তাবন্যোন্যং মুখে বর্ষং পরেষাঞ্চ মহদ্ভয়ঃ।
ওজসা তত্ত্বজিজ্ঞাসৌ পরস্পরবৈষিণৌ ॥ ৩২
অবেক্ষেতাং তদান্যোন্যং সমরে কর্ম-পাণ্ডবৌ।
ততঃ প্রমাদে সমসা আয়ন্তং বধমেষ্যতঃ ॥ ৩৩
অর্জুনস্যেব যোগেন বর্ততা সমকল্পতঃ।
ভবত্তমুলমকোশমাদুপোঢ়ে সমিবাকরে ॥ ৩৪
বাসোদ্ভূতঃ রজস্তীব্রঃ কৌরেয়নিকরোদ্গমম্।
বলং ক্ষৌরেয়রাশি মাসাদ্যাধিকরিষ্যতে ॥ ৩৫
মুক্তাঃ স্রোতা যথা বজ্রা বজ্রা বায়সান্ত সহস্রশঃ।
উদয়ন্তি পরি সেবাঃ যে তথা পরমপাদয়ম্ ॥ ৩৬
যোধায়ন্তশ্চ আক্রোশন্ ভবন্তং শরণাম্ বয়ম্।
অকার্ষুরিতি সংবাদং ভবতঃ পুরুষাঃ তব ॥ ৩৭

প্রস্তাবাৎ। এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন এবং ভগবান্ বর্ষের প্রশংসা ও সম্মান করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য সমর কাহার আসিলেন। সেই সময় ঘোষণাদ্বারা আমাদের সৈন্যবাহিনীর জন্য পরিচয় হইয়া করিলেন। ২১-২৬

রাজন্! আমাদের ভাষায় পক্ষদলের সৈন্যবাহিনীকে ক্ষৌক্ষসূচনাকারে অবস্থিত দেখা যাইল। রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন সৃষ্টির সময়ে শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। ২৭

পাণ্ডবসৈন্যের এই যুদ্ধের অগ্রভাগে বীর বাসুদেবকে অশ্বরাজে উঠাইতে উঠাইতে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন অবস্থান করিতেছিলেন। ২৮

অধিরোহণকারী অর্জুনের এই রূপ মূর্তিতে সমস্ত পৃথিবী বিকম্পিত হইল। যখন সমস্ত সৈন্যগণের মোহ আসিল এবং সকল প্রাণী ভীষণরূপে মোহমুক্তিতে হইল। এই রূপ পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবিহারের নিম্ন প্রকার উল্লেখিত করিতেছিল॥

যেরূপ প্রজাগণের প্রলয়ের সময়ে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে দেখিতে পাওয়া করিতে দেখা যায়, সেইরূপ যুধিষ্ঠির অর্জুনের এই ভীষণ রূপ সকল প্রকারেরই দেখা যাইতেছিল॥

সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে অর্জুন ভেরী, মহাদুন্দুভির মধ্যে ভীমের ভেরী, সমস্ত দুন্দুভিধ্বনির মধ্যে মহাবেগবান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভেরী এবং চক্রধারণের মধ্যে যুধিষ্ঠির ভেরী।

ভেরীবর্ণের অবসানে যুদ্ধোদ্যত এই দুই মহাবল চারিটী ভেরী বাদন করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখে ঠিক ঘোষকের ন্যায় অবস্থিত ছিল। এইরূপে এই দুই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নিজ সৈন্যদের অগ্রভাগে বিরোজমান করিলেন। ২৯-৩১

রাজন্! আমাদের সৈন্যদের অগ্রভাগে বর্ম এবং অর্জুন বীরত্বেরা ছিলেন। ইহারা উভয় সেই সময় ওজ সাহসে ও ক্রোধাদির বশে পরস্পরকে বধ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রভাবে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সহসা ঘোরতর ক্রোধাবেশ আসিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন ভগবান্ অর্জুনের সহিত যুদ্ধিষ্ঠির করিতে লাগিল।

তাহাদের এরূপ ঘোরতর ভীষণ যুদ্ধিষ্ঠির উদিত হইল, যাহা অনেক বেলার বায়ুসঞ্চালনের ন্যায় মনে হইতেছিল। এই ভীষণ এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধিষ্ঠির সূর্যদেব সমস্ত আকাশকে আবৃত করিয়া ফেলিল। যদিও তখন আকাশে মেঘ ছিল না, তথাপি মেঘের ন্যায় হইতে লাগিল, রক্ত এবং অস্থিসকল বর্ষিত হইতে লাগিল। ৩২-৩৪

হে রাজন্! সেই ধূম, ঘাস, মেঘ, রক্ত ও অস্থি সমূহ সমস্ত আকাশকে সৈন্যদের উপরে উপরে উঠিতে থাকিয়া আকাশের উপর পড়িতে লাগিল। ৩৫

পৃথিবীগণ অতি ভীষণরূপ ধারণ ও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছিল এবং ঘোরতর ও ভয়ঙ্কর করিয়া বজ্রাঘাত বারংবার আকাশের সৈন্যদের মস্তিষ্কোপরি গিয়া পড়িতে লাগিল।

চিত্রাশ্বিবস্তো যাদোনি পিশাচাস্তস্য যোনিজম্।
অশ্বত্থাম্নো ভীমসেনো নিধনায় সমর্পয়ৎ। ৫৮
উগ্রং জ্বলন্তং সংগ্রামে ভূতেষ্বাবৃত্য সর্বতঃ।
পরিবেষো মহাংস্তাদি সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্। ৫৯
তাবয়ত্তাবয়দ্ রাজন্ প্রযান্তে বাহিনীমুখে।
এতে চরেত চ যাহত্ত আহুয়ানম্ সুদারুণাঃ। ৬০
উৎপাতা দুর্নিমিত্তানি ভীষিতস্তস্য কারিণঃ।
ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তু পরস্পরবধৈষিণাম্ ৬১
কুরু-পাণ্ডবসৈন্যানাং পক্ষেনাপূরয়ন্নভঃ।
যে তত্রোক্তা মুখ্যতমাঃ পাণ্ডবাঃ কৌরবৈঃ সহ। ৬২
অন্যান্ নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ শস্ত্রজ্ঞাঃ প্রহারিণঃ।
স পাণ্ডবানাং মহতীং মহেষ্বাসো মহাদ্যুতিঃ ৬৩
বেগেনাত্যন্তবেগস্য দ্রোণঃ কিল্পুরুষৈঃ শিতৈঃ।
দ্রোণস্যানুচরং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবং সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ৬৪

প্রত্যগৃহ্ণন্মহেষ্বাসাঃ শরবীঃ পৃষত্ পৃষত্।
বিকোভয়ন্তো দ্রোণেন বিক্ষিপ্তান্ মহাদ্রুঃ। ৬৫
বাণীব্যাত্ত ন পাঞ্চালা বাণেনৈব বলাহকাঃ।
ধনুর্ভীহ বিকুর্বাণো বিদ্যাস্তত্রাপি সংযুগে। ৬৬
অস্টীকৃত্য ততস্তেন দ্রোণঃ পাণ্ডবসৈন্যম্।
যে বধ্যমানা দ্রোণেন বাজেবাজে ধনঞ্জয়ঃ। ৬৭
পঞ্চালাঃ সমকম্পন্ত দৃষ্ট্বান্তকমিবাগতম্।
ততো বিদ্যাস্তবিজ্ঞো বাজমেনিমহারয়ৎ। ৬৮
অভিনদ্ধ্যবধেন দ্রোণানীকমনেকধা।
দ্রোণস্য শরবর্ষাণি শরবর্ষেণ পাণ্ডবঃ। ৬৯
সংবিধায় ততঃ সর্বান্ কুরুনপাবধীৎ বলী।
সংযম্য তু ততো দ্রোণঃ সমবস্থাপ্য চাহবে। ৭০
স্বসৈন্যং মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবঃ সমুপাদ্রবৎ।
স বাণবর্ষং সুমহৎসৃজন্ পাণ্ডবঃ প্রতি। ৭১

সেই সময় একটি প্রজ্বলিত ও ভয়ানক উল্কা যুদ্ধস্থলে ভীম যুদ্ধকারীদের দ্বারা সকলকে বিরিয়া ভীষণ গর্জন ও কম্পনের সহিত ভূতলে পতিত হইল।

রাজন্! সেনাপতি দ্রোণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে সব পক্ষের চারিদিকে এক ভয়ংকরণ (বিপদ সূচিত) উল্কা হইল এবং বিদ্যুৎসহকারে মেঘগর্জন শোনা যাইতে লাগিল।

এই সব এবং আরও অনেক ঘোর ভয়ের উৎপাতসমূহ প্রকাশ পাইল, যাহারা যুদ্ধে বীরগণের প্রাণনাশের সূচনা করিতেছিল।

তৎপরক্ষণ পরস্পরের বধ করিতে অভিলাষী কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তখন আকাশের তোরণদ্বারে সমস্ত যুদ্ধকুশল সৈন্যগণ হইয়া দাঁড়াইল।

অভিলাষ করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণ বিভিন্ন ধারায় ভয়ংকর পরস্পরকে তীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্রে বিদারণ করিতে লাগিলেন। এই সকল যোদ্ধাই অস্ত্রপ্রয়োগে অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন।

মহাধনুর্ধর মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যের উপর শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাহাদের অগ্রসর হইতে বাধা দিলেন।

রাজন্! সেই সময় দ্রোণাচার্য যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া পঞ্চালদেশীয় পাণ্ডব-যোদ্ধারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

যেরূপ বায়ু মেঘকে ছত্রাকার করিয়া দেয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের দ্বারা অস্ত্রবিদ্ধ হইয়া পাঞ্চালসহিত পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

দ্রোণাচার্য যুদ্ধে পরাক্রমের বিদ্যাপ্রভাবে প্রথমে অভিলাষের মধ্যেই পাণ্ডব ও পঞ্চালগণকে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন।

যেরূপ ঘোর মেঘগর্জনে পীড়নের করিয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্যকর্তৃক পীড়িত হইয়া দৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চাল যোদ্ধারা অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

তখন বিদ্যাপ্রভাবে অধিক বলশালীকুমার বীরবর মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ বাণসমূহ দ্বারা করিয়া দ্রোণাচার্যের বাণবর্ষণ বন্ধ করিয়া দ্রোণাচার্যের সৈন্যদিগকে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর ক্রুদ্ধমনা ধৃষ্টদ্যুম্ন তীব্র বাণবর্ষণ দ্বারা দ্রোণাচার্যের বাণবর্ষণ প্রতিরোধ করত সমস্ত কৌরবসৈন্যবিনাশ করিতে লাগিলেন।

তখন মহারথীদের দ্রোণাচার্য নিজ সৈন্যদলকে সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে দূরীকরণে স্থিরভাবে সমাধি করিলেন এবং ক্রুদ্ধমনা ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন।

যেরূপ অভিলাষ ক্রুদ্ধ হইয়া সকল প্রাণীদিগের উপর প্রহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর প্রহার

অবধীৎ সমরে ক্রুদ্ধঃ সর্বসৈন্যানি বীর্যবান্।
যে ক্ষত্রিয়াণাং ক্রোধেন যাতাঃ পাণ্ডবসৈনিকাঃ॥ ৪১
পুনঃ পুনরতিক্রম্য নিহত্যেবাবশেষয়ন্।
যথা পর্যায়তঃ ক্রোধঃ পাণ্ডবানাং বলে বলী।
অনাবৃতঞ্চরন্ বাণ-সমবৃত্তবিবাহনম্॥ ৪২

যখন অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন, তখন ক্ষত্রিয়দিগের ক্রোধে পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ৪১

পুনঃ পুনঃ অতিক্রম করিয়া এবং নিহত করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। যখন পাণ্ডবদিগের বলে ক্রোধ বলবান্ হইয়া উঠিল, তখন তিনি অনাবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ ও সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল। ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণপরাক্রমে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

ধনুর্ধারী সমস্ত সৈন্যদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বেগের ন্যায় বেগ কাহারও নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে পাণ্ডবদিগের ক্রোধ বলবান্ হইয়া উঠিল। তিনি অনাবৃত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রথ ও সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল। ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণপরাক্রমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্যের পরাক্রম, তাঁহা বিনাশের নিমিত্ত বিবরণ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দ্রোণমভিক্রুদ্ধা সাত্য-কৃষ্ণ-ধৃষ-বিপান্।
ব্যধিষ্টাং পাণ্ডবং দৃষ্ট্বা ন চৈনং পর্যবারয়ন্॥ ১
ততো ধৃষ্টদ্যুমো রাজা দৃষ্ট্বায়ান্তমনন্তরৌ।
অব্রবীৎ সর্বতো যোধৈঃ কুরুবোনিনিবর্হণাৎ॥ ২
তচ্ছ্রুত্বা বর্ষমুষ্টেণ পাঞ্চাল্যস্য মহাত্মনঃ।
প্রবাদ্যন্তাং ততঃ সর্বে সমাপেতুর্মহারথাঃ॥ ৩

কেকয়া ভীমসেনশ্চ সৌভদ্রোঽথ ঘটোৎকচঃ।
ধৃষ্টকেতুর্বসুদানো বসুদানশ্চ বীর্যবান্॥ ৪
দ্রোণায়েবাভ্যয়ুঃ সর্বে দৃষ্টকেতুঃ স-পাঞ্চালিঃ।
চেকিতানশ্চ কৌরব্যো যুযুৎসুশ্চ মহারথঃ॥ ৫
যে চাপে পাণ্ডিবা রাজন্ পাণ্ডবস্যানুযায়িনঃ।
মুমুচুর্যোধমুখ্যাশ্চ চক্রুঃ কর্মাণ্যনেকশঃ॥ ৬

অষ্টম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্যের পরাক্রম এবং তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত বিবরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্রোণাচার্যকে এইরূপে অস্ত্র, শস্ত্র, রথ ও হস্তিসমূহে সংহার করিতে দেখিয়াও যাবিত পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিল না। ১

তখন রাজা দৃষ্টদ্যুম্ন দৃষ্টান্ত ও অনুমানে বলিলেন,—আমার সৈন্যগণ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া কুরুযোনি দ্রোণাচার্যকে প্রতিরোধ করুক। ২

ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জুন ও অমিতবল-সম্পন্ন দৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে বধ করিবেন। তখন সমস্ত মহারথী বীরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ৩

রাজন্! কেকয়রাজকুমারগণ, ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ধৃষ্টকেতু, বসুদান-সহোদর, বসুদানের সৈন্যরা, দ্রৌপদীর সমস্ত পুত্র, রথ ও উৎসাহযুক্ত সৌভদ্রীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টকেতু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান এবং মহারথী যুযুৎসু—ইহারা ও আরও যে সব ক্ষত্রিয় ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুগত ছিলেন, তাঁহারাও সকলে স্ব স্ব মুখ্য এবং সমস্তদিগের অনুকূল বাক্যে প্রকার বীরোচিত কার্য করিতে লাগিলেন। ৪-৬

সমাক্ষয়ো: তার দৃষ্ট্বা পাণ্ডবৈর্বাহিনীং ক্ষয়ে।
ব্যাদায় বক্ত্রং ক্রোধাদ্ যমবদ্যোধয়ৎ তদা ॥ ৭
স তীব্রঃ ক্রোধসংযুক্তো রথে সমুপবিষ্টবান্।
যাময়ৎ পাণ্ডবানীকমন্তকালীব সর্বভূৎ ॥ ৮
রথানশ্বান্ নরান্ নাগানভিযন্তেষ্বিতস্ততঃ।
চকারোপরতান্ দ্রোণো মুহূর্তেনাপি তৎকৃতা ॥ ৯
তস্য সৌপিংস্তিধাভূতং সোমকেষু ব্যবস্থিতম্।
আজান্নো দ্রুতা রাজন্নিত্যাসা ক্রমং যযুঃ ॥ ১০
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমাপতন্তং মহাব্রতম্।
দৃষ্ট্বা সম্ভ্রান্তমনসো ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ১১
তেষাং প্রাদ্রবতাং ভীমঃ পুনরাশ্বাসয়দ্ বলী।
পঞ্চালা বিবিধাঃ চাসীন্মুক্তঃ পরমধন্বনা ॥ ১২
শূরাণাং চরতস্তত্র ভীরবঃ সুদুর্দর্শনঃ।

ভাবাপৃথিব্যোর্বিবরং পূরয়ামাস সর্বতঃ ॥ ১৩
ততঃ পুনরপি দ্রোণো নাদং বিস্রাবয়ন্ মুহুঃ।
অকরোদ্ রৌদ্ররূপাণাং কিরন্ শরশতৈঃ পরান্ ॥ ১৪
স তথা বেষমাণেষু পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকঃ।
কালবদ্ বাচরদ্ দ্রোণো মুহূর্তে মুহিতো বলী ॥ ১৫
উৎকৃত্য চ শিরাস্যুগ্রান্ বাহূনাশ সুহৃদ্বলান্।
কৃত্বা পৃথান্ রথোপস্থান্নকরোৎ সুমহাবনম্ ॥ ১৬
তস্য ধনুষ্প্রবাণেন যাদৃশেনেব বা বিভো।
প্রাকম্পন্ত রথে দ্রোণো ঘোরঃ শীঘ্রাস্ত্রিতা ইব ॥ ১৭
দ্রোণস্য রথযোধেন সৌবীরস্যেষুধেন চ।
ধনুষশ্চেন্দ্রকল্পস্য নাশকৎ সমরং ক্ষয়ম্ ॥ ১৮
অথাস্য ধনুষো বাণা নিস্তত্রাক্ষ: সমন্ততঃ।
ব্যাপ্তা সর্বা দিশ: শেষুর্বাণবর্ষ-রথ-পরিষু ॥ ১৯

সেই সময়ে পাণ্ডবগণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাঁহাদের সৈন্যবাহিনীকে দ্রোণাচার্য দ্রোণে ক্রুদ্ধ নিকারির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৭

যেরূপ বায়ু যেখানে ঝিল্লি-ঝিল্লি করিয়া উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ রথের উপর উপবিষ্ট হইয়া দ্রোণাচার্য প্রলয়কর বীর যোদ্ধাদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

তিনি মুহূর্তকালের মধ্যে মৃত্যুর ন্যায় উপস্থিত হইলেন। দ্রোণাচার্য উদ্যত ক্রুদ্ধ মৃত্যুসদৃশ এদিক্ ওদিক্ চারিদিকেই বিনাশ করিতে করিতে রথ, অশ্ব, পদাতি সৈন্য ও হস্তিসমূহের উপর ধাবিত হইলেন ॥ ৯

তাঁহার ভয়ে সব পলায়নে তৎপর হইল। তাহার উপর আবার তাহাদের সম্মুখে সেই শত্রুসমূহ রক্তাক্ত হইয়া ধাবমান হওয়ায় তাহা দেখিয়া সকলে ভাবিল। রাজন্! তাঁহাদের সেই বাহুর ন্যায় ভীষণধনুষ্টঙ্কার ছিল। এই অবসরে উহার মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া কি এক পরিমাণের বিস্তৃত দৌড়াইতে লাগিল ॥ ১০

বিস্তৃতপুচ্ছ প্রজ্বলিত-কায়া দ্রোণাচার্যের ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় আসিতে দেখিয়া পাঞ্চাল ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত সৈন্যেরা একত্রি একত্রিত পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১১

তাহারা অবসন্ন পলায়িত, অবসন্ন পুনরায় ফিরিয়া আসিতে এবং অবসন্ন বীরদের ধৈর্যহীন দেখিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, এইরূপ এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া তখন দ্রোণাচার্যের অস্ত্রের তেজের সম্মুখে ঈষৎ হইল ॥ ১২

এই ষোড়শ তখন বীরদলের ৪৭ বলশালিদিগের তত্ত্ব বাহাইতেছিল। এই সব সেই সময় আকাশ ও পৃথিবীর চারিদিকের ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ১৩

তখন দ্রোণাচার্য পুনরায় তথায় নিজের নাম শুনাইতে শুনাইতে শত্রুদিগের উপর শত শত বাণ বর্ষণ করিয়া নিজের তাহার সকল প্রকাশিত করিলেন ॥ ১৪

আর্য! বলবান্ দ্রোণাচার্য মুহূর্তের মধ্যে মুহূর্তের ন্যায় উপায় দেখাইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে তাদের ন্যায় বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তিনি রথারোহণের সময় ও ধনুষ্টঙ্কারের সময়ের ক্ষেত্রে করিয়া রথের আসনসমূহ শূন্য করিয়া দিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রদিগের দ্বারা মৃত্যুসাধ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

প্রভো! তাঁহার ধনুর সহিত তুল্য বিক্রমের এবং বাণসমূহের সেই রথারূঢ় দ্রোণাচার্য যোদ্ধাদের ন্যায় উপস্থিত থাকিলেন ॥ ১৭

দ্রোণাচার্যের রথের যোদ্ধা, রথের ঘোড়ার বিশেষ শব্দ এবং ধনুর টঙ্কার করিতে আকাশে তখনও ঘোষাইল হইতে লাগিল ॥ ১৮

দ্রোণাচার্যের বহু বহু সহস্র বাণ নিক্ষেপ হইয়া সকল দিকেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং রথী, অশ্ব ও পদাতির সৈন্যদের উপর পড়িতে লাগিল ॥ ১৯

যং তাম্রং কমলাবেষমুজ্জ্বলিতপাবকম্।
রোপমাসাদয়ামাস পাঞ্চালঃ পাণ্ডবৈঃ সহ। ২০
তমস্য সহসাভ্যেত্য প্রাহিণোদ্ যবসাদনম্।
তেনৈবচিত্রেণ চ রোপো মহীং সোপিত্সর্বদাম্। ২১
তয়ৈব পরয়োপি পরান্ সত্তমমন্তরা।
রোপেণ বিহিতঃ কিন্তু পরজালময়ঃ কৃতঃ। ২২
পরাজিষু রথাশ্বেষু বারণেষু চ সর্বশঃ।
তস্য নিষ্পিণ্ডিতারেষু চলন্ রোপঃ কৃতঃ। ২৩
স তেনৈবানয়া প্রথমান্তে পক্ষ
পাঞ্চালরাজক পরৈঃ প্রথমা ·
মৃদ্নিষ্টিরানীকমহীনসংখ্যং
রোপোঽত্যগাদ্ ব্যাপ্তমুর্বি-ব্যাপাদিঃ। ২৪
যঃ সৌমদত্তেন মহারথেন
শিনেশ্চ নপ্তা কৃতকার্মুকেন।
দৈবাদ্বতঃ কাশিপতিঃ শিখণ্ডি
দৃষ্ট্বা রথো যাজিনম্ পরৌঘঃ। ২৫

(তেষাং পরা রোপপরৈরিবৃতা
কৃষ্ণাবতুল্য বিবর্তমানাঃ।
শ্রেণীকৃতাঃ সাদিভি রোপবেগা।
ঘীপে নদীনামিব কালযোগাঃ।)

তেষামথ রোপবরৈর্বিমুক্তা
পত্রিণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খাঃ।
ছিত্ত্বা শরীরাণি পরাসুনূনাঃ
ভত্বুর্মহীং রোপিতবিগ্রহাণাঃ। ২৬
তা রোপপৌত্রৈশ্চ রথৈশ্চ ভূমিঃ
শরৈর্বিভিন্নৈর্বিবিধায়ুধৈশ্চ।
প্রচ্ছাদয়ন্তো পতিতৈর্বভূব
সমাবৃতা ছৌরিব তারকাভিঃ। ২৭
দৈবেন-সৌমাঞ্জন-বাহিনীনাং
সৌভদ্র-পাঞ্চাল-সভাজিতানাম্।
অন্যান্ত ধীরম্ সমরে মহর্ষে
রোপে সুতানাং তব সূতিকাঃ। ২৮

রোপাচার্যের মহাসমরপাণী বহু ছিল। তিনি অন্তরালের দ্বারা তখন চারিদিক আবৃত করিয়া দিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চাল সৈন্যরা সেই সময় ঐরূপ নিহত হইয়া ঐরূপে নিহারিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২০

রোপাচার্য ধনুর্ধর এবং এক পলায়িত সৈন্যবাহিনীর সহিত সেই সময় সৈন্যমণ্ডল মধ্যেরোপে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তরালের মধ্যেই সেখানে তুমুল যুদ্ধের অবতারণা হইল। ২১

রোপাচার্য নিজের ধনুষ্টঙ্কার করিয়া এবং ঐরূপ অন্তরালের বিস্তার করিয়া চারিদিকেই বাণের জাল বিস্তার করিলেন—ইহা দেখা যাইল। ২২

পলায়িত সৈন্য, রথ, অশ্ব এবং পলায়নোদ্যত যোদ্ধাদের অঙ্গ-ভিন্নের বিস্তার করিতে করিতে তাঁহার অস্ত্র যেমন মধ্যে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ২৩

পক্ষ যেই যোদ্ধাগণকে আক্রমণ করিতে থাকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের বীর ধনুর্ধর সৈন্যরা তাহাদের রোপাচার্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য তুমুলের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ২৪

ইহা দেখিয়া ভীমসেন, অর্জুন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দৈবাদ্বতরা কাশিরাজ এবং নিধি সকল করিতে করিতে তাঁহার উপর ধাবমান আক্রমণ করিয়াছিলেন। ২৫

(তাঁহার দ্বারা রোপপরৈরিবৃতা হইয়া কৃষ্ণাবতুল্য বিবর্তমানা। শ্রেণীকৃতাঃ সাদিভি রোপবেগা। ঘীপে নদীনামিব কালযোগাঃ।)

তাঁহার রোপবরৈর্বিমুক্তা পত্রিণঃ কাঞ্চনচিত্রপুঙ্খাঃ। ছিত্ত্বা শরীরাণি পরাসুনূনাঃ ভত্বুর্মহীং রোপিতবিগ্রহাণাঃ। ২৬

তা রোপপৌত্রৈশ্চ রথৈশ্চ ভূমিঃ শরৈর্বিভিন্নৈর্বিবিধায়ুধৈশ্চ। প্রচ্ছাদয়ন্তো পতিতৈর্বভূব সমাবৃতা ছৌরিব তারকাভিঃ। ২৭

দৈবেন-সৌমাঞ্জন-বাহিনীনাং সৌভদ্র-পাঞ্চাল-সভাজিতানাম্। অন্যান্ত ধীরম্ সমরে মহর্ষে রোপে সুতানাং তব সূতিকাঃ। ২৮

রোপাচার্যের বাণ হইতে বিবিধ সুবর্ণময় বিচিত্র পক্ষযুক্ত বাণসমূহ ধনুর্ধর, অশ্ব ও সুবর্ণময় পতাকা ভেদ করত ধরাতলে প্রবেশ করিল। তখন এই বাণগুলির পক্ষ রক্তে রঞ্জিত ছিল।১৯

যেরূপ মেঘাকাশে মেঘের মধ্য হইতে আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সেখানে বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া পতিত যোদ্ধাদের দ্বারায় রথ, ধ্বজা ও অশ্বসমূহে সমস্ত ভূমিই আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। ২৭

সাত্যকি, ভীমসেন এবং অর্জুন সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে অবস্থিত, রথ এবং হাতীদিগের ন্যায় যোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন, সেই সৈন্যদলে ও অন্যান্য যোদ্ধাদের মধ্যেও রোপাচার্য বধিত করিতে লাগিলেন, তখন, তিনি তখন আপনার পুত্রগণকে ঐশ্বর্যশালী করাইতে উদ্যুক্ত ছিলেন। ২৮

এবানি চাস্ত্রাণি চ কৌরবেন্দ্র
কর্মাণি কৃত্বা সমরে মহাত্মা।
প্রত্যাগা লোকানিহ কালমৃত্যো
র্দ্রোণো গতঃ স্বর্গজিতো হি রাজন্ ॥৯৯
এবং ব্যবস্থাঃ সুতরাং কৃত্বা শত-সহস্রশঃ।
পাণ্ডবানাং বলে দোষান্ পার্থেভ্যশ্চ বিশাম্পতিঃ ॥ ৬০
অক্ষৌহিণীস্তস্ত্রিকাঃ শূরাণামনিবর্তিনাম্।
নিহত্য পশ্চাদ্ ধৃতিমানলভদ্ বিজয়ং ধ্রুবম্ ॥ ৬১
পাণ্ডবৈঃ সহ পাঞ্চালৈরপিবৈঃ ক্রুরকর্মভিঃ।
হতো দ্রুহ্যতো রাজন্ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৬২
ততো বিনাশো ভূতানামাসীদ্ ঘোরসমাকুলঃ।

দৈন্যানাঞ্চ তথা রাজন্নাচার্যো নিহতো যুধি ॥ ৬৩
যাং যথাং যং বিশো যাশি প্রতিপদ্যন্তনাদৃতাঃ।
তথো বিধিবি ভূতানাং বলং সমকরম্ ॥ ৬৪
দেবতাঃ পিতরশ্চৈব পূর্বে যে চাস্ত যাতবঃ।
মৃত্যুমিত্যঃ তথা তাসাম্ভাঃ যথাবৎ ॥ ৬৫
পাণ্ডবাস্তু তদা রাজন্ বিজয়ানন্দ প্রহর্ষিতে।
সিংহনাদেন মহতা সমকম্পত মেদিনী ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণবধপ্রবণে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজন্! কৌরবেন্দ্র! দুর্যোধন এই সকল ও অন্যান্য বহু বীরোচিত কর্ম করিয়া মহাত্মা দ্রোণাচার্য প্রলয়কালের মৃত্যুর ন্যায় সমস্ত লোককে ত্রাসিত করিয়া এক্ষণে স্বর্গ হইতে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ৫৯

এইরূপ সুবর্ণ ব্যবস্থিতি দ্বারা দ্রোণাচার্য প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের এবম্প্রকার দোষ সমূহ করিয়া পরে দুর্যোধনকর্তৃক নিহত হন। ৬০

ধৈর্যশালী দ্রোণাচার্য যুদ্ধে নিবারণ করিলেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন না, এমন এক অক্ষৌহিণী অধিক সৈন্য সংহার করিয়া পরিশেষে পরম সুখ লাভ করিলেন। ৬১

রাজন্! দুর্যোধনানুরাগী দ্রোণাচার্য আমার মুখে পরাক্রম করিয়া ঘোর পাঞ্চালগণের সহিত ক্রুরকর্মা অমর্ষপরায়ণ পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের বধ সাধন করেন। ৬২

সংহার! তৎপরে আকাশে দ্রোণ নিহত হইলে পর আকাশে অন্তরিক্ষ স্থলে ভূতগণ এবং কৌরব-সৈন্যের আর্তনাদে ঘোরতর হইতে লাগিল। ৬৩

সেই সময় স্বর্গলোক, ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক, দিক্‌সমূহ এবং বিদিক্ (কোণ)-সমূহের প্রতিনিধি করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের "অহো! ধিক্কার" এই শব্দ আকাশে উচ্চারণের শোনা যাইতে লাগিল। ৬৪

দেবতাগণ, পিতৃগণ এবং যাহারা ইহার পূর্ববর্তী ভাই-বন্ধু ছিলেন, তাঁহারাও সেখানে তাঁহাদিগের যথাযথ দ্রোণাচার্যকে নিধন করিতে দেখিলেন। ৬৫

পাণ্ডবগণ জয়লাভ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ৬৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাধ্যায় দ্রোণাভিষেকপর্ব দ্রোণাচার্যের বধপ্রতিপাদক আট অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যস্য নিধনবার্ত্তা শ্রুত্বা দুর্য্যোধনস্য বিলাপঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কিং দুর্য্যোধঃ হতে দ্রোণে তস্মিন্ সাত্বত-সত্তমঃ।
তথা বিপুলযত্নেষু সর্ব্বশস্ত্রভৃতাম্বরে। ১
ধনঞ্জয়ো মহাবাহু মহাস্ত্রীবীর্য্যবান্নরঃ।
প্রাহরদ্ধো বাহুবৎ দ্রোণস্তরো মৃত্যুমুপেয়িবান্। ২
তথা তু সাত্বতস্যাস্য শত্রুভির্দুঃখমর্ষণম্।
বিস্তরমিদ্মাচক্ষ্ব শুশ্রূষন্নেবতস্ত্বহম্। ৩
ক্ষিপ্রহস্তঃ বিচলেষ্টঃ কৃতিনঃ চিত্রযোধিনম্।
দূরেষুপাতিনঃ সাত্বতমুদ্যন্তং পাণ্ডবম্। ৪
পাঞ্চালপুত্রো ভগবান্ বিখ্যাতবরমুদ্যতম্।
দুর্য্যোধনো রাজন্ কথং হতে যতঃ যতমম্। ৫
যস্তঃ হি হৈরু রণস্য পৌরুষাভিমি যে মতিঃ।
যদ্ দ্রোণো নিহতঃ পূর্ব্বং সাত্বতেন মহাত্মনা। ৬
অন্যঃ চতুর্বিধঃ বীরো যস্মিন্নাসীৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
তস্মিন্নমরসাঙ্কাশে দ্রোণে শান্তনবে হতে। ৭
কথা হতঃ ধনঞ্জয়ঃ বৈরোচনবিনাশিতম্।
তারয়ন্নধিরথাংশ্চান্যান্ লোকমপাদ্যতে। ৮
ন নূনং শত্রুহন্তেন ছিদ্যতে কোঽপি সন্তত।
যত্র দ্রোণময়ঃ ক্রান্তা হতঃ বীরাধি মন্তথী। ৯
হৈরেষেব পরা যত্নে মন্যন্তে হি পৌরুষম্।
অস্ত্রশাস্ত্রময়ঃ নূনং ক্রান্তঃ মৃত্যুঃ যম। ১০
যদ্ভূত্বা নিহতঃ দ্রোণঃ শত্রুণা ন বিশোষাতে।
ব্রাহ্মে হৈরে তথৈবস্ত্রে যত্নপাল্ল গুণাধিনঃ। ১১
ব্রাহ্মণা রাজপুত্রাশ্চ ন কথং মৃত্যুনা হতঃ।
দেবেষঃ সাগরস্যেব বেলোহিব বিলপন্। ১২

নবম অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।]

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়! বলদেখি দ্রোণাচার্য্য যখন যে করিয়াছিলেন যে, যাহার জন্য পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণ তাঁহাকে আমার কাহাকে সমর্থ হইল? এই দ্রোণাচার্য্য ত' সমস্ত অস্ত্রশিক্ষিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অস্ত্রবিদ্যায় বিপুল ছিলেন। ১

তাঁহার হস্ত কি অতিশয় ক্ষিপ্রকারিণী এবং বাণসমূহের প্রহার করিবার সময় তাঁহার লক্ষ্য স্থির হইত? নিরন্তর অথবা দ্রোণাচার্য্য অসাধারণ ছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার মৃত্যু হইল? ২

আহা! দ্রোণাচার্য্য ত' সমস্ত শস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি যুদ্ধকালে সমস্তধারী বাণসমূহ বারংবার বর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি বিপক্ষকে আক্রমণকালে করিতে পারিতেন। তিনি বিচিত্র যোধিতে যুদ্ধ করিতে পারিতেন এবং বিপক্ষ ছিলেন। বিপক্ষেরা ও বিপক্ষেরা এই দ্রোণাচার্য্য বীর মহাত্মা হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন নাই। এই বিষয়েই দ্রোণাচার্য্যকে পাঞ্চাল-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপে সংহার করিল? তিনি সমরে নিহত কথা করিতে পারিতেন, অমরগণের ন্যায় মহাত্মাগণ ছিলেন এবং মহাবীর বীর ছিলেন। ৩-৪

নিশ্চয়ই পুরুষার্থ অপেক্ষা দৈব প্রবল,—ইহাই আমার বিশ্বাস; নতুবা দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় পৌরুষশালী বীর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কিরূপে নিহত হন? ৬

যে বীর দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু চতুষ্টয়ের আশ্রয় করিয়া স্থিতি ছিল, সেই মহাত্মাগণের আশ্রয় দ্রোণাচার্য্যকে তুমি নিহত বলিয়া বর্ণনা করিতেছ। ৭

মহাত্মাগণ আমাদিগের সুমহান্ ধনে আরূঢ় হইয়া অবস্থিতি বিপক্ষনাশী দ্রোণাচার্য্যকে নিহত হইতে শুনিয়া আমি আমার লোককে কোনরূপে অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। ৮

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি অন্যের মুখে মৃত্যুবরণ করে না। যাহা না হইলে, দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া হতশ্রুতি আমি এখন জীবিত আছি? ৯

আমি ত' হৈরকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। মৃত্যুরও ত' অসাধ্য কার্য্য। নিশ্চয়ই আমার এই দুঃখ-ভরা লৌহময় হৃদয় নিশ্চিত, অন্যথা দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়াও যে শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না।

ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণগণ এবং রাজপুত্রগণ প্রায় ও হৈর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যাহার উপাসনা করিতেন, তাঁহাকে মৃত্যু কিরূপে গ্রহণ করিতে পারিল?

দ্রোণাচার্য্যের প্রসূতিকে পতন সমুদ্রের জল হইয়া যাওয়া

পতন্তং তমহং মন্যে ন যুদ্ধে দ্রোণমাপতন্।
দৃষ্টানাং প্রতিষেদ্ধারং বাসিতানাং চ রক্ষিতা। ১৩
যোদ্ধারমীদৃশং কৃত্বা প্রাণানপি পরন্তপঃ।
মন্যামহে মহৎ পুত্রাণাং ভয়াণাং মহৎ বিক্রমম্। ১৪
ধ্রুবস্তস্যাবধৌ মৃত্যো ন বিদ্মঃ কথম্।
যে চ দোগা ধনঞ্জয়াদ্ধা প্রাপ্তৈর্বিশিখৈঃ। ১৫
অথে বাস্তথা মুক্তঃ সর্বসৈন্যাতিগা ইবে।
বলিনো ক্লেশিতা দাস্তাঃ সৈন্ধবাঃ সাদুবাহিনঃ। ১৬
দৃষ্টাঃ সংগ্রামমধ্যেষু কপিধ্বজবিজয়াঃ।
করিণাঃ যুদ্ধতাঃ যুদ্ধে পথাদুদ্ভিনিষেবৈঃ। ১৭
আ-কেশপক্ষবধাণাঃ পদ্মপাক সরিভাঃ।
আসংস্তঃ পরান্ জেতুঃ জিতবাসা জিতাযাঃ। ১৮
হতাঃ পরাজিতাঃ কীর্ণা ভারতাভয়যোধাঃ।
তে চ কথং রথে যুক্তা নরবীরসমাধিতে। ১৯

কথং নারায়ণাস্ত্রাশ্চ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
ভারতপরিবারমাত্রাং ন মথ্নুয়ুঃ। ২০
ভারদ্বাজঃ কিমকরোদ্ যুধি সত্যপরাক্রমঃ।
বিদ্বান্ হ্যস্ত্রোপজীবিত্বে সর্বলোকধনুর্ধরঃ। ২১
ন সত্যাদ্ধো বলবান্ দ্রোণঃ কিমকরোদ্ যুধি।
দিবি শক্রমিব জ্যেষ্ঠং মহাযাত্রা মহৌজসম্। ২২
কে নু তং রৌদ্রকর্মাণং যুদ্ধে প্রত্যুদ্যযুঃ রথাঃ।
নদন্ত কদনং দৃষ্ট্বা প্রাদ্রবন্তি চ পাণ্ডবাঃ। ২৩
বিবাসয়ঃ বিমুর্ধানঃ রথে তস্মিন্ মহাবলম্।
উদ্যতো সর্বলোকেন ধর্মরাজঃ সহানুজঃ। ২৪
পাঞ্চালপ্রমুখো দ্রোণঃ সর্বতঃ সমবারয়ৎ।
নূনমাবারয়ৎ পার্থো রথিনোঽস্ত্রবিদস্তৈঃ। ২৫
ততো দ্রোণঃ সমাবোহৎ পাঞ্চাঃ পাপকৃতম্।
ন ধ্রুবং পরিলম্বামি রথে কস্মিন্ সুচিন্তিঃ। ২৬

যেন শত্রুদের এদিকে ওদিকে যখন এবং সেখান থেকে সেখানে পতঙ্গের মতো; আমি তো কোনভাবেই ইহা মনে করিতে পারিতেছি না।

শত্রুবাসব দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষাকর্তা এবং রাত্রিকালে পুত্রদলের রক্ষাকর্তা ছিলেন। হেন আচার্য যখন তিনি নিজের প্রাণ পর্যন্ত দান করিলেন।

আমার মূর্খ, পুত্রগণ পিতার পরাক্রমে ভরসাতে আশা পোষণ করিত, তিনি যুদ্ধিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্যদের তুলা ছিলেন, সেই দ্রোণাচার্য কিরূপে নিহত হইলেন?

যাহাদের বর্ম সুকবচ ছিল, যাহারা বিশাল এবং দৃঢ়সংঘাতী ছিল, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আস্থাস্থিত ছিল, যাহারা রথে যোজিত হইলেই বায়ুবেগে রথে গমন করিয়া থাকে, সংগ্রামে সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, যাহারা ধনুর্ধারী, যুদ্ধবিদ্যায় ও রথে উঠিবারকালে রথে করিতে সবল, রথারোহণ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বায়ুবেগে গমন এবং উচ্চৈঃস্বরে হ্রেষারবি করিয়া থাকে, রথের উপর অবিচল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ও অস্ত্রশস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে পারে এবং শত্রুসৈন্যকে ভয় করিতে উৎসাহী, যাহারা শিক্ষা ও যান ভয় করিয়াছে, সেই শিক্ষাদের উৎপন্ন অশ্বসকল যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করিতে করিতে ধনুর্ধারিদের কুরুক্ষেত্রি, পথ ও ভূমিতে সকলের পায় বিনাশ হইয়া পড়ে নাই তো? ১৭-১৮

দ্রোণাচার্যের রথবাহী সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত অশ্বরা কি পরাজিত হইয়াছিল? তাহা? দ্রোণাচার্যের দুর্ধর্ষ রথে যোজিত এবং সেই সকল অশ্বাদিগকে রথে উপস্থিত রাখিয়া এই অশ্বের পাণ্ডব সৈন্যকে কেন উত্তীর্ণ হইতে পারিল না?।

সেই দুর্ধর্ষ রথে উপস্থিত থাকিয়া শত্রুপরাক্রমী দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে কি করিলেন?

সম্পূর্ণ অস্ত্রের অধিপতি যিনি বীরগণ পিতার বিদ্যার আমার ভরত ভরত জীবনির্বাহ করিয়া থাকে, সেই সত্যপরাক্রমী বলবান্ দ্রোণাচার্য যুদ্ধে কোন্ কার্য করিয়াছিলেন? যাহা যেরূপে ইন্দ্রের ন্যায় এ সংসারে তিনি জ্যেষ্ঠ এবং সকল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, সেই ভয়ের কারণরূপী দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হইবার জন্য কোন্ কোন্ রথী যুদ্ধে বিরাজিল?

সেই রণক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকের প্রয়োজন এবং দুর্ধর্ষের সংহারী ভয়াল দ্রোণাচার্যকে দেখিয়া পাণ্ডবসেনারা পলায়ন করিয়াছিল কি?।

মাধবের সহিত অর্জুনের যুদ্ধটি যেন সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সহিত যখন কাল ধ্বংসাত্মক রূপ সহকারে দ্রোণাচার্যকে বিরিয়া ফেলে নাই তো?।

নিশ্চয়ই অর্জুন নিজের পরাক্রমী বাণসমূহের দ্বারা আচার্যদেবের অস্ত্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, এইরূপই পাঞ্চালরা ইহার দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছিল।

বিরোচনী অর্জুনসহ দুর্ধর্ষির অসহনীয় দৃষ্টির ন্যায় ভয়ানক

দৃষ্টদ্যুম্নমুখে সৌন্যং পাঞ্চালানাং কিরীটিনা।
যৈর্ন্যস্তঃ সর্বতঃ ক্ষুদ্রঃ পাঞ্চালানাং পরাজয়ঃ। ২৭
কেকয়ৈশ্চেদিকারূষৈর্মৎস্যৈরথ চ সৃঞ্জয়ৈঃ।
ব্যাকুলীকৃতমাচার্যঃ সিন্ধুসৌবীরকৈঃ তথা। ২৮
কর্ণস্যানুকরে সক্তং তথানেরি মহিত্বয়।
যোধযোধ্য চমূরো বেদান্ পাঞ্চালাবাপ্নুহি যশঃ। ২৯
ব্রাহ্মণানাং প্রতিষ্ঠাসীৎ শ্রোত্রমাহিব সাধ্যঃ।
ক্ষত্রস্য ত্রস্ত হৈবেহ যোদ্ধাসি ভরতর্ষভ। ৩০
স কথং ব্রাহ্মণো বৃদ্ধঃ পরেণ ব্যবসাদ্যতে।
অস্মিন্ মহতি সংগ্রামে ক্ষিপ্যমানঃ সদা ময়া। ৩১
অনর্হমাণম্ কৌন্তেয়ম্ বর্ষীয়ন্তম্ চ মানদম্।
যস্ত কথাসু কৌরব্যে লোকে সর্বত্র পূজিতঃ। ৩২
স পঞ্চালঃ সুতস্তস্য শ্রীকাময়িতুমিচ্ছতি কথম্।

যদি তাঁর ওপর তাঁহাকে বেশিতে পারেনি না, যে অস্ত্রিয়া তেমনী দ্রোণাচার্যকে বধ করিতে পারে?

কেকয়, চেদি, কারূষ, মৎস্যদেশের সৈন্যগণ এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবংশ যাহারা দ্রোণকে চৌদিকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছিল, তেমন বহু চতুরী পাণ্ডি সর্বদিকে বিদ্রাবণ করিয়া থাকে। সেইরূপ এবং অন্যান্য পাঞ্চাল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সহিত বিরত দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়াছিল—এই কথাই সর্বত্র শোনা যাইতে ছিল। তিনি নিশ্চয়ই হয় অস্ত্র এবং পরম ক্ষেত্রাদীর ইন্দ্রিয়াদি-পুরোহিতদিগের সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের পথে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তেমন যৌবনকালের পরেও সম্ভব। তিনি পঞ্চদিগকে পরাজয় করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ও অরিন্দম—এই উভয় রূপেই অবস্থান করিতেন, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য আমার বাণ বিদলন করিতে থাকিলেন?

আমি সমরে পূর্ণ হইয়া কটুভাষণ করিয়া অনেকবার তাঁহাকে সর্বদা পাণ্ডবদিগকে ক্ষেপ দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমার এই ব্যবহারের দ্রোণাচার্য কীরূপে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এই কথাই জনমেজয় যে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সমস্ত বহুবিধ ধারার বিস্তারের কারণ- আমাদের কুরুর ভীরুবিশেষে তবে, সেই সনাতনিক পুরাণা দ্রোণাচার্যকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ পাঞ্চালেরা বিদলন বধ করিল?

ধর্মরাজের ইচ্ছায় এ-কথাও তিনি সর্বদেবা জেন,

যিনি শক্র ইব ক্রোধী মহাদেবো মহাবলঃ। ৩৩
স কথং নিহতঃ সার্থৈঃ ক্ষুদ্রজন্তৈরিবা ভিষিঃ।
কিমস্ত্রমস্ত্র বলবান্ দুরুত্বারিমর্দনঃ। ৩৪
ন যস্ত বিদ্যতে কার্ত্স্ন্যে বিদ্যা প্রাপ্তা কীরতি।
যঃ সৌ ন জয়তঃ সংখ্যে ক্রীড়মানঃ বলাচ্চরন্। ৩৫
ব্রাহ্মণ্যে ক্ষেত্রকামানাং আচার্যেষ্ণ বহুশ্রুতম্।
অমীনঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ দ্রৌণমুদ্যন্তমন্তিকম্। ৩৬
নাহং ভূতং ভয়ং দ্রোণং নিবর্তিষ্যন্তিকম্।
কথং সঙ্গম্য দুর্বুদ্ধিমুদ্যন্তমপরাজিতম্। ৩৭
পঞ্চভ্যঃ পুরুষেভ্যোঽন্যঃ সমরে পার্থযোধবীৎ।
কো দুরাধর্ষমুদ্যন্তং ধনুষ্মন্তং দ্রোণমন্তিকাৎ। ৩৮
কো হ পঞ্চালমেবৈকং সমগ্রং দুর্ধরা পরিম্।
কোঽন্যত্র ধর্মিণঃ চক্রুং সব্যঃ কো চ ধনুষ্মন্তঃ। ৩৯

সেই মহাবলবান ও মহাবল দ্রোণাচার্যকে দুষ্টবুদ্ধিরা সেই-ভাবে বিনাশ করিল, যেমন ক্ষুদ্রজন্তুরা ভিষিগ্বরকে বিনাশ করিয়া থাকে। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

যিনি কিপ্রহস্তে সহিত যুদ্ধকালকারী, বলবান্, দৃঢ়বপু ও শত্রুমর্দনকারী ছিলেন। কোনও অস্ত্রবিদ্যা বীর তাঁহার বাণসমূহের লক্ষ্য হইলে জীবিত থাকিতে পারে না। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে দুষ্টবুদ্ধি এক কখনও আসে যাইতে পারে নাই,—এত—বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণদের মিষ্ট বেদধ্বনি এবং ক্ষিতীয় ধ্বনি—অসুর দুর্বুদ্ধিদের মতো ভয়ঙ্কর ভয়ের উদয় করিত।

সিংহ এবং বৃষ্টিমুখ পরাক্রমী, ঈশান, ব্রহ্মচারীর এবং সাধনা আসক্তিত্ব পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের বধ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না।

সত্য! যাঁহার বল ও বল কখনও হ্রাস হয় না, সেই দুর্ধর্ষ বীর দ্রোণাচার্যের সমরাঙ্গনে সকল ধনুর্ধরিগণের সম্মুখে দৃষ্টান্ত কিরূপে বধ করিল?

কোন কোন যোদ্ধা সেই সময় নিকট হইতেই দ্রোণাচার্যের রক্ষা করিতে থাকিয়া তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল এবং কোন কোন যোদ্ধা দুর্বল সঙ্গে না থাকিয়া তাঁহার পশ্চাতে অবস্থান করত তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল? কোন বীর সেই মহাত্মার দক্ষিণচক্র এবং কোন বীর তাঁহার বামচক্রের চক্র রক্ষা করিতে ছিল? সেই সময় যুদ্ধরত দ্রোণাচার্যের সম্মুখে কাহারা ছিল

পুত্রস্তাং কে চ বীরস্ত মৃত্যুমানন্ত মানুষে।
কে চ তস্মিংস্তদা রাজন্ প্রতীপং মৃত্যুমাব্রজন্। ৭০
দ্রোণস্ত সমরে বীরঃ কেতুমূর্ধনি পার্থিবঃ।
কস্মিংশ্চিদন্তরে তস্থাবস্মিন্ যাতরথে রণে। ৭১
অস্মিন্নাত্মরক্ষার্থং পুত্রে তস্মিংশ্চ বৈরিণি।
ন স পূর্ণমবেক্ষ্যাস্মাদ্ রণে দৌষ্যাং প্রপদ্যতে। ৭২
পরাক্রম্যাপরং প্রাপ্য সমরং নিরতঃ পরৈঃ।

এতমর্থোপ কর্তব্যং কৃষ্ণাযাশ্চাপরাধজম্। ৭৩
পরাক্রমেণ যুদ্ধস্ব্য যুক্ত স্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্।
মুক্তবে যে মনশ্চক্রে কথা তাবদ্বিধায়তাম্।
তুমুলে সমসংক্রন্দে পরিমৃজ্যামি সমরম্। ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দুর্যোধনোক্তে নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ। ১৯০

এবং তাহারা নিজেদের পরীক্ষের মধ্যে পরস্পরাগতক্রমে বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া সেই সমরে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। ৬৯-৭০

দ্রোণ বীরবর দ্রোণাচার্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল। তাঁহার সম্মানার্থ দূর করিয়া তাঁর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে একাকী পরিত্যাগ করে নাই তা? এইরূপে পুত্র সমরে একাকী পাইয়া সকলে তাঁহাকে সংহার করে নাই তা? ৭১

যিনি কৃষ্ণার বিপদের মধ্যে পরিত্যাগ করিবে বীর দৌষ্য-

হয়ত সকলেরই মনে করিয়া পুত্রবধের করেন না, যিনি বিপক্ষদলের মধ্যে নিজেকে নিহত করিলেন।

সত্য? মহারাজ! পক্ষিত হইয়াও সেই পুত্রের হিতাই কর্তব্য যে, যিনি যথাশক্তি পরাক্রম দেখাইবেন, তাঁর নিজ দ্রোণাচার্যে পূর্ণরূপে প্রবিষ্টিত ছিল। ৭২-৭৩

আজ! এই সময় আমার মন মোহিত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব যুদ্ধি এই কথা বলা বন্ধ করিয়া দাও। পুনরায় তোমার সাক্ষ করিবার আমি তোমাকে এই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব। ৭৪

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের দ্রোণাচার্যপর্ব দ্রোণাভিষেকপর্বে দুর্যোধনের শোকবিনোদ নামক নব্বইয়ের অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা দুর্যোধনের শোকের ব্যাকুলতা, সঞ্জয় প্রতি যুদ্ধবিষয়ক প্রশ্ন।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং পৃষ্ট্বা সুতপুত্রং রাজোকেমাদিবো স্বপন্।
অথ নিশ্বাসং সুস্রাবাং দুর্যোধনপরং বিভো। ১
যঃ বিনাশঃ বিলপিতং বিবিধুঃ পরিচারিকাঃ।
তেনৈবাকাশকল্পেন বীজয়ন্তঃ পৃথগ্বিধৈঃ। ২
পরিবার্য চৈনমাসীনা সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।

পরিবর্তমানাস্তমপৃচ্ছংশ্চৈব পার্থিবম্। ৩
উবাচ তৈঃ সমেতৈঃ রাজানং পৃথিবীপতিম্।
আসনং প্রাপ্যমাসুর্যাসকরো মহাবলঃ। ৪
আসনং প্রাপ্য রাজা তু যুদ্ধাভিপরিপ্লুতঃ।
নিশ্চেষ্টোঽবিষ্ঠত তদা বীজ্যমানঃ সমন্ততঃ। ৫

অধ্যায় বীরন তব দেখে বসিয়া থাকিল। ১

মহারাজের পক্ষিত হইতে দেখিয়া দুর্যোধনের অতি ভীত তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন এবং তাঁহাকে ব্যজন দ্বারা তাঁহার করিতে লাগিলেন। ৩

তাঁহারা সেই মহাবলী বীরকে ধীরে ধীরে তুলিয়া লইয়া সিংহাসনে বসাইলেন। সেই সময় তাঁহাদের চেষ্টা হইতে অতি বিনীত হইয়াছিল এবং তাঁর বাস্পসমূহ ছিল। ৪

সিংহাসনে বসাইবার দ্বারা দুর্যোধন মূর্ছাপীড়িত হইয়া নিশ্চেষ্ট ছিলেন। অনেকক্ষণ বিলাই তাঁহার পাখা করা হইয়াছিল। ৫

স লব্ধ্বা সবলৈঃ সঙ্গাৎ বেগবানো মহীপতিঃ।
পূর্ণাবর্ষনিভঃ ক্রুদ্ধঃ পর্যাপৃচ্ছদ্ যথাতথম্ ॥৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কঃ স ভৈরবিবাদিত্যো জ্যোতিষা প্রজ্বলন্নিব।
অস্মাকমক্ষয়াজ্ঞাক্ষ কঃ সোমাবরোহক। ৭
প্রতিষিদ্ধশ্চ বারঃ সন্ যথা ক্রুদ্ধঃ ত্বয়িষ্যতি।
প্রসহ্যকঃ দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টোঽস্মানিব। ৮
যাদিষ্টোঽসহতে যত্নমন্যা প্রতি মুখৈঃ।
নিঘ্নন্ যান্ যান্ বীরান্ বীরঃ সুকথমহঃ। ৯
যো হ্যেকো হি মহাবীর্যো নিবর্তেত যোঽক্ষুধা।
ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধোদরঃ কঃ নু বিক্রমেত সমাসঙ্গাৎ। ১০
কঙ্কৃষ্টিঃ ক্রুদ্ধ সক্তবিষাসবেগমুচ্যতম্।
কাঙ্ক্ষঃ যতমানঃ লোকে কে শূরাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥১১
কে দ্রুতমন্যঃ বাতানবিধাসবেগমুচ্যতম্।
সমাসেদুর্নিবর্যাঙ্কঃ কৌরেয়ঃ ক্রুদ্ধ যাতকাঃ। ১২

ত্বয়ৈবাভিগুপ্তাশ্চ যো বৈ রোদসীপ্রমাণবৎ।
ঃ করোতি যুধং কর্ম সত্যবতঃ বৈ মহাবলঃ। ১৩
মহাকায়ো মহেষ্বাসো বাসাসুক্তসনো বলে।
ঃ ভীমসেনমাত্তাঙ্কঃ কে শূরাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥ ১৪
যমাযচ্ছেদ্দণ্ডহস্তো যুগঃ পরমবীর্যবান্।
সঙ্কৃষ্ট ইব বীরঘ্নস্তুমুলায়মনীঃ সৃজন্। ১৫
বিসৃজন্ শরজালানি বর্ষাণি যথবানিব।
অবস্তৃণন্ দিশঃ সর্বাস্তমসেবোদিতো রবিঃ ॥ ১৬
চাপবিস্ফারঘোষো যোধো ঘনগুরুস্বনাত্মকঃ।
ঃ নেমিঘোষস্বনিতঃ পরসৈন্যাভিমূদনঃ ॥ ১৭
যোগানিলসমুদ্ভূতো মনোঽভিপ্রায়বীর্যবান্।
মর্মাভিজ্ঞো বাণবরস্তমূলঃ যোধিতোষকৈঃ ॥ ১৮
সমুদ্যতান্ দিশঃ সর্বা যানৈরাস্তরন্ মহীম্।
ভীমসিংহনিভো যৌধো দুর্ধর্ষোঽনপসারয়ন্ ॥ ১৯

যে সমরে উদ্যত হইয়া রোদসীমণ্ডলে আকম্পন উপস্থিত করিয়াছিল, যে পক্ষ নিত্যই মহাসত্ত্বের প্রবণে করিয়া থাকে, যে মহাবল, মহাকায়, মহা-ইষ্বাসধারী এবং বাহুতে যাহার বল অতিশয় প্রবল বিদ্যমান, সেই ভীমসেনকে আক্রমণ করিতে আমার পক্ষের কোন্ বীরগণ সাহসে প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ১৩-১৯

যে যোদ্ধা স্বয়ং কালরূপ, অধিক পরাক্রমশালী ও মহাবীর, সেই অক্ষুব্ধ বিপক্ষবিনাশকারী যোদ্ধার প্রতি আজ সংগ্রামে কাহারা প্রয়াস করে, যে অন্তকারী ইন্দ্রের ন্যায় বাণসমূহের বর্ষণ করিয়া থাকে, যে নিজ পক্ষ ইন্দ্রিয়গণি এবং ধনুকের সহিত পাশে সকল বিপক্ষকেই প্রতিরুদ্ধ করিয়া তুলে, যে নিজেই যেমনভাবে বিহিত প্রতীত হয়, আর যে সমরে নিজেই বিধাতার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি ইন্দ্রিয়া সমরে নিজে আসার বাহির ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহার ধনুকের গুণের পর যে যেমনভাবে ন্যায় আসার মনোরথ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। ক্ষেমধন্বী বাহু তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। যে মনোরথের ন্যায় শিঘ্রগামী ছিল এবং বিপক্ষদলের সমস্যান বিনীর্ণ করিত। বাণসমূহ করিলে যে অধিক অস্ত্রকৌশলে প্রতীত হইত এবং যাহার ধনুকের দ্বারা সমস্ত দিক্‌কেই প্রবিষ্ট করিয়া থাকিতে অনুভবকারী ব্যক্তিগণ সমস্ত সন্দেহ আসন করিয়া থেকে। যে সমস্ত অসহ্য সমরিকের অনুকারী দুর্ধর্ষণ অক্ষুব্ধ যুদ্ধে যাহার

যুদ্ধ্যন্তাবিদম্ বিজয়ো গাঢ়ংগৈঃ সিলাশিতৈঃ।
গাণ্ডীবং গাহতে যৌধাম্ কীর্ণঃ যো মনস্বনা। ১০
ইন্দ্রাশনিসমাকারান্ ঘূর্ণন্ কপিবরধ্বজঃ।
মহাহাং কথমাসীৎ বু তত্র পার্থঃ সমীক্ষতাম্। ১১
কচ্চিন্ গাণ্ডীবমুক্তেন ন প্রযুক্তি বৈ বলম্।
যদ্বঃ সাহবরঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণয়োরো ন মাধবঃ। ১২
কচ্চিন্নাগায়ুতপ্রাণো নিমুক্তিগো বলবত্তরঃ।
যাতো বেগাদিবাবিষ্যন্ সরথৈর্ন্ পান্। ১৩
কো হি গাণ্ডীবমুক্তান্ ঘরে গোঢ়ুং নরোঽর্হতি।
ঋতে দেবমনুষ্যেন্দ্রান্ সর্বে বিদীর্যতে। ১৪
যত্সেনাঃ সমুদ্ভূতা ধরীরাম্বুধরম্ তমম্।
কে তত্র মাজয়ন্তীহ কে ক্ষুদ্রাঃ পার্থমন্ তদা। ১৫
কে বা তত্র ধনুস্তাক্ষ্ণা অগীতাঃ কৃষ্ণমাহবে।

অনাকুলাঃ কেবাং বৃদ্ধেবশি বলবত্তরম্। ১৬
ন চ বেগঃ শিতাগ্রস্য বিসর্জিতুমি যাদবাঃ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষা আরুণ্ড্ কলহর্ষিণঃ। ১৭
বিস্ফূর্জথো যস্য যন্ত্রা যস্য রোদো বলবত্।
অশ্বত্থাদ ন ঘথো জেতুং অন্যে দেবাসুরৈরপি। ১৮
সুকুমারো যুবা শূরো দর্শনীয়শ্চ পাণ্ডবঃ।
দেবরাজ বিনুথো যুধি মহাপরাক্রমঃ। ১৯
আরাবঃ বিপুলঃ ঘূর্ণন্ যাবন্ সর্বসৈনিকান্।
কথাসাদ্যকুলো রোদঃ কে শূরাঃ পর্যবারয়ন্। ২০
আর্ষভিব চ ক্রুদ্ধঃ সহদেবো ন্যবারয়ৎ।
কথম্ ঘুধিষ্ঠিরম্ পক্ষ্যা বেগেন দুরতো যুধি। ২১
মার্দ্রীপুত্রমযোধেষু ভীমরূপমবস্থিতম্।
নকুলেন রথাযাতু কে শূরাঃ পর্যবারয়ন্। ২২

ধনু ধারণ করিয়া বিপক্ষের পক্ষ নিয়া গাণ্ডীবধনুর গুণসম্পর্কিত বাণসমূহে তুমুলযুদ্ধে আমার পুত্রগণ এবং সৈন্যদিগকে আহত করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় যোদ্ধাদের মনের ভিতর অবস্থা হইয়াছিল ? ৮-১০

যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অমানুষী শক্তির বলে আকাশকে যেন বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত করিয়া যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিল, সেই সময় তাহাকে দেখিয়া যোদ্ধাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? ১১

যে সময় অর্জুন অস্ত্রের তরঙ্গ বিস্তারণ করিতে করিতে যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই সময় গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমাদের সৈন্যরা মুগ্ধ হইতে আরম্ভ (পলায়ন করিয়া) হইয়া যায় নাই তো ? ১২

এই অবসরে পার্থ যদি বাণসমূহে যোদ্ধাদের সৈন্যদের প্রাণ হরণ করে নাই তো ? যেরূপ বায়ু সবেগে বাহির হোয়া মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন সবেগে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের আক্রমণে বিপক্ষ সৈন্যদিগকে আহত করিয়া দিয়াছিল ? ১৩

সৈন্যদের পক্ষধরী বলে যাহার নাম শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যরা বিদীর্ণ হইয়া (পলাইয়া) যায়, সেই গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বেগ কখনকে কোন্ যোদ্ধা সহ্য করিতে পারে ? ১৪

যেখানে সমস্ত সৈন্যরা একত্রিত হয়, বীরগণের মনে ভয় উপস্থিত হয়, সেখানে কোন্ বীরগণ যোদ্ধাশ্রেষ্ঠকে আক্রমণ করিতে যায় নাই এবং কোন্ অল্প সৈন্যরা তখনতঃ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল ? ১৫

যে যাদবেরা প্রতিপক্ষদের (দেবতা ও দানবদের) জয় করিয়াছে, সেই বীর অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিকূলরূপে পাইয়া কোন্ কোন্ বীরগণ সেখানে নিজেদের দেহের মায়া ত্যাগ করত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল ? ১৬

আমার সৈন্যরা যোদ্ধাদের অর্জুনের বেগ এবং ধনুর্ধারণের যোদ্ধের ন্যায় মহান ধনুর্ধারী গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না ? ১৭

যাহার সারথি বাসুদেব এবং যাহার যোদ্ধা বীরগণ বলবান, সেই ধনুর্ধর অর্জুন দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও অসহ্য বলিয়াই মনে করি। ১৮

সুকুমার, তরুণ, সৌন্দর্যশালী বীর, দর্শনীয় (সুন্দর), যোদ্ধা, যুদ্ধকুশল বুদ্ধিমান এবং সংগ্রামবিজয়ী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন যখন ক্রুদ্ধ বীরগণের সম্মুখে গমন করিতে করিতে সমস্ত সৈন্যদিগকে পীড়িত করিয়া যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিল, সেই সময় কোন্ বীরগণ তাহাকে প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ১৯-২০

বিষধর সর্পসদৃশ ক্রুদ্ধ এবং বীর ভেবে দুর্বল বীর সহদেব যখন দ্রুত পরাক্রমে ধাবন করিতে করিতে যোদ্ধাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই কোন্ যোদ্ধারা, অমানব বাহুশালিত, ধনুর্ধারণ এবং পরাক্রমশীল বীর সহদেবকে আসিতে দেখিয়া কোন্ কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারিত করিয়াছিল ? ২১-২২

যস্য সৌবীররাজস্য প্রসবা মহতীঃ শুভাঃ।
আসন্ত রথিনীঃ ষোড়শ তাবত্যো দন্তিনস্তথা ॥ ৩৮
সপ্তাশ্বা ধৃষ্টিমন্ত সৌর্য্যশ্চ ত্রয়শ্চাপি কেতনম্।
সর্ব্বাণি ঘৃণয়শ্চৈব নিত্যানি সুমনস্যতে ॥ ৩৯
বলিনং সত্যকর্ম্মাণমহীনমপরাজিতম্।
বাসুদেবসমং যুদ্ধে বাসুদেবাদনন্তরম্ ॥ ৪০
ধনঞ্জয়োপদেশেন দ্রোণিমিন্দ্রসুতঞ্চ যৎ।
পার্শ্বেন সমরেষু ত্বমা দ্রোণায়রায়ত ॥ ৪৬
তুষ্টৌবাঃ প্রবরা বীরা যূনা সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
রাজেব সমরেষু ত্বমা বিক্রমেণ চ ॥ ৪৭
সপ্তাশ্ব ধৃষ্টিকেতুঃ সৌর্য্যঃ ত্রাহ্মণত্রয়ন্তথা।
লাভতে যানি সর্ব্বাণি হৈমোত্তমানি কেবলে ॥ ৪৮
তথৈবাত্তবলস্কন্ধা দ্বারমপি হৈমবীঃ।
সমাসাদ্য মহেষ্বাসঃ কে শূরাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৪৯

যে বীর সৌবীররাজের বিশালসৈন্যরক্ষিণীকে বধিত করিয়া তাঁহার সর্ব্বাবয়বশ্রী মনোহর কন্যা দ্রোণকে নিজের পত্নীর জন্য হরণ করিয়াছিল, সেই শূরশ্রেষ্ঠ সাত্যকির মতো সপ্তা, হৈমা, সৌম্যা ও বিশুদ্ধ ব্রহ্মবর্চাদি এই সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। ৩৮-৩৯

এই সাত্যকি বলবান্, সত্যপরাক্রমী, ঈষাদ্বয়, অপরাজিত বীর, যুদ্ধে বাসুদেবসদৃশ শ্রীকৃষ্ণের পরম পক্ষিনাদী, যাহা কে তাঁহার অপেক্ষা করিত, অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রশিক্ষা পাইয়া যাদবিগের যে সকলের এবং অন্যকুলের প্রধানের সে দুর্দ্ধীবার অর্জ্জুনের তুল্য ধনুর্দ্ধরী। সেই বীরের সাত্যকিকে কোন্ বীর দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিয়া যুদ্ধেই বিনাশ করিয়াছিল? ৪০-৪৬

দ্রুমিলাদের যেই বীরবর সাত্যকি সমস্ত অস্ত্রের ঈশ্বরদের সর্ব্বাগ্রগণ্য। সে আর্চ্যক, ধনুষ্ক সমরাঙ্গনে শত্রুবাণ-শূন্য। ৪৭

যেমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যুৎসহ অবস্থিত, সেইরূপ সাত্যকির রথে সপ্তা সাত্যকির যথা সপ্তা, হৈমা, বৃষ্টি, সৌম্য এবং সর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ৪৮

এইরূপ সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকির যেই কন্যা যেরূপাদের পালক ভূপালা, প্রভাবশ এবং বীরের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন্ বীরশ্রেষ্ঠ তাহার অশ্বসমূহ প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল? ৪৯

সাত্যকেরেব পুত্রঃ বীরভূমধিপতিপ্রিয়ম্।
বিন্ধ্যভূমন্তরপর্য্যন্তমুত্তরীত্তমহারয়ে ॥ ৫০
যুক্তং ধনুষ্কতিরিতে মহামর্ম্মধৃষ্টিভিঃ।
যঃ হৈমেরবাহিন্যা-মহেন্দ্র-মহতোমরম্ ॥ ৫১
মহারথং সমাখ্যাতং দ্রোণায়োদ্যতমাহবে।
আজন্তু ইন্দ্রলে প্রাপ্তং কে শূরাঃ সমবারয়ন্ ॥ ৫২
এতোঽপরস্তা চেদিভ্যঃ পাঞ্চালাশ্চ যঃ সমাহিতঃ।
ধৃষ্টকেতুঃ সমাখ্যাতঃ দ্রোণং তস্তা ত্বরাহবে ॥ ৫৩
যোধমুখ্যং কেতুমন্তং বীরং বাহুশ্রুতং দুরাসদম্।
অপরাজিতবিষয়ে দ্রোণায় যস্তা ত্বরাহবে ॥ ৫৪
শ্রীপুত্রমেবেত্যাত্মা যঃ স বেদ ত্বরাত্মনাম্।
বিশ্বজিতং মাহেন্দ্রমিন্দ্রাস্ত্রমনলং যুধি ॥ ৫৫
যেরস্তস্ত সমরে কেতুঃ যুদ্ধোদ্যতস্তথা।
দ্রোণায়াভিমুখং যান্তং কে শূরাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৫৬

পাঞ্চালদেশের প্রধান বীর ভৈরব যশের অধিকারী, বল পরাক্রমশালী, সমরে ইন্দ্রের সমতুল্যের পরিচায়ক, মহতের কিরণসদৃশ তপন, আমার অর্থ করিবার জন্য উদ্যত, ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধের, যুধা, ইন্দ্র ও বজ্রতুল্য ভেরবী বিদ্যাতে মহারথী এবং রণস্থ যুদ্ধে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করত দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমরে ভৈরবীর বীর ধৃষ্টকেতুকে কোন্ বীরেরা নিবারণ করিয়াছিল? ৫০-৫৬

যে একাকীই ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে আশ্রিত শত্রুসৈন্যের আয়ত্ত হইয়াছে, সেই ধৃষ্টকেতুকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিবার পথেই কোন্ বীর প্রত্যবরোধ করিয়াছিল? ৫৭

যে বীর বিশাল পর্ব্বতের নিকটে স্থিত হইয়া রাজসূয়যজ্ঞে বধ করিয়াছিল, সেই কেতুমানকে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আসিবার পথেই কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিল? ৫৮

যে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর ঈ ও পুরুষ এই ঈষাদের পরাক্রমের কথা ও অবধ্য নিজের অস্ত্রসমূহের কথা জানিতে সমর্থ হইয়াছিল, যুদ্ধস্থলে যাহার যম অবধ্য হন (ঈষাদ্বয়ের ১৯ ও ২১ যে সমরাঙ্গনে মহাত্মা বীরের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সেই ছন্দপুত্র বিশ্বজিতে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে আগমনের পথেই কোন্ বীরগণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল? ৫৯-৬৬

অভিমন্যুরাদিকা বীরা ভদ্রাঃ সর্বে মনস্বিনঃ।
অভিমন্যুশ্চ সত্রাজ্ঞ ব্রহ্মচর্যেণ সর্বদা ॥ ১৭
বাসুদেবসমঃ বীর্যে ধনঞ্জয়সমো বলে।
তেজসাদিত্যসদৃশঃ বৃহস্পতিসমো মতৌ ॥ ১৮
অভিমন্যুঃ মহাবাহুঃ সাক্ষাদ্ভরতিবাত্মজম্।
দ্রোণায়াভিমুখঃ যান্তং কে পুমাঃ সমবারয়ন্ ॥ ১৯
তরুণস্তরুণপ্রজ্ঞঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
মহাকাব্যানি বৈ দ্রোণং তদাসীদ্ যো মনঃ কথম্ ॥ ২০
দ্রৌপদেয়া মহাত্মানঃ সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ।
যত্ দ্রোণমভ্যরক্ষন্ত কে পুমাংস্তান্ ন্যবারয়ন্ ॥ ২১
এতে বালা মহাবীর্য ক্রীড়াযুদ্ধবিশারদাঃ।
অস্ত্রার্থিষমনং বীরে নিত্যমেতে হ্যমূঢ়বৎ ॥ ২২
অক্ষৌহিণ্যঃ সপ্ত যেষাং ধ্বজিন্যো ঽষ্টৌ মানবাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরাঃ কে তান্ দ্রোণায়াবারয়ন্ ॥ ২৩

পরবান্ বিশিষ্টঃ সর্বে যুদ্ধে সমমতন্ত্রকাঃ।
ভেদিতারো মহেষ্বাসা কস্তং দ্রোণায়াবারয়ৎ ॥ ২৪
বার্ষ্ণেয়ৈঃ কলিঙ্গানাং যঃ কক্ষমাদহদ্ যুধি।
অমানুষীর্ষমাণস্তান্ কস্তং দ্রোণায়াবারয়ৎ ॥ ২৫
মালবঃ পঞ্চ বৈদেহা বাহ্লিকাঃ সপ্তবিংশতিঃ।
ত্রৈগর্তসপ্তসহস্রা রক্তবর্মায়ুধধ্বজাঃ ॥ ২৬
মাদ্রবত্যঃ সুতা বীরাঃ পাণ্ডবানাং জয়ার্থিনঃ।
তান্ দ্রোণঃ সমরশ্লাঘী কে বীরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ২৭
যং যোধয়ন্তো রাজানো নাজয়ন্ বাসবোপমম্।
বয়োমাত্রেণ যং বালং জিঘাংসন্তো মৃধোদ্যতাঃ ॥ ২৮
বহুত্বাত্ বয়সঃ সূনুঃ সত্যসন্ধঃ মহারথঃ।
দ্রোণাং কস্তং নরব্যাঘ্রং মৃত্যুবক্ত্রং পর্যবারয়ৎ ॥ ২৯
যঃ সূনুঃ কাশিরাজস্য যবোপস্যাং মহারথম্।
সমরে ত্রীন্ গুণবতঃ কক্ষবানোঽহরদ্ রথাৎ ॥ ৩০

যে বীরের হাতে অর্জুন ছাড়া অন্য সকলের অধিক লক্ষ্যভেদ ব্যর্থ হয়েছে, যাহাকে অস্ত্র, শস্ত্র ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, যে পরাক্রমে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সাক্ষাৎ অর্জুন, ভোজ পুত্র এবং বৃষ্টিবংশীয় বৃহস্পতিতুল্য, সেই ছয়জন অতিরথ যখন দুর্যোধনাদির সাক্ষাতে দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যাইতেছিল, তখন কোন্ বীরের সাধ্য অগ্রসর হয় করিয়া নিবারণ করিতে পারিত ? ১৭-২০

দ্রৌপদীর, পঞ্চ পুত্রসম, পরাক্রান্তবিষয়ে মহারথের অতিরথ যখন দ্রোণাচার্যের দিকে ধাবিত হইল, তখন দ্রোণাচার্যের সম্মুখের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ? ২১

বালকেরা দ্রৌপদীপুত্রগণ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর নদীসমূহের ন্যায় যখন দ্রোণাচার্যের দিকে ধাবিত হইল, তখন যুদ্ধস্থলে কোন্ বীরগণ তাহাদের অগ্রগমন রোধ করিয়াছিল ? ২১

এই দ্রৌপদীপুত্রগণ যাহা যখনকাল যাবৎ খেলাধূলা আদি করিয়া অস্ত্রশিক্ষাদান করিবার জন্য উহার ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতে করিতে বীরের নিকট হইতে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিল। ২২

অভিমন্যু, কৃষ্ণের এবং অর্জুনের যাদৃশগুণবিশিষ্ট অভিমন্যু—এই বিশ বীর ছয়জন পুরুষ ছিল। দ্রোণাচার্যের নিকট আসিবার পূর্বেই কোন্ বীরগণ তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিল ? ২৩

যুদ্ধস্থলে যাহাকে পরাজিত করিবার জন্য ইন্দ্রতুল্য বীরগণের অনেকে অধিক বলিয়া মনে করা হয়, সেই মহাধনুর্ধর ভোজবংশীয়কে দ্রোণের সম্মুখে আসিবার পূর্বে কোন্ বীর নিবারণ করিয়াছিল ? ২৪

বৃষ্ণিবংশের পুত্র উদারবল অবাধেই যুদ্ধস্থলে কলিঙ্গদিগকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গরাজের কক্ষাকে অনায়াস করিয়াছিল, দ্রোণাচার্যের নিকট আসিয়া সুদুর্জয় কোন্ বীর তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল ? ২৫

কেকয়দেশের সপ্তবিংশতি সহস্র যাঁর বীরপুত্র ভ্রাতৃবর্গের বলবান্, অস্ত্র ও রথে ভূষিত হইয়া থাকে। বিরাটের সহিত বিবাহে (অর্থাৎ উত্তর গোগৃহযুদ্ধে) যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিল, যাহারা পাঞ্চালদেশের রাজধানীর পুত্র ছিল। যাহারা যখন পাঞ্চালের অনুরোধে তাহা দ্রোণাচার্যকে বধ করিবে উদ্যত হইয়া তাহার নিকট আক্রমণ আরম্ভ করিল, সেই সময় কোন্ বীরগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ২৬-২৭

বালকদিগকে সমর করিতে নিষেধ করিয়া যাহার পিতা যুদ্ধ করিতে দ্রোণাচার্যের হাতে যখন পরাজিত হইয়াছিল, সেই যে বীরকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, মহাধনুর্ধর, শৌর্যশালী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রথশক্তিজ্ঞ এবং যুদ্ধস্থলের মৃত্যুকে দ্রোণাচার্যের নিকট আসিতে করিয়া পূর্বে কোন্ বীরেরা নিবারণ করিয়াছিল ? ২৮-২৯

যে কাশিরাজকে বীরগণের উপর আসক্ত কাশিরাজের পুত্রকে সমরস্থলে অবাধেই বাণের দ্বারা যব ও রথ সহ হইতে কৃপাবিষ্ট করিয়াছিল, যে যুবাবস্থাবশতঃ তত্ত্ব বলদর্পে দুর্বিনীত করিতে জানিত, সর্বদা যুদ্ধোদ্যমে সমর্থ করিতে প্রস্তুত এবং দ্রোণ-

দৃষ্ট্বাঽঽত্মনোঽরেরাজং পার্থানাং মহদাহবম্।
যুদ্ধং দুর্যোধনার্থে চ তীব্রং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫১
নিহতান্ বহূন্ রথে যোধান্ শরতূণান্ সকার্মুকান্।
রোমাঞ্চিতমুখাদ্যাক্ষঃ কে শূরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৫২
ঈদৃশং ঈব সংগ্রামং ক্ষত্রপক্ষান্তকারিণম্।
বৈবস্বতস্য শস্ত্রস্তঃ কে চ লোমাবহারয়ন্ ॥ ৫৩
ন বৈষাঃ পৃথিবী কৃৎস্না চতুর্বং সমবেষ্টয়ৎ।
মহতা ক্ষয়যোগেন দুর্যোধিনো মহাবলঃ ॥ ৫৪
ধর্মাদ্বেষেণ বাজহ্রে স্বয়ং নানাস্ত্রকোবিদম্।
নির্ঘৃণান্ সর্বলোকস্য পুত্রং পাণ্ডস্য প্রভাঃ ॥ ৫৫
ধর্মপ্রোক্তানি বাক্যানি নিকৃত্য মদমোহিতঃ।
ভাবয়ন্নীর্ষ্যয়া বীর ঈশ্বরস্য দুরোদরে ॥ ৫৬
ন পুত্রে নাপরে চক্রুর্হিংসং কেচন মানবাঃ।
ঈর্ষাদং চুক্রুধে দেবাঃ কৃতে কর্মণি দুষ্করে ॥ ৫৭

পঞ্চানামস্মিন্ লোকেষু ন তং সংখ্যাতু চাস্তি।
আয়ুঃ ক্ষয়ং ক্ষত্রিয়াণাং বিজেতুঃ চাপি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৮
অক্ষৌহিণীনামাত্মৈবাম্ দুষ্টো দোষান্নিবুদ্ধ্যা।
ধৃতিঃ যস্য ন যাস্যন্তি যাস্যন্তা লোকবাদিনঃ ॥ ৫৯
তস্য নপ্তারমায়ান্তং বৈবস্বতং কঃ সমবারয়ৎ।
লোমাঞ্চিতমুখঃ যদ্ধঃ ব্যাতনেনবিধায়কম্ ॥ ৬০
বিবাটস্য রথানীকং যৎপ্রধ্যাপিত্রযাহিনঃ।
প্রেক্ষ্য সঙ্কং সমরে লোমঃ কে বীরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬১
সঙ্কো দুর্যোধনাজ্ঞাকো মহাবলপরাক্রমঃ।
যাহাবী বাক্যলো বীরো যমান্তে যমং ক্ষয়ম্ ॥ ৬২
পার্থানাং ভয়কামঃ তং পুত্রাণাং মম কণ্টকম্।
যৎপ্রেষ্যতঃ মহারাজঃ কঙ্কঃ লোমাবহারয়ৎ ॥ ৬৩
এতে চান্যে চ বহবো দেবার্থায় সমুদ্যতাঃ।
আক্রান্তাঃ কালমূলেন কিং বো ভূয়ঃ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ৬৪

চারণের মুখের অর্থ বারবার উপলব্ধি করিয়াও, সেই মহাপুরুষ দুর্যোধন যখন জানিতে নিজ ভাগ্যদোষের অহিতে মোহনিশাকে অন্ত করিতে করিতে এবং চারিদিকে সকলকেই বিলীন করিতে করিতে লোমাঞ্চারোহ সম্মুখে আসিয়াছিল, সেই সময় কোন্, বীরগণ তাহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়াছিল ? ৫০-৬৪

যে ক্ষত্রিয়গণ কোরব বাহিনী পালিত হইয়াছিল এবং অক্ষয়লোকের দ্বারা সকল দুরাক্রম্য বাহিনী, অক্ষৌহিণীগণের মধ্যে যেই সেই নিখিল-পুরুষে লোমাঞ্চারোহের বিরুদ্ধে আসিবার পূর্বে কোন্ ? বীরগণ বিনাশে করিয়াছিল ? ৬৫

যেমন সকলে চক্ষের দ্বারা আকুল থাকে, সেইরূপ যে বীর বীর চক্ষের পক্ষীর পক্ষের দ্বারা এই সমস্ত পৃথিবীকে ত্রাস করিয়াছিলেন, যিনি প্রথম প্রথম বীরসমূহ অসংখ্য বীর, যিনি প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতে করিতে দুষ্কর কর্ম, দানবীর ও প্রভু সম্পন্নযুক্ত এবং বিজয়শ্রিত হন্তী অবয়বে অঙ্গের অনুরূপ ধারণাছিলেন ও যত অবয়বে অঙ্গের সম্পাদন করিয়াছিলেন, যিনি রাজা ঈশ্বরের বীর পুত্র সকল বিপাক সংসর্গ লোকে যত বাস্তুকর্ম বাহির হইয়া থাকে, তত (অর্থাৎ অসংখ্য) ভ্রাতা ঈশ্বরপুত্র নিজ বলমূলে রাজবলগণকে দান করিয়াছিলেন ? ৬৬-৬৯

রাজা যখন সেই দুষ্কর যজ্ঞের অনুষ্ঠান শেষ করিলেন, তখন সকল দেবগণ ঈশ্বরদাস বলিলেন যে 'এইরূপ যজ্ঞ পুত্রকে এবং পরের অনুষ্ঠানের মধ্যে কেহ করে নি ও করিবে না ? ৭০

স্বার্থ ও অবমাননা হিসাবের জন্য একমাত্র ঈশ্বর-পৌত্র বৈবস্বতকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন রাজাকে এরূপে আমরা উৎপন্ন হইতে দেখি না এবং ভবিষ্যতের কালকেও উৎপন্ন হইবার লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না, তিনি এই ভার বহন করিতে পারিবেন। এই সর্বলোকবাসী মহাজন ঈশ্বর অধিকারে করিতে সক্ষম হইবে না ? ৭১-৭৩

সেই ঈশ্বরের দৌহিত্র বৈশ্য সাধারণ হইয়া যখন লোমাঞ্চারোহ সম্মুখে আসিয়াছিল, তখন দুর্বিনয়কারী কালের ন্যায় সেই বীরকে কোন্ বীর বিনাশে করিয়াছিল ? ৭৪

শত্রুঘাতী মহারাজ বিরাটের বংশধরে—যাহারা লোমাঞ্চারোহ সংহার করিবার জন্য অগ্রসর করিতেছিল, তাহাদিগকে কোন্ বীরগণ প্রতিরোধ করিয়াছিল ? ৭৫

যে বীরগণ দুর্যোধনের কল্পনা করিয়াছিল এবং যাহাকে আমার দেখি ৮৪ ৪৪, মহাবেগবান ও শত্রুকর্ম যাহারী রাজন বীর ধর্মোৎসব ধর্মপুত্রগণের বিনাশকারী ছিল এবং যে আমার পুত্রগণের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ ছিল, সেই বিশালবল ধর্মোৎসবকে লোমাঞ্চারোহের বিরুদ্ধে আসিবার পূর্বেই কোন্ বীর বিনাশ করিয়াছিল ? ৭৬-৭৯

সঞ্জয় ! এই বীরগণ এবং অন্যান্য যে বীরগণ যাহাদের জন্য দুর্যোধন প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছে, তাহাদের নিকট এমন কোন্ বস্তু আছে যে, যাহা দান করিয়া তাহারা পাইতে পারে ? ৮০

যেষাঞ্চ পুত্রযোগঃ পার্শ্ববর্ত্তী প্রণামতঃ;
ত্রিকার্ষী চাপি পার্শ্বাবঃ যত্র যেষাং পরাজয়ঃ ॥ ৮
লোকানাং ভক্তবর্গাণাং লোকনাথঃ সমাসনঃ।
নারায়ণো জয়ে নাথো বিশ্বো বিশ্বাত্মকঃ প্রভুঃ ॥ ৯

যত্র বিশ্বানি কর্ম্মাণি প্রকৃষ্টানি মনীষিভিঃ।
তাত্রঃ কীর্ত্তিস্তাদি ভক্ত্যা বৈষ্ণবমাসনম্ ॥ ১০
ইতি শ্রীমহাভারতে সপ্তদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মোষপর্ব্বণি মোষাভিষেকপর্ব্বণি কৃষ্ণযাদবীবাক্যে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

প্রভু, সকলের সকলের প্রণাম, বিশ্বাত্মক, নারায়ণাদি এবং বিশ্ব নারায়ণ ॥ ৯

যাহাতে পুরুষগণ তাঁহার বিশ্ব কর্ম্মসমূহ বর্ণনা করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা আমি নিজ বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিয়া এখন বর্ণনা করিব ॥ ১০

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তদশসাহস্রী সংহিতা মধ্যে বৈয়াসিকী মোষপর্ব্বণি মোষাভিষেকপর্ব্বে কৃষ্ণযাদবীর বাক্যবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সপ্তদ্বীপলীলাসমূহং বর্ণয়তা বৃষপর্ব্বাদ্যৈশ্চ শ্রীকৃষ্ণায় নরোপহিতভক্ষণম্]

বৃষপর্ব্বা উবাচ

পৃথু বিশ্বানি কর্ম্মাণি বাসুদেবস্য সত্তম।
কৃতবান্ যানি গোবিন্দো যথা নাম পুরাণ কবিঃ ॥ ১
সংহর্ত্তা সোমপুত্রে যদোর্বৈব মহাত্মনঃ।
বিশ্বাত্মিকং বলং বাহ্যোশ্চিন্ লোকেষু সত্তম ॥ ২
উগ্রসেনস্য কংসায়াং বাসুদেবসমঃ জবে।
জজ্ঞানে ভগবান্ তত্র বসুদেবনিবাসিনঃ ॥ ৩
বামনঃ সোমকর্ম্মাণঃ পথা হ্যুপ্তিরোধিতম্।

কৃষ্ণকর্ম্মণা বালো মুক্তাত্মা নিজযান ॥ ৪
প্রসন্নঃ সহজা ভক্তঃ পীঠঃ চাপি মহাসুরঃ।
মুরঃ চাণ্ডুরসঙ্কাশবর্ষীয়ঃ পুরুষেক্ষণঃ ॥ ৫
তথা কংসো মহাতেজা জরাসন্ধেন পালিতঃ।
বিক্রমেণৈব কৃষ্ণেন সমরঃ পাণ্ডিতো ভবে ॥ ৬
মুরাণা দশবিক্রান্তঃ সমরাকৌহিণীপতিঃ।
যোজয়ামাস যবাহো ভীতো কংসস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায়।

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সপ্তদ্বীপ লীলাসমূহ বর্ণনা করিতে করিতে বৃষপর্ব্বাদিকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যের প্রশংসাকথন।)

বৃষপর্ব্বা বলিলেন,—সত্তম! বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ব কর্ম্মসমূহের বর্ণনা করুন। ভগবান্ গোবিন্দ যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার পুরাণ কবিত্ব প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১

সত্তম! বসুদেবের ঔরসে যিনি সোমপুত্র (শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে বসুদেবের ৪ সন্তান হয়।) পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তখনই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভগবদ্ভাবের বল ও পরাক্রম ত্রিলোকে বিস্তার করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২

যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে (দেবকীর উদরে) উগ্রসেনের ভগিনী বসুদেবের নিবাসে বসুদেবসমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩

কৃষ্ণকর্ম্মা বামন বালক হইয়াও নিজযান ॥ ৪
প্রসন্ন, সহজ ভক্ত পীঠ এবং মহাসুর মুর, চাণ্ডুরসদৃশ বর্ষীয়ান্ পুরুষেক্ষণ ॥ ৫
তেজস্বী মহারাজ জরাসন্ধ কংসের পালক। কংস বিক্রমে কৃষ্ণের সমান পণ্ডিত ছিল ॥ ৬
মুরাসুর দশবিক্রান্ত, সমরে একাদশ অক্ষৌহিণীপতি। বীর্য্যবান্ কংস যবাহ নামক ভীত বীরকে যোজনা করিয়াছিল ॥ ৭

বাসুদেবের বালাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ধীর ভাবে সমরে করিয়াছিলেন ॥ ৪

এইরূপ অন্যান্য বর্ষীয়ান্ এবং তরুণ বৃষ্ণিবীর যাদব সেনাদের বধ করিয়া, যে সময় সোম পথে যাদবগণ উদ্যত হইয়াছিল; তাহাদের শ্রীকৃষ্ণ বালকালেই নিজ দুই হস্তে নিধন করিয়াছিলেন ॥ ৫

তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্ব, নরকাসুর, জরাসুর, পীঠনামক মহাসুর এবং মহাবাহু মুরাসুরকে বধ করেন ॥ ৬

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াই জরাসন্ধকৃত দুর্দ্ধর্ষ মহাতেজস্বী কংসের ভ্রাতার অক্ষৌহিণীর সহিত মুরাসুরকে মুক্তাত্মা করিয়াছিলেন ॥ ৭

শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত মিলন করিয়া মুরের পরাক্রম প্রকাশকারী, ভগবান্, বেদবাদী, সমর এবং অক্ষৌহিণী সৈন্যের

বঙ্গেষবিষীয়েন কৃষ্ণেনাহিতমায়িনা।
ষষ্ঠী সমরে হত্বা সৈন্যেন মহতেন বৈ ॥ ৮

দুর্যোধো নাম বিখ্যাতিস্তথা পরমকোপনঃ।
আবাধিতঃ সমাধেন ন চাপৈষ প্রভবো বলম্ ॥ ৯

তথা পাণ্ডবরাজস্য পুত্রাঃ বীরা মহারথে।
নিহিতা পৃথিবীপালাবরেষং পুরুষর্ষভঃ ॥ ১০

অবশ্যমাত্মা রাজেন্দ্রো যজ্ঞ জাতা ন হন্যতে
রণে বৈবাহিকে যুক্তাঃ ক্ষত্রধর্মে কৃতশ্রমাঃ ॥ ১১

ভগ্নাস্তঃ মহারেণুপাদেন জর্জরীকৃতঃ।
পরেণ যাজ্ঞসেনেন সমগ্রাক্ষৌহিণীপতিম্ ॥ ১২

ভেত্তিরাজক বিক্রান্তঃ রাজসেনাপতিঃ বলী।
অর্থো বিবদমানক ভগবান পশুপতিঃ তথা ॥ ১৩

সৌভং সৈন্যপুরং যন্ত্রং দানবস্তঃ ময়ালয়ম্।
সমুদ্রকুক্ষৌ বিক্রম্য পাণ্ডবানাং মাধবঃ ॥ ১৪

অন্যান্ বলান্ কলিঙ্গাংশ্চ মাগধান্ কাশি-কোশলান্।
বাহ্লীক-পার্শ্ব-ভরতাংশ্চ সৌহৃদাদাগতান্ যুধে ॥ ১৫

আবন্ত্যান্ দাক্ষিণাত্যাংশ্চ পর্বতীয়ান্ মহৌজসঃ।
কাম্বোজান্ যবনাংশ্চৈব শিবাংশ্চাপি মহাবলান্ ॥ ১৬

কাম্বোজান্ বাটধানাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ সত্তম।
হিমবন্তং সমাসাদ্য কিরাতাংশ্চ সুদুস্তরান্ ॥ ১৭

নানাদিগ্ভ্যশ্চ সম্প্রাপ্তান্ যবনাংশ্চৈব সকাংস্তথা।
জিতবান্ পুরুষীকাক্ষো মহতক মহাক্রতুম্ ॥ ১৮

প্রবিশ্য মকরাবাসং যাদোগণনিষেবিতম্।
জিগায় বরুণং সংখ্যে সলিলাস্থুর্ধরং পুরা ॥ ১৯

যুধি পঞ্চজনং হত্বা হৈয়াং পাঞ্চালদারিনম্
পাঞ্চজন্যং সুরীকেশো দিবাং শঙ্খবরাস্তথান ॥ ২০

বাসুদেব পার্থসহিতস্তোষয়িত্বা হুতাশনম্।
আগ্নেয়মস্ত্রং দুর্ধর্ষং চক্রং লেভে মহাবলঃ ॥ ২১

বৈবস্বতেন সমাক্রম্য ত্রাসয়িত্বাথরাবতীম্
মহেন্দ্রভবনাদ্ বীরঃ পারিজাতমুপানয়ৎ ॥ ২২

যথা সমাক্রম্য প্রভাস কায়ং নিপাতিতং ধরিত্রীতলে ॥ ১৪

তিনি বসাবনে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, মাৎস্য, মার্গ, ভরত এবং সৌভ্রাতি দেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন ॥ ১৫

অনন্তর অবন্তীদেশীয় বিন্দ, অনুবিন্দ, দাক্ষিণাত্য, পর্বতীয় লোক, মহাবীর, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, শিবগণ, যবন, কাম্বোজ, বাটধান, চোল, পাণ্ড্য, হিমবন্ত, কিরাত, যবন এবং অন্যান্য দুর্জয় দেশ প্রভৃতি দেশসমূহের যোদ্ধাদিগকে এবং নানাদিক্ হইতে আগত যক্ষ, পক্ষ ও অন্যান্য বীরদিগের সহিত বাসুদেবকেও জয় করিয়াছিলেন ॥ ১৬-১৮

পূর্বকালে শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে পূর্ণ সমুদ্র প্রবেশ করত জলের মধ্যে বিহারকারী বরুণদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ১৯

এইরূপে হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি) শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য-বিহারী পঞ্চজনাত্মক হৈয়াকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পাঞ্চজন্যশঙ্খ প্রাপ্ত হন ॥ ২০

বাসুদেবসহিত অর্জুনের সহিত অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ দুর্ধর্ষ অগ্নেয় চক্রকে লাভ করেন ॥ ২১

যাহা বৈবস্বতকে আক্রমণ করিয়া অমরাবতী বসুধাকে ত্রাসযুক্ত করত দেবরাজের নিকটে বীর শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতবৃক্ষকে আনিয়াছিলেন ॥ ২২

তত্র যদ্বিতবান্ পক্ষো জানন্তত পরাক্রমম্।
রাজ্ঞঃ চাপাজিহং কক্ষি কৃষ্ণেনেহ ন তুল্যত। ২৩
যচ্চ তত্তাহবাশ্চর্যং সভায়াং মম সত্তম।
কৃতবান্ ভূতভাবায় কস্তদ্ধ ইহাহতি। ২৪
যচ্চ তত্রা প্রমেয়াত্মমন্ত্রাক্ষঃ কৃতবীর্যবান্।
যদে মুবিদিতঃ সদ্ভিঃ প্রত্যক্ষমিব চাধমম্। ২৫
নাস্তো বিক্রমমুক্তস্য মৃত্যো মুক্তস্য বা পুনঃ।
কথমাঃ পরাবে যন্তু ভূতীকেশস্য সত্তম। ২৬
তথা সমস্ত সাত্বস্য প্রদ্যুম্নেন বিভূতয়ঃ।
অনারেহবিনিষ্কম্য চাক্ষুষেভ্যঃ সনাতনঃ। ২৭
ঈদৃশো নিধনঃ কৃষ্ণে বিদ্বো ভক্তস্য বীর্যবান্।
পুত্রস্য বিপ্রপুত্রস্য শরীরোদ্ধারিমেবচ। ২৮
এতদন্যে বলবন্তঃ কৃতিবীরাঃ প্রহারিণঃ।
কথমিন্দ্র পাণ্ডবনীকঃ প্রহ্রেযুঃ সমরে স্থিতাঃ। ২৯
আনুত্তা কৃতিবীরেণ কেশবেন মহাত্মনা।

তত্রঃ সংশয়িতং সর্বং ভবেদিতি মতির্মম। ৩০
মায়ামুক্তবলো বীরঃ কৈলাসশিখরোপমঃ।
ধনুষালী রথী রাজন্ রথ জনার্দনঃ। ৩১
যমাহুঃ সর্বশিতম বাসুদেবং দ্বিজাতয়ঃ।
অপি বা হ্যেব সাত্বতাং যোদমেতেন্দ্রবীর্যয় সত্তম। ৩২
ন জ্ঞা তার সনোজ্ঞে পাণ্ডবার্থায় সত্তম।
ন তথা প্রতিসংযোদ্ধা ভবিতা তত্র কশ্চন। ৩৩
যদি স কুরুতে সর্বে জয়েদ্যুদ্ধায় পাণ্ডবান্।
বাহুবীর্যবলোপেতঃ কৈবঃ হি পুরুষোত্তমঃ। ৩৪
তত্রঃ সর্বান্ নরব্যাঘ্রো হত্বা নরপতীন্ রণে।
কৌরবাণাং মহাযোধঃ কৃষ্ণো দ্বারবতীং ন যেষ্যতি। ৩৫
যত্র যত্র হৃষীকেশো যোদ্ধা যত্র জনার্দনঃ।
যেত তত্র কঃ সংযো প্রহ্রেতীকো জয়েদ্ রণঃ। ৩৬
ন কেনচিদ্রণাগ্রেষু কৃষ্ণঃ কৃষ্ণতে ভয়ম্।
উত্থানে সর্বযাদবস্য যথা বৃষ্ণ্যন্ধকস্য চ। ৩৭

তাঁহার পরাক্রম যে ভালরূপেই জানিতেন, সেইজন্য তিনি এখনে কিছু বীরত্বে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাজসূয়ের সময় আমি এখন তাহাকে আর অধিক কি দেখি নাই, যাহাতে ইহার তুল্য না করিয়াছেন। ২৩

অন্য! সেই যিনি আমার সভায় অত্যন্তুত ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্য যে মহাশ্চর্যজনক অবতারলীলা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ব্যতীত এ সংসারে আর কে করিতে সমর্থ হইবেন? ২৪

আমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে অবতার ঐশ্বর্যের যে সেই ঐশ্বর্যের তখন দর্শন করিয়াছিলাম, আজও আমি তাহা সবিস্তার উত্তমরূপে স্মরণ আছে। আমি তখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলম্বন হইয়াছিলাম। ২৫

অন্য! মৃত্যুমুক্ত ও পরাক্রমশালী অবতার ভূতীকেশের অসম্ভুতের অত্ত নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। ২৬

যদি গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিদূরথ, অনিরুদ্ধ, ভানুকেশ, সারণ, ঈশ্বরনিশঠ, বিদ্যো, পরাক্রমশালী অক্রূর, পৃথু, বিপৃথু, শতীশ এবং অন্যান্য—ইহারা ও অন্যান্য অবতার, প্রত্যক্ষমূলক বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারা বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর মহাত্মা কেশবকে আশ্রয় হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদলে উপস্থিত হন এবং সমরক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তবে আমার সমস্ত চিন্তার সংশয়াপন্ন হইবে—ইহাই আমার ধারণা। ২৭-৩০

মায়ামুক্তবলো বীর: কৈলাসশিখরোপম: ধনুষালী রথী রাজন্ রথ জনার্দন: ৩১

যমাহু: সর্বশিতম বাসুদেবং দ্বিজাতয়: অপি বা হ্যেব সাত্বতাং যোদমেতেন্দ্রবীর্যয় সত্তম ৩২

ন জ্ঞা তার সনোজ্ঞে পাণ্ডবার্থায় সত্তম। ন তথা প্রতিসংযোদ্ধা ভবিতা তত্র কশ্চন ৩৩

যদি স কুরুতে সর্বে জয়েদ্যুদ্ধায় পাণ্ডবান্। বাহুবীর্যবলোপেতঃ কৈবঃ হি পুরুষোত্তমঃ ৩৪

তত্রঃ সর্বান্ নরব্যাঘ্রো হত্বা নরপতীন্ রণে। কৌরবাণাং মহাযোধঃ কৃষ্ণো দ্বারবতীং ন যেষ্যতি ৩৫

যত্র যত্র হৃষীকেশো যোদ্ধা যত্র জনার্দন: যেত তত্র কঃ সংযো প্রহ্রেতীকো জয়েদ্ রণঃ ৩৬

কৈলাসশিখরসদৃশ বীর বলরাম কৈলাসশিখরসদৃশ যোদ্ধবর্গ। তাঁহার মধ্যে যে বাহুর হৃষীক। বল বিক্রমে আছে। যিনিও সেই পথেই যাইবেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ আছেন। ৩১

অন্য! দ্বিজগণ যে ভগবান্ বাসুদেবকে সকলের শিরো ভাগের বর্ণনা করেন, তিনি কি পাণ্ডবদলের সঙ্গে অবলাভের জন্য যুদ্ধ করিবেন? ৩২

তাত! অন্য! যখন পাণ্ডবদলের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তখন কোন্ যোদ্ধা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে? ৩৩

যদি সকল কৌরবদল পাণ্ডবদিগকে জয় করিবার জন্য, তবে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেই উহার যথা ফল করিবেন। ৩৪

সেই অবস্থায় পুরুষোত্তম মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ সকল রাজচিহ্নধারক ও কৌরবদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়া সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিবেন। ৩৫

যাহার যাহাকে সকল ইন্দ্রিয়গণের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং যাহার যোদ্ধা অজয়, সেই রথে সহিত রণাঙ্গনে কাহার যোদ্ধা জয় করিতে সমর্থ হইবে? ৩৬

তোমার উপায়েই কৌরবদলের অবসান হইবে না দেখিতেছি। সেই কারণে তুমি আমাকে যুদ্ধের সময় সারথি কর—এই মত স্থির হইয়াছিল। ৩৭

অর্জুনঃ কেশবস্যাথ কৃষ্ণস্যাপ্যমিতৌজসঃ।
অন্ধকে বিজয়ো নিত্যঃ ধ্রুবে কীর্তিশ্চ শাশ্বতী ॥ ৫৮
সর্বেষামপি চ লোকেষু দীপ্তপুরুষবাদিনাম্।
প্রাণাধিকৈর্ন দুর্ভিক্ষমরোগা কেশবে কৃতা ॥ ৫৯
যোগাদ্ যুঞ্জানঃ কৃষ্ণঃ সো ন বেত্তীহ কেশবম্।
যোক্তিতো বৈষয়োগেন বৃত্রাপাশমুরুক্রমঃ ॥ ৬০
ন বেদ কৃষ্ণঃ সাবিত্রমজ্ঞং চৈব শাশ্বতম্।
পূর্বদেবো মহাত্মানো নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৬১
একাত্মানৌ বিভাত্মেতৌ পৃথক্ত্বে মনবৈর্ষি।
মনসাপি হি দুর্বৃত্তৌ সেনাযোক্তা ন বিদ্যতে ॥ ৬২
নাশয়েতামিমে লোকা যাদবযাচ মেদিনীম্।
দুষ্টস্যেব বিনাশায়ো লোকানামিব যোজনম্ ॥ ৬৩
ভীষ্মস্য চ বধস্যাত্র দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ।
ন বেদ মৃত্যুযোগং ন যোগাযোগমেব চ ॥ ৬৪
ন ক্রিয়াসিদ্ধিং চাত্মেব কৃত্যাঃ কর্ত্তিব্যবাদিনে।
লোকসন্ধারিণৌ বীরৌ কৃতাত্মৌ দৃঢ়ব্রতৌ ॥ ৬৫
তীব্র-যোগৌ ধ্রুবৌ ক্ষয়া নিত্যং ভীষ্মাদি সঞ্জয়।
যাং যাং ক্রিয়মনুধ্যায়ঃ পূজা দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরে ॥ ৬৬
অন্ত ত্বামেতয়োরাসীদ্ ভীষ্ম-দ্রোণয়োরণে ॥
মন্ত্রকৃতে চাপ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণরামে সনাতনৌ ॥ ৬৭
পক্ষাবাং হি বধে পূর্ব ব্রহ্মণস্তু দুরাত্মনঃ
অনন্তরিষ্টবৈবস্বা লোকে প্রাপ্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬৮
দত্ত কোলাহলস্যান্তে ভীষ্ম-দ্রোণৌ বিশাম্পতে।
প্রাপ্তঃ প্রকৃষ্টিতো ধর্ম্যো ন ধর্ম্যো যাবকান্ প্রতি ॥ ৬৯
ক্রুরঃ সর্বনিমাবায় কালোঽয়ং নাভিবর্ততে।
অন্যথা চিন্তিতা কৃষ্ণা নৈবাস্যাত্র ভবিষ্যতি ॥
অন্তরৈব প্রলয়ন্তে বৈবাহিতি মতির্মম ॥ ৭০
ওষধাপরিযোগার্থে সন্ধ্যান্তে কৃত্ত উত্থিতে।
অপালীনে মুনিস্তো যবাস্তুঃ প্রাণ্ড যে ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দুরন্তৌবিলাপে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয়াত্মা অর্জুনের আত্মা। অর্জুনের মনে বিজয় নিত্য বিরাজমান ও শ্রীকৃষ্ণের মনে অনন্ত কীর্তি বর্তমান। এখানে কেবল প্রধান কয়েকজনের কথা বলা হইল ॥৫৮

সমস্ত লোকসমূহে অর্জুন অন্যান্যের চেয়ে এবং অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণের প্রধান কর্তৃত্বে কখনও ক্ষয় পরিবারে থাকেন ॥ ৫৯

দুরাত্মার মোহবশতঃ সঞ্জিবনীবলবশে ভগবান্ কেশবকে জানিতে পারে নাই। যে ইন্দ্রযোগে মোহিত হইয়া বৃত্রাসুর পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৬০

যে সনাতনকুলজ শ্রীকৃষ্ণ ও সাবিত্র অর্জুনকে জানিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহারা উভয় পূর্বদেবতা মহাত্মা নর ও নারায়ণ ॥

ইহাদের আত্মা এক, কিন্তু এই দুইজন সমান-শরীরে দুইজন হইয়া পৃথিবীতে রহিয়াছেন। ইহাদিগকে মনের দ্বারাও পরাজিত করা সম্ভব নহে। এই দুইটী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকেও ভস্মসাৎ করিতে পারেন। কিন্তু মানব-জাতির অনুগ্রহ করিবেন বলিয়া ইহারা তাহা ইচ্ছা করিতেছেন না ॥

আজ ভীষ্ম এবং মহাত্মা দ্রোণাচার্যের মৃত্যু মুখের পরিবর্তন সূচনা করিয়াছে। এই ঘটনা সমস্ত লোকেরই মনকে মোহে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে না ॥

জান না, কোন ব্যক্তি—কে অন্তত-ব্রত সাধন, যাকে শ্রীকৃষ্ণ বেদাত্মবীজ সনাতনী সহিতা মহাভাগতের দ্রোণপর্বাধ্যায়ের দ্রোণাভিষেকপর্বে দুরন্তমৃত্যু বিলাপবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আমার, না সমস্তপুরুষের অন্তরে এবং না অন্তরালের জ্ঞানের দ্বারা নিজের মৃত্যুকে বিনাশ করিতে পারে।

কৃষ্ণ! লোকসমূহের অন্তরালের আত্মা এবং মৃত্যুরূপ ভীষণ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর সময়ে আমি কিরূপ ভয় এবং ভীতি পাইব।

পূর্বে যাহা যুধিষ্ঠিরের নিকট যে রাজসূয়ে দেখিয়া আসিয়া তাহাকে বিনা করিয়া আসিয়াছি, আজ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের মৃত্যুতে তাহারই কতটুকু অনুভব করিতে বাকি রহিল।

আজ আমার সমস্ত দৌরাত্ম্যের এই বিনাশ সংঘটিত হইল। আমার বাণের দ্বারা পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুর জন্য কুরুক্ষেত্রক্ষেত্রে বন্ধুর কায়া রহিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির এখানে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছে। যাহার কোপে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য ভূপাতিত হইয়াছেন।

যুদ্ধিষ্ঠির ধর্ম্য আত্মাকে জয় করিয়াছে, কিন্তু আমার পুরুষত্ব তাহার অনুসরণ করিতে পারে নাই। সমস্তের বিনাশকারী এই ক্রুর কাল আর অতিবাহিত হইতেছে না।

আজ! যদিও পুরুষত্ব কৃষ্ণ একজনে চিন্তিতকর্মা ঐশ্বর্যের অন্তরূপে প্রতিনিয়ত হইয়া যায়,—ইহাই আমার অনুভব ॥ ৬১-৭০

অবশেষে এই অভিপ্রায়ে, আমার এই অতিথীন অবসরেই প্রাণ হইবার পরে যেন ঘটনা যেরূপে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদেরই বুদ্ধি আমাকে দান ॥ ৭১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[দুর্যোধনের যুদ্ধপ্রার্থনা, অর্জুনের আত্মপরিচিতিকালে শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ ও প্রতিজ্ঞা ৪ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তত্র তে কথয়িষ্যন্তি সর্বাঃ প্রকৃতয়স্তদা ।
যথা ন কৃতবান্ দ্রোণঃ শত্রিয়ং পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥১
সেনাপতিঃ সম্প্রাপ্য ত্বামাচার্যো মহারথঃ ।
যথো সর্বাস্ত সৈন্যস্য পুরঃ তে রাজসত্তমম্ ॥ ২
অথ দৌর্যোধনস্তত্র রাজানমভিনন্দয়ন্ ।
সৈনাপত্যেন যদ্ রাজন্ মামক কৃতবানসি ॥ ৩
নমস্যন্ ভগবন্তঞ্চ কৃপঃ প্রাহ বি ভারত ।
বয়োধি তাত কং যোগং প্রদুনীষ যমিচ্ছসি ॥ ৪
অথো দুর্যোধনো রাজা কর্ণদুঃশাসনাদিভিঃ
সম্মন্ত্র্যাচার্য মুর্ধন্যাচার্যং তমতাষ্য বৎ ॥ ৫
ত্রাসি তেন বরঃ যজ্ঞঃ জীবগ্রাহং যুধিষ্ঠিরম্ ।
মৃগীষ্যা বধিনা ক্রোধং ধনঞ্জয়মিবান্তক ॥ ৬
তত্রঃ দুর্যোধনাচার্যঃ শ্রুত্বা পুত্রস্য তে বচঃ ।
সেনাং প্রহরবৎ সর্বামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
যজ্ঞঃ দুর্যোধনো রাজন্ যদা গ্রহণমিচ্ছতি ।
ন ঘমার্যঃ সুহৃদ্বীরঃ সবয়ঞ্চ প্রযাচসে ॥ ৮
কিমর্থং চ নরব্যাঘ্র ন ঘং তস্য কারয়সে ।
মাধবেনাপি ক্রিয়াযোগঃ যথো দুর্যোধন প্রবম্ ॥ ৯
আহোস্বিদ্ বর্ণরূপেণ যেষো তস্য ন বিদ্যতে ।
দণ্ডয়ন্তি যং জীবন্তং মৃতং ইত্যপি তাত্ত্বম্ ॥ ১০
অথবা তত্রভবতো নিত্যং যুধি পাণ্ডবান্ ।
বাজ্যং সন্ত্যজ্য তা ত সৌভাত্রং কর্তুমিচ্ছসি ॥ ১১
যজ্ঞঃ দুর্যোধনো রাজা মুক্তাত্মা তাত জীবতঃ ।
অজাতশত্রুতা লভ্যা তস্য ঘং ত্রিদশেশ্বর ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায় ।

[দুর্যোধনের বর প্রার্থনা এবং অর্জুনের অনুপস্থিতির সময় যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করিবার জন্য দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আমি আপনার নিকট যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিব। দ্রোণাচার্য কিরূপে কৃপাচার্য হইলেন এবং পাণ্ডব ও পঞ্চালগণ কিরূপে তাঁহাকে বধ করিলেন, এ সমস্ত ঘটনাই আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি । ১

সেনাপতিত্বে বরণ করিবার পর মহারথী দ্রোণাচার্য সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আপনার পুত্র দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন । ২

রাজন্ ! আপনি সৌভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যে সেনাপতি করিলেন, তজ্জন্য এই কার্যের যথোপযুক্ত মূল্য আমার নিকট হইতে লাভ করুন। আর আমি আপনার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব ? আপনার যা ইচ্ছা, তাহা প্রার্থনা করুন । ৩-৪

তখন রাজা দুর্যোধন বর্ম চুম্বনাদিদ্বারা আচার্যকে সন্তুষ্ট করিয়া বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দুর্জয় দ্রোণাচার্যকে এই কথা বলিলেন । ৫

আচার্য ! যদি আপনি আমাকে বরদান করেন, তবে যদি বীরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া আমার নিকট লইয়া আসুন । ৬

আপনার পুত্র দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদপুত্রের আচার্য দ্রোণ সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে শুনাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন । ৭

রাজন্ ! দুর্যোধন যুধিষ্ঠির বধ, কেননা তুমি তাহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। এই দুষ্কর কার্য সাধন করিবার জন্য আজ তুমি আমার নিকট প্রার্থনা করিতেছ । ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা কেন করিতেছ না ? দুর্যোধন ! তুমি আমার দ্বারা বিভিন্নরূপে যুধিষ্ঠিরকে কেন বধ করাইবার ইচ্ছা করিতেছ না ? ৯

অথবা ইহার কারণ এই যে তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের কোনরূপ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্যই তুমি তাহাকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে এবং নিজের বশে আনিতে বাসনা করিতেছ ? ১০

অথবা তাহাই ! অথবা তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া রাজ্যের মধ্যে তাহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবের আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিতেছ ? ১১

দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির বধ। সেই বুদ্ধিমান্ মহারথির জন্য

ভোগেন মৈথুনকৃতা তব পুত্রা ভবন্তু।
সহসা নিঃসৃতো ভাগো ভোগস্য নিত্যং শুচি স্মিতঃ॥১৩
ব্যাকারো দুষ্টিমূঃ পক্ষো দুরাপত্তিমবৈরপি।
তথাস্তেতি তুতো রাজন্ প্রজ্ঞাতো ব্যাকারস্তবীং॥ ১৪
বরে দুষ্টিস্তবকাতো ব্যাহার্য বিতরো মহ।
ততো দুষ্টিমিতে পার্থা ভবন্তু সর্বান্ হি মো ক্রমম্॥১৫
ন চ পক্ষা বনে সর্বে নিহন্তুমবৈরপি।
(যদি সর্বে ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ সত্যবা যুধে।
তথা কুরুষ্ব ধর্মজ্ঞ কথা নিষ্পেষ্য মূলতঃ।
সমাপ্তবচনাঃ স্ত্রীতাঃ নিত্যিতা বসুধাধিপম্
বিদুরাদীনি কৃত্বাথে কুন্তী বা পুত্রগৌরবাৎ।)
ন এব দেবাঃ দেবং স্যাৎ ন এবাস্যাম ন দেবতে॥১৬
সমাপ্তবচনে রাজন্ পুনর্দৃষ্টেন নিত্যিতে।

---

৭৬ উক্ত সময়ে হইয়াছে এবং আমাকে যে সময়ে আহ্বান করিয়া থাকে,—তাহার কাছে, তুমিও তাহার উপর ভোগ করিবেক।১১

রাজন্! ভোগকর্তা এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলাম আমি, আমার সহিত ভোগ করিল।১৩

দুষ্পরিপূরণ দুষ্টিমান্ পুত্রবান্ নিজের আত্মাকে ভোগ করিতে পারেন না। রাজন্! ভোগকর্তা আপনার পুত্র দুর্যোধন অন্যান্য ভ্রাতৃগণ লইয়া এই কথা বলিলেন।১৪

আচার্য:- যুধিষ্ঠির দুষ্টীপুত্র দুষ্টিমান্ যে কারণে সে আমার অনুরাগ হইবে না, তাহার, দুষ্টিমান্ নিজে করিলে আমার দুষ্টীপুত্রগণ অবশ্যই আমাদের সকলকে সংহার করিবে।১৫

সমস্ত ভোগকর্তা এখানে পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি সমস্ত পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রগণের সহিত বধ করিতে পারা যায়, তবে পুরোহিত ব্যবসায় উচিত সমস্ত —সম্পত্তিবর্ধনের জন্য বনে আসিয়া সমূহ ও বন্ধুবান্ধব এই সমস্তি-সাহিত্য সমূহ ব্যবসায়ে অবশ্যই ভোগকর্তা নিজের দুষ্টীভোগের প্রলয় করিবেন। অথবা পাণ্ডবগণের সাহায্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের আমাদের ছাড়িয়া থাকিতে নিত্য না।১৬

সমাপ্তবচনে রাজা দুষ্টীপুত্রে ভীষিত অবস্থায় বলী করিয়া লইয়া পর পুত্রের যদি তাহাদের সম্পাদনের সমাপ্তিত করা যায়, তবে উহার উপর অভিপ্রায়বান পাণ্ডবেরা পুনরায় বনে গমন করিবে।১৭

পুনর্দাসাস্যন্তোগে পাণ্ডবাস্তমনুব্রতাঃ॥১৭
ভোহয়ং মম ভবো যজ্ঞঃ দীর্ঘমালঃ ভবিষ্যতি।
অন্যো ন বর্ধমিষ্যামি ধর্মবৈলেক্ত কহিচিৎ॥১৮
তত্ত বিপ্রমভিপ্রায়ং আত্মা ভোগোভব তদ্বিদ।
ত: বনং সাক্ষাৎ ত্রৈব বনে নিবিশ্য বুধিমান্॥১৯

ভোগ উবাচ।

ন ভেদ্ দুষ্টিষ্টিঃ বীরঃ পাণ্ডবাস্ত্বাধুনো বুধি
ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবজ্যেষ্ঠানীতঃ বশমাস্থিতঃ॥২০
ন হি শক্যো বনে পার্থঃ ভোক্তুমেবাপ্যবৈরপি।
প্রভুত্বাদাত্মকরণাত্ত ভৈরবাদ্বাদ্যাম্॥২১
সমাপ্তবে ন যে দিষ্টো ঘনপূর্ণপ্রকাশিনি।
তথা: পুত্রৈর্যুক্ত একাদ্বিমস্তত্ত হ॥২২
অন্যাবীস্ত্রাত্ত ভ্রাত্তাচ্চ মুক্ত ন সমবাপ্নুয়াৎ।
অন্যবিদ্যন্ত্র রাজন্যতো ব্রাহ্মণস্যাস্য॥২৩

আমার দ্বিতীয় বিবাহ—এইরূপে আমার অনেক দৌহিত্রী হইবে। ভোজক ভোগ প্রবর্তাই আমি এখানে যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে অভিলাষী নহি।১৮

রাজন্! ভোগকর্তা ভবান্ত বাক্যেরই প্রকৃত তাৎপর্য অবলম্বন যুধিষ্ঠির পারিবেন। যুধিষ্ঠিরের সেই বুদ্ধি যাহাতে আসিয়া যুধিষ্ঠির ভোগকর্তা দ্বিতীয় বিবাহানুরূপ অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করা করিবেন।১৯

ভোগকর্তা বলিলেন,—রাজন্! যদি বীরবর অনুজ যুধিষ্ঠির ভক্ত না করে, তবে তুমি পাণ্ডবগণের যুধিষ্ঠিরকে বনেতে আনিয়া বলিতে পার।২০

তাহা; বনেতে ভীষ্ম সমস্ত ভোগকর্তা এবং অন্যান্য অনুচরের সম্পূর্ণ করিতে পারেন না। অতএব আমাকে আমাদের বধ করিবার ভোগ উপায় নাই।২১

বিশেষতঃ ভোগ সকলে নাই যে, অনুজ আমার বিষয় এবং ভোগ পূর্বে আমার নিকট অবস্থান করিয়াছিল। এখনও সে ভক্ত, অনেক প্রকার পুণ্যকর্মযুক্ত হয়। সে অবশ্যই ভক্ত অথবা মৃত্যু—এই উভয়ের মধ্যে একটিকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। ভীষ্ম ও ভক্তবিদ্বেষীগণের সহিত যে বন্ধুত্ব সমূহের বিনাশের করিয়াছে এবং ভোগের উপর আমার ভোগ বর্ধিত হইয়াছে। রাজন্! সেই কারণে আমি অনুজের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় জানি না।২২-২৩

দ্র ভাগক্রমযোগঃ যুদ্ধায় দ্রোণোপায়ের পক্ষাতে।
অপনীতে তত: পার্শে ধর্মরাজো বিশেষবা। ১৭
প্রহরে চি অবস্থক্ত ন যাবে সুরবাহক।
এতেন ভাগযোগেন প্রহরা: সমুপৈষ্যতি। ১৮
অহং গৃহীত্বা রাজানং প্রভাবর্তনযাচনম্।
আনয়িষ্যামি তে রাজন্ বলস্থ ন সংশয়: ॥১৯
যদি ত্বাসাদি সংগ্রামে যুদ্ধমানং দ্রোণপ্রয়:
অপনীতে বলব্যূহে কুন্তীপুত্রে বলস্থতে। ২০
ফাল্গুনস্য সমীপে তু ন হি শক্যো যুধিষ্ঠির।
প্রতীযু: সমরে রাজন্ দেবৈরপি সুরাসুরৈ: ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ

সাত্যকি স্তু প্রতিজ্ঞাতে রাজ্ঞো দ্রোণস্য বিপ্রিয়ে।
তৃতীয়ং তমসস্তস্য রথ পূজা: সুবালিশা: ॥ ২২
পাণ্ডবেষ্বেষু সাপেক্ষ দ্রোণ: জানাতি যে সুত:।
তত: প্রতিজ্ঞাবৈষার্থং ন মন্যে বহুলীকৃত: ॥ ২৩
অতো যুধ্যাম্বনেনাপি প্রহরং পাণ্ডবস্য তৎ।
(অন্যায়েষু সর্বেষু যথান্যায়েষু যাবিধ।)
সৈন্যস্থানেষু সর্বেষু যথোদ্দিষ্টমক্ষিপ্তম ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণপ্রতিজ্ঞায়াং
ষাষ্টোত্তরশততম: ॥ ১১৬

অতএব তুমি যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে সুরক্ষা করিতে যুদ্ধে পরাজিত কর। যুধিষ্ঠিরের অক্ষুণ্ণ যুদ্ধে অপসৃত হইলে তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তুমি বধ করিতে ॥ ১৬

ধনঞ্জয় আমাকে বধ করিলেই তোমার অভিলাষ হইবে, আমার মনে হয়ে, তদ্রূপ এই উপায়েই তুমি আমাকে বধ করিতে পারিবে ॥ ১৭

রাজন্! পূর্বাহ্নের যুদ্ধীয়ুদ্ধ অক্ষুণ্ণ যুদ্ধ হইতে যুদ্ধে অপসৃত হইবার পর যদি যুধিষ্ঠির এক মুহূর্তকালও আমার সম্মুখে থাকে, তবে আমি সত্যপরাক্রমের রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিয়া তোমার বশীভূত করিয়া দিব,—ইহাতে তোমার সংশয় নাই ॥ ১৮-১৯

রাজন্! অর্জুনের নিকটে অবস্থানে হেতুবি সমস্ত সেনাপতি এবং দ্রোণের বিজয়ে। তৃতীয়ং তমসস্তস্য রথ পূজা: সুবালিশা: ॥ ২২
পাণ্ডবেষ্বেষু সাপেক্ষ দ্রোণ: জানাতি যে সুত:। তত: প্রতিজ্ঞাবৈষার্থং ন মন্যে বহুলীকৃত: ॥ ২৩
অতো যুধ্যাম্বনেনাপি প্রহরং পাণ্ডবস্য তৎ। (অন্যায়েষু সর্বেষু যথান্যায়েষু যাবিধ।) সৈন্যস্থানেষু সর্বেষু যথোদ্দিষ্টমক্ষিপ্তম ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণপ্রতিজ্ঞায়াং ষাষ্টোত্তরশততম: ॥ ১১৬

এবং অবশেষে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৮

এবং বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্য এইরূপে বিশু অন্তর (কৌশল) রচিয়া যখন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন তাঁহাকে বন্দী বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ২০

আপনার পুত্র দুর্যোধন ইহা জানিতেন যে, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবগণের উপর পক্ষপাতিত্ব করিতেন ; সেইজন্য তিনি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছু চাহিবার ভয় একমাত্র ভয় ঘটনাকেও চাহিলেই প্রস্তুত করিয়া দিলেন ॥ ২১

অতিশয়: আর্য! দুরাত্মা। অবশ্যই তাঁহাদের দুষ্টের সমস্ত সেনাদিগকে এবং সেনাদের বিজয় করিবার জন্য প্রতি স্থানেই যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার ব্যাপারে দ্রোণাচার্যের সেই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করাইয়া দিলেন ॥ ২২

শ্রীমহাভারতে মহাভারতীয় শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাধ্যায়ের দ্রোণপ্রতিজ্ঞাধিকরণে দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞাবিষয়ক ষাষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরাদ্ যজ্ঞভয়াদাচার্যাদ্, যুদ্ধে দ্রোণাচার্যস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

সাক্ষাদ্ বৈ প্রতিজানাতি রাজন্ দ্রোণেন বিগ্রহে।
তমহত্বা সৈন্যিকং জন্তুং ন যুধিষ্ঠিরমিষ্যতে॥ ১

নিহতানাং সহস্রাণ্যক্ষৌহিণ্যশ্চ ভারত।
তব সর্বাঃ সমাখ্যাতাঃ সমরেষু ত্বয়া শ্রুতে॥ ২

আশ্চর্যভূতা পরিজ্ঞানাঃ তাবদ্ধ্যচিন্ত্যবিক্রমম্।
তথা সর্বান্ সমানীয় ভ্রাতৃন্ বন্ধূংশ্চ সর্বশঃ॥ ৩

অব্রবীদ্ বচনং রাজা ভ্রাতৃন্ বন্ধূংশ্চ ভারত।
জহি যে যুদ্ধমাস্থায় দ্রোণমাত্মবিনাশনম্॥ ৪

যথা বয়ং জয়েম সমা তথা নীতির্বিধীয়তাম্।
সাধবঃ হি প্রতিজ্ঞায় দ্রোণেনাস্মিন্ রণাজিরে॥ ৫

ব্রহ্মতেজঃ সমেত্যাশু যদি নো সমবাপ্নুয়াৎ।
ন ত্বয়ন্ত মহাবাহো যুধ্যেম যমসাদনম্॥ ৬

যথা দুর্যোধনঃ কামং নেতা দ্রোণশ্চ বাহ্লিকঃ।
অর্জুন উবাচ।

যথা যে ন বধঃ কার্যো আচার্যস্য কথঞ্চন॥ ৭

তথা তব পরিত্রাণং ন যে বাক্যমতিক্রমঃ।
অপোহ্য পাণ্ডব প্রাণানাত্মসংস্থেষ্বয়ং হি নঃ॥ ৮

প্রতীপো নাচরাচার্যো জ্ঞাতেঃ বৈ কথঞ্চন।
যাং বিদ্যামাহবে রাজন্ দ্রোণাদ্রৌদ্রাদবাপ্তবান্ অসি॥ ৯

ন স যুধ্যতি জীবন্তোঽস্মিন্ কামং প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রসাদ্যেহ গুরুং সমস্তা পৃথিবী সকলীকৃতে॥ ১০

ন যাং দ্রোণো বিমুঞ্চীতাজীবন্নাহবে যদি ক্রুদ্ধঃ।
যদি তস্য বধে সাক্ষাৎ কৃতান্তো বজ্রভৃৎ স্বয়ম্॥ ১১

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরকে অর্জুনের আশ্বাসদান এবং যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন দ্রোণাচার্য বিনা অস্ত্রে (তীর) ধারণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন আপনার সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিয়া উৎসাহের সহিত ফিরিয়া যাইবার নিশ্চয় করিতে এবং যাত্রা আরম্ভ করিতে লাগিল। তখনকার সেই সময় দর্শনার্থ যুধিষ্ঠির নিজের বিশ্বাসযোগ্য অনুচর দ্বারা সকল বিষয়ের যথার্থ সংবাদ পুরিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য কি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন।

তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের ভ্রাতৃগণকে এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবকে চারিদিক্ হইতে আহ্বান করিয়া আনাইয়া সকলকে অর্জুনকে বলিলেন,—পুরুষসিংহ! আজ দ্রোণাচার্য কি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহা তুমি সকল করিয়াছ।

অতএব তুমি এখন সেইরূপ নীতির প্রয়োগ কর, যাহাতে গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ না হয়, কারণ, শত্রুপক্ষীয় দ্রোণাচার্য কিরূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

মহাবাহু অর্জুন! সেই অস্ত্র যিনি দ্রোণের উপরই রাখিয়া দিয়াছেন। অতএব আজ তুমি আমার নিকটই থাকিয়াই যুদ্ধ কর, যাহাতে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের দ্বারা

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ আচার্যপুত্রকে বধ করা আমার পক্ষে কখনই উচিত হইবে না, সেইরূপ কোন অবস্থাতেই আচার্যের পরিত্যাগ করা আমার অভীষ্ট নহে।

মহারাজ! এই নীতি অবলম্বন করিতে করিতে আমি যুদ্ধ নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দিব, তথাপি দ্রোণাচার্যকে আমি আচার্যের প্রতিকূল আচরণদ্বারা চটাইব না।

মহারাজ! এই ব্রহ্মতেজের দুর্যোধন যে আপনাকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া সহজ ভাবে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, এ প্রাণী-সকলের আপনে সেই মনোরথ যে কখনই পূর্ণ করিতে পারিবে না।

সমস্তজগতী সহিত আকাশ বিদীর্ণ হইয়া ভূপতিত হইতে পারে এবং পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে, তথাপি আমি জীবিত থাকিতে দ্রোণাচার্য আপনাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা আমি সত্য করিতেছি।

রাজেন্দ্র! যদি ইন্দ্রসহিত সাক্ষাৎ বজ্রধারী বৈরী অথবা ভগবান্ বিষ্ণু সমর দ্রোণাচার্যের সহিত আসিয়া যুদ্ধ দুর্যোধনের সাহায্য করেন, তথাপি আমি জীবিত থাকিতে যে আপনাকে কখনই বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না, অতএব আপনি সকল প্রকারে সেই দ্রোণাচার্য হইতে ভীত হইবেন না।

বিক্ষুণ্ণা সহিতো হ্যেবৈর্ঘা: প্রাপ্তাবাসৌ মৃধে।
যদি জীবতি রাজেন্দ্র ন স্বয়ং কঙ্কমর্দনি:॥ ১২
দ্রোণাদ্রক্ষ্যন্তি: দ্রৌণে: সমরশ্লাঘিনোরপি।
অক্ষত ক্ষত্রা: রাজেন্দ্র প্রতিজ্ঞা: মম নিষ্ফলা:॥ ১৩
ন স্বয়ংগ্রাহক: তাবন্ন স্বয়ংগ্রাহ: পরাজয়ম্।
ন স্বয়ংগ্রি প্রতিজ্ঞা কিঞ্চিৎপার্থক: কৃতম্॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ পশ্চাত্ত্ব ভৈরবান্ত মুক্তাস্তানৈঃ সহ
প্রাবাহক মহারাজ পাণ্ডবানাং নিবেশনে॥ ১৫
সিংহনাদান্ত সহজে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ধনুষ্টঙ্কারশব্দান্ত পর্যন্তস্পৃক্ দুরৈরবং॥ ১৬
শ্রুত্বা শব্দম্ভ নির্ঘোষ: পাণ্ডবস্ত মহৌজস:।
মহীয়েশ্যানীকেষু বাহিত্রাণ্যাহিতানি চ॥ ১৭
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা তব চৈবাত্ত ভারত
শনৈরুপযযুস্তত্রো: যোধাস্তাবন্যি সাদিনঃ॥ ১৮

ততঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তুমুলে লোমহর্ষণে।
পাণ্ডবানাং কুরুণাঞ্চ দ্রোণ-পাঞ্চালয়োরপি॥ ১৯
দ্বন্দ্বানাং প্রযতেন যোধানীকবিশাম্পতে।
ন শেকু: সহসা যুদ্ধে ক্ষিপ্তে দ্রোণেন পালিতম্॥ ২০
তাবৈব তব পুত্রস্ত বলৌঘেণ: প্রহারিণ:।
ন শেকু: পাণ্ডবী: সেনা: পালয়ানা: কিরীটিনা॥ ২১
আজ্ঞা: যে বিধিবৎ সেনা: বলব্যূহে পরন্তপ।
সন্নহ্যধ্বে যথা সর্বা: বলব্যূহো ভূপুপিতে॥ ২২
তত্রো ভগ্নহ্যো রাজন্নকৌরবৈর বিরাজতা।
বভূবিবা বিনিস্তব্ধা যাতব পুরমাধ্বে॥ ২৩
তমুদ্যতং রথৈনৈকমাত্তারিসমাহবে।
অবেক্ষিব মহাসাগ্রেনিবে পাণ্ডু-সঞ্জয়া:॥ ২৪
তেন যুক্তা: পরা যোধা বিরেজু: সর্বতোমুখম্।
আসংস্তো মহারাজ পাণ্ডবেয়স্ত বাহিনীম্॥ ২৫

মহারাজ! আমি যাঁর অস্ত্র ছিন্ন হয়েছিল আপনাকে শুনিয়েছি। আমি কখনও যে মিথ্যা কথা বলিনি, তা আমার স্মরণ হচ্ছে না। আমি তোমাকে পরাজিত করিনি, তাঁরাও আমার সামনে আসতে পারেন এবং প্রতিজ্ঞা করেও আমি অস্ত্র ত্যাগ করিনি, এবং তোমা বিষয়ে আমি শপথ করতে পারিনি। ৮-১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখনকার পাণ্ডবদের সিংহনাদ শব্দ, ভেরী, দুন্দুভি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সিংহনাদ শব্দ উত্থিত হইল। তাহা আকাশ ভেদ করিয়া চতুর্দিক আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৫-১৬

মহাধনুর্ধারী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যেরা যখন সেই শব্দ শুনিতে পাইল তখন তাহারা সকলে ব্যূহবদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭

তারত! তখনকার আপনার ও তাঁহাদের সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য ধীরে ধীরে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ১৮

তখনকার কৌরব-পাণ্ডবদিগের মধ্যে এবং দ্রোণাচার্য ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে যোরতরো তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯

পরস্পর-যোদ্ধারা এই যুদ্ধে দ্রোণাচার্যের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বিশেষ যত্নে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতে সফলকাম হইতে পারিলেন না, কারণ, ঐ সৈন্যরা তখন দ্রোণাচার্যরক্ষিত ব্যূহমধ্যে সুরক্ষিত ছিল। ২০

সেইরূপ আপনার প্রহার করিতে নিপুণ ঊনার মহারথী যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না, কারণ, কিরীটধারী অর্জুন তাহাদের রক্ষা করিতেছিলেন। ২১

যেমন বায়ুতে বৃক্ষ পুষ্পফলে সুশোভিত দুইটি বনস্থলী বিচিত্রতা ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সুরক্ষিত ব্যূহমধ্যের সৈন্যগণ একত্রে মিলিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ২২

রাজন্! তখনকার সুবর্ণময় রথে ঊনবিংশ দ্রোণাচার্য সুসজ্জিত প্রভাতকালীন সূর্যের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়া সৈন্যদের সকলকে বিস্ময় করিতে লাগিলেন। ২৩

তখন দ্রোণাচার্য যুদ্ধস্থলে এরূপে সেনা সকল দ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া অতিশয় অসম্ভব প্রযত্ন করিলেন। সেই সময় পাণ্ডব ও তাহা সৈন্যগণ তাঁহাকে মহাসাগর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ২৪

মহারাজ! তাঁহার দ্বারা বিশেষ ভাবে রক্ষিত ভরত বংশধর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ২৫

মহাভিমন্যুপ্রমুখো দ্রৌপদেয়মহারথঃ।
ঘটোৎকচশ্চ বলবান্ রাক্ষসাধিপতিস্তথা ॥ ১৯
ন চৈনং সাত্যকেরাসাৎ কশ্চিদ্রক্ষতি মানবঃ।
বীক্ষিতুং সমরে ক্রুদ্ধং মৃত্যুমন্তকমিব প্রজাঃ ॥ ২০
যোৎস্যতি স্বয়ং হৈক্ষঃ সাত্যকেঃ প্রত্যনীকবান্।
দুষ্টাস্ত্রকলঃ দুর্ধর্ষো বাসবপ্রতিমৈর্যুধৈঃ ॥ ২১

ন তিষ্ঠেৎ সমরে কশ্চিদ্ যুধ্যন্তং সাত্যকিং যুধি।
সাগরো হ্যয় দুষ্টেব মহান্তং সাত্যকিং যুধি ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অর্জুন-কৃতকৌরবব্যূহভেদনে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

দিয়া দুই হাতে সজোরে গাণ্ডীব টানিতে লাগিলেন। তখন ভৈরবী তুমুল যুদ্ধের ভেরী-নাদে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। ১৮

মহাবাহু কৃষ্ণ; যেমন দানবদল ক্রুদ্ধ দেবরাজ ইন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহস করিত না, সেইরূপ সাত্যকি ভৈরবরূপে সমরাঙ্গণে বীরবর দ্রোণাচার্য্যের দিকে তাকাইতেও সমর্থ হইল না। ১৯

এইরূপে প্রধানতঃ দ্রোণাচার্য্য সাত্যকি-ভৈরবিকে রোধিয়া

করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আর সকল যোদ্ধাদের ভৈরবরণে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। ২০

তখন ক্রুদ্ধ বীর সাত্যকি বাণসমূহ সম্পূর্ণ নিষ্ফলরূপে অবলম্বন করিয়া আচার্য্যের সারথিকে বধ করিয়া ফেলিলেন এবং ঘোড়া দুইটা অপহরণ করিয়াছিলেন, সেজন্যই তাঁহার ভৈরবিত্বকে দমন করিতে পারিলেন। ২১

ইহাদের প্রধানতঃ সাত্যকি-ভৈরবিকে রোধিয়া দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে সকল যোদ্ধাদের ভৈরবরূপে নিহত করিতে লাগিলেন। ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্ব্বণি অর্জুন-কৃতকৌরবব্যূহভেদনে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডবযোধগণের যমযুদ্ধ, রণনদীবর্ণন আর্জুনভ্রাতৃবধ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ স পাণ্ডবানীকে তমসং যুধ্যতে তদা।
ব্যচরৎ পৃতনাং দ্রোণো যমঃ কালমিবাবৃতঃ ॥ ১
বিধ্বংসয়ন্নরীংশ্চাপি সাক্ষাদ্রিপুমিবোদ্যতম্।
দৃষ্ট্বা তমভয়ং ক্রুদ্ধঃ সমকম্পত পাণ্ডবঃ ॥ ২
সমরং কৃতবান্ দ্রোণো বস্তুয়োঃ প্রাণতো বলিনঃ।
জাগ্রতোঃ স্বপ্নবত্তত্রার্জুনে বিষ্ণুরিবাধিপে ॥ ৩

রথিনঃ সাদিনশ্চৈব বারণাংশ্চ পদাতিনঃ।
দ্রৌণিঃ সমরদুর্ম্মাদো ন্যহনৎ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৪
নারাচধারাঃ সঞ্জজ্ঞুঃ প্রবৃদ্ধাঃ পুরুষর্ষভ।
অক্ষয়ধনিবাণাংশ্চ শরবর্ষাণ্যবর্ষত ॥ ৫
বিদ্রবন্ ন তদা রাজন্ সেনাঃ সংকোচয়ন্ প্রভুঃ।
সর্ব্বাবাসে সমাসীনঃ সায়কাবাসমাদধৎ ॥ ৬

বাণাঘাতের ক্ষিপ্রকারী দ্রোণাচার্য্যকৃত হেন বিষম আঘাত করিয়া বসন তাহার ঈষৎ বিচলিত হইল না, সেই ভাবে তীরবেগে ঘোড়া চালাইতে লাগিল। ৩

ঐদিকে সঞ্জয় হস্তীদলের এক দ্রোণাচার্য্যের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ সাত্যকিভৈরবের বধকারী, অথচ অনিবারী ও অনিবারণী পদাতি ঘোড়াদলকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। ৪

আর্য্য যম আসিয়াছিলে যেমন সে প্রাণে সকলকে যেমন অধিক গর্জ্জন করিতে করিতে আক্রমণে ধ্বংস করিয়া ফিরিয়া যায়, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যও বাণসমূহ তখন করিতে করিতে শত্রুদিগের মনে ভয় উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। ৫

তত্র বিদ্যাধিরাজেন্দ্রঃ চারুঃ বেদনিধিঃ কবিঃ।
অবদ্বয়াম্বুধে রাজ্ঞি দুগ্ধাব্ধে ন পুনঃ পুনঃ ॥৭
ন যৌঃ সত্যাব্দ প্রাজ্ঞো ধর্মবিদ্যঃ কথা পুনঃ।
ধুমাকুলাদ্বয় ঘোরঃ রৌদ্রঃ প্রাবর্তত ক্রতৌ ॥৮
অবাবকোলপ্রভবাঃ ক্রব্যাদবদনং দদুনম্।
ঘনৌঘৈঃ দর্শয়ঃ পূর্ণাঃ অকরকালপরিবিনীম্ ॥৯
শোণিতোলাঃ ধ্বাবর্তাঃ হুঙ্কারৈঃ ভয়োদয়ম্।
ক্ষবতোদুগলাঃ কৃষ্ণাঃ মাংসপঙ্কসমাকুলম্ ॥১০
বেদোক্তমন্ত্রিকক্রান্তমুক্তীবহুকেনিলম্।
মন্ত্রাবয়বসংপূর্ণাঃ প্রাসবজ্রসমাকুলম্ ॥১১
নবোদ্যাপকলিলাঃ সর্ববেদৌঘবাহিনীম্।
শরীরযাজসঙ্কাশৈঃ ধ্বজৈঃ পতাকিনীঃ বিভিঃ পরিবৃতাম্ ॥১২
উত্তরাভৈঃ পতাকিনীঃ বিভিঃ পরিবৃতাম্।
ধ্বজাগ্রমুক্তোপেতাঃ নানারত্নসমুজ্জ্বলাম্ ॥১৩
মহাবলপরাবরাঃ কুবিরেণ বিরাজিনীম্।
মহাবীর্যবরাঃ সর্বে পুরুষাঃ ভীমবিক্রমাম্ ॥১৪
শরীরপরসম্বাধাঃ যুদ্ধকর্মবিশেষিতাম্।
মহাবেগমহাপ্রাণি নরহীঃ বহমানম্ ॥১৫
পূলব্যালসমাকীর্ণাঃ প্রাণিবাজিনিষেবিতাম্।
ছিন্নভিন্নমহাহারাঃ মুহুটাভরণেবিতাম্ ॥১৬
চক্রকূবাঃ পরানক্রাঃ পরকুঞ্জরবাহুলাম্।
ধ্বজকুম্ভপুরালাবাঃ যোধপক্ষৈনিষেবিতাম্ ॥১৭

বাহন? পাঞ্চজন্য জ্যোতায় সেই সময় ধনুষ্টংকার বিকম্প উদ্বিগ্ন করিতে এবং শত্রুসৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে শত্রুদের মনে লোকোত্তর ভয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন ॥৬

তাঁহার চারিদিকেই ভয়ঙ্করী ধ্বজসকল দেখা যাইতে লাগিল, তাহাদিগকে দেখিয়া বিপক্ষদিগের মন বিষাদে ভরিয়া উঠিতেছিল ॥৭

সেই সত্যসন্ধের পক্ষে যুদ্ধিষ্ঠির এবং বিজয় নামে ভীষণ গাণ্ডীব ধনুর্দ্বয় ধারণ করিয়া ভীষণ ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ধারণ করিয়াছিল ॥৮

এই নরীর ঈশ্বর ঘোরতর আবেগ ভরে ছুটিয়াছিল। যাদবেরা ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। সেনাগণ প্রবাহরূপে এই নদী চারিদিকেই পরিপূর্ণ করিল এবং অজস্র কৃষ্ণবর্ণরক্ত উৎপাদিত করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছিল ॥৯

এই নদীর কালের পরিমাণ পূর্বেকেই পরিপূর্ণ ছিল, তথাপি সেখানে মৃত্যুর আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহা ও অসংখ্যের বিপদ বিপদ মুক্ত দেখাতেছে কোন ঈশ্বর ভীতের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সেখানে ঘন মৌবার ন্যায় মনে হইতেছিল এবং ঝাপসকল পক্ষী সর্বত্র পূর্ণ ছিল ॥১০

ঘোর, ভয়ঙ্কর ও অবিশ্রান্ত এই নদীর ঘাতুকোপি বলিয়া মনে হইতেছিল। ঔরীর (পাশুরী প্রভৃতি) সকল ঈশ্বর ভেদ করিয়া সংহারকারী ঘোর এই নদীকে ভয়ঙ্কর ঘাতে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এই নদীতে প্রাণসমূহ যৎসামান্য প্রবাহরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল ॥১১

এখানে যত পদাতি, রথী ও অশ্ব রাশি আকারে পতিত ছিল। ধনঞ্জয়ের বেগই এই নদীর খরতর প্রবাহ ছিল, তাহা শরীর ও ধ্বজ দ্বারা ঐরূপ হইতেছিল। ঘোরতর ভীষণরূপের দ্বারা এই নদীর ঘাট প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং প্রবল বজ্রপাতের ন্যায় ধ্বনি হইতেছিল ॥১২

ঘোড়াদিগের ছিন্ন মস্তকসমূহ নদীমূলের আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার ভয় এই নদী পরমাণু ভূতোপাদিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ইহার মধ্যে অনেক ঘর্ষিত ও প্রবাহিত ভয়ঙ্করী ধারণা এই নদী মৎস্যসমূহে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছিল। যম ও ঈশ্বরীতলে যেখানে সেখানে পরিভ্রমণ করিয়া এই নদী পক্ষীর মুখে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উহা অনন্ত মাংসাদি আবেগে কৃষ্ণিত ছিল ॥১৩

শত শত বিমান এবং ঈশ্বর যাত্রা হইতে উত্থিত ধূলীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। উহা পৃথিবীর ধূলিরাশি এবং অন্তরালের পূর্ণ ছিল। সেই যুদ্ধস্থলে এই নদী মহাপরাক্রমী বীরগণের পক্ষে সুখপ্রদ সন্তরণযোগ্য ছিল এবং ভীরুলোকের পক্ষে উহা দুস্তরণীয় ছিল ॥১৪

ঈশ্বর মধ্যে শত শত মুক্তার পতিত আছে। মুক্ত ও ধনঞ্জয় এই নদীতে বিহার করিতেছিল। উহা সহজে সুখে মহারথীদিগকে সমুদ্রের পারে লইয়া যাইতেছিল ॥১৫

ঈশ্বর মধ্যে পতিত ধূলরাশি সর্পসমূহ ন্যায় বোধ হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রাণী সেখানে ঘনঘোর ধূলা বিস্তার করিতেছিল। ছিন্ন ভিন্নমস্তক ঈশ্বরে বিচরণশীল বড় বড় হংসশ্রেণীর ন্যায় প্রতীয় হইতেছিল। এই নদী রাজগণের মুকুটধারী অলঙ্কারিকদের দ্বারা ভূষিত ছিল ॥১৬

ঈশ্বরে ধ্বজসমূহের চক্রগুলি ভূমির ন্যায় বোধ করিয়াছিল, পতাকাসমূহ নক্রসমূহ এবং বাহুগুলি ছোট ছোট হস্তিশুণ্ড

নিহতান্ প্রাপিতং সংখ্যে দ্রোণেন বলিনা যুধে।
যতন্তীং পিতৃলোকায় শ্বাশ্রো রাজন্নয়ং ॥ ১৮
শরীরশকলন্যাসাঃ কেবলৈরঙ্গসাধনম্।
নদীঃ প্রাবর্তয়ন্ রাজন্ ভীরূণাং সুদুরতিক্রমাম্ ॥ ১৯
তর্জয়ন্তুমরীকাণি ত্রাসয়ন্ ত্রাসিনো মহান্।
সর্বতোঽভিদ্রবন্ দ্রোণঃ মৃগিণীমৃগযূথপঃ ॥ ২০
তমবিষহ্যতরঃ শূরাস্ত্রাসয়ন্তো দৃঢ়ক্রিয়াঃ
সর্বতঃ প্রাদ্রবন্ দ্রোণং তরন্তুমিবার্ণবম্ ॥ ২১
সত্যবান্ত্ত শক্রুনিঃ সহদেবঃ সমাত্মবান্।
সাধিরথ্যমুপাসাদ্য বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২২
তস্য মাদ্রীসুতঃ কেতুং ধনুঃ সূতং হয়ানপি।
সাধিক্ষুদ্য শরৈস্তিষ্ণৈর্যমো বিব্যাধ সৌবলম্ ॥ ২৩
সৌবলস্তু সমং যুদ্ধ প্রতৃদ্য তু সংযুগে।

দেবাবেষ্টিত। বহু, যুদ্ধ ও যুদ্ধাবসানে তাহার ঐ ভীষণ বিহার করিয়াছিল। ১৭

যুদ্ধক্ষেত্রে বলবান্ দ্রোণাচার্য বহুতর সৈন্যবিনাশে নিজের পরাজয় প্রাপ্তিসময়ে এই নদী সিন্ধুরাজের জন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮

উহার মধ্যে শত শত মৃতদেহ পূর্ণ ছিল। উহাতে কেবল মনুষ্য হাঁটিয়া (পেদলা) ও অশ্বারোহণে যাওয়া যায় এইরূপ হইয়াছিল। রাজন্! এইরূপে দ্রোণাচার্য সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যাহা ভীরুদিগের পক্ষে ভয়ঙ্কর করিয়াছিল। ১৯

সেই সময় মহারথ দ্রোণাচার্য সমস্ত সৈন্যদিগকে তর্জনগর্জনে ভীত করিতে থাকিলে মৃগীরাজি যেমন ব্যাঘ্রকে ভয়ানক ভাবিয়া ভিন্ন থাকেন করিতেন। ২০

সেই আক্রমণকারী শত্রুবীরদিগকে অসহ্য বৃদ্ধিক্রিয়াশালী দ্রোণাচার্য সর্বতোভাবে প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় উভয়পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ২১

মহারথি মাদ্রীপুত্র সহদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার সারথি, অশ্ব এবং ধ্বজার উপরেও তীব্র তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বিদ্ধ করিলেন। ২২

তখন মাদ্রীনন্দন সহদেব অধিক ক্রুদ্ধ না হইয়াই শত্রুনিক্ষিপ্ত ধনু, ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করত যমের মতো যমসুত শত্রুনিক্ষেপও বিদ্ধ করিলেন। ২৩

-ইহা দেখিয়া সুবলপুত্র শত্রুনিও রাগে জ্বলিয়া নিজের ক্রোধ হইতে সাবধান হইলেন। রাজন্! তিনি তখন রণের

সে তত্র পতিতা রাজন্ দৃশ্যন্তে সুভয়ানকাঃ ॥ ২৪
তরন্তো বিবিধৈ বেশৈ নদ্যস্তাস্তো ভয়াবহাঃ।
ছিন্নভিন্নাস্তু তত্রে শূরা নদ্যুর্বিব সর্বতো ॥ ২৫
দ্রোণঃ সাক্ষাদ্যমরাজানং বিধ্বন্তা বর্ষতিভয়াতুরৈঃ।
বর্তয়িত্বেব চক্রাণ্যক্ষাণ্ বিব্যাধ তরসাধিকৈঃ ॥ ২৬
বিবিংশতিঃ ভীমসেনো বিংশত্যা বিশিখৈঃ শরৈঃ।
বিদ্ধ্বা নাকম্পয়ন্ বীরঃ কম্পয়ন্তং মহাদ্বিপম্ ॥ ২৭
বিবিংশতিস্তু সপ্তত্যা বাণৈঃ কৃতপরাশ্রমম্।
ভীমং চক্রে মহারাজ তদ্যৈরাবতমুদ্ধতম্ ॥ ২৮
স তত্র নদতে ভীমঃ পরেষাং ত্রাসমাহরন্।
তমভ্যাহত্য বলবান্ রাজন্ সর্বানপাহরৎ ॥ ২৯
তত্রাপরং সমাসাদ্য রাজন্ যুদ্ধ চর্ম মহৎসৃতঃ।
অন্তরাজ ভীমসেনং যু যত্নো মন্তমিব দ্বিপম্ ॥ ৩০

আঘাতে সহদেবের এই ধ্বজকে উহার সারথি সহিত বিদ্ধ করিয়া মূর্ছিত করিলেন। ২৪

মহারাজ! এই যুদ্ধ সময়ে ভীমের যখন ধনুষ্টি হইয়া হাতে আসিয়াছে তখন সকলকে যেন ভেলা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় এইরূপ—বিংশতিসংখ্যা যুদ্ধটি পর্যন্ত পরস্পরে আঘাত করিয়াছে। ২৫

এদিকে দ্রোণাচার্য পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দশটি শিতধার বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর বাণের দ্বারা তাঁহাকে আহত করিলেন। তাঁহার পর দ্রোণাচার্য অধিক বাণসমূহে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন। ২৬

বীর ভীমসেন বিংশতি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিবিংশতিকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ২৭

মহারাজ! এদিকে বিবিংশতিও সহসা আক্রমণ করত ভীমসেনের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া সমস্ত সৈন্যরা তাঁহার ভূয়ি ভূয়ি প্রশংসা করিলেন। ২৮

বীর ভীমসেন যুদ্ধে পরে বিবিংশতির এই পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ পরাক্রমে তাঁহার সমস্ত ধনুবিচ্ছিন্ন অশ্বসারথিকে সংহার করিলেন। ২৯

রাজন্! অশ্ব বিনষ্ট হইলে মহাবল বিবিংশতি ঢাল ও তরবারি লইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মহামত্ত হাতী যেরূপ অন্য এক মত্তহাতীর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০

সমাজ্ঞা নকুলঃ শীঘ্রং সত্রীড়ঃ প্রিয়মাত্মনঃ।
বিবাদ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং নাহমেতদ্ গমিষ্যতি। ৫১

তস্যাপ্যনাত্মজ্ঞস্য ভ্রাতরঃ সুমহারথাঃ।
নিশম্যেমাঃ সমাঃ সর্বে ধর্ম্মাঃ সত্যো ব্যবস্থিতাঃ। ৫২

দুষ্টৈকচক্ষুঃ কৃপণাস্থান্ বিদ্বা বহুবিধাস্তদা।
কৃপা বিবাদ সম্প্রাপ্তা ন্যস্ত ভারাবসাদনে। ৫৩

তং কৃপঃ শরদ্বতো গৌতমো সমবারয়ৎ।
বিবাদে চরণে বিদ্বো দুষ্টৈকাক্ষুমবর্ষম্। ৫৪

সায়ান্হি কৃতবর্ম্মাণং সাত্যকেন সমাহবে।
বিক্ষ্য বিবাদ সম্প্রাপ্তা পুনরেবৈঃ সহস্রিভিঃ। ৫৫

তা ভোজঃ সমুদ্যম্যেমা বিক্ষ্যাস্ত্রে নিশিতৈঃ শরৈঃ।
নাকম্পয়ত সৈন্যেভ্যঃ পীড়ো বায়ুরিবাচলম্। ৫৬

সেনাপতিঃ সুবলজো কৃপং মর্ম্মস্বতাড়য়ৎ।
স চাপি তং ভোজবরং ত্রিভিরেনোঽভ্যতাড়য়ৎ। ৫৭

তৈরর্দ্দিতঃ স্তু সমরে বিবাহৈঃ প্রত্যবাসৃজৎ।
তয় মর্ম্মোপঘাতীভিস্তাড়ুরিবাতুরম্। ৫৮

তং সৌবলমনু তয় সুতসুতস্য বাজিনম্।
যয়ৌ সৈন্যঃ বারয়ানাস শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ। ৫৯

ক্রুদ্ধস্তু তয়ঃ রাজা তথমন্তের সমন্ততঃ।
তয়োর্মুক্তং মহারাজ চিত্ররূপমিবাভবৎ। ৬০

তথস্তস্তু রাজানঃ ক্রুদ্ধং নকুলপর্ব্বভিঃ।
সনিয়ন্তৃধ্বজরথং বিবাধে পুরুষর্ষভঃ। ৬১

ক্রুদ্ধস্তু তয়ঃ ক্রুদ্ধো তথস্তং মহারথম্।
আজঘানোরসি ক্ষিপ্রং শরেণানতপর্ব্বণা। ৬২

ধৃষ্টং যোধয়তো লোকে লৌকপ্রি-বিশ্রুতৌ।
কৃতানাং ত্রাসজননং চক্রাতে তুমুলং তয়ৌ। ৬৩

ধৃষ্টিমন্তং রণে রাজন্ মাদ্রীপুত্রো মহারথম্।
যত্তা সাদকৌশেন ভল্লেনাশনি সীধনা। ৬৪

ভোজং যান্তং দুরাধর্ষং কৃপং চৈনমবারয়ৎ। ৬৫

সমাজ্ঞায় মহাবাহুরথ সংস্পষ্টবীর্যবান্ বিবাহৈ রিপুসূদনঃ ক্রুদ্ধে প্রবিবেশ তরিসৈন্যম্। ৬৬

সেনায়াং মাদ্রীপুত্রৌ তু সুতসোমং সুপূজিতম্।
তয়ঃ আততায়িনং ক্রুদ্ধং সৌতদ্রি-শিখণ্ডিনৌ। ৬৭

তয়োস্তু সমরে তস্য ধনুশ্চিচ্ছেদ ভারত।
ধ্বজং সূতং হয়ান্ পার্শ্বৌ তয়ঃ সমরদুর্ম্মদঃ। ৬৮

তং পৌলস্ত্যমনু তয় সুতসোমস্য ধীমতঃ।
যয়ৌ সৈন্যঃ বারয়ানাস শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ। ৬৯

ক্রুদ্ধস্তু তয়ঃ রাজা তথমন্তের সমন্ততঃ।
তয়োর্মুক্তং মহারাজ চিত্ররূপমিবাভবৎ। ৭০

তথস্তস্তু রাজানঃ ক্রুদ্ধং নকুলপর্ব্বভিঃ।
সনিয়ন্তৃধ্বজরথং বিবাধে পুরুষর্ষভঃ। ৭১

ক্রুদ্ধস্তু তয়ঃ ক্রুদ্ধো তথস্তং মহারথম্।
আজঘানোরসি ক্ষিপ্রং শরেণানতপর্ব্বণা। ৭২

ধৃষ্টং যোধয়তো লোকে লৌকপ্রি-বিশ্রুতৌ।
কৃতানাং ত্রাসজননং চক্রাতে তুমুলং তয়ৌ। ৭৩

ধৃষ্টিমন্তং রণে রাজন্ মাদ্রীপুত্রো মহারথম্।
যত্তা সাদকৌশেন ভল্লেনাশনি সীধনা। ৭৪

বিষণ্ণো তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সৌমিত্রিঃ বিপ্রলাপবান্।
নরত্বং সাধয়ন্ বীরঃ ক্ষণমাত্রমিব ভারত ॥ ৮৫
বাহুসৌ সৌমকল্পাবৌ হৈরিস্বাস্তুসুখাবুভৌ।
চক্রাতে বায়ুবঃ যুদ্ধং সম্পাতৈরেবিনৌ ॥ ৮৬
মায়াসংকল্পকৌ দৃষ্টৌ মহোভিরিবরঞ্জনম্।
অন্তরিক্ষে চেরতুস্তৌ তুমুলং বিপ্রকারিণৌ ॥ ৮৭
চেরিতায়ামতুবিক্ষেপ যুদ্ধে চারিষ্টবন্ধনম্।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বল-শক্রৌ মহাবলৌ ॥ ৮৮
সন্তুষ্টঃ ক্ষয়ণেনেব বিস্তরকরোঃ তুমুলম্।
যথা বিষ্ণুঃ পুরা রাজন্ হিরণ্যাক্ষেণ সংযুগে ॥ ৮৯
ততঃ প্রচলিতাপেন বিশিখং কপিকেতন ঃ।
হৃদয়ে রাক্ষসপ্রেষ্ঠ রাজন্ সৌমিত্রঃ সৌমিত্রো নরম্ ॥ ৯০
ততোঽভাহার সংরব্ধো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী মহাবলঃ।
যেন চাস্ত্র মহদ্ যুদ্ধমিন্দ্রজিদ্রাবণিঃ সহ ॥ ৯১

সৌমিত্রস্তু সৌমিত্রং শরজালৈরবাকিরৎ।
বজ্রাশনিনিকাশৈঃ ক্রুদ্ধঃ বজ্রস্তোমাগ্নসন্নিভৈঃ ॥ ৯২
সৌমিত্রঃ সৌমিত্রং ঘোরৈরিষুভিঃ সপ্তভিরাশুগৈঃ।
সপ্তভিস্তস্য বিবাধ হৃদয়ং সূতজং সায়কৈঃ ॥ ৯৩
ততঃ প্রহরতাং তেষাং শিরাংসি বিবৃতং মুহুঃ।
সমাকাশমুনির্মুক্তৈঃ সৌমিত্রেরাশুগৈঃ শরৈঃ ॥ ৯৪
তং তু সন্ধিতমাত্মানং সায়কৈঃ ঘোরদর্শনৈঃ।
বাহ্যাং পরাবাদ্য রাক্ষিকাস্মিন্নন্তর সংগতঃ যমুঃ ॥ ৯৫
উদ্যম্যতা যমুস্তিঃ সৌমিত্রঃ সংগতীবরা।
ঈষদ্বৈ শিরঃ যজ্ঞমাত্মানং সংগতবম্ ॥ ৯৬
স তেনাবেক্ষতাবেন চক্ষুষা ক্রুরতেজসা।
রাক্ষসানিমাত্মপ্রাণান্ সর্বান্ সৌমিত্রিমাত্মনঃ ॥ ৯৭
সংক্রিষ্টঃ পুনরপ্যাত্মযমুঃ পুনরক্ষিতঃ।
চতুর্দিক্ষিপ্তশরো রাজন্ নিরিক্ষেত্রমন্তরম্ ॥ ৯৮

প্রহারাঘাত অবলম্বন করে তখন তিনটী বৃক্ষ উঠাইয়া একটি বাম বিক্ষেপ করিয়া সেতুবন্ধনের ভূমিপ্রদেশে ফেলিয়া দিলেন। ৪৪

অনন্তর তাহার তুণস্থানী রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অনঘ—ইহারা দুইজনে সংগ্রামস্থলে অস্ত্র করিয়ে বহুল হইয়া অবাধে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৪৫

ধর্মিষ্ঠ এই দুই রাক্ষস পরস্পর মায়া সৃজন করিয়া সেই সব মায়ার দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিতে অভিলাষী ছিল। ইহারা উভয়ে তখন সকল ব্যক্তিকেই মোহের আচ্ছন্নতায় মায়া ফেলিয়া অন্তর্ধানে বিচরণ করিতে লাগিল। ৪৬

অন্তরিক্ষে চেরিতায়ে অন্তরিক্ষের পরিষ্কৃত তাহার যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন ইহাদের যুদ্ধ দেখিয়া মনে হইতেছিল—দেবাসুর সংগ্রামে মহাবলিষ্ঠ ইন্দ্র ও দেবরাজ ইহা যুদ্ধ করিতেছেন। ৪৮

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই রাক্ষসে অনঘ (মেঘনাদের পুত্র) সৌমিত্রের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৯

রাজন্! তাহাদের বিক্ষিপ্তপ্রায়ে নিক্ষিপ্ত ও তুমুল অস্ত্রযুক্ত অস্ত্র আকাশ করিয়া মর্মে করিতে তাহারা দোঁহে যুদ্ধাবসরে অভিলাষে উভয় আক্রমণ করিলেন। ৫০

তখন অভিষেক ও তুণাবাজী অবসর অভিলাষে অভিলাষে লক্ষ্যে আসিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ৫১

সৌমিত্র পুনরায় ঘটোৎকচ অভিমুখে বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। ঘটোৎকচ অনুনাদন অভিমুখে বাণের দ্বারা, ছয় এবং বহু শিলা করিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন। ৫২

রাজন্! অনঘ সাতটী শিলাময়ী বাণের দ্বারা সৌমিত্রকে বিদ্ধ করিয়া অভিলাষ আরও পাঁচটী বাণে তাঁহার সারথি ও অশ্বগণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ৫৩

তারপর তিনি ঐন্দ্রাস্ত্রে ধনুষ্টঙ্কার করিতে করিতে এবং বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে অন্তরিক্ষে অভিমুখে আসিয়া এক একটী বাণ বারা করিলেন, যাহা দ্বারা সৌমিত্রের অস্ত্রধারী ছিল। ৫৪

সেই সৌমিত্রে তখন বাণগুলিকে তাহা ছিন্ন সংহারিত করিতে দেখিয়া ঘটোৎকচ দুইটী বাণের দ্বারা অভিলাষের বাহন দুইটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৫৫

তখন সকলীকরণে সংহারকারী ঘটোৎকচের সেই ছিন্ন অস্ত্র ফেলিয়া দিলেন এবং তাঁহার বাণে একটী তরবারি বাহির করিয়া লইলেন এবং একটী চামড় ঢালে লইলেন। ৫৬

তিনি তাঁহার পক্ষিরাজ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে দণ্ডায়মান পুরুষের ন্যায় বড় তরবারিটিকে চালের সহিত মিলিত তরবারিটিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং নানাবিধ মুখভঙ্গি দেখাইতে দেখাইতে তাহাকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। ৫৭

রাজন্! সেই সময় সৌমিত্র বিনষ্ট হইল, ঈদৃশের মিত্র ঘুরাল, এইরূপ তাহিদিগে ঘুরাল এবং ঘুরাল ঈদৃশ ঘোর

স সৌরথবধক্রোধামাসুরীং মহতীং তনুম্ ।
সৌরথং রথমাস্থায় কেশপক্ষে পরাক্রমৎ ॥ ৫৯

জঘানাস্ত্র শস্ত্রং সুতমস্মিন্নাপাততস্তদা ।
বিদ্যোতান্তোনিধিং তাক্ষ্যঃ সাগরমিব চাক্ষিপৎ ॥ ৬০

তমাপতন্তমক্রেশাদ্ বদ্ধ্বা সর্বাস্ত্রবিদ্ বশী ।
উৎক্ষাপয়িত্বা নিক্ষেপে পাত্যামাস হেলয়া ॥ ৬১

তমাস্থায় নিষণ্ণঃ প্রাণ্ডঃ কুরুমাণমরাবকে ।
সৌরথং পাতয়িত্বা তু ব্যসুকৃত্য জঘান হ ॥ ৬২

স বহির্বেদিমাস্তীর্য কিরিটী শস্ত্রতাপনঃ ।
চর্ম চক্রে যতশ্চক্ষে নয়ং পর্যাপতদ্ ভুবি ॥ ৬৩

ততঃ সৈন্ধবযোধাংস্তা কাম্বিল্যসুতা সৌরথম্ ।
উৎপপাত রথাৎ তূর্ণং ক্ষেমধন্বিপদাত ॥ ৬৪

গ্রাসে-গ্রাসে নিগিরন্তং শত্রূণাং সপ্তচোদিতম্ ।
ক্ষিপ্তে চাস্মিন্ কাম্বিল্যস্তা সংক্রন্দো ন ব্যদৃশ্যত ॥ ৬৫

স তর্পয়িত্বা সৈন্ধবান্ বধ্বা তদ্ধয়মাস্থিতঃ ।
তমুদ্যম্য মহাবাহুঃ চক্রে চাপ পুনর্বলী ॥ ৬৬

দৃষ্ট্বাস্ত্রক্ষয়ং ধাতাঃ পিতৃব্যাস্তস্য বৈরিণঃ ।
নদন্তোহভিদ্রুতাঃ শূরাঃ পাণ্ডবং ঈব কুরবঃ ॥ ৬৭

তৌ মহাস্ত্রবলাস্ত্রাস্ত্রৌ বলবদ্বলধারিণৌ ।
ভীষয়ন্তৌ সসৈন্যানুভয়ে যাম্য-কৌশরিণাবিব ॥ ৬৮

সম্পাতেষ্বতিধারেষু বিপাতেষ্বনি-তর্কিণোঃ ।
ন তয়োরন্তরং কশ্চিদ্ দদর্শ নরসিংহয়োঃ ॥ ৬৯

অথাক্ষপোষ্ণিনিষ্ক্রান্তঃ সন্ধ্যাস্তমিতদর্শনম্ ।
ব্যবাস্তমনিশাস্তঞ্চ নিবিশেষমকৃত্তত ॥ ৭০

প্রকৃতি হওয়ায় তাহাদের এই ভাব বিলম্ব ঘটাইয়াছিল যে, অবশিষ্ট ৩ ভাইয়ের মধ্যে অবশ্য কোন পার্থক্যই লক্ষ্য করা যাইতেছিল না। ৫৮

এই সময় অভিমন্যু সমস্ত বর্ম ভেদ করিয়া লক্ষ্মণের অঙ্গে সৌরথের রথের ঈষাদণ্ডের উপর আঘাত করিলেন এবং সৌরথের কেশপক্ষ ধরিয়া ফেলিলেন। ৫৯

তারপর সজোরে সৌরথের মাথাটিকে বধ করিলেন এবং অবশিষ্ট যারা তাঁহার অঙ্গ কাটিয়া দিলেন। যেমন গরুড় সমুদ্রকে খুব করিয়া তাড়িয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমন্যুও সৌরথকে ধরিয়া রথের বাঁহাতে নিক্ষেপ করিলেন। ৬০-

সেই সময় কুরুবিজয় সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, যেমন সিংহ কোন এক হরিণকে বিনাশিত করিয়া অবহেলে করিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমন্যুও সৌরথকে কুরুসৈন্যে বিনাশিত করিয়া অবহেলে করিয়া দিলেন। এই সময় তাঁহার বল যেরূপ উৎপাদিত হইয়াছিল। ৬১

সৌরথকে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়া হইয়া অবস্থায় রথে থাকা হইতে এবং কুরুসৈন্যে পাণ্ডিত হইতে দেখিয়া মহারথ কর্ণ করিতে পারিলেন না। ৬২

তিনি তখন মহাবীর পরাক্রান্ত শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিয়া-ছেন এমন চারু ও বলবান হইয়া বর্ম ভেদিয়া করিয়া নিজের রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ৬৩

তখন কাম্বিল্যপুত্র অভিমন্যু অবহেলে আসিয়া দেখিয়া সৌরথকে ত্যাগ করত অভিমন্যুর সৌরথের রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং হাতেপায়ের ন্যায় সারথের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬৪

অভিমন্যু সকলের কবল নিজের গাত্র, শরীর ও অবয়বাদি হইতে নিজের অবয়বাদির দ্বারা বেষ্টন করিতে লাগিলেন এবং সারথির ঘাড় ধরিয়া উপরে আছাড় মারিতে লাগিলেন। ৬৫

বীর ও বলবান্ অভিমন্যু সৈন্ধবিগকে নিজের বাহুবল দেখাইয়া পূর্বরাত্রি বিনাশ করত ও সাত হাতে হাতে করত আসনের নিকটে অবস্থান করত কুরুসৈন্যের পুত্র সমরের সম্মুখে যেরূপভাবে অবস্থান করিলেন, সেরূপ সিংহ কোন হাতীকে আক্রমণ করিয়া থাকে। ৬৬-৬৭

তখন তাঁহারা উহাকে বল ও বলবে আছে পরিশ্রম করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং কাম্বোজরাজ পক্ষের পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া অভিমন্যু বর্ম ও উৎসাহের সহিত পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন। ৬৮

রাত্রি ও অবসানের সময়। প্রহর ১, অবিরাম (প্রতিপ্রহর) ৩ দিবস (উহা ৩ অঙ্গে অবসানে চলিয়া) বিরাম এই দুই যুদ্ধকারী অভিমন্যু এবং তাহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখা যাইল না। ৬৯

অবশেষে (অতি ও অবসানের) অনিমিষে (অনিমেষে-পর), অন্ধকার অবসানের প্রকর্ষ এবং অন্ধকার বাহির আসিয়া আসিয়া এই দুই বীরের সমানই যোগ্যতা আছে—দেখিতে পাওয়া যাইল। ৭০

গান্ধারাণামুভৌ চৈব চক্রতুর্মে ধার্মিকৌ নৃপৌ।
সুবলস্য মহারাজো সপুত্রাবিব পার্থিবৌ। ৭২
তয়োর্বিক্ষিপতঃ শস্ত্রং সৌভদ্রস্য মহাত্মনঃ।
শরাবরণপক্ষাভ্যাং প্রচ্ছাদয়ত তদ্বপুঃ। ৭৩
তদ্বপুশ্ছাদয়ন্ সর্বতঃশিতৈশ্চ্ছাদনৈ রণে।
সিন্ধুরাজবলোদ্ভূতঃ সোঽভবদ্ভারতর্ষভ। ৭৪
তস্যরাজ্ঞো বিশিষ্যন্তু তা পতাকা হরেঃ।
অদৃশ্যত বিধেরেব ঘনঃ পূর্ণাধিরূঢ়ঃ। ৭৫
তং কার্ষ্ণিঃ সমরাদুক্তমাধিত্যং বেদুরুত্তমম্।
সহিতং সপ্তরাত্রেণ পরিবক্রে সমন্ততঃ। ৭৬
তত্তস্তস্য চ সৈন্যস্য সমুৎক্ষিপ্তা মহাত্মনঃ।
নদ্যাস্তূর্ণমবেগেন প্রেক্ষণীয়া ইবাভবন্। ৭৭
সিন্ধুরাজঃ পরিত্রাতা সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
তাবপ্রধানৌ তং সৈন্যং দুর্গমং তারয়ো যথা। ৭৮

তস্য সর্বায়সীং শক্তিং শলভঃ সমবস্তৃণৎ।
চিক্ষেপ সমরে ঘোরাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব। ৭৯
তামপ্রাপ্তাং তদ্রাজ বিকোশঃ চারুবেদসিম্।
দৈবতৈরো যথা কার্ষ্ণিঃ পতন্তমুৎপতন্নম্। ৮০
তস্য লাঘবযোগেন সহ চাভিমুখেন তাম্।
দদর্শ সর্বসৈন্যানাং বিস্ময়াধর্ষণাবহম্। ৮১
তত্তস্যৈব বলাদ্যা সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
মুমোচ কুরুবীরায় বৈনতেয়ায় পন্নগম্। ৮২
সা তস্য রথমাসাদ্য নির্ভিন্নকুরুবোদরা।
জঘান সূতং শলস্য রথাচ্চৈনমপাতয়ৎ। ৮৩
তস্মিন্ বিনিহতে তস্মিন্ সূতে কুরুবিনন্দনঃ।
সাত্যকিং কেকয়াঁ তীব্রো দৃষ্ট্বায়ান্তমবস্থিতৌ। ৮৪
তয়ো চ দ্রৌপদেয়াস্তু সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ।
বাসুদেবার্জুনৌ বিরিথাঃ সিংহনাদেন পূজয়ন্। ৮৫

তখন সেই রাজপুত্র ভীষণ সম্পূর্ণরূপে লৌহে নির্মিত এক শক্তি সৌভদ্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন, যাহা অগ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত হইতেছিল। ৭৯

যেমন গরুড় উড়িতে উড়িতে সর্প ধরিয়া ফেলে, সেইরূপ অভিমন্যু শীঘ্র নিজ শক্তিতে শত্রুর শক্তি ছেদন করিলেন এবং তাহার হাত হইতে তরবারি বাহির করিয়া লইলেন। ৮০

অভিমন্যুর লঘুতা, অস্ত্রবিদ্যা ও সাহস দেখিয়া সকল রাজাই এক সঙ্গে বিস্ময়ান্বিত হইয়া উঠিলেন। ৮১

সেই সময় শত্রুবীরহন্তা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু বৈনতেয়-নিক্ষিপ্ত ভীষণ বিষধর সেই শক্তিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা খণ্ডশঃ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। ৮২

যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ কুরুবংশ প্রবীরগণ সেই শক্তি খণ্ডশঃ হইয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার সারথিকে বধ করিল এবং তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ৮৩

তাহা দেখিয়া বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, কেকয়রাজকুমারগণ, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর পক্ষ সুভদ্রাকে "সাধু, সাধু" বলিয়া বারংবার কোলাহল করিতে লাগিলেন।

যিনি কখনও যুদ্ধভূমি হইতে পলায়ন করেন না, সেই যুদ্ধা-ভিমানের সর্বত্রই তাঁহার সাত্যকি বাসুদেবার্জুনসদৃশ শত্রু ও সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল।

এই দুই রাজা বীর অর্জুনের ও রাজার অস্ত্রাঘাত করিবার উদ্যম প্রত্যাখ্যানপূর্বক বেগেবেগে পক্ষযুক্ত দুইটি পর্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। ৭১

এই সময় তাহাদের চারিদিকে চারিদিকে যুদ্ধের যুদ্ধানুযায়ী অভিনয়ের স্থানের উপর অস্ত্রের প্রচার করিলেন। ৭২

সেই উজ্জ্বল মাঠের উপর যোদ্ধার পায়ে ঘোড়ার ক্ষিপ্র ছিল। তাহারা উপর অস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিলে, তখন তাহাতে আলোকরাজি হইয়া তাঁহার বিপাশ বন্ধ করিয়া যায়। ৭৩

নিজের বলশালী হস্ত হইতে আনিয়া অস্ত্রের দ্বারা শত্রুদিগের যোদ্ধা সুভদ্রা নিজ হাতে অস্ত্রাঘাত করিলেন—ইহা তখন দেখা যায়। ৭৪

সেই সময় অস্ত্রনিপুণ অভিমন্যু দূর হইতে অনেক শাইয়া নীচ উপর ধনু উপযোগ করিলেন। এই সময়ের মধ্যেই সকল রাজা একত্র মিলিত হইয়া [illegible] করিয়া ফেলিলেন। ৭৫

তখন মহাবলে অস্ত্রনিপুণ অভিমন্যু চাল ও তরবারি উপরে তুলিয়া অস্ত্রদের দিকে তাহাদিগে তাড়াতাড়ি দিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৭৬

শত্রুবীরহা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে ত্যাগ করিয়া যেরূপ ব্যূহের মধ্যদেশ সমাদিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ৭৭

প্রাদ্রবদ্ দর্শয়ন্ সৌভদ্রবলপরাক্রমম্।
ততস্তমন্তরং প্রাপ্তে শত্রোর্বিবরদর্শনম্। ৮৫
অথৈনং সহসা সর্বে সমন্তাদভিদুদ্রুবুঃ।
অন্যাভিস্ত মহারাজ জলদা ইব পর্বতম্। ৮৬

যেষাঞ্চ শিরসশ্ছিন্নং পুরস্তাৎ পরাক্রমম্।
আর্তায় নিহতিস্তাত্র কৃতঃ সৌভদ্রমব্রবীৎ। ৮৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি অভিমন্যু-
পরাক্রমে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্রগণ সকলে এই বিষয়টির নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সহসা চারিদিক্ দিয়া তাঁহার বধসাধন করিতে করিতে তাঁহাকে, যেমন মেঘে পর্বতের উপর বর্ষণ করে, সেইরূপ অন্যান্য অস্ত্রে আচ্ছন্ন করিলেন। ৮৬

বিপক্ষ সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পরাক্রম নষ্ট করিতে লাগিল, তিনি তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করিতে লাগিলেন। ৮৭

শ্রীমহাভারতীয় দ্রোণাভিষেকীয় পরাশরীয় সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণাভিষেকপর্বে অভিমন্যু পরাক্রমবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের সহ ভীষ্মসেনের যুদ্ধ, পলায়ন ও পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বহুনি সুবিচিত্রাণি ত্বয়াখ্যাতানি সঞ্জয়।
অস্ত্রোত্তমানি বিদ্বদ্ভ্যঃ শ্রুতবন্তি সহস্রশঃ। ১
আশ্চর্যভূতং লোকেষু তথাহ্যেতদ্ভি মানবাঃ।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চৈব যুদ্ধং বেলামুপোষিতম্। ২
যদি বৈ তুমুলস্যাস্য পুরুষো মুচ্যতে ক্বচিৎ।
তথাপ্যেতেন্দ্রিয়ং মন্যে সৌভদ্রস্য চ শংস মে। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

সাধিতাঃ প্রেক্ষ্য তনয়াস্তব পঞ্চ মহারথাঃ।

সমুদ্বিগ্না মনশ্চক্রুঃ প্রাদ্রবন্ত ভয়ার্দিতাঃ। ৪
তং চৌদয়ন্তি কালাগ্নিং দণ্ডহস্তমিবান্তকম্।
তদ্দৃষ্ট্বাভিপতন্তং তে ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ। ৫
সৌভদ্রং ত্রাসয়ন্তীব প্রহসন্ত ইবাব্রবীৎ।
এতেষ্টোরগবীজানাং ভয়ন্ত ভীমসেন বৈ। ৬
বারয়িষ্যে ত্বহং সৌভদ্র ভীমসেনং প্রধাবতম্।
পলায়নাদ্ধি সমরে তবেষ্টো বিধিবিধাতজঃ। ৭
ইত্যেব মন্যমানোঽপি ভীমং দৃষ্ট্বা মহাবলম্।
সমাদায়ি-মুখবৃত্তিং শার্দূল ইব কুঞ্জরম্। ৮

নিশ্চিত বধ উপস্থিত করিতে করিতে এই বলিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। ৪

প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য ও গদাধারী যমরাজসদৃশ পলায়নে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন বিশাল গদা হাতে লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ৫

এদিকে অভিমন্যুও বজ্রতুল্য ত্রিশূল লইয়া হাতে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'এস, এস' এই কথা বলিয়া গর্জনে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভীমসেন ক্রোধভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। ৬

যুদ্ধস্থলকে অভিপ্রায়ে বিশাল করিয়া প্রধাবমানী ভীমসেন দ্বারা পরম্পর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমরাঙ্গনে পর্বতসদৃশ অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ৭

এইরূপে মহারাজ পরাক্রম করিলে ভীমসেনকে দেখিয়া অভিমন্যু

তত্রস্থৌ বিবিধাকারৌ সর্ব্বাস্ত্রেষু সুনিষ্ঠিতৌ।
সিংহস্কন্ধৌ মহোরস্কৌ দীর্ঘবাহূ মহাবলৌ ॥ ৯
পদ্মপত্রাক্ষসদৃশৌ তপ্তকুণ্ডলধারিণৌ।
পাণ্ডবানাং কুলকরৌ সাধু সাধিতি নিস্বনঃ ॥ ১০
ন হি মন্ত্রাধিকারঃ সর্ব্বরাজসু তাদৃশঃ।
যোদ্ধুমুদ্যতয়োর্যেন ভীমসেনস্য সংযুগে ॥ ১১
তথা মল্লাধিপস্যাপি বলাবেষঃ মহাত্মনঃ।
যোদ্ধুমুদ্যতয়োর্লোকে মূর্খি যোদ্ধুমো প্রকোপয়োঃ ॥
পাষ্টৈর্বাহুবলৈশ্চ বহুশ জনবর্ণনী।
প্রজগ্মতুঃ সমাবিশ্য ভীমেন মহতী সভা ॥ ১৩
তত্রৈব চক্রতো বাদ্যান্ বাদকানি চ সর্ব্বশঃ।
মহাবিস্ফোটকারাবা বলাস্ত তুমুলং সভা ॥ ১৪
তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মত্তমাতঙ্গবিক্রমৌ।
আবস্থিতবলাস্ফালৌ সভা-মুক্কোটকৌ ॥ ১৫

তাঁহার নিকে দৌড়াইয়া গেলেন, তখন সবে মহাকোলাহল—কোন এক দিক হইতে এক মল্লরাজের উপর আক্রমণ করিয়াছে ॥ ৮

সেই সময় সহস্র সহস্র বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতধ্বনি হইতে লাগিল। বীরগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং ভেরীশব্দের সঙ্গীত পথ সকল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৯

বিপক্ষদলের পরস্পরের দিকে ধাবিত হইবার সময় সভা সহসা দর্শক, যোদ্ধা ও সাজের যোদ্ধাদের অনুরাগের উচ্চতর বেগবশে চারিদিকেই বিক্ষুব্ধ হইল ॥ ১০

ভারতম্ব : সভা ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহারাজ পদ্য ব্যতীত অন্য কেহ এরূপ ছিলেন না, যিনি যুদ্ধে ভীমসেনের বেগের সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১১

এইরূপ এ সংগ্রামে ভীমসেন ব্যতীত অন্য কেহ এতাদৃশ বীর ছিলেন না, যিনি যুদ্ধে মহারাজ পদ্যের বলের বেগ সহ্য করিতে পারেন ॥ ১২

সেই সময় ভীমসেনকৃত ভূজীয় বিশাল বল যুদ্ধকর্মে সমর্থ অন্যান্য বলের সহিত প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। এই বল বীরগণের ভূষাদিনী ও উৎসাহবর্দ্ধিনী ছিল ॥ ১৩

এইরূপে বলাসুরের বিক্রম পর্যন্ত ও বলসমূহ অন্যান্য মুষ্টি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞতা যুদ্ধের সময়ে মহাবিস্ফোটনের ন্যায় শোনা যাইতেছিল ॥ ১৪

এই বল ও ভীমসেন উভয়েই বলগর্ব্ব যুদ্ধ যুদ্ধিতে থাকিয়া মুষ্টির ঘায় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলাসুরের বিক্রম বলসমূহের মণ্ডলাবর্ত্তনার্থই ঘরিবরণে ॥ ১৫
নিক্ষিপ্যমাণৌ যুদ্ধে তৌ তয়োঃ মুষ্টয়ঃ ॥ ১৬
তাড়িতা ভীমসেনেন বলাস্য মহতী সভা।
নাদিতাশো মহারৌদ্রা তথা তুমুলনীয়ত ॥ ১৭
তথৈব ভীমসেনস্য বিস্ফারাভিহতা সভা।
বধাগ্রোগে মহোরৌদ্রো মুক্ত ইবাবরৌ ॥ ১৮
সমাজিপ্তা তু সমরে মহারাজেন ভারত।
যোধনীলয়ানা সা সমরে সাধবঃ দুঃ ॥ ১৯
তথৈব ভীমসেনেন বিদ্ধে প্রেষিতা সভা।
তালস্কাস্ফাল তথৈব মহোরা সাধবী সভা ॥ ২০
তে তত্র সমিনাঃ শ্রেষ্ঠৌ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
বলস্তৌ নাদয়ন্তে বা সমরাজে বিজয়ন্তৌ ॥ ২১
মৈথৈরিব মহাবাহো মহৈরিব মহাগজৌ।
তৌ বিক্ষেপুরসাদ্য সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ২২

(বল যুদ্ধবিদ্যার ভীতি) অন্যদের তাবেক্ষণেরে ॥ ১৫

মণ্ডলাবর্ত্তে বল যুদ্ধবিদ্যার পদ্ধতি ও সংগ্রামের এই দুই মুখ্যপ্রকার যোদ্ধারা সমান বলিয়াই মনে হইতেছিল ॥ ১৬

এইরূপ অবস্থায় ভীমসেনের বলের আঘাতে পদ্যের বিশাল ও মহাভয়ের বল অতিমুষ্টির প্রভাব করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত হইয়া পড়িতে লাগিল ॥ ১৭

এইরূপে পদ্যকৃত আঘাত ভাঙ্গিয়া ভীমসেনের বলাস্ত অতিমুষ্টির প্রভাব করিতে থাকিয়া বধোদ্যোগের সময় মহোরৌ- (ভোজরাজি ভোজা) সমরে পরিত্যক্ত মুক্তের ন্যায় ভোজ পাইতে লাগিল ॥ ১৮

তারপর ! তখন মহারাজ পদ্য সমরক্ষেত্রে অন্য একটী বল নিক্ষেপ করিলেন যাহা আকাশকে প্রকাশিত করিতে থাকিয়া বাজার ও আঘাত করিতে ছিল ॥ ১৯

এইরূপ ভীমসেন পক্ষকে সভা করিয়া যে বল নিক্ষেপ করিলেন, সেই বল আকাশ হইতে পতিত মহাকায় প্রায় ভৈরবশব্দবিশিষ্ট সমস্ত করিয়া তুলিল ॥ ২০

এই দুই বলবানিধানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন এবং পদ্যকে পাইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে যাবতীয়কালিনী মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় অতি ঘোর করিতে লাগিল ॥ ২১

যেরূপ দুইটী বিশাল বাহু মত্তের দ্বারা এবং দুইটী মত্তগজ মত্তের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেন ও

ততো দশাস্ত্রাভিহতৌ অন্যেন রথিসত্তমৌ।
মহদ্ব্যসনমাপন্নৌ বিসংজ্ঞৌ সমপদ্যতাম্ ॥ ২৩
তয়োরপি হতৌ সূতৌ তুরগাশ্চাপি বিদ্রুতাঃ।
মহতা শরজালেন তদা-ঽচ্ছিদ্যন্ত মারিষ ॥ ২৪
নাকম্পত তদা ভীমো বিক্ষমাণ ইবাচলঃ ॥২৫
তথা ভীমশরৈস্তীক্ষ্ণৈরাচার্যো ন চচাল হ।
বৈবাহ্যস্ত্রাবিদগ্ধত্বে বহ্নিমিব্রিবিবাহতঃ ॥ ২৬
আপেতুস্তুমুলাস্তেষাং সমযুধ্যন্ত সর্বতঃ।
পূর্বমন্যোন্যমার্চ্ছন্তো মণ্ডলানি বিচেরুঃ ॥ ২৭
অথাস্যন্তঃ পরাক্রান্তা নরিনস্তা পরানিব।
সহসা লোহতাণ্ডাগ্রমোক্ষমভিচক্রুঃ ॥ ২৮
তৌ পরস্পরবেগাচ্চ পরাক্রান্তৌ তুরাসদৌ।
তুমুলং লোহকূটৌঘৌ বিসৃজাবন্যমন্যতঃ ॥ ২৯

তয়ো বিক্ষতদেহাভ্যাং রুধিরং নিঃসৃতং ভৃশম্।
পলাশপ্রকরং তূর্ণং কুরুতশ্চা মহাদ্রিষু ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা তৌ তথা মহারাজ সমরাভিনিবর্তিনৌ।
বিস্ময়ঃ সর্বভূতানাং মুহূর্তমভিপূজিতম্ ॥ ৩১
ততঃ স্বরথমারোপ্য ক্রোধামর্ষিতঃ রণে।
অশ্বত্থামা রথং তূর্ণং কৃতবর্মা মহারথঃ ॥ ৩২
ক্ষীবন্ বিক্ষিপ্য বীরো নিমেষাৎ পুনরথিতঃ।
তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ শরবর্ষৈর্ভীমসেনমবাকিরৎ ॥ ৩৩
ততো মহারথিঃ ক্রুদ্ধো রথ স্থস্থঃ পরান্ মুখন্।
ন নামংস্ত তদাত্মানং সমকম্পত বাহিনী ॥ ৩৪
তে পাণ্ডবেয়রামাত্যাস্তব। বিক্রমশালিভিঃ।
তীব্রা নিশোষণক্রুদ্ধা বাহুল্যা যথা হরিঃ ॥ ৩৫
নিহিতা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ।
ব্যরোচন্ত রণে রাজন্ নীলাদাদা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৬

পরে পরস্পর পরস্পরের প্রহারে ব্যস্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছিলেন ॥ ২২

তাহাদের অশ্বগণের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আহত হইয়া এই দুই মহাবল বীর রক্তাক্তদেহ অবস্থায় ভূমে পরিপূর্ণ দুই পলাশবৃক্ষের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরের পরস্পর আঘাতজনিত পর পরের শরীর হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে লাগিল ॥ ২৪

সেই সময় মহারাজ পাণ্ডবের প্রধান বীর ভীমসেন বাণে বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়াও দ্রোণের ভীষণতম বিক্রম সহ্য করিলেন এবং দ্রোণ বজ্রের আঘাত পাইয়াও পর্বত অবিচলভাবে অবস্থান করে ॥ ২৫

এইরূপে ভীমসেনের প্রবল বেগে আহত হইয়াও দ্রোণের মহাপরাক্রম বজ্রাঘাতে পীড়িত পর্বতের ন্যায় ধৈর্যসহকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এই দুই মহাধনুর্ধরের ঘোর যুদ্ধ দেখিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। পূর্বকাল অবধারণে আচার্য মহাবাহু ভীমসেনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তখন ভীম আচার্য দ্রোণ এই দুই বীর দুইটি হস্তীর ন্যায় পরস্পরের উপর পতিত হইলেন এবং সহসা লৌহের শর দিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ২৮

এই দুই বীর পরস্পরের বেগ এবং পরাক্রান্ত আঘাত পাইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় একই সময়ে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৯

সেই সময় পরে পরিশ্রম বিহ্বল হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিলেন। এই সময়ে মহারথী কৃতবর্মা অতি ক্রত রথ লইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা পরম যত্নে আঘাতে দীপ্ত ও মূর্ছায় আচ্ছন্নচেতনা হইয়া অবশ হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৩১

তখন তাঁহাকে মহারথী কৃতবর্মা দ্রুতবেগে মহারাজ পাণ্ডবকে নিজের রথে তুলিয়া লইলেন এবং সত্বর রণভূমির বাহিরে লইয়া যাইলেন ॥ ৩২

তখনকার মহারথ বীর ভীমসেনের উদ্যমের ন্যায় বিক্রম হইয়া নিমেষের মধ্যেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাতে গদা লইয়া সকলের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

আর্য! সেই সময় মহারাজ পাণ্ডবকে দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে দেখিয়া হতাশ ও পলায়নে সৈন্যবাহিনীর পরিত্রাণ আশায় দ্রুতবেগে ভাগিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালগণ সমস্ত সৈন্যবাহিনী ভীমসেনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দ্রোণসৈন্যের ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৫

রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্রদের জয় করিয়া মহারথী পাঞ্চালগণ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিলেন ॥ ৩৬

ক্ষিপন্নাস্যং কৃষ্ণং চক্রুঃ সখ্যং স্মৃতঞ্চ হরিণাঃ।
ভৈরীঞ্চ বাদয়ামাসুর্যুদ্ধায়ান্যে নরাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণাভিষেকে পর্ব্বণি পঞ্চদশোঽধ্যায়ে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তাহারা ভূমি হইয়া বাহুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সখা বলিয়াই থাকিবে। সেই হেতু তাহারা ভেরী, তূর্য ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত দ্রোণাভিষেকপর্ব্বে পঞ্চদশ পঞ্চদশোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডবযোদ্ধাগণ কর্তৃক যমযুদ্ধ, দ্রোণাচার্য্যের পাঞ্চাল-পঞ্চাল বধের প্রতিজ্ঞা, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞা, অর্জুনের জয়লাভ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথৈনং সুমহদ্ভীমং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
দ্রোণাদ্যৈকো রণে রাজন্ যুধ্যমানোঽভ্যরক্ষত ॥ ১
শরা যথা হিমে মুক্তা যুধিষ্ঠিরস্য সায়কে।
বিচেরুস্তে বিনির্ভিন্না নর-বাজি-রথ-দ্বিপান্ ॥ ২
তস্য ভীমা মহারাজ বিনির্ভেদঃ সহস্রশঃ।
জ্বালোদ্ভিন্ন ইবাকাশে খদ্যোতানাং মহীপতে ॥ ৩
তেনাস্ত্রিতা মহারাজ রথিনঃ সাদিনস্তথা।
বিপেতুর্ভূতলে সর্ব্বে ন্যস্তশস্ত্রা ইব দ্রুমাঃ ॥ ৪
হয়ৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ গজৌঘাশ্চ মহাত্মভিঃ।
ধর্ম্মরাজস্য সমরে ন্যস্তশস্ত্রা ইবাভবন্ ॥ ৫

যশোবয়শ্চ রণে রাজন্ ধর্ম্মরাজস্য সংযুগে ॥ ৬
দৃষ্ট্বা তস্যৈব সমরে বিক্রমমতীব হি।
সঞ্জিহ্মাঃ সর্ব্বরাজানঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
তানুদিস্য মহাবীর্য্যো যুধিষ্ঠিরঃ সমন্ততঃ।
বিব্যাধ তৈঃ শরশতৈর্ব্যধমৎ তাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৮
তস্য বর্ম্মধরাস্তূণাঃ ছিত্ত্বা কেতুশরাসনম্।
তং সাত্যকিং পরীপ্সন্তো দ্রৌপদেয়াঃ সমভ্যয়ুঃ ॥ ৯
ধর্ম্মরাজঃ শরব্রাতৈরদৃশ্যঃ চক্রুরঞ্জসা।
তান্ সমস্তাচ্ছরব্রাতাংশ্চিচ্ছেদ দ্রৌপদীসুতাঃ ॥ ১০

অনন্তর মেঘের ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর ধনুঃ ও ভয়ানক শরসমূহ দর্শন করিয়া দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত রাজা একত্র হইয়া তাঁহাকে বিনাশিত করিলেন ॥ ১

তিনি একাকী রণস্থলে নিরতিশয় বিক্রম করিতেছেন ইহা দেখিয়া সমস্ত রাজারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন ॥ ৭

এই সময় মহাবলী বীর যুধিষ্ঠির সমস্ত দিকে অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন তাঁহার দৃঢ় মুষ্টির পরাক্রমের যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন তাঁহাদিগকে তিনি বিনাশিত করিলেন। ইহা দেখিয়া বীর সাত্যকির রক্ষা করিবার জন্য দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

তাঁহারা সেই সময় নিজদেহের বলপূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া অনায়াসেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করত অদৃশ্য করিয়া দিলেন।

হাদয়ন্তো মহারাজ দ্রৌপদেয়ান্ মহারথান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিঃ পূর্ণং পর্বতান্ জলদা ইব ॥ ১০
তান্ পাণ্ডবাঃ ক্রমাদ্যুদ্ধ্যন্তি তৈরিরাঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ সুতসোমাভয়াদয়ঃ ॥ ১১
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং দুরন্তং ত্রাময়ন্নরম্।
ক্ষীণৈঃ পাণ্ডুসুতানাং দেবানামিব দানবৈঃ ॥ ১২
এবং যুধ্যমানে বীরাঃ সংরব্ধাঃ যুদ্ধ-পাণ্ডবাঃ।
পরস্পরমুপাজগ্মুঃ পরস্পরকৃতাগসঃ ॥ ১৩
তেষাং ধনুংষি বেগেন কোপাদ্ বভূবুরিন্দ্রতেজসাম্।
যুগান্তেনাগ্নিবাকাশে পরমর্ষিবরোদ্যিতাম্ ॥ ১৪
তীক্ষ্ণ-কর্ণ-কৃপ-দ্রোণ-দ্রৌণি-পাণ্ডব-সাত্যকৈঃ।
যত্তাদে ন প্রণোদেষঃ কালমূর্তা ইবোদ্যতাঃ ॥ ১৫
অবাসীদ্ দুমুখঃ যুদ্ধঃ শিখণ্যাবিষ্টচেতসম্।
মহাবলানাং ধনিভির্নরেষানাং বধা দুটৈঃ ॥ ১৬

মহারাজ! ইহা দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথ যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন এবং যেরূপ মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ নানাপ্রকার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতি সত্বর মহারথ দ্রৌপদীপুত্রগণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০-১৫

অনন্তর পুরুষগণের প্রাণরক্ষা করিতে ইচ্ছুক পাণ্ডবেরা অধিকতর আসিয়া সেই দ্রৌপদেয়গণেরই যোদ্ধাদিগকে প্রতিরোধ করিলেন। পাণ্ডবদের হস্তিসৈন্য পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও সুতসোমপ্রভৃতি যোদ্ধাগণ অল্প হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইল ॥ ১১

রাজন্! তখন রাজাদের সহিত দেবগণের ন্যায় আপনার সৈন্যের সহিত পাণ্ডবগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ১২

এইরূপে পরস্পরের প্রতি অপরাধকারী কৌরব-পাণ্ডব বীরগণ পরস্পরের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ক্রোধবশতঃ যুদ্ধ করিতে করিতে অধিকতর্ক্ষণী বীরগণের ধনুঃ সকল যুগান্তে আকাশে সমুদিত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় তেজে প্রজ্বলিত হইয়াছিল ॥ ১৪

ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ যেই প্রকার যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেন প্রলয়কালে সূর্য ও উদয় হইয়াছে ॥ ১৫

সেই সময় পরস্পরের প্রহারকারী এই সকল প্রধান বীরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতেছিল, যেমন পূর্বে পক্ষিরাজী দেবাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৬

তখন ঐরাবত-অবতংসযুক্ত মহাদেবের ন্যায় যখন ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যবাহিনী আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল। তাহাতে কৌরবসৈন্যবাহিনীর মহারথী বীরগণও পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ॥ ১৭

এইরূপে আপনার সৈন্য ভীত হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য বলিলেন—বীরগণ! তোমরা পলায়ন করিও না (ইহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে না) ॥ ১৮

এই সময় দ্রোণাচার্যের অশ্ব ও পতাকা এই উভয়ই সমবেত হইল। তিনি বহু ক্ষণে পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধ হইতে বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই মহারথ ও বহু বাণে হইয়া সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন ॥

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—সাত্যকি! তুমি যেখানে কৃষ্ণ, সেখানে কৃষ্ণ যেরূপভাবে যাহা উপদেশ দিয়াছেন তুমিও অবশ্য করিয়াছ ॥

দুরাত্মাদের এই সৈন্যবাহিনী ব্যতীতে বিনষ্ট হইয়া পরিশ্রান্তের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রতিরোধ করিয়া এই সকল সৈন্যকে স্থির করিতেছি, পলায়ন করা হইতে নিবৃত্ত করিব) ॥

তাহা! এই পাঞ্চাল, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সমস্ত সোমক বীরগণ আমার উপর বাণবর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥

অক্ষুণ্ণো যৎপ্রসাদাদ্ধি মহাস্ত্রাণি সমাপ্নুয়াম্।
ন মামুপসহেত্তাত ন ভীমো ন চ মাদ্রবতিঃ।
যৎপ্রসাদাদ্ধি বীভৎসুঃ পরমেষ্বাসতাং গতঃ।
যৈরাক্ষ বিজানাতি কুন্তীপুত্রোঽপি পাণ্ডবঃ।
যাঃ সংজিহ্মঃ কালঃ প্রাপ্য প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
যাদি ধর্মঃ সুকৃতং বসেত্ত ত্বয়ার চ।

সঞ্জয় উবাচ।

এবং সংকথিতো যত্তা দ্রোণস্তত্রাসনে তদা
তদাসঙ্কল্পমেবাদ্যাভিষেচয়ত্ত ধর্মবিৎ।
তথেতি সর্বসৈন্যেন তাবদেব বিনির্জয়া।
তা কলসাংস্ত সংস্তাংস্ত ভেজুস্তে সলিলাগমাঃ।
পাণ্ডবাস্তে সলাজাভাঃ সমিধঃ পরিবার্যতে।
তত্তঃ সোমদতঃ কুরুস্তুষ্টশ্চ ইব দ্বিজঃ।
প্রবিশ্য পাণ্ডবানীকং ধৃষ্টদ্যুম্নমুবাচ হ।
তথাবিধাভিষ্টবৈর্যোগৈঃ কলসৈর্মন্ত্রিভিঃ।

তদা দ্রোণো ধনুশ্রেষ্ঠং তা জয়ং সমুপাদদে।
চক্রুশ্চ কুমারস্তু পাঞ্চালানাং যশস্করঃ॥
ধনুষা দ্রোণমাযান্তং বেলেব মকিতাং শরিম্।
দ্রোণো বিগাহিতং দৃষ্ট্বা কুমারেণ দ্বিজর্ষভম্।
নিঃসমাধরণো জ্ঞাতীন্ নাম্নু সাধিতি ভাষিতম্॥
কুমারস্তু তদো দ্রোণং সাদ্রেকম মহারথে।
বিব্যাধোরসি সাক্রুদ্ধঃ নিঃসঙ্গং নবভিঃ শরৈঃ॥
সংবার্য তু রণে দ্রোণঃ কুমারস্তু মহাবলঃ।
শরৈরেকাদশভিঃ কুমারস্তো দ্বিজপ্রিয়ঃ॥
তং শুশ্রাবাত্মবিদ্ধং মহারোষং কুরুত্তমম্।
চক্রুশ্চ সংরম্ভতরাং কুমারো দ্বিজপুত্রকঃ॥
স তদা প্রাণা নৈত্রাণাং সঙ্গাং প্রবিচচার হ।
তত্র নৈকত্র যোদ্ধাসীদ্ ভারদ্বাজো দ্বিজর্ষভঃ॥
নিবর্তিতঃ তাবদ্ভিবিনেষ্যন্ দ্রোণবৌজসম।
মমুক্ষুঃ শক্তিভিস্তিক্ষা সহসৈক্ষ মর্মণি॥

অক্ষুণ্ণ আমার প্রসাদেই মহাস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছে। আমি ভীষ্মকে এবং সাত্যকিও আমার প্রতি দ্বেষ করিতে সাহসী হইবে না।

অর্জুন আমারই কৃপায় মহাধনুর্ধর হইতে পারিয়াছে। ব্রহ্মশিরস্ত্র ইন্দ্রাদি আমিই অর্জুনকে প্রদান করিয়াছি।

তাত সঞ্জয়! বিদ্যাভাজী বীরের পক্ষে এরূপ প্রশংসা করিবার সময় নয়। তুমি ধর্মপ্রাপ্তির কামনা করিয়া যদি ন বিদ্যমানের ন্যায় অর্জুনের গুণ

সঞ্জয় বলিলেন,—এইরূপে দ্রোণ দ্বারা পাণ্ডব অস্ত্রজ্ঞানে মহান হইয়া অধিরাজ্য লাভ করিয়া অবশেষে ধনুর্ধর হইতে অভিলাষ করিতেছেন, শ্রবণমাত্র ও স্তোত্রী রাজা দ্বারা অভিষিক্ত দ্রোণাচার্যকে লইয়া আসুন ইতি।

সেই সময় রথ, অশ্ব, হস্তি, সারথি, পাত্র ও পাণ্ডব সৈন্যগণ একত্রে আসিয়া দ্রোণাচার্যকে বেষ্টন করিলেন)।

তখন ব্রহ্মবর্চ অবিনাশী দ্রোণাচার্য কুপিত হইয়া চারিটি ভুজদ্বারা ভয়ানক পাঞ্চালসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর ধাবমান হইলেন। ১১

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন কুমারস্বভাব বীর আনন্দমনে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য তাঁহার বধ স্থির করিয়া তীক্ষ্ণবেগ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ১২

সেই সময় পাঞ্চালগণের আনন্দবর্ধন কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্ত হইতে ধনুক দ্রোণাচার্যের হস্তে গমন করিতেছিল। তিনি দ্রোণাচার্যকে আসিতে দেখিয়া সৌহৃদ্য বশতঃ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাঁহার ধনুকের গুণ ছেদন করিলেন। ১১

কুমারকর্তৃক ছিন্নধনু দ্রোণাচার্যকে ত্যাগ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্যগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সাধু সাধু বাক্য চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। ১২

কুমার সেই মহাযুদ্ধে আবার কুপিত হইয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে এক বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ১৩

কেবল তাহাই নহে, সেই মহাবল কুমার এক সময় বাণের দ্বারা বলপূর্বক দ্রোণাচার্যকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন, তাঁহার হস্ত অস্ত্রসঞ্চালনে অভিজ্ঞ ছিল এবং তিনি পরিশ্রমকে জয় করিতে সমর্থ ছিলেন। ১৪

কিন্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য দ্রৌপদীপুত্র বীর আনন্দবর্ধনকারী এবং মহাবিদ্যায় বিদ্বেষ পাণ্ডবগণ চক্রক্ষক কুমারকে পরাজিত করিলেন। ১৫

রাজন্! তখনকার সময় বিপক্ষে দ্রোণাচার্য আপনার ইচ্ছানুযায়ীর ন্যায় ছিলেন। তিনি পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দিকেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

তিনি নিশ্চয়ই যান, উচ্চৈঃস্বরে ছিল, মনুষ্যকে পাছে এবং সকলকে সঙ্গে যাবে ভিন্ন করত দৃষ্টিগোচর হন, দ্রৌপদীর

যুধিষ্ঠিরঃ পাঞ্চজন্যধ্বনিং শ্রুত্বা ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গিনঃ।
সাত্যকিঃ সর্বসৈন্যানি হর্ষয়ন্ হর্ষবর্ধনঃ শনৈঃ ॥ ১৮
যাস্যামীতব্রুবন্ বাক্যং তদা যুদ্ধায় নিশ্চিতম্।
অব্রবীচ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃতাস্ত্রঃ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৯
যুদ্ধদুর্মদমো রাজন্ ভারদ্বাজঃ মহারথম্।
ব্যায়ম্যমান মক্রুদ্ধং বাহোরুদ্ধিবর্ষিণম্ ॥ ৩০
যুধিষ্ঠির ন বিষ্যন্তং দ্রষ্টুমর্হসি সায়কৈঃ।
যুধ্যস্বাহং তু তত্রেমং রথনীকাপসারকঃ ॥ ৩১
ততো বিস্ফার্য তুমুলং ধনুর্জ্যাতলনিস্বনম্।
ব্যাত্তাননঃ পাঞ্চালঃ শিখণ্ডিনমথাব্রবীৎ ॥ ৩২
এষ দ্রোণঃ চ রক্ষঃ পশ্যন্ত্সেনা যুধিষ্ঠিরম্।
আবন্তত্যন্ত পঞ্চালাঃ কিরন্তঃ শরবর্ষিণঃ ॥ ৩৩
ব্যাত্তাননস্য পাঞ্চালো দ্রোণঃ বিধ্যতি বর্মণি চৈনঃ।
পঞ্চাশদ্ভিঃ শিতৈঃ রাজংস্তত্ত্ব তুর্ণমনাঃ ॥ ৩৪
ধনিনঃ শিখণ্ডিনশ্চাপি দ্রোণঃ বিধ্যতি মার্গণৈঃ।
প্রাহসৎ সাত্যকিস্তত্র চৈনং মহারথম্ ॥ ৩৫

তথো বিস্ফার্য নয়নে বক্ত্রাদাত্যবমৃজ্য চ।
তমব্রবীৎ মহৎ কৃত্বা দ্রোণঃ সমুপায়ান্তম্ ॥ ৩৬
তত্রস্থ শিখণ্ডিনশ্চ বিদ্ধঃ
তাবাং সমুদ্ধতম্।
যাজ্ঞসেনস্য চাক্রম্য
ভল্লাভ্যাং ধ্বজং ধনী ॥ ৩৭
তাং ক্ষুরধা শরব্রাতৈঃ
সাত্যকেঃ মহারথম্।
যুধিষ্ঠিরস্য ব্যধমে
তুতো দ্রুপদাত্মজঃ ॥ ৩৮
তমোদ্যতমুদ্যম্যশেষো রাজন্ যৌধিষ্ঠিরে বলে।
তথো রাজেতি যোধানাং সমীপাৎ মহারথে ॥ ৩৯
অক্রন্দন সৈনিকাস্তত্র দৃষ্ট্বা দ্রোণেন বিক্রমম্।
অত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ কুরাধো বৈ ধনিষ্যতি ॥
অদ্যৈব মুহূর্তে দ্রোণস্য পাতয়ঃ গুরু ধনিনঃ।
আসন্নিতি বৈ নূনং যুধিষ্ঠিরস্য সমক্ষে ॥ ৪১

পঞ্চম শ্লোকের দ্বিন তিন বাণ এবং সাত্যকিকে পাঁচ ও বিরাটকে দশবাণ বিদ্ধ করিলেন। ১৭-১৮

রাজন্! তখন দ্রোণকে দূর হইতে যোদ্ধগণ বিদ্ধ করিতে দেখিয়া ভীমসেন প্রভৃতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে দ্রোণের দিকে ধাবমান হইলেন। ১৯

রাজন্! সেই সময় আপনার বিপক্ষ মহারথগণকে দূর হইতে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য তাঁহাদিগকে বাধা দিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। ৩০

তখন আততায়ীস্বরূপ ধাবমান দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণাচার্য একটী ভল্লাঘাত বাণের দ্বারা দূরস্থান হইতে ক্ষুরাঘাত করিলেন। ৩১

তাহা দেখিয়া বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়, সাত্যকি, শিখি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধগণ এবং মহারথগণ সিংহনাদ—ভৈরব এবং আকাশ অবলম্বিগণ দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য বলপূর্বক বাণবর্ষণ করিতে করিতে দ্রোণাচার্যের পথ রোধ করিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ৩২-৩৩

রাজন্! পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধগণ পরাক্রান্ত দ্রোণ যখন দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সকল যোদ্ধগণই উচ্চৈঃস্বরে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ৩৪

তখন দ্রোণাচার্য ভীম পরাক্রম বিস্তারিত করিয়া সেনিকদিগের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়া সকলকে আহ্বান করিতে থাকিলেন। ৩৫

তখন দ্রোণাচার্য ভীম পরাক্রম বিস্তারিত করিয়া সেনিকদিগের হস্ত পদ পরিত্যাগ করত সকলের নিধন করিতে থাকিয়া শিখণ্ডিনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৬

তখন দ্রোণাচার্য আক্রমণ করে করে তাঁহাদের দুইটী বাণে শিখণ্ডিনের ও দ্রোণাচার্যের দেহ হইতে তাঁহাদের উভয়ের মুকুটসহিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ৩৭

তাহাদের পার্শ্বরক্ষকের অন্তরে মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্নকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বধিয়া করিয়া বিনাশকারী দ্রোণাচার্যের ধ্বজ যুধিষ্ঠিরের ধ্বজের নিকট পতিত করিলেন। ৩৮

রাজন্! বিষম পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্যের নাম দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরের অতি নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সৈন্যগণ মধ্যে মধ্য পলায়ন পরিয়া গেল। সেই সময় সকলেই বলিতে লাগিলেন—হায়, রাজা বিনষ্ট হইলেন। ৩৯

যেখানে দ্রোণাচার্যের পরাক্রম দেখিয়া কৌরবসৈন্যগণ বলিতে লাগিলেন—আজ রাজা যুধিষ্ঠির অবশ্যই হতরাজ্য হইবেন। ৪০

এই মুহূর্তেই দ্রোণাচার্য প্রভাবে নিশ্চয়ই রাজা যুধিষ্ঠিরকে

এবং সঙ্কল্পয়ন্ত্যেব তাবকানাং মহারথঃ।
আয়ান্তমেনং কৌন্তেয়ো দদর্শাথেব সত্বরম্ ॥ ৩১
সোপিতোদ্যঃ প্রবাবর্ষ কৃত্বা বিবসনে নদীম্
সুরাদ্বিতরঙ্গভীমাং প্রেতকূলনিবাহিনীম্ ॥ ৩২
তাং সরৌদ্রমহাবেগাং প্রাণসংক্ষয়কারিণীম্।
নদীমুত্তীর্য্য বেগেন ভূতম্ বিস্রাব-শাতবঃ ॥ ৩৩
ততঃ কিরীটি সহসা রোদসীকম্পয়ন্রথৈঃ।
হৃদয়ন্নিব ভূতানাং মহতা রোহয়ন্নিব ॥ ৩৪
দ্বিষতাঞ্চক্রতো বাসম্ সন্দধানস্য চাস্যিনম্।
নাস্যন্তং ধনুষি ক্বচিৎ কৌন্তেয়স্য দদর্শিরে ॥ ৩৫
ন দিশো নান্তরিক্ষম্ ন ভৌমৌ চ মেদিনী।
অদৃশন্ত মহারাজ গাণ্ডিবস্য বিভাবসম্ ॥ ৩৬

মাদৃশস্য তথা রাজংস্তস্য বিক্রম সাদৃশে।
যদাস্তৎকালে মহতি যুদ্ধে গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৩৭
সূর্য্যো ঘাদশমধ্যাহ্নে তপন্না তাপিনাংবরঃ।
নাভাদ্রাজ তথা পার্থে যুধ্যন্ত ইব কৌরব ॥ ৩৮
তস্যোদ্যতধনুর্হস্তে রোদসীমাবৃণোদ্যশঃ।
তম্ বিদিত্বা যুধাং শ্রেষ্ঠম্ সর্ব্বে ত্যক্তাস্ত্রসম্ভ্রমাঃ ॥ ৩৯
বাহুবীর্য্যমি বীভৎসুঃ সমরৈকধুরাধরঃ।
তস্যোদ্ধতিমুদ্ধতস্য পার্থঃ প্রস্তুতঃ পাতুসম্ভবঃ ॥ ৪০
পক্ষালম্ভ ইবাদ্রীণাম্ সুরাসিদ্ধবরঃ।
এবং বলিবিরঃ প্রাদাদ্বিক্রমা শক্রম্ বলভৃতঃ ॥ ৪১
পুরাণঃ সর্ব্বলোকানাং মুনিরো বৈ সনেকধা ॥ ৪২

পক্ষী করিয়া সমরে আমাদের রাজা দুর্যোধনের বিনাশ করিয়া আসিবেন ॥ ৩১

রাজন্! যখন আমরা সৈন্যগণ এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, সেই সময় উহাদের সম্মুখে বৃষ্ণীবংশ ধ্বংসকারী অর্জুন ঘোর রবের সহিত পথে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যোদ্ধবেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩২

তিনি সেই সমরাঙ্গনে পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নদীর জল ছিল রক্ত, তাহাতে প্রবল আবর্ত্ত (ঘূর্ণী) উঠিতেছিল, যোদ্ধগণের অস্থিসকল সেখানকার তরঙ্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল, প্রেত (ভূত) সমূহের কথায় এই নদীর মূল বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহাতে তিনি (অর্জুন) নিজ রথে উপস্থিত করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন। আপনকার রাশি রাশি শরই নদীর ফেনারূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। প্রাসাদি অস্ত্রসকল তরঙ্গ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এই নদীকে সম্মুখে পাইয়া কৌরবসৈন্যদিগকে বিত্রাসিত করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন কিরীটধারী অর্জুন সহসা যোদ্ধসমক্ষে নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন ॥

তিনি নিজ বীর বিক্রম দ্বারাপনকার যোদ্ধাগণকে যেন মোহিত করিতে করিতেই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। তখন বৃষ্ণীবংশধ্বংসকারী অর্জুন সমরে যোদ্ধসমক্ষে নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন ॥

তিনি নিজ বীর বিক্রম দ্বারাপনকার যোদ্ধাগণকে যেন মোহিত করিতে করিতেই আক্রমণ করিয়া বসিলেন। তখন বৃষ্ণীবংশধ্বংসকারী অর্জুন এক ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় ধনুকে জ্যা-সংযোগ ও নিক্ষেপ করিতেছিলেন যে, তাঁহার এই দুই কার্য্যের মধ্যে কোন পার্থক্যই লক্ষ্য করা যাইতেছিল না ॥ ৩৩-৩৬

মহারাজ! তখন না দিক্‌সমূহ, না অন্তরিক্ষ, না আকাশ এবং না পৃথিবী কিছুই দেখা যাইতেছিল। কেবল চারিদিক্ গাণ্ডীবময় হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৭

রাজন্! সেই সময়ে যাদৃশ বীরত্ব অর্জুন গাণ্ডীবধনুর দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন। তখন কিছুই দেখা যাইতে ছিল না ॥ ৩৮

দ্বাদশের মধ্যাহ্নকালে তপন করিলেন এবং সমস্ত দিক্ আচ্ছাদনযুক্ত হইলে তখন যে শত্রুকে নিজ কিছুই দেখা যাইতে ছিল না ॥ ৩৯

তখন যোদ্ধাগণ ও দুর্য্যোধনাদি নিজ সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। পক্ষান্তে যখন সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে এবং আকাশ অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছে—ইহা করিয়া অর্জুনও ধীরে ধীরে নিজ সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥

সেই সময় অভিনব হরি পাণ্ডবগণ, সঞ্জয় ও পাঞ্চাল বীরগণ যেরূপ করিলেন পুরাকালের ঋষি করিয়া থাকেন, সেইরূপ পুরাণিক বাক্যে বৃষ্ণীবংশ অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥

এইরূপে পক্ষান্তরে জয় করিয়া সমস্ত সৈন্যগণের পশ্চাতে শ্বেতবাহন অর্জুন অভিনব প্রসন্নভাবে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪০-৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভীষ্মাভিষেকপর্বণি প্রথমদিবসযুদ্ধারম্ভে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

ধনঞ্জয়রথস্যাপি-
মন্ত্রবদ্ধানি রূপাণি মুখে।
ভিন্নে রথে পাণ্ডুসুতো বভাসে
রক্তত্রিশূলে বিহগীব চঞ্চুঃ ॥ ৪৯

যেরূপ মন্ত্রবদ্ধের দ্বারা বিভেদকালে রথীর আননে রক্ত দেখা যাইয়া থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রধনু, সন্ধ্যারাগ, সূর্য, ঋষভ, প্রবাল ও ফলবিশেষ দ্বারা রক্ত বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র রথে উপবিষ্ট থাকিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৯

ইতিশ্রী যোগাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভারতভাষ্যে ভীষ্মপর্বাধ্যায়ে ভীষ্মাভিষেকপর্বে প্রথমদিবসে যুদ্ধপ্রণালিবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব)

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

(যুদ্ধপ্রণালিবর্ণনপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধার্থ যোদ্ধা সহিত ধনঞ্জয়ের গমন।)

সঞ্জয় উবাচ।

তে তেন বিধিনা সম্যগ্ বিধিদৃষ্টাঃ বিশাম্পতে।
যথান্যায়ং যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং সমন্বয়ুঃ ॥ ১
কৃপাময়াস্তে সৈন্যানাং ক্রোশং পর্যন্তরক্ষিণঃ।
ত্বদ্যোধবধসংপ্রেক্ষা সম্রীভূস্তিষ্ঠন্তি রক্ষণীঃ ॥ ২
উক্তমেতন্ময়া পূর্বং ন ত্বিতি মনস্তব।
শক্যো জেতুং রণে সাক্ষাদ্ দেবৈরপি সুদুর্জয়ঃ ॥ ৩
ইতি তত্ত্বং চ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণঃ পার্থেন সংযুগে।
যা নিবর্হীত্তো মন্যুরেতো কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ৪

(জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব)

সপ্তদশ অধ্যায়।

(যুদ্ধপ্রণালিবর্ণনের প্রতিজ্ঞা এবং যুদ্ধের জন্য রাজাদের নিকট অর্জুনের গমন।)

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! রাজগণ ইত্যাদির সকল সৈন্যাই স্ব স্ব বিধির দ্বারা প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যে সব সৈন্য যে বিধান ও যে সৈন্যদল ছিলেন, তাঁহারা সেই সেই যথাযোগ্য স্থানে থাকিয়া সন্তোষভাবে বিহার করিতে থাকিলেন ॥ ১

ইতিমধ্যে প্রত্যুষে করিয়া লইয়া দ্রোণাচার্য্য মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং দুর্যোধনের নিকে নিরীক্ষণ করিয়া অন্যান্যের এই কথা বলিলেন ॥ ২

রাজন্! আমি পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছি যে, অর্জুন থাকিতে সমস্ত দেবতাও যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৩

এখন তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। কৃষ্ণ পার্থের সহযোগে যুদ্ধে যে ক্রোধ নিবারণ করিবেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪

অপনীতে তু যোগেন কেবলিঙ্গেঽবশেষিতে।
তত্র এতদ্ধি যে রাজন্ সমবেত যুধিষ্ঠির ॥ ৫
কল্পিতস্তুত তং সংখ্যে দেবদত্তং প্রতর্দ্দন।
তমস্মিন্ন ন কৌন্তেয়ো বিস্ফোটং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৬
এতদ্বিবরকে যুদ্ধে ধর্ম্মরাজমহং নৃপ।
গ্রহীষ্যামি চমূং ছিত্বা দৃষ্টমাত্রো নরাধিপ ॥ ৭
অজুনেন বিহীনস্তু যদি যোৎস্যতে নৃপ।
নাদৃশাস্তমনালোক্য গৃহীতং বিদ্ধি পাণ্ডবম্ ॥ ৮

যোদ্ধা সমরে বিপক্ষভাবে কেহ থাকিলে সেই সমরে অর্জুন আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্য সত্য পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তখনকার বৃত্তান্ত ও অর্জুন আমার পক্ষে থাকেন ॥ ৫

রাজন্! যদি কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সেনাগণ অর্জুনকে যুদ্ধে সহায়তা দিতে পার, তবে এই রাজা যুধিষ্ঠির আমার বন্দীভূত হইয়া পড়িবে ॥ ৬

যদি কোন বীর অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারে, তবে এই যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন আসিয়া পরাস্ত না করিয়া কোনমতেই ফিরিয়া আসিবে না ॥ ৭

হে নৃপ! এই যুদ্ধ অবস্থায় আমি যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিমর্দিত করিয়া অবশ্যই যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই বন্দী করিয়া আনিব ॥ ৮

অর্জুন পুরুষ আসিলে পর যদি পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাদের নিকটে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ না করে, তবে নিশ্চয়ই জানিবা যে—সে আমার দ্বারা বন্দী হইয়াছে ॥ ৮

এষা হ্যেষাং মহারাজ সর্ব্বপুরং দুর্নিবারিতম্
সমবেক্ষ্যামি সর্ব্বাং বসুধাং ন সংশয়ঃ ॥ ৯
যদি ত্বিহাহং সংগ্রামে যুদ্ধ্যমানো নিপাতয়ে।
অথাপযাতি সংগ্রামাদ্ বিজয়ায় তব বিশিষ্যতে ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

ঘোষস্ত তস্য তং শ্রুত্বা ক্রিয়তামিতিবাদিনঃ।
আকৃষ্টাঃ সরিতো বাহৈর্বিঃ বহমানৈরবীর ॥ ১১
বয়ং বিনিকৃতা বাহ্লৈ সর্ব্বা সাগরবন্ধনা।
অনাসাদ্যাপি চ রণে কুরবস্তান্ রেম হৈ ॥ ১২
তে বয়ং সহসংঘাতান্ বিনিকারান্ সুদারুণান্।
ক্রোশাদিবো হ্যমানা ন বেদাহি কদা নিশি ॥ ১৩
স নো বিহায়সস্পর্শক্ষুব্ধবিহগসঙ্কুলঃ।
কর্ত্তারঃ স্ম বয়ং কস্য মন্তিকীয়ান্ ভুলাহম্ ॥ ১৪
ধ্বজস্তম্ভ শ্রিয়ং হংসৈ স্তাক্ষ্যবাহৈশ্চ মণ্ডিতম্
বহন্তো হরিবাহো বিকৃষ্যাযোধনাদ্ বহিঃ ॥ ১৫
অস্মাভূনমনুপ্রাপ্তা দুর্নিরীক্ষ্যেরণে পরৈঃ।
সর্ব্বাঃ তে প্রতিযাস্যন্তো নৈকবিধ্যা ভবিষ্যতি ॥ ১৬
এবং সর্ব্বাসমেতাস্তু সর্ব্বাবস্থা চ ভারত।
সর্ব্বাস্তাশ্চ সরোষাস্তু সর্ব্বাকর্ষ, তথৈব চ ॥ ১৭
সরিতো ভারতঃ সর্ব্ব ঘোনাময়ুখেন চ।
নাবস্তত্র মহারাজ কৃতা শস্ত্রময়ীরবে ॥ ১৮
মাসবাস্তুতিকেনাস্ত্র রথানাময়ুতৈরিতিঃ।
পুরুষাঃ চ নরব্যাঘ্রৈশ্চিত্রাঃ শস্ত্রাবিলাঃ ॥ ১৯
মাংসশোণিতসংসৃষ্টৈঃ সরিতো বহুভিরপি।
ঘোরোময়ুখৈরৈল সোঽগমন্ আকৃষ্টিঃ সহ ॥ ২০
নানাজনপদোপাস্ত ঘোরাময়ুখঃ পুনঃ।
সমুখিতঃ বিনিষ্টানা শস্ত্রশার্দ্বলসঙ্কুলম্ ॥ ২১
তত্রো অনন্তরাস্তত্র তথা সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্।
অনৃতঃ মুখচীরাণি ক্রিয়াণি কৃতবানি চ ॥ ২২
তে চ বন্ধাস্ত্রকাশা দৃঢ়াকারাঃ সুপচীরিতঃ।
মৌর্বীভেরবলিনো দীপ্ত সঙ্কল্পবন্ধবিধয়ঃ ॥ ২৩

মহারাজ! যদি অর্জুন বাস্তবিক আমি এত মুহূর্তকালের মধ্যে দুর্নিবার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আমি অনুযায়ীদিগের সহিত প্রথমতঃ সাত্যকির দুর্নিবারিতে আজ অবশ্য বধ করিব, ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং যদি সে সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে আমাদের বিজয় অপেক্ষাও অধিক হইবে ॥ ৮-১০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত আকৃষ্টদের সহিত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা এই কথা বলিলেন ॥ ১১

মহারাজ! মাতুলশ্রেষ্ঠ অর্জুন প্রায়ই আমাদের অপমান করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত আমরা ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়া থাকি, তথাপি তিনি সতত আমাদের অপমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ॥ ১২

আমরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কত সেই অপমানসমূহকে স্মরণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়াছি এবং সেই কারণে রাত্রিতে আমাদের কখনও নিদ্রা হইতেছে না ॥ ১৩

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সেই অর্জুন স্বয়ং আজ অন্যত্রগত হওয়ায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমরা মনে মনে যাহা কিছু করিবার চিন্তা করিয়াছি, সেই প্রতিজ্ঞাসমূহ আজ আমরা অবশ্য করিব ॥ ১৪

হৈরণ্যে আমাদের ধ্বজ' হিরণ্ময় আকাশ হইতেই এবং হংস ও তার্ক্ষ্যচিহ্নে অঙ্কিত হইয়া আমাদের রথসমূহ বহন করিতেছে। আমরা ইহাদের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অর্জুনকে বাহির করিয়া লইয়া যাইব ॥ ১৫

অর্জুন আমাদের সম্মুখে যাহা অতিরিক্ত করিয়া বলিতেছি যে, এই পৃথিবী আজ অর্জুনহীনা হইবে অথবা ত্রিগর্ত্তবহিত হইবে। আমাদের এই সত্য কথা কখনই মিথ্যা হইবে না ॥ ১৬

মহারাজ! পূর্ব্বে এই কথা বলিবার পর সংবর্ত্ত, সংঘাত, সংঘাত, সংঘাত এবং সংঘাত ইহারা এই পাঁচ আকার প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদের সকলে একত্র হইয়া নৈকত ছিল। মহারাজ! তাহারা সকলেই মুখের পদক ধরিয়া প্রস্থানারম্ভ করিল। ১৭-১৮

মহারাজ! এরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহারা ত্রিগর্ত্তদিগের সুরক্ষার নিমিত্তরাজ পুরুষ তিন হাজার রথীসৈন্যের সহিত মরণ, মুক্তিকের, মাংসের, শোণিত সমূহের এবং তন্ত্র হাজার রথীসৈন্যে যুক্ত তিন আকৃষ্টদের সহিত যুদ্ধের জন্য (পদব্রজে) গমন করিলেন ॥ ১৯-২০

বিভিন্ন দেশ হইতে আগত এবং নানারূপ বেশ ধারণকারী সেনাদের পদব্রজে গমন করিবার জন্য উচিত হইয়া গমন করিলেন ॥ ২১

তাঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অভিপ্রায়ের সূচনা করিয়া ঘোষণাসহ মুখপত্র ও বিচিত্র কবচাদির ধারণ করিলেন ॥ ২২

সেই সকল যোদ্ধা ধনুর্দ্ধারী, দৃঢ়াকার, সুপচীরিত, মৌর্বীভেরবলিনো দীপ্ত সঙ্কল্পবন্ধবিধয়ঃ ॥ ২৩

মহাত্মানঃ পুরিষেণ লোকান্ কৃতকৃত্যাশ্চরন্তি তে।
যোগাধ্যাত্মগতিজ্ঞানাঃ সর্বদা বিজয়ন্তে চ ॥ ২৪
ব্রহ্মক্ষত্রবিদুষঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
প্রাপ্যাগ্র্যলোকান্ সুমহতো বিশ্রমেব বিবাসতঃ ॥ ২৫
ব্রহ্মবাক্যানি চ বিদ্বান্ সর্বা পৃথক্ পৃথক্।
সাঙ্গ বাসাংসি চ পুনঃ সর্বাচার্য পরন্তপ ॥ ২৬
(ত্রিসপ্তধৈঃ সমূহিতৈঃ কৃতসর্বক্রমোদিতৈঃ।
মূর্ধিন্যস্তে প্রস্তুতাস্তে জলঃ সাম্পৃশ্য নিত্যদম্।)
প্রজ্বালা কৃষ্ণবর্ত্মনিমূর্ধাবা ববত্রয়ম্
তস্মিন্নয়ো জুহ্বতি চক্ষুঃ প্রতিজ্ঞাঃ দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৭
পুনরাঃ সর্বতুরনোমুখৈর্যাতো বজাবিদে।
সর্বে সমস্তরে প্রতিজ্ঞাঃ চাপি চক্রিরে ॥ ২৮
যে বৈ লোকান্তরবিদঃ যে চৈব ব্রহ্মবাদিনঃ।
যজ্ঞশ্চ চ যে লোকা গুরুদারবরস্য চ ॥ ২৯
ব্রহ্মক্ষত্রবিদৈশ্চৈব রাজ্ঞাপিত্রাপরাধিনঃ।
পরদারেষু যাতারো যাচমানাঃ তথা ন্নঃ ॥ ৩০
সর্বাহোরিণঃ চৈব যে চ পাপ নিষেবিণঃ।
অপকারিণশ্চ যে লোকা যে চ ব্রহ্মবিষাপি ॥ ৩১
গুরুদারাপহারেষু যোহন্ বৈ নাভিসজ্জতাম্।
আত্মৈষুনিধানাশ্চ যে চাপ্যাত্মপরাধিনাম্ ॥ ৩২
স্ত্রীবালপরাধিনাঃ যে চ ক্রতুং নাশয়ন্তি যে।
স্ত্রীবেন ঘৃণমানানাঃ যে চ নীচাত্মনাধিনাম্ ॥ ৩৩
নাস্তিকানাশ্চ যে লোকা যেষ্ক্রিয়াকৃপিকৃত্যজাম্।
(অকৃতাক্ষরতাঃ যে চ প্রত্যাদিত্যঃ প্রযোহতাম্)
তানাদ্যুত্তরে লোকান্ যে চ পাপকৃতামপি ॥ ৩৪
যজ্ঞস্য বয়ং যুক্তে নিবর্তেম সনাতনম্।
যেন চাত্মাদিত্যাপ্রাপাম তমেব হি পরাদ্যুষঃ ॥ ৩৫
যদি বয়ং তরঃ লোকে কশ্চ যুষ্মাকে সমূলে।
ইষ্টাপ্রোকান্ প্রাপ্নুয়াম যজমান ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬

যজ্ঞমান ঋত্বিকের এবং যৌনীসম্বন্ধে যুক্তসম্বিত যেসব বন্ধন করিবেন। এই সব বীর পুত্রে বন্ধ করিয়া সব সম্পত্তি ধনিকাংশে ভাগে করিয়াছেন ॥ ২৩

ইহারা সকলে পুরুষাগে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহাদের সকলেরই পুত্র আছে এবং ইহারা পুণ্যলোকে গমন করিবার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। ইহারা নিজেদের কর্মফলানুসারে পূর্বদেহে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, দেবের দাঁড়ে পুত্রদের নিজ নিজ যোগ্য স্থান করিয়া দিয়ে ইহারা ছিলেন এবং নিজেরাই নিজেদের যশ ও তপের দ্বারা লোকে করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন ॥ ২৪

ব্রহ্মক্ষত্রবিদ, বেদজ্ঞ এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তদ্বারা যে সব পুণ্যলোকে লাভ হইয়া থাকে, ইহারা সকলেই উহার মূলের দ্বারা অধি লাভ সেই সব লোকলাভ করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৫

ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বেদপাঠ করিয়া মূল ব্রত ইহারা তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র দক্ষিণা, গোরু এবং অন্যান্য দক্ষিণা সমস্তযুক্ত সাঙ্গবেদের সহিত আলাপ করিতে করিতে একত্রে সমবেত ব্রাহ্মণদের দ্বারা বলিয়াছেন করাইলেন, আচার্যের সাঙ্গ করিলেন এবং ঋত্বিকদের সহিত নিজের জন্য সর্বপ্রকার অভিপ্রেত করিলেন। তারপর অগ্নি নিজেই আসিয়া মুখের জন্য প্রস্তুত করা অগ্নি সমূহেই পুরুষিকদেহরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ২৬-২৭

এই সময় ইহারা সকলেই সমস্ত প্রতিজ্ঞাকে তুলাদণ্ডে তুলাদণ্ডে অনুসরণ করিয়া তত্ত্ব প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং ইহাদের এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮

যদি আমরা সকলে অর্থুদকে যে সব করিয়া ফিরিয়া আসি, অথবা তাঁহার বাসস্থান ত্যাগ করিয়া তত্ত্বতঃ মুক্ত হইতে সমর্থ হই, তবে আমরা সেই সব পাপের লোকে গমন করিব, যাহারা ব্রহ্মস্বাপহরণ করে এবং ব্রহ্মহত্যাকারী, যজ্ঞনাশী, গুরু-স্ত্রীগামী, ব্রাহ্মণের ধনাপহারী, গোহত্যাকারী, পরস্ত্রীগামী, পরস্ত্রী-পরিত্যাগী, যাচকত্যাগী, মূর্খে অধিগমন, দোষ-দর্শনকারী, সকলের অপকারী, ব্রহ্মদ্বেষী, দোষবশতঃ বন্ধুকালে বিদ্বের ভাবের সহিত সম্বন্ধত্যাগে অনিচ্ছুক, স্ত্রীলোক বিষে স্ত্রী-সম্বন্ধী, নিজ আত্মি-দোষকারী, আত্মহত্যাকারী, যজ্ঞবিনাশকারী, প্রতিজ্ঞাভঙ্গী, স্ত্রীলোক নষ্টিত মূর্খকারী, নীচমূলাচারী, ঈশ্বর ও পরলোক অবিশ্বাসী, অগ্নি, মাতা ও পিতার সেবাত্যাগী, পরস্পর ক্ষেত্রের পাপের দ্বারা বিনাশকারী, সূর্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাবকারী এবং পাপকারী মূলে যে সমস্ত লোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৯-৩৪

যদি আমরা আমরা অর্থুদকে যে করিয়া লোকে আমরা বন্ধন

এবমুক্তা তদা রাজন্ধেয়ভাবমুপাগতঃ।
আহবন্তমহামূর্খং গীতাঃ সিন্ধুপতেঃ প্রিয়াঃ প্রতি ॥ ৭৭
আহুকৈর্বৈরবাচৈঃ পার্থঃ পরমদুর্মনাঃ।
ধর্মরাজমিদং বাক্যমনাদৃত্যাব্রবীৎ তদা ॥ ৭৮
আহুরা ন নিবর্তেয়মিতি যে ব্রতমাহিতম্।
সাধয়ন্তকাশ্ব যাঃ রাজন্নাহবন্তি মহামুধে ॥ ৭৯
এষ চ আতৃভিঃ সার্ধং যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতে যুধি।
বধায় সমরস্থস্য আহুরাহুরহর্নিশম্ ॥ ৮০
নৈতদ্ধ্রুবোপি সংগ্রামে মুহ্যমানঃ পুরন্দরঃ।
সহ্যঃ যে প্রতিজানীয়ে কথম্ বিদ্যে পরান্ যুধি ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রুদ্ধঃ যে বজ্রহস্তাপি যুদ্ধ্যেরন্ ত্রিদশেশ্বরাঃ।
যমো বরুণঃ শক্রশ্চ ধনদশ্চ তথা যমঃ ॥ ৮২
তেপ্যেতা হি সমাসাদ্য যুধি কুর্যুঃ ক্লিশ্যমানঃ।

সহিষ্যামহে যেনেহম্ ব্রুবতঃ যে মহাদ্যুতে ॥ ৮৩

অর্জুন উবাচ।

যদ্যহং বৈ সমাহিতো রাজন্ যা বক্ষিতা যুধি।
বিষমাবে চ পাঞ্চালো নাচার্যঃ কাময়াপ্যহি ॥ ৮৪
রথে তু সুকৃতবাহে রথে সমাহিতে প্রভো।
দেবৈরপি সহায়ৈর্ন ন স্যাদ্যঃ কথঞ্চন ॥ ৮৫

নকুল উবাচ।

অস্ত্রজ্ঞাস্ত্রগুরো রাজ্ঞা পরিষেক্তস্য ভারতঃ।
যেষা দৃষ্টস্ত বধা ভাবিষ্যন্তি ভোজিতাঃ ॥ ৮৬
বিরাটৈরঃ তথা পার্থিবৈরস্ত্রৈ প্রহারৈ বলী।
কৃষ্ণিতঃ কৃষ্ণিবাবার্যঃ নিত্যো বৃষভসাদিব ॥ ৮৭
তদ্যো দৌহিত্রবেরঃ বৈরঃ মূলা পরময়া মুদম্।
অস্মেহমূর্মিঃ তুলা ক্রুদ্ধঃ বর্ষরাজস্য নিগ্রহে ॥ ৮৮

সমস্ত রাজাকে বিনাশ করিতে পারি, তবে তাহাদিগের মুখাপেক্ষা আর করিব না—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৭৬

রাজন্! এই কথা বলিয়া বীর সহদেবকে সেই সময় অন্যকে আহ্বান করিতে করিতে দুর্যোধন সৈন্যমধ্যে অভিমুখে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

এই সময়ের সংগ্রামকুশল কতক আত্মীয় রাজা পক্ষপাতপরিবশী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ৭৮

রাজন্! আমার এই নিশ্চয় হির আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে থাকে, তবে আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকিতে পারি না। এই সংগ্রামকুশল আমাকে বারংবার আহ্বান করিতেছে ॥ ৭৯

এই যুদ্ধশ্রদ্ধা বিষয়ে আমাদের সহিত এই যুদ্ধস্থলে যে সকল আত্মীয় আসিয়া আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, অতএব অহরহঃ আমার এই যুদ্ধস্থলে যে সকলের জন্য আমাকে কথা বলিয়া আসা উচিত হয় ॥ ৮০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভাই! আমি সংগ্রামের এই আহ্বান সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি এই সংগ্রামে নিহত হইয়াই আসিবেন ॥ ৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভাই! দেবতাগণ কি করিতে পরিবেন, তাহা যুদ্ধি আমাদিগেই জানা উচিত। তাঁহারা এই সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রহস্তে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে তাহাদিগকেও আমরা সহ্য করিতে পারিব ॥ ৮২

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! যদি আমি সমাহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে পারি, তবে আচার্য দ্রোণ আমাকে কখনই বিনাশ করিতে পারিবেন না ॥ ৮৪

হে প্রভো! যদি সুকৃতবাহে রথে সমাহিত হইয়া থাকি, তবে দেবতারাও আমাকে কখনই বিনাশ করিতে পারিবেন না ॥ ৮৫

নকুল বলিলেন,—মহারাজ! অস্ত্রজ্ঞ অস্ত্রগুরু আপনার অভিষেক হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা ভোজন করাইয়াছি, তাহারা আমাদিগের ভরণপোষণ করিয়াছে ॥ ৮৬

বিরাটরাজ তথা পার্থিবগণও প্রহারে বলী। কৃষ্ণিতে কৃষ্ণিবাবার্য নিত্যো বৃষভসাদিব ॥ ৮৭

তাহারা দৌহিত্রবেরে বৈরকে মূলা পরমদ্বারা মুদম্।

তত্রোদ্যতেষ্বস্ত্রেষু তে সৈন্যে সমবস্থিতাঃ।
সমা-সমত্বে যোদ্ধব্যে প্রাবৃষীবাম্বুদোদ্গমে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মোক্ষপর্বণি মোক্ষধর্মাধ্যায়ে নবনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

আধুনিক উচ্চারণের সৌকর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ৫ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুই চরণ বিশ্লিষ্ট করিয়া লিখিত হইল। ইহাতে অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল—অনুষ্টুপে ৩২, ত্রিষ্টুপে ৪৪, জগতীতে ৪৮। ১৯ শ্লোক পরিপূর্ণ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ। অথবা ৩ চরণ এই ১৯ শ্লোকে সমস্ত মিলিত হইয়াছে। ১৭

ইতিমধ্যে বেদব্যাসদেবের সমবয়স্কা সখিরা মহারাজের মোক্ষধর্মাশ্রবণ সংকল্পবার্ত্তা অন্তঃপুরের প্রবাসিনীদিগকে সজ্ঞাপন করায়ে অন্তঃপুরে সমাগত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[সাশ্রুকণ্ঠ লৌকিক সহানুভূতি মূলক, প্রবচনবহুল।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সাশ্রুকলাঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা দেবীং ব্যবস্থিতাম্।
মূকানীকং হতৈরেব তদ্রাজ্ঞায়াং মৃধা মৃধাঃ ॥ ১

কে কিরীটিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষেণ মানিনি।
উপক্রোশন্ত বরবাস্ত্রাঃ শক্রেণ সহিতা ইব ॥ ২

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বা দিশ: বশং নয়ন্নেব।
আয়ান্তমাহ লোকস্য নাশোং ভদ্রে প্রতিব্রতে ॥ ৩

লোহিতৌ সম্প্রহৃষ্টাক্ষৌ তাম্রপদ্মদলোপমৌ।
কিঞ্চিদ্বিকৃতসংহর্ষৌ কৃষ্ণমিত্রং বচনবরীৎ ॥ ৪

পাঞ্চজন্যং যোদ্ধুকামমুদ্যন্তমিব সংযুগে।
ভ্রাতৃবৈক্লব্যকালেষু রোহিণেয়ো প্রহর্ষিতম্ ॥ ৫

অথবা হর্ষকালোঽয়ং বৈষ্ণবোঽমরসেবিত।
দুষ্টৈর্দ্বিষদ্ভিরাসাদ্য হি লোকান্ প্রাপ্যসাদুত্তমান্ ॥ ৬

এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্বীক্ষ্যেদং তত্রোক্তবান্ হরিঃ।
আসনায় বনে বৃক্ষাঃ স্থিরত্বায় মনোঽনিলৌ ॥ ৭

স যেনেন্দ্রত্বমাপায় পদ্মঃ যেনপরিষ্কৃতম্।
দধৌ বেগেন মহতা ঘোষেণাপূরয়ন্ দিশঃ ॥ ৮

তেন শব্দেন বিত্রস্তা সাশ্রুকণ্ঠকলস্বনী।
বিচেষ্টাবন্ধিতা সাধ্বী ভ্রাতৃসারথয়ী ভয়া ॥ ৯

(স সেন ভরতশ্রেষ্ঠ নিস্তব্ধা শুশ্রুবে ভয়া।
ছিন্নে নষ্টে ভয়া ভগ্না দুঃখৈঃ নিরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

[সাশ্রুকণ্ঠ সৈন্যের সহিত অর্জুনের দুঃখ এবং দুঃখাবহ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখনকার সাশ্রুকণ্ঠ যোদ্ধারা এখন সমুদয় দ্বারা সৈন্যমধ্যেই ভগ্নোৎসাহ দুঃখ সহ্য করিয়া সমবেত প্রবেশন আনন্দের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

আর্য্যা! কিরীটধারী অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া অবশেষ সাশ্রুকণ্ঠগণ সমরে উৎসাহের অভাব করিতে লাগিলেন। ২

এই শিবিরের সকল ইন্দ্র, বিষ্ণু (যোগমন্ত্র) ও আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। এইরূপে সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে শত্রু যোদ্ধৃ প্রতিমূর্তি তখন যোদ্ধাদিগের ছিল না। ৩

অর্জুন ইহাদের সকলকে অবাধ্য দেখিয়া ইন্দ্র অক্ষয়কবচের তখনই শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ৪

দেবকীনন্দন! অবলোকন কর—এই সব ত্রিপুরারিসদৃশ দুর্ব্বলাদি যোদ্ধারা ব্যাদিতমুখের সহিত মৃত্যুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছে। আর মুখদেশে ঘৃতসিক্তের যেরূপে যোদ্ধ করিতে হইবে, সেইরূপেই এরা সকলে অবস্থান করিতেছে। ৫

অথবা ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, এই ত্রিলোকের পক্ষে এখন দুর্যোগেরই সময়, কারণ, দৈত্যরা অন্যায় সহায়তে উত্তম লোকসমূহে গমন করিয়া। ৬

ভগবান্ হৃষীকেশ এই কথা বলিয়া মহাবাহু অর্জুন মুখদেশে ত্রিলোকেশের মুখমণ্ডল সৈন্যের উপর আকর্ষণ করিলেন। ৭

তখন তিনি সর্ব্বদিক দেবেন্দ্রমাত্রক পদ্ম লইয়া আকাশ আমিতে চারিদিক্ পূর্ণ করিতে করিতে ভীষণবেগে বাজাইতে লাগিলেন। ৮

এই শব্দমাত্রেই ভীত হইয়া সেই সাশ্রুকণ্ঠ সৈন্যগণ লাভের সেই প্রতিজ্ঞার জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। ৯

[ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বিশেষে সৈন্যগণ তখন একান্ত ভীত হইতে লাগিল, যে ভেরী আকাশমণ্ডল ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাহা নিজের অধিক করিয়া বাজিতেছে।)

অন্যেন চৈব সৈন্যানাং বিধমাকুলতা বলা।
সঞ্জহ্না পৃথিবী সর্বা তুমুলং চ মহোদধিঃ ॥
অন্যেন সর্বসৈন্যানাং বর্মাণ্যাভরণানি চ।
ব্যরাজন্তেষাং বিচিত্রাণ্যা শুক্লবর্ণ-বিরোধবান্।
বিচিত্রকবচা দৃষ্টা কবিতে প্রমুক্তকাঃ। ১০
উপলভ্য তদা সংজ্ঞামবধ্যাশ্চ বাহিনীম্।
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বিজিগীষুং বলপ্রিয়ম্ ॥ ১১
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য রথশক্তিগদাতলৈঃ।
অন্যোন্যমাহবে সর্বৈশ্চিক্ষেপাতে পরাক্রমী। ১২
অন্যোন্যমূর্ধ্বং বিবৈর্বাণৈর্বিবিধৈশ্চ পুনঃ।
প্রাবিধ্যন্ত তদা পার্থাস্তাবিধ্যং বিজিগিষবঃ ॥ ১৩
এতস্মিন্ত তদা পার্থঃ রাজন্ বিধ্যতি পত্রিভিঃ।
স চ তান্ প্রতিবিধ্যতি ধারাঃ ধারাঃ পরাক্রমী ॥১৪

দৃষ্ট্বা তু তং মহাকুধ্যন্মুখং সমরকেতনম্।
আদৃশ্যন্ত শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তস্যাপিধিব পত্রিভিঃ ॥ ১৫
ততঃ শরসহস্রাণি প্রাদাদ্ভূরি তরস্বিনঃ।
ভরতর্ষভমাশ্রিত্য ভূয়ঃ ক্রুদ্ধবপুঃ রণে ॥ ১৬
ততঃ পুনরভিক্রম্য বিবিধাস্ত্রবিদাং বরৈঃ।
অবিষহ্যৈঃ পুনর্বীরঃ কিরীটী সমযোজয়ৎ ॥ ১৭
তৈঃ কিরীটী কিরীটৈস্তু মনুষ্যেন্দ্রশিরস্ত্রাণৈঃ।
শারকুণ্ডলযুক্তাগ্রৈঃ কঙ্কৈঃ পূর্ণা ইবোর্বিরঃ ॥ ১৮
তস্যাবাপং পুনরেব ভল্লেন মুনি পাণ্ডবঃ।
চিচ্ছেদ তং তৈব পুনঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৯
ততঃ পুনর্ধনুঃ শক্তিঃ পুনরন্যৎ কিরীটিনঃ।
পুনর্ধা পুনরন্যৈশ্চ পুনরন্যৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ২০
তান্যস্ত সর্বাণ্যস্ত্রাণি পুনর্ধাবৈর্ধনঞ্জয়ঃ।
প্রত্যবিধ্যদ্ অথা তৈথাঃ ক্রুদ্ধৈস্তিষ্ঠেতি সায়কান্ ॥ ২১

সৈন্যদের আর্তনাদে পরিপূর্ণ এই পঞ্চনদি জগৎ সমস্ত পৃথিবী ও মহাসাগরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। এই পঞ্চনদিবাসী সমস্ত সৈন্যেরই বর্ম খসিয়া পড়িয়া গিয়াছিল।]

ইহাদের অবশিষ্ট সব কিছুকেই করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহাদের বর্ম ও অঙ্গদেশ শুভ্র হইয়া গেল এবং তারি চারিই বিশেষ হইয়া পড়িল। তখন অবশিষ্ট ক্রুদ্ধ ও রক্ত প্রলয় করিতে আরম্ভ করিল। ১০

কিরীটীর শরে সংজ্ঞালাভ করিয়া এই সংশপ্তকগণ বিজয়ের ইচ্ছায় বিপুলবেগে ধাবিত হইয়া একত্রে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর বজ্রসদৃশ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১

কিন্তু পরাক্রমশালী অর্জুন পঞ্চনদী বিজয়ার্থী বাণের দ্বারা তাঁহাদের সমস্ত বাণসমূহকে নিজের নিকট আসিবার পূর্বেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ১২

তাহার সংশপ্তকগণ বলটী বলটী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পুনরায় অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধবপুঃ অর্জুনও নিজের নিজের বাণের দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১৩

রাজন্! তখন তাঁহাদের এক এক যোদ্ধা অর্জুনকে পাঁচটী পাঁচটী করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং পরাক্রমী অর্জুনও প্রত্যেককে দুইটী দুইটী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সকলকে পুনরায় প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১৪

কিরীটী অবশ্য ক্রুদ্ধ হইয়া সংশপ্তকগণ পুনরায় আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক বাধা দিবেন অর্জুনকে মৌখারে পরিপূর্ণ (আচ্ছন্ন) করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমনভাবে মেঘ বর্ষার দ্বারা সমস্তকিছুকে পূর্ণ করিয়া থাকে। ১৫

তারপর সেই সময় অর্জুনের উপর একত্রে সহস্র সহস্র বাণ মৌখারের পক্ষিগণ হইতে লাগিল, যেমন ফোঁপ এবং পুষ্পপরিপূর্ণ বৃক্ষে ভ্রমরকুল আসিয়া পতিত হইয়া থাকে। ১৬

তখনকার ক্রুদ্ধ মৌখারিদিগের নিক্ষিপ্ত বাণে অর্জুনের কিরীটের দ্বারা মস্তক বহুল ক্ষতের সৃষ্টি করিলেন। ১৭

ধনুর্ধারিদিগের শক্তিবিদ মহাবাহু হস্ত বাণ তাঁহার কিরীটীর চারিদিকেই প্রবিষ্ট হইল। এই সময় বাণে কিরীটধারী অর্জুন মৌখারে পোঁছা পাইবে আসিলেন, যেমন পর্বত দুইটী সুশোভিত তরুরাজি পক্ষীদের উদিত হইয়া পোঁছা পাইয়া থাকেন। ১৮

তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন একটী ভল্ল দ্বারা ধনুর্ধারিদিগের ধনুকে পুনরায় জ্যারোপণ (প্রত্যঞ্চা) করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার উহা পুনরায় বাণসমূহ আরম্ভ করিলেন। ১৯

ইহা দেখিয়া ধনুর্ধরা, ধনুঃ, শক্তিঃ, ধনুর্ধা ও ধনুর্ধা সমস্ত বলটী বলটী বাণের দ্বারা কিরীটধারী অর্জুনকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ২০

তারপর ধনঞ্জয় অর্জুন পুনঃ পুনঃ বাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সকলকে প্রত্যাঘাত করিলেন এবং তাঁহাদের ধনু ও ধনুর্গুণ ছেদন করিলেন। ২১

সুবলস্য সুতাস্তিস্রো ভদ্রা-শকুনিবীজিতৈঃ।
অব্যগ্রা সমিতঞ্জয়ং শিবং কাম্বোজপার্থিবম্ ॥ ১১
তথিরিপথিতে শৌরে প্রযাতস্য পরাসুধাঃ।
ব্যশ্রবন্ত ততস্তাঃ স্ত্রীঃ সহ গৌরোষনাঃ বলম্ ॥ ১০
তদ্যো জঘান সংক্রুদ্ধো রাজবিদ্যাঃ মহাবলম্।
শরজালৈরবিচ্ছিন্নৈরক্ষতঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ১৪
তদ্যো ভয়ে বলে তস্মিন্ বিপ্রলীনে সমন্ততঃ।
সমাসাদিনি সংক্রুদ্ধে হৈমবতান্ তরস্বিনঃ ॥ ১৫
তে বধ্যমানাঃ পার্থেন শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অমুঞ্চন্তস্য তত্রৈব প্রাণা দুঃখপরা ইব ॥ ১৬
তত্রস্থিপর্ববাহী তু তদ্বলস্যাস্য মহাবলঃ।
অলং তুদ্যেন কঃ পূর্বং ন ত্বয়া সহ যুধ্যতে ॥ ১৭

শত্রুঞ্জয় নমস্যান্ যোধান্ সর্বানিত্যুক্ত পক্ষতঃ।
যদা গৌরীয়ানং সৈন্যং বিঃ বৈ বলমথ দৃশ্যতে ॥ ১৮
নাবস্থাতাঃ তথা লোকে কর্ণস্যাপেন সংযুগে।
তত্রেব সহিতাঃ সর্বে নিবর্তন্তাং মহাবলম্ ॥ ১৯
এবমুক্তাস্ত তে রাজন্ সংক্রোশন্ মুহুর্মুহুঃ।
পশ্চাদ্যন্ত ভয়ির বীরা ভরতর্ষভ পরস্পরম্ ॥ ৩০
ততস্তে সংকরর্ষভ সংশপ্তকগণাঃ পুনঃ।
নারায়ণান্ গোপালা যুদ্ধায় কৃতা নিবর্তনম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সুবলবধে
ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

অনন্তর সেই সুবলের মৃত পুত্রদিগের মাতৃগণ তাঁহার অন্যান্য বান্ধবদিগের সহিত নিজ নিজ পুত্রের নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ১১

তাঁহারা সকলে একান্তই অবলা বলিয়া পুত্র বধে অত্যন্তই কাতর হইয়া পড়িল। তাহারা ভীত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিল, কেননা তখনও তাহাদের সৈন্যগণ অবস্থিত ছিল ॥ ১০

তাহাদের অন্যান্য ক্রুদ্ধ সৈন্যগণ অর্জুন বাসুদেব অধিষ্ঠিত থাকায় বধ করিয়া সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে গৌরবে সংহার করিতে আসিলেন, যেমন সূর্যদেব তাঁহার কিরণসমূহে অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

তখনকার সময় সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যরা সমবেত হইয়া চতুর্দিকে আক্রমণ করিল এবং সন্নাসী অর্জুন অধিকার ক্রোধান্বিত হইয়া পড়িলেন, তখন সেই বিশাল সৈন্যদের মধ্যে অন্ধকার ব্যাপ্ত উপস্থিত হইল ॥ ১৫

অর্জুনের আক্রমণকারক বাসুদেবের আঘাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সেই সমস্ত সৈন্যরা সমবেত হইয়া তাহাদের প্রাণ ত্যাগের ন্যায় যোদ্ধিত হইয়া পড়িল ॥ ১৬

অনন্তর ক্রুদ্ধ বিশ্বকর্মার কুলজা নিজের সেই মহাবলী সৈন্যবিনাশে দেখিলেন,—গৌরবে সমবেত হইল না। দ্রোণদের তীব্র হওয়া হইতে ॥ ১৭

সমস্ত সৈন্যগণের সম্মানার্থে অন্যের সমস্ত বাসুদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—তোমরা যদি দুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া যাও, তবে তোমরা সেই মহাবীরদিগকে কি উত্তর দিবে ? ॥ ১৮

দুঃখ এবং ব্যথা করিয়া এ-সময়ের তের আমরা উপায়ের সঙ্গে হইব না ? অন্যথা তোমরা সকলে ফিরিয়া এস। আমরা একলাই সমবেত হইয়া শত্রু সহকারে যুদ্ধবৃদ্ধিতে অবস্থান করিব ॥ ১৯

রাজন্ ! বিশ্বকর্মার কুলজা এই কথা বলিলে পর সকল সৈন্যরা বাসুদেবের অন্যত্র করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের প্রতি ও উৎসাহজনক করিতে করিতে পশ্চাদ্যন্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

অনন্তর এই সমস্ত সমবেতজন ও গোপাল নারায়ণ সৈন্যরা যুদ্ধাদেশী যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হইলে সবে যুদ্ধ করিতে পারিব, ইহা মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৩১

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাধ্যায়ের সমন্তপঞ্চকে সুবলবধ বর্ণনামক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকবধে সহায়ুদ্ধে অর্জ্জুনের জয়লাভ বৃত্তান্ত।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু সমরে ভীষ্মং সংশপ্তকবধায় বৈ।
বাসুদেবো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমচোদয়ত।
তোষয়ন্ পুরুষব্যাঘ্রঃ সংশপ্তকবধায় তম্
নৈতে ভীষ্মস্য সংগ্রামে জীবন্ প্রতি বে ধ্রুবম্॥
পশ্য যোধবরং যোধা বাহ্লীকাবিষয়ং চ।
অক্ষৌহিণীঃ পাতয়িত্বা ক্রুদ্ধো ভীষ্মঃ পরন্তপ॥
তমঃ কৃত্বা দিশঃ কৃষ্ণা প্রতিসৈন্যা দিবেরতম্।
প্রাবেষয়ত্ ভয়ং ঘোরং ভীষ্মস্যাস্ত্রবলাদ্ বলে॥
ন হ্যেনং সমরে কশ্চিদ্ যুধ্যমানো বধে বলে।
ঈক্ষয়ানধিবাকাশে বিমানা পাণ্ডবৈর্হতৈঃ॥
মণ্ডলানি ত্বমন্ত্রাণি শস্ত্রপ্রবাণি চাপি চ
যথা শক্রধনুর্ঘোরং দৃশ্যতে দেবপুত্রে পুরা॥

অথ বাসবাঃ ক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।
ভাস্বরৈঃ শস্ত্রজালৈঃ পরিবর্ত্তন্তি সর্ব্বতঃ॥
মহদ্ভয়ং মহারৌদ্রং চক্রুঃ তে ভরতর্ষভ।
কৃত্বেব নদিকা ঘোরে যুগান্তীয়ং মহদ্ভয়ম্॥
ক্রুদ্ধস্য কালেন্দ্রস্য যাদৃশো বিগ্রহঃ ক্রমঃ।
তাদৃশং মহদাসীদ্ যুদ্ধং ভীষ্মস্য সংযুগে॥
বধ্যন্তে চ ক্ষুরৈঃ ক্রোধাৎ প্রতিসৈন্যা নরর্ষভ
বেলান্তং মহাবেগা পূরয়েবাম্বুভিঃ পাতবঃ॥
অথাপ্লবন্তিসঙ্ঘাঃ বাহ্লীকাস্তরস্বিনঃ।
ভীষ্মং শস্ত্রপ্রবাণি প্রাহরন্ পুনঃ পুনঃ॥
আত্মনঃ প্রতিসৈন্যেন সর্ব্বতৈর্বিধিবাহিতাঃ।
অপ্রেক্ষমাণাস্তনুং যথা যথাস্যন্তি তথিরে॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

[সংশপ্তকগণের সহিত অর্জ্জুনের তুমুল যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সংশপ্তকগণকে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মহৎ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।১।

ধনঞ্জয়: অবধারণে এই সংশপ্তকগণের দিকে চালনা কর। আমার ইহা মনে হইতেছে যে, ইহারা জীবিত থাকিতে কখনই পাঞ্চালগণ হইবে না।২।

আর আপনি আমার অশ্ব, যাহা ত বহন কর অবধারণ কর। কুরু সমরের যেরূপ পরাক্রমশালী (শত্রুদের প্রতিপক্ষকে) সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও আর ইহাদিগকে সহ্য করিয়া থাকিব।৩।

যখন শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলায় বহন অর্জ্জুনের অশ্বগণকে পুনরায় পরিচালিত করিলেন এবং দুষ্ট যে অর্জ্জুন সেখানে সেখানে যাইবার ইচ্ছা করিলেন, সেখানে সেখানে রথ উপস্থিত হইয়া দিলে।৪।

প্রথমে সেনাপতিগণ সংগ্রামে এই রথ সেই সময় আসিতে ভীষ্মসেনের ন্যায় পশ্চাৎ সৈন্য পাইতে লাগিল।৫।

রাজন্! পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণের যুদ্ধের সময় দেবরাজ ইন্দ্রের যে রোমাঞ্চ হইত, সেইরূপ অর্জ্জুনের রথ যখন অসুর সদৃশ পরাক্রমশালী এইরূপ যোদ্ধাগণ পশ্চাতে চালিত হইতেছিল।৬।

তখনই ক্রুদ্ধ নারায়ণী সৈন্যবাহিনী হাতে নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বিনাশের বাসনায়ুদ্ধে যাত্রা আরম্ভ করিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন।৭।

ভরতর্ষভ! ইহারা যুদ্ধকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয় অর্জ্জুনকে দুঃখদান করা দিবে।৮।

তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে বিজয় বিশেষ সহকারে তখন গাণ্ডীবধনুকে পরিবার করিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণ শর সকল ছাড়িতে লাগিলেন।৯।

অনন্তর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন গাঁর অর্জ্জুনের পরিত্যক্ত এক তীক্ষ্ণ ক্ষুরের দ্বারা সংশপ্তক সৈন্যের রথ সহ সেনাপতিকে বাণাঘাতে পাঠাইলেন।১০।

তারপর অর্জ্জুন সংশপ্তকের বিনাশকর ঘোরতর অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। তখন এই সময় হইতে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সকল সকল রথ প্রাদুর্ভূত হইল।১১।

বিশেষেই সমান আক্রমিকদিগের সেই বাণাঘাতে ঘোরতর হইয়া উঠিলে সংশপ্তকে অর্জ্জুন সমর করিয়া দিলেন। এবং বিশেষের সৈন্যদিগকেই সমরস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন।১২।

অজাতশত্রোঃ কৌরব্য হৈমে পাণ্ডব-মাধবৌ।
ইতি ভূতানাং সম্ভূতা ভয়ং প্রাণাপহারিণম্ ॥ ১৩
মোহিতাঃ পরমাস্ত্রেণ তয়া তস্য পরন্তপঃ।
অথোত্তস্থৌ রথে মোহং ধূলিতা ইব কিংশুকাঃ ॥ ১৪
ততঃ সপ্তসহস্রাণি তৈবিষ্কৃতানি তৎক্ষণাৎ।
কৃত্বা তদ্বলং তান্ বীরানবধীৎ সমরাঙ্গনম্ ॥ ১৫
অথ প্রহস্য বীভৎসুর্দর্শিতান্ বালবানপি।
মায়েয়কাস্ত্রিমর্যাদং মোহয়োদ্ভাবহেতুকৈঃ ॥ ১৬
হন্যমানাঃ প্রবীরেণ ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ।
বাসন্ত্রন্ সমরাজানি পার্থে নানাবিধানি চ ॥ ১৭
ন জজ্ঞে বাজ্যনন্তত্র ন রথো ন চ কেশবঃ।
প্রত্যদৃশ্যত মোহেন পাণ্ডবেয়ে সমুদ্যতঃ ॥ ১৮
ততস্তে লব্ধসংজ্ঞাস্তমভিদুদ্রুবুঃ।
হতো হতাবিতি প্রীত্যা বাণাংস্তান্বুবুধে তথা ॥ ১৯

এই যে অর্জুন, এই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই দুইজন অর্জুন-শ্রীকৃষ্ণ—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা দুই যোদ্ধাকেই পরস্পরের অর্জুন জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

সেই বিদ্যাতে মোহিত হইয়া তাঁহারা পরস্পরের আঘাতে ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধারা বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৪

তাহার পর সেই বিদ্যায় সপ্তশতগণের নির্মিত সহস্র সহস্র বাণসৈন্যকে তথাভূত করিয়া কেশবের বীরকে অর্জুনের মোহ করিলেন ॥ ১৫

অনন্তর অর্জুন হাস্য করিয়া লক্ষিত, হাসন্ত, মায়েয়ক, ত্রিমর্য ও মৌহ্য নৈপুণ্যসহকারে বাসন্ত্রসমূহে তাহাকে ভীতিযুক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬

বীর অর্জুনকর্তৃক পুনঃ পুনঃ ভীতিযুক্ত ক্ষত্রিয়গণ কালপ্রেরিত হইয়া অর্জুনের উপর নানাবিধ বাসন্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

সেই তুমুল বাসন্ত্রবর্ষণে সমরাঙ্গনে আচ্ছাদিত হইয়াথাকায় সেখানে না অর্জুনের রথ, না ধ্বজ, না স্বয়ং অর্জুন এবং না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন ॥ ১৭-১৮

তখন "আমরা আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুনকে বধ করিয়াছি" এইরূপ মনে করিয়া সৈন্যগণ পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিনষ্ট হইয়াছেন—ইহা মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে নিজ নিজ বাণসকল ছুড়িতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

শ্রেণী-ধ্বজ-সমাকীর্ণং বন্ধুবীরং সহস্রশঃ।
সিংহনাদরবাংস্তোয়ুস্তস্মিংস্তে তত্র মানিনঃ ॥ ২০
ততঃ প্রসিষিধে কৃষ্ণঃ বিস্ফার্জুনমব্রবীৎ।
কপি পার্থ ন পশ্যে ত্বাং কচ্চিজ্জীবসি শত্রুহন্ ॥ ২১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণবাক্যো ধনঞ্জয়ঃ।
বায়ব্যাস্ত্রেণ তৈরস্তাঃ শরবৃষ্টিমপাহরৎ ॥ ২২
ততঃ সংপ্রস্তুতান্ সাশ্ব-দ্বিপ-রথান্ পুনঃ।
উবাচ ভগবান্ বায়ুঃ গুহ্যপর্বণ্যনিত্য ॥ ২৩
উদ্যমান্তে তে রাজন্ বহুশোভত বায়বঃ।
প্রবীরাঃ পক্ষিণঃ কালে বৃক্ষেভ্য ইব মানিব ॥ ২৪
তাংস্তথা বায়ুলীকৃত্য সহযানো ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২৫
শিরাংসি তস্যৈরস্তাণি বায়ুনাপি চ সাহ্বয়ন্।
হস্তিহস্তোপমাংস্তোয়ুঃ শরৈর্ঘোরপরাক্রমঃ ॥ ২৬

আর্য! সেই সহস্র সহস্র বীর যোদ্ধার ছেদ, ভেদ ও বধ বায়ব্যাস্ত্রের সাহায্যে এবং উহা নিবারণ করিতে থাকিলেন ॥ ২০

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং বিজিতে অর্জুনকে বলিলেন—পার্থ! তুমি কোথায়? আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। শত্রুঘাতী বীর! তুমি জীবিত আছ ত'? ॥ ২১

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন অস্ত্রিগণের বায়ুরূপ সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া শত্রুগণের ঐ সেই বাসন্ত্রসমূহ নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২২

তাহার ভগবান্ বায়ুদেব অশ্ব, রথী, ধ্বজ ও অস্ত্রসহিত সংপ্রস্তুতগণকে গুহ্য স্থানসমূহের ন্যায় সেখান হইতে উঠাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

মানবীয় মহারাজ! বায়ুকর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া সেই সৈন্যগণ তখন সময়ে সময়ে বৃক্ষসমূহ হইতে উড্ডীন পক্ষীদিগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪

এইরূপে তাঁহাদের সকলকে ব্যাকুলিত করিয়া বিজয়ী বীর ধনঞ্জয় বাসন্ত্রসমূহে অর্জুন অভিজাত শত শত ও সহস্র সহস্র সংগ্রামে যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

তিনি যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের শির উড়াইয়া দিলেন, অনন্তর বায় কাটিয়া ফেলিলেন এবং হস্তিহস্তসদৃশ ভুজসমূহ (যোদ্ধা) অস্ত্রসমূহ দিয়া করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৬

পৃষ্ঠরক্ষিণম্ বিদ্বন্তম্ বামপার্শ্বকরক্ষিণম্।
নানোপায়বিধৌ যুক্তং নীতিশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ২৭
পশ্চাদ্রক্ষণকর্তারম্ বিদিত্বা ভরতর্ষভম্।
শরৈর্বিপ্রকরীকুর্বংস্তং চ যাধ-বধ-দিপাম্ ॥ ২৮
মৃগয়ালব্ধনামীব তত্র তত্র চকাশিরে।
দিশো যমক্ষয়াকাঙ্ক্ষাঃ কেচিত্তত্র ভয়ং ভয়ম্ ॥ ২৯
সোঽন্যান্ধুর্বিনো নাগাঃ সপতাকাধ্বজাঃ।
পেতুঃ শক্রাশনিহতা ক্রমবন্ত ইবাচলাঃ ॥ ৩০
চামরাষ্টীষ্টকরণৈঃ প্রজাহ্বলনাদ্বয়া।
সারোহাস্তুরগাঃ পেতুঃ পার্শ্বাপায়হতাঃ ক্ষিতৌ ॥ ৩১
বিস্রবিষ্ঠাসিবরাস্থিবর্ষী শকৃৎ।
পত্তয়স্তিষ্ঠন্তস্তাস্ত কৃপণাঃ পেরিরে ভয়াঃ ॥ ৩২

হৈহৈরৈরেকযানৈশ্চ পত্তিভিঃ পরিবৈরপি।
অযুধ্যমানৈরভিন্ন ক্রুদ্ধয়োধৈরসংবৃতৈঃ ॥ ৩৩
হতস্ত পুরুষাদাঃ শাস্ত্রঃ প্রবিবেশুর্বীরিণঃ।
মহীং চলোরুবদ্ দুর্গাং কবন্ধবহনমূলাম্ ॥ ৩৪
তত্র বৃত্তো বৌদ্রবীভৎসঃ বীরসোপায়নগ্রহে।
আকীর্ণমিব কক্ষস্য ভয়ঃ কালাত্যয়ে পশূন্ ॥ ৩৫
যে ব্যায়ামাঃ পার্শ্বে বাহুলাস্ত্র বধ-দিপাঃ।
তেষ্বাবিষ্টাঃ ক্ষীণাঃ শক্রস্তাবিষিতাঃ শরাঃ ॥ ৩৬
সা ভূমিস্তত্বরক্তৈশ্চ বিচিত্রৈশ্চৈব চারুভিঃ।
আস্তীর্ণা নবভৌ সদ্যঃ প্রেতীভূতৈঃ শরীরকৈঃ ॥ ৩৭
এতস্মিন্নন্তরে চৈব প্রসন্নে সন্ধ্যাসাচিনি।
যুগান্তাগ্নিকতল্পো ঘোরো মৃত্যুর্বিমুপস্থিতবান্ ॥ ৩৮

ঘণ্টা এই সময় পক্ষদেশের পতীর রবে এই অঞ্চল দিক বিদিক ধ্বনিত করিয়া দিলেন। তাহাদের শুভ দিক ধ্বনিতে, আরোহিগণকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিল। তখন বহু সৈন্যই বাহু, পার্শ্বদেশ ও বক্ষঃস্থল হইতে বাহুল হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

তিনি পক্ষদেশরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে শত্রুর রথসমূহকে বিনষ্ট বাহনসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং পক্ষদেশকে রক্ষা, তখন ও রথসকল হইতে বাহুল করিলেন ॥ ২৮

সেখানে কোথাও কোথাও ধ্বনিত অশ্বসমূহের উপরিভাগ স্থির হইয়া থাকায় তাহারা মৃত্যুর আগমনের ন্যায় দেখা যাইতেছিল ॥ ২৯

পরন্তু, অন্যত্র ও অশ্বসমূহে বিদূষিত পক্ষদেশের রক্ষের বন্ধের আঘাতে বিহত কৃষ্ণবর্ণের পক্ষসমূহের ন্যায় উপরে উপরি আরোহী যোদ্ধাদের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩০

চামর, ঘণ্টা এবং ধ্বজসমূহ যুক্ত রথসকল অশ্ব অশ্বের বাহুদেশে বিদ্ধ হইয়া আরোহী যোদ্ধাসহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা অস্ত্র (শরীর) ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৩১

পদাতি সৈন্যের পক্ষ ও বক্ষ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশ, ভূমি ও পক্ষিসকল তত তত হইয়াছিল। বধ নষ্ট হইয়া থাকায় সৈন্যরা অন্যান্য লোকদের সহিত মিলিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩২

অথবা এই সময় পক্ষদেশের পতীর রবে এই অঞ্চল দিক বিদিক ধ্বনিত করিয়া দিলেন। তাহাদের শুভ দিক ধ্বনিতে, আরোহিগণকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন বহু সৈন্যই বাহু, পার্শ্বদেশ ও বক্ষঃস্থল হইতে বাহুল হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

তিনি পক্ষদেশরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে শত্রুর রথসমূহকে বিনষ্ট বাহনসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং পক্ষদেশকে রক্ষা, তখন ও রথসকল হইতে বাহুল করিলেন ॥ ২৮

সেখানে কোথাও কোথাও ধ্বনিত অশ্বসমূহের উপরিভাগ স্থির হইয়া থাকায় তাহারা মৃত্যুর আগমনের ন্যায় দেখা যাইতেছিল ॥ ২৯

পরন্তু, অন্যত্র ও অশ্বসমূহে বিদূষিত পক্ষদেশের রক্ষের বন্ধের আঘাতে বিহত কৃষ্ণবর্ণের পক্ষসমূহের ন্যায় উপরে উপরি আরোহী যোদ্ধাদের সহিত ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩০

চামর, ঘণ্টা এবং ধ্বজসমূহ যুক্ত রথসকল অশ্ব অশ্বের বাহুদেশে বিদ্ধ হইয়া আরোহী যোদ্ধাসহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা অস্ত্র (শরীর) ও নেত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৩১

পদাতি সৈন্যের পক্ষ ও বক্ষ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশ, ভূমি ও পক্ষিসকল তত তত হইয়াছিল। বধ নষ্ট হইয়া থাকায় সৈন্যরা অন্যান্য লোকদের সহিত মিলিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ৩২

অথবা ঐ বীর পক্ষ রথারোহণ এবং ঐ বীর রথের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কতক কৃপাবিষ্ট হইয়াছিল, আবার কতক ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। বহু ঘোড়া রথে চারিদিকে ঘুরিয়েছিল ও অন্ধকার করিয়েছিল। এই সময়ে যারা সেই যুদ্ধের অন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩

পক্ষদেশে সেনাদলের উৎসাহের ঘূর্ণিবায়ু শান্ত হইয়া যাইল এবং পর পক্ষ রথে (অন্তর্ধান) হইতে। আহ্বানিত হইয়া যাওয়ায় সেই রণভূমিতে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ৩৪

রণাঙ্গনে অর্জুনের এই ভাষ ও বীভৎস রস প্রকাশকালে পক্ষদেশের (অন্যান্য বীরদের) সংহারকারী রথসেনের ভীষণ-স্থলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩৫

অর্জুনকর্তৃক বিপক্ষদের বধ ও তাহাদের ধারণ করিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রাণবায়ু ত্যাগ করায় রক্তলোকের অধিপি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল ॥ ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে বিদ্ধ মহাবলী যাদবদের বাণে আচ্ছাদিত রণভূমি চারিদিকে ভেদকদের পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৩৭

যখন একদিকে সব্যসাচী অর্জুন প্রসন্নমনে স্বর্গলাভে মুক্ত লিপ্ত হইয়া পড়িলেন, তখন ঘোরতর বিশ্ব সৈন্যবাহিনীকে যুগান্তের করিয়া মৃত্যুরূপের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

অথ প্রবাস্থ-পথিকা বৃত্তান্তীকৃতঃ প্রজাপিতঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পরীক্ষিতমভিষেক্ষ্যতি ভূতলে মহৎ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মোষলপর্বণি মোষোদ্বিষেকপর্বণি অনুক্রমণিপর্বণি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠিরের পুনরায় অভিষেক করিতে বিলম্ব দেখিয়া প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরকে রাজী করিবার উদ্যোগ করিলেও তাঁহার উত্তর আসিবার পর অভিষেক করিবেন। ৫২

ইহাতে সমস্ত উদ্যোগের উপরের দিকে যুধিষ্ঠির ঘুরিয়া বসিলেন। ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সমস্তমহাভারতের মোষলপর্বান্তর্গত সংক্ষেপবর্ণনাত্মক অনুক্রমণিপর্বক ষষ্ঠোধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মোষলারম্ভের পঞ্চদশবৎসর বিলম্বের, যুধিষ্ঠিরের ভীতি, বৃষ্ণি-ভোজান্ধকবংশধ্বংস, দুর্ভিক্ষ-দুঃখ বর্ণনের, দুর্যোধন-ভীমের গদাযুদ্ধে সংহারের।]

সৌতি উবাচ।

পরিণামো নিমাঃ তাঃ তু ভূ ভারব্যাজো মহাত্মনঃ।
উক্ত্বা সুরগণ মাত্রেভ্য বচনং চৈ পুরোধসম্ ॥ ১
বিবাহ যোগ্যে পার্থেন সংপ্রযুক্তস্তদা নৃপঃ।
নিক্রান্তে চ তদা পার্থে সংপ্রযুক্তস্তদা প্রভুঃ ॥ ২
বৃত্তান্তীকৃতমো মোহ সাত্তবানাং মহাত্মনাম্।
অত্যন্তাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ দৈবমাবিশ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩
বৃদ্ধঃ দৃষ্ট্বা সুবর্ণং তু ভারব্যাজকৃতং তথা।
ধ্যানেন মহতাবেদ প্রভাবাদ্ দৈবচিন্তয়ঃ ॥ ৪
মুখং তাসাং সুপর্ণস্য ভারব্যাজো মহাত্মনঃ।

শিরো দুর্যোধনো রাজা সোমদৈবঃ সাত্বতৈর্বৃতঃ ॥ ৫
চক্ষুষী কৃতবর্মাসৌ সোমদত্তাত্মজো বলঃ।
দুঃশলশ্চ ক্ষেমশর্মা কর্ণকাবন্ত বীর্যবান্।
কলিঙ্গাঃ সিংহলাঃ প্রাচ্যাঃ পুরাতীরা মহৌজসঃ ॥ ৬
শকা যবন-কাম্বোজাস্তথা চ দরদাশ্চ যে
গ্রীবায়াঃ পুরুষব্যাঘ্র তস্য মহত-চৈতসঃ ॥ ৭
পক্ষৌ বৃষ্ণ্যন্ধকৌ তস্য পুচ্ছমাসীৎ সুদর্শনম্।
অশ্বৈরিণ্যো কৃতা বীর্যা বাহবঃ পার্থবাহিনঃ
বিশ্বাসুবিক্রমাবেবৌ কায়োঽস্য ভরতর্ষভ ॥ ৯

বিংশ অধ্যায়।

[মোষোদ্যোগকর্তৃক পঞ্চদশবৎসর বিলম্বের, যুধিষ্ঠিরের ভীতি, বৃষ্ণিবংশের আধিপত্যের, প্রজাগণ ও ভূভারের দুঃখবর্ণন এবং দুর্যোধন-ভীমের গদাযুদ্ধে সংহারের সংবাদ।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! মহাত্মা মোষোদ্যোগ যেরূপ রাজা অভিমন্যুর পুত্রের অভিষেকের কথা দুর্যোধনের সংহার হয় বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর সংসপ্তকগণের সহিত অর্জুনের যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। তাহাতেও পরাজয় অর্জুন যখন সংসপ্তকগণকে বধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া চলিয়া গেলেন, তখন মোষোদ্যোগ তাঁহার সৈন্যগণের মুখরক্ষা করিয়া যখন যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার উদ্যোগ পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। ১-৩

সেই সময় মোষোদ্যোগ কর্তৃক নিহিত সমস্ত দুঃখের কথা ভাবিয়া যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যবাহিনীর অবস্থাদৃষ্টে ব্যথা করিলেন। ৪

সমস্ত দুঃখের মূলের স্থানে ভারব্যাজকৃতের মহাত্মা মোষোদ্যোগ করিলেন। সিংহাসনে মাদ্রীপুত্র ও অন্যান্য সৈন্যগণের সাহায্য নিয়া দুর্যোধন উপস্থিত থাকিলেন। বাহুবলের জোরে কর্ণাদি ও ভারব্যাজ এই দুইয়ের দুই চোখের স্থানে অবস্থান করিতে থাকিলেন। ৪

কৃতবর্মা, ক্ষেমশর্মা, সমরকর্মী কর্ণকাব, দুঃশল, সিংহল, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ, বীরবর আম্বীরগণ, মাদ্রেয়গণ, শক, যবন, কাম্বোজ, পুরাতন, দরদ, খস, কৈবর্ত ও দুর্যোধনাদির সেনাপতি বীর এবং ভারব্যাজ, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি সৈন্যরা উহার সমস্তমুখ যখন করিয়া সমস্ত-দুঃখে শ্রীকৃষ্ণের থাকিলেন।

বৃষ্ণিগণ, সমস্ত, সোমদত্ত এবং বাহ্লিক—এই সব বীরগণ এক অক্ষৌহিণী সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের পক্ষিকরূপে রহিলেন।

অন্ধকবংশের দুই রাজপুত্র বিশ্ব ও অনুবিন্দ এবং কাম্বোজের সুদক্ষিণ—ইহারা যুদ্ধের বামভাগ আশ্রয় করিয়া মোষ ও অশ্বারোহে অশ্বে রাখিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সাম্বঃ পার্শ্বং সমাস্থিত্য জ্যেষ্ঠপুত্রাগ্রতঃ স্থিতঃ।
সুতৌ তস্যাভিতঃ সাত্যকী হৃদিক্যঃ সৌভ্র-সঞ্জয়ঃ ॥ ৭
শাম্বাদ্যাঃ শতশঃ প্রাচ্যাঃ পশ্চাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
সুচন্দ্রো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সপুত্রঃ সাত্যকি-সাত্বতঃ ॥ ৮
অনাধৃষ্যো দেবরক্ষ উদ্ধবো নানাজনপ্রেষ্যগা।
অক্রূরো ভীমবেগঃ সম্প্রাপ্তিশ্চ যতো হরিঃ ॥ ৯
কৃমিলকো গদপ্রদ্যুম্নো নৈষধশ্চ মহাবলঃ।
দৃঢ়া হলেন মহতা ব্রহ্মদোষপুরস্কৃতাঃ ॥ ১০
বৃদ্ধভোজাশ্চ যে রাজন্ বিদ্বাংসো যুদ্ধবিশারদাঃ।
যোধেন বিধিনো যুক্তাঃ পরাক্রান্ত-ক্ষম-ক্ষিণাঃ ॥ ১১
যাদবেন্দ্রস্য পর্যন্তাঃ প্রভুত্বে চৈব লক্ষিতে।
তস্য পক্ষপ্রপক্ষেষ্টো বিশ্রুতাস্তি যুযুধানঃ ॥ ১২
সংস্থিতাস্তস্য সেনায়াঃ সর্বতশ্চিন্ত্য চৈবোক্তে।
তস্য প্রাগ্জ্যোতিষো মধ্যে বিধিবৎ কৃষ্ণিতা গজৈঃ ॥ ১৩
আস্থিতঃ ভগদত্তেন রাজন্যুদ্যাধুনেতা।

যবনানাময়তা রাজন্ ফেনমন্তেন বর্মণা ॥ ১৪
কৃম্ভিকারোপযুক্তেন সৌবিরাস্তাম্রিলেক্ষুনা।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যা গজাস্তো বিরলে বলৌ ॥ ১৫
অধিযুধৌ মহাবেষৈর্যদা স্যাৎ পর্বতো মহান্।
নানাজনপরিক্ষিপ্তৈর্বিবিধায়ুধযোধিভিঃ ॥ ১৬
সমন্বিতঃ পর্বতীয়ৈঃ শকৈশ্চ দেবসৈনিকৈঃ।
তস্যো যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠো ব্যূহং তমভিমানুষম্ ॥ ১৭
মকরাখ্যমিতি প্রাহুঃ পাণ্ডবাঃ যাত্রাগ্রতস্তদা।
ব্রাহ্মণস্য বপুঃ সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চক্রং যথা স্বতো।
পাণ্ডবানামনীকানি তথা নীতিবিদীদৃশম্ ॥ ১৯

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

দ্রোণস্য বচনাদ্রাজন্ যথা নৈষ্কৃতি সুব্রত।
অতমাবাহিষ্যামি দ্রোণশত্রু সমাহিতম্ ॥ ২০
যদি জীবতি কৌরব্যো দ্রোণঃ কৃতী মহারথি।
ন হি শক্যো রণে দ্রোণো বিজেতুং বাং কথঞ্চন ॥ ২১

পূর্বদেশে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, পৌণ্ড্র, মল্ল, বাঙ্গার, সুহ্ম, পূর্বাঞ্চল, পর্বতীয় ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি দেশের বলবানগণ বীরদর্পে ছিলেন।

পক্ষভাগে নিযুত নূপ, অশ্বি ও বহুবাহনগণের সহিত ১৬৪ দিন দেবের বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিরাজমান কর্ণ রহিলেন।

রাজন্! এই বূহের মুখভাগে ভাগব, ভীমবল, সম্পাতি, ভবন, ভব, ভূমিজ, সুবাহু এবং ধবাবল বিদ্যমান বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহারা সকলে ভয়লোভ শূন্য করিতে পারেন হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং সর্ববিধ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

এই ভাবে গজারি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও ধনুর্ধারী সৈন্য দ্বারা আচার্য দ্রোণ বহুল রচিত এই গরুড়-ব্যূহ যথাবিধি অবলোকনের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।

ইহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে যুদ্ধেচ্ছু যোদ্ধারা বাহির হইতে লাগিলেন, যেন বর্ষাকাল বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘ বর্ষণ করিতে করিতে চারিদিক দিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

রাজন্! এই বূহের মধ্যভাগে বিধি অনুসারে সজ্জিত হস্তীতে আরূঢ় হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি রাজা ভগদত্ত উদয়াচলে সমাসীন সূর্যদেবের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন।

ইনি চীন ও কিরাত সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাঁর এই ভয় কৃষ্ণিত-অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতেছিল।

ইনি ভগদত্তের অঙ্গরক্ষার ন্যায় নীলবর্ণের দ্বারা এই গজরাজ নিজের মস্তক হইতে ভগদত্ত পর্যন্ত আবরণ করিয়া থাকায় ইহা দেখিতে অতি বিশালকায়বিশিষ্ট মেঘের ন্যায় হইয়াছিল।

যোদ্ধা ইন্দ্র দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সুশোভিত হন, সেইরূপ নানাবিধ অস্ত্র ও অলঙ্কারের বিভূষিত বীর এবং পর্বতীয় সৈন্যবিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির যোদ্ধাগণ নির্দিষ্ট সেই অলৌকিক এবং শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য মকর-ব্যূহকে দেখিয়া দৃঢ়মনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন,—আচার্য দ্রোণ যেরূপ নীতি অবলম্বনপূর্বক যুদ্ধ করিবেন, আমি সেই বিষয় দ্রোণাচার্যের বশীভূত হইয়া না পড়ি ॥ ১-২১

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—ভীষণ ব্রতধারণকারী ভ্রাতা! যে পর্যন্ত দ্রোণ জীবিত থাকিবেন, আপনি তাঁহার বশীভূত হইবেন না। আজ আমি অস্ত্রশস্ত্রসমূহের সহিত দ্রোণাচার্যকে প্রতিরোধ করিব ॥ ২২

কৃষ্ণকহে! আমি জীবিত থাকিতে আপনি দ্রোণরূপ ঈষৎ প্রকাশ করিবেন না। দ্রোণাচার্য সমরে আমাকে বিনষ্টেই তাঁর করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো বিজয় রাজানং ভূতভো মহী।
পাঞ্চালরভসপ্রাণঃ ক্রুদ্ধঃ দ্রোণমুপাদ্রবৎ ॥ ২৭
অনিষ্টশমনং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নবধক্ষিতম্।
অথৈনমাদ্রবদ্ দ্রোণো নাবিষ্টস্তমনা ইব ॥ ২৮
(স হি জ্ঞাত্বা মহারাজ দ্রোণস্য নিধনং প্রতি।
মর্ত্যমর্ত্যকৃতা তস্মাদ্ ভারদ্বাজো ব্যমুঞ্চত ॥)
তং তু সম্প্রেক্ষ্য পুরতো দৃষ্টদ্যুম্নঃ সত্রুকর্ষণঃ।
প্রিয়ং চিকীর্ষুর্দ্রোণস্য দৃষ্টদ্যুম্নরথান্তরম্ ॥ ২৯
ন সম্প্রহারস্তুমুলঃ সুঘোরঃ সমপদ্যত।
পাঞ্চালস্য চ পূরস্য দুর্মথনা চ ভারত ॥ ২৭
পাঞ্চালঃ পরমক্রোধাদ্ দিব্যান্ প্রাদুশ্চকার হ।
ভারদ্বাজঃ সরোষেণ মহতা সমযোজয়ৎ ॥ ২৮
দ্রোণমাবারয়ন্ দৃষ্ট্বা দৃষ্টদ্যুম্নরথান্তরম্।
নারাচৈর্নতপর্বভিঃ পাঞ্চালঃ সমযোধয়ৎ ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এইরূপ বলিয়া পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট ধাবিত হইলেন। ২৬

মহারাজ! তখন অনিষ্টসূচক চিহ্ন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্য অন্যমনস্কের ন্যায়ই তাহার অভিমুখে ধাবমান এবং উদ্যত হইয়া পড়িলেন। ২৭

(মহারাজ! এই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহাকে দেখিয়া মানব স্বভাবসুলভ স্বাভাবিকভাবেই দ্রোণ অন্যমনস্ক হইলেন।)

রাজন্! পঞ্চালরাজ আপনার পুত্র ক্রুদ্ধচিত্তে দ্রোণাচার্য্যকে উদ্যত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তখন তিনি দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ২৮

ভরতসত্তম! সেই সময় বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রুপদপুত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ ধীরে ধীরে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ২৯

ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রসরই বীর বাণজালে দ্রুপদপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া অত্যন্তক্ষণ মধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে ও বাণসমূহের দ্বারা নিবারিত করিয়া ফেলিলেন। ২৭

দ্রোণাচার্য্যকে তদ্রূপ দেখিয়া পাঞ্চালরাজ পুত্র দ্রুপদপুত্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে মোহিত করিতে লাগিলেন। ২৮

তয়োর্বিবৃদ্ধয়োঃ সংখ্যে পাঞ্চাল্য-দ্রৌণমূর্ধনোঃ।
দ্রোণো দৌষ্টিহিতং সৈন্যং বধনা ব্যাধমচ্ছরৈঃ ॥ ৩০
অনিলেন যথাভ্রাণি বিক্ষিপ্তানি সমন্ততঃ।
তথা পার্ষতা সৈন্যানি বিক্ষিপ্তানি ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩১
মুহূর্তমিব তদ্ যুদ্ধমাসীদ্ঘোরমুদারুণম্।
ততঃ উত্তমসম্ রাজন্ নির্ঘাতসমনস্বনম্ ॥ ৩২
নৈব যো ন পরো রাজন্নাত্মনো নাপি সর্বতঃ।
অনুমানেন সংজ্ঞাভির্যুদ্ধং তৎ সমবর্তত ॥ ৩৩
চূর্ণ্যমানেষু নিত্যেষু দ্রুমেষ্বিব বনেষু।
তেষামাসিদ্ধসংজ্ঞানাং হন্যতাং প্রেক্ষতামিতরে ॥ ৩৪
তৎপ্রবৃত্তে তথাকারে রথযাধবরাজিনাম্।
ন্যপতন্ পরমাস্ত্রাণি দ্রুপদে দ্রুপদাত্মজে ॥ ৩৫
নরাশ্বেষু নদা ভূয় ক্ষুব্ধগ্রাহ ভয়া হ্রদাঃ।
বভূবুশ্চ দ্রবিণো ভূয় ধারণা বসুধাতলে ॥ ৩৬

এই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রুপদপুত্রের প্রধান বীর দুর্মুখ উভয়ে ঘোর পরিশ্রমসহকারে যুদ্ধে আসক্ত হইয়া পড়িলেন, তখন দ্রোণাচার্য্য দৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যবাহিনীকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে নানা ভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩০

যেরূপ বায়ুর প্রবলবেগে মেঘসমূহ চারিদিক্ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ দৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে স্থানে সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। ৩১

রাজন্! মুহূর্তকাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে ঘোরতর ছিল, কিন্তু তাহারপর ইহাদের যুদ্ধ উদ্যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ৩২

রাজন্! সেই সময় সৈন্যগণ পরস্পর যে নিজের এবং যে পরের দ্বারা বুঝিতে পারিল না। কেবল অনুমান অথবা নামের দ্বারাই পক্ষদ্বয় স্থির করিয়া যুদ্ধ হইতেছিল। ৩৩

সেই সময় বীরগণকে দ্রুমসমূহ, বন, অনেকানেক এবং জলচরগণের মধ্যে ভূতলরূপ উদ্যান বাহিনীসমূহ প্রকাশিত হইতেছিল। ৩৪

সেই যুদ্ধস্থলে উদ্যত শস্ত্রাঘাতসমূহে যুদ্ধ রথ, হস্তী ও অশ্বগণের ভয় ভয়ঙ্কর ভাবে বিদ্ধিত হইতে লাগিল। ৩৫

শস্ত্রাদি সৈন্যগণ পরস্পরের নিকট নিক্ষেপ করিতেছিল, প্রবল অশ্বারা অশ্বসমূহকে নিহত করিতেছিল, সৈন্যগণ ক্রমে

সমুদ্ধিতপতাকানাং গজানাং পরমর্দিনঃ।
অপেন তুমুলো ঘোরঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭
তেষাং সংসক্তযানানাং কবচান্যিতরেতরম্।
শস্ত্রসম্মার্গসম্ভবাঃ সম্মোহস্ত্রিবলায়ত ॥ ৩৮
বিপ্রকীর্ণপতাকাকে বিষাণধ্বনিনাদিতে।
পক্ষুনু যা সমাপাত সবিস্ফার ইবাভূতঃ ॥ ৩৯
বিকিপদ্ভির্বর্ষদ্ভিশ্চ বিসৃজদ্ভিশ্চ বারণৈঃ।
সমভূদ্ যহী ঘোরা মেঘৈরাকাশ ইবাবৃতঃ ॥ ৪০
তেষামেবংপ্রযুক্তানাং বাণ-তোমর-ঋষ্টিভিঃ।
পাতপ্যমানা হবো ভাতে মেঘানামিব সম্প্লবে ॥ ৪১
তোমরাভিহতাঃ কেচিদ্ বারণেন্দ্র পরমর্দিনঃ।
বিসেদুঃ সর্বসামানাঃ পাদপেবাশনেহতম্ ॥ ৪২

বিষাণাভিহতাশ্চাপি কেচিৎ তত্র গজা যযুঃ।
চক্রুশ্চার্তস্বনং ঘোরমুপারোহজনস্য চ ॥ ৪৩
প্রতীপাঃ ক্রিয়মাণাশ্চ বারণা বরবারণৈঃ।
ঈষাদ্য পুনরাজগ্মুঃ প্রেষিতাঃ পরমাঙ্কুশৈঃ ॥ ৪৪
মহামাত্রৈর্মহামাত্রাস্তাড়িতাঃ শর-তোমরৈঃ।
অকেতাঃ পৃথিবীং জগ্মুর্মুক্তপ্রস্রবণাস্তথা ॥ ৪৫
নিপতন্ত্যশ্চ মাতঙ্গা বিনদন্তশ্চরাচরাঃ।
বিত্রাসয়ন্তীব সংগ্রামং সঙ্ঘশস্তত্র সর্বশঃ ॥ ৪৬
হতান্ পরিবরন্তশ্চ পতিতান্ পতি সংযুগে।
বিপো ভগ্নধ্বজাঃ কেচিদ্বেচেষ্টন্ত চ ॥ ৪৭
তাড়িতাস্তাড়িতাশ্চাপি তোমরর্ষি-পরশ্বধৈঃ।
সেতুরার্তস্বনা কৃত্বা তত্র বিপদ্যন্ত গজাঃ ॥ ৪৮

সৈন্যমিশ্রে যত্র তত্রিষেদিরে এবং হতিযন্ত্র যত্র তত্র চলিতুমারভে সমরং করিতে লাগিল। ৩৬

যাহাদের উপর উচ্চ পতাকা উড়িতেছিল, সেই গজারোহদের পরস্পরের বধ করা হাতীগিদের সহিত তুমুলের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ৩৭

আরোহী পরস্পরের হাতে যে যে শস্ত্র লইয়া প্রেরিত লইয়া যাইতেছিল। তাহারা পরস্পর তাহার করিতে থাকিলে মৃত্যুর সহিত অতি বর্ধিত হইতেছিল। ৩৮

এই সময় হস্তীর পৃষ্ঠে উচ্চতীর পতাকাসমূহ সেখানে ভূলুণ্ঠিত হইল। পরস্পরের দাঁতের আঘাতে অতি উত্থিত হইল। ইহাতে আকাশ আকাশে উত্থিত বিহঙ্গের পক্ষিত যেমন প্রায় মনে হইতেছিল। ৩৯

মেঘাচ্ছন্ন হাতীরা অন্য মেঘাচ্ছিন্নে ভূমিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিতেছিল, মেঘের আকাশ গর্জন করিতেছিল এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বিদ্যুৎ হইয়া ঘনাগারী হইতেছিল। আকাশের মুখরোধ আচ্ছাদিত করিবার সময় মেঘসমূহ আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৪০

বাণ, তোমর ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে ভয়ঙ্কর পীড়িত হইয়া গজারোহদের চীৎকার প্রলয়কালের মেঘগর্জনের মতো বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। ৪১

কিছু হাতী তোমরের আঘাতে বিদ্ধ হইয়া পড়িল, কিছু হাতী মাহুতদের দ্বারা অঙ্কুশ-বিদ্ধ আঘাতে ভীত হইয়া পড়িল এবং কিছু হাতী অন্য সকল হাতীর পায়ের অনুসরণ করিতে করিতে তাহাদের দিকে ফিরিয়া যাইল। ৪২

কিছু হাতী সেখানে অন্য হাতীদের সঙ্গে আঘাতে আহত হইয়া পিছনে ফিরিয়া আসিয়া সেখানকার সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে লাগিল। ৪৩

এই হাতী পক্ষপক্ষের শ্রেষ্ঠ হাতীদের দ্বারা আহত অবস্থায় মুহূর্তে হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। তাহারা মুহূর্তে মাহুতদিগকে উচ্চস্বরে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ৪৪

মাহুতদের তাড়ন তোমরসমূহের দ্বারা পক্ষের মাহুতদিগকে আঘাত করিতেছিল, সেইজন্য তাহারা হস্তিদের পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইতেছিল এবং তখন তাহাদের অঙ্গ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এদিকে ওদিকে পতিত হইতে লাগিল। ৪৫-৪৬

এই প্রকারে মহাহীন হইয়া বৃষ্টির জলে চীৎকার করিতে করিতে ধূলিয়া যেতেছিল। তাহারা পরস্পরের সৈন্যদল ভাঙিয়া ছিন্ন ভিন্নকারের প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৪৭

বহু বড় বড় হাতী নিহতের দুঃখে অস্থির হয় আরোহী-দিগকে ফেলিয়া এবার বিনাশকারী মহাবলদের প্রায় চারিদিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল। ৪৮

সেই সময় বহু হাতী ভূতলে তোমর, ঋষ্টি এবং পরশুসমূহের আঘাতে পাইয়া আরো অধিক চীৎকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতেছিল। ৪৯

তেষাং শৈলোপমৈঃ কায়ৈর্নিপতদ্ভিঃ সমন্ততঃ।
আবৃতা সহসা ভূমিশ্চকম্পে চ মমার চ ॥ ৩৯
সাদিভিঃ সজ্জমারোহৈঃ সপতাকৈঃ সমন্ততঃ।
বারণৈঃ শুশুভে ভূমির্বিদীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ ॥ ৪০
গজস্কান্ধ মহামাত্রা নিষ্ক্রিয়ন্তস্তদা রণে।
ঋষিভিঃ পাতিতা ভৌমে বিবিধৈর্ভীমকর্মভিঃ ॥ ৪১
ক্রৌঞ্চবদ্ বিনদন্তোঽন্যে নারাচাভাহতা গজাঃ।
পতন্ বা স্কান্দপি ভূয়স্তঃ পরিপেষুর্দিবৌকসঃ ॥ ৪২
গজারোহ-রথযোধাংস্তা পরীষৌঘসমাবৃতা।
বভূব পৃথিবী রাজন্ মাংস-শোণিতকর্দমা ॥ ৪৩
প্রমথ্য চ বিমানাগ্রৈঃ সমুৎক্ষিপ্তান্ রথান্ গজৈঃ।
সচক্রান্ বিচক্রান্ যুগৈরেব মহারথাঃ ॥ ৪৪
রথান্ত ঋষিভিস্তীক্ষ্ণৈ নিমগ্নস্তান্ বসুন্ধরাঃ।
হয়ারোহান্ হয়ান্ চৈব শিরো গৃহ্য ব্যকৃন্তয়ন্ ॥ ৪৫

রোষাবেশে গজারোহগণ পরস্পর আঘাতে আহত হইয়া পৃথিবী সহসা কাঁপিয়া উঠিলেন এবং আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

সেখানে পতাকা ও সজ্জারোহীসহিত প্রতিটি চারিদিকে মৃত অবস্থায় পতিত হস্তীদের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রণভূমি এমন শোভা পাইতে লাগিল, যেন এদিক ওদিক বিদীর্ণ হইয়া পতিত পর্বত-সব দ্বারা ভূমিতল শোভিত হয়ে ॥ ৪০

এই রণাঙ্গনে যে সব বীর যোদ্ধা হস্তীপৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীমের হস্তে নিহত হইয়া হাওদানসহ ভূপাতিত হইলেন। তখন এই সব মাহুতগণের অঙ্কুশ ও তোমর এদিকে ওদিকে ছড়ান ছিল ॥ ৪১

এই হস্তীরা আঘাতে আঘাতে অস্থির হইয়া ক্রৌঞ্চপক্ষীদের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল এবং নিজেদের ও শত্রুদের সৈন্যগণকেও দলিত করিতে করিতে পলায়ন করিল ॥ ৪২

রাজন্! রাত্রী, অশ্ব ও মনুষ্যদেহে এবং যোদ্ধাদের মুকুটেরসহিত আচ্ছাদিত সেখানকার রণভূমি রক্ত ও মাংসে কর্দমাক্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪৩

এই হাতী নিজেদের দন্তাঘাতগুলির দ্বারা রথ ও চক্রহীন রথ সমূহের সহিত বড় বড় রথগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ভূতল সাহায্যে ভূমে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৪

এদিকে রথ, যোদ্ধা সমেত রথিগণ এবং আরোহিসহিত হস্তীরা সেই সময় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৫

অথানন্ত পিতা পুত্রং পুত্রশ্চ পিতরং তথা।
ইত্যাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪৬
আকর্ণকর্ণোত্তবলীঢ়ৈর্নখৈশ্চ নরশোণিতবদ্ভিঃ।
লোমায়ানৈঃ পরিক্ষিপ্তা বারণৈরিব মহাজবৈঃ ॥ ৪৭
শোণিতৈঃ সিক্তামানানি বস্ত্রাণি কবচানি চ।
ছত্রাণি চ পতাকাশ্চ সর্বং রক্তমভূত্তদা ॥ ৪৮
রথৌঘাশ্চ রথৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চ বিপাতিতাঃ।
সংক্ষুব্ধাঃ পুনরাবৃত্তা যথা বপনেমিভিঃ ॥ ৪৯
সর্বলোকমনঃকান্তৈঃ শব্দানুনদবেগবান্।
রথৌঘস্তুমুলাবর্তঃ প্রবৃত্তো লোকনাশনঃ ॥ ৫০
তং দারুণমনৌচিত্যো জগদ্বৈনাশিকৈঃ।
অবগাহ্য মজ্জন্তো নৈব মোক্ষং প্রচক্রিরে ॥ ৫১
শরবর্ষাভিবৃষ্টৈস্তু যোধৈরুদ্ধতসম্ভ্রমৈঃ।
ন স্বে চিত্তবরাঃ লেভে কশ্চিদ্রাজন্ত্রলক্ষণঃ ॥ ৫২

এই প্রকারে পিতা পুত্রকে এবং পুত্র পিতাকে সংহার করিতে লাগিল। তখন এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল যে, কাহারও কোন কিছুই জ্ঞান ছিল না ॥ ৪৬

মস্তক যোদ্ধাদের কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত ওষ্ঠদ্বয় জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতেছিল। সেই সময় তাহারা লৌহবর্মের সাহায্যে পরিবেষ্টিত বড় বড় হস্তীদলের ন্যায় শোভমান হইতেছিল ॥ ৪৭

যোদ্ধাদের বস্ত্র, কবচ, ছত্র ও পতাকাসমূহ রক্তে সিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেখানে সব কিছুই রক্তে রঞ্জিত হইয়া যেন সব রক্তবর্ণই দেখাইতেছিল ॥ ৪৮

রণভূমিতে পাতিত অশ্ব, রথ ও সারথিসমূহের সমূহ যাতায়াত যাতায়াতকারী রথসমূহের চক্রধারায় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষুব্ধাবস্থায় বড় বড় হইয়া যাইল ॥ ৪৯

এই সৈন্যগণ সমস্ত মনোমুগ্ধকর শব্দের বেগ, মৃদু মন্দগতি সৈন্যগণ এবং রথসমূহের অমর ধ্বনি দ্বারা অদ্ভুত শোভা পাইতেছিল ॥ ৫০

বিনাশকাল আগতপ্রায় হইয়া যোদ্ধাগণ যমলোকগামী হইয়া বড় বড় নৌকাসমূহ সেই সৈন্যসাগরে অবগাহন করত নিমজ্জিত হইয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করিতেছিলেন না ॥ ৫১

সেখানে সমস্ত যোদ্ধা উদ্বাহু বাহুবল হইয়াছিল। যোদ্ধাও আঘাতের চিহ্ন সুস্থ হইয়া যায় নাই। তাহাদের মধ্যে আবার কোন কোন যোদ্ধা নিজেদের শরীরে চিহ্ন না হইয়া যাইলেও যোদ্ধাই মনে নাই ॥ ৫২

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে অবস্থিতে।
ঘোষয়িত্বা পরান্ দ্রোণো ধৃষ্টদ্যুম্নমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি দ্রোণাভিষেকপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ৪১০

দিগকে ঘোষিত করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্কুলযুদ্ধবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যেণ সত্যজিদ্ধতানীক-বৃহক্ষত্র-ক্ষেম-বসুদান-পাঞ্চালবসুধাধীনাং সংহারঃ, পাণ্ডবসৈন্যানাং পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রোণং দৃষ্ট্বাস্ত্রিকমুপাদ্রবৎ।
যত্তো দ্রবতশ্চৈব প্রত্যগৃহ্ণাদ্রথীত্তমঃ ॥ ১

ততো হলহলাশব্দ আসীৎ সৌবিদিতে বলে।
জিঘৃক্ষতি মহাসিংহে যথানারিব যূথপম্ ॥ ২

দৃষ্ট্বা দ্রোণং ততঃ পূর্ণং সত্যজিৎ সত্যবিক্রমঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবধিপ্রেপ্সুরাচার্য্যং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩

তত আচার্য্য-পাঞ্চালৌ যুযুধাতে মহাবলৌ।
বিক্ষোভয়ন্তৌ তৎ সৈন্যমিন্দ্র-বৈরোচনাবিব ॥ ৪

ততো দ্রোণং মহেষ্বাসঃ সত্যজিৎ সত্যবিক্রমঃ।
অবিধ্যন্নিশিতৈরাশুৈঃ পঞ্চভিঃ কিঙ্করৈরিব ॥ ৫

তমাশু সায়কৈঃ পঞ্চ পরান্ সংবিধ্যোপযান্।
অমৃষ্যমাণকপ্রখ্যান্ দ্রুপদোরাস সার্পিষি ॥ ৬

অথাস্য সশরং বাহুমক্ষিণোদ্ভরতর্ষভঃ।
দশভির্নিশিতৈঃ ক্রুদ্ধ ইষ্বী চ সারথিধ্বজী ॥ ৭

সশরস্তু সমাবৃত্য বিধনুস্তূর্ণমাদ্রুবে।
অঙ্কং চিক্ষেপ চ ক্রুদ্ধো দ্রোণস্যাভিমুখং রথঃ ॥ ৮

দ্রোণস্তু তৎ সমালোক্য চরিতং তস্য সংযুগে।
মনসা চিন্তয়ামাস প্রাপ্তকালমরিন্দম ॥ ৯

একবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যকর্ত্তৃক সত্যজিৎ, পরাজয়, বৃহক্ষত্র, ক্ষেম, বসুদান ও পাঞ্চালরাজকুমার প্রভৃতির সংহার এবং পাণ্ডবসৈন্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় কহিলেন,—রাজন্! তখনকার যুদ্ধটি দ্রোণাচার্য্যকে বিনষ্ট উপস্থিত হইতে দেখিয়া এক বিজয় বীর দ্রোণের প্রাণ প্রহৃত বাসনায় করিয়া তাঁহাকে লক্ষ করিলেন ॥ ১

সেই সময় যুদ্ধিষ্ঠিরের সৈন্যদের মধ্যে কোলাহল হইতে লাগিল। যেরূপ বিশাল সিংহ হস্তিযূথপতিকে বধীভূত করিতে বাসনা করে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধিষ্ঠিরকে বীর বধীভূত করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া সত্যপরাক্রমী বীরবর সত্যজিৎ যুদ্ধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩

তখন আচার্য্য দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজকুমার সত্যজিৎ উভয়ে ইন্দ্র ও বলির ন্যায় সেই সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষুব্ধ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

সত্যপরাক্রমী মহাধনুর্দ্ধর সত্যজিৎ দ্রোণের উপর অমর্ষপরবশ হইয়া যেমন মেঘেরা পর্ব্বতের উপর বারি ধারার ন্যায় বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তাহাতে তাঁহার সারথি ও ধ্বজাকে তুলা তাঁহার পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন। এই সকল বাণের আঘাতে দ্রোণাচার্য্যের সারথি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৬

তখনই সত্যজিৎ সূতা হন্তী ঐরাবতী বাণের দ্বারা তাঁহার অশ্বসহিতে বিদ্ধ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দুই পৃষ্ঠরক্ষককেও শমনসদনে প্রেরণ করিয়া বধ করিলেন ॥ ৭

তাহার পর সত্যজিৎ অশ্বহীন হইয়া ধনুক ত্যাগ করিয়া দ্রোণাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮

তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহার এই পরাক্রম দেখিয়া মনে মনেই সময়োচিত কর্ত্তব্যসাধনের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তত: সন্নাহিন: ভীষ্মৈর্ধনভিশ্চাপরৈর্বৃতৈ:।
অবিষাহ্যমভাচষ্যাদ্বিশ্বাস্ত্রং সলকং বলী। ১০
স শীঘ্রতরমাযান্তং বজ্রবজ্রং প্রকাশবান্।
দ্রোণমভ্যায়নদ্ রাজংশ্চিত্রসেনো ঽতিসাত্যকি:। ১১
দৃষ্ট্বা সন্নাহিতং দ্রোণং প্রলয়ানলবিগ্রহম্।
মুদ: পঞ্চালৈস্তীব্রৈ: পাঞ্চালো দ্রোণমাদ্রবৎ। ১২
সহাস্ত্রযানং সমরে দ্রোণং দৃষ্ট্বা মহাবলম্।
চুক্রুজু: পাণ্ডবা রাজন্ বহ্নিং দৃষ্ট্বেব শুষ্কগা:। ১৩
বৃকস্তু পরমক্রুদ্ধো দ্রোণং ষষ্ট্যা ত্রিভির্নদন্।
বিব্যাধ বলবান্ রাজংস্তুদ্ভুতমিবাভবৎ। ১৪
দ্রোণস্তু সপ্তবিংশত্যা ক্ষত্রদেবো মহারথ:।
বেগবদ্ভি: সুপুঙ্খাগ্রৈ: ক্রোধাদ্বিদ্ধ্বা চতুর্ভি: ৷ ১৫
তত: সন্নাহিতস্তূর্ণং ছিত্বা দ্রোণো ধনুস্তু তে।
ধনুর্ভি: সমুত: সপ্তভি: পঞ্চভি: পুরুষর্ষভম্। ১৬

অথাস্যন্ বজ্রবাহায় সন্নাহিন্ বেগবত্তরম্।
সাগ: সমুত: বিশিখৈর্দ্রোণো বিব্যাধ সপ্তভি:। ১৭
স তস্য মমুষে দ্রোণ: পঞ্চাশদ্ভিরাশিতৈ: কুষে।
তত্রদ্ভুতং বিশোষায় সমর: সাত্বতস্যাভূৎ। ১৮
হয়াংশ্চ ষড়্ভি: ধনুশ্চিন্নুতৌ চ পার্ষ্ণিসারথী।
অথাবিধ্যদ্ ভৃশং দ্রোণ: শরবর্ষৈ: সহস্রশ:। ১৯
তথা সন্ধিষ্যমাণেষু কায়ুকেষু পুন: পুন:।
পাঞ্চাল্য: পরমায়ুষ্ক: যোগায়: সমযোজয়ৎ। ২০
স সন্নাহিতমালোক্য তথোদীর্ণং মহারথে।
অর্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ শিরস্ত্রাণ মহাধনু:। ২১
তস্মিন্ হতে মহাবাহো পাঞ্চালানাং মহারথে।
অপারাজ্যবলৈর্বলৈর্দ্রোণাদ্ ভগ্নো ধৃষ্টদ্যুম্ন:। ২২
পাঞ্চালা: কেকয়া মৎস্যা চেদি-কারুষ-কোশলা:।
ধৃষ্টদ্যুম্নমভীপ্সন্তো দৃষ্ট্বা দ্রোণমুপাদ্রবন্। ২৩

তারপর দ্রোণাচার্য সন্নাহিতের ধনুক দুটিকে ছেদন করিয়া অশ্বত্থামা বিনীতরাজা নামক তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহাকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১০

রাজন্! বজ্র তুল্য তেজস্বী বীর সন্নাহিত শীঘ্র অন্য একটি ধনু লইয়া ক্ষুরপ্রান্ত নামক বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আঘাত করিলেন। ১১

সেই প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বীরকে সহসা আসিতে দেখিয়া পাঞ্চাল বীর ক্রুদ্ধ পঞ্চ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে গুরুতর আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ১২

রাজন্! মহারথী দ্রোণাচার্যকে সমরে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যরা ভয়ে ভীত হইতে লাগিল এবং নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল চালাইতে থাকিল। ১৩

রাজন্! বলবান্ বৃক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণাচার্যের বক্ষস্থলে ষাটটি বাণ প্রহার করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ১৪

এইরূপে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া মহাবলশালী মহারথী দ্রোণ ক্রোধে রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার বিশেষ বেগ প্রদর্শিত করিলেন। ১৫

আচার্য দ্রোণ সন্নাহিতের ধনুক এই উপায়েই পর পর ছেদন করত দুইটি বাণের দ্বারা ইহাদের সারথি ও অশ্বসমূহকে বধ করিলেন। ১৬

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত বেগশালী অশ্ব এমন একটি রথ লইয়া সন্নাহিত বীর বাণসমূহে অশ্ব, সারথি এবং অন্যান্য দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন। ১৭

সংগ্রামে পাঞ্চালরাজকুমার সন্নাহিতকর্তৃক পীড়িত হইয়া দ্রোণাচার্য ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। সেইজন্য তাঁহার বিনাশের জন্য তাঁহার উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১৮

দ্রোণাচার্য সন্নাহিতের অশ্ব, ধনু, ধ্বজ দুইবার এবং দুই পার্শ্বরক্ষকের উপর সাত সাতটি বাণবর্ষণ করিলেন। ১৯

এইভাবে বারংবার ধনু ছিন্ন হইতে থাকিলেও উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ পাঞ্চালবীর সন্নাহিত বজ্রতুল্য অমিবিনিষ্ট দ্রোণাচার্যের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিতে লাগিলেন। ২০

সেই মহাসংগ্রামে সন্নাহিতকে ক্রমশঃ প্রবল হইতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য অর্ধচন্দ্রবাণের দ্বারা এই মহাবলবী বীরের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। ২১

সেই মহাবল মহারথী পাঞ্চালবীর সন্নাহিত নিহত হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য হইতে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং বেগশালী অশ্ববাহিত রথের দ্বারা দূরদূরে হইতে দূরে চলিয়া যাইলেন। ২২

সেই ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের পর পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, চেদি, কারুষ ও কৌশল দেশের যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যকে দেখিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল। ২৩

ততো দুর্যোধনঃ শ্রেষ্ঠো বাচয়োঃ শস্ত্রপূজয়া।
ব্যাদদর্শ তাঞ্জনীকাংশ্চ তূলরাশিমিবানলঃ ॥ ১০
নিহতে ক্ষয়নীকানি তানি তানি পুনঃ পুনঃ।
দ্রোণঃ সংজ্ঞাপয়ন্তেষাং শঙ্খানীকোঽবধীচ্চ তান্ ॥ ১১
সূর্যাবন্দিগ্রহীকাংশৈঃ সম্ভাপয়িষ্যভিঃ শরৈঃ
ষড়ভিঃ সপ্তভিঃ সপ্তভিঃ দ্রোণঃ বিব্যাধ তান্ পুনঃ ॥ ১২
ক্রুদ্ধাশ্চ কর্ণাদ্যে যুক্তশিক্ষাস্ত্রঃ কৃত্ত মুক্তবন্তঃ।
অবার্যৈরস্ত্রজালৈস্তানবাকীর্য মহারথম্ ॥ ১৩
তত্র চানদতো দ্রোণঃ শিবঃ কায়াং সমুত্তমম্।
দুরেণাস্যাহবং দুর্গং তরো মৎস্যাঃ প্রচক্রুঃ ॥ ১৪
মৎস্যান্ বিব্যাধতাক্ষেণ কঙ্কযান্ কেকয়ানপি।
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়ান্ পাণ্ডূন্ তাংশ্চাজঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
তঃ ধনুস্তমনীকানি ক্রুদ্ধমন্তিঃ যথা দেবম্।
দৃষ্ট্বা কর্মাণি বীরঃ সমকম্পন্ত সর্বশঃ ॥ ১৬

ঈষুমঃ ক্ষাণমানশ্চ হতসারাস্তথাবিধঃ
ব্যাবেধো বিদ্রবোদ্ভ্রান্তিশ্চাব্ দিক্ষু সর্বাসু তুমুলে ॥ ১৭
নারাচান্ পরশ্বধাংশ্চ ঋষিদ্রো পক্ষসাদিনঃ।
রৌদ্রা ভল্লকরা মুক্তাঃ প্রবধন্তি স্ম সাদকাঃ ॥ ১৮
নানারূপাণি সর্বেষাং নিমিত্তানি বিনাশনে।
অপশ্যন্ত্রিমিত্তেষ্বেষু পরেষাং ভয়মাদধে ॥ ১৯
সর্বা দিশঃ সমভবৎ সৈন্যঃ বিদ্রোভচরিত।
বলী শূরো মহেষ্বাসো বিব্যাধাস্ত্রবিদ্ধরঃ ॥ ২০
তস্য বিদ্রাবিতেষ্বেষু চাপঃ হেমপরিষ্কৃতম্।
ছিন্নং সপ্তাসু সপ্তাসো দ্রোণস্যাধিরথেরপঃ ॥ ২১
শোভমানাঃ শরে চাপঃ দেবীমস্ত্রাস্ত্র ভারত।
হিরণ্মিশ্বরকোরাঃ চরতঃ সমুখে তৃণম্ ॥ ২২
দ্রোণস্তু পাণ্ডবানীকে চরতে বধমুত্তমম্।
যথা দৈত্যবলে বিষ্ণুঃ পুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ২৩

তখন পঞ্চনদবাসী দ্রোণাচার্য যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করিবার জন্য এই সময় সৈন্যগণকে সেইস্থানে বিন্যাস করিতে লাগিলেন, যেমন অগ্নি তূলরাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১০

এই সব সৈন্যবিন্যাসকে বারবার অন্যরূপে দগ্ধ করিতে দেখিয়া বিরাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চনদীয় দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

তিনি কঙ্কবাহনকর্তৃক পরিত্যক্তির সূর্যকিরণসদৃশ নিশিত ছয়টি বাণের দ্বারা সারথি ও অশ্বগণের সহিত দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার জন্য তৎপর হইয়া তিনি মহারথী দ্রোণাচার্যের উপর একসঙ্গে বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ১৩

তখন দ্রোণাচার্য ধনুর্ধারী পঞ্চনদীদের যুদ্ধের সহিত ধনুক সুদৃঢ়রূপে একটি বাণে অধিজ্যধনু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া ধনুর্ধারীদের সৈন্যরা পলায়ন করিল ॥ ১৪

এই মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য ধনুর্ধারীদের বোড়াগুলিকে বধ করিয়া ফেলি, ধ্বজ, ছত্র, পাঞ্চাল, ধনুক এবং পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিলেন ॥ ১৫

যেরূপ প্রজাগণ অগ্নি সমস্ত প্রজাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যগণকে দগ্ধকারী ও যুদ্ধে ধনুর্ধারী বীর দ্রোণাচার্যকে দর্শন করিয়া সকলেরই ভয় উপস্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৬

ঈষুমঃ ক্ষাণমানশ্চ হতসারাস্তথাবিধঃ
ব্যাবেধো বিদ্রবোদ্ভ্রান্তিশ্চাব্ দিক্ষু সর্বাসু তুমুলে ॥ ১৭
নারাচান্ পরশ্বধাংশ্চ ঋষিদ্রো পক্ষসাদিনঃ।
রৌদ্রা ভল্লকরা মুক্তাঃ প্রবধন্তি স্ম সাদকাঃ ॥ ১৮
নানারূপাণি সর্বেষাং নিমিত্তানি বিনাশনে।
অপশ্যন্ত্রিমিত্তেষ্বেষু পরেষাং ভয়মাদধে ॥ ১৯
সর্বা দিশঃ সমভবৎ সৈন্যঃ বিদ্রোভচরিত।
বলী শূরো মহেষ্বাসো বিব্যাধাস্ত্রবিদ্ধরঃ ॥ ২০
তস্য বিদ্রাবিতেষ্বেষু চাপঃ হেমপরিষ্কৃতম্।
ছিন্নং সপ্তাসু সপ্তাসো দ্রোণস্যাধিরথেরপঃ ॥ ২১
শোভমানাঃ শরে চাপঃ দেবীমস্ত্রাস্ত্র ভারত।
হিরণ্মিশ্বরকোরাঃ চরতঃ সমুখে তৃণম্ ॥ ২২
দ্রোণস্তু পাণ্ডবানীকে চরতে বধমুত্তমম্।
যথা দৈত্যবলে বিষ্ণুঃ পুরাসুরনমস্কৃতঃ ॥ ২৩

উহার পর ধনুর্ধর কঙ্ক শৈবলকাকে অস্ত্রসমূহের নিক্ষেপ এবং পঞ্চনদবাসী দ্রোণাচার্যের মস্তক ছাড়িয়া পশ্চাৎ চারিদিকে দেখা যাইতেছিল ॥ ৩১

শিক্ষার সহিত ধনুর্ধারণ করিয়া নিপুণ দ্রোণাচার্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত ছয়টি বাণসমূহ রথী, অশ্ব, সারথি, ধ্বজী ও ধনুর্ধারী সৈন্যদিগকে মর্দিত করিয়া ফেলিল ॥ ৩২

যেরূপ যেরূপ ক্রুদ্ধ লোক অন্যান্য ধনুর্ধারী ব্যক্তিকে যেরূপ প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য পঞ্চনদিগকে ক্ষীণ করিতে থাকায় তাহাদের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

যেমন, পূর্বকালে মহাসুরের ও দৈত্যদলের অধিপতি দ্রোণাচার্য সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই বিমুখ করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যেরূপ মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অধিরথপুত্র দ্রোণাচার্য সুবর্ণখচিত ধনুকটিকে আকাশ চারিদিকে চমকিত করিতে দেখা গেল ॥ ৩৫

চতুরঙ্গবল যুদ্ধে বীরত্বের বিচরণকারী দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যে রথীরা ছিল ছিল, তাহাতে আমরা বিমানের বিমানের ন্যায় শোভিত হইতে দেখিলাম ॥ ৩৬

যেরূপ দেব-নমস্কৃত ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যদলের সৈন্যদের ভয়ের সঞ্চারের সৃষ্টি করেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য পাণ্ডবসৈন্যদের ভয়ঙ্কর বীরত্ব সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭

সম্পূর্ণঃ সত্যবাক্ প্রাজ্ঞো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
মহাধনুর্ধরঃ কর্তা সেতূনাং লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৫৮
অবহারবিহারজ্ঞো মন্ত্রকূটাপহারিণীম্।
শত্রু-মন্ত্রি-মহামাত্রমন্ত্রিণীনাং হরাদকম্ ॥ ৫৯
বীতান্বিক্ষকর্তারঃ সৌম্যাঃ ক্ষেমীমুরক্ষকাঃ।
চর্তুবর্ণ্যগুরবঃ ঘোরাঃ কেশবৈশেষণাবলাম্ ॥ ৬০
শরৌঘিণীঃ বহুশ্রোতাঃ বাহুপ্লবসমন্বিতাম্।
রণভূমিবহাঃ ঘোরাঃ কৃত্ত-সঙ্কটবাহিনীম্ ॥ ৬১
মন্ত্রমন্ত্রিবলাবাপাঃ শক্তিমীনাঃ গদোডুপাম্।
ঈর্ষাক্ষেত্রবলনাঃ বিজয়ীপ্লবনীমপাম্ ॥ ৬২
বীরাপহারিণীমুগ্রাঃ মাংস-শোণিতকর্দমাম্।
হস্তিগ্রাহাঃ কেতুমৎস্যা ধ্বজিন্যাঃ নিমজ্জনীম্ ॥ ৬৩
ক্রুরাঃ শরীরসঙ্ঘাতা লাদিনশ্চাঃ দুরত্যয়াম্।

দ্রোণঃ প্রাবর্তয়ৎ তত্র নদীমস্তরবাহিনীম্ ॥ ৬৪
ক্রব্যাদগণসঙ্ঘাতৈঃ স-শৃগালগণাবৃতাম্।
নিষেবিতাং মহাঘোরৈঃ শিশিরাশৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৫
তাং প্রবর্তয়তীকানি বধোদারঃ কৃতান্তবৎ।
সর্বতোঽভ্যাদ্রবন্ দ্রোণং কৃষ্ণীপুত্রপুরোগমাঃ ॥ ৬৬
তে দ্রোণং সহিতাঃ শূরাঃ সর্বতঃ প্রত্যবারয়ন্।
পতঙ্গিনিরিবাদিত্যং তপন্তং ভুবনং ত্বিষা ॥ ৬৭
তং তু শূরং মহেষ্বাসং তাবকাস্ত্যক্তজীবিতাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ ॥ ৬৮
বিষক্তী তু ততো দ্রোণং পক্ষিনীবপর্যগাৎ।
ক্ষত্রবর্মা চ বিংশত্যা বন্ধুভানশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৬৯
উদয়োত্তাহিভির্বীরৈঃ কাম্বোজশ্চ শতৈস্ত্রিভিঃ।
দাক্ষায়ণিশ্চ পঞ্চেনাত্তো যুধামন্যুশ্চতুর্ভিঃ ॥ ৭০

এই সৈন্যবাহিনী বীর, সত্যবাদী, বিদ্বান্, বলবান্, সত্যপরাক্রমী ও মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য সেই যুদ্ধস্থলে রক্ষক এবং তাহার এই প্রকারে রক্ষিত হইয়া বিপক্ষের অসহ্যরূপিণী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৈন্য বীর ব্যক্তিদের দ্বারায় রক্ষিত ছিল। ইহাতে বহু ও অক্ষয়ধন ছিল। এই সৈন্য মন্ত্রণাকুশল বীরপুরুষে পরিপূর্ণ ছিল। বাকী ও অন্যান্য ইহার মধ্যে বড় বড় অনেক ধনিক ধনিয়া মনে হইতেছিল। ইহাদিগকে জয় করা বড় কঠিন ছিল। ইহা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। যোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ ধনিয়া মনে হইতেছিল এবং উহা দেখিতে অতিশয় ভীষণ ছিল। ঢোল ও নাগরাবাদ্যসমূহ ইহার মধ্যে কল্লোলস্বরূপ এবং ধ্বনি (রব) ও বহু (অনেক) বিষয় ভৌতাবহ ছিল। এই সমস্তই সেই সৈন্যকে দেখিতে ও মনে পরিপূর্ণ ছিল। বাণ উহার প্রবাহ এবং বহু উহার স্রোতস্বরূপ ছিল। ছিন্নবাহুসমূহ এই সৈন্যে সর্বত্রে পূর্ণ ছিল। এই সৈন্য বলপূর্বক ধরা দিয়া ভীষণবেগে প্রবাহিত হইতেছিল। কৌরব ও পক্ষের উহার সৈন্যবিস্তারের এই সৈন্য আনাইয়া লইয়া যাইতেছিল। মহাধনুর্ধরগণ সর্বতোভাবে এই সৈন্যের রক্ষা করিয়া রহ হইত। শক্তিসমূহরূপ মৎস্যসমূহ ইহার মধ্যে ধনিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। উহাতে (পাখরী) সকল কেশরাকারে পরিণত হইয়াছিল। বিবিধ অস্ত্র (খাদ্য)-সমূহ সর্বত্রকারে দেখা যাইতেছিল। যোদ্ধাদের অলঙ্কারাদিই এই উহাতে ফেনা স্বরূপ ছিল। রথযোদ্ধা ইহার মধ্যে ও সকলদিকে পূর্ণ ছিল। রথযোদ্ধা ছিল ইহার ছিন্নভিন্নস্বরূপ এবং অশ্বসকল ছিল কূলস্বরূপ। এই সৈন্য ভয়ানকভাবে মজ্জিত পরিত্যাগের এবং ইহা ক্রূরতার পূর্ণ ছিল। মৃতদেহসমূহ ইহাতে নামিবার ঘাটস্বরূপ ছিল। যোদ্ধাদের ধনুক এই সৈন্যে তরঙ্গ। মাংস ও রক্তের কাদায় ইহা ভয়ানক হইয়াছিল। এই সেই সৈন্য দ্রোণাচার্যের মস্তকেকে বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। রাজারা উহার সমস্ত দিকে বেষ্টিত হইয়াছিল। এখানে মৃত্যু ও পুরাণের সমস্ত উপস্থিত ছিল। ইহার চারিদিকেই মহারথী বিপক্ষগণ বাস করিতেছিল। ৫৮-৭০

সমস্ত সৈন্যদলকে রক্ষাকারী মহাধনুস্বরূপ তাহার মহাবলী দ্রোণাচার্যের উপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীর যোদ্ধা সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিলেন। ৭১

এই সব বীরগণ একসঙ্গে মিলিতভাবে আসিয়া দ্রোণাচার্যকে সকলদিকে বেষ্টনভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ অস্তাচলগামী তপনদেব সূর্যদেবকে বীর কিরণসমূহে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকেন। ৭২

আপনার সৈন্যদের মধ্যে সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রগণ একত্র হইয়া বীরবর মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করিবার জন্য উহাদের চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিয়া রহিলেন। ৭৩

সেই সময় বিপক্ষী অনেকগুলি বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাদের মধ্যে ক্ষত্রবর্মা বিদ্ধ, বন্ধুসহ পাঁচ, উদয়ের তাহ বিদ্ধ, কম্বোজ সাত, দাক্ষায়ণি একসত, যুধামন্যু আট এবং যুধিষ্ঠির সাতটি বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ

যুধিষ্ঠিরো মহাশক্তিং দ্রোণঃ বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ভীমস্তু দশভির্দোণং ক্ষিপ্রহস্তো মহাবলঃ॥ ৫১
অথো দ্রোণঃ সমাসাদ্য প্রহিণ্ব ইব কুঞ্জরঃ।
অভ্যাতীত্য রথানীকং দৃঢ়সেনমপাতয়ৎ॥ ৫২
অথো রাজানমাসাদ্য প্রহংস্তমতীব্রবৎ।
অবিষাদ্যমিতঃ ক্ষেমং ন তবঃ প্রাপেষ্যতে ত্বয়া॥ ৫৩
ন ময়া প্রাপ্য সৈন্যানাং মর্দনং প্রবিচেষ্যতে হিতঃ।
ত্রাতা ভবত্বমেষাং ন ত্রাতব্যাঃ কথঞ্চন॥ ৫৪
শিখণ্ডিনং ত্বাসাদ্য ক্ষিপ্রহস্তা ভবেদ্যৌজসম্।
বধ্যমানস্তু ভবতা ন হ্যেষ্যতি মমান্তিকম্॥ ৫৫
অতীত্য তত্ত্বয়ং বাণাঃ বহু বিশ্যন্তি সুক্ষিপ্তম্।
কবচেনেব তত্রেহ ত্বমবীক্ষ্যাপসরেথাঃ॥ ৫৬
যুধামন্যুং চক্ষুষ্যৌ ত্রিংশতা চৈব সায়কৈঃ।
বিব্যধ্য ক্রন্দয়ন্তূর্ণং যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ॥ ৫৭
তমো যুধিষ্ঠিরঃ ক্ষিপ্রং শুক্লমো বাজিনন্দনঃ।
অপাহারান্তরৈর্বাণৈঃ পাঞ্চালো দ্রোণমভ্যধাৎ॥ ৫৮
তং দ্রোণঃ সপ্তভিঃ শূরং সাধয়ন্তমমর্ষিণম্।
ন তত্র ত্রাসমগমৎ যুধ্যো দ্রোণোঽভিবিশ্বয়ন্॥ ৫৯
তস্মিন্ হতে রাজপুত্রে পাঞ্চালানাং মহারথে।
তত দ্রোণঃ তত দ্রোণমিত্যাসীদ্বিস্মিতো জনঃ॥ ৬০
তান্তথা কুর্বতঃ পার্থান্ পাঞ্চালান্ সংযতান্ রণে।
সঞ্জহ্রে পাণ্ডবানীকে দ্রোণো বাণোঘবর্ষী বলী॥ ৬১
সাত্যকিং চেকিতানঞ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ।
বার্যন্তৈনিং চৈত্রসেনিং সেনাবিন্দুং সুবর্চসম্॥ ৬২
এতাংস্তান্তান্ সুবহুন্ নানাজনপদেশ্বরান্।
সর্বান্ দ্রোণোঽকরন্ মুখে কুরুভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৬৩
তাবকাস্তু মহারাজ তবং সর্বা মহারথে।
পাণ্ডবেয়ান্ রণে কৃত্বা ত্বদীয়াংস্তান্ সমন্ততঃ॥ ৬৪

করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ও চেকিতান তাঁহাকে তিনটি বাণে প্রহার করিলেন। ৪৯-৫১

তখনতর সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য মহাধনুর্ধারী ধৃষ্টদ্যুম্নের ধ্বজ-ধনুঃসারথিকে অতিক্রম করিয়া দৃঢ়সেনকে বধ করিলেন ॥৫২

তাহার পর অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহা তেজের নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি নয়টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া রাজা তেজ মূর্ছান্বিত হইলেন ॥ ৫৩

অতি তিনি শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করত চারিদিকে বিচরণ করিতেছিলেন, তখনও তিনিই তেজ শত্রুদলের ভয়ঙ্কর ছিলেন, পরন্তু তিনি শত্রু কাহারও ভক্ষণীয় ছিলেন না ॥ ৫৪

তিনি শিখণ্ডীকে বধে এবং ঔত্তমৌজাকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধামন্যুকে এক অস্ত্র আঘাতেই বধ করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৫

তাহার পর কবচধারী ও ধনুর্ধারীকে ত্রিশটি বাণে আহত করিয়া ক্রন্দনরত ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের সম্মুখ হইতে দূরদেশে বিতাড়িত করিলেন ॥ ৫৬-৫৭

ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রৌপদী এবং শিখণ্ডিকে তিনটি বাণে আহত করিয়া ক্রুদ্ধমনা ধনঞ্জয়ানুজ দ্রোণাচার্য রাজা যুধিষ্ঠির ও অভিমুখে বেগে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৭

তখন রাজপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহ দ্রোণাচার্যের নিকট হইতে ভল্লধারী অন্যের দ্বারা দীর্ঘ দূরে চলিয়া যাইলেন এবং পাঞ্চালদেশের এক চক্ষুরক্ষক দ্রোণের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ৫৮

অতঃ দ্রোণাচার্য শত্রু, অস্ত্র ও মহাধনুর্ধারী তাঁহাকে অত্যন্ত বিক্ষত করিয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বারা বিদ্ধ হইয়া এই রাজকুমার আক্রমণ করিতে সাহস হারাইয়া ফেলিয়া রণ হইতে দূরদেশে পলায়ন করিলেন ॥ ৫৯

পাঞ্চালদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সেই রাজকুমার নিহত হইলে পর সেখানে "দ্রোণকে ধর ধর, দ্রোণকে ধর ধর" এইরূপ হর্ষযুক্ত কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৬০

এইভাবে অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত দ্রৌপদীর পুত্র পাঞ্চাল, সৃঞ্জয়, কেকয়, মৎস্য এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

কৌরব-সৈন্যগণে পরিবৃত দ্রোণাচার্য যুদ্ধে সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বৃকোদরের পুত্র, চেত্রসেনপুত্রগণ, সেনাবিন্দু ও সুবর্চা রাজার সকলকে ও অন্যান্য অন্যান্য বিভিন্ন দেশের অধিপতিগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৬১-৬৩

মহারাজ! আপনার পুত্রগণ সেই মহাসংগ্রামে তাহাদের করিয়া চারিদিকে পলায়মান পাণ্ডব যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

যে রাজন্য ইহলোকে বর্তমান মহাত্মন।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ সমকল্পন্ত তাবত। ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণবধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ। ১৯

যাহারা দ্রোণাচার্যের রক্ষার জন্য পাঞ্চাল, কেকয় ও মৎস্যদেশীয়
রাজগণের সমকক্ষ হইয়াছিল। ৬৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্বে দ্রোণাচার্যের মৃত্যুবিষয়ক
একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(দ্রোণাচার্যের মৃত্যুসম্বন্ধীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-যুধিষ্ঠির-সংবাদ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভারদ্বাজেন তন্যেন পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
পাঞ্চালেষু চ সর্বেষু কথমাসীদ্ভয়ং তদা। ১
আয়ান্তং যুদ্ধে সমিতিং কৃত্বা ক্ষত্রিয়সাগরম্।
অনেকবিধাঃ কাপুরুষৈঃ সেবিতাঃ পুরুষর্ষভৈঃ। ২
স হি বীরোগ্রতঃ শূরো যো ভয়েষু নিবর্ততে।
অতো নাশংসে সুমনা ভক্তিং দৃষ্টা দ্রোণং ব্যবস্থিতম্। ৩
ভূতমাশনিবদ্ ব্যাপ্তং প্রতিঘমিব কুঞ্জরম্।
তাদৃশমাহবে প্রাণান্ সংরক্তঃ চিত্রযোধিনম্। ৪
মহেষ্বাসং মহাত্মানং বিধত্তা ভয়মর্দনম্।
কৃতাস্ত্রং সর্বসৈন্যেষু দৃষ্ট্বা যুদ্ধবিশারদম্।
ভারদ্বাজঃ তথানীকে দৃষ্ট্বা যুদ্ধবিশারদম্।
কে যুধ্যন্তে তদা তত্র তথাচক্ষ্ব সঞ্জয়। ৬

সঞ্জয় উবাচ।

যান্ দৃষ্ট্বা চলিতান্ সংখ্যে সমুদ্রান্ ভোগবানিব।
পাঞ্চালান্ পাণ্ডবান্ মত্তান্ সৃঞ্জয়াংশ্চেদিবৎসকান্। ৭
দ্রোণচাপবিমুক্তেন শরৌঘেণাততায়িনা।
ছিন্নোহরিব মহৌঘেন ছিন্নযানান্ তথা প্লবান্। ৮
কৌরবাঃ সিন্ধুরাজেন বাহ্লীকেন চ ভূ।
বধ-ছিন্ন-প্লবাংশ্চৈব সর্বতঃ সমবস্থিতান্। ৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্যের মৃত্যুবিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ও সঞ্জয়ের আলোচনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য সেই মহাসংগ্রামে যখন পাণ্ডবগণ ও সমস্ত পাঞ্চালদিগকে বিনাশিত করিলেন, তখন ক্ষত্রিয়ধর্মের পক্ষে মনোবিস্ময়কারী, কাপুরুষগণের দ্বারা অনাচরিত এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকর্তৃক সেবিত যুদ্ধবিষয়ে ভীরু ব্যক্তি আমার পুত্রের হিত কামনা করিয়া দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হইয়াছিল? ১-২

সেই ব্যক্তি বীরগণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ, যে ভয়ের সময়ও যুদ্ধক্ষেত্র ফিরিয়া যায়। অতএব! সেই সমর দ্রোণাচার্যকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহী দেখিয়া পাণ্ডবদের মধ্যে কি এমন কোন যোদ্ধাই ছিল না (যে দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হইতে পারে)? ৩

ভূতবৎ ব্যাপ্ত ও বজ্রধারীর ন্যায় পরাক্রমশালী, যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিতে উদ্যত, ভয়কারিতে অদ্বিতীয়, বিচিত্র যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ, মহাধনুর্ধর, ভয়নাশক, অস্ত্রবিদ্যায় সকলের অগ্রগণ্য, যুদ্ধবিশারদ দ্রোণাচার্যকে দেখিয়া কোন্ বীরগণ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইত? ৪-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যোদ্ধগণ দেখিতে আসিলেন যে, পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, সৃঞ্জয়, চেদি ও চেদিবংশীয় যোদ্ধারা দ্রোণাচার্যের বাণে পীড়িত হইয়া বিভিন্ন দলরূপে উঠিলেন এবং যেরূপ নদীর বিপুল জলরাশি বন্যাবেগে নৌকাসমূহকে টানিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ দ্রোণাচার্যের শর সমূহে নিপীড়িত হইয়া ভগ্ন প্লবসমূহকে বাহনসমূহ পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে বিস্তারিত করিয়া দিল। অনন্তর ইহারা সিন্ধুরাজ ও বাহ্লীক প্রভৃতির পক্ষীয় সব সৈন্যকে নিহত করিতে করিতে পরাক্রমের যথাযোগ্য, মনোযোগী ও পরস্পর সৈন্যসমূহের সম্মুখীন হইয়া রহিলেন। ৭-৯

তান্ পশ্যন্ সৈন্যমধ্যস্থো রাজা মজ্জনমদ্ভুতঃ।
দুর্যোধনোঽব্রবীৎ কর্ণং প্রস্থিতং প্রহসন্নিব ॥৯॥

দুর্যোধন উবাচ।

পশ্য ব্যূঢ়ং পাণ্ডবানাং প্রযুক্তং দ্রোণশাস্ত্রতঃ।
সিংহেনেব দৃঢ়ং রক্ষ্যমাস্থিতং মৃত্যুবর্জনা ॥১১

নৈতে জাতু পুনর্ব্যূঢ়মীদৃগ্‌বিধি যে ক্বচিৎ।
যথা তু তত্র দ্রোণেন সাত্যেনেব মহাত্মনা ॥১২

অধ্যর্ধমাত্রঃ পর্যেতো রথপুঙ্খৈর্ধনঞ্জয়ঃ।
ইমা নৈতেন পক্ষন্তি দুর্যমাজাবজন্তুভঃ ॥১৩

সন্নিবদ্ধাশ্চ কৌরব্যৈরোঘেণ চ মহাত্মনা।
অন্যোন্যং সমলীয়ন্ত পলায়নপরায়ণাঃ ॥১৪

এষ ভীমো মহাক্রোধী ভীমঃ পাণ্ডব-সত্তমৈঃ।
মহীয়ৈরাবৃতো যোধৈঃ কর্ণ নক্তঞ্চরীব যাম্ ॥১৫

যাক্তা দ্রোণময়ং লোকমস্ত্রশস্ত্রপ্রপঞ্চবিৎ।
নিরাশো জীবিতস্যাদ্য চাস্যাস্তে পাণ্ডবঃ ॥১৭

কর্ণ উবাচ।

নৈষ জাতু মহাবাহুর্জীবন্নাত্মবধং ক্বচিৎ।
ন ত্যজেদ্ যুদ্ধমাচার্যঃ সিংহবদ্ধাসমস্থিতঃ ॥১৮

ন চাপি পাণ্ডবা যুদ্ধে জেতারমিতি মে মতিঃ।
পুরাস্মান্ বঞ্চয়িত্বাশু কৃতাত্মা যুধ্যতাং যুধঃ ॥১৯

বিষাদিদৃক্ষয়া ত্বেনান্ বনবাসঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
সত্যবাগ্ন চ ভাষন্তি সংগ্রামেষিতি মে মতিঃ ॥২০

বিদুরো হি মহাবাহুরিতৌজা যুযুধেঽপরঃ।
যবাদ্ যবাদ্ হি কৌরব্যো যথোপায়ান্ ন্যবিন্দত ॥২১

অসিমা বহুধা কক্ষা ইষবোঽথেষবো রথে।
আয়সনে চ পুত্রেণ ত্রাতান্ ত্রাতান্ ন বিন্দতি ॥২২

অন্যেনমন্যদর্ভন্তে সাত্যকিপ্রমুখা যুধঃ।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশেষতঃ ॥২৩

ভীমসেন যেন আমাকে আক্রমণই করিয়াছে ॥১৬

নিশ্চয়ই আজ ভীমের ও রাজা যুধিষ্ঠির হইতে নিরাশ হইয়া এই যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপুত্র সাত্যকি অবশ্যই দ্রোণাচার্যকে দেখিতেছে ॥১৭

কর্ণ বলিলেন,—রাজন্! এই মহাবাহু ভীমসেন জীবন থাকিতে কখনও যুদ্ধ ত্যাগ করিবে না। সুতরাং আপনার এই সৈন্যরা যে নিশ্চয়ই জিতিবে, ইহা ভীমসেন কখনই সহ্য করিবে না ॥১৮

পাণ্ডবেরা যোদ্ধাগণী বীর, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রাম করে। ইহারা রাজ্যচ্যুতি হইতে কখনই পলায়ন করিবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥১৯

আমি ইহা বিশ্বাস করি যে, পাণ্ডবেরা আপনার প্রতি দ্বিষ, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর ক্লেশসমূহ এবং বনবাসের কথা স্মরণ করিয়া কখনই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবে না ॥২০

অভিমন্যুঘাতী মহারাজ বৃষ্ণীপুত্র বৃকোদরের প্রতিও ফিরিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি ইহার মহাবলী যোদ্ধাদিগকেও বধ করিবে ॥২১

এই বীর যুদ্ধ, অস্ত্র, শক্তি, অশ্ব, হাতী, রথ এবং রথ সমূহের দ্বারা ও কৌরবদের দ্বারা দলে দলে সৈন্যগণকে সংহার করিয়া ফেলিবে ॥২২

দেখুন—ভীমসেনের পশ্চাতে সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য ও বিশেষতঃ পাণ্ডবযোদ্ধারাও এদিকে আসিতেছে ॥২৩

সৈন্যমধ্যের যাহা অবস্থিত ও মজ্জনযুক্ত পরিপূর্ণ রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবসৈন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অতিশয় প্রফুল্লচিত্তে কর্ণ করিতে করিতে বলিলেন ॥১০

যুযোধন বলিলেন,—রাজন্! দেখ, দ্রুত দ্রুপদাচার্য দ্রোণাচার্যের বাণসমূহে এই পাণ্ডবসৈন্যরা কেমন পীড়িত হইতেছে, যেমন বনবাসী হিংস্র মৃগসমূহকে ভীত করিয়া থাকে ॥১১

আমার ত' এই বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহারা আর কখনও যুদ্ধের ইচ্ছা করিবে না। যেমন বায়ু মেঘ সকল মৃগসমূহের উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণাচার্য ইহাদের ভেদকরী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন ॥১২

মহাত্মা দ্রোণাচার্যের দুর্ধর্ষ পক্ষযুক্ত বাণসমূহে পীড়িত হইয়া ইহারা এদিকে ওদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পাও পলায়ন করিতেছে না ॥১৩

কৌরবসৈন্যগণ ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য ইহাদের পরিরোধ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন সমুদ্রের দ্বারা হাতীরা পরিবৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ ইহারা ও অন্যান্য পাণ্ডবযোদ্ধারা কৌরবগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছে ॥১৪

এদিকে দ্রোণাচার্যের ভীত বাণসমূহে আহত হইয়া এই সব যোদ্ধারা রণভূমি হইতে পলায়ন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে লুকাইয়া পড়িতেছে ॥১৫

এই মহাত্মা ভীমসেন পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়-যোদ্ধাবিহীন হইয়া আমার সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। এই অবস্থায়

সূতপুত্রে বলবন্তং বিক্রান্তান্ত মহারথাঃ।
বিবিংশন্তি তীব্রেণ লাঘবেনাতিতোষিতাঃ। ১৭
তে দ্রোণমভিরক্ষন্তে সর্বতঃ ফল্গুনাগ্রতঃ।
চক্রযোনঃ পরীপাক্ষঃ সুবাহুশ্রবসা চ ন। ১৮
(সমরেষু তু নির্বিষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণবান্ধবাঃ।
ভীমসেন শরক্রমণে নিপুণাঃ যুদ্ধদুর্মদাঃ॥
বহবঃ পার্থিবা রাজন্ দ্রোণায় বলশস্ত্র বলে।
যাবদন্ধ্যাং পাণ্ডবাংস্তু নারায়ণপুরোগমান্ ?)
এতাবদুক্ত্বা বচনে শীঘ্রমেবাস্ত্রমুত্তমম্।
অস্ত্রজ্ঞাবাপ সদৃশা যথা লোকং মুহূর্মুহুঃ। ১৯
অসংশয়ং কৃতাস্ত্রাস্ত পর্যাপ্তাস্তাপি বাহিনে।

অবিভাব্যমহং মন্যে তাবদ্বাক্যে সমাহিতম্। ২৭
শৈত্যমদ্ভুতমিত্যাহো যত্র দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ।
কোন্যো হৈব মহাবাহো হ্যা বৈ যন্ত্রাণ্যবাপ্নুয়াৎ। ২৮

সঞ্জয় উবাচ।

বাহুভ্যাং যঃ সমুদ্যম্য বাহা যুধ্যেদনন্তরঃ।
ভারতৈঃ সহিতো রাজন্ প্রায়াদ্ দ্রোণস্য অন্তিকম্। ২৯
তত্রাবারো মহানাসীদেকঃ দ্রোণং জিঘাংসতাম্।
পাণ্ডবানাং নিত্যতানাং মনোবৈর্যৈর্যোধবৈঃ। ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

কৃষ্ণ ভীমসেন বন্ধুক হেরিয়া হইয়া বীরবর, বলবান্ ও পরাক্রমশালী মহাবেগী সৈন্যেরা আমাদের সৈন্যমিশ্রিতে সংহার করিতে আসিতেছে। ১৭

এই বৃহদ্রের পাণ্ডবগণ ভীমসেন। ইহার বন্ধু দ্রোণাচার্যকে চারিদিকে বেষ্টনপূর্বক রহিয়া রহিয়াছে, যেমন যেন সূর্যকে আবৃত করিয়া থাকে। ১৮

(রাজন্! পাণ্ডবগণের সহায়ক বন্ধু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই ইহাদের দৃঢ়বিক্রম করাইয়া 'অর্জুন' করিয়াছেন। ইহারা লজ্জাশীল, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মে ও পবিত্র ভগবদ্ভক্ত। যুদ্ধে এই কৃষ্ণই ইহাদের রক্ষা ও রক্ষা করিয়াছেন। আর এই ভগবান্ নারায়ণ যাহাদের অগ্রগামী নেতা, সেই পাণ্ডবদিগকে আপনি অবজ্ঞা করিবেন না।)

ইহারা সকলে এককালেই পতিত। যদি ইন্দ্র ও নিয়তান্তকারী দ্রোণাচার্যকে রক্ষা করা না হয়, তবে তাহারা ইহাকে সেইরূপ পীড়নের করিবে, যেমন মৃত্যুবশ করিতে ইচ্ছুক পরমসখা অগ্নিকে বিনাশিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ১৯

অস্ত্রিভাব্যমহং মন্যে তাবদ্বাক্যে সমাহিতম্। ২৭
শৈত্যমদ্ভুতমিত্যাহো যত্র দ্রোণো ব্যবস্থিতঃ।
কোন্যো হৈব মহাবাহো হ্যা বৈ যন্ত্রাণ্যবাপ্নুয়াৎ। ২৮

সঞ্জয় উবাচ।

বাহুভ্যাং যঃ সমুদ্যম্য বাহা যুধ্যেদনন্তরঃ।
ভারতৈঃ সহিতো রাজন্ প্রায়াদ্ দ্রোণস্য অন্তিকম্। ২৯
তত্রাবারো মহানাসীদেকঃ দ্রোণং জিঘাংসতাম্।
পাণ্ডবানাং নিত্যতানাং মনোবৈর্যৈর্যোধবৈঃ। ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩

ইহাতে কোনই সংশয় নাই যে, পাণ্ডব-যোদ্ধারা অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং তাহারা দ্রোণাচার্যকে নিধনের সমর্থ। আমার ইহা মনে হইতেছে যে, এই সময় ভয়ানকরূপ দ্রোণাচার্যের উপর অধিক ভয়ের উপস্থিত হইয়াছে। ২৭

অতএব আমরা সকলে মিলে যেখানে হউক, সেখানে দ্রোণাচার্য অবস্থান করিতেছেন। এরূপ যেন (কোনরকমেই) না হয় যে, কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপার (পাণ্ডবসৈন্যের ক্ষুদ্র ব্যাপার) হঠাৎ অস্ত্রধারণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে বধ করিয়া ফেলে। ২৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বাহুদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া যারা দুর্যোধন যাঁর সাহায্যকারী সহিত দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করিলেন। ২৯

সেখানে মহাবীর মহিমান্বিত ঈশ্বর অস্ত্রধারে যোদ্ধিত হওয়ায় একাকী দ্রোণাচার্যকে বধ করিবার বাসনায় প্রস্তুতমন পাণ্ডব-সৈন্যদের যোদ্ধাদের যোদ্ধাদের উচিত হইয়াছিল। ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতের শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি দ্রোণাভিষেকপর্বণি দ্রোণযুদ্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[পাণ্ডব-মহারথিনাং রথাশ্ব-ধনুষাং বিবেচনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

সর্বেষামেব যে প্রীতি রুচিতানি সঞ্জয় ।
যে চোপদত্তাবর্তন্ত কুরূণা ভীমপুরোগমাঃ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

অক্ষৌহিণীং হৈহয়েন্দ্রঃ ষট্ ব্যাত্তেক্ষণ ঋক্ষোদয়ম্ ।
রক্তবৈজয়ন্তঃ শূরঃ শৈনেয়ঃ সাত্যকিশ্চ ॥ ২
সারঙ্গাণাং যূথপযূথঃ যযৌ প্রহরতাম্ বরাম্ ।
পার্শ্বাবর্তত ধ্রুবং ক্রুদ্ধো দ্রোণবধঃ প্রতি ॥ ৩
সারাবতসবর্ণৈশ্চ তেজস্তাতৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
পাঞ্চালরাজস্য সুতো দৃষ্টদ্যুম্নো ন্যবর্তত ॥ ৪
পিতরং তু পরিপ্রেপ্সুঃ পক্ষজন্মা মহারথঃ ।
সিন্ধিঃ চাস্য পরাঃ কাম্বোজ দ্রোণাপঃ সঞ্জয়বর্তত ॥ ৫

পঞ্চপঞ্চবিলাক্ষাণাং মত্তিকাকাম্ বলদ্রুবাম্ ।
সৈন্ধবিঃ ক্ষত্রদেবস্য যযৌ প্রহরতাম্ বরো ॥ ৬
দর্শনীয়াস্তু কায়োজাঃ শুকনাসপরিচ্ছদাঃ ।
অশ্বো নকুলঃ ভীম্য ভাবকাবিচ্ছুরুঃ ॥ ৭
কৃষ্ণাস্য দেবসন্ধাশা অশ্বাস্তু সুমৌজসঃ ।
হয়গ্রীবাভিসন্ধায় ক্রুদ্ধঃ যুধ্যন্ত আবত ॥ ৮
তথা কিঙ্কিণিকজালা হরা বাতজবা অপি ।
অবহন্ কেতুমূলে যুদ্ধে সহদেবসুধামুখম্ ॥ ৯
দক্ষবর্ণাস্তু যাজ্ঞসেঃ কালযবা ধৃষ্টকেতবম্ ।
ভীমবেগো নরব্যাঘ্রমবহন্ বাতরংহসঃ ॥ ১০
হেমোত্তমপ্রতিচ্ছন্নৈর্হৈমৈর্যাতমনৈর্নরৈঃ ।
অন্যান্যবর্তন্ত সৈন্যানি সর্বতোঽপ ধৃষ্টকেতবম্ ॥ ১১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

[পাণ্ডব-মহারথিগণের রথ, ধনু, অশ্ব ও ধ্বজবর্ণের বিবরণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন ক্রুদ্ধ ভীষ্মদ্রোণি যোদ্ধারা যোদ্ধাগণের উপর আক্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেই সব যোদ্ধাদের রথ (রথ ও রক্ষকাদি)-সকলের চিহ্ন কিরূপ ছিল? তাহা আমাকে বল । ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন (রাত্রির)-দুরা দুর্বিদিষ্ট অন্ধকারে মোহিত হইয়া উভয়সেনা পরস্পরকে আঘাত করিতে দেখিয়া রজতস্বরূপ শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত বীরবর সাত্যকি ধিক্কার করিতে লাগিলেন । ২

শারঙ্গসম (ডম্ব, নীল ও রক্ত) বর্ণবিশিষ্ট(১) যূথপেরা যাহাই অন্ধকারকে অভিক্রম করিয়া যোদ্ধাচারের বধের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন এই দ্রুত বীর অভিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন ।৩

শারঙ্গবর্ণের(২) ন্যায় হরিদ্বর্ণ(৩)-সদৃশ বর্ণযোজিত-সুবর্ণ-ভূষিত ও অন্যান্য বেগবান্ অশ্বগণের দ্বারা প্রত্যাবর্তন করিলেন ।৪

বিধিপূর্বক ব্রতপালনকারী পক্ষজন্মা বীর পিতা দ্রুপদের রক্ষা ও তাঁহার অরাতি সংহারের নিমিত্ত তপ্ত রক্তবর্ণের অশ্ব-যোজিতরথে থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন । ৫

দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণের পক্ষজন্মা বর্ণবিশিষ্ট এবং নির্মল বেগবান্ অশ্বগণকে দ্রুত চালনা করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন । ৬

ভদ্র পক্ষীর ন্যায় বেগবিশিষ্ট ও দর্শনীয় কায়োজ। কম্বুল ও কেশর-যুক্ত। অশ্বগণ নকুলকে রক্ষা করিতে করিতে শত্রুদের সহিত আপনার সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইল । ৭

রাজন্! কৃষ্ণ যুদ্ধে সজ্জা করিয়া ক্রুদ্ধ উদ্যতগ্রীবাকে বেগশূন্য প্রাসবর্ষী অশ্বগণ রক্ষা করত যুদ্ধস্থলে লইয়া যাইল । ৮

এইরূপ অশ্বারোহী সহদেবকে কিঙ্কিণি পক্ষীর ন্যায় বিচিত্র বর্ণের অশ্বরা, যাহারা অগ্নিদত্ত বেগশালী ছিল, সেই রথের যুদ্ধস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাইল । ৯

হরিদ্বর্ণসদৃশ শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণমুখ এবং বায়ুতুল্য তীব্র ও রথের বেগবান্ অশ্বগণ নরব্যাঘ্র ভীমা ধৃষ্টকেতুকে বহনক্ষেত্র লইয়া আসিল । ১০

বর্ণের উত্তম আবরণে আচ্ছাদিত, বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বযুক্ত সমস্ত সৈন্যরা মহারথবান্ ধৃষ্টকেতুকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল । ১১

---

* মহাভারতের প্রথাত টীকাকার নীলকণ্ঠদেবের এস্থলে অশ্বগণের যে সব পারম্পরাক লক্ষণসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল—

১। "সিত-নীলাভবর্ণঃ সারঙ্গসদৃশশ্চ যঃ।"

২। "সারঙ্গক-কপোতাভঃ সিত-নীলসমন্বয়াৎ।"

৩। "মহালসাট-অম্ব-শুক-বর্ণো-অথা হয়াঃ। নীলহরীবাভা হরিদ্বর্ণাঃ সারঙ্গবর্ণাঃ শুকাঃ।"

রাজন্যবন্ধুরো রাজা পাঞ্চাল্যো দ্রুপদোঽব্রবীৎ।
ভারতানমনীকানাং সর্বেষামেব লক্ষিতঃ ॥ ১২
ললাটেষ্বভিবিখ্যাতৈঃ সর্বপ্রহরণৈর্যুধি।
রাজ্ঞাং মধ্যে মহেষ্বাসঃ শার্দূলীবজবারণঃ ॥ ১৩
ওং বিরাটেনৈবরাজ্ঞীভিঃ সহ সর্বৈর্মহারথৈঃ।
কেকয়াশ্চ সিতেষুশ্চ দৃষ্টকেতুশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৪
ধৈঃ ধৈঃ সৈন্যৈঃ পরিবৃতা যযুরাজানমন্বয়ুঃ।
তা বৃ পাটলিপুত্রাণাং সমবর্ণা হয়োত্তমাঃ ॥ ১৫
বহ্যমানা বরারোহৈ রুদ্যতাসিভিরাত্মবান্।
হরিদ্রাসমবর্ণাশ্চ তথা হেমমালিনঃ ॥ ১৬
পুত্রঃ বিরাটরাজস্য সহসঃ সমুপাবহন্।
উত্তরোপলবর্ণৈশ্চ প্রাকারঃ শত কেতনাঃ ॥ ১৭

রাজা দ্রুপদের পক্ষাশ্রয় পাঞ্চালরাজে ভরত যখন করিয়াছিলেন। তাঁহার ছয় অক্ষৌহিণী ছিল। তাঁহার সেই সব সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন ॥ ১১

ললাট) ও প্রহি.২) শব্দের অনুসৃত, যাহারা সমরক্ষেত্রে শত্রুকে আঘাত করিয়া তাঁহাদের লক্ষ্য করিতে পারিত এবং শত্রুদেহের সুপরিচিত ছিল, এজন্য অন্যদের দ্বারা মহাসমুদ্রের রাজা দ্রুপদ সমস্ত রাজাদের মধ্যস্থানে যাঁহারা বিশেষভাবে যোদ্ধাদের উপর থাকিত হইলেন ॥ ১৩

দ্রুপদের পক্ষাশ্রয়ে সকল মহারথিদের সহিত রাজা বিরাট অধিষ্ঠিত গমন করিতে লাগিলেন। কেকয়রাজপুত্রগণ, সিতেষু ও দৃষ্টকেতু—ইহারা নিজ নিজ সৈন্য পরিবৃত করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের পক্ষাশ্রয়ে পক্ষাশ্রয়ে চলিলেন।

পক্ষপুত্র মৎস্যরাজ বিরাটের রথকে বহন করিয়া যাইতেছিল, সেই উত্তম অশ্বগণ পাটলিপুত্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ও শুভবর্ণের ছিল।

হরিদ্রাতুল্য পীতবর্ণ ও সুবর্ণমালাধারী বেগশালী অশ্বরা বিরাট রাজপুত্র উত্তরকে অধিরূঢ় অবস্থানে লইয়া যাইতেছিল।

শত প্রাকার কেকয়রাজকুমারগণ উত্তরোপল (মিশরোপল)-তুল্য রক্তবর্ণ অশ্বগণের দ্বারা চতুর্দিকে প্রত্যাবরণ করিলেন। এই

১। "হেমং সলাটিকাযাং ধারয়ন্তঃ শত শতং। সলাটং তাপি তৎ প্রাহুর্লাবণ্যাদ্যেপলক্ষিতং ॥"

২। "অকেপলাপি হেমাপি তুল্যবর্ণানি শত শতং। হরিঃ স তৎকৃতোহশ্ব পীত-কৌষেয়সন্নিভঃ ॥"

হারুরূপসমাকারাঃ সর্বে লোহিতবলগাঃ।
যে হেমমালিনঃ পৃষ্ঠা সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৮
বহন্ত ইব জীমূতাঃ প্রভাসূর্যস্য দর্শিতাঃ।
আমপাত্রমিবাকাশে পাকালাম্রমিবৌজসম্ ॥ ১৯
লক্ষাভূষণা দিব্যাঃ সিতচিহ্নমুপাবহন্।
তথা যমস্য নাগস্য পাকালানাং মহাবলাঃ ॥ ২০
তেষাং তু ষষ্টি সহস্রাণি যে সিতচিহ্নমন্বয়ুঃ।
পুত্রং তু সিতপালস্য নরসিংহস্য বাহিনী ॥ ২১
আক্রীড়ন্তো বরাস্তত্র সাবরণকবচাঃ শুভাঃ।
দৃষ্টকেতুস্তু তেজোবান্ সুবর্ণবিকৃতোদ্যতঃ ॥ ২২
কাঞ্চনৈঃ সর্বতৈরেব রক্তাবরণ ভূষিতঃ।
বৃহৎক্ষত্রঃ তু কৈকেয়ঃ সুকুমারঃ হয়োত্তমাঃ ॥ ২৩

শত রাজাই অক্ষৌহিণী সুবর্ণসুদ্ধ ছিল এবং সকলেই রক্তবর্ণের অশ্ব ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সুবর্ণমালা বিভূষিত এই সব যুদ্ধবিশারদ বীরগণ মেঘমণ্ডলের ন্যায় ব্যবহার করিতে করিতে অবস্থানের উপযুক্ত আসনে—ইহা দেখা যাইল।

অধিরোহণকারী পাঞ্চালরাজকুমার সিতচিহ্নের বৃহৎক্ষত্র দৃষ্টকেতুর কাঞ্চনাস্ত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট দিব্য অশ্বরা বহন করিতেছিল।

পাঞ্চালরাজের যে ষাট হাজার মহাবলী একাগ্রে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছয় হাজার যোদ্ধা সিতচিহ্নের পক্ষাশ্রয়ে পক্ষাশ্রয়ে গমন করিতে লাগিলেন।

আর্য! সুকুমারের সিতপালের পুত্রকে সারথিরা বিচিত্র বর্ণের অশ্বগণ বেগ দেখা করিতে করিতেই বহন করিতেছিল।

চেদিরাজের যোদ্ধা আর্য বলশালী দৃঢ়বীর বীর দৃষ্টকেতু কাঞ্চনাস্ত্রধারী বৈচিত্রবর্ণবিশিষ্ট অশ্বদের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল ধ্বজ বাহিত হইতেছিলেন।

কেকয়রাজের সুকুমার রাজপুত্র বৃহৎক্ষত্রকে পাঞ্চালের (যাদের আরাম) সুখের ন্যায় উজ্জ্বল সুবর্ণের সিন্ধুদেশীয়(৩) উত্তম অশ্বরা সত্বর চালনা করিতে লইয়া যাইল।

৩। "সৌবীরা মুখলাকারবহা: সুকুমারাস্তা:। মহাক্ষত্রস্য যোধাস্তে সৈন্ধবা হয়া:॥"

পলাশমুকুলাভাশ্চ শৈলজাঃ শীঘ্রবেগবন্ । ১৯
অরিষ্টকাভাঃ সরলাশ্চ বাহ্লিকাশ্চ বলোৎকটাঃ ।
পূর্বং বিষয়িণঃ পুত্রমুপকল্পেরমুদ্যতাঃ ॥
কম্বলাজগবিজ্ঞাশ্চ কৌশেয়নিচুলা হয়াঃ । ২০
অবাবহ্যন্ত যে সাংগ্রামিকা সেনাবিধূয়হিংকরম্ ।
যুগেষ্বযুক্তন্ যুদ্ধে তৌক্তবর্ণা হয়োত্তমাঃ । ২১
বাহুজাভিজনঃ পূর্বং যুযুধানঃ মহারথম্ ।
যেষাঞ্চ প্রতিবিন্ধ্যস্য তং কৃষ্ণস্যৈব মনোজবাঃ ।
যত্তঃ যেষ্টকর্ণা রাজন্ বাজপুত্রমুপাবহন্ । ২২
সুতসোমঃ তু যঃ সৌম্যঃ পার্থঃ সুবলজীবনং ।
বাসুদেবাপদেশাত্তমবহন্ বাহিনো বলে ॥২৩
সহপ্রসোমভক্তিনো বভূব

পুত্রে কুরুণামৃষভেঽনুযাতে ।

ঔষ্ণিহ্ ভাতঃ সোমদত্তস্য চৈব

যযাম যত্নাম্ পুরুসোমযোধবৎ সঃ ॥

যাকুলিং তু পতাকীনং বালপুষ্পনিভা হয়াঃ ।
আধিরাজকলশ্রেষ্ঠা গ্রামণীয়ুপাবহন্ । ৫০
কাঞ্চনাপিহিতৈর্যোক্ত্রৈর্মুক্তাজালবিভূষিতাঃ ।
হৈমপট্টেঃ নবগ্রীবাঃ কৃতকণ্ঠাবসাধনে । ৫১
কৃতকৌক্তিঃ কৃতমিথিঃ হৈমপট্টেঃ হয়োত্তমাঃ ।
উদ্বঃ পার্থিবয়া যুদ্ধে চাপলহরিণা হয়াঃ ॥ ৫২
যবাতেরর্যতপঃ কৃষ্ণাং পার্থাশ্চ সংযুগে ।
অভিমন্যুঃ পিতৃপক্ষং কুরবেয়বহন্ রণে । ৫৩
একস্য বাহিরাষ্ট্রাণাঃ পাণ্ডবান্ যঃ সমাজিতঃ ।
তং যুযুৎসো যযাকায়া যুযুৎসুমবহন্ রণে ॥৫৪
পলাশকাভবর্ণাস্তু বাধক্ষেত্রিং তরস্বিনম্ ।
ঔষঃ যুযুৎসুমূলে যুদ্ধে হয়াঃ কৃষ্ণাঃ বলোৎকটাঃ ॥ ৫৫

কৌরবসৈন্যে উদ্যোগপর্বে যুদ্ধে (প্রথমদিনে) সোমাভিহরণে (সোমকনিহননে) বিষয়ে সমস্ত মহান্ উদ্যমপূর্ণ কার্যভার এই বালক উত্তম রথারোহীদের বলিয়া ইহার নাম যুবসোম হয়। ১৯

নকুলের পুত্রের পুত্র শতানীককে পালপুষ্পতুল্য শুভ্র-গৌর বর্ণের ও উন্নত-বপুষ্মান্ বিশিষ্ট বণিকেরাই অশ্বশ্রেষ্ঠ রথযুদ্ধের লইয়া আসিল। ৫০

মযূরগ্রীবা-সদৃশ নীলবর্ণের অশ্বরা অশ্বযুক্তে আবদ্ধ হইয়া দ্রৌপদীপুত্র সহদেব-পুত্র শুভ্রসোমের রথযুদ্ধের যুদ্ধভূমিতে লইয়া যাইল। ৫১

এইরূপ অশ্বতুল্য সত্যকর্মা, পারমিত্র, দ্রৌপদীপুত্র ও অন্যান্য রথযোদ্ধিগণ নিজের নিজের উত্তম অশ্বগণ রণাঙ্গনে উপস্থিত করিল। ৫২

যাহাতে যুদ্ধে শীঘ্রতা ও অল্প ধূলিতে অশ্বাভিজনবান্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে, সেই যুবসোমপুত্রের অশ্বিবরাজের রণাঙ্গনে বালসদৃশের অশ্বরা বহিয়া লইয়া আসিল। ৫৩

আপনার পুত্রগণের মধ্যে যিনি একাকী পাণ্ডবদিগের আক্রমণ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে পলাশকাভপুষ্প বর্ণবিশিষ্ট, বিশালদেহ ও দ্রুত অশ্বগণ যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত করিল। সেই অশ্বগণ যুদ্ধের সময় শত্রুবর্গের দুর্লক্ষিত অশ্বগণ যুদ্ধক্ষেত্রের বেগশালী পুত্রকে রণাঙ্গনে বহিয়া আনিল। ৫৪-৫৫

১। "শিখণ্ডি-রক্ষণব্যাপারে সত্যকর্মে প্রতীয়তে।"

৩। "কাঞ্চনাপিহিতৈর্যোক্ত্রৈর্মুক্তাজালবিভূষিতাঃ। বিশেষঃ পুত্রস্নেহাৎ যৌবনস্থাবস্থোচিতে ॥"

৪। "নিজলোক-ক্ষেপণায়াঃ রুক্মরথম্, তদ্বলোদ্যোগেষ্বিতরাঃ। যে ত্বাধুনিকিরাজা বিবিধৈঃ কৌরবপক্ষে ॥"

কুমারঃ শিখিণ্ডাশ্চ দ্রুপদস্যাত্মজৈঃ সহ।
সৌচিত্তিমবহন্ যুদ্ধে যত্তঃ প্রেষ্যসুতা ইব॥ ৩৬
কল্পপৃষ্ঠাবকীর্ণাশ্চ কৌশেয়প্রাবৃতা হয়াঃ।
সুবর্ণমালিনঃ কাম্বাঃ শ্রেণিমন্তমুহাবহন্॥ ৩৭
কল্পয়ানাবরাঃ পুত্রা দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবস্য তে।
কাশিরাজঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রাবণীয়মুহাবহন্॥ ৩৮
অন্যাংশ্চ বসুদেবস্য রাজ্ঞো বেদে চ পারগম্।
তং সত্যধৃতিমাহুয়েজয়ন্তঃ সমুহাবহন্॥ ৩৯
যঃ স পাঞ্চালসেনানীর্ভোজোপেন্দ্রকশ্যপম্।
পারাবতসবর্ণাশ্চ মুহ্যমুহাবহন্॥ ৪০
তমবহন্ সত্যধৃতিঃ সৌচিত্তিম্ অরিন্দমঃ।
শ্রেণিমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাশ্যস্য চাত্মজঃ॥ ৪১
মুক্তৈঃ পবনকাশ্যৈশ্চ হরিভির্হেমমালিভিঃ।
ভৌমসেনো বিমলৈঃ যত্ত-বৈয়াঘ্রপোতকাঃ॥ ৪২
প্রত্যক্তকাস্তু কাম্বোজাঃ ষষ্ঠং সত্যধৃতাবহন্।
নানাবর্ণৈ হয়ৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ শৈব্যস্যাত্মজ আত্মবান্॥ ৪৩
সংগ্রামেষ্বিষ্বস্ত্রঃ শত্রূন্ বিত্রাসয়ন্ রণে।
সমাদেয়ত্বয়ো কৃষ্ণা দৃষ্টদ্যুম্নাবরং সুতম্॥ ৪৪
বঙ্গকৌশেয়বর্ণাশ্চ সুবর্ণবরমালিনঃ।
উপযান্তমনসংকল্পা বিভ্রাজমাঃ॥ ৪৫
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণৈশ্চ কুক্ষিভোজা হয়োত্তমৈঃ।
আহ্বয়ৎ সমরে যুক্তৈঃ সহদেবাত্মজং॥ ৪৬
অন্তরিক্ষনখাশ্চ তারকাচিত্রিতা ইব।
রাজানং রোচমানং তে হয়াঃ সর্বে সমাবহন্॥ ৪৭
কর্ণুরাঃ শিখিগ্রীবাশ্চ বর্ণমালাপরিষ্কৃতাঃ।
তারাপীড়ং হয়াঃ শ্রেষ্ঠাঃ সহদেবসুতাবহন্॥ ৪৮

দৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র কুমার শিখণ্ডিকে দুর্যোধন নির্দিষ্ট করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই তিনি কুমার ও শিখণ্ডী উভয় অক্ষরকে মুখ্যভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। ৩৬

দ্রৌপদীপুত্রগণ, বেদজ্ঞ ও দ্রৌপদীপ্রিয়, দুর্যোধনাদ্যারী ও মহাধনুর্ধর অর্থাৎ শ্রেণিমান্‌কে মুখ্যভাবে উপস্থিত করিয়াছিল। ৩৭

দুর্যোধনাদ্যারী, বীরবর ও ধর্মবাদে দৃষ্টদ্যুম্নের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বরদের কাশীরাজকে রণমাঝে লইয়া আসিল। ৩৮-

অন্যান্য, বসুদেব এবং রাজদেবতার পারদর্শী দৃষ্টদ্যুম্ন সত্যধৃতিকে অন্যান্যদের অপেক্ষা মুখ্যভাবে উপস্থিত করিল। ৩৯

যিনি পাঞ্চালসেনার সেনাপতি, যাহাকে মুখ্য রোগাচার্য্য বলে বিশ্বাস করা হইয়াছে, সেই দৃষ্টদ্যুম্নকে পারাবতবর্ণা শ্রেণিমান্ অপেক্ষা বলবানে লইয়া আসিল। ৪০

ভীমসেন পক্ষাতের দৃষ্টিতে পুত্র বলবান সত্যধৃতি, শ্রেণিমান্, বসুদান (ইনি ৪১ শ্লোকে ৪২ শ্লোকে বর্ণিত মুক্ত বসুদান হইতে ভিন্ন। টীকাকার কোথাও কোথাও 'ভাস' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মনে হয়, ইনিই কাশীরাজ) ও কাশীরাজের পুত্র অভিভূ চলিলেন। ৪১

ইহারা সকলে যম ও কুবেরসদৃশ পরাক্রমী যোদ্ধা, বেদপারগ, দুর্যোধনাদ্যারী, বলবান এবং দৃষ্টিবিশিষ্ট ও উত্তম রাজোপযোগী অশ্বসমূহ দ্বারা পাঞ্চালদিগকে ভীত করিতে করিতে দৃষ্টদ্যুম্নের অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ৪২

ইহা ছাড়া যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুত বাসব যোদ্ধারা অন্য উপযুক্ত ঘোড়া, নানাবর্ণ যুক্ত ঘোড়ায় যোদ্ধিত ধর্মবর্ণের রথ ও রথে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধ বিদ্যায় কুশল বিভু বাসবসুতের দ্বারা সত্যধৃতিকে ভীত করিবার জন্যে সকলে সমবেতভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীতর করিবার জন্য উদ্যত হইয়া দৃষ্টদ্যুম্নের পশ্চাদ্ভাগ পশ্চাতে থাকিতে লাগিলেন। ৪৩-৪৮

৫৯ ও কৌশেয় (সিল্ক ও রৌপ্য) বর্ণের উত্তম অশ্বসকল যুদ্ধে সুবর্ণমালে ভূষিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ভেজিতাশ্বকে যুদ্ধস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ৪৯

অন্যের দ্বারা পুরুষিৎ কুবিরোধ ইন্দ্রধনুসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট বসুদানের যুদ্ধ অশ্বগণের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ৫০

অরুণকাপূর্ণ অন্তরিক্ষস্থ বিচিত্র বর্ণের অশ্বরা রাজা ভোজ-যানকে বহনে বহন করিয়া লইয়া যাইল। ৫১

সহদেবের পুত্র সাহসকে কুকবর্ণের বিচিত্র ঘোড় অশ্বগণ বর্ণমালায় বিভূষিত হইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত করিয়া থাকে। ৫২

১। "শ্রীমন্তীবা মুখাস্যাশ্চ সুলোমানঃ।
মহাবক্ষসঃ শোভাপো বলিনঃ সৈন্ধবা হয়াঃ।"

২। "শিত-শুভ্র সমাযোগাৎ শক্তয়ঃ প্রতীতাঃ।

৩। "কাশেয়কবরংবাহা বাহিনেয়াশ্চ বাহিনঃ।"
বিশেষঃ মুখরোগেষু শীর্ষপৃষ্ঠাবতোচকে।"

৪। "শিত লোম-কেশরাঃ কৃষ্ণবর্ণ ত্বগলোমনাসিকাঃ।
যে স্যুর্নিশিখিগ্রীবা নিশিতাঃ শ্যেনবর্ণকে।"

যে তু পুষ্পবলেস্তস্য সমবর্ণা ইবোদ্ভবাঃ।
তথৈব ক্ষৌমসংচ্ছন্নাঃ শুভ্রাস্তানুপধারয়ন্ ॥ ৩৪
শঙ্খসোদরবর্ণাশ্চ পাণ্ডুরোত্তমবাসসঃ।
পাচকাস্তাঃ শোণতন্তূঃ শিতকৌশেয়মুদ্বহন্ ॥ ৩৫
পাচকানাং তু সর্বেষাং যে শাকাস্তে তথৈবেষ্টতঃ।
তস্য সর্ষপপুষ্পাভাঃ তুল্যবর্ণা ইবোদ্ভবাঃ ॥ ৩৬
তাম্রবর্ণাশ্চ তস্যৈব দৃশ্যন্তে কেসরাণিনঃ।
চন্দ্রিপৃষ্ঠাস্থিমধুবাঃ পাচকাস্তমবস্ত্রয়ন্ ॥ ৩৭
দুগ্ধাশ্চ চক্রকাশ্চৈব শর্করাস্তুনিভা দৃঢ়াঃ
পনসিক্তফলাভাশ্চ গুড়ধানূরুবেষ্টনম্ ॥ ৩৮
রাসস্তাকফলাভাশ্চ পৃশ্নয়ো মৃদ্বিকাশ্চ্যুতাঃ।
বদরস্য ইব সংঘাতা বাদ্রকন্তূপধারণম্ ॥ ৩৯
চিত্রঃ কালকাস্থিচ্ছায়ালাবিমুদ্বিতঃ।
সুমনসঃ নবশ্বেতাঃ পাকালাঃ সমুপাদধন্ ॥ ৪০

পদ্মের নালের ন্যায় তন্তুবর্ণবিশিষ্ট এবং ক্ষেমনদীর ন্যায় শ্বেতবর্ণযুক্ত উত্তম ও বিচিত্র অথবা সুবাসযুক্ত লইয়া রাজাকে উপস্থিত হইল ॥ ৩৯

যবপ্রোদনের ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং ক্ষৌদ্র-ঈষদ্বর্ণের ক্ষোদ্রাক্তি সুগোপ্তত অথবা খোপক্তি-পুত্র পাকালনামকুমার নিবেদনের নিমিত্ত লইয়া আসিয়াছিল। (অন্যত্র এই নিবেদনের ও ব্যাখ্যানের মূলের বর্ণনা ১৮ ৩১ অধ্যায়ে আছে, তথাপি এখানে অযথাক্রমে বর্ণনাপ্রসঙ্গে সকল সাধারণভাবে উল্লেখ করিলেন) ॥ ৪০

পাকালনামের বিখ্যাত পুরুষানুক্রমে অবস্থানের উত্তম অথবা পরিষ্কারপুত্রতা বর্ণনাবিশিষ্ট ছিল ॥ ৪১

মাষমুদ্গসূপ বর্ণযুক্ত, ঘৃতমাখাযুক্ত, ঘনিষ্ঠ ক্ষেত্রবর্ণের পূর্ণতাপ্রদর্শিত ও বিচিত্র মুখরোচকগুণোপেত বিশাল অথবা পাকালনামকুমারকে অতিক্রম করেন লইয়া আসে ॥ ৪২

দৌগন্ধালী, সুরভিগন্ধ, নানারঙ্গযুক্ত ক্ষেত্র-দৌগন্ধ এবং পরম ক্ষেত্রযুক্ত রাজিমান্ অথবা হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত লইয়া যায় ॥ ৪৩

ঘৃতপক্ক ন্যায় মার্দব ও অকল্পবর্ণ, পূর্ণরূপে উত্তমরূপ ঘৃতে ভর্জিত এবং বিশেষ অথবা ঘৃতাক্তরূপ ঘৃতে উত্তিত্তে উত্তিত্তে ও নাড়াইতে নাড়াইতে লইয়া আসে। (উহার বিষয় ৪০ শ্লোকে বর্ণনীয়রূপে উক্ত হইয়াছে) ॥ ৪৪

ঘৃতপক্ক, বিচিত্রবর্ণ এবং বিচিত্র মাধুর্যযুক্ত বিস্তৃতি অথবা উল্লাবিনিময়ন্বিত উদ্ভূতোপকরণান্বিত।
কাংস্যে চিত্রাস্তরাস্তিচ্ছায়াস্তিচ্ছায়ানুপধারয়ন্ ॥ ৪৬
বিচিত্রো রেষমালাশ্চ চক্রবাকোপমা দৃঢ়াঃ।
কৌশলাধিপতেঃ পুত্রং সুকৃতাঃ রাজিনোঽবহন্ ॥ ৪৭
শর্করাস্তু ঘৃতস্যোপরি সংস্কৃতা ঘাসুপক্তয়ঃ।
ঘৃতে সন্তাড়িতাঃ স্নৈহিকরণম্ প্রাশনে শুভাঃ ॥ ৪৮
একবর্ণেন সর্বেণ অন্যেন বরবর্ণিনঃ।
অন্যৈশ্চ বহুধা চৈব শুক্লাঃ শুক্লো গুণৈর্যুতাঃ ॥ ৪৯
সত্যসন্ধস্য পুত্রস্য দাশরথেস্তথাত্মনঃ।
অথাঃ পানান্নসূপাদ্যপ্রসেনমুপাবহন্ ॥ ৫০
নীলোৎপলদলবর্ণাস্তু উপলীয়বিমূর্ধিতাঃ
সৈবাঃ চিত্রবহাঃ সাধ্যো চিত্রমালাবহন্ দৃঢ়াঃ ॥ ৫১
কলায়পুষ্পবর্ণাশ্চ ক্ষৌদ্র-লোহিতবাহুতাঃ।
রথসেনঃ চতুর্থোঽয়ং সমুদ্রমুদ্বহন্নিব ॥ ৫২

পাকালনামের বাহকুমার পুরুষানুক্রমে রথসেনকে বহন করিয়া লইয়া যায় ॥ ৫২

ইক্ষুর রসের ন্যায় যাহাদের বর্ণ অত্যন্ত ঘনীভূত হইল, যাহারা গৌড়গোপবৎ (বর্তমানকালে উৎকল ক্ষেত্রবর্তের লোকবিশেষ—বিশেষজ্ঞেরা) ইক্ষুর রসবর্ণ, যাহাদের শরীর মাংসল বিচিত্র ঠিক লোহিত আছে এবং যাহারা দেখিতে সুন্দর, এরূপ অশ্বসকল চিত্রাঙ্গদকে লইয়া রথসেন যখন যায় ॥ ৫৩

ধর্মাত্মপুত্রী ও চক্রবাকপক্ষীর উদরের ন্যায় শ্বেতবর্ণের অথবা কোশলাধিপের পুত্র সুকৃতকে বৃষভসেন বহন করিয়া যায় ॥ ৫৪

বিচিত্র, 'ঘৃতাক্তের, বর্ণযুক্ত, পূর্ণবর্ণালো বিস্তৃতির এবং উত্তম গুণযুক্ত অশ্বসকল ক্ষেমঙ্করের সন্তানদিগকে বৃষভসেন লইয়া যায় ॥ ৫৫

যাহার অঙ্গ, বর্ণ ও বল একপ্রকার একই বর্ণের, সেই রাজা ভরতের ভ্রাতৃবর্গের অথবা বৃষভসেন 'বিরাটিং' আনিল ॥ ৫৬

সত্যসন্ধের পুত্র ও ভরতের ক্ষেমঙ্কর চন্দ্রসেনকে চন্দ্রকুমার শুক্লবর্ণের সমুদ্রফেন অথবা বৃষভসিতে লইয়া আসে ॥ ৫৭

নীলপদ্মদলের ন্যায় বিশিষ্ট, পূর্ণবর্ণযুক্ত বৃষ্টির, বিচিত্র মালাধারী অথবা বিচিত্র রথে উপবিষ্ট রাজা সৈন্যকে বৃষভসেন বহন করিয়া আনে ॥ ৫৮

যাহাদের বর্ণ কলায়-পুষ্পসদৃশ ও যাহাদের লোহবর্ণ ক্ষৌদ্র-লোহিত, এরূপ ক্ষৌদ্র অশ্বসকল রথসেনকে সমুদ্রবৎ উপস্থিত করিয়া থাকে ॥ ৫৯

যঃ তু সর্বধনুষ্মন্তো গ্রাহঃ শূরতমঃ যুধি।
তং পঞ্চভিঃশতৈর্বাণৈঃ শুক্লবর্ণাশ্বরক্ষণম্ ॥ ৬৩
চিত্রায়ুধং চিত্রমালাং চিত্রবর্মাণমুদ্যতম্।
উচুঃ কি-শুক্লপুঙ্খাগ্রাঃ সমর্থা রথোত্তমাঃ ॥ ৬৪
একবর্ণেন সর্বেণ রথেন রথিনং চ।
ধনুষা রথবাহৈশ্চ নীলৈর্নীলোৎপলাবৃতম্ ॥ ৬৫
নানাকৃপৈঃ ধ্বজচিহ্নৈর্ধ্বজ-ধ্বজকৃদ্ভিরেকৈঃ।
বাহিনীমুখ-পক্ষাভ্যাং তিষ্ঠিভিস্তিষ্ঠতোঽবধীৎ ॥ ৬৬
যে তু শুক্লধনুষ্মন্তো হরিবর্ণা হয়োত্তমাঃ।
তে রোচমানা সুচয়ঃ হেমবর্ণধ্বজাবৃতম্ ॥ ৬৭
রোধাশ্চ কক্ষকায়াশ্চ পরঃশতানুযায়িনঃ।
শ্বেতাভাঃ কৃষ্ণতাম্রাক্ষা হতশেষাস্তু হয়াবহন্ ॥ ৬৮
কেশবেন ধৃতে সংখ্যে পিতৃব্যস্য মহাত্মিনে।
ছিন্নে কপাটে পাতালাৎ বিক্রান্তেন চ যদ্বলৈঃ ॥ ৬৯

ভীষ্মাবধাপা চাস্মাদি দ্রোণাৎ রাজ্ঞঃ কৃপাৎ তথা।
অস্ত্রৈঃ সদৃশা সন্ত্রাপ্তা ভবিষ্যন্তীতি বাদুকৈঃ ॥ ৭০
ইত্যেষ বারকাঃ কৃষ্ণঃ কৃপয়া তেষুকে মেদিনীম্।
নিবাহিতস্তঃ গ্রাহ্যৈঃ শুক্লহিহিতমোহা ॥ ৭১
হৈমরাজতমুখ্যস্রা যত্তাস্তাম্রস্তাভি চ।
স সাগরবলঃ পাতালস্রবদিনিবৈর্হরৈঃ ॥ ৭২
হৈমূত্তালসদৃশৈরৌঘাত্রবিষয়াজিতঃ।
দিবাঃ বিস্তারকল্পাশ্চ রোমহর্ষাহ্বয়ন্ সলী ॥ ৭৩
যাইত্তবর্ণবাহা হয়াঃ শ্যামাহ্বয়াদিমম্।
অবহন্ রথমুখ্যানামযুতানি চতুর্দশ ॥ ৭৪
নানাবর্ণৈ ধ্বজৈশ্চ নানাকৃতিযুধা হয়াঃ।
শ্বেতচক্রধ্বজঃ বীরঃ ষষ্টোঽশ্বৈশ্চতুরাবহন্ ॥ ৭৫
তাম্রবালাঃ সমেতাম্রাস্তৈলোক্যে যত্তানি চ।
পঞ্চো যুধিষ্ঠিরঃ তস্যা তাক্ত্বা সর্বমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৭৬

যাহাতে সকল মন্ত্র অপেক্ষা অধিক যৌবনশালী বীর অবস্থিতি করা হইয়া থাকে, যিনি ভোজ ও শাল্বরাজকে বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই সহস্রাশ্বের অধিপতিকে শুক্লবর্ণের অশ্বগণ বহন করিয়া থাকে ॥ ৬৩

যাহার মালা, বর্ম, অস্ত্র ও ধ্বজ সব কিছুই বিচিত্র, সেই রাজা চিত্রায়ুধকে (এই জন্যেই ইহার নাম হইয়া থাকে) শালপুষ্প-তুল্য শুক্লবর্ণের উত্তম অশ্বগণ সংগ্রামে লইয়া যায় ॥ ৬৪

যাহার ধ্বজ, বর্ম ও রথ সমস্ত একই বর্ণের সেই রাজা নীল বীর হইলে যোদ্ধৃগণ নীলবর্ণের অশ্বগণের দ্বারা বেষ্টনকে উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৬৫

যাহার রথের আবরণ, ধ্বজ ও বস্ত্র সমস্ত নানাবিধ রঙ্গবিশিষ্ট ও নানারূপবিশিষ্ট, যাহার ধ্বজ, ধ্বজ ও পতাকাসকল বিভিন্ন প্রকারের, সেই রাজা চিত্র বিচিত্র অশ্বগণের দ্বারা রণস্থলে উপস্থিত হন ॥ ৬৬

যে সকল শ্রেষ্ঠ অশ্ব কমলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, তাহারা রোমাঞ্চের মূল হেমবর্ণের ধ্বজগণকে লইয়া আসে ॥ ৬৭

যুদ্ধ করিতে বিপুল, বলশালক ভাবে আসক্ত, পরশতানুযায়ী শ্বেত-গৌরবর্ণযুক্ত পক্ষিরাজ, তাম্র অক্ষিগোলকধারী এবং কৃষ্ণবর্ণের (কৃষ্ণীর) অশ্ব (যিনি)-সমূহ শ্বেতবর্ণ অশ্বগণ হতাবশেষ হইলে তাহাদিগকে বহন করিয়া থাকে ॥ ৬৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হাতে যুদ্ধে যখন পাণ্ডবগণের দ্বারা ও যদুবংশ দ্বারায় পিতা কৃষ্ণবলরাম বধের, পাণ্ড-রাজধানীর তোরণ-দ্বার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ পলায়ন করে, সেই সময় যিনি বীর, ক্রোধ, সহজাত ও কৃপাচার্যের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষাকরত রাজা, কর্ণ, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সমানতা লাভ করিয়াছেন, যিনি সবে যুদ্ধরাজ বাহুবলের বিনাশ করিবার ও সমস্ত ভূমণ্ডলকে জয় করিবার সময় করিয়াছিলেন; ইহা দেখিয়া দৈবজ্ঞ গুরুগণ হিতকামনা করিয়া যাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, তিনি এখন যিনি পাণ্ডবগণের ভার পরিহার করিয়া বীর রাজ্যপালন করিতেছেন এবং যাহার রথে নাগচিহ্নযুক্ত পতাকা উড়িতেছে, পরাক্রমবলে যমকে আক্রমণকারী সেই বলবান্ রাজা পাণ্ড বীর দিব্য অস্ত্র বিস্তার করিতে করিতে বৈদূর্যবিমানে আরোহিত ও তপ্তকিরণ সূর্য বেষ্টনবর্ণের অশ্বগণের দ্বারা দ্রোণাচার্যকে আক্রমণ করিলেন ॥

রাজত-পুষ্পসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণ রাজা পাণ্ডের সকাশে সমবস্থায়ী এবং লক্ষ চলিত রাজার শ্রেষ্ঠ রথের ভার বহন করিতেছিল ॥ ৬৯-৭৩

রাজতার বর্ণযুক্ত ঝিলির আকৃতি ও দুর্বর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণ রথ-চক্রচিহ্ন অশ্বধারী বীর ষষ্টোৎসবকে বহন করিয়া রণস্থলে আনিয়াছিল ॥ ৭৪

যিনি সমস্তের সমস্ত ভরতবংশীয়গণের মতকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ মনোযোগ পরিহার করত কেবল ভক্তিভাবে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে চলিয়া গিয়াছেন, সেই দুর্বর্ণের রথে উপবিষ্ট ও

লোহিতাক্ষং মহাবাহুং বৃহন্তং তমরন্দমম্।
মহানসা মহাকায়াঃ সৌবর্ণকবচে স্থিতম্ ॥ ৭২
সুবর্ণবর্মা বপুষ্মন্তমৌঘমিব দুর্নিবারম্।
রাজপ্রেষ্যাঃ সমাজগ্মুঃ সর্বতঃ পুষ্টবোহনম্ ॥ ৭৩
বর্মৈকস্থানচেষ্টৈস্তে সমন্তাদ্ভরতর্ষভ।
সাঙ্গদৈশ্চ ভুজাগ্রৈশ্চ বহবো দেবরূপিণঃ ॥ ৭৪
তে বধ্বা ভীমসেনেন সহিতাঃ কাঞ্চনস্রজঃ।
প্রত্যাদৃশ্যন্ত রাজেন্দ্র মেঘা ইব বিরোকসঃ ॥ ৭৫
মহাবেগাশ্চ তান্ সর্বান্ বৃহদ্ভিঃ সমাগতান্।
সর্বাণ্যাশি চ সৈন্যানি তারয়ামো বারোচত ॥ ৭৬
অতীব শুক্লতে তত্র অজঃ কৃষ্ণাজিনোত্তরঃ।
কমণ্ডলুধরশ্চাপি জাতরূপময়ঃ শুচিঃ ॥ ৭৭
অজং তু ভীমসেনস্য বৈদূর্যমণিলোচনম্।
আজমানং মহাসিংহং রাজন্তং পৃষ্ঠবাহনম্ ॥ ৭৮
অজং তু যুদ্ধমাজস্য পাণ্ডবস্য মহৌজসঃ।
পৃষ্ঠমেষাং সৌবর্ণং সেয়ং গ্রহণমাদিতম্ ॥ ৭৯
দ্বয়ৌ চাস্য বিপুলৌ ধিষ্ণৌ প্রত্যাপনয়নৌ।
মহেষ্বাসকমানৌ চ পুরুষৌ তমরন্দমৌ ॥ ৮০
শরতঃ পূর্ণসৌবর্ণং নকুলস্য মহাধ্বজম্।
অপশ্যাম মহেষ্বাস্ত্রাঃ শৌরয়ো বপুষান্বিতম্ ॥ ৮১
হংসস্তু রজতঃ শ্রীমান্ ধ্বজে যস্য মহাত্মনঃ।
সহদেবস্য তুরগৌ ধিষ্ণ্যাঃ সোমবর্ধনঃ ॥ ৮২
পতাকানাং দ্রৌপদেয়ানাং প্রতিধ্বা অজস্রশঃ।
বধ্যমানস্তমক্রোশন্নিবাস্মাংস্তে মহাত্মনঃ ॥ ৮৩
অভিমন্যোঃ সুবর্ণস্য পার্জন্যো দিব্যসম্মতঃ।
রথে কনকরত্নে রাজতপ্রতিমৌকসঃ ॥ ৮৪
ঘণ্টাকিঙ্কিণিজালেন রাজেন্দ্র সমলঙ্কৃতঃ।
অর্ধান্তি কামগাস্তস্য রাবণস্য সুতা যথা ॥ ৮৫
বাহ্লীকস্য বহুবিধাঃ বর্ষবাহ্যমুদ্রিতে।
বায়বাঃ ভীমসেনস্য বহুবিধ্যমভূদ্ রণে ॥ ৮৬

ক্ষেত্রে ও বিশালাক্ষ রাজা বৃহন্তকে আক্রমণের মহাসত্ত্বাকী বিশালাক্ষ ও তাঁহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৭৬-৭৭

সৈন্যসমাবেশে বিজয়, সুলোচন ও পক্ষল যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবেষ্টন করিয়া সুবর্ণবর্মাচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ৭৮

অন্য তিন তিন বর্মযুক্ত যুবক অশ্বসমূহকে আক্রমণ করিয়া প্রহরণকারী দেবতাসদৃশ কলাবান্ ধনুর্ধারগণ প্রত্যেকেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতভাবে করিলেন। ৭৯

রাজেন্দ্র ভীমসেনের সহিত অভিন্ন বয়স্কগণে হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত এই সকল অনুচারী রাজগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ৮০

সেখানে একত্র একদিন রাজা যুধিষ্ঠিরের অধিক সৈন্য ছিলেন এবং সমস্ত সৈন্যগণকে অভিক্রম করিয়া ভীমসেনকে ক্রোধান্বিত হইয়া শোভিত ছিলেন। ৮১

মহারাজ! ইহাতে কনকরথে ও কনকপুচ্ছিত যুদ্ধ সুবর্ণময় যুদ্ধ ধ্বজ অভিমন্যু শোভা পাইয়াছিল। ৮২

হৈমবর্ণবিষয়-বেদবহুশোভিত· ও মহাসিংহচিহ্নযুক্ত ভীমসেনের অত্যুজ্জ্বল পতাকা উড়িতে উড়িতে শোভিত ছিল—ইহা আমি দেখিলাম। ৮৩

মহাত্মজয়ী যুদ্ধকার পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সুবর্ণময়ী অজাকে আদি চন্দ্র ও ভাস্কর চিহ্নে পূর্বোক্তিত অভিমন্যু শোভিত। ৮৪

এই অজার দুই ও উপনন্দ নামক দুইটী বিশাল এবং বিশাল মুক্ত বিজয়ান ছিল। ইহারা যত্নের দ্বারা রক্ষিত হইয়া যুদ্ধের পর বিজয় করিতে করিতে সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ৮৫

নকুলের বিশালধ্বজ পরমচিত্তযুক্ত ছিল এবং পুরুষাদ সুবর্ণময় ছিল। আমরা দেখিলাম এই ধ্বজ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আকারে রথের উপর চড়িয়া উপস্থিত সকলকে ঘোর করিয়া তুলিতেছিল। ৮৬

সহদেবের ধ্বজায় দুটী ও পক্ষদ্বয়ে, সৌমদিত্তির যুদ্ধের ধ্বজ চিহ্নিত ছিল। এই ধ্বজ ধ্বজ পক্ষদ্বয়ের শোভাবর্দ্ধন করিত। ৮৭

ক্রমশঃ দণ্ড, বায়ু, ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতাদ্বয়ের প্রতিমা দ্বারা দ্রৌপদীপুত্রের ধ্বজায় শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ৮৮

বাহ্লীক: যুদ্ধে অভিমন্যুর রথের ঘোর ধ্বজ ধ্বজ বর্ণে বিচিত্র চক্রযুক্ত আকাশযান ছিল। ইহাতে সুবর্ণময় পার্জন্যচিহ্ন চিহ্ন ছিল। ৮৯

রাবণ: রাজন্ ঘণ্টাকিঙ্কিণির জালে পরিচিত শোভিত ছিল। সুবাতাসে রাজের রথের ধ্বজ ইহাতে এমন ভাবে যেখানে সেখানে গমন করিতে পারিত। ৯০

রাজন্! ধনুর্ধারী যুধিষ্ঠিরের নিকট বায়ুসমূহ বিবিধ বর্ণ শোভিতবিশিষ্ট। এইরূপ ভীমসেনের নিকটেও বায়ুসমূহ বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। ৯১

ত্রৈলোক্যবন্ধনার্থায় ব্রহ্মণা সৃষ্টমাসুরম্।
যদ্ দিব্যাস্ত্রজ্ঞ তৈরেব ত্রাসনার্থায় বৈ বপুঃ। ৯১
বৈষ্ণবং নমুচেরাস্যং সহস্রেণাপ চাষিতম্।
ঘণ্টৈরেকাগ্র পৌলস্ত্যং যত্তদ্বিদ্যাঃ প্রচক্ষতে। ৯২
রৌদ্রমাগ্নেয়-রৌদ্রেণ সাম্যং নিত্যমিহেষ্যতে চ।
পাশানাং দ্রৌণপুত্রাণাং ধনুষ্যস্ত্রাণি যানি চ। ৯৩
তৌজা ধনুর্বরং জ্যেষ্ঠং সেতে যদ্ রোহিণীসুতঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা প্রদ্রবো রাজন্ সৌভদ্রায় মহাত্মনে। ৯৪
এষ তাংস্তে চ বহবো বলবন্তো বলাত্মজে বিনিঃসৃতাঃ।

ত্রয়াণামপি লোকানাং বিজয়ায় ধৃতব্রতাঃ। ৯৫
তদ্ভূতং লক্ষণস্যাস্যৈকাপুরুষসেবিতম্।
দ্রোণানীকং মহারাজ পার্থে চিত্রমিবার্পিতম্। ৯৬
ত্বয়ি দুর্যোধনোরাসি বীরসেনে সাত্বতে তথা।
দ্রোণমায়বতাং রাজন্ ধরণ্যাং ন ঘটাবহে। ৯৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রপর্বণি দুর্যোধনাদিসংবাদে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৩

ছিলেন, তাহা তিনি পক্ষী হইয়া দুর্যোধনের সম্মুখে অভিমন্যুর প্রদান করিয়াছিলেন। ৯৫

এই সব এবং আরও অন্যান্য বহু ভাগবের দুর্বারতুমির কার্য-সকল সেখানে দেখা যাইতেছিল, যাহারা লক্ষণের দ্রোণবূহ রচিয়াছিল। ৯৬

মহারাজ! সেই সময় বীর পুত্রদলে পূর্ণ দ্রোণানীকের অবস্থিতি চিত্রার্পিতা সৈন্যবাহিনী সদৃশ অচিন্ত্য ভাবে মনে হইতেছিল। ৯৭

রাজন্! সেই সময় দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের উপর আক্রমণকারী বীরগণের নাম ও দ্রোণ সৈন্যাদের দেখা যাইতেছিল, যেরূপ ধরাধামে দেখা যাইয়া থাকে। ৯৮

শ্রীমহাভারতে রহস্যোদ্ঘাটনকারী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত নারায়ণাস্ত্রপর্বাধ্যায় ও অন্যান্যবিষয়বিবরণ
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনের প্রকাশকরূপ বৃত্তান্তাদি দুর্যোধনাদির জিজ্ঞাসনম্।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যাবদেষু হতেষু সেনাং দ্রোণোঽমন্যত সঞ্জয়।
আহবে যে ত্বয়ৈহ ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ো নৃপাঃ। ১
নন্দয়ন্তঃ পিতৃবাক্যং পিষ্টৈর্ঘটকি পুরুষঃ।
তস্মিন্নহনি চ সর্বার্থাঃ প্রাপ্তকালে পৃথগ্বিধাঃ। ২

ঘোরাঃ বিস্ফোটিতাঃ কালমহেশা ঘণ্টিলোঽজিনী।
অজ্ঞানাচ্চৈব লোকস্য বিজয়ায় ধৃতিস্থিরঃ। ৩
স এষ মহতীং সেনাং সমাবর্তয়তাহবে।
কিমকুর্বত পৌরবাদ্যোগাগ্রম পুত্রস্য চাচার্য। ৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

(ধীমান দ্রোণ প্রকাশ করিতে করিতে পাণ্ডবসৈন্যের মুখ্যগণের বিনাশ।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! ভীষ্মদ্রোণাদি যে সকল বল বুদ্ধি দিয়া আসিল, তাহারা সব দ্রৌপদীপক্ষকে পীড়িত করিতে সমর্থ। ১

নিশ্চয়ই আমার সৈন্যগণ প্রেরিত হইয়া যাবে। সমরের

পূর্বে পূর্বে সমস্ত সৈন্যে উৎসাহ অবলম্বিত দেখা যাইতেছে। ২

যে রাজা মৃত্যুর পীড়াকর করিয়া ভয় ও ধৈর্যকে বাদ দিয়া মনে বাস করিয়াছিল এবং বিজয়ের বাসনায় অজ্ঞানে বাহিনী বিস্তার করিয়াছিল, সেই আজ রণাঙ্গনে বিশাল সৈন্য-সমূহ প্রত্যা-বর্তন করিল, ইহাদের আবার ও পুত্র দুর্যোধনের সৈন্যগণ যাহাতে অস্ত্র কি করিতে পারিবে। ৩-৪

যুক্ত এব হি কার্য্যেষু ক্রব্যমূলেষ্বজন্তে নরঃ।
স ত্বমা কুরুতে যেন ন কথা ব্যথিষ্যতি ॥ ৫
যুক্তব্যসনযাতাশ্চ ক্লেশিতো হি যুধিষ্ঠিরঃ।
ন পুনর্ভাগধেয়েন সহায়ানুপলভতে ॥ ৬
অথা যে কেচনা পঞ্চাঃ কাম্বিকাঃ কোশলাশ্চ যে।
তেষ্বস্মাসপরে বথা মামেব সমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৭
পৃথিবী কৃৎস্না তাত মম পার্শ্বস্থ যো কথা।
ইতি মামব্রবীৎ সূত মধ্যে ভূর্যোধনঃ পুরা ॥ ৮
তস্য সেনাসমূদ্রস্য মধ্যে রোগঃ সুদারুণঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবেনাজৌ কিমন্যৎ তাপবেদতঃ ॥ ৯
মধ্যে রাজ্ঞাঃ মহাবাহুঃ সথা বৃষ্ণ্যন্ধকস্য চ।
সর্বায়ুধাবরঃ রোগঃ কথং যুদ্ধাদপেয়িবান্ ॥ ১০
সমন্তপ্রাণভৃদ্ভোগৈর্ঘোরঃ পরমমায়ুধঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ যতৌ কথা নাবং জীবিতুমুৎসহে ॥ ১১

বিশ্বাই মন্ত্রণা ও যে মাধবকুল ধ্বংসের কারণ হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে হয়, যাহা যে বিষয়ে অনিষ্টে সমর্থ হয় না। ৪

আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে ছেলিয়া বৃদ্ধিবিবেচনা যে ভাবে করিয়াছি, কিন্তু সে ভাবাপন্নতাই পুনরায় বলবানের সহায়ক লাভ করিয়াছে। ৫

সূত সঞ্জয়! আজ হইতে যখন আগেকার কথা—পূর্ব ভূর্যোধন আমাকে বলিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই এই সমস্ত কেকয়, কাশী, কোশল ও ছেদিদেশের মহাধনু আমার সহায়তার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অন্য বসুধাধিপতিরা আমার সমর্থ অনেকের করিয়াছে। তাত! এই কৃৎস্নতলের অধিকাংশ রাজা আমার সহিত আছে, অর্জুনের সহিত নহে। ৬-৮

সেই বিশাল সৈন্যসমুদ্রের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থানের মোদ্যাচার্যকে মৃত্যু মুখে ফেলিয়া সংহার করিল, সুতরাং এখনে আমা বাতীত আর অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? ৯

রাজন্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধকে অভিনন্দনকারী সম্পূর্ণ অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ মহাবাহু রোগাচার্যকে মৃত্যু কিরূপে গ্রাস করিল? ১০

আমার উপর ভরসাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমার বুদ্ধি একদিন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যকে নিহত হইতে জানিয়া আর প্রাণ ধরিয়া থাকিতে চাহি না। ১১

তাত! আমাকে নিত্য যুদ্ধক্ষেত্রের উপর অবস্থান আমাকে দেখিয়া বিদ্বেষ আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, আমার সহিত ভূর্যোধনের সেই সবই প্রায় ঘটিয়াছে। ১২

যদি আমি ভূর্যোধনকে ত্যাগ করিয়া অর্থাদিই অন্য পুরুষকে সেবা করিবার বাসনা করি, তবে তাহা অবশ্য নিন্দিত কার্য হইবে; কিন্তু ইহাতে আমার সমস্ত পুরুষত্ব ও অন্য সব ব্যক্তির মনুষ্যত্বও করিবে না। ১৩

যে মানুষ পক্ষের পরিত্যাগ করিয়া অর্থলাভ করে, সে তাহার ফলে লৌকিক যশ হারায় এই হইয়া যায় এবং নীচগতি লাভ করিয়া থাকে। ১৪

সঞ্জয়! আজ এই রাষ্ট্রের উৎসাহ বিনষ্ট হইয়াছে। প্রধান বীর বিনষ্ট হওয়ায় এখন আর কাহারও জীবন অবশিষ্ট থাকিতে পারে—ইহা আমার বুদ্ধিযোগে ঘটিতেছে না। ১৫

আমরা সর্বদা যে সকলের পুরুষোচিতের আমার লইয়া জীবন ধারণ করিতেছি, সেই মহতের বীরত্বই ইহলোক হইতে চলিয়া যাওয়ায় এখন আমার সৈন্যের মধ্যে কোন্ সৈন্যের বা জীবন বিশ্বাসে অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ১৬

সঞ্জয়! সেই যুদ্ধ যেরূপে হইয়াছিল, তাহা সব কিছুই সত্য-ভাবে বল। কোন্ কোন্ বীর তখন যুদ্ধ করিতেছিল, কোন্ বীর কাহাকে পরাজিত করিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ যুদ্ধ সৈন্য তখনঃ যুদ্ধোন্মাদ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল? ১৭

সঞ্জয়! অর্জুনের কথাও আমাকে বল। রথিসমের মধ্যে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি পুত্রপ্রাবেশিকো
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

ষষ্ঠবাসীচ্চ নিঘ্নেষু পাণ্ডবেয়েষু সঞ্জয়।
মম সৈন্যাবশেষস্য সঙ্গিনাশঃ পুরাভবৎ। ১৯
তথৈব যো মমস্যাত্ত নিঘ্নেষস্যবং তথা।
যাদৃক্তাদাক্ষ যে শূরাঃ কে বাংস্তত্র তথাব্রবন্। ২০

হৈই বন্ধুন কি কি ভাষা তাঁহারা বলিল? আমার ধ্বংসের পক্ষ তাঁহাদের মনের ও অধিক ভয় হয়। ১৯

সঞ্জয়! পাণ্ডব-সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিবার পর আমার অবশিষ্ট সৈন্যদের সহিত যেরূপ তাহাদের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বল। ২০

তাত! পাণ্ডব-সৈন্যরা ফিরিয়া আসিলে যোদ্ধাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? আমার পুত্রের সৈন্যের মধ্যে যাঁহারা বীর ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ বীর পক্ষান্তরে কোন্ বীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ২০

দ্রৌপদীসহ কেকয়রাজপুত্র পঞ্চভ্রাতৃগণ সহিত ঘটোৎকচের দ্রোণাচার্যের সংশপ্তকবধপক্ষে পুত্রবাহের বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপাণ্ডবসৈনিকানাং যুদ্ধবৃত্তকথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা তৈরবমাণীতঃ সংনিবৃত্তেষু পাণ্ডুষু।
দৃষ্ট্বা দ্রোণঃ ছাদয়ানঃ তৈঃ শরৈরবিষহ্যতৈঃ। ১
তৈরেতাদ্যুক্তঃ সন্নতীব্রবদনকে তদা।
অথো হতমবাস্যাম দ্রোণঃ দৃষ্টিপথে তবে। ২
তান্ত শূরান্ মহেষ্বাসান্ ক্রুদ্ধঃ কর্ম চিকীর্ষতঃ।
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনস্তূর্ণং যত্নেনাং সমচূচুদৎ। ৩
যথাশক্তি যথোৎসাহং যথাসঙ্গং যথাধিপাঃ।

ধারয়ন্তঃ যথামোঘং পাণ্ডবানামনীকিনীম্। ৪
তথো দুমর্ষণো ভীমমভ্যধাবদ্ধ সুব্রতম্।
আয়ান্তং দৃষ্ট্বা কিরন্ বাণৈর্জিঘৃক্ষুন্তমা ভীবিবম্। ৫
তং বাণৈরবতস্যার ক্রুদ্ধো মৃত্যুমিবাহবে।
তত্র ভীমোঽচ্ছিনদ্ বাণৈস্তদাসীৎ তুমুলং মহৎ। ৬
ত ঈশ্বরমাসিষ্টাঃ প্রাজ্ঞাঃ শূরাঃ প্রহারিণঃ।
বাজ্ঞাঃ মৃদুতরং তত্র। প্রযযুর্বিষ্ণ পরান্ মৃধি। ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডব-সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিলে যেরূপ পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তাহাদের বাণের দ্বারা দ্রোণাচার্য আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া তাহাদের সহিত আমাদের তখন মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১

সেই সৈন্যদের দ্বারা ঊর্ধ্বিত ভীম দৃষ্টিতে আসায় সৈন্যরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তখনই আমাদের দৃষ্টিপথে তখনও হইয়া রহিল এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে, দ্রোণাচার্য এখন নিহত হইলেন। ২

সেই মহাবলীর দ্রৌপদীপুত্রী বীরগণকে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম করিতে উদ্যত দেখিয়া দুর্যোধন অতিশয় ভিন্ন সৈন্য-চালনায় এইরূপ আদেশ দিলেন। ৩

মহারাজ! তোমরা সকলে নিজ নিজ শক্তি, উৎসাহ ও যে অনুসারে যাহাকে উপযুক্ত হয় তাহা পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিবারণ কর। ৪

তখন আমার দুর্যোধন ভীমসেনকে নিজের পার্শ্বেই দেখিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিবার ইচ্ছায় বাণবৃষ্টি করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৫

যিনি ক্রুদ্ধ মৃত্যুর ন্যায় দুর্যোধন ভীমসেনকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় ভীমসেনও নিজ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রহার করিলেন। এইরূপে সেই দুইজনের মধ্যে ঘনঘোর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৬

রাজা দুর্যোধনের আদেশ পাইয়া প্রহার করিতে অভিজ্ঞ দুর্ধর্ষ বীরগণ সৈন্যগণ রাজা ও মৃদুতর ভাবে প্রহার করত যুদ্ধস্থলে পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৭

কৃতবর্মা তিমিঃ সৌম্যঃ হ্রেষঃ হ্রেষ্ণঃ বিনাশনে।
সর্বতোভদ্রবাহাভ্যাঃ শূরঃ সমরলোলিনম্ ॥ ৮
যঃ সৈন্যেষঃ সংগ্রামে ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধবাহবে।
কৃতবর্মা চ সৈন্যেষঃ মরো মরুষি বিশ্রুতঃ ॥ ৯
সৈন্ধবঃ অক্ষয়শ্যামবাহাভ্যাঃ নিশিতৈঃ শরৈঃ
উত্তমৌজা মহেষ্বাসঃ মরো হ্রোণায়বাহবে ॥ ১০
অক্ষয়শ্যা সিন্ধুসৌবীরা কেকয়ানমুদীর্ণবে
নারাচেষপ্রভিঃ ক্রুদ্ধঃ সমরমরুতাড়িতম্ ॥ ১১
অযাতম্ বসুদানায় সৈন্ধবঃ কৃতহস্তবৎ।
বিব্যাধ অক্ষয়শ্যাভ্যাঃ রণে সর্বাস্ত্রবিৎ শরৈঃ ॥ ১২
যুযুৎসুঃ পাণ্ডবার্থায় মহাবাহুঃ মহারথম্।
সুবাহুরাত্তবাহুঃ শূরঃ মরো হ্রোণায়বাহবে ॥ ১৩
সুবাহোঃ সমরশ্লাঘাবলাঢ্যঃ পরিঘোপমৌ।
যুযুৎসুঃ বিত্র-পীবরৌ ক্রুদ্ধস্যোমঞ্জিনম্ মুখে ॥ ১৪

• রাজ্ঞাঃ পাণ্ডবমুখ্যেষ্টঃ সর্বাস্ত্রাণাম্ মুনিঃ স্বয়ম্
যেনেব সাগরঃ শুষ্কঃ মহত্যাঃ সমরেরয়া ॥ ১৫
যঃ দণ্ডধারো ধনুষি দ্রোণিমভিদুরোদরিবে।
মহেশ্বরঃ চতুর্বেদো শরৈর্দিব্যাস্ত্রসংযুতৈঃ ॥ ১৬
তস্য নানাবিধাঃ কেতুবৃক্ষকর্ণ চ কার্মুকম্
ক্ষুরাঘাতাঃ পাণ্ডবো জোষ্ঠস্ত ইন্দ্রকুলজনাঃ ॥ ১৭
ভীষণ রাজা বাহ্লীকো বাহ্লানাম্ ক্রমণম্ মরৈঃ।
আত্তবজ্রঃ মহাসৈন্যঃ সহানীকঃ ক্ষয়ায়হে ॥ ১৮
যঃ যুদ্ধমতন্দ্রঃ ঘোরঃ বৃষ্ণীনাম্ সমসেনয়োঃ।
প্রথা মহাধনুশ্চোদিপয়োঃ সম্প্রতিষ্ঠয়োঃ ॥ ১৯
বিশালাক্ষবিশালাবন্তৌ বিরাটঃ মৎস্যরাষ্ট্রজম্।
মহাসৈন্যৌ মহানীকৌ যমেশ্রাবৌ পুরা বলিম্ ॥ ২০
ভূষণবিচলনঃ যুদ্ধমাসীৎ দেবাসুরোপমম্।
মৎস্যানাম্ কেকয়ৈঃ সার্ধম্ভীতাবেষবধিষম্ ॥ ২১

প্রজাবান্ ; হ্রেষ্ণঃযাকে স্বীয় বশীভূত করিতে বহুত যত্ন করা সত্ত্বেও যাহাকে কোনমতে বশীভূত করিতে পারিলেন না।

তখন ভূরিশ্রবা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতবর্মাকে স্বীয় বাসস্থানের দ্বারা অন্তরিত করিয়া তাহার রথ ভঙ্গ করিলেন এবং কৃতবর্মার সারথিকে সেইরূপ আঘাত করিলেন, যেরূপ দেব এই সমস্ত বস্তু এই সমস্ত বস্তুকে দূর করিয়া থাকে ॥ ৭

অনন্তর বীর্যাবিশারী সিন্ধুরাজ অক্ষয় হোণায়ুধের দ্বারা তাহার উপর সমস্তাৎ অক্ষয়শ্যাকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বহু সংখ্যায় ভগ্ন করিলেন ॥ ৮

তখন অক্ষয়শ্যা ভূমিতে হইয়া সিন্ধুরাজ রথসমূহের অক্ষ ও যুগ ছেদন করিয়া বলটি বারাহাস্ত্রের দ্বারা তাঁহার সমস্ত সমরসম্ভার গভীরভাবে আঘাত করিলেন ॥ ৯

তাহার পর সিন্ধুরাজ অন্য বহু গ্রহণ করত নিশিত মুখের ন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে লৌহে নির্মিত বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে অক্ষয়শ্যাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০

তখন পাণ্ডুনন্দন ভূরিশ্রবা বিদ্ধ করিতে যত্নবানে অবস্থানকারী বীর ভূরিশ্রবাকে হোণায়ুধের নিকটে যমনে যাহা দান করিলেন ॥ ১১

তখন ভূরিশ্রবা প্রযোগকারী ধ্রুবাস্ত্র পরিত্যক্ত হইলে (যেমন) ও শত্রুসৈন্যকে ভূষিত বাহুযুক্ত বীর ভীষ্ম ও দ্রৌপদীর ভূষিত বাহুসমূহ বাণের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১২

পাণ্ডবদের বধাকাঙ্ক্ষী রাজা বৃষ্ণীবংশকে যত্নের সহিত সেইভাবে রক্ষা করিলেন, যেরূপ কুল মহাসাগরকে উটপক্ষি রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১৩

তখনই ভূরিশ্রবা বলের উপর মহাস্ত্রসমূহ সমাহার করিতেছিলেন। তখন মহারাজ দ্রৌপদীর বাণের দ্বারা ভূরিশ্রবাকে বিদ্ধ করত বীরত্বের গর্ব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

তাহার পর ক্রোধ পরায় ভূরিশ্রবা দুইটি ধ্রুবাস্ত্রের দ্বারা ধর্মরাজের বলের অক্ষ ও যুগ ছেদন করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া সমরে ধর্ম ক্রোধান্বিত করিয়া উঠিল ॥ ১৫

এইরূপ বীর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা ধার্মিক ইন্দ্রসেনের সহিত যাইতে রাজা ক্রমণকে বিদ্ধ বাণসমূহে বিদারণ করিলেন।

যেরূপ মহাবাহাবী দুইটি বিশাল বৃষভপতি। মধ্যে যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সৈন্যগণ এই দুই যুদ্ধ মহাপক্ষির মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৮ ১৯

অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ নিজ সৈন্যবাহিনী লইয়া বিশাল সৈন্য-সহ রাজা বিরাটের নিকট সৌহৃদ্যবশে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ পুরাকালে রাজা বলির উপর অগ্নি ও দেবরাজ ইন্দ্র বাণিজ হইয়াছিলেন ॥ ২০

সেই সময় মৎস্যদেশীয় সৈন্যদের কেকয়-দেশবাসী সৈন্যদের সহিত দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। উহাতে হস্তী, অশ্ব ও রথ সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল ॥ ২১

মাতুলিঃ তু শল্যানীকং কৃতবর্মা সতোমরম্।
অভ্যরক্ষদ্বিমুঞ্চানি বাণঃ দ্রোণায়বারয়ৎ। ২১
ততো মকুলরাজন্যবিভিন্নৈঃ পুলাদিভৈঃ।
ছত্রে বিবস্বদ্বিরসঃ কৃতবর্মাণমাদ্রবৎ। ২২
পুরুসোমস্তু বিক্রান্তমায়ান্তং তং পরৌঘিনম্।
দ্রোণায়ান্তিমুখঃ বীরঃ বিবিংশতিরবারয়ৎ। ২৩
পুরুসোমস্তু সংক্রুদ্ধঃ শলিকুব্যরিভিস্ত্রিভিঃ।
বিবিংশতিং শরৈরিত্বা সারথিং চ ধ্বজং শিরঃ। ২৪
অথ তীব্রাভঃ শাণধৌতৈঃ সপ্তভিঃ শিতৈঃ।
ষড়্ভিঃ সারথিরস্যায়নহন্ ধ্বজমাশুনম্। ২৫
ক্রুদ্ধস্তমাশুবাস্যন্তং ধনুশ্চন্দ্রৈশ্চতুর্ভিঃ।
চৈত্রসেনির্মহারাজ তব পৌত্রঃ ক্ষুরাদ্রয়ৎ। ২৬
তৌ পৌত্রৌ তব দুর্ধর্ষৌ পরস্পরবধৈষিণৌ।
পিতৃব্যার্থায় বিক্রান্তৌ চক্রতুর্যুদ্ধমুত্তমম্। ২৭

বিচিত্রধনুষৌ তৌ দৃষ্ট্বা প্রতিবিন্ধ্যঃ সুতস্তবে।
দ্রৌণিব্যাঃ পিতুঃ কৃষ্ণং মার্গণৈঃ সমবারয়ৎ। ২৯
তং ক্রুদ্ধঃ প্রতিবিন্ধ্যায় প্রতিবিন্ধ্যঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
নিহত্য সারথিং তস্যাঃ পিতুরগ্রে ব্যবস্থিতম্। ৩০
প্রবপন্নিব বীজানি বীজকালে সমন্ততঃ।
দ্রোণায়নিস্তোমরেণ পরবৈরবধাকিনং। ৩১
আত্মনিঃ ক্রুরকৌর্ম্যস্য দ্রৌপদেয়ঃ সুতাবরম্।
দ্রোণায়ান্তিমুখঃ বাক্যং দ্রৌণায়নিরবারয়ৎ। ৩২
তস্য কৃষ্ণসুতঃ ক্রুদ্ধস্তিভিস্তিভিরস্যকৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
বহুধর্মজ্ঞ সুতস্য ছিত্বা দ্রোণায়নিঃ ধনুঃ। ৩৩
অন্যৎ সুতস্য রাজন্ তবঃ সেনাপতিঃ।
তং পঞ্চভিরতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ সমবারয়ৎ। ৩৪
স সন্ধায় ধনুস্তেষাং ছিত্বা সপ্ত চ সায়কান্।
সপ্তভিঃ শরজালানি বিসৃজন্ বহুশোভত। ৩৫

যখন নকুলের পুত্র শতানীক বাণসমূহ দ্বারা কৌরবদের সৈন্যকে দ্রোণাচার্যের দিকে অগ্রসর হইতে দিলেন, তখন কৃতবর্মা সত্বরই দ্রোণাচার্যের নিকটে সমরে উপস্থিত হইয়া বাধা দিলেন। ২১

যখন নকুল-পুত্র শতানীক তিনটি আশুগামী তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা যুদ্ধে কৃতবর্মার ধ্বজ ও সারথিকে কাটিয়া ফেলিলেন। ২২

পরাক্রমী বীর পুরুসোম অগ্রসর হইতে করিতে যখন দ্রোণাচার্যের সম্মুখে আসিয়াছিলেন, তখন বিবিংশতি তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ২৩

তাঁহাতে ক্রুদ্ধসোম অন্যান্য তুণির হইয়া নিজের বাণে বিবিংশতিকে শরজালী বাণসমূহে আবৃত করিয়া তাহার এক তূণীরস্থিত বীরের ন্যায় ভয়ঙ্করদর্শন ধ্বজ তাঁহার সিংহকে কাটিয়া ফেলিলেন। ২৪

তাহার পর তীক্ষ্ণধার ছয়টি তীক্ষ্ণ সৌবর্ণ শিলাধৌত বাণের দ্বারা সারথি-সহ শীঘ্রগামী ধ্বজাগ্রকে ছেদন করিলেন। ২৫

মহারাজ! ক্রুরকর্মা মহারথী অগ্রে আক্রোশ করিয়া যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। এই আসন্নকাল সৌম্য ক্রুরকর্মাকে চিত্রসেনের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য বলিলেন। ২৬

আপনার এই দুই দুর্জয় বীর সৌম্য পরস্পরকে বধ করিবার বাসনা করিয়া নিজ পিতৃব্যের কার্যসাধন নিমিত্ত করিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৭

দ্রৌণায়নি প্রতিবিন্ধ্যের ধনুকে জ্যা ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া তাহার সারথি ও ধ্বজকে বধ করিলেন। ২৯

তখন প্রতিবিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রৌণায়নির ধনুকে জ্যা ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া তাহার সারথি ও ধ্বজকে বধ করিলেন। ৩০

দ্রৌণায়নি প্রতিবিন্ধ্যের পিতৃব্যের সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজের সমান বল জানিয়া করিতে অবজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতিবিন্ধ্যকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। ৩১

যাহার জন্যে নিজপুত্রের চিত্ত আছে, এবং যিনি নিজার হইনিবির জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামাকে প্রতিবিন্ধ্য নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩২

মহারাজ! তখন দ্রৌপদীর অশ্বত্থামা দ্রৌপদীবন্ধন প্রতিবিন্ধ্যের উপর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে থাকিলেন, যেমন কোন ক্রুদ্ধ বীর বপন করিবার সময় ক্ষেত্রে বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ৩৩

তাহার অন্য দ্রৌপদীসুতার ক্রুরকীর্তিকে দ্রোণাচার্যের সম্মুখে থাকিয়া দেখিয়া দ্রৌপদীর পুত্র তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ৩৪

তখন অন্য পরাক্রমী অন্য পুত্র ক্রুরকীর্তি তিনটি অগ্নিসম তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা দ্রৌপদীতনয়ের ধনু, ধ্বজ ও সারথিকে ছেদন করিয়া দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩৫

রাজন্! তিনি উত্তমাস্ত্রের শৈক্ষণতাই সকলাপেক্ষা অধিক বীর বলিয়া গণ্য, সেই বহু ও দ্রোণরক্ষা সমূহরাজের অগ্নিপরিমাণ দুর্যোধনপুত্র লক্ষ্য করিতেছিলেন। ৩৬

তারপর! তখন তিনি লক্ষ্যের বহু ও শতচিহ্ন ছেদন করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ৩৭

বিবর্ধন্ত মহাপ্রাজ্ঞো যাজ্ঞসেনিং বিবর্ধিনম্।
পর্যাবারয়তাং তূর্ণং রথানাং সপ্তবো দ্রুতা। ৫৬
তমন্তরমিদং জ্ঞাত্বা যাজ্ঞসেনিঃ প্রতাপবান্।
বিদ্ধ্যং তত্র ঘাতয়ামাস ধনুষ্কো দৃঢ়ং শরৈ। ৫৭
অমর্ষোঽভিপ্লুতা বীরমুভয়োর্জলসন্ধয়ে।
স্রোতসাভিপ্লুতা যান্তং সহৌঘেন সুবাহুনে। ৫৮
স সপ্তভিরমিত্রঘ্নঃ পুরুষদিংভিরোজসা।
সৈনিকানাঞ্চ সর্বেষাং ত্রয়োদশ শীঘ্রিনর্ষভঃ। ৫৯
দুর্মুখস্তু মহেষ্বাসো ভীমঃ পুরুজিতং বলী
স্রোতসাভিপ্লুতা যান্তং কালপাশৈরবারয়ৎ। ৬০
স দুর্মুখং শ্রুবোর্মধ্যে বাণেনোন্মাথ্য তাড়য়ৎ।
তস্য ত্বন্ বিবরৌ বক্ত্রং সমাবেশিব পন্নগম্। ৬১
বর্ধন্ত কেতুমান্ ভ্রাতুন্ পক্ষ লোহিতকণ্ঠজান্।
স্রোতসাভিমুখং যান্তান্ শরজালৈরবাকিরৎ। ৬২

তে চৈনং ক্ষুরপন্তুণ্ণাঃ শরবৈরবাকিরন্।
স চ তানাশুবাণেন শরজালৈঃ পুনঃ পুনঃ। ৬৩
নৈব বর্মো ন তে পক্ষ ধনুস্তূণাবলম্বনাঃ।
নাশকন্নুত্তরং দাতুং পরস্পরবাদিনঃ। ৬৪
পুত্রাস্তে দুর্জয়স্যৈব জগ্মুর্ নিধনং চ তে।
ভীমকার্মুকনির্মোক্তৈরেতীব শরসংঘনৈ। ৬৫
তদ্ দৃষ্ট্বা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেনস্য বিক্রমম্।
সিংহধ্বজরথাঃ ক্রুদ্ধা ধর্মরাজপুরোগমাঃ। ৬৬
ক্ষেমমূর্তি-ধনুষ্কৌ তু আরভ্যো নাম তঃ পুনি।
স্রোতসাভিমুখং যান্তা শরৈস্তীক্ষ্ণৈরবাকিরন্। ৬৭
তয়োস্তস্য চ তদ্ দৃষ্ট্বা সংরম্ভমনুচিন্তয়ন্।
সিংহশ্চ বিপমুখ্যাভ্যাং প্রতিযাত্যাং যথা বনে। ৬৮
রাজানং তু তথাবস্থং দৃষ্ট্বাভিনির্ভিন্নম্।
তেভিরাঃ শরজালেন ক্রুদ্ধো স্রোতসমারয়ৎ। ৬৯

তখন তাঁহার অস্ত্রের দক্ষতা দর্শনে ঈদৃশ ব্যবহার করিয়া তাহারা এবং বর্ধন বীর ভ্রাতাদিগকে পুনঃ পুনঃ আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ৬৩

বর্ধ এবং এই পক্ষ রাজকুমার সেই সময় পরস্পরের উপর শর ব্যবহারে ব্যাপৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া অশ্ব, সারথি, রথ এবং ধনুক অক্ষম করিয়া ফেলিলেন। ৬৪

রাজপুত্র দুর্জয়ের সেই সময় পরলোকের উপর চলিয়া গেলেন। ভীমের ধনুর্নির্মুক্ত বাণসমূহ তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে ভেদ করিতে লাগিল। ৬৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেনের বিক্রম দর্শনে ধর্মরাজ-পুরোগামী সিংহধ্বজ রথিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষেমমূর্তি ও ধনুষ্ক—এই দুই ভ্রাতা মুখে স্রোতসেনের দিকে অগ্রসরকারী তাঁহার বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৬-৬৭

সেনা এবং এই দুই ভ্রাতার মুখে স্রোতসেনের দিকে অগ্রসরকারী তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬৭

যেরূপ বনমধ্যে ক্রুদ্ধ দুইটি ব্যাঘ্রের সহিত একটি সিংহের যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ এই দুই ভ্রাতার সহিত সাত্যকির অত্যন্ত অদ্ভুতের ন্যায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৬৮

যুদ্ধে অভিনিবিষ্টকারী তাহা অর্জুনকে ক্রুদ্ধ ভোজরাজ কৃতবর্মার দ্বারা স্রোতসেনের নিকটে যাইতে বাধাপ্রদান করিলেন। ৬৯

অথোদ্যম্য ধনুর্মুখ্যং নিশিতাংশ্চ শিলীমুখান্।
স তত্যাজ শরান্ ঘোরান্ যমদণ্ডোপমান্ রণে ॥ ৫০
বাহুকেতূংশ্চ সাঙ্গদান্ কুণ্ডলোষ্ণীষধারিণঃ।
অমুঞ্চৎ ক্ষুরকৈর্ভল্লৈঃ ক্রুদ্ধঃ পাঞ্চালপাণ্ডবান্ ॥ ৫১
যুধাম্বো রুরুমাত্রেণ যুধামন্যুশ্চতুর্ভিরথ।
দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহারথৌ ॥ ৫২
তে যুগপদ্ধনুংষ্যাশু বাণাংশ্চিক্ষিপুরোজসা।
সৌমদত্তিস্তু রাজানং ধনিনাং বরমাশ্রিতম্।
সপ্তভিঃ সপ্তভির্বাণৈর্জঘ্নে দ্রোণস্য পশ্যতঃ ॥ ৫৪
স সৌমদত্তের্ধ্বজিনং ধ্বজং চাপং শরাসনম্।
পুনঃ সপ্তভিরাগত্য ভল্লৈশ্ছিত্ত্বা ব্যনাশয়ৎ ॥ ৫৫
অথাদায় ধনুর্ভীমং ভীমসেনধনুর্হরঃ।
সাশ্বসূতরথং তূর্ণং চকর্ত্ত বহুধা শিতৈঃ ॥ ৫৬
হতঞ্চ যং সমাস্থায় বৃত্রবাধং চাপলম্।
শক্রং মন্যন্ত রাজানং বাসবং সাত্যকীং তদা ॥ ৫৭

পাঞ্চালিস্তমিষাস্ত্রবলবান্ প্রতি দুর্জয়ম্।
সমর্থঃ সাত্যকীষেব দৃঢ়সেনো ন্যবারয়ৎ ॥ ৫৮
ধনুশ্চিরিনিরিন্দ্রিশক্তিপাশোষরোপলৈঃ।
কঙ্কবৈর্ভল্লতীক্ষ্ণাগ্রৈঃ প্রাহিণোদ্যমসাদনৈঃ ॥ ৫৯
মূলৈর্দুর্ধর্ষৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিন্দিপাল-পরশ্বধৈঃ।
পাণ্ডুরাভ্রনিভৈর্ঘোরৈস্তমসোঽস্ত্রপ্রতাপনৈঃ ॥ ৬০
আকুলং প্রকরন্তং তং বিদ্ধ্বা বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সেনাং বিচৰ্ষয়ন্তাশু দ্রৌপদ্রেয়স্য ঘাতকঃ ॥ ৬১
তং তু নানাস্ত্রসংবীরো নানাযুদ্ধবিশারদঃ।
রাজানং রাজিনং ক্রুদ্ধঃ সমাহত্য ন্যবারয়ৎ ॥ ৬২
সংরোধ্যমানং বৃদ্ধেন বৃদ্ধেনাস্ত্রবিদাং বরঃ।
তাবপশ্যন্ মহাবীর্যৌ দ্রোণপাঞ্চালপুঙ্গবৌ ॥ ৬৩
তাবন্যোন্যং সেনাগ্রে দৃষ্ট্বাস্ত্রৈঃ সংবৃতং রণে।
ত্বরমাণৌ জিঘাংসন্তৌ পরান্ বিস্মৃত্য সংযুগে ॥

তখন অস্ত্র আকৃষ্টকারী সমরশায়ী ভৈরবাকৃতি বিশীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে তিনি রোষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫০

পরমানের পুত্র যেই দ্রোণাচার্য্য কুরুসৈন্যগণ বাহুবলিকে দ্রোণাচার্য্যের দিকে যাইতে দেখিয়া তাঁহার বলবৃদ্ধির জন্য করিলেন ॥ ৫১

দ্রুপদাচার্য্য ও বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকিসহ বিচিত্রযোধিনী যুদ্ধ করিতেছিলেন। যাঁহারা এই উভয়কে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মন তাহাতেই আসক্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সময় তাঁহাদের অন্য কোন-ও বিষয় জ্ঞান ছিল না ॥ ৫২

সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখীন হইতে হইতে তাঁহার উপর আক্রমণকারী অনেক রাজা যমালয়ে নিবাস করিলেন ॥ ৫৩

তখন যমিনাং অধিপতি ভূরিশ্রবা বিবিধ বাণ, অসি-পতাকা, নারাচ ও ঋষ্টিকে ছেদন করিয়া রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৫৪

ইহা দেখিয়া ভূপতিত দ্রুপদাত্মজ ক্রমশালী পঞ্চজনের ভূরিশ্রবা অতি সত্বর রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বিশাল তরবারির দ্বারা সারথি, অশ্ব এবং রথের দ্বারা যমিনাংকে কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৫

রাজন্! তাহার পর ভূরিশ্রবা নিজ রথে উপবেশন করত তাহাই অবলম্বনে সত্বর রাখিয়া অপর এক রথে আরূঢ় দ্রুপদ পাঞ্চালরাজপুত্রকে সংহার করিতে আসিলেন ॥ ৫৬

যেরূপ ইন্দ্র অসুরগণের উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ দ্রোণাচার্য্যের দিকে যাইবার ইচ্ছায় বীর পাঞ্চালকে শত্রুসৈন্য বীর কৃতবর্ম্মা নিজ বাণসমূহে নিবারণ করিলেন ॥ ৫৭

তারপর অসি, শক্তি, ঋষ্টি, গদা, মুষল, মুদ্গর, চক্র, ত্রিশিখশূল, পাশ, কুলি, বাণ, অশ্ম, তোমর, ভিন্দিপাল, পরশু, ভূমি, বায়ু, অগ্নি, জল, অস্ত্র, বৃষ্টিরূপাস্ত্র, তম ও সূর্য্যাস্ত্রের দ্বারা দ্রৌপদ-সৈন্যদিগকে পীড়ন করিতে, সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ছিন্ন-ভিন্ন করিতে, চালিয়া দিতে, নিহত করিতে, সাহায্য দিতে, দূরে ফেলিয়া দিতে এবং সমস্ত সৈন্যদিগকে ভীত করিতে থাকিয়া অটোৎকচ সেখানে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৮-৬০

সেই সময় এই রাক্ষসকে ক্রুদ্ধ অন্তকসদৃশ বাণসহ ধনুর্দ্ধারী যুধাপরাজী বাসোরগের দ্বারা ওরূপ আসত হইয়া ॥ ৬১

এই দুই ঘোর রাক্ষসমূদনকারীর মধ্যে ভৈরব যুদ্ধ হইতে লাগিল, যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৬২

(মহারাজ!) ওরূপাবস্থায় দ্রোণাচার্য্য যখন দেখিলেন যে, পাণ্ডব-সেনাপতি মহারথী বৃষ্টদ্যুম্ন অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া নিজ রথী ও সেবকগণের সহিত আমারই দিকে আসিতেছে এবং শত্রুসৈন্যের উপর বাণবর্ষণ বিস্তার করিতেছে, তখন তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন ॥

সময়ে তাহাকে মন্ত্রে ক'রে এবং আমাকে নমস্কার পূর্ব্বক যা পাঠ ক'রলে মহাফল প্রাপ্ত হয়, একাগ্রচিত্ত ও বশম্বদ হ'য়ে "ওঁ নমো বাসুদেবায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রবে। অবশভাবে যে নামকীর্ত্তন ক'রলেও সিংহ-ভয়ে তীব্র মৃগগণের ন্যায় সমস্ত পাপ হ'তে পুরুষ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। অক্ষ ও অক্ষরের অতীত ও উত্তম ব'লে পুরুষোত্তম অভিহিত হন। তুমি অধ্যক্ষ, নারদ, দেব, প্রভব, পুরুষোত্তম, পুণ্ডরীকাক্ষ, নারায়ণ, জ্যোতির্ম্ময় হরি, লোকনাথ, মহাত্মাদের অক্ষয়, পরমপদ; আমি তোমার শরণ নিয়েছি, তুমি বিশ্বভোমুখ সমস্ত লোকের স্রষ্টা, অথচ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা। আমি তোমার শরণাগত, তুমি পদ্মনাভ সুরীকেশ দেবা অচ্যুত হিরণ্যগর্ভ অক্ষয়, আমি তোমার শরণ নিয়েছি। তুমি প্রভুর প্রভু, অনন্ত সহস্রশীর্ষক মহর্ষি মধ্যে মহাভাবকারী ঋষি তুল্য, আমি তোমার শরণ নিয়েছি, তুমি সূক্ষ্ম অচল মহেশ্বর নিষ্পাপ শুচি নারায়ণ পুরাণের যোগধাম সনাতন, আমি তোমার শরণ নিয়েছি,—এইভাবে নারদকে আমার মহত্ত্ব অলৌকিকী অনুভূতি উপদেশ করি। ভিন্ন হ'তে উঠে এই অনুভূতি সহজে পাঠ ও আয়ত্ত ক'রবে। নারদকে আরও বলি—মনুষ্য মনুপাপযুক্ত হ'লে যদি কেহ একমাত্র আমাকে শরণ করে, সে যদি পাপাচারী হয় তা হ'লেও পরমাগতি লাভ ক'রে থাকে, মহত্ত্বার আগ্রহপূর্ব্বক যজ্ঞ-যাজোপি ক্রিয়া ক'রলে ফল পাওয়া যায় কিন্তু তাতে পুনর্জন্ম হয়, পিতৃগণের অর্চ্চনা, দেবগণের স্তব, অগ্নিহোত্রে হোম এবং আমার পূজোপহার দিতে দিতে যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে, সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। মহাযজ্ঞাদিদের যজ্ঞ দান তপস্যা পরিত্রকারী, তা ভাববিবর্জ্জিত হ'য়ে করা উচিত। পূর্ণিমা অমাবস্যা ও যাত্রাতিথিতে অন্যান্য বিশেষতঃ আমার ভক্তজনগণকে

ইহা শোনাবে, যে মানে। অন্যান্য হ'য়ে আমার যে ভক্ত "মন্ত্র" এইমাত্র বলে, সে একাল হলেও অমরলোকে পেয়ে থাকে। বিধি-পূর্বক যে মানবগণ আমার ভজন করেন, তাঁরা ভাগ্যবান্ ও মহাত্মা হ'য়ে পরমগতি লাভ করেন। এ সংসারে কর্মসমূহ আমাকে লঙ্ঘিত, কিন্তু আমার ভক্ত অনন্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। যে ভেবেছে ব্রহ্মক অনলস হ'য়ে তুমি আমার ধ্যান কর। যজ্ঞোপদেশ দ্বারা মজ্ঞান-মানিগণকে যিনি জ্ঞানদান করেন, সমস্ত পৃথিবী দান করলেও তার তুলা হয় না। তজ্জন্য সাধুগণকে বহু-সমাদরী এই অনুভূতি প্রদান করা কর্তব্য, এরূপ আচরণে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে এবং পরমপদ পাবে। আমার ভক্তসকল যে পরমপদ লাভ করেন, সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা সে-পদ পাওয়া যায় না। আমি মানবকে এভাবে আমার ভাগবত ধর্ম বলেছিলাম। যখন মানবগণ মোহের ঘোরে আমার পরম ধর্ম বিস্মৃত হয়, তখন আমি আমার ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য লীলাদেহ ধারণ করি।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন ভাষ্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১৩, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শান্তরঞ্জনবাণী প্রেস, মহাজিজন ঘাট, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ব্রজনাথ-গীতা

সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব।
সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা কৃপাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

আমি জন্মরহিত অনন্ত স্বভাব হ'য়েও স্বীয় চক্ষু সমাধিস্থা প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে নিজস্ব উচ্চিত সম্ভূতিতে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগকে নাশ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য খেলায় অবতরণ করি।

আমার বক্ষকে আমি সংস্থাপিত ক'রে থাকি, ভগবান্ সদ্গুরু আমার পরমভক্ত, ভাগবতধর্মবেত্তা, লোক-কল্যাণের জন্য তিনি সতত উৎসুক। একবার সহস্রচন্দ্রদর্শন কালে জপ, হোম, অর্চনা সহকারে রামমন্ত্র জপ করেন, তখন আমি প্রসন্ন হয়ে গুরুকে বলি—"হে পরমেশ্বর! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা দিব।" তখন গুরু বলেন—"অধিকন্তিকায় আমার ক্ষেত্রে গুরুর

১০ম বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস ১৩৭৮] [৪র্থ সংখ্যা— ছাপরী বাজা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

বৃহত্তর সচিত্রিকা পরিকল্পনায় অপূর্ব্ব আকর্ষণীয় ভাষার ঔজ্জ্বল্যে ও সুমুদ্রণে মহাভারত গ্রন্থকাব্যরত্নোদ্ধারের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

মূল-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য ডি.লিট্ ও শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি.লিট্

সহ-সম্পাদক মণ্ডল

শ্রীস্বামোদরম্ বিদ্যাভূষণ শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রকাশিকাত্রী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সঙ্ঘাধার)

মুদ্রণ-কর্ম্মনির্ব্বাহক :—
শ্রী: শ্রীবিমলানন্দ বে, এম্-বি,
ডি. ও. এস্, এম্. ডি.পি.এইচ্,
ডি.টি.এম্, এফ্ এফ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এম্.টি.এম্ এফ্ এফ্ (লণ্ডন)।
নিজস্ব বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৫৮ নি. বিবাদবাগী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৫-৯৯-৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাবাস শারদীয়া মাসিক পত্র। প্রতি বঙ্গাব্দে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও ব্রহ্মদেশে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে ৺রাধি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীগন্ধৌকি-নারায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর আবশ্যক আর্যাবাস ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক আর্যাবাস, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১, সি, ওয়ার্ট, ডি, রোড, কলিকাতা-৫৪" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কোন অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সহকারী সম্পাদক আর্যাবাস, ৩৯সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা নিয়া প্রচেষ্টা করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রব্যয় জবাবী-পত্র (রিপ্লাই কার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাবাসের পূরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগে বাংলার বাহিরে আসিবে না অন্য কোন উপায়ে প্রেরণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পাদক—আর্যাবাস
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১, সি, ওয়ার্ট, ডি, রোড,
কলিকাতা- ৫৪

বহুভা সহস্রাণেন কিরন্তঃ শত্রুবাহিনীম্।
অবাবরন্নরাংস্তাত সাদয়ন্তঃ সলাধনান্॥
অথানো পার্থিবা রাজন্ বহবস্তাত্রিকীর্ষিতাঃ।
সমসজ্জন্ত সর্বে তে যথাযোগং যথা বলম্॥
হয়ৈর্হয়াঃ রথা রথৈঃ কুঞ্জরৈরেব কুঞ্জরাঃ।
পদাতৈঃ পদাতীশ্চ মহেষ্বাসা মহারথাঃ॥
সমুদ্রাবাবকাশানি তত্রৈব পুরুষর্ষভাঃ।
চক্রুর্বীর্যবতস্তানি সংগ্রামান্ পরমান্ততান্॥)
এবং ব্যবস্থতাস্তাংস্তু রথবারণবাজিনঃ।

পদাতীনাঞ্চ তত্রাসীদ্ যত্র যত্র যেষাঞ্চ সঙ্গমঃ॥ ৬॥
নৈরাতৃদ্যো দৃষ্টপূর্বঃ সংগ্রামো নৈব চ ক্বচিৎ।
রোমহর্ষাবহতরো বৃত্ত প্রপততাং যথাতথম্॥ ৭॥
ইদং ঘোরতরং চিত্রমিতি রৌদ্রমিতি প্রভো।
তত্র যুদ্ধান্যবর্তন্ত প্রবৃত্তানি বহূনি চ॥ ৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

রাজন্! এইরূপ অন্যান্য যুদ্ধোদ্যমগণ নিজ নিজ উদ্যম ও বলানুসারে যুদ্ধ সজ্জিতদের সহিত মিলিত হইলেন। ইহাদের সংখ্যা বহু হওয়ায় সকলের নাম উল্লেখ করা যাইল না॥

অশ্ব সকলের সহিত অশ্ব সকল, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ, পদাতির সৈন্যগণের সহিত পদাতির সৈন্যগণ এবং রথী বীরদিগের সহিত মহারথী বীরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজ নিজ বল ও পরাক্রমের অনুরূপ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া যথা-উদ্যোগিত কর্ম করিতেছিলেন)

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। এইরূপ আপনার ও পাণ্ডবদিগের সেই ভয়ের যুদ্ধ রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতির সৈন্যদের পরস্পর সঙ্কুল (মুদ্গর—গুর যোধা) পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ৬॥

রোমাঞ্চকারক যে ও সংকটময় কার্যে নিত্য পাণ্ডব এবং কৌরব-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এরূপ সংগ্রাম পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই এবং শোনাও যায় নাই॥ ৭॥

প্রভো! এখানে ভিন্ন-ভিন্ন যে বিচিত্রভাবে যুদ্ধ হইতে দেখা যাইল। যাহা দেখিয়া সকলেই বলিতে ছিলেন যে, 'এখানে ঘোর যুদ্ধ হইতেছে, এখানে বিচিত্র সংগ্রাম হইতে দেখা যাইতেছে, এখানে অত্যন্ত ভয়ের রোমাঞ্চ হইতেছে॥ ৮॥

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বণি বেদব্যাসপ্রণীত সংশপ্তকবধপর্বে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনের হস্তিসৈন্য সহ ভীষ্মসেনের যুদ্ধ তথা হস্তিসৈন্য 'অর্জুনস্তু চ বহুভঃ' পরাক্রমঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যেষেষু সন্নিপতেষু প্রবৃত্তেষ্বতনঃ।
কথং যুযুধিরে পার্থা মামকাশ্চ তদব্রবীঃ॥ ১॥
কিমর্জুনস্তদা কর্তেতি সংশপ্তকবলং প্রতি।

সংশপ্তকা বা পার্থস্য কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ২॥

সঞ্জয় উবাচ।

তথা তেষু বিসৃষ্টেষু প্রবৃত্তেষ্বতনঃ।
ব্যদৃশ্যতাবধূতঃ ভীমঃ সাগরীকেন তে শৃণু॥ ৩॥

যুদ্ধ করিতেছেন? সংশপ্তকগণের উপর আক্রমণের জন্য অর্জুন কি করিল? কিম্বা সংশপ্তকগণ অর্জুনকে কি করিল? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ যখন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন এবং কৌরব-যোদ্ধারা যখন তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য উদ্যত হইলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্যোধন স্বয়ং হস্তি-সৈন্যসহিত সঙ্গে লইয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৩॥

স নাথে ইব নাথেন লোকপালেন লোকঃ।
সমাদুদ্রুবে যত্র রাজা রাজবীর্যমুপাশ্রয়ন্। ৭
স বৃদ্ধক্ষত্রস্য পার্থো বায়বীয়েন ভারিষ।
অভিনৎ কুঞ্জরানীকমচিরেণৈব ভারত। ৪
তে গজা বিনিভিন্নাশ্চা রুজন্তঃ সাদিনো ভুবম্।
ভীমসেনস্য বাণার্তৈর্বিমুখা বিদ্রুতা যুধি। ৯
বিভ্রদ্ভেমজালানি যথা বায়ুঃ সমুদ্ধতঃ।
তথৈবং তাবকানীকানি ক্ষয়ং নীতানি পাণ্ডবৈঃ। ১০
স তেষু বিপ্রভগ্নেষু বাণান্ ভীমো নরেশ্বরোত্তম।
তবানেবিব সর্বেষু গজভীত্রবিদৎ রণে। ১১
তে ভীমবাণাভিহতাঃ সাদ্যমানা বিদুর্দ্রবাঃ।
গজভিত্তিরিবার্তস্য যোধিনো নানাবলাহকাঃ। ১২
তথা গজানাং তদনং দুর্যোধনবলস্য চ।
ক্রুদ্ধো দুর্যোধনোঽভ্যেত্য প্রত্যবিধ্যদ্রিভিঃ শরৈঃ। ১৩

তত: ক্রুদ্ধো বিশিখৈঃ ক্রুরকর্মভিরচ্যুতঃ।
অষ্টভির্নিশিতৈর্ভীমো বিব্যাধ পতত্রিভিঃ। ১৪
স শরাচ্ছিন্নসর্বাঙ্গঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ পাণ্ডবম্।
নারাচৈরষ্টভিস্তীক্ষ্ণৈর্ভীমসেনঃ পরাক্রমী। ১৫
তস্য বাণা বলিবরঃ কবচিত্রমুক্তে স্থিরম্।
ভুজাভ্যাং কার্মুকং চৈব ক্ষিপ্রং চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ। ১৬
দুর্যোধনঃ পীড়মানঃ দৃষ্ট্বা ভীমেন মার্গিষ।
দুষ্কোঽবিষহতাপাদমো মাতঙ্গমাস্থিতঃ। ১৭
তমাপতন্তং নাগেন্দ্রমমুপ্রতিমবলম্।
কুদ্ধাত্মজং ভীমসেনো নারাচৈরাবধীৎ ভৃশম্। ১৮
তস্য কায়ং বিনির্ভিদ্য তমশ্বং বরণীতলে।
তত: পপাত বিহ্বলো বজাহত ইবাচলঃ। ১৯
তমাপতন্তমালক্ষ্য ভ্রাতরং পরিষস্বজে।
বিরথিকৃতং তত্রেন ক্ষিপ্রকারী দৃঢ়ব্রতঃ। ২০

যেরূপ হস্তীরা হস্তীদের সহিত এবং তুরঙ্গরা তুরঙ্গদের সহিত যুদ্ধ বিলিত হয়, সেইরূপ রাজা দুর্যোধন সত্বর হয়ে আসুন হইয়া ভীমসেন যখন হস্তীসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪

আর্যশ্রী মহোদয়! বৃদ্ধক্ষত্রের ভীমসেন যুদ্ধে বিপুল ও বায়ুবলশালী ছিলেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই হস্তী-সৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৫

সেই হাতীরা পর্বতসদৃশ বিশালদেহ ও মদমত্তগামী ছিল, কিন্তু ভীমসেনের বাণাঘাতে আহতদের সকল মদ বাহির হইয়া যাইল। তাহারা তখন ভূমিসাৎ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ৬

যেরূপ ভীষণবেগে ঊত্থিত প্রবল বায়ু মেঘসকলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ পরাক্রমী ভীমসেন সেই সকল হাতী-সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। ৭

যেরূপ ঊত্থিত সূর্যালোক সকল অন্ধকারই দূর করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন এই হস্তী-সৈন্যের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাদৃশ পরাক্রমী পোদ্ধা প্রতীত হইলেন। ৮

ভীমসেনের বাণাঘাতে বিদ্ধ হইয়া পরস্পর প্রবিষ্ট সেই হস্তীরা আকাশে পর্যন্তিপথে ঊত্থিত মেঘসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৯

এইভাবে গজ-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে ক্রুদ্ধ অবস্থিত পবন-নন্দন ভীমসেনের নিকট আসিয়া ক্রুদ্ধ দুর্যোধন তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১০

(১১) শোভা ভীমসেনের চক্ষু (ক্রোধে) লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অনায়াসের মধ্যেই বাণ দুর্যোধনকে বাণ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১১

দুর্যোধনের সকল অঙ্গ বাণে বাণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য-রশ্মিসদৃশ তেজস্বী নারাচসমূহের দ্বারা পরাক্রমশালী ভীমসেনকে মর্মান্তিক আঘাতেই বিদ্ধ করিলেন। ১২

বাহ্লীক: তাঁহার বহুমণিখচিত বিচিত্র কবচের উপর নিপতিত বাণ সেইগুলিকে ছিন্ন করিয়া দিল। তাহাতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন অতি সত্বর দুইটি ভল্ল দ্বারা আঘাতেই পাতিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ১৩

আর্য! ভীমসেন বজ্রাহত দুর্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিয়া ঘুরিবার জন্য অবসর হস্তীর উপর বসিয়া থাকা অবস্থায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ১৪

এই গজরাজ মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছিল। তাহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন তাহার বক্ষের উপরে নারাচসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১৫

ভীমসেনের নারাচ সেই হস্তীর শরীর ভিদীর্ণ করিয়া ধরণীতে প্রবেশ করিল। ইহাতে সেই গজরাজ বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। ১৬

তখন সেই মেঘসদৃশ হাতী তখ হাতী হইতে পৃথক্ হইয়া যায় নাই। এই হাতীর সহিত তিনিও অবলম্বিত হইতে-

তস্মিন্ বিশঙ্কিতে বীরে সন্ত্রাসয়বং সা চমূঃ।
সহাস্ত্রাবধিপরথা পরাক্রান্তবলপ্রভা ॥ ১৮
তেষ্বনীকেষু অন্যেষু বিস্রবৎসু সমন্ততঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষকস্তো ভীমঃ যুদ্ধায়েব সমাস্থিতঃ ॥ ১৯
সেন নাগেন মহতা ভদ্রবারণবান্।
অভ্রবৃন্দেন নাগেন ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ২০
স নাগপ্রবরো ভীমং সহসা সমুপাদ্রবৎ।
চরণাভ্যাং মহাবাহুং সংরম্ভেন করেণ চ ॥ ২১
স তং গৃহীত্বা বাহুভ্যাং সংরম্ভেন করেণ চ।
ব্যাকর্ষদ্বলবান্ ক্রুদ্ধঃ প্রবর্ষদ্ভির পাণ্ডবম্।
বৃকোদরস্তথা নাগমবিশেষহতৌজসম্ ॥ ২২
পরাণ্যা ভীমোঽপাথো বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্।
জানুভ্যামভিনিষ্পেষ্য নাগাক্রামত পাণ্ডবঃ ॥ ২৩

পরাক্রান্তকরণো বৃত্তা বরেণাস্ত্রমুদ্যতঃ।
লালয়ামাস তং নাগঃ মহাকায়ঃ শিরোধরাম্ ॥ ২৪
কুলালচক্রবন্নাগস্তদা তুর্ণমথাম্বরে।
নাগমুদ্ভ্রাম্য জীবন্তং কালয়ামো কুরোদ্বহম্ ॥ ২৫
ভীমোঽপি নিজিতা তস্য শুণ্ডামেকাং প্রতোদবৎ।
ভীমঃ করেণাবেষ্য তাড়য়ামাস তাড়য়ন্ ॥ ২৬
শ্রীঘ্রাঃ সেহিরিবৈঃ স পতো ভস্মীভবত।
ততশ্চৈনং ভীমসেনো ভ্রাময়া বলবান্ বলাৎ ॥ ২৭
পুনর্বীক্ষ্যাপি নাগস্য প্রবিবেশ বৃকোদরঃ।
যাবৎ প্রতিসমাদত্তে বলবান্ প্রহরৈষকম্ ॥ ২৮
ভীমোঽপি নাগমাস্থায় বিনিঃসৃত্যাপযাস্যবাৎ।
ততঃ সর্বাস্ত সৈন্যস্য নাগঃ সমভবদ্বলম্ ॥ ২৯

ছিলেন। এই অবস্থায় ঘাতকগণ ভীমসেন একটী অন্তরে যাইয়া তাঁহার বিনাশের করিলেন ॥ ১৭

বীর অস্ত্র বিহত হইলে পর তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিল। অস্ত্র, হস্তী ও রথসকল সৈন্যই বিনাশ হইয়া চারিদিকে লোটাপোটি করিতে লাগিল। এই সৈন্যবাহিনী তখন পলায়িত-সৈন্যদিগকে অধিক করিতেছিল ॥ ১৮

এইরূপে সেই সৈন্যের মুখ ভাঙ্গিয়া যাইলে এবং চারিদিকে তাহারা পলাইতে থাকিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত নিজ হাতীর দ্বারা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৯

ইনি যেরূপ ঐরাবত হাতীর দ্বারা দৈত্য ও রাক্ষসদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই হস্তীই (ঐরাবতবংশীয়) উৎপন্ন গজরাজে আরোহণ করিয়া রাজা ভগদত্ত ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২০

এই গজরাজ নিজ দুই পায়ের দ্বারা এবং শুণ্ডিত নিজ শুণ্ডের দ্বারা সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ২১

তখন তাহার চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে যেন বধিত করিয়া ফেলিবে, এইভাবেই সে ভীমসেনের হস্তের দিকে লৌহাইয়া যাইল এবং অন্য-সব তাহাকে নাগদের দ্বারে চূর্ণ করিবার দিল ॥ ২২

ভীমসেন সত্বরণ লৌহাইয়া যাইয়া হাতীর পরীরের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অবস্থিতিকালে (হাতীর নিম্নভাগে এমন কোন স্থান আছে, যাহাতে দুই হাতের দ্বারা বলপূর্বক করিলে পর হাতীর আবদ্ধ হয়। এই অবস্থায় যাবতকে বিনাশ করিলেও সেই হাতী ক্রুদ্ধ হয় না। ভীমসেন এই বিদ্যা জানিতেন। এই বিদ্যারই নাম—অবস্থানকালবেদ।) জানিতেন, সেইজন্য তিনি সেখান হইতে পলায়ন করিলেন না ॥ ২৩

তিনি এই হাতীর নিম্নে যাইয়া হাতের দ্বারা বারংবার ঘন্ ঘন্ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন এই অধিবাসী গজরাজকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাকে লাথি-পাথন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

সেই সময় এই হাতী অতি সত্বর বৃকোদরের চারিদিক ঘুরিয়া চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হল হাতীর বল ছিল। সেই সুযোগ গজরাজ ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল ॥ ২৫

ভীমসেনও গজরাজ সুপ্রতীকের শুণ্ডের নিকাশ হইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিকাইয়া ফেলিলেন। তখন হাতীটির তাঁহাকে শুণ্ড দ্বারা ধরিয়া ঘোরাইয়া ফেলিয়া দুই অস্ত্রের দ্বারা বধিত করিবার চেষ্টা ছিল ॥ ২৬

যেমন যেমনই এই হাতী ভীমকে ধরায় আছাড়িয়া মারিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন ভীমসেন তাহাকে আরও মনে ফেলিয়া দিয়া তাহার আরও শুঁড় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেন ॥ ২৭

তখনও ভীমসেন সুযোগ সেই হাতীর পরীরেই লুকাইয়া পড়িলেন এবং পরে সৈন্যবাহিনী হইতে অন্য এক হাতীর দ্বারা এই হাতীকে যুদ্ধ আক্রমণ করিবার প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

তারপর ভীমসেনও কিছুক্ষণ পরে হাতীর পরীর হইতে নিজেকে বাহির করিয়া ভীম বেগে দূরে সরিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহের কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২৯

অন্যো বিদ্ধ্যবিন্দ্যৌ দ্বৌ কুরুবেণেতি মাধব।
যেন নাম্নেদ মহত্তা পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ৩৮
সহসাভ্যদ্রবদ্ রাজন্ যত্র তস্যৌ বৃকোদরঃ।
তত্যৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো রাজা রথঃ সর্বা বৃকোদরম্ ॥ ৩৯
অন্যেষাং সপ্তানাং সঙ্ঘাঃ সর্বতঃ সমবারয়ৎ।
তাঃ বর্ষং বর্ষিণাং শ্রেষ্ঠাঃ পর্জন্যা ইব সর্বতঃ ॥ ৪০
অবাকিরন্ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাণ্ডবেয়ং মহারথাঃ।
ন বিব্যথে পৃথগ্বানামভূষেন মহাহবে ॥ ৪১
যত্তেন পাণ্ডুপাঞ্চালাস্ বারিতাঃ পার্থিবর্ষভৈঃ।
অমৃষ্যমাণাস্তং তত্রস্থং সংযুগে ॥ ৪২
তথা যুদ্ধং চরিতং কুরুবেণ বিশাম্পতে।
তত্যৌ রাজা ত্বসম্ভ্রান্তঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাশ্রিতঃ ॥ ৪৩
ভিত্ত্বা ত্বাতেন নাগেন সমরেষ্বনিবর্তিনা।
তত্যোদ্ধূতঃ সমস্তপ্রাণহরো ভীমকর্মণঃ ॥ ৪৪

যাহা! সেই সময় সকলেরই মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে লাগিল যে, 'অহো! এ হাতী ভীমসেনকে সংহার করিল, কি প্রলয়কারী ব্যাপার!' রাজন্! তখন এই হাতী ক্রোধে ভীত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে তখনে পলায়ন করিল, যেখানে ভীমসেন বিরাজিত আছেন ॥

তাহার পর রাজা ধৃষ্টকেতু ভীমসেনকে নিকটে রাখিয়া পাঞ্চাল-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত রাজা ভগদত্তকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

পঞ্চনদের সন্তানবাসী সেই সব শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণ যদ্যপি ভগদত্তকে সকলদিকে পরিবৃত করিয়া পর পর ও সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥

পক্ষান্তরে ভগদত্তও সেই সব বীরগণকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং হাতীকে অগ্রবর্তন করিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাগণকে মথিত করিতে লাগিলেন ॥

প্রভাবান্! সেই যুদ্ধস্থলে হাতীর দ্বারা মুখ দ্বারা ভগদত্তের অদ্ভুত পরাক্রম আমরা দেখিয়াছি ॥

তারপর পঞ্চনদবাসী, কৈরাতী এবং চিত্রযুদ্ধবিদ (পার্বত্য অধিযুদ্ধে) সমরকারী একটি সঙ্ঘের দ্বারা ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখন ভগদত্তপালী এই দুই সঙ্ঘরাজের মুখ এরূপ প্রতীত হইতেছিল, যেমন পুরাকালে পক্ষযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন দুইটি পর্বতের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ॥

সপক্ষয়োঃ পক্ষধরয়োর্যথা সঙ্ক্রময়োঃ পুরা।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতের্নাগঃ সন্নিকৃষ্টাদসম্ভ্রমাৎ ॥ ৪৭
পার্শ্বে ভগদত্তবিপতেস্তিষ্ঠন্ বাসয়তে রথম্।
তোমরৈঃ পৃথগস্যাংশ্চ ভগদত্তোঽথ সপ্তভিঃ ॥ ৪৮
ক্ষয়ান্ বিধ্বস্য তং পক্ষং প্রভদ্রকগণানম্।
বাণক্ষিপ্ত তু রাজানং ভগদত্তং ঘুধিষ্ঠির ॥ ৪৯
যোধীকেন মহতা সঙ্ঘেন পরিবারয়ৎ।
ন তুরঙ্গা রথিনি তত্তত্রে সমরে মৃধে ॥ ৫০
পক্ষতে বলবদ্ধাস্তা জলদ্রিব চতুষ্টয়ম্।
ততঃ সর্বতঃ ক্ষিপ্তঃ রথিনাযুধ্যতাম্ ॥ ৫১
কিরতাঃ শরবর্ষাণি ন নাদঃ পর্যাবর্তত।
তত্তঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা পরিবৃত্ত মহাদ্বিপম্ ॥ ৫২
প্রেষয়ামাস সহসা ঘুষ্যমানেষু সর্বতঃ।
বিনেঃ সৌহৃদ্য তু বধাঃ পরিবৃত্ত মহাদ্বিপঃ ॥ ৫৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের দ্বারা তখন প্রত্যাগত ও পক্ষান্তরপর হইয়া স্যার্থিদের হাতীর পার্শ্বভাগ প্রহত আঘাত করিল এবং তাহার দ্বারা উহাকে বিদারিত করিয়া ধরাশায়ী করিয়া দিল ॥

তারপর রাজা ভগদত্ত ঘুষ্যমানসমূহ উজ্জ্বল পাগড়ী ফোমরের দ্বারা হাতীর উপর উপবিষ্ট এবং তাহার আসন তখন ঘাস্তৃত হইয়াছিল, সেই পক্ষ স্যার্থিদকে সংহার করিলেন ॥

সেই সময় ঘুষ্টদ্যুম্নের রাজা ভগদত্তকে তীব্র বাণসমূহে আহত করিয়া বিনাশ করিবার দ্বারা সকলকে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥

যেরূপ মনের মধ্যে পক্ষবিশিষ্টের সাধারণ ভাবিতে থাকে, সেইরূপ সকলকে রথী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাজা ভগদত্ত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥

বাণবৃষ্টি ভয় করিতে করিতে সেই ভগদত্ত যুদ্ধস্থলে রথী বীরগণের মধ্যে সেই হাতীর উপর চারিদিক দিয়া আক্রমণ করিলেন এবং সেই হাতীও তখন চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥

সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্ত সেই বিশাল হস্তীরাজকে তখনে রাখিয়া সহসা সাত্যকির রথের দিকে চালাইয়া দিলেন ॥

যুযুধান (সাত্যকি) তখন নিজ রথকে পরিত্যাগ করিয়া ভূমে নামিয়া যাইলেন এবং এই অবসরে নিনি-পৌত্র সাত্যকির সেই রথকে শুঁড়ে ধরিয়া ভীমরবে নিক্ষেপ করিলেন।

অতিচিক্ষেপ বেগেন মুষলাবস্থপাক্রমম্।
দ্রুতঃ সৈন্ধবানশ্বান্ সমুপাদায় সাত্যকিঃ ॥ ৪৪
ওঘৌ সাত্যকিবাসায় সমস্তস্তস্থ যে ত্রয়ঃ
স তু সপ্তাহতঃ বাসস্ত্বিতো বৃষ্ণিপুঙ্গবঃ। ॥ ৫০
নিষ্কক্ষায় ততঃ সর্বান্ পরিচিক্ষেপ সাত্যকিঃ।
যে যাতুধানিনা তেন ত্রাসমাপা মহারথাঃ ॥ ৪৬
ওঘেন্দ্রঃ বিদ্রুতঃ সংখ্যে মেনিরে সকলো দিশম্।
যে মজ্জন্তেন কালাহে তপন্তেন শাতবঃ ॥ ৪৭
ঐরাবতেন যথা দেবরাজেন দানবাঃ।
তেষাং প্রদ্রবতাং ভীমঃ পাঞ্চালানামিবস্তকঃ ॥ ৪৮
গজবাজিকৃতঃ শব্দঃ সুমহান্ সমজায়ত।
তপতেন সময়ে কালমাসেন্ পাণ্ডুন্ ॥ ৪৯
প্রাগ্‌জ্যোতিষমভিক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীমঃ সমভ্যয়াৎ।

তস্যাভিদ্রবতো বাজান্ হস্তসূক্তেন বাহিনা ॥ ৫০
নিকৃত্য সায়কগ্রাতৈঃ সার্থিং তস্য বাজিনাম্।
তস্তম্ভমস্ত্রমাস্থায় ভূয়ঃ ক্রুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ৫১
সমস্তম্ সবলং বেগাদ্ বেগবান্তমপাহরৎ।
ততঃ স ক্রুদ্ধিবাণাঃ সরেণানবধীদ্ বলী ॥ ৫২
সুপর্ণা সর্বতঃ পক্ষিনিক্ষে বৈবস্বতক্ষয়ম্।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে সৌভদ্রো দ্রৌপদীসুতঃ ॥ ৫৩
চেকিতানো দুষ্টকেতুঃ সুকুমারঃ শিখণ্ডিনঃ।
ত এনং সর্বতো বাণৈর্বাবিষুরিব তোয়দাঃ ॥ ৫৪
নিবিষুস্তৈরবস্থানং বাজান্ বিনয়তস্তদা।
ততঃ পাঞ্চালসুতাস্তু কৃতিনো চোদিতো দ্বিষঃ ॥ ৫৫
প্রসাদিতবতঃ প্রাণান্ তস্তস্তর্ষেণ তস্য বৈ।
লোহিতাক্ষস্য সর্বা বাজান্ সুবলস্য সুতস্যাক্ষম্ ॥ ৫৬

তখনকার সাত্যকি নিজ হস্তের ও বিষ্ণুচক্রপ্রভাব বিপক্ষ অশ্বগণকে উড়াইয়া লক্ষপ্রদান করত বধে আরোহণ করিল। তাহাতে তখনই সাত্যকির বিপক্ষ নিধন অবধারণ করিতে লাগিল।

ইহাতে মনোহর অশ্বগণ সাত্যকি সেই গজরাজকে সমরাঙ্গণ হইতে বেগে হরণ করিতে পারে বলিয়া যাইল, এবং সমস্ত রাজাদিগের ভূমিতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে থাকিল।

এই ভয়ঙ্করী গজরাজ হইতে ভীত হইয়া রাজারা এরূপ বিদ্রবণ মুহূর্তমধ্যে একটী রাজাকেই শত শত হাতীর ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন।

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দানবদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ বীর হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজা তখনকার পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে থাকিতে করিলেন।

এই সময় একদিকে করিবর সাত্যকিসৈন্যের করি-অশ্বগণের অতিশয় ভয়ের চীৎকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল।

তখনকার সংগ্রামে পাণ্ডব-সৈন্যরা বিতাড়িত হইতে থাকিলে ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি ভগদত্তের উপর আক্রমণ করিলেন।

সেইসময় আক্রমণকারী ভীমসেনের অশ্বগণের উপর সেই হাতী শুঁড়ে করিয়া জল সেচন করত তাহাদিগকে ভীত করিয়া ফেলিল। তাহাতে সেই অশ্বগণ তখন ভীমসমেত লইয়া দূরে পলায়ন করিল।

সেই সময় আকৃতিশূন্য ক্রুদ্ধিপূর্ণা অতিক্রান্ত সেই হাতী। উপর আক্রমণ করিলেন। তিনি যেন উপর যমিয়া বেগ সাক্ষাৎ যমরাজের ন্যায় প্রতীয় হইতেছিলেন। তিনি এই সময় বাণ-বর্ষণ করিয়া হাতীটিকে ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

যাহার অঙ্গের পক্ষীসকল (অভিধানশূন্য) সুখ ছিল, সেই পক্ষীসকল তখনও যেন সেই তাহার আরোহণকারী বাণসমূহে ক্রুদ্ধপক্ষীদের ন্যায়ের প্রেরণ করিলেন।

এই বীর নিহত হইলে পর অভিমন্যু, দ্রৌপদীসুতগণ, চেকিতান, দুষ্টকেতু এবং সুকুমার সেই হাতীকে শীঘ্র করিতে লাগিলেন। এই সব যোদ্ধারা তখন সেই হাতীকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় বিশেষ যত্ন করিতে করিতে নিজেদের বাণ-সমূহের দ্বারায় নিকট করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপে মনে হইতে লাগিল যে, মেঘ পর্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিতেছে।

তখনকার বিষম্ হাতী তখনকার নিজের চারিদিকে যোদ্ধারা, অশ্বগণ ও অশ্বারোহীদের দ্বারা ঘেরিত হইয়া হাতীটিকে অগ্রে চালনা করিলেন। তাহাতে নিজের করকে দ্বারা করিয়া এবং চক্রকে বিস্তারিত করিয়া শুঁড়কে বিস্তারিত করত সেই হাতী অভিমন্যুর অশ্বগণের দিকে ধাবিত হইল ও সুভদ্রার অশ্বগণকে দাবের দ্বারা মারাইয়া ফেলিয়া তাঁহার সারথিকে বিনাশ করিল। ৩৮-৫৬

মুহুঃ মুহুঃ মথাদ্ ভাতৃপলাক্ষোদ্ বরাধিঃ।
তত্ত্ব পাণ্ডবসোধাগ্রে নাদয়ন্ত্যো দরৈর্ভৃশম্ ॥ ৫৭
নিষিচুর্ভৈরবম্ নাদম্ বিবাহ্যো দ্বিষাংসতঃ।
পুরস্তু তব সন্ত্রাস: সৌভদ্রস্যাস্তু তো ভয়ম্ ॥ ৫৮
স তুমুলবো বিপুলস্ত্রিমুনিম্ পার্থিব:।
যতো রথীনিবারিতো মুহুরেষু সমুদ্যতম্ ॥ ৫৯
তমাস্থু বির্দিশবিধু মুহুর্মুখনিঃ শরৈঃ।
ত্রিভিস্ত্রিভির্মো পাদেয়া দৃষ্টকর্মুক বিধ্যধু: ॥ ৬০
সোহভিবয়াপিভৈর্বাণৈরাচিতো বিরথো বলী।
সাম্যাত্ত ইব সূর্যস্য রশ্মিভিস্তপতো বভৌ ॥ ৬১
নিরস্ত: শিত-ধারাভ্যাং শ্রেষ্ঠিতোহরিবরাধিভি:।
পরিচিক্ষেপ তান্ বাণ: স বিপুন্ সব্য-দক্ষিণম্ ॥ ৬২
গোপাল ইব যত্তেন যথা পশুগণম্ বনে।
আবৌষ্টত তা: সেনা: তত্রতত্রস্থা মুহু: ॥ ৬৩

ছিন্না: শ্রেনাভিপন্নানা: বায়সানামিব ব্রজ:।
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং ভূশা বিদ্রবতা ভয়: ॥ ৬৪
ন মাদ্যেয়াস্ত: প্রবরাস্তুধারস্ত
পুরা মলক্ষোহিনিরো যথা নৃপ।
তত্ত: তথা বিপুল সমাসবম্ ভূশা
বলিম্ জনানা: কুরিতো যথাশনি: ॥ ৬৫
ততো জবিষিরস্তবমাণপার্থিবৈ-
স্তৈরম্ ত্রবস্তির্জনিতোহিতৈরম্ভ:।
ক্ষিতি: বিরেজ তা: বিগিলে বিশম্বয়া।
সমাকুলাম্ পার্থিব সাম্বুমে তত: ॥ ৬৬
ন তেন বাণপ্রবরেণ পার্থিবো
ভূশ: তথাহে বিমনাহনীকিনীম্।
পুরা সুরেন্দ্রা: বিবুধৈরিবাবৃতে
বিরোচনো দেববধবিনীমিব ॥ ৬৭

ভাতৃন্! তখন মুহূর্মুহু অতি সত্বর রথ হইতে নামিয়া পরিয়া মুহূর্ত পলায়ন করিলেন। তাহার পর পাণ্ডবযোদ্ধারা এই পলায়নের শীঘ্র ঘর করিবার উদ্যোগ তখন পর্যন্ত করিতে করিতে নিজেদের বাণশব্দের বল দ্বারা তাহাকে নিষ্ক করিতে লাগিলেন।

সেই সময় বিষাদ হইয়া আপনার পুত্র মুহূর্মুহু অরিন্দমের প্রতি দিগ্ উপস্থিত হইলেন। তাহাতে পুনঃ আরোহণ করিয়া তাহা তখনও শত্রুদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে করিতে সমর স্থলে ধীর বিজয়াভিলাষী বিনাশকারী সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৭-৬৪ ॥

অর্জুনপুত্রের আক্রমণে ধার, মুহূর্মুহু ও সৌভদ্রীর পুত্রগণ এবং দ্রৌপদীর পুত্র তিন তিনটি বাণের দ্বারা তখনকার হাতীকে বিদ্ধ করিলেন। ৬৫

অত্যন্ত প্রবলতরভাবে নিখিল বাণসমূহে হাতীর সর্বাঙ্গ ঘাতে ঘুইয়া পড়িল। এই অবস্থায় সেই হাতী পক্ষবিশিষ্ট প্রবিত মহাপর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬৬

বাণের দ্বারা ও প্রহারের দ্বারা ক্ষেপিত হইয়া সেই হাতী পক্ষবিশিষ্ট বাণে পীড়িত হইয়াও সে চলিল এবং বাণদ্বারা বিদ্ধ পক্ষসমূহকে ধরিয়া ধরিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬৭

সেইরূপ মেঘ-পালক যখন পশুসমূহকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ তখনও বারংবার পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৮

সেইরূপ বাণপাতীর আক্রমণে ভীত হইয়া আকাশে 'হা হা' ধ্বনি করিতে থাকে, সেইরূপ পলায়নের পাণ্ডবযোদ্ধাদেরও ভীতস্বরে আর্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল ॥ ৬৯

হে নৃপ! সেই সময় বিশাল অনুচর আসাদ পাইয়া প্রজাদের পুরাকালের পক্ষধারী ইন্দ্রের পক্ষচ্ছেদের ন্যায় সেইস্থানে সকলকে অত্যন্ত ভীত ও ত্রস্ত করিল, যেরূপ বিপুল মহাসাগর যাবতীয় লোককে ভীত করিয়া থাকে ॥ ৭০

মহারাজ! তখনও তাহার হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ সেখানে অত্যন্ত ভয়ের আকার করিতে লাগিলেন। ইহাদের সেই ভয়ের শব্দ মুহূর্তমধ্যে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এবং দিক্-বিদিক্সমূহ পরিপোষণের আকুল করিয়া তুলিল ॥ ৭১

সেই পক্ষধারীর দ্বারা দ্বারা তখনও পক্ষচ্ছেদনের ন্যায় উদ্যমশূন্য সেইভাবে অবস্থান করিলেন, যেরূপে পুরাকালে দেবরাজ-সংগ্রামের সময় দেবপত্নীগণ পুরন্দরের সৈন্যসমূহ বিরোচনের অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৭২

তূষ্ণীং বভৌ জলদজালো বিদ্যুদ্ গর্ভঃ
সন্ধ্যারুণোঽপি চ তথৈব সৈনিকান্।
অন্যেদ্যুরাজ্ঞঃ প্রথমো যথা যযৌ
সমন্ততো ভ্রাতৃবধেন তাপিতঃ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি সংশপ্তকবধপর্ব্বণি তদ্ধর্ম্মসূচকে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

সেই সময় সেখানে ভীমসহিতে বহিষ্মান্ যমু বহিতেছিল। আকাশ ধূলিতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই ধূলি সমস্ত সৈন্যদিগের সেদ ও রক্তে মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগের গাত্রে লাগিয়া রহিল। ৬৮

শ্রীমহাভারত দ্রোণপর্ব্বের সংশপ্তকবধপর্ব্বে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকৈঃ সহাকুলিতা তত্রত্যা মুদ্গম্, ভ্রাতা কুমারসেন বিনাশঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পার্থস্য সংগ্রামে কর্ম্মাণি সহিতৃজানি।
বভূবুঃ সহসাগত্য পার্থো হন্তকরোদ্ বলে॥ ১
হত্বা দৃষ্ট্বা সদৃক্ষ্যঃ শ্রুত্বা চ সঙ্গনিষ্বনম্।
তত্রত্যে বিস্ময়াপন্নে কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ॥ ২
যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা সঙ্গেন মধুসূদন।
বধমাণো বিনিষ্ক্রান্তো ব্রুবন্ বৈষ্ণব নিত্যদঃ॥ ৩
ইন্দ্রাদনবরং লব্ধ্বা সঙ্গমানবিশারদঃ।
প্রথমো সঙ্গযোধানাং সৃষ্টিধামিতি যে মতিঃ॥ ৪

ন চাপি বিরমত্যেষ সমাপ্তিগমতো যুধি।
সর্ব্বসংহারিকঃ সাক্ষো কৃতকর্ম্মা জিতক্লমঃ॥ ৫
যঃ সঙ্গনিপাতমাসাদ্য বিস্পর্দ্ধতি রণে।
ন পাণ্ডববলাৎ সর্ব্বমৈন্দ্রো নাশয়িষ্যতি॥ ৬
ন চাপ্যস্যাস্ত্রবেগোঽস্তি শক্রস্যাং প্রতিবাদিনুম্।
বরমাবরতো যাতি যতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ॥ ৭
দৃষ্ট্বা সাক্ষো বিপর্যস্তান্ বহূনা চাপি বিদ্বিষতম্।
অস্ত্রৈনং প্রেষয়িষ্যামি যমস্যক্ষঃ প্রিয়াতিথিম্॥ ৮

আবোধের বিদ্যার বিশেষ পারদর্শী এবং সংযোধী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।। ৪

ইহার সেই ঐরাবতের স্কন্ধোপরি রাজার দৃঢ় অশ্বারোহিণী। সে সঙ্গীদিগের অবস্থাদৃষ্ট অস্থিরতা করিয়া দৃঢ় বলের বিষের পরাক্রম দেখিতেছে। সে পরিশ্রমকের ন্যায় ব্যবহার করে। ৫

অতএব সে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রের আঘাত এবং অস্থির স্পর্শন সহ্য করিতে পারে। আজ সে একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া ফেলিবে। ৬

আমরা দুই জন ব্যতীত অন্য আর কেহই নাই, যে ঐরাবতের বাধা দিতে পারিবে। অতএব আপনি সেখানে চলুন, যেখানেই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি অবস্থান করিতেছেন। ৭

সংশপ্তক রাজা। এই বলের মধ্যে তিনি অধিপতি বলিয়া এবং তিনি বয়সের অন্যান্য বৃদ্ধ হওয়ায় অত্যন্তবৃদ্ধ, সেই রাজা

বাহুদেব কৃষ্ণস্য প্রথমো সমাগমিনঃ।
দীর্ঘাক্ষে ভগবদ্ভেন যত্র পাণ্ডবসাহিনীম্ ॥ ৯
যং প্রবাক্ষ্য ভগঃ পক্ষাদাহবস্তো মহারথাঃ।
সংসপ্তকাঃ সমারোহন্ নরসহস্রাণি চতুর্দশ ॥ ১০
বহবশ্চ তু নরসহস্রাণি ত্রিগর্তানাং মহারথাঃ।
চত্বারি চ নরসহস্রাণি বাসুদেবস্য চাক্ষুষাঃ ॥ ১১
দীর্ঘাযাবাঃ তদ্ দৃষ্ট্বা ভগদত্তেন সাহিনে।
আহুয়মানস্য চ বৈষ্ণবমস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১২
কিং নু জ্ঞেয়মতঃ কর্ম ইত্যেবমেতি চিন্তয়ন্।
ইত্থ বা সিদ্ধিমেষ্যন্তি বা মৃষিষ্টিরম ॥ ১৩
অস্ত্র বৃত্তা বিচার্যৈবমর্জুনস্য মুরাত্মজঃ।
অবজ্ঞয় তৃতীয়ী বৃদ্ধিঃ সাপপ্রকরণে স্থিতা ॥ ১৪
স সংনিযুক্তঃ সহসা কপিপ্রবরকেতনঃ।

হয়ৈ রথমবস্থাপ্য নিযুক্ত সারথী রণে ॥ ৫
তা হি হয়োত্তমপ্রাণীরিঃ কর্ষনা চোদযোঃ।
অর্জুনস্য সমোপান্তে বেগ বৈবস্বতোপমম্ ॥ ১৬
স তু তোমাযমানোত্তম বৈষ্ণবাস্ত্রেণ পাণ্ডবঃ।
বধের তু মহাস্ত্রাণাময়করোৎ তাঃ মৃষা তদা ॥ ১৭
ততঃ শরসহস্রাণি সন্ধায়ঃ ধনুষর্ষভাৎ।
অভ্যবর্ষদ্ধনুষ্মন্তং সংসপ্তকমহারথম্ ॥ ১৮
বৈব কৃতীসুতঃ পার্থো বৈব কৃষ্ণো জনার্দনঃ।
ন হস্তা ন চ হন্যো রাজন্ দৃশ্যতে স সমৈন্যিকাঃ ॥ ১৯
তদা মোহমুপাগাস্তঃ সিদ্ধিং চ জনার্দনঃ।
ভগবান্ প্রোক্ষণঃ পার্থো অস্ত্রাণেন বিজয়িনাম্ ॥ ২০
শরদঃ পাণ্ডবশ্চিক্ষাঃ সেষুজ্যাবলকার্মুকাঃ।
কেয়ুরো বাহিনঃ পৃক্তা রবিবিম্বাপমম্ স্থিতৌ ॥ ২১

ভগদত্তকে বধ করিয়া সাত বলাহকবিনাশী বৈষ্ণবাস্ত্র উহাকে বক্ষঃস্থিতে পরিত্যক্ত হইলে অর্জুনকে ভেদ করিল। ৮

সংশপ্তকী অর্জুনের এই বাণের ভেদিত হইয়া ভীষণ ভৈরবরবে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া ধরাশায়ী হইল, যেখানে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতেছিলেন। ৯

অর্জুনকে বারংবার দেখিয়া দীর্ঘায়ু সম্ভ্রান্তে চৌদ্দ হাজার সংশপ্তক মহারথী বীর তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

ত্রিগর্তের যবে চব্বিশ হাজার মহারথী ত্রিগর্তরাজের ভাই এবং চার হাজার অবশিষ্ট ভীষণকর্মা বৈষ্ণব (—বিষ্ণুভক্ত যোদ্ধা) ছিলেন। ১১

অর্জুন। রাজা ভগদত্তকর্তৃক নিজ বাহিনীকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া এবং শত্রুর দিক হইতে সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য বিলাপ করিতে করিতে চিন্তা করিলেন। ১২

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আজ আমার পক্ষে কোন্ কার্য শ্রেয়স্কর হইবে? এখন কোন্ সংশপ্তকগণের দিকে যাইলে অথবা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যাইব? ১৩

কৃষ্ণকে ভাবিয়া বুদ্ধির দ্বারা এরূপ বিচার করিতে করিতে তাঁহার মনে এই ভাব পরাস্ত হইল যে, এখন সংশপ্তকগণকে বধ করাই আমার প্রধান কার্য হইবে। ১৪

সেই সময়ে তৎক্ষণাৎ অবস্থানী ইন্দ্রধ্বজ অর্জুন উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সত্বরা লইয়া যাইলেন। তিনি হয়েরা রথের উপরে বিসা ছিলা করিতে করিতে চারিদিকে ও উর্ধ্ব উপরেই মনে এই বিশাল উৎসব হইয়াছিল। পরে তিনি যুদ্ধের জন্য দুইদিকে দুইজনে বিভক্ত করিয়া অবস্থিতেন। ১৬

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন একবার বৈষ্ণবাস্ত্রে মোহপ্রাপ্ত হইয়া চেতন হইয়া পরিত্যাগিলেন, তথাপি অন্যান্য সংশপ্তক বীরগণকেই বধ করিবার নিমিত্ত করিয়া তিনি সেই ত্রিলোকবিজয়ীকে বিনা করিয়া দিলেন। ১৭

রাজন্! তখনকার সংশপ্তক মহারথী বীরগণ অর্জুনের উপর বাণবর্ষণযুক্ত এক অন্ধ বাণবর্ষণ করিলেন। ১৮

মহারাজ! সেই সময় না কুন্তীপুত্র অর্জুন, না জনার্দন বৈষ্ণব, না অন্য এমন কাহাকে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তখন শর কিছুই বাণে বাণে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯

এই অবস্থায় ভগবান্ জনার্দন অর্জুনকে দুইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জুন প্রত্যেকের বাণে তাঁহাদের সকলকেই প্রায় শেষ করিয়া ফেলিলেন। ২০

শর সব তূণ হইতে, ধনু ও হস্তের ছিদ্র হইতে যাইতে লাগিল। বাহু, অক্ষ, মস্তকের ও অন্য সকলেরই ধ্বজাগুলি হইল। ২১

ক্রমাচলাগ্রাম্বুরুহৈঃ সমন্ততঃ পুংকলিতাঃ।
হতাশোষাঃ কিংতো লেলুহিনাঃ সাম্পশরাতত্তাঃ ॥ ১৯
বিস্রাবিষ্কুক্ষয়ঃ নানাস্থিরাতাঃ সরাসবঃ।
সারোদোষ্ণ ধনে লোলুপিতা মার্গবৈতৃষ্ণম্ ॥ ২০
সর্বি প্রাণাদিনবরা: সদুষ্টবলপরবধাঃ;
বিচিত্রা বাহবঃ লেলুর্নাগাঃ ভোগৈঃ কিরীটিনঃ ॥ ২১
বালাদিত্যাম্বুরেণুনা কুলাকুলানি মারিষ।
সন্ধ্যাচিত্রাংশুকধরৈঃ বিরাজন্তুমা: প্রদেশিতে ॥ ২২
জ্ঞাপালরা সেনা পত্তিভি: প্রাবিরোজনৈঃ।
নানারূপৈস্তথাবিধান্ ক্রুদ্ধে বিজয়ি কাঙ্কনে ॥ ২৩
ক্ষোভয়ন্তঃ তমা সেনাং বিজয়ং মলিনীমিব।
ঘনঘনঃ কুতমনাঃ সাধু সাধিত্যুদ্ঘুষন্ ॥ ২৪

দুষ্টা তত্র তমা পার্থিবা বাসবস্যেব মায়য়া।
বিস্মিতা সমমং মনা প্রাহুলিঙ্গমুবাচ হ ॥ ২৫
ওস্তেজসং পার্থ নরেন্দ্র মন্যেন মনুষ্যেন চ।
দুষ্কং সমরে যং বে কুর্যাদেবেতি মে মতিঃ ॥ ২৬
যুগপদ্ভৈব সংগ্রামে শতমোধ্য সহস্রশঃ।
পতিতা এব মে দৃষ্টাঃ সাগপুঙ্খাস্তবোষুঃ ॥ ৩০
সাগপুঙ্খাস্তবো হত্বা দৃষ্টা যে বাগছিতাঃ।
তদপত্যাস্ত যাতীতি কৃত্বঃ পার্থাঙ্কুতাবোষয়ন্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি সাগপুঙ্খবধপর্বণি সাগপুঙ্খবধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

হৃষ্ট পক্ষীদিগের ও মেঘসদৃশ বিশাল এবং উচ্চ দেহের দ্বারা, প্রলয়কাল হইয়াছে, তাহারা সকলেই অর্জুনের বাণে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১১

এই প্রকারে বজ্রসদৃশ হাতী অর্জুনের বাণসমূহে আঘাত বিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এই সময় তাহাদের আরোহী সমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছিল এবং তাহাদের সমস্ত কুম্ভস্থল ক্ষত হইয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল ॥ ১২

কিরীটধারী অর্জুনের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ ছত্রী, ধ্বজ, চামর, বস্ত্র, ভূষণ ও পতাকা বাহকদের বাহুসকল ছিন্ন করিয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১৩

অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের সুবর্ণভূষিত দণ্ড ও বল্লম সমূহ, কবচ ও চক্রসমূহ ভূতলে ছিল। অর্জুনের বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইল ॥ ১৪

যখন ক্রুদ্ধ অর্জুন নারাচধারী প্রাগজ্যিষের বাণসমূহের দ্বারা পক্ষচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন, তখন অনন্তর অনন্তর সাগপুঙ্খদিগের সমস্ত সৈন্যগণই আসিতে লাগিল ॥ ১৫

যেরূপ বর্ষা কালে সূর্য সহস্রকরকে মেঘে ঢাকিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকৃত সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে মেঘে ঢাকিয়া সমস্ত প্রাণী 'সাধু, সাধু' বলিয়া অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৬

রাজপুত্র অর্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৭

পার্থ! আমার এই বিশ্বাস হইতেছে যে, আজ তুমি যেখানে যে কার্য করিবে, তাহা ইন্দ্র, যম ও কুবেরের পক্ষেও দুষ্কর ॥ ১৮

এই সংগ্রামে আমি শত শত এবং সহস্র সহস্র সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে একদাই পতিত হইতে দেখিলাম ॥ ১৯

এইরূপে যেখানে সংশপ্তক যোদ্ধাদিগের অধিকাংশকেই বধ করিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—এখন ভগবন্ বিলম্ব করুন ॥ ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায় সংশপ্তকবধবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[সংশপ্তকান্ হত্বা কৌরবসৈন্যানামুপরি ধনঞ্জয়স্যাক্রমণম্ তথা তস্যরথস্য তথীয়-কপিধ্বজস্য পরাক্রমবর্ণনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

বিষাদেঽস্তুতঃ কৃষ্ণঃ পার্থস্যাশ্বান্ মনোজবান্ ।
সংস্রাবয়ৎসমুদ্যন্তান্ দ্রোণানীকায় সত্বরম্ ॥ ১

তং প্রযান্তং মুকুন্দেন যান্ আত্মন্ দ্রোণকাপিধান্ ।
পুনশ্চা ভারতিঃ সার্ধং মুদ্ধায়ী পৃষ্টেঽন্বযাৎ ॥ ২

তত্তঃ শ্বেতহয়ে কৃষ্ণসত্যযৌদ্ধিকিঃ শুচঃ ।
এষ যাঃ ভারতিঃ সার্ধং পুনশ্চক্রেঽস্তুতে যুধি ॥ ৩

দীব্যতে ছোত্তরেণৈব তং সৈন্যং মধুসূদন ।
দৈবীকৃত্য মনো মেঽত্র কৃতং সংশপ্তকৈরিদম্ ॥ ৪

কিং নু সংশপ্তকান্ হত্বা যান্ শকাযাহিতাদিতান্ ।
ইতি যে দ্যূ মতঃ কেপি তত্র কিং পুরুষ স্তবেৎ ॥

এবমুক্তস্ত ধর্মাত্মা পুরুষঃ প্রত্যবোধয়ৎ ।
যেন ত্রিগর্তাধিপতিঃ পাণ্ডবং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬

অবোধয়ন্মুনিঃ পুণ্যাঃ বিদ্বান্ সপ্তভিরাত্মভৈঃ ।
অজং যজ্ঞাসা তথা মুরারিস্ত্যা সমকৃত্তত ॥ ৭

ত্রিগর্তাধিপতেশ্চাপি আত্মনঃ ষড়্ভিরাত্মভৈঃ ।
সাধং সমুত্তং ধরিতঃ পার্থঃ সৈন্যেন্ যযৌ যুধি ॥ ৮

ততো মুকুন্দসত্যাভ্যাং পুণ্যয়া শক্তিমাদদে ।
চিকেপাজ্ঞ্ব্যমাধিপ্ত বাসুদেবায় তোষণম্ ॥ ৯

শক্তিং ত্রিভিঃ শরৈশ্ছিত্বা তেষাং ত্রিভিরজুনঃ ।
পুণ্যয়াঃ শরজালৈর্মোহয়িত্বা ত্রযন্তত ॥ ১০

তং বাসবিবাহাঙ্গং ভূরিবন্ধং ধনৌঘিনম্ ।
রাজ্ঞ্যাবকৈন্যানাং নেত্রঃ কপিধ্বজং ॥ ১১

ততো ধনঞ্জযো বাণৈঃ সর্বানেব মহারথান্ ।
আহ্বাদ্ বিনিঘ্নন্ কৌরবান্ মহন্ কর্মবিনাশনঃ ॥ ১২

অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেখানে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৬

তৎপশ্চাৎ অর্জুন সুশর্মাকে সাত বাণে আঘাত করত দুইটি ঘুড়াকে তাঁহার রক্ষক ও এক ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭

সেই সঙ্গে ত্রিগর্তরাজের আত্মজদিগের ছয়টি বাণ প্রহার করিয়া অর্জুন তাঁহাকে অন্য সাতাশ অভিনব যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮

অনন্তর সুশর্মা সপ্তমুনা আহ্বাতাবন্ধি কৌরবিহিত একটি শক্তি অর্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দিকে একটি তোমর ফেলিয়া দিলেন ॥ ৯

অর্জুন তিনটি বাণের দ্বারা শক্তিকে এবং অন্য তিনটি বাণের দ্বারা তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজ অন্য বাণসমূহে সুশর্মাকে মোহিত করত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন ॥ ১০

রাজন্ ! তাহার পর অর্জুন যাঁহার ধ্বজে বানরমূর্তি প্রস্তুত ছিল, যিনি বিবাহ করিতে যাইয়া শ্বশুরের সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন আপনার সৈন্যের মধ্যে কোন বীরই উক্তরূপধারী এই অর্জুনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১

অনন্তর যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগস্থিত কৃষ্ণ মূর্তিকে দেখিয়া যাহার সমস্ত কৌরব

তত্র বেগবদক্ষং তং কুরীপুত্রমথা বীরঘঃ।
বাসবস্তুরসে সাধোদ্যুৎ স্পর্ধয়েবাভি প্রজাঃ। ১৩
সাংবেষ্টরথীকানি শরবর্ষেণ সাত্যকঃ।
স্বপর্ণপাতবদ্ রাজন্নাশু প্রাদুশ্চোদিষ্যং প্রতি ১৪
যৎ তদানামযজ্ঞিয়কৃতরক্তানাবাসপালিনাম্।
যদ্ভূঃ ক্ষেমকরঃ সাধো দ্বিষতামক্ষয়বহম্। ১৫
তদেব তব পুত্রস্য রাজন্ দুর্মন্ত্রিণেবিনঃ।
কৃতে কর্মবিনাশায় যদ্ভরাবহমভূন্নঃ। ১৬
তথা দ্বিষোঽভ্যধাবন্ত সা সাধেন তব বাহিনী।
বাহীকৈঃ মহারাজ সৌবিরৈশ্চ সকর্দমম্। ১৭
তত্রো দশসহস্রাণি তুরগাণ্ড বভূবতুঃ।
অতিঃ কৃত্বা রথে ক্রুরাঃ বীরা ভরতসত্তমে। ১৮
ব্যশোভয়ন্তদা সাধো আবন্ত্যাঃ মহারথাঃ।
আদ্যং সাধো গুরুং ভারং সর্বশস্ত্রভৃতাং বরে। ১৯

যথা বলবতঃ ক্রুদ্ধঃ প্রক্ষিপ্ত যষ্টিরাহতঃ।
দুর্দান্তাত্ত তথাবন্তঃ সাধোঽমৃষ্যন্ত তৎ তদা। ২০
তস্মিন্ প্রমথিতে সৈন্যে তুমুলে লোমহর্ষণে।
তেন নাদেন মহতা ঘনস্তনিতনিস্বনে। ২১
তং রথেন নরব্যাঘ্রঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ মনস্বিনম্।
স সাত্যকিমুখান্মুক্তো বভূব ক্ষণনাসহঃ। ২২
ক্ষত্রিয়াণ্যাঃ যথাপাত্রং বধেন চ সমেন চ।
সংগ্রামে ভেদয়ন্ বীরো তমবন্তমনন্তরঃ। ২৩
তত্রো ভীমুত্তমস্বাসাগাধিস্ত ইব প্রভুঃ।
অন্যবন্ধক্ষয়ৌঘেণ তমবন্তো মনস্বিনম্। ২৪
ন চাপি শরবর্ষং তং শরবর্ষেণ বারয়ৎ।
অস্ত্রাণ্যস্ত্রেণ চিচ্ছেদ তমবন্তস্য বীর্যবান্। ২৫
তত্রঃ প্রাদুশ্চোদিষ্যো রাজা শরবরং নিবার্য তৎ।
শরৈর্জঘ্নে মহারাজ সাধং কৃষ্ণক বারিষ। ২৬

মহাত্মনা তার সহ করিয়ে সমর অদ্ভুত আচারের সাহত যুদ্ধ করিবার সম্পূর্ণ ভার নিজের উপর গ্রহণ করলেন। ১৯

যেমন বায়ু বলবান বৃক্ষ সমূহকে ক্রুদ্ধ হইয়া নানাদিকে কাঁপাইয়া ধূলিসাৎ করিয়া যায়, সেইরূপ বেগবান অদ্ভুত আপনার সৈন্যদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। ২০

এই সৈন্যদিগকে মথিত হইতে দেখিয়া রাজা তমবন্ত সেই প্রধান যুদ্ধভূমিতেই বীর হৃদীক পুত্র সহসা অন্যদের দিকে যাইতে দিলেন। ২১

অনন্তর : অদ্ভুত রথের দ্বারাই সেই বীরের সম্মুখীন হইলেন। তখন রথ ও হৃদীক এই দুজনে সাত্যকি হইতে ক্ষণকাল অন্তর হইয়া উঠিল। ২২

সাত্যকি যিনি অদ্ভুতদের নিহিত ও প্রত্যেকের বধ এবং পুনর্নিহিত হাতীর দ্বারা যাঁহার অদ্ভুত ও তমন্ত প্রভাবে বিচার করিতে পারিলেন। ২৩

তমবন্তের ভৈরবমুখ শত্রুনাশী রাজা তমন্ত অদ্ভুতের উপর বেগযুক্ত হইয়া হইতে বাণবর্ষী তমবারা যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৪

অতঃপরে পরাক্রমশালী ভৈরবস্থ অদ্ভুত নিজের বাণবৃষ্টির দ্বারা তমবন্তের বাণবর্ষণকে নিবারণ করিয়া সূক্ষ্মে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ২৫

আর্য! তমবন্ত প্রাদুশ্চোদিষ্যপুত্রের অভিপ্রায় তমন্তের বিনাশের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া মহারাজ অদ্ভুত ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন। ২৬

ততস্তু পরমপ্রীতো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তোষয়ামাস তং রাজন্ বরদাতা বরোত্তমৈঃ। ২৭
তমাসাদ্য ততঃ দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমিন্দীবরপ্রভম্।
চতুর্ভুজং মহাবাহুং সাক্ষাদ্বিষ্ণুমিবাব্যয়ম্। ২৮
তং প্রাঞ্জলিরুপেত্যেদং পরমাদ্ভুতমব্রবীৎ।

তাহাতে পুরন্দর তাঁহাদের উপর অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া বরদাতা ভগবান্ ত্রিপুরারি তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিবার জন্য সেই পরমাস্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। ২৭

কৃষ্ণ সমীপবর্তী হইলে সেই অস্ত্রকে আকাশে দেখিয়া ভগবান্ ত্রিপুরারি অতিশয় হর্ষের সহিত তাঁহাকে অক্ষয় পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন। ২৮

পাশুপতাস্ত্রমাসাদ্য বাসুদেবো মহাবলঃ।
স তু সাম্যো বিশ-খোনৃ ত্রাসয়ংস্তুমুলং মহৎ।
প্রাহিণোদ্ দ্রুতমুদ্যোগে তত্তঃ কৃষ্ণো মনস্বিনঃ। ৩০
ততি স্ত্রিয়স্তাবতঃ পশুনাহত্যাং সাহিত্যায়াং বৈতানিকায়াং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণপুত্রবধপর্বণি তপশুতুষ্টে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৬

যাহার এই মহাস্ত্র আকর্ষণ করিবার সময় নিজের আকর্ষণ নিবৃত্তি আসিয়া পরিত্যাগ করে, তখনি অসুর বধের কথা স্মরণ করিয়া আকাশ-পথ সেই বাণকে মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রেরণ করিলেন। ২৯

মহাবীর মহাবাহু। সেই বাণ তখন প্রলয়কাল বায়ু, বজ্র ও অনলের ন্যায় ভীষণ হইয়া মহাবেগে ধাবিত হইল। ইহা দেখিয়া অর্জুনের অন্তরে ক্রোধ হইল। ৩০

ইতিহাসবিদ্ বেদব্যাসদেবের প্রণীতা সংহিতা মধ্যে ভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত দ্রোণপুত্রবধপর্বাধ্যায়ের ভগবদ্ভক্তের মুখাবলোকন অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-কর্তৃক ভগবদ্ভক্তের রক্ষা, অর্জুনের ভক্তি-পরিচয়ে ভগবদ্ভক্তি বিবরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথা কৃষ্ণঃ কিমকরোৎ ভগবন্তং পাশুবঃ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষো বা পার্থস্য তন্মে সর্বং যথাতথম্। ১

সঞ্জয় উবাচ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষেন সংসক্তাবুভৌ বাসবভাস্করৌ।
বৃত্রবৈত্রোচিতং প্রাহো সমরুত্তমমি দেবিতে। ২
তথা তু শরবর্ষাণি পাশুবস্যাভিতো প্রভো।
প্রলয়ানিলসংঘাত ইব ক্ষুভিতসাগরঃ। ৩
অথ কৃষ্ণস্তবৈবাশ্বে পূর্বকায়ং ব্যবস্থিতঃ।

অবিষহ্যং দেবকীপুত্রঃ হেমপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ। ৪
ন্যস্তিপদ্যমাত্মানং তত্তয়েন চোদিতঃ।
নিবিত্ত দেবকীপুত্র ক্ষিপ্তি ভক্তঃ সুরাসুরে। ৫
তত পার্থো বহুস্থিত্বা পরিহারং বিহস্য চ।
লালয়ন্নিব রাজেন্দ্র তদন্তরমযোধয়ৎ। ৬
সোঽস্ত্রকৌশলবিচ্ছাত্তৈস্তদ্যোধয়ন্ বৈ চতুর্দশ।
অপ্রেষয়ৎ সমাসাদ্য হিংসন্তং কৃষ্ণবাহিনীম্। ৭

ত্রিনি অর্জুনকে পূর্ববৎ আকর্ণ করিয়া নিক্ষিপ্ত লৌহনির্মিত এবং শাণিত বাণসমূহ দ্বারা ভগবদ্ভক্ত বাসবসুত দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আহত করিলেন। ৪

তখন কৃষ্ণ নিক্ষিপ্ত শরীর শাণের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং ক্রুদ্ধ পঞ্চমুখ বাসবসুত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভেদ করিয়া রাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ৫

তখন অর্জুন দ্বারা তদন্তরের মত ভেদন করিয়া তাঁহার পরিহাসের সহিত তাঁহাকে ভেদ করিতে করিতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৬

তদনন্তর পুরন্দরপুত্র দেবকী পৌত্রটি তোমর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু সমাসাদ্য অর্জুন তাহাদের প্রত্যেকটিকেই দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ৭

অথো নাসাস্য তদ্ বক্ত্রং ব্যাদিতং পাতয়ন্নিব।
শরজালেন মহতা তত্ বাণীয়ং ভূতলে ॥ ৮
শীর্যমাণা ন তু খড়্গাঃ শরৈঃ সুকৃতনিষ্টিতাঃ।
ষষ্ঠী ধারানিপাতাংস্তো বাজ্ঞঃ পর্শ্বস্থাদিত ॥ ৯
ততঃ প্রাদুর্জ্যোতিষঃ শক্তিং হেমদণ্ডাময়ীম্।
বাসবস্য বাসুদেবায় দিত্সা তামপ্রুণোদ্ভিদ্যম্ ॥ ১০
তত্তস্তুয়ং জগা হৈব দ্বিধা হাস্তোঽঙ্কুশৈঃ শরৈঃ।
বিধায় প্রবিশদ্ভূমিমুদ্ভাস্য সর্বতোদ্যুতম্ ॥ ১১
সোঽভিনিষ্পেষ্টুমনসৈ সুসূক্ষ্মৈঃ কনকপত্রিভিঃ।
তমসুরস্তঃ ক্রুদ্ধঃ পাতয়ন্ জনার্দনঃ ॥ ১২
বাসবস্য তোমরান্ দ্বৌ যেনাস্যন্তোমরায় চ।
হৈরণ্যকুণ্ডলা সদ্যঃ কিরীটী পরিবিভ্রম্ ॥ ১৩
পরিপ্লুতং কিরীটী তদ্ অসুরস্যৈব পাতয়ঃ।
সুদৃষ্টং ক্রিয়তাং লোক ইতি রাজানমব্রবীৎ ॥ ১৪

এবমুক্তস্তু সাক্রুদ্ধঃ শরবর্ষেণ পাতয়ন্।
অভ্যাহন্যৎ সংগ্রামিকং মহারাজ তাবয়ন্ ॥ ১৫
তস্য পার্শ্বে মহচ্ছিত্ত্বা তূণীরাব্ সংনিকৃত্য চ।
ষড়্ভাগেন বিনির্ভিন্ত্যা সর্বমর্মস্বরাদৃঢ়ম্ ॥ ১৬
নিষ্ক্রান্তস্তোমরিণাথিনো হৈরণাত্মমুখীরথম্।
অভিমন্যাদুপঃ ক্রুদ্ধো বাসবং পাতয়োরসি ॥ ১৭
বিপাট্য তদসুরেণ তন্ত্রঃ সর্বাণি বৈ।
হৈরণা প্রতিচক্রায় পার্শ্বং সঞ্জগ্মতুঃ ক্ষণম্ ॥ ১৮
হৈরণ্যস্তাস্তবজ্ঞালা তন্ত্রঃ কেশবোরসি।
পদ্মবোনিবিচিত্রাভা সর্বতূর্যুদ্ভবোদ্ভটা ॥ ১৯
অসমাপ্তিমুপর্যন্তা পাণ্ডবোজ্জয়নপ্রভা।
সত্যা পদ্মপলাশাক্ষী দাতকল্পিতপত্রিকা ॥ ২০
শুক্লতেজস্তাবিদ্ধা সৌবিরতপনীপুলনন্দিনঃ।
(কেশবঃ কৌস্তুভমণিঃ আর্চিষ্মন্তাবিবেদিনঃ।

অর্জুন এই সব বাণকে পথে অবরুদ্ধ করায় তাহা কুণ্ডল হইয়া সেই দানবের কবচ ছেদন করিল, ইহাতে তাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৮

অতঃ ছিন্ন কবচ বাসবপুত্রের আঘাতে বাহির আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তখন হাতের বাণে ধনুক কাটিয়া ফেলিল এবং সোনার ও (বৈদূর্যবিভূষিত) তলোয়ার লিয়া দিগ্বিদিকের বাণ রোধ করিতে লাগিল ॥ ৯

তখন তখনই বাসবপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া তুরন্ত শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অর্জুন তাহাকে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

তখনও অর্জুন তীক্ষ্ণ বাসবপুত্রের বাহু তলদেশের উভয় পার্শ্ব ছেদন করিয়া ঢালিতে ঢালিতেই অন্য ৮টি বাণের দ্বারা তাহার সেই পরাক্রমশালী তলদেশে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১১

অর্জুনের তীক্ষ্ণাগ্রভুক্ত তুণ্ড বাসবপুত্র অত্যন্ত আহত হইয়া বারা তাহার সেই শত্রুপুত্র অর্জুনের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ১২

তখন তিনি অর্জুনের মস্তকের উপর যে তোমর প্রহার করিলেন এবং গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই তোমরখানি তাহার কিরীটকে উল্টাইয়া দিল ॥ ১৩

উল্টে যাওয়া কিরীটকে তলদেশদ্বারা ঠেলন করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন তলদেশকে বলিলেন,—রাজন্! এখন এই লোকটিকে উত্তমরূপে দর্শন করিয়া লউন ॥ ১৪

অর্জুন এই কথা বলিলে পর তলদেশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সোনালী রথ হাতে লইয়া পীড়নের অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

তখন অর্জুন তাঁহার সব ছেদন করিয়া তূণীরটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর অতিশয় ঘোর করিয়া সারথিটি যাহা তাঁহার মস্তক ও বক্ষঃস্থলে পড়ীবারে আঘাত করিলেন ॥ ১৬

তখনও সেই সমস্ত বাণে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত বক্ষের বৈকর্তন তলোয়ার করিলেন। তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের অর্জুনের বৈকর্তনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

তলদেশ অর্জুন বিদ্ধিত হইয়া সেই শক্তি বিদ্ধুই ছিন্ন করিতে সমর্থ, তাই তখনই পীড়ন অর্জুনের অজ্ঞাতসারে করিয়া তাহার নিজের বক্ষে ঐ শক্তিকে বারণ করিলেন ॥ ১৮

তলদেশ পীড়নের হাতে থাকিয়া এই শক্তি বৈকর্তনীয়ানের পরিণত হইয়া যায়। ঐ মালা সাহস্র তোমর বিভিন্ন লোহার তলদেশের ছিল এবং সকল অস্ত্র পুষ্পের সম্ভার ছিল। ইহা হইতে অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্রমণ্ডলের বিদ্যুতি হইতে লাগিল। ইহার এক একটি দল অগ্নিফুল্ল প্রকাশিত হইতেছিল। তখন তলদেশের ও বাসবের অগ্নেয়াস্ত্রিত এই বৈকর্তনীয়ানের দ্বারা অস্তমীমূলের ন্যায় ভাবাপন্ন, তেজিয়ান, সূর্যসেবকল, শার্ঙ্গধনুধারী, শঙ্খচক্রগদাধারী বৈষ্ণব অধিকারিক লোকাগ্রাস

সন্ধ্যাংস্তবিব সন্ধ্যাং প্রাদুষ্কালে মনোরমাং ॥)
তমোঽপশ্যৎ প্রাদুষমাং দেবঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ১১

অনুমানমনুস্মরন্ সংবন্ধাত্মীতি চানঘ।
উপাকৃত্য পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিজ্ঞাং যাং ন বক্ষসি ॥ ১২
যজ্ঞাং যাজনী যা স্বাধ্যায়ক্রো যা নিয়মবতে।
তত্তস্যাস্তৈব ভার্যায়াং ভাবতং ভার্যায়াং ধরি স্থিতে ॥ ১৩

সন্ধ্যাং সন্ধ্যাংশ্চাঃ সন্ধ্যাস্বরূপধারিণ।
পক্ষো লোকানিমান্ ভেতুং তচ্চাপি বিদিতং তব ॥ ১৪

তত্তোঽর্জুনো বাসুদেবং প্রত্যুবাচার্তবৎ বচঃ।
পশ্য শুক্লমিং পার্শ্ব পুরাণস্য মনানঘ ॥ ১৫

চতুর্ভিরিরঃ সবলোকত্রাণার্থমুদ্যতঃ
আত্মানং প্রবিভক্তোয় লোকানাং হিতমাত্মনে ॥ ১৬
এষা মূর্তিস্তপস্তপ্তা কৃতবেদ যে মূর্তি স্থিতা।

হইবেন। ইহাতে মনে হইল—যখনকালে সন্ধ্যাকালীন মেঘ-মণ্ডলে আচ্ছাদিত থাকে সেই সময়ের শোভা পাইতেছে।

সেই সময় অর্জুনের মনে অভিনব কৌতূহল উৎপন্ন হইল। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন—অনঘ! আমি ত' প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি যুদ্ধ না করিয়া অবসরকালে সাহায্য করিব অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিব, কিন্তু তখনকার আপনি এই কথা বলিয়াও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন না। যদি আমি সময়ে পরিত্যক্ত হইবার অথবা অন্যের নিকটে অপরাধী হইতাম, তাহা হইলে সেই সময়েই আপনি এই কার্য্য করিলেই পারিতেন। যখন আমি যুদ্ধের ভার উপস্থিত, তখন আপনার ইহা করা উচিত হয় নি। ১৪-১০

আপনার ত' ইহা জানা আছে যে, আমার হাতে ধনুর্বাণ থাকিলে, তখন আমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের এই সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করিতে পারি। ১১

তখন বাসুদেবের কথায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই যথাযথ বাক্য বলিলেন—অনঘ! সুষ্ঠীকুমার! এ বিষয়ে তুমি একটি পোরাণীয় ইতিহাস তথা শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল। ১২

আমি চতুর্থি মূর্তি ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সমস্ত লোকের হিত করিবার জন্য উদ্যুক্ত থাকি। আমি নিজেই বহুরূপে বিভক্ত করিয়া সমস্ত জগতের হিতসাধন করিয়া থাকিতেছি। ১৩-

অপরা পঞ্চমি তথা মূর্ত্তিরাঃ সাত্বতাধুনী। ১৭
অপরা কুরুতে কর্ম মানুষঃ লোকমাশ্রিতা।
খেতে চতুর্থী তপসা নিত্যঃ সর্বসহস্রিতম্। ১৮
বাসো বর্ষসহস্রান্তে মূর্তিরিষ্টতে তব।
বরাহেণো বরান্ লোকানুদ্ধিন্ কালে তথাহি সা ॥ ১৯
যা তু কালমহপ্রাপ্তঃ বিদিত্বা পৃথিবী তথা।
অযাচত বরা বরা নরকার্থায় তত্ত্বতঃ ॥ ২০
তেনায়ং ঘনেবাত্মে অবধ্যত্বনরোত্তম যে।
উপেতো বৈষ্ণবাংশেন তচ্চে তং শাঙ্গধারিণি। ২১
এষঃ বরবরং প্রাপ্য তপসাত্মনয়ে তথা।
অবোধয়ঃ প্রাগজ্ঞা বৈষ্ণবা পরমঃ পুমা। ২২
অবোধঃ ত্রৈগুণ্যঃ যৈ তদ্বেদঃ তমহু তচে।
নরকত্বাত্তিরকার্থা যৈনঃ তস্মিন্ ধরিষ্যতি। ২৩

আমার এই মূর্তি এই কৃষ্ণে (দেবকীগর্ভে বসুদেবরূপে) অবতার করত তপস্যা করিতেছে। দ্বিতীয় মূর্তি (শেষনাগরূপ) তলাতলবাসী অসুরের সংহারের নিমিত্ত পাতালে বিচরণ করিতেছে। ১৭

তৃতীয় মূর্তি (আমি স্বয়ং) মনুষ্যলোকের আশ্রয় লইয়া নানাপ্রকার কর্ম করিতেছি এবং অন্য চতুর্থ মূর্তি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত একাগ্র মনে তপস্যা করিয়া থাকে। ১৮

সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইবার পর যখন আমার চতুর্থ মূর্তি যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হয়, তখন বরলাভ করিবার যোগ্য সেই ব্রহ্মর্ষিকে উত্তম বরসমূহ দান করিয়া থাকে। ১৯

একবার যখন ঐ সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আমিই পৃথিবীদেবী নিজের মৃত্যু নরকাসুরের জন্য আমার নিকট হইতে যে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—তাহা স্মরণ কর। ২০

আমার মৃত্যু বৈষ্ণবাংশে সম্ভবপর হইয়া দেবতা ও মানবগণের অবধ্য হইল। এজন্য তুমি আমাকে বৈষ্ণবাংশ প্রদান কর। ২১

সেই সময় পৃথিবীর মৃত্যু হইতে এইরূপ প্রার্থনা লাভ করিয়া আমি পুরাকালে নিজের সংজ্ঞাময় ও অমোঘ বৈষ্ণবাংশ তাহাকে প্রদান করি। ২২

তাহাকে প্রদান করিবার সময় আমি বলিয়াছিলাম—এই অমোঘ বৈষ্ণবাংশ নরকাসুরের মৃত্যুর জন্য তাহার নিকট থাকিবে। ইহাকে কেহই নষ্ট করিতে পারিবে না। ২৩

অনেনাস্ত্রপ্রভাবেণ তব পুত্রঃ পরন্তপঃ।
অবিষহ্যতি দুর্ধর্ষঃ সর্বলোকেষু সর্বদা। ৩৯
ঋষেঃ শাপাদ্ধি ভগবা দেবী কৃত্তিবাসা মনস্বিনী।
স চাপ্যাসীদ্ ভগবান্ রুদ্রঃ পশুপতিঃ প্রভুঃ। ৪০
তস্মাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রাপ্তো ভগদত্তঃ পার্থ মামকঃ।
নাস্তমেষ্যতি লোকেষু লোকগুরুত্বে মানিষু। ৪১
তথা হ্যকৃতে হৈমবতঃ বাসবাস্ত্রময়ম্।
বিমুক্তঃ পরমাস্ত্রেণ ত্বয়ি পার্থ মহাসুরম্। ৪২
বৈষ্ণবং হি হরির্ঘোরং তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
বর্ষাণাং হ্যযুতান্ পূর্ণান্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। ৪৩
এবমুক্তস্তদা পার্থঃ কেশবেন মহাত্মনা।
ভগদত্তং বিনির্জেতুং সহসা সমবাক্রমৎ। ৪৪
ততঃ পার্থো মহাবাহুরস্ত্রাস্ত্রো মহামনাঃ।
ভূতয়োরন্তরে নাগং বারয়ামাস সংযুগে। ৪৫

স সমাসাদ্য তং নাগং বাণৌঘৈরভ্যবর্ষয়ৎ।
অন্যৈশ্চ সহ পুত্রেণ বলীকমিব পাণ্ডবঃ। ৪৬
স কৃতী অপরান্তেন প্রেষয়ামাস দুর্মুখঃ।
ন কথোক্তি পরিক্লান্তা ধরিত্রীসোম যোষিতা। ৪৭
স তু বিদ্ধো মহারাজ শরৌঘাভিহতস্তদা।
মমর্ষাষ্টগুণং প্রাণান্ত্যক্ত্বা ভগদত্তঃ প্রতাপবান্। ৪৮
অথো বারণযন্ত্রজ্ঞো নাগস্য কুশলো নরঃ।
অঙ্কুশং প্রহরন্ পার্শ্বে পদ্মিনেন সমাদ্রবৎ। ৪৯
বলীয়সস্তনয়ন্ পুত্রঃ পরমদুর্জয়ঃ।
অস্ত্রোপস্তীর্ণবার্যায় বৈষ্ণবায় কুঞ্জরায়। ৫০
কেশবাস্ত্যং প্রতিস্মৃত্য পরেণ সমযোজয়ৎ।
ছিত্ত্বা মর্মাণ্যুরস্তস্য তস্মিন্ হৃদয়নোদিতঃ পতত স ন। ৫১
তথোরসঃ তদ্বদনে তস্যাস্ত্রঃ প্রত্যপদ্যত।
তস্যাস্ত্রজ্ঞাবিদ্ধেন বারণেন মমর্দিতঃ। ৫২

সেই নাগও বায়ুর মতন বেগে ধাইয়া শত্রুসৈন্যকে বিনাশ করিল, যেমন বজ্র পর্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকে। তোমার পুত্র বলীকের (উইঢিপির) মতন স্তূপাকার করিয়া থাকে, সেইভাবে ঐ বাণ শত শত হাতীর মৃতদেহে প্রবেশ করিল। ৪৯

তখন ভগদত্ত পুনঃ পুনঃ সেই হাতীকে প্রেরণ করিতে থাকিলেন যে হাতার আঘাত সেইভাবে সামলে করিল না, যেমন মৃত্যুই নিজের দাঁড়ান হাতীর কথা সামলে করে না। ৫০

সেই সময় ঐ বিশাল হাতী নিজের শরীরকে বিদ্ধকারী শত্রুর দুইটী দাঁতের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিল এবং আর্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ৫১

তখনকার তখনই বৈষ্ণব হাতীওয়ালা অর্জুনকে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! এই ভগদত্ত অত্যন্ত বৃদ্ধ, ইহার সমস্ত কেশই পাকিয়া গিয়াছে এবং শরীরটি অত্যন্ত বলিত পলিত হইয়া গিয়াছে। এই অত্যন্ত বৃদ্ধ বীরের প্রতি তখনই নিজের দুই চক্ষু মুদিত করিয়া অন্যান্য হইয়া পড়িয়া আমাকে বধের দ্বারা বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ৫২-৫৪

তখনই শ্রীকৃষ্ণের কথায় অর্জুন বাণসমূহের দ্বারা তখনকার মস্তকের বস্ত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই বস্ত্র ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দেহ মৃত হইয়া গেল। ৫৫

তখন প্রভাবশালী রাজা ভগদত্তের সম্পূর্ণ শরীর অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। সেই সময় আসন্নমৃত্যুকে এক অর্ধচন্দ্রাকার বাণের

বিদ্ধে জনয়ং রাজ্ঞো জগতস্তমসা পাতয়ঃ।
ন চিরস্থয়ো রাজা জগতঃ কিরীটিনা। ১৮
পরাসনঃ পরাসৈশ্চ পরাসুঃ প্রমুমোচ হ।
শিরস্ত্রাণস্য বিচ্ছেদে পপাত চ যথাতরুম্।
বালসূর্যনিভাস্যস্য পলাশং বদিনোপমম্।
ন রেজমানো ভগবান্ রোহিণীসহিতো যথা
পপাত ভারাদ্ বিরিসন্নিকাশাৎ।
ভূমৌ শিরো বাহুভয়েন্দ্রকল্পো
মহীধরাগ্রাদিব কর্ণিকারঃ। ২০

নিহত্য তং বরণবিমিশ্রবিক্রমং
সমারুরুক্ষন্তমথেন্দ্রিয়ব্রতে।
তরোরপর্যাপ্তবলপ্রকর্ষিণো নরান্
বরঞ্চ বায়ুর্বলবান্ ক্রমাদিব। ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
যোগপর্ব্যণি সংশপ্তকবধপর্ব্যণি জয়দ্রথবধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ২৯

যায়া পাণ্ডুসৈন্য অর্জুন প্রায় জয়দ্রথের নিকটস্থ হইলেন। তখন তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—কৃষ্ণ! তুণবাহিনে দুর্গ করিলে বৃক্ষ যাবৎ বেগে পতিত হয়, পক্ষীরাজির ইহাতে নিবে পতিত হইতেছে। ১৮

বাস্তব! এইরূপে ইন্দ্রতনয় অর্জুন ইন্দ্রের ন্যায় ও ইন্দ্রকুমার সদৃশপরাক্রমশালী হইয়া জয়দ্রথকে মুগ্ধ না করিয়া আপনার বৈরাগ্যের ন্যায় অন্য সব বিষয়বিরাগী বীরগণকে পৌরুষে দূরীভূত করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষশাখীকে উৎপাটিত করিয়া থাকে। ১১

শ্রীমহাভারতে যোগপর্ব্যণি সংশপ্তকবধপর্ব্যণি জয়দ্রথবধপর্ব্যণি ভগবদ্বাক্যে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনের বৃষকাচলযোধন, অর্জুনবৈভব, তদ্য পরাজয়, কৌরবসৈন্যের পলায়নক।)

সঞ্জয় উবাচ।

ত্রিভাগশিষ্টে সবিতরি সধ্যায়মধিতৌজসম্।
দৃষ্ট্বা প্রাদুর্জ্যোতিষং পার্থঃ প্রহসন্নিদমব্রবীত্। ১
ওতো গান্ধাররাজস্য সুতৌ পরপুরঞ্জয়ৌ।
অর্জুনায়ার্জুনং সাম্যে আয়ান্তৌ বৃষকাচলৌ। ২

তৌ সংযুগায়ার্জুনং বীরৌ পুনঃ সন্তস্থতুর্যুধি।
অধিরোহ্য মহাবেগৈর্নিমিত্তৈরাত্মসৈন্যয়োঃ। ৩

বৃষকস্য চ তস্যাশ্বান্ সূতা বহুশ্রুতঃ রথং তথা।
ত্রিধাশো নাশয়ন্ পার্থঃ সৌবলস্য শিতৈঃ শরৈঃ। ৪

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন বৃষক নৃপ ও অচলের বধ, পরাজিত রাজা ও তাহার পলায়ন এবং কৌরবসৈন্যের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তিনি সকল দিকের ত্রিভাগ শিষ্ট থাকিলে সেই অধিতেজসী প্রাদুর্জ্যোতিঃপুরুষ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া অর্জুন সহিত হিতে লিখিলেন। ১

সেইদিন সংগ্রামস্থলে জয়দ্রথের দুই পুত্র পরপুরঞ্জয়বিজয়ী দুই ভ্রাতা বৃষক ও অচল আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধে অর্জুনকে

ঐ দুই বলবীর বীর অর্জুনের উপর অগ্রসর ও সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইয়া অর্জুন যেসকলী তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে জর্জ্জরিতকরণে বিদ্ধ করিলেন। ৩

তখন বৃষকপুত্র অর্জুন তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তদীয় বৃষকের অশ্ব, সারথি, রথ, ধ্বজ ও ধনুক তিন তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ৪

তয়োরেকঃ শরব্রাতৈর্নানাপ্রহরণৈরপি।
গাঙ্গায়ানাত্মজাংশ্চক্রে হৈরণ্যকবচান্ পুনঃ ॥ ৪
ততঃ শতসহস্রান্ বীরান্ সাত্যকায়ুক্ত রাঘবান্।
অভিদোদ্রুতালোক্য ক্রুদ্ধো বাণৈর্ব্যবাকিরৎ ॥ ৫
তত্রাযান্তং তু সমরে দূরমবতীর্য্য মহাভুজঃ।
আকর্ণমেব চাকৃষ্য বভাষে ॥ ৬
আবেক্ষধ্বমাচার্য্যো আয়ান্তং বৃষ্ণিপাংসনো
সর্ব্বলোকস্য পশ্যতাং বিবোত্তাঃ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭
স্থানে তব মহাবাহো বাহ্বোর্বৃষ্ণিপাংসনো।
দৃঢ়ং বিজয়তাং পার্থে বিজয়ো বিবিধৈ ॥ ৮
অহমস্মৌ তু সাত্যকেরস্য পাণ্ডবঃ পুনঃ।
বিশ্বাসবাসিকো মানো লোকং ধনমাত্তিষ্ঠয়া ॥ ৯
তৌ রথস্থৌ মহাবাহৌ বাহ্বোনৌ বৃষ্ণিপাংসনো।
সংরিষ্টাকৌ ধিষ্ঠৌ রাজন্ তথাবৈকেতুবাহুনিঃ ॥ ১০
তৌ রথাগ্র নিরুদ্ধাস্তৌ লোহিতাক্ষৌ মহাভুজৌ।
রাজন্ সম্পেক্ষতুর্বীরৌ লোকযাবেবলক্ষণৌ ॥ ১১
তয়োস্তু নিঃ মহৌ কেতৌ ধ্বজাগ্রে সমুদ্যতশ্রিয়ৌ।
ধ্বজৌ ধ্বজ নিভঃ পূর্ণঃ সমরিষ্টা ব্যবস্থিতৌ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা বিনিহতৌ সংখ্যে মাতুলাবেপসাবিনৌ।
দৃঢ়ং মুমুচুরুদ্ধি পুত্রাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৩
নিহতৌ আতরৌ দৃষ্ট্বা মাতাপরবিশাম্পতে।
ক্রুদ্ধৌ সংস্মারয়ন্ মাতাঃ বিদ্বে পক্ষনিষ্ঠকঃ ॥ ১৪
সন্তর্জ্জয়োত্তরাস্যন্ত পরস্পরান্ সমন্ততঃ।
মহাপরিঘনির্ঘোষপূর্ণমুক্তরপত্রিণঃ ॥ ১৫
সমাপ্তন্নষ্টি সমরা মুসলানি পরস্পরাঃ।
মুখাঃ মুখপ্রমাণাশ্চ বলবন্তাস্ত্রিসন্নতাঃ ॥ ১৬
চক্রাণি বিবিধাঃ প্রাসা বিবিধাশ্চাস্ত্রনানি চ।
প্রপেতুঃ সমরে তিস্মিন্ প্রতিদ্বন্দ্বাস্ত্রনিঃ প্রতি ॥ ১৭

তখন সাত্যকি ও ভূরিশ্রবা উভয়ে রথ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় অর্জুন একটি বাণে তাঁহার ভুজদ্বয়ে বধ করিলেন ॥১১

মহারাজ! তাঁহারা দুইজনে সৌভদ্র দ্বারা ছিন্ন হইয়া একত্র নিপতিত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের সিংহধ্বজ পতাকাযুক্ত, সোনার অঙ্গদ ও বিশাল বাহুতে অলংকৃত ছিলেন। তাঁহারা ভূতলে একত্র পতিত হইলেন ॥১২

মধুবংশের শ্রেষ্ঠ এই দুই বীরের পতনে রথ হইতে সাত্যকি ভূতলে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে উভয়ে নিজেদের পরিত্যক্ত রথকে চারিদিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কুরুসেনাকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন ॥১৩

মহারাজ! যুদ্ধ হইতে যে দ্বারা অবতরণ করেন নাই, সেই বীর মাতুলদ্বয়কে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্রগণ সকলে মিলিয়া অর্জুনকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন ॥১৪

মহারাজ! আপনার দুই ভাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া পক্ষ পক্ষ মাত্রের সহায়ে নিপুণ পক্ষনি ঐরূপ ও অর্জুনকে যোদ্ধিত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর ধাবমান হইলেন ॥১৫

তখন অর্জুনের উপর গদা, লোহার মোগা, ভুশুণ্ডী, পরশু, পাশ, পরিঘ, পট্টিশ, মুষল, মুদ্গর, শক্তি, বল্লম, ঋষ্টি, নখর, মুসল, পরশু, ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, মালীক, বৎসদন্ত, অশ্বিপাটি, চক্র, প্রাস এবং অন্য নানাপ্রকার শস্ত্র শস্ত্র অস্ত্র সমস্ত দিক্ হইতে আসিয়া পতিত হইতেছিল ॥১৬-১৭

ঘণ্টাস্ত্রিংশতা সিংহা ব্যাঘ্রাঃ শরভচিত্রকাঃ।
ভল্লাঃ শার্দূলকা ঋক্ষাঃ কপয়শ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৮
বিবিধাশ্চ চ বল্গাসি ক্ষুদ্রিকাশ্চক্রমর্দনঃ।
সাঙ্কুশাশ্চ তথাবন্ধা বিবিধাশ্চ বরাসয়ঃ ॥ ১৯
ততো দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
বিশস্ত্রয়িত্বাত্মানং সহসা তানরাদ্রবৎ ॥ ২১
তে তস্যাস্ত্রবলাঃ পূর্বং শরবৈঃ সাদৈকধুঃ ক্ষিতৌ।
বিকৃতাস্যা মহারাজ বিনেদুঃ সর্বতো ভয়াৎ ॥ ২২
ততস্তস্যঃ প্রাহরন্কৃষ্ণমুনস্য রথং প্রতি।
তস্যাস্তে তমসো ঘোরাঃ কৃতাঃ পার্থস্য সংযুগে ॥ ২২
তম তমো ঘোরং ঘোরং তদ্ভয়ং ভূ মহাভয়ে
উদ্ভবামাস যত্তত্র জ্যোতিষেষাদ্ধুতোদয়ং ॥ ২৪
ততস্তে তস্মিন্ তমসীমান্ত প্রাহরন্ত তথানকাঃ।
অস্ত্রসঙ্ঘান্ মহোর্মীণাদি ভারিষ্যাদ্ধুনঃ ॥ ২৫

প্রাবৃড়্ঘনান্তরস্থেন প্রাহরোঽহেন শোষিতম্।
এবং বর্ষিত্বা যাতাঃ সৌবলস্য কৃতাঃ কৃতাঃ ॥ ২৬
তমাদায়তলোলাস্ত প্রতনয়ন্ত্রিভঙ্গিনঃ।
তত্র তত্রাস্ত যাতাস্তু তত্রোঽর্জুনশরাহতাঃ ॥ ২৭
অপায়াজ্জরবৈবৈঃ শত্রুনিঃ প্রাকৃতো যথা।
তত্রোত্তরুর্নোত্তরিষ্যন্তঃ শর্বরাস্যেরিব্ ॥ ২৮
অভারদ্ধরৌদ্রেণ রৌদ্রাস্ত্রাস্যেন রৌদ্রিণীম্।
সা তমস্যা সার্ধেন তব পুত্রস্য বাহিনী ॥ ২৯
বৈধীকৃতা মহারাজ পক্ষোলোষ পর্যয়ম্।
দ্রোণমেবাপতন্তস্য কেচিত্ তত্র মহীধ্রাঃ ॥ ৩০
কেচিত্ দুর্যোধনং রাজন্নাদায়ানাঃ কিরীটিনা।
নাপতন্ত তত্রস্থাঃ শৈলেন্দ্রা ইব বজ্রিণা ॥ ৩১
গান্ধারস্য চ নিঘোষঃ শ্রুতো ধনুষতো মহান্।
শব্দমুদ্ভিন্নিবোগ্রাস্য বাহিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্ ॥ ৩২

ঘণ্টা, ঋষ্টি, ঘর্ঘর, সিংহ, ব্যাঘ্র, শরভ, চিত্রাধার, ভল্ল, শৃগাল, শর্দ্ধি, ঋক্ষ, সর্প ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্রিকা রক্ষক এবং বিবিধ পক্ষী অস্ত্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল।

তখন দিব্যাস্ত্রবিৎ বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা বাণবর্ষণ বন্ধ করিয়া তাহাদের সম্মুখে রথ রক্ষিয়া অবস্থান করিলেন। ১৯-২১

বীরবর অর্জুনের তূণ ও ধনুক বলবান্ ব্যক্তির হাতে এই সব ছিন্ন পক্ষী সকলেরাঘাতে আহত হইয়া তখনও চীৎকার করিতে করিতে সৈন্যদলের মধ্যে পড়িয়া গেল। ২২

তখনকার অর্জুনের রথের নিকট অন্ধকার আবির্ভূত হইল এবং সেই অন্ধকার হইতে ক্রূরস্বভাব যক্ষ সকল উত্থিত হইয়া পার্থের রথের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ২৩

সেই অন্ধকারের আবির্ভাব হইলে, ঘোর ও ভয়ানক অন্ধকারে অর্জুন তাঁর বিপদ উত্তীর্ণ জ্যোতিষ্কের দ্বারা সেই অন্ধকার বিনাশ করিলেন। ২৪

সেই অন্ধকার নষ্ট হইয়া গেলে তখন তুমুলরবে প্রাদুর্ভূত হইল। তখন অর্জুন সেই তমসাকে বিনাশের জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ করিলেন। এই রূপ সমস্ত তমসাকে শোষণ করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে যখনই শত্রুরা অর্জুন সম্বন্ধে প্রযুক্ত মায়া প্রকাশের মাধ্যমে সেই সময় অর্জুন নিজ অস্ত্রবলে বাধিতে

হাতেই পরিণত করিয়া ফেলিলেন।

তখন সমস্ত মায়া নাশপ্রাপ্ত হইলে অর্জুনের বাণসমূহ অন্যান্য আকার ধারণ করিয়া তীব্র শত্রুদের উপর মহাবেগে ঘোর ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন তাহারা পলায়ন করিল।

তখনকার অস্ত্রজ্ঞ অর্জুন শত্রুসৈন্যকে নিজের বল-বৈচিত্র্য দেখাইতে দেখাইতে সৌভদ্রবৈরকের উপর ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! অর্জুন সত্বর প্রহার করিয়া আপনার পুত্রের বিশাল বৈজয়ন্তিকা সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন, যেমন মহা বিশাল পর্বতের নিকট যাইয়া বৃষ্টিধারা বিনষ্ট হইয়া প্রবাহিত হয়॥

মহারাজ! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা পীড়িত হইয়া তখন সৈন্য দ্রোণাচার্যের সকাশে যাইয়া আর্তনাদ করিল এবং তখন তাঁর দ্বারা দুর্যোধনের নিকট পলায়ন করিল॥

মহারাজ! সেই সময় আমরা কেহই উপযুক্ত ভূমিভাগে থাকা সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনকে দেখিতে পাইলাম না। আমি ত' কেবল মাত্র হইতে উত্থিত গাণ্ডীবজ্যার টঙ্কারধ্বনিই শুনিতে পাইতেছিলাম॥

শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের ধ্বনি, বাহুযুদ্ধের শব্দ এবং গাণ্ডীবজ্যার গম্ভীর শব্দ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া অর্জুনের পর্যন্ত দিয়া উত্থিত হইল॥

পাণ্ডবস্য তু নির্ঘোষো বাহিত্রধ্বনিসংযুতঃ।
ততঃ পুণ্যর্ক্ষিণঃ সংপ্রাপয়ন্তিস্রোদিবাম্ ॥ ১৩
মুমুচুঃ চাপ্যনাধৃষ্যাঃ তু রোমহর্ষিণম্।
যৌধিষ্ঠিরস্তানীকানি প্রহর্ষয়ন্ মহাভুজঃ ॥ ১৪
নানাবিধাশ্চমীকানি পুরাণাঃ তত্র তত্র তে
অন্বুবো যাবদং কালে বিদীর্যান্তি যাতকঃ ॥ ১৫
তং বাসবনিবাসাক্ষ্ণ দুর্বিষহঃ পরৌষিণম্।
অহোরাত্রং নরব্যাঘ্রা মোক্ষং কেচিদ্বারয়ন্ ॥ ১৬
তে চক্রমানাঃ সাধ্যেন ধ্বনীয়া বাধিরা তুদন্।
যাবেন বরণো ভন্তুবিদ্রবন্তুত্তরন্তরঃ ॥ ১৭
যেনমুর্যেন পরা মুক্তাঃ বরণস্তেন্তুদ্বিতঃ।
পলতা ইব সংপেতুঃ সংঘশো বিদো বল ॥ ১৮
দুরুদ্রঃ রথিনঃ নাগাঃ পদাতিমপি হাদিন।
বিনিতিন্ন কিলং ভন্তুবন্তীকমিব পন্নগাঃ ॥ ১৯

ন চ বিত্তীয়ঃ বাসবং কুতবাপনবেষু সঃ।
পুনর্যেনপরাজগ্মুঃ বিদেশুস্তে মহাসনঃ ॥ ২০
ইতৈরমুষ্টৈর্বিবিধৈশ্চ সর্বতঃ
পরাভবদ্ভিশ্চ ইবৈর্নিপাতিতৈঃ।
তথা স-রোমাকুলাভিনাদিনাদিতঃ
সংচিত্রমাত্রোদধিরো বভূব তৎ ॥ ২১
পিতা সুতং ভ্রাতা চ পুত্রতঃ সুহৃৎ
তথৈব পুত্রঃ পিতরং পরাসুবঃ।
পরস্পরং কৃত্যমহত্তরা জনা-
স্তাজন্তি বারানপি পার্থনীতিতঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
রোমহর্ষণি সংপ্রকাশনপর্বণি অর্জুনিপ্রস্থানে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

হইতে থাকেন ॥ ৩৮

আহা! এই প্রলয়কাল সম, ঘোর, ভয়ানক ও পরাক্রান্ত সৈন্যগণের বিনাশ করিয়া দেবরাজের তুল্যরূপে প্রবিষ্ট হইতেছিল, যেরূপ সর্বদা মহীতলে মহা ভয়ের আরম্ভ থাকে ॥ ৩৯

হায়, অর্জুন ও মহাত্মাগণের উপর অর্জুনি বিতীয় ঘোর বিক্ষেপ করিতেছিলেন না! তাহাদের সকলেই একই বাণের দ্বারা প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতেছিল ॥ ৪০

তখন বাসবসুতের আঘাতে বহু সহস্র মনুষ্যমুখ পতিত হইল, চারিদিকের যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং ঘন আর্তনাদ হইয়াছিল। সেই সময় কুরু ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ঘোরতরপুর্ণ হইয়া মনুষ্যদের অবিবেচনাবশতই অসুর বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪১

সেখানে পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিতেছিল, সুহৃৎ সুহৃৎকে এবং পুত্র বাসবসুতের আঘাতে শীঘ্রই হতবীর্য হইয়া পিতাকে ত্যাগ করিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুনের বাসবসুতে শীঘ্রিত হইয়া সকল মানুষই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দুর্ঘটির কর্তব্য বাণ-বাণের পরিত্যাগ করাই পরাম কার্যে লাগিল ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি ঘোষাগ্রণীত পরমাদরী সাহিত্য মহাভারতের ঘোষণাকাব্যের সংপ্রকাশনপর্বে অর্জুনি পরাজয়বিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধং, অশ্বত্থামা রাজ্ঞো নীলস্য সংহারশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ততঃ কেষু প্রবৃত্তেষু পার্থানীকেন সঞ্জয় ।
চলিতানাং দ্রুতানাঞ্চ কথমাসীন্মনো হি বঃ ॥ ১

অনীকানাং প্রভগ্নানামবস্থানমনুত্তমম্ ।
দুষ্করং প্রতিপদ্যন্তে কথমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

তথাপি তব পুত্রস্য প্রিয়কামা বিশাম্পতে ।
যত্নং প্রবীরা লোকেষু রক্ষন্তো জোণমন্বয়ুঃ ॥ ৩

সমুদ্যতেষু চাস্ত্রেষু সম্প্রাপ্তে চ মুহূর্তিকে ।
অনুজ্ঞায়াঞ্চকারাথ দৈবতে সত্যবিক্রমে ॥ ৪

অন্তরং ভীমসেনস্য প্রাপ্তমন্বিষ্য কৌরবঃ ।
সাত্যকেশ্চৈব বীরস্য দৃষ্টদ্যুম্নস্য বা বিভো ॥ ৫

জোণং জোণমিতি ব্রুবাঃ পাঞ্চালাঃ সহসোদ্যতম্ ।
যা জোণমিতি পুরাস্মে কুরবঃ সর্বসংহতম্ ॥ ৬

জোণঃ জোণমিতি ক্ষেমে যা জোণমিতি চাহবে ।
কুরবঃ পাণ্ডবাশ্চাপি জোণমূত্তমবর্তত ॥ ৭

ক্ব নু প্রথমতো জোণঃ পাঞ্চালানাং মহারথঃ ।
তত্র তত্র তু পাঞ্চালো দৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবর্তত ॥ ৮

তথা তাবিতরেতরৈঃ সংগ্রামে ভৈরবে নৃপ ।
বীরঃ সমাসদদ্ বীরান্ দুর্বহো ভৈরবো রথম্ ॥ ৯

অকম্পনীয়াঃ পঞ্চালাঃ বসুধূতস্য পাণ্ডবাঃ ।
অকম্পয়ন্নরীকানি ধনুষ্মন্তং জোণমাত্তনঃ ॥ ১০

যে যমবরুণাঃ প্রাণা দ্বীপিনঃ সহচোদিতাঃ ।
তান্ত্ব্যা প্রাণান্ ব্যবর্তন্ত তদ্ভো জোণঃ মহারথে ॥ ১১

একবিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামাকর্তৃক রাজা নীলের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্তৃক সংক্ষিপ্ত হইয়া যখন সমস্ত সৈন্যগণ পলায়ন করিল, তখন বিচলিত হইয়া পলায়নের তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ১

যখন পলায়মান সৈন্যগণের কোথাও নিবৃত্তির স্থান দেখা যাইল না, সেই সময় তাহাদিগকে পুনরায় সংগঠিত করা অতিশয় দুষ্কর কার্য্য, অতএব সঞ্জয়! তুমি আমাকে এই বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিয়া শুনাও। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! যদিও সৈন্যদের মনে মোহের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথাপি তাহারা বিশেষরূপে বীর আপনার পুত্রগণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় যত্ন করিতে করিতে সেই সময় জোণাচার্য্যের অনুগমন করিলেন। ৩

প্রভো! সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হইলে পর সমস্ত যোদ্ধারা নিজনিজের অভীষ্টসাধিক পুরুষার প্রদান করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত যোদ্ধারা অস্ত্র উত্তোলন করিলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভীমসেন, সাত্যকি কিম্বা বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের অনুসন্ধানকারে সুযোগ পাইয়া অবিচলিতমতি কৌরব যোদ্ধারা পাণ্ডবসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪-৫

জোণাচার্য্য জোণাচার্য্য বলিয়া সহসা উদ্যত পাঞ্চালগণ যে স্থানে জোণাচার্য্য বর্তমান ছিলেন, সেই স্থানে সমস্ত কুরু ও পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া জোণাচার্য্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ৬

জোণাচার্য্য জোণাচার্য্য বলিয়া যে যে স্থানে পাঞ্চালগণ ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সেই স্থানেই পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ৭

এইরূপে তাহাদিগকর্তৃক উভয় সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইলে তাহাদের পরস্পর পরস্পরকে হনন করিবার উদ্যমকালে বীর সৈন্যগণ বিপক্ষ বীরগণের উপর আক্রমণ করিলেন। ৮

সেই সময় পাণ্ডবগণকে পঞ্চাল বিচলিত করিতে পারিল না। তাঁহারা নিজেদের উপর প্রবল ক্রোধযুক্ত হইয়া করিতে করিতে আপনার সৈন্যদিগকে বীর্যাহীন করিলেন। ৯

পাণ্ডবেরা সত্যবিক্রম, সমস্তলোকের ও অসুরের বীরত্ব

অন্যানিব সম্পাতৈঃ নিলীনানিব চাত্মনঃ।
পীড়য়ন্ বুদ্ধুলে যুদ্ধে প্রাণৈরমিতবিক্রমঃ॥ ১১
ন তু স্বর্গমি সংগ্রামমপি দুষ্প্রাজয়াবিদম্।
দৃষ্টপূর্বং মহারাজ ক্রতপূর্বমথাপি বা॥ ১২
প্রাকম্পতেব পৃথিবী তস্মিন্ নীলাবলাহকে।
নির্দহন্তী বলৌঘেণ মহতা জ্বালমালিনী॥ ১৩
পূর্বতোঽপি বলৌঘস্য দিবঃ স্বর্গেণ নিস্বনঃ.
অন্যান্যসংঘাতমহানিলাবিদ্ধেন দুষ্টরঃ॥ ১৪
সমাপেতে তু পাণ্ডবানীকানি সহস্রশঃ।
ঘোষেণ চক্রুঃ সংঘো প্রকম্পানি দিবৌকসঃ॥ ১৫
তেষু প্রমথ্যমানেষু ঘোষেণাদ্ভুতকর্মণা।
পর্যাবারয়দাসাদ্য ঘোষঃ সেনাপতিঃ স্বয়ম্॥ ১৬
তদদ্ভুতমভূদ্ যুদ্ধং ঘোষপাকালঘোষয়োঃ।

দৈবে তমোঽপমা কাচিদিভিত্তে যে নিশিতা অতি॥ ১৭
তয়ো নীলোঽপি লক্ষ্যেণ হন্যাদ্ ভূতগণানিমান্।
অন্তর্দধিরন্তাপাচিহ্নিত ভূতনিবাসনঃ॥ ১৮
তং ভূতগণনীলানি ঘোষপুত্রঃ প্রতাপবান্।
পূর্বাচিতাভী যুদ্ধজ্ঞঃ সমন্যাঘোঽভ্যবাধত॥ ১৯
নীল কিং বহুভিরেভিস্তব ঘোষঃ পরাজিতঃ।
ইত্যেবেন হি যুদ্ধায় ক্রুদ্ধঃ প্রহর তাত মাম॥ ২০
তং সন্নিবার্যাভাষত সমন্যুমনিকেতনম্।
যাবদ্ঘোষপরাজিষ্ণুর্যো নীলো বিন্যবধীৎ॥ ২১
তেনাপি বিদ্ধঃ সহসা ঘৌনিষ্টৈঃ শিতৈঃশিতিঃ।
বহুভিশ্চ ক্ষুরপ্রৈশ্চ বিব্যথে ন মহারথঃ॥ ২২
স সৃষ্টঃ সমন্যুস্তাভ্যাং ঘোষাভ্যাং সমরাজিরম্।
ঘৌনিষ্টং ঘোষঃ শিতৈঃ সায়কৈঃ সংবিবেধ হ॥ ২৩

হইতে লাগিল, যাহাতে ঘোষ দুর্জয় হইয়া উঠে।—ইহার আমার বিশ্বাস॥ ১৮

অনন্তর অগ্নিতুল্য তেজস্বী নীল বলবতী অগ্নিমূর্তির ন্যায় ভয়ঙ্করী অগ্নিশিখা বিস্তার করিয়া ভৌম-সৈন্যগণকে সেই স্থানে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন অগ্নি বনকে দগ্ধ করিয়া থাকেন॥ ১৯

রাজা নীলকে ভৌম-সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া ঘোষপুত্র প্রতাপবান্ অমন্যু যুদ্ধই প্রথমে বাঞ্ছা করিয়া যুদ্ধের জন্য সত্বরতার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২০

নীল! বলাধিক্য দ্বারা বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে দগ্ধ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি একাকী আমার সহিত যুদ্ধ কর এবং ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর আমার উপর বাণবর্ষণ কর॥ ২১

নীলের মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি সন্ধ্যাকালীন মেঘসদৃশ শ্যামবর্ণবিশিষ্ট ও অমন্যুতুল্য নেত্রশালী অমন্যুসমীপে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ২২

ইহাতে দ্বারা আহত হইয়াও অমন্যু সহসা তীক্ষ্ণ নি-টী অন্যান্য দ্বারা তাঁহার পক্ষ নীলের বহু অশ্ব ও সারথিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ২৩

অনন্তর নীল চাপ ও তূণীর অন্যান্য হাতে লইয়া সেই রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। যেমন ঘোর পক্ষী অতিশয়িত বল আশ্রয় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ নীলও অন্যান্যের রথ হইতে সত্বর বিমুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন॥ ২৪

অন্ত্রজ্ঞায়াঃ সুতঃ শিষ্যঃ সাত্যকেঃ সত্যকর্মণঃ।
অন্বেষণায়ৈব দ্রৌণিঃ সমবধান ইবাভবৎ ॥ ১৫
সম্পূর্ণচন্দ্রাভমুখঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণঃ।
প্রাংশুরুৎপলপত্রাক্ষো নিহতো ভূপরং যুধি ॥ ১৬
ততঃ প্রবিষ্যতে সেনা পাণ্ডবী ভৃশদারুণা।
আচার্যাপুত্রেণ রণে বীরে ত্রিদিবমেয়ুষি ॥ ১৭
অচিন্তয়ন্তে যে মর্ত্যে পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
কথা যো বাসবিরাজ্ঞক্রুতা ইতি বাহিনে ॥ ১৮
নিহনিষ্যন্তি তু সেনায়াং কুরূণাং সমরে বলী।
সংশপ্তকাবশেষস্ত মারুতস্তবলস্ত চ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বণি নৈশযুদ্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

বিপাশ করেন। সেই সময় অশ্বত্থামা রাশিতে রাশিতের একটী অস্ত্র প্রহার করিয়া তাহার দ্বারা বীরের ইষ্ট বস্তু, ধনুক রাশিয়া এবং কুরুদল সহ সমরক্ষেত্র হতে বিমুখ করিয়া দিলেন। ১৪

পূর্ণচন্দ্রসম কান্তিমান্ মুখ ও কমলপত্রতুল্য সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট দ্রৌণি এই অস্ত্রদিন বীরোচিত দিলেন। তাঁহার অবস্থিতি নীলপদ্মের ন্যায় ছিল। তিনি অশ্বত্থামা বধের নিমিত্ত ধনুর্বাণ ধারণ করিলেন। ১৫

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার দ্বারা সত্যকর্মা সাত্যকির দৌহিত্র ত্রিদিবে গমন করিলে পাণ্ডব-সৈন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ও ব্যথিত হইয়া পড়িবে। ১৬-১৭

আর্য্য! যেই সময় সমর ভূমিতে অবতীর্ণ এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র-তনয় অর্জুনের নিকট হইতে আমাদের বিনাশ কেহ করিবে। ১৮

সেই বলবান্ অর্জুন এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক সংশপ্তক ও নারায়ণী সৈন্যের সংহার করিতেছেন। ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরমাদ্ভুত সাহিত্যে মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত সংশপ্তক-বধপর্বে নৈশযুদ্ধে নারায়ণাস্ত্রমোক্ষণ নামক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপাণ্ডবসৈন্যযোদ্ধৃণাং যুদ্ধম্, ভীমসেনস্য কৌরবমহারথৈঃ সহ সংগ্রামে দ্রোণঃ সংগ্রামং, পাণ্ডবানাং দ্রোণঃ প্রত্যাক্রমণম্, দুর্যোধনস্য দ্রোণং প্রতি বচঃ, দ্রোণস্য দুর্যোধনং প্রতি বচঃ, দুর্যোধনস্য দ্রোণং প্রতি বচঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রতিযাতে তু সৈন্যেন নারায়ণবলে তদা।
দ্রোণস্তানেব যুধ্যন্তো ব্যধমৎ পুরুষর্ষভান্ ॥ ১
তস্য দ্রোণঃ শিতৈর্বাণৈস্তীক্ষ্ণধারৈরজিহ্মগৈঃ।
ভীমসেনমভিক্রুদ্ধ্যন্ বিব্যাধাশু ত্রয়োদশ ॥ ২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবপাণ্ডব সৈন্যের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম, কৌরবমহারথী বীরগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধে তাঁহাকে দ্রোণকর্তৃক দ্রোণাচার্য্যের উপর পাণ্ডবগণের আক্রমণ, অর্জুনের ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, দুর্যোধনের বিলাপ এবং দুর্যোধন ও দ্রোণাচার্য্যের সংবাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বিপক্ষ সৈন্যের এই বিনাশ ভীমসেন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই দ্রোণাচার্য্যকে বাধা ও তর্জনে রণ স্থানে আসিতে করিয়া ফেলিলেন। ১

তখন দ্রোণাচার্য্য সমরধারী, ভীষ্ম বারণ ও সাহিত্য বাহন-সমূহের দ্বারা আপনার ভাতাদের উপর আঘাত করিলেন। এই সময়টি বেশ সময় ভীমের প্রাণনাশ, করিতে আকাঙ্ক্ষী ছিল। ২

এই আঘাত প্রতিঘাতকে নিবারণ চালাইয়া যাইবার ইচ্ছায় দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে তাড়িলেন, তার পর এরা অশ্বত্থামা পাণ্ডবী বাণসমূহের প্রহার করিলেন। ৩

তখনই রাজা দুর্যোধন তাঁহার উপর আসতে ছয়টী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সমর ভীমসেন ইহাদের সকলকে বিদ্ধ বাণসমূহে প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। ৪

জোণঃ সপ্তশতেষ্বেকো বর্ষতি শরান্ শরৈঃ।
দুর্যোধনং ষাদশভিস্ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ॥ ৭
আচার্যঃ কুরুমুখ্যশ্চ ক্রুদ্ধশ্চাপবর্তত তান্ রণে।
তস্মিন্ সংত্যজতি প্রাণান্ দুষ্করাণাবকীর্য চ॥ ৮
অস্ত্রাণ্যস্ত্রবিদাং জোণান্ ভীমঃ সাত্বতযোধমুখ্যঃ।
তে ধনুর্ভীমসেনস্য সশীর্ষয়ন্ত্রিযৌজসঃ॥ ৯
দুর্মুখস্যশ্বকর্ণৌ চ সারথী চ পরাবধীৎ।
তে সংভ্রান্তা হতরথাঃ সহিতাঃ পুরুষর্ষভাঃ॥ ১০
মহেষ্বাসধনুস্তস্য জোণস্যাজৌ বিশিষ্যতঃ।
সমাপেতুর্মহাবীর্যা ভীমস্যাস্ত্রভৃতো যথা॥ ১১
তান্ প্রত্যস্যন্নভিক্রম্য জোণোঽপি ঋষিভিঃ স্তুতঃ।
মহারথানভিক্রম্য বীরান্ সমরযোধিনঃ॥ ১২
বাহূন্ ধনুষ্যুদ্যম্য কৃষা তাবকান্ পাণ্ডবা ধনুঃ।
সাধিনঃ সাধিরোহাস্ত্রাস্তাবেব ঋষিণা স্তুতান্॥ ১৩

যিনি জোণাচার্যকে বলেন, তাঁহাকে শত্রু দুর্যোধনকে মার এবং অশ্বত্থামাকে আটটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৫

তাহার পর তাঁহার বধের ইচ্ছা করিয়া করিয়া শৌরসেন ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহাদের এই সময় ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অবস্থায় উপস্থিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাত্মা আচার্যকে সাধারণ যোদ্ধার ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ উদ্যত হইল, তখন অস্ত্রজ্ঞ ঋষিরা বিশেষ যোদ্ধাদের এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা সত্বর ভীমসেনকে বধ কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া অধিতেজস্বী বীরগণ ভীমসেনের নিকটে গমন করিলেন॥ ৬-৭

সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীরা এবং মাদ্রীনন্দন দুই পাণ্ডব নকুল-সহদেব—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর সকলে একত্রে মিলিত হইয়া অধিক ক্রোধের সহিত প্রধান প্রধান মহর্ষিগণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া জোণাচার্যের সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহাদের আক্রমণ করিলেন। এই ভীমাদি মহারথী বীরগণ অতিশয় পরাক্রমী ছিলেন॥ ৮-৯

সেই সময় ঋষিদিগের মধ্যে জ্রোণ আচার্য জ্রোণ ব্যাকুলতা ত্যাগ করিয়া সেই সমরাঙ্গণে দুর্নিবার অত্যন্ত বলবান্ মহারথী বীরদিগকে রুদ্ধ করিলেন॥ ১০

তিনি পাণ্ডব-যোদ্ধা নিজেদের ধনুগুলিকে তুলে পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিজেদের উপর আক্রমণ করিলেন। অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন॥ ১১

আদীপ্তকায়ানি সম্পাতো দুষ্করাণীব পাবকৈঃ।
প্রকৃষ্টমিষুভিশ্চক্রে ধনুষ্য কটুকোদয়ম্॥ ১২
দুষ্করাণাঞ্চ সম্পাতে দুষ্করাণীব কুর্বতাম্।
অপাবৃতং কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মাস্ত্রমবধারিয়ৎ॥ ১৩
মহো বাণমিবিস্তিরো ব্রহ্মাস্ত্রস্য মহিষ।
তস্যাস্ত্রস্য চ সম্বর্তে পতিতস্য বিশেষতঃ॥ ১৪
বিষঃ প্রজাঃসংহারায় বজ্রস্যাক্রম্য কুরুতঃ।
অপয়ান্তোপয়েদ্ভূতং ঘোরাঃ পতিতান্ নরান্ ৪১৫
বিধাবৈস্তাবনিঃ পদ্ভা বাহিনম্ ঋষিণো বহুন্।
নরাস্ত্রৈঃ কেচিদপরে বিষাদোল্লুলমুখৈঃ॥ ১৬
বজ্রঃ সমরে নাথা মুক্তপক্ষঃ পতত্রিণো নরান্।
কর্ষে ভিসতত্ত্বরাণাং নরান্-রথ-কুঞ্জরান্॥ ১৭
পতিতান্ লোহিতাক্ষুদ্রিপাঃ স্তনয়ন্নিবাম্বুদঃ।
স্তনয়ন্নিবাদাংসি মহান্তি নরাধিপাঃ॥ ১৮

সেই যুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ও বজ্রসমূহের প্রহার চলিতেছিল। সর্বত্র ঘমদণ্ড চালাচালি হইতেছিল। তরবারি আস্ফালন করিয়া তাহার প্রহার তাহার যুদ্ধ করিতেছিল যে, তাহার কাটা পরিধান আমাদের সাক্ষাতেই আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১২

হতীদের মধ্যে সমরে অত্যন্ত লাল লাফাম হইতে লাগিল। কোন ব্যক্তি হাতী হইতে পতিত হইল এবং কোন ব্যক্তি অশ্বারোহণে ধরাশায়ী হইল॥ ১৩

আর্য! এই যুদ্ধে বাণে বিদীর্ণ হইয়া কত মানুষ রথ হইতে পতিত হইল। কোনখানে যোদ্ধা ধনুষ্টঙ্কার করিয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং কোন যোদ্ধা তাহার হস্তাবলে পা বাধিয়া তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া দিল॥

অশ্ব যোদ্ধারা অন্য স্থলে পতিত যোদ্ধাদিগকে নিজ নিজ পায়ের তলে দলিত করিতে লাগিল এবং কুরুদের নিজেদের লোকের আঘাত করিয়া বলপূর্বক হইতে বিদীর্ণ করিয়া দিল॥

অনেক কোন কোন হাতীরা নিজেদের লোক সকল মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া সমরাঙ্গণে শত শত যোদ্ধাকে দলিত করিতে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল॥

কক্ষবর্ণের লোহিত অবয়বের কলস ঘণ্টাধ্বনি পতিত বহু মানুষ, রথ, অশ্ব ও হাতীদিগকে বড় বড় মেঘসমূহের ন্যায় ভয়ানক ভাবে ভয়ানক করিয়া তুলিল॥

মহাভিজন জ্ঞানসংযোগবলস্থঃ অস্ত্রাণ্য দুষ্করাণি ও দুষ্কর-

ক্রীড়ন্তং কালসম্পর্কাৎ মৃত্যুপাশমুখেরতে।
হন্তি পাশৈ নিতা পূজা রথেনাকোত্য সংযুগে ॥ ১৯

পূজ্যন্ত নিতয়া যোগাদ্বির্ধ্যাত্মরথর্ষভঃ।
রথো ভগ্নো ধ্বজশ্ছিন্নস্তুরমূর্ধ্বা বিপাতিতম্ ॥ ২০

দৃষ্ট্বা তং দ্বিজমাত্মানং প্রদুদ্রাব তথা ভয়াৎ।
নাশিষাদ্বিনিপতিতঃ শিরশ্ছিন্নং সমুত্তমম্ ॥ ২১

গচ্ছেনাক্ষিপ্য বলিনা হৃদি শক্তিঃ বিসৃষ্টা।
রবিনা তাড়িতো নাথো নয়াচেনাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ২২

সাত্রোহস্কাপতৎ বাজী গচ্ছেনাক্রান্তো দৃঢ়ম্।
নির্বিষ্যাদ্য মহদ্ দুঃখমবর্তত সুদারুণম্ ॥ ২৩

হা তাত হা পুত্র সখে হা সিদ্ধে ন ত্যজেতি চ।
প্রহরাহর জহ্নেনঃ শিবশ্চেষ্টিরপত্রিতৈঃ ॥ ২৪

ইত্যেবমুক্তবন্তি স্ম জহ্নেঃ বিবিধা গিরঃ।
নরস্যাপেক্ষ্য নাশস্য নরলক্ষ্যস্য যোধিতম্ ॥ ২৫

ঈশানাশ্যাদ্ ততো ভৌমঃ চীরম্ কনকমালিনম্।
চক্রেণ চক্রমাদায় বীরো বীরস্য সংযুগে ॥ ২৬

অতীতেষুপথে কালে তস্যার শরতা শিরঃ।
আসীদ্ বেগপরামর্শো মুষ্টিমুক্তস্য সায়কম্ ॥ ২৭

নৈষধৈশ্চন্দ্র পুত্রাণামধীশে বীরসিংহতাম্।
চক্রাক্ষিপ্তাত্ পুরস্ত সবলো বারেন্দ্রাতঃ ॥ ২৮

সমুদ্ধতেরস্ত্রাণি সদাঃ সাদুপত্তথা।
আক্রোশদক্ষমনোহ্লাদ তথাতো বিমুখোহভবৎ ॥ ২৯

অতঃ প্রাপ্তস্য চাক্রস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
সমস্তক্রতুবন্ধাত্তঃ শক্রাংশেন্দ্রস্য দুর্মদম্ ॥ ৩০

ধনী বিদ্যাধরপতির সখার সহিত শয়ন করিতে লাগিলেন।

সেখানে পিতা রথে করা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পুত্রকেই বধ করিয়া ফেলিলেন এবং কোথায় পুত্রের আমার মোহবশতঃ পিতার প্রাণহরণ করিতে লাগিল। এইভাবে সেখানে নিত্য-পুত্রঘাতীর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অথবা এই এই তাহিয়া যাইল, এক ছিন্ন হইল, ছত্র ভূতলে পতিত হইল এবং যুদ্ধকল্প খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সেই রক্তিম অশ্বমুখকাননে সৈন্যরা অথবা সৈন্যের পলায়ন করিতে লাগিল।

প্রভাতের এক বীর যোদ্ধার মাত্র অবশিষ্টের ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। এর যোদ্ধার মস্তক মুকুলসহ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধরাশায়ী ছিল। কোনস্থলে ধনুর্ধারী রাজী রথের ভূমিয়া হইয়া ভূমে নিক্ষেপ করত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল।

এক রথী বীর অন্যরাজের উপর আঘাত করিলে পর তাহাতে সেই অন্যরাজ ধরাতলে পতিত হইল। কোন রাজী প্রচণ্ড আঘাত করিলে পর আরোহীসহ অশ্ব ভূপতিত হইল। এইরূপে সেখানে নিত্য-পুত্রঘাতীর আঘাত করত ধরাশায়ী চলিতে লাগিল। ১৬-২০

সেই সময় সকল সৈন্য 'হা পুত্র! হা সখে!' তুমি কোথায়? বলিয়া, পলাইয়া যাইতেছে! প্রহার কর, বলিয়া আর, ইহাকে বধ কর' এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিল। হায়, ইত্যাকার বিবিধ বাক্য সকলের মুখে শুনা যাইতেছিল।

অন্য, অন্য এক রাজার ছত্র পতিত হইয়া যাইল। সেই রক্তপাতে সেখানকার ঈশিত অন্যরা ধূলিরাশি পান করিল। এই রক্তপ্রবাহে কোথা কাননসকল মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

কোন বীর নিজের চক্রের দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরের চক্র বিনাশ করার মুখে বলপ্রয়োগের বেগ অবরোধ না পাওয়ায় সবার আঘাতের তাহার মস্তক উড়াইয়া দিলেন। কোনস্থানে শত্রুপক্ষ কোন রাজার মুখ করিয়েছিল। কোথাও অন্যান্য অন্যরা মূর্ছিত হইতে লাগিল। এক বীর যেই বিনাশের স্থানে আক্রমণের সমান করিয়েছিলেন এবং সব ও শত্রুর দ্বারাও কোথাও বীরদলের মধ্যে মুখ ফিরিয়েছিল।

এই প্রকারে কোনস্থলে বীর যোদ্ধা আঘাত করিবার জন্য পক্ষপাত বীর এক উপরে তুলিলে পর বিপক্ষ যোদ্ধা তাহার বেগ হাত ধরিয়া ফেলিল। কোনস্থলে রাজ, যান ও অনুচরগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত ছিন্ন হইয়া যাইল। সেখানে এক সৈন্য অন্য সৈন্যকে আঘাত করিয়েছিল এবং অন্য কেহ মুখবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২৬-২৯

কোন বীর যোদ্ধা সম্মুখে আঘাত করা যোদ্ধার মস্তক কেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া অন্য কোন যোদ্ধা চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল এবং তাহার এই আঘাতে অন্য কোন যোদ্ধা আঘাত ক্ষীণ করিয়া পড়িল। ৩০

আনর্তোঽথ পরানর্তো জঘান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিবিংশুস্তোমরস্তস্য মাদ্রাণাঞ্চ বিশাম্পতিঃ॥ ৩১
মাদ্রকো রুধিরং ক্ষুণ্ণো নদীবোদ ইবোল্বণম্।
তথৈব রথিনঃ সর্বান্ ক্রুদ্ধো বিবিধিরেঽন্তকম্॥ ৩২
অস্যন্তিরুং পরা ক্ষুণ্ণো মহাবা লঘুবাহবিম্।
পূরান্ প্রহরতো দৃষ্ট্বা কৃতাস্ত্রান্ ক্ষিপতোঽধিকান্॥ ৩৩
যদুনপ্যাবিশদ্রোষো ভীরূন্ শ্রুত্বর্জুনান্।
সর্বযাবিন্দুমতস্য প্রাজ্ঞাস্য বিকন্ন॥ ৩৪
সৈন্যেন রজসা ধ্বস্তঃ বিবস্বানস্তমভ্যগাৎ।
ততঃ সেনাপতিঃ শীঘ্রমা কাল ইতি ক্রুধন্॥ ৩৫
বিভাজিত্বিবিধানেব ধ্বজানাদায় পাণ্ডবান্।
কুর্বন্ঃ শাসনং তস্য পাণ্ডবা মহেষ্বাসিনঃ॥ ৩৬
সহসা হংসা ইবাপেতুর্দৃষ্ট্বা রোষবশং গতান্।
দৃষ্ট্বাতাম্রবতাম্রোষ্ঠঃ বিতীব্রা বিবিধুস্তনু॥ ৩৭
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দো দৃষ্ট্বা যুদ্ধং মহদ্ ভয়ে।
ততো রোষঃ কৃতঃ কর্ণে হৈহয়ে যাদবে রণে॥ ৩৮
বিজেতুমিচ্ছতাং তেষাং তেষাঞ্চৈব পরস্পরম্।
তে বাণাঃ শরসংঘাতা দুর্নিবারা দুরাসদাঃ॥ ৩৯
শরার্চী ন তদ্রূপেণ সাকাশাঃ সাগুণৈঃ সহ।
ততো রোষোঽভিসংক্রুদ্ধো বিপক্ষক্ষপণঃ সমম্॥ ৪০
ভেদি-পালাল-পাশুনামভবোৎ তুমুলং মহৎ।
তত্র ব্যায়ন্তনিষ্ঠোষঃ তলশব্দে দিক্ষু যাবিষু॥ ৪১
ঋজ্বনাকুলসন্ধানমুক্তেষু যমদণ্ডবৎ যুধু।
এতস্মিন্নন্তরে ক্ষিপ্তা সংবর্তকসমং যুধু॥ ৪২
অস্তাবাং তত্র ব্যাসো রোষঃ পাণ্ডূন্ প্রবর্ধতি।
তান্নেতৌষান্ মহাবর্তান্ মোবিতোদান্ মহাদ্রুমান্॥ ৪৩

স্বেচ্ছাচারী সৈন্যদের ভার কোন মহারথী মহারথ সারথি ও অশ্বসমেত রথী বীরকে শরের দ্বারা ভূমিতলে নিপাতিত করিল।

মহারথ বিপুল এবং ক্ষেমাদুর পৌরুষশালী বীর যোদ্ধারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্মনায়িত ভীত মহাজন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সেই সময় সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত অন্ধকারময় উত্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আর তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও বিষয়-পৃথকতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

তখন সেনাপতি হইয়া 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া সকলে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন।

তখনকার বীর যোদ্ধা পূর্বোক্তি পাণ্ডবগণ সেনাপতি দুর্যোধনের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেখানে রোষাবেশের সহিত উচ্চ প্রহার করিতে করিতে সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন, যেমন মহাসমুদ্র হইতে কোন এক সময়ে জলরাশি হইতে উঠিয়া আসে।

কোন সৈন্য বিপক্ষের সৈন্যদিগকে এবং কোন সৈন্য পক্ষ-সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমভাবে করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে পর্বতসন্নিভবপুষ্ণ বিশালদেহ হাতী যাদবের আঘাত পাইয়া ঘোরনাদে নদীর তীরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল এবং স্থির হইয়া পড়িল।

কলাপ্রবাহকারী পক্ষযুক্ত ন্যায় কোন মহারথী মহারথ সারথি ও অশ্বসমেত রথী বীরকে শরের দ্বারা ভূমিতলে নিপাতিত করিল।

মহাবিদ্যায় বিপুল এবং ক্ষেমাদুর পৌরুষশালী বীর যোদ্ধারা পরস্পর প্রহার করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া দুর্মনায়িত ভীত মহাজন মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সেই সময় সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত অন্ধকারময় উত্থিত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ আর তখন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। এই যুদ্ধে তখন কোনও বিষয়-পৃথকতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

তখন সেনাপতি হইয়া 'ইহাই উপযুক্ত সময়' এই কথা বলিয়া সকলে পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন।

তখনকার বীর যোদ্ধা পূর্বোক্তি পাণ্ডবগণ সেনাপতি দুর্যোধনের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য সেখানে রোষাবেশের সহিত উচ্চ প্রহার করিতে করিতে সৈন্যদের আক্রমণ করিলেন, যেমন মহাসমুদ্র হইতে কোন এক সময়ে জলরাশি হইতে উঠিয়া আসে।

সেই সময় দুর্মন বীর রোষাবেশের বশে নিকটে নত্ত হইতে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল যে, 'আমিও ইহা করিয়া ফেলি এবং নিশ্চয়ই পারিতে ফেলি বলে'।

তখন রোষাচার্য, ক্রুদ্ধাচার্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, রাজা বৃহদ্বল, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং রাজা নগ্নজিৎ মিলিত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিলেন।

এই পাণ্ডবগণও পাঞ্চাল বীরগণ আক্রমণকারীদের বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহাদিগকে প্রতিরোধ করা বা পরাজিত করা অতিশয় কঠিন ছিল। ইঁহারা বাহুবলে শীঘ্রিত হইলেও রোষাচার্যকে আক্রমণ করিলেন না।

ইঁহা দেখিয়া রোষাচার্য অন্যান্য কৌরব সকলকে পর পর বাণ বর্ষণ করিয়া ছেদ, পাতন ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগের অস্ত্রসমূহ সংহার আরম্ভ করিলেন।

আর্য! তাঁহার বহু তুণের অক্ষয় শর তখন সকল দিকেই দেখা যাইতেছিল। তাহার সন্ধানকুশলতা এই তখন পর বাহুবলেই তীব্র করিয়া তুলিল।

এই সময় মহর্ষি বহুসংখ্যক সংবর্তকের ন্যায় করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে আচার্য রোষ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে ক্ষিপ্ত করিতেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে সংবর্তক যোদ্ধা এক বৃহৎ সংবোধনস্থল ছিলেন। বাসস্থান তাহার জলপ্রধান ছিল। বহুতল বৃক্ষের উপরে বড় বড় ঘূর্ণী ঘুরা দেখা যাইতেছিল এবং প্রবাহিত হইতে

তীর্ণঃ সপ্তপুরান্ হত্বা অস্তাদ্রিমুপাগত ভানুঃ।
তত্র তীক্ষ্ণিমতো লব্ধ্বা সূর্যাপ্রিয়তেজসঃ ১৫৭
দীপ্যমানমনশ্রান্তে তেজসা বানরধ্বজম্।
সপ্তপুরজয়ঃ তুমুলোত্তাল্লসতদ্বিজিঃ। ৫৪
স পাণ্ডবমুপাগাচ্ছ্রঃ কুরূণাং ভয়কৃত্তমঃ।
প্রহরন্ কুরূন্ সর্বানজুনঃ শত্রুতেজসা। ৫৬
মুমোচ সর্বভূতানি মুখকেতুরিবোদিতঃ।
তেন বাণসহস্রৌঘৈর্ভগ্নধ্বজহয়দ্বিপঃ। ৫৭
তাড়্যমানাঃ কিরিঃ কর্ণঃ কুরূন্ দুর্যোধনাদিকান্।
কেচিদার্তস্বনাঃ চক্রুর্বিনেদুরপরে পুনঃ। ৫৮
পার্থবাণহতাঃ কেচিদ্গিরেঃ পতিতপাদপাঃ।
রেজুরুপচিতাঃ কীর্ণাঃ পতিতাশ্চ পরাসুবঃ ৫৯
ন জঘান হ্যজুনো যোধান্ যোধব্রতমনুস্মরন্।
যে বিকীর্যরথান্ভিন্নান্ প্রাদ্রবন্ত পরাসুবঃ। ৬০

কুরবঃ কর্ণ কর্ণেতি বা কেচি চ বিচুক্রুশুঃ।
তমাবিরথিরাক্রন্দঃ বিজায় পরমৈষিণাম্। ৬১
যা হৈষৈতি প্রতিজ্ঞা যমবধিষ্মোহজুনম্।
স তাবদবধীদ্বীরঃ সর্বভারসহঃ পুনঃ। ৬২
আহুশ্চক্রে তমারেয়ন্তুমুবিধাঃ পরঃ।
তস্য তীক্ষ্ণপরীবস্য তীক্ষ্ণাশ্বস্য চ ৬৩
শারৌঘাহতকালেন বিদ্বয়ার সমন্ততঃ।
তীক্ষ্ণবাণবিনিষ্কৃত্ত বাণান্ অলিরতেজসঃ ৬৪
অজুনস্তেন সংগ্রাম প্রাণদদ্ বিপক্ষক্ষয়ান্।
দৃষ্ট্বাস্ত্রং ভীমস্য সাত্যকিস্য মহাত্মনঃ। ৬৫
বিদ্রুতঃ কর্ণসাদ্যা ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
অভ্যবাস্তুঃ তু বাহ্বোঃ সংবাধা পরমর্ষিভিঃ ৬৬
তেষাং ত্রয়াণাং চাপানি চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে বিকৃত্তায়ুধাঃ পূর্বা বিবিধা কুরূপা ইব। ৬৭

রাশিই এই মহাসংগ্রামের ফল ছিল। অর্জুন সেই সপ্তপুর-প্রদেশে গত হইয়া এই মহাসংগ্রামকে শান্ত হইয়া সেখানে আসিয়াছেন—ইহা দেখা যাইল।

সূর্যাস্তের তেজস্বী ও ধবলী অর্জুনের কিরীটের বানরধ্বজকে আবার দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম। এই সময় তখন ভীর দিয়া তেজে উদ্ভাসিত ছিল।

সেই পাণ্ডবদের মুদ্রাযুক্তকারী অর্জুনকে পূর্ণ নিজ অস্ত্রের কিরণাবলির দ্বারা সপ্তপুরজয়ী সমূহকে ভয় করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকেও সকল করিতে লাগিলেন।

যেরূপ প্রলয়কালে উদিত অগ্নি সকল ভূতদিগকে ভস্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন নিজের দিব্য অস্ত্রসকলের তেজে সমস্ত কৌরবগণকে ভস্ম করিতে লাগিলেন।

তখন, ধনু ও রথে আরোহণ করিয়া ভূমিস্থিত বরাহধ্বজ যোদ্ধা অর্জুনের সমস্ত সমস্ত রথের আরোহ ও পীড়িত হইয়া ভূমি-তেজে ভূতলে বিলম্বিত হইল।

তখন কেহ আর্তনাদ করিতে লাগিল, কেহ বিলাপ করিল এবং কেহ আবার অর্জুনের বাণে আহত অবস্থায় ভূমিতলে ভগ্নদেহ প্রাপ্ত হইয়া পরাসারী হইল।

সেই সময় যোদ্ধাদের মধ্যে যাহারা রথ হইতে নামাইয়া পড়িয়াছিল, পরাক্রমে পতিত হইয়াছিল কিংবা যাহারা মূর্ছিত হইয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সব যোদ্ধাদিগকে ভূমিতলের তথা স্থান করিয়া অর্জুন বধ করিলেন না।

যোদ্ধব-ধৈর্যের এক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন তাহাদের এক বিচিত্র অবস্থা দেখা যাইল। কৌরবা প্রায় সকলেই সেই সময় মুখ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল এবং "হা কর্ণ, এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

তখন অধিরথ-পুত্র কর্ণ সেই পরমার্থী সৈন্যদিগের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া "ভীত হইও না" এইরূপ আশ্বাসবাক্যে আশ্বাস প্রদান করত অর্জুনের দিকে ধাবমান হইলেন।

সেই সময় অস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রসংহারকারীদিগের মধ্যে পরাক্রমী এবং সমস্ত ভারসহ সৈন্যদের আশ্বাসপ্রদানকারী কর্ণ আসিয়া প্রকাশিত হইলেন।

প্রসিদ্ধ ধনুর্ধর ও রথীশ্রেষ্ঠ পরাক্রমপরায়ণ কর্ণের সেই ধনুর্ধরকে অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন।

সেইরূপ অধিরথপুত্র কর্ণও প্রসিদ্ধ শ্বেতবর্ণ অর্জুনের বাণ-সমূহকে এবং তাঁহার প্রযোগ অস্ত্রসকলকে নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা নিবারণ করত যত বাণবর্ষণ করিয়া কর্ণ সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন।

এই সময় ভূরিশ্রবা, ভীম ও মহারথী সাত্যকি কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনটী তিনটী বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবলবান কর্ণ নিজ ধনুর্গুণ মর্দনের দ্বারা অর্জুনের

ধনুশ্চক্রীঃ সমুৎক্ষিপ্য তূণং নিত্যং তথানয়ন্।
তা তূণাগ্রৈরবাবেধ্য নিস্ত্রিংশা তূণসোপমাঃ ॥ ৫৮
তীক্ষ্ণাগ্রান্ মহাবক্ত্রো ভস্মপুরিহিতান্ প্রতি।
তা নিকৃত্তা শরত্রাণৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৫৯
নবাদ ধনুষাং কর্ণঃ পার্থস্য বিপ্রকর্ষণান্।
অর্জুনস্তানি রাধেয়ঃ ছিত্ত্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ ॥ ৬০
কর্ণাধনুষ্কৃতঃ বাণৈরদান নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ততঃ পঞ্চভিরব্যগ্রঃ পার্থঃ ষড়ভিরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬১
তয়োর্ন সন্ধো জগৃহে বিপাটচ্চ বিশো মহান্।
পঞ্চভাঃ যুগপদ্বাণৈঃ কর্ণমেকেন বিংশতিম্ ॥ ৬২
প্রত্যবিধ্যৎ সুতপুত্রস্ত সোদশ্যা নিহতাঞ্জয়ঃ।
ততো ভীমঃ সমুৎপত্য ধনুষাদ্ বৈনতেয়বৎ ॥ ৬৩
বয়ান্সিব কর্ণপক্ষান্ ক্ষয়ন্ বশ্ব শক্ত চ।
সূনস্তু ধনুষাদ্ধুত্য বজ্রবাণান্ চাপরম্ ॥ ৬৪

বিব্যাধ দশভিঃ কর্ণং সূতপুত্রশ্চ পঞ্চভিঃ।
দ্বাভ্যাং ধ্বজে পতাকায়াং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৬৫
ক্ষয়ন্ চক্ররক্ষৌ পৃষ্ঠরক্ষঞ্চ বৈনতম্।
ততঃ ধনুষাদ্ধুত্য পাঞ্চালোঽক্ষ্ণোঃ কার্মুকম্ ॥ ৬৬
আদায় কর্ণঃ বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা নবন্ বলে।
বৈনতেয়োঽপাক্ষয়ন্ নাগান্ বজ্রবিস্ফূলয়ন্নিব ॥ ৬৭
সূতপুত্রঃ চতুঃষষ্ট্যা বিদ্ধ্বা সিংহ ইবানদৎ।
তদাকার্যং সমুদ্ধীক্ষ্য ছিত্ত্বা কর্ণস্য কার্মুকম্ ॥ ৬৮
পুনঃ কর্ণঃ ত্রিভির্বাণৈর্বাসুদেবমকর্ষয়ি চাপরে।
ততো দুর্যোধনো রোষো রাজা তৈব অক্ষয়ৎ ॥ ৬৯
নিমন্ত্রয়ন্নঃ রাধেয়মুক্ত্বা সাত্যকির্বচঃ।
পতত্রেষমমাত্রাক্ষীদ্যঃ পতত্রোঽপরে ॥ ৭০
কর্ণস্যৈবাত্মনশ্চাপি ত্রাতেমানাঃ প্রহারিণঃ।
দৃষ্ট্বাস্ত্রাণি ভীমস্য সৌভদ্রোঽপ্যেব চ ॥ ৭১

ধনুশ্চক্রীঃ—ধনুকে জ্যা পরাইয়া। তূণং—তূণীর। তথানয়ন্—তথা আনয়ন করিলেন। তূণাগ্রৈঃ—তূণীরের অগ্রভাগ দ্বারা। অবাবেধ্য—বিদ্ধ করিয়া। নিস্ত্রিংশাঃ—তরবারি। তূণসোপমাঃ—তূণীরের ন্যায়। তীক্ষ্ণাগ্রান্—তীক্ষ্ণাগ্র। মহাবক্ত্রঃ—বিস্তৃতমুখ। ভস্মপুরিহিতান্—ভস্মাচ্ছাদিত। প্রতি—প্রতি। নিকৃত্তা—ছেদন করিয়া। শরত্রাণৈঃ—বাণসমূহ দ্বারা। ত্রিভিস্ত্রিভিঃ—তিন তিন। অজিহ্মগৈঃ—সরল। নবাদ—নয়টি। ধনুষাং—ধনুর। কর্ণঃ—কর্ণ। পার্থস্য—অর্জুনের। বিপ্রকর্ষণান্—আকর্ষণ। অর্জুনঃ—অর্জুন। তানি—সেই। রাধেয়ঃ—কর্ণ। ছিত্ত্বা—ছেদন করিয়া। সপ্তভিঃ—সাতটি। আশুগৈঃ—বাণ দ্বারা। কর্ণাধনুষ্কৃতঃ—কর্ণের ধনুর। বাণৈঃ—বাণ দ্বারা। অদান—দিলেন। নিশিতৈঃ—তীক্ষ্ণ। শরৈঃ—শর দ্বারা। ততঃ—তাহার পর। পঞ্চভিঃ—পাঁচটি। ষড়ভিঃ—ছয়টি। অজিহ্মগৈঃ—সরল। পার্থঃ—অর্জুন। অব্যগ্রঃ—অব্যগ্র। তয়োঃ—তাহাদের। ন—না। সন্ধঃ—সন্ধান। জগৃহে—গ্রহণ করিল। বিপাটচ্চ—ছেদন। বিশো—বিরাম। মহান্—মহান্। পঞ্চভাঃ—পাঁচটি। যুগপদ্—একসঙ্গে। বাণৈঃ—বাণ দ্বারা। একেন—একটি। কর্ণম্—কর্ণকে। বিংশতিম্—বিংশতি। প্রত্যবিধ্যৎ—বিদ্ধ করিলেন। সূতপুত্রঃ—সূতপুত্র। সোদশ্যা—সোদশ্য। নিহতাঞ্জয়ঃ—নিহতাঞ্জয়। ততো—তাহার পর। ভীমঃ—ভীমসেন। সমুৎপত্য—উৎপতিত হইয়া। ধনুষাদ্—ধনুর। বৈনতেয়বৎ—গরুড়ের ন্যায়। বয়াংসিব—পক্ষিসমূহের ন্যায়। কর্ণপক্ষান্—কর্ণের পক্ষ। ক্ষয়ন্—ক্ষয় করিয়া। শক্ত—শক্তি। চ—ও। সূনস্তু—সূনু। ধনুষাদ্—ধনু। ধৃত্য—ধারণ করিয়া। বজ্রবাণান্—বজ্রবাণ। চাপরম্—অপর। বিব্যাধ—বিদ্ধ করিলেন। দশভিঃ—দশটি। কর্ণং—কর্ণকে। সূতপুত্রশ্চ—সূতপুত্রও। পঞ্চভিঃ—পাঁচটি। দ্বাভ্যাং—দুইটি। ধ্বজে—ধ্বজে। পতাকায়াং—পতাকায়। চতুর্ভিঃ—চারিটি। চতুরো—চারি। হয়ান্—অশ্ব। ক্ষয়ন্—ক্ষয় করিয়া। চক্ররক্ষৌ—চক্ররক্ষক। পৃষ্ঠরক্ষঞ্চ—পৃষ্ঠরক্ষক। বৈনতম্—বৈনতেয়। ততঃ—তাহার পর। ধনুষাদ্—ধনু। ধৃত্য—ধারণ করিয়া। পাঞ্চালোঽক্ষ্ণোঃ—পাঞ্চাল। কার্মুকম্—ধনু। আদায়—লইয়া। কর্ণঃ—কর্ণ। বিব্যাধ—বিদ্ধ করিলেন। ত্রিসপ্তত্যা—একুশটি। নবন্—নয়। বলে—বলে। বৈনতেয়োঽপাক্ষয়ন্—গরুড়ের ন্যায়। নাগান্—নাগ। বজ্রবিস্ফূলয়ন্নিব—বজ্রের স্ফুলিঙ্গের ন্যায়। সূতপুত্রঃ—সূতপুত্র। চতুঃষষ্ট্যা—চৌষট্টি। বিদ্ধ্বা—বিদ্ধ করিয়া। সিংহ—সিংহ। ইবানদৎ—ন্যায় গর্জন করিলেন। তদাকার্যং—তাহা দেখিয়া। সমুদ্ধীক্ষ্য—সমুদ্ধীক্ষণ করিয়া। ছিত্ত্বা—ছেদন করিয়া। কর্ণস্য—কর্ণের। কার্মুকম্—ধনু। পুনঃ—পুনরায়। কর্ণঃ—কর্ণ। ত্রিভির্বাণৈর্বাসুদেবমকর্ষয়ি—তিনটি বাণে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিলেন। চাপরে—অপর। ততো—তাহার পর। দুর্যোধনো—দুর্যোধন। রোষো—ক্রোধ। রাজা—রাজা। তৈব—সেই। অক্ষয়ৎ—ক্ষয় করিলেন। নিমন্ত্রয়ন্নঃ—নিমন্ত্রণ করিলেন। রাধেয়মুক্ত্বা—রাধেয়কে। সাত্যকির্বচঃ—সাত্যকি। পতত্রেষমমাত্রাক্ষীদ্—পতত্রেষমমাত্রাক্ষীদ্। যঃ—যে। পতত্রোঽপরে—অপর। কর্ণস্যৈবাত্মনশ্চাপি—কর্ণের ও নিজের। ত্রাতেমানাঃ—ত্রাতেমান। প্রহারিণঃ—প্রহারিণ। দৃষ্ট্বাস্ত্রাণি—দৃষ্টাস্ত্র। ভীমস্য—ভীমসেনের। সৌভদ্রোঽপ্যেব—সৌভদ্রও। চ—ও।

বাসবকল্পকে নিবারণ করিয়া শত্রুর ছয়টি বাণের দ্বারা দুইজনকে ছিন্ন বীরবর একত্রে ক্ষেপণ করিলেন।

নিমেষের মধ্যে ছিন্ন হইয়া গেলে বিরাটের সৈন্যের মধ্যে এই তিন যোদ্ধাগামী বীর ধনুশ্চক্রি উত্তোলন করিয়া নিজেদের তনয়ের বধের নিমিত্ত ধনুক গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

তাহাদের ইঙ্গিতের পর হইতে নিমিত্ত সেই বীরক্ষয়কারিণী কর্ণিকারা তিনটি মহাশক্তি বীর প্রত্যয় প্রকাশিত হইয়া কর্ণের দিকে ধাবন করিতে লাগিল।

কিন্তু ধনুষাদ্ কর্ণ সপ্তধারী তিনটি তিনটি বাণের দ্বারা এই শক্তিত্রয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করত নিহতাঞ্জয় করিয়া ফেলিলেন।

তখন অর্জুনের বাহনস্থিত কর্ণকে সাতটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে তাঁহার ধনুকে ছেদন করিলেন।

তাহার পর সহস্রগামী দুইটি বাণের দ্বারা পক্ষদ্বয়কে সংহার করত একটি অন্য সাহায্যে ধ্বজে উপবিষ্ট বিপাটের মস্তক তৎক্ষণাৎ উড়াইয়া দিলেন।

এইরূপ দুর্যোধনপুত্রদ্বয়ের সাক্ষাতেই একমাত্র অর্জুনি দুষ্কর অস্ত্রবর্ষী তনয় সূতপুত্র কর্ণের ভিন্ন ধনুকে বধ করিলেন।

তখনকার ভীমসেন পক্ষদ্বয়ের দ্বারা নিজ বল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একটি বিশাল তরবারির দ্বারা কর্ণপক্ষের পক্ষের ন্যায় ঘোড়াকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন॥

পুনরায় তিনি নিজের রথে উপবেশন করিয়া অন্য একটি বড় ধনুকে বহু বাণ বর্ষণ করত সাতটি বাণের দ্বারা কর্ণকে ও পাঁচটি বাণের দ্বারা তাঁহার সারথি এবং অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন॥

ইহাতে ক্রোধ বশে ও উৎসাহ ভরে সত্বরা এবং বিশেষরূপ বৃহৎকর্মকে সাহায্য করিলেন।

তখনকার পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন নিজ রথে উপবেশন করিয়া অন্য একটি বড় ধনুকে লইয়া তাহাকে অতি কষ্টে টানিতে টানিতে তিনটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন॥

এই সময় চক্ররক্ষক কার্মিকার্য সাত্যকি ও অন্য একটি বড় ধনুকে লইয়া সত্বরতার সহিত পৌনঃপুনিক বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ সদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন॥

তাহার পর তিনি উত্তমরূপে বিশিক্ষ দুইটি বাণের দ্বারা কর্ণের বহু ক্ষেপণ করিয়া পুনরায় তিনটি বাণে কর্ণের দুই বাহু ও বক্ষঃস্থলে তাহাকে আঘাত করিলেন॥

তখন দুর্যোধন, রোষাক্রান্ত ও রাজা তাহার নিমন্ত্রণ কর্তৃক সাত্যকিকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন।

সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে বড় বড় শক্ত পরাক্রান্ত, অস্ত্রবেত্তা, বলবান্ ও যুদ্ধকুশল যোদ্ধারা সাত্যকির ভয়ে ভীত হইয়া কর্ণকেই পক্ষাশ্রয়ে লইয়া যাইল।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিঃ দ্রুপদস্য চ।
এবমেষ মহাব্যূহঃ কার্যঃ সর্ববিনাশনঃ ॥ ৭২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ তাত্ত্বা প্রাণানভূদ্ রণঃ।
পদাতিযোধনাগাশ্চ পত্তয়োরথপত্তিভিঃ ॥ ৭৩
ঋষিণো নাগপত্তাগ্রৈ রথপত্তী রথৈঃ সহ।
অশ্বৈরশ্বা গজৈর্নাগা ঋষিণা ঋষিভিঃ সহ ॥ ৭৪
সংযুক্তাঃ সমসৃজন্ত পত্তয়শ্চাপি পত্তিভিঃ।
এবং যুক্তমিদং যুদ্ধমাসীৎ ক্রব্যাদহর্ষণম্।
মহদ্ভিস্তৈরভীতানাং ধর্মরাজ্ঞিবিবর্ধনম্ ॥ ৭৫
তত্রো হত্বা রথ-রথ-পত্তি-কুঞ্জরৈ-
রনেকশো দ্বিপ-রথ-পত্তি-বাজিনঃ।
গতৈর্গতা ঋষিভিরন্যথা হতা
হতৈর্হতাঃ পতিতৈশ্চাপি পতিতঃ ॥ ৭৬

এদিকে দ্রৌপদী, ভীমসেন, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে রথারূঢ় দেখিয়া হৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

মহারাজ! এইরূপ আপনার ও শত্রুপক্ষের মধ্যে সমর হইবার বিলম্বের জন্য যাঁহারা সন্তপ্ত প্রাণের মায়া না করিয়া যুদ্ধ করিতে ধাবিলেন।

পদাতি, রথ, রথী ও অশ্বগণ ক্রমশঃ রথী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণ সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী যোদ্ধা রথী, পদাতি ও অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইল। রথী ও পদাতি সৈন্যেরা রথী ও রথী সৈন্যদের সমুহীন হইল।

অশ্বারোহীদের সহিত অশ্বগণ, হস্তীদিগের সহিত হস্তীরা, রথী যোদ্ধাদের সহিত রথী যোদ্ধাগণ এবং পদাতি সৈন্যদের সহিত পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধ করিতেছে দেখা যাইল।

এইরূপে সেই নির্ভীক সৈন্যগণের বিশেষ সাবধানী বিপক্ষ যোদ্ধাদের সহিত অধিকক্ষণ নির্ভয়ে যুদ্ধ হইতেছিল, যারা যাঁরা ঘাবড়াইয়া পড়া পক্ষী ও পিশাচগণেরই হর্ষবর্ধন করিতেছিল এবং ধর্মরাজ্যের বৃদ্ধি করিতেছিল। ৭১-৭৫

সেই সময় পদাতি, রথী, অশ্বারোহী ও গজারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা অনেকশত গজারোহী, রথারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধা নিহত হইল। হতেরা হাতীদিগকে, রথী সৈন্যগণ অশ্বারোহী যোদ্ধা অশ্বারোহী সৈন্যকুলকে এবং পদাতি যোদ্ধাগণ পদাতি যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ৭৬

রথীরা হাতীদিগকে, রথারোহণ বড় বড় অস্ত্রদ্বারা, অশ্বারোহী সৈন্যগণ পদাতি সৈন্যগণকে এবং সেই রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে সংহারী করিতে লাগিল। তখন হাতীদের শিক্ষা, রক্ত ও মেদ বাহির হইয়া পড়িতেছিল। রথের ও ফুলদণ্ড খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ঐ সকল যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে পতিত হইল। ৭৭

পক্ষদ্বয়ের নিকট যত যুদ্ধ সামগ্রী ছিল। তাহাদের হাতে যত অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাহাদের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপতিত সৈন্যরা অধিকতর ভয়ঙ্কর দেখাইতে ছিল। রক্তমাখা যোদ্ধা হাতী ও অশ্বগণের দ্বারা আহত হইয়া রণস্থলে পতিত ছিলেন। এক যত্ন করে রথসকলের চক্রযুক্তের আঘাতে অন্য বিপক্ষ হইয়া যোদ্ধারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ৭৮

সেখানে এই অবস্থায় অনেকানেক ছিন্নভিন্ন অঙ্গ, পক্ষী ও রাক্ষসগণকে আনন্দদান করিতেছিল। এই যুদ্ধে মহাবলশালী বীরগণ যোদ্ধারা ভূপতিত হইয়া পরস্পরের অস্ত্রপ্রহারে বধ করিতে করিতে সংগ্রামে বিকল করিতে লাগিলেন। ৭৯

ততো বলে তুমুলমুদ্রিতে পরস্পরং
নিরীক্ষমাণে কপিরৌদ্রসঙ্গমে।
দিবাকরেঽস্তাচলচুম্বিনি শনৈ-
স্তমে প্রবৃত্তে বিরতিঃ প্রজাসু চ ॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি দ্রোণপুরুষবধপর্বণি দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

তখন বলে তুমুলমুদ্রিতে পরস্পর নিরীক্ষমাণে কপিরৌদ্রসঙ্গমে। দিবাকরেঽস্তাচলচুম্বিনি শনৈস্তমে প্রবৃত্তে বিরতিঃ প্রজাসু চ ॥ ৮০

তখন পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ কপিরৌদ্র সৈন্যগণ যখন তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল। এই সময় সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষের সৈন্যই ধীরে ধীরে নিজেদের শিবির অভিমুখে গমন করিল ॥৮০

ইতি শ্রীমহাভারতীয় শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দ্রোণ-পর্বাধ্যায়ে দ্রোণপুরুষবধপর্বে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ের মূলানুবাদ সমাপ্ত।

(অভিষেকপর্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্যোদয়ের বিবরণ, দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা, অভিমন্যুবধের সংক্ষিপ্তবিবরণ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পূর্বমাত্ত তরো রাজন্নেবাধিষ্ঠৌজসা।
দ্রোণে চ যোধসঙ্ঘে চ বর্ধিতে চ মুদান্বিতে। ১
সূর্যে বিগতকল্মষচারুবপুষি নিজিতাঃ।
রক্তবলা ভূশবিদ্ধা বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ২
অবতীর্য ততঃ কৃষ্ণা তীর্থেভ্যস্তু সমন্ততঃ।
সঙ্ঘশৈঃ পরৈর্বিদ্ধা তুরগৈর্ভিন্না রথে ॥ ৩

প্রযযাবেষু তূর্যেষু ক্রান্তেষ্বায়তিমান্ তদা।
কেশবস্তু তদা সৌরাংস্তীর্থানেতানুবাচ হ ॥ ৪
অভিপদ্যত ইত্যেতান্ যানমুক্তমাস্থিতাঃ।
ততঃ প্রযাতসময়ে দ্রোণঃ সূর্যোদয়োত্তরম্ ॥ ৫
প্রযত্নাদভিযানাচ্চ বিদধদ্ব্যূহ্য চ তুর্মুখম্।
পূর্বতঃ সর্বযোধানাং সংরক্ষো বাক্যকোবিদঃ ॥ ৬

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

(সূর্যোদয়ের বিবরণ, দ্রোণাচার্যের প্রতিজ্ঞা এবং অভিমন্যু বধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।)

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! যখন অভিমন্যুবধের পর যুদ্ধই আমাদের সকলকে তাড়াইয়া দিল, দ্রোণাচার্যের সময় বর্ধিত হইল এবং তাঁহারা মুদ্ধিত সঙ্কল্পোদয়ে সুরক্ষিত থাকিয়া গেলেন, তখন আবার সমস্ত সৈন্যরা দ্রোণাচার্যের সম্মতি অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া তবে আবার উদ্যত হইয়া শিবির এবং চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে শিবির অভিমুখে গমন করিল। তাহারা সকলেই তখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ধূলিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের কবচ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অঙ্গের সকলস্থানে অনেক বাণবিদ্ধ বিশীর্ণ হইয়া তাহারা সেই সময় তখনকে অত্যন্ত উপরাগের পরে হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১-৩

সমস্ত ভেরীরা যখন যুদ্ধের আদেশ জানাইবার প্রযত্নে এবং তাহার প্রতি তখনই উদ্যমের সৌরাংশের কথা তীর্থ করিতে লাগিল ॥ ৪

সেই সময় আপনার মহারথীরা একত্রিত হইয়া বিরাজিতেন। তাহারা সৌর ক্রিয়া করিতে করিতে মুখ (বোধা) হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তখনকার আক্রমণে দ্রোণাচার্য দ্রোণাচার্যের নিকট হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যত হইলেন ॥ ৫

সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ছিলেন। দ্রোণাচার্যের উপর তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। নিজের পৌত্রের উপর তাঁহার অভিমানও ছিল বেশী, তাই দুঃখিত হইয়া তাঁহাদের বিপুল বাণ্য দুর্যোধনের সমক্ষে দ্রোণাচার্যকে অবশ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

ন্যূনা বয়ং বয়ঃপক্ষে ভবতো বিদ্ধি সত্তম।
তথা হি নাস্মাকীং প্রাপ্তঃ সমীপেঽয়ং মৃধিষ্ঠিরম্। ৭
ইচ্ছতস্তে ন যুদ্ধেন চক্রুঃপ্রাণো ন বৈ বিভু।
জিষ্ণুকর্মো বয়ঞ্চাপি সাহায্যেঽপি স্থাপুনৈঃ। ৮
বয়ং যথা বন প্রীতঃ পশ্চাদ্ বিক্রমবানপি।
আবাভ্যাং ন যুধিষ্ঠি ভবন্তাবা কথঞ্চন। ৯
ভবতোঽপ্রীতয়ে যোক্তুং ন্যূনং ভারদ্বাজোঽপ্রবীদ্ রণে।
নাহিংসে যাং তথা ভাস্তুং ঘটমানং তব প্রিয়ে। ১০
সত্যব্রাহ্মণ-বন্ধূনাং সংক্রোশন্ত-বাহনঃ।
নাদঃ লোকা রণে জেতুঃ পাঞ্চালানাং কিরীটিনঃ। ১১
বিবৃত্তশ্চ যত্র সোবিন্দঃ সুদর্শনীকৃতাঙ্গুলিঃ।
তত্র তত্র হতাঃ ক্রোশেদ্রত্র ত্রাহতাং প্রভোঃ। ১২
সত্যং তাত ত্রবীমাত্র নৈতজ্জাতুরুতা বচঃ।

অন্যৈকা প্রবরঃ কশ্চিৎ পাতয়িষ্যে মহারথম্। ১৩
তত ধ্রুবং বিধাস্যামি সোঽহেত্যাকুশৈরপি।
যোগেন কেনচিদ্ রাজন্ন্ বপুশ্চীচরতাম্। ১৪
ন তজ্জাতমসাধ্যং বা তস্য সাধোঽস্তি কিঞ্চন।
যেন ত্রাপাস্তঃ সকলঃ সর্বজ্ঞানমিতস্ততঃ। ১৫
যোগেন যাস্যতে যেন সংশপ্তকবধায় সূনঃ।
আবয়ন্নক্ষ্ণোঃ সাধো ন্যক্ষিপ্যমিতো দিশম্। ১৬
তত্রোঽহুনস্তায় পরৈঃ সার্ধং সমরদুর্মদঃ।
তাদৃশো বাদৃশো নাস্তঃ জাতো ন্যূনোঽপি বা ক্বচিৎ।
তত্র যোগেন বিহিতো ঘূনো রাজন্ ব্যরোচত।
তথা মধ্যাহ্নিনে সূর্যঃ প্রতপন্নিব দুর্দৃশঃ। ১৮
তং চাক্ষিস্তম্ভনায় পিতুর্যোগেশ্বরো হরঃ।
বিতেন দুহিতা সাধো চক্রব্যূহমরেরকথা। ১৯

বিদ্যতে। বিশেষই আমরা আপনার দৃষ্টিতে পক্ষপাতের অভাবই বিশ্বাস করিলেও আপনি তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। ৭

রণাঙ্গনে যোগ পক্ষ যদি আপনার দৃষ্টিপথে আসে এবং তাহাকে যদি আপনি বধ করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেবগণের সহিত পাণ্ডবেরা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেও সে আপনার নিকট হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। ৮

আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রথমে আমাকে এই বর দিয়াছিলেন এবং পরে তাহার বিপরীত আচরণ করেন, কিন্তু যেই পুরুষও কোন প্রকারেই বিজয়ের প্রত্যাশা করেন না। ৯

দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর আচার্যপুত্র যোগাচার্য অগ্রসর হইয়া রাজাকে বলিলেন—রাজন্! আমাকে এরূপ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী মনে করা তোমার উচিত নহে। আমি পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া তোমার প্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। ১০

কিন্তু একটি কথা তোমার পূর্বে বলা কিরীটধারী অর্জুন রণাঙ্গনে যাহাকে রক্ষা করিবে, তাহাকে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, নাগ এবং রাক্ষসগণের সহিত লোকসমূহও বধ করিতে সমর্থ হয় না। ১১

যেখানে কৃষ্ণসখা ভগবান্ বিষ্ণু ও অর্জুন সেনানায়ক, সেখানে ত্রিলোকের সমস্ত প্রাণীও পক্ষ তাহাদের বল খর্ব করিতে সমর্থ হয়। ১২

বৎস! আজ আমি একটি সত্য কথা বলিব, যাহা কখনই মিথ্যা হইবে না। আজ আমি পাণ্ডবপক্ষের কোন এক যোদ্ধা মহারথীকে অবশ্যই বধ করিব। ১৩

রাজন্! আজ আমি সেই যুদ্ধ নির্মাণ করিব, যাহাকে দেবগণও ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, কিন্তু যে কোন উপায়ে অর্জুনকে দূরে সরাইয়া লইয়া যাও। ১৪

দুর্যোধনের এরূপ কোন বিষয়ই নাই, যাহা অর্জুনের অজ্ঞাত অথবা অসাধ্য, কারণ, সে এই ত্রিলোকে ও ত্রিকালকে দুয়ের সকল বিষয়েই জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ১৫

দ্রোণাচার্য এই কথা বলিলে পর পুনরায় রাজপুরুষগণ দক্ষিণ দিক হইতে অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১৬

সেখানে অর্জুনের পক্ষপাতের সহিত এরূপ ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, যেরূপ সংগ্রাম অন্য কোথাও আর হইয়াছে বলিয়া দেখা ও শোনা যায় নাই। ১৭

রাজন্! সেই সময় সেখানে দ্রোণাচার্য যে যুদ্ধ নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহা মধ্যাহ্নকালে বিচরণকারী সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দিকে দিকে সন্তাপদান করিতে করিতে শোভা পাইতেছিল এই যুদ্ধ এরূপ বিস্তৃত ছিল, যাহাকে বধ করাই কঠিন ছিল। ১৮

তাহার যদিও সেই চক্রব্যূহকে ভেদ করা অন্যান্য যুদ্ধের ন্যায় ছিল, তথাপি বীর অভিমন্যু পিতা অর্জুনের সেই বিদ্যা জানা ছিল। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সেই যুদ্ধে প্রবেশের ভেদ করিয়াছিলেন। ১৯

স কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম হত্বা বীরান্ মহারথান্।
যাহি বীরেষু লোকেষু লোকনাথবিনাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
সৌভদ্রঃ পৃথিবীপাল তবৈষ শ্রূয়তে যশঃ।
যদ্যং পরমসংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ শোককর্শিতাঃ।
সৌভদ্রস্য বিনাশে বাজয়ন্তাহনদুর্মুদিঃ ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সূতঃ সূতপ্রতিচ্ছন্ন লক্ষয়াস্মাস্তবৌরসম্।
কথং বিনিহতঃ শ্রুত্বা দুঃখং মে হৃদয়ং দহেৎ ॥ ২১
বালঃ কথমযোদ্ধৃভিঃ বিহিতো বধকর্ম্মভিঃ।
যত্র মাদ্যেত্যপাঃ সূতা বালে পঞ্চমপাতয়ন্ ॥ ২০
বালস্যাস্ত্রজ্ঞমুখিনঃ বিচরন্তমতীক্ষ্ণতঃ।
কৃতাস্ত্রা যদবো জঘ্নুঃ কথমেতদ্বদস্ব মে কথম্ ॥ ২৩

সঞ্জয়! অভিমন্যুবধী দুরাত্মাদিগের অভিলষা প্রকাশে যখী সৌভদ্রকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় যেরূপে যুদ্ধে যেরূপ করিয়াছিল এবং যেরূপে এই বীরের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুঃশাসনের পুত্রাদিগের নিকট হত হয়, তাহা আমাকে বল। ১৬

সঞ্জয়! পঞ্চপাণ্ডব পুত্রাদিগের অভিলষা যখন প্রকাশ করিলেন, তখন আমাদের সকলের অত্যন্ত ভয়ের উদয় হইল এবং পাণ্ডবগণ যোদ্ধা হইয়া পড়িলেন। বাস্তবিক পুত্রাদিগের নিকট হইতে পর আমরা যুদ্ধ যে করিয়া ছিলাম। ১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সুভদ্রাদেবী অর্জ্জুনের এই পুত্র এবং যুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি। সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১৮

মহাত্মাগণ এই অভিমন্যুকে অন্যায় প্রকারে করিয়া নিধন করিয়াছেন, যে সময়ে থাকিয়া বালকোচিত বীর সুভদ্রাপুত্র এক বালকের উপর অস্ত্রসকল প্রহার করিলেন। ১৯

সঞ্জয়! সেই অভিমন্য আমন্ত্রিত বালক অভিমন্যু যখন নিহত হইয়া ভূমে করিতেছিল, সেই সময় অন্যায়কারী পাপাত্মারা বালকমাত্র বীর আমাকে কিরূপে বধ করিলেন—ইহা আমাকে বল। ২১

বিক্রান্তস্য যথা নাথো তদ্বদাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২২

সঞ্জয় উবাচ।

যথা পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র সৌভদ্রস্য বিনাশনম্।
তৎ তে কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যামি শৃণু রাজন্ সমাহিতঃ ॥ ২৩
বিক্রান্তিঃ কুমারেণ যথালোকঃ বিনিহতঃ।
আক্রান্তঃ যথা বীরো দুঃশাসনাত্মজে বিষয়ে ॥ ২৪
দ্রোণাস্ত্রাভিপরীতাত্মা দুরিতস্তমুপাদ্রবে।
বলৌঘমাসিবারণ্যে হরীণামাবহন্ ভয়ম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রৌণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

সঞ্জয়! অভিমন্যুবধী দুরাত্মাদিগের অভিলষা প্রকাশে যখী সৌভদ্রকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছায় যেরূপে যুদ্ধে যেরূপ করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল। ২২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি আমাকে সুভদ্রাপুত্রের অভিলষা যে যুদ্ধ সংবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমি আপনাকে বলিব। মহারাজ! একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। ২৩

আপনার সৈন্যের মধ্যে যেরূপ করিবার ইচ্ছায় কুমার অভিমন্যু যেরূপে বলকীর্ত্তি করিয়াছিলেন এবং যেরূপ দ্রোণাচার্য্যের সন্ধানকারক হইয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৪

যেরূপ মত্ত মহাগজ, যাহাদের এক মুখমণ্ডলের পরিপূর্ণ বনে মাধবন্ত-পরিপূর্ণ বনস্থলীকে ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিমন্যুর নিকট হইতেও আপনার সৈন্যের ভয় হইয়াছিল। ২৫

শ্রীমদ্ভগবদ্ব্যাসপ্রণীত মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুবধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-বিষয়ক অষ্টাধিকশত অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সঞ্জয়বাক্যশ্রবণে প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্রের মোহপ্রাপ্তি এবং ভীষ্মবধবৃত্তান্ত শ্রবণার্থ পুনর্বার উত্তেজিত হওন।)

সঞ্জয় উবাচ।

সমরেঽপ্রাপ্তকর্মাণঃ কর্মভির্গর্হিতৈরহম্।
দহ্যমানা ইবাগ্নিনা ভৃশং দীনতরাঃ কৃতাঃ॥ ১

সবর্তৃগ্রীষ্মজৈঃ ক্লেশৈঃ ক্ষুধা চ ন বলবত্তরা।
নৈব ঘুমো ন চরিত্বা নৈব সুপ্তাশ্চ সুপ্তবৎ॥ ২

সত্যধর্মরতো রাজন্ বিপ্রপূজাদিভির্নরৈঃ।
সাধব ত্রিদিবং প্রাপ্তো ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবৈঃ॥ ৩

সূর্যান্তে চাব্রবীদ্ রাজন্ ভ্রাতৃবলাস্ত্র বীর্যবান্।
বধস্বেতি ভীমসেনস্ত তথান্তে সত্যবাদয়ঃ॥ ৪

প্রতিজ্ঞাকর্ষিতবলা রথে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপয়াং নাশিষঞ্চাপি পার্থস্য সদৃশীঃ ক্রিয়াঃ॥ ৫

গুরুসংবন্ধসম্বন্ধাদ্ নৈঘৃণ্যং বিনয়ো বধে।
নমুলেঽপ্রাপ্তিরূপশ্চ শৌর্যঞ্চ নিহতারি যৎ॥ ৬

অকৃতাস্ত্রীর্যমাণৈশ্চ সমরেষ্বনিবর্তিভিঃ।
সমূলো হেবংবীর্যঃ সমরেঽ নিলাধিপোঃ॥ ৭

যে চ কৃচ্ছ্রে তথা ঘোরাঃ পাণ্ডবেষু চ যে তথাঃ।
অভিমন্যৌ বিনৈকস্মা দৃশ্যন্তে তুলয়া তয়া॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বীর্যেণ কৃতমস্ত্রবিদেন চ।
কর্মভির্ভীমসেনস্য সমূলো ভীমকর্মণঃ॥ ৯

ধনঞ্জয়স্য রথেন বিক্রমেণ ভুজেন চ।
বিনষ্টাঃ সহসেনা সমূলা নমুলসা চ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অভিমন্যোঃ সূত সৌভদ্রমপরাজিতম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি কার্ৎস্ন্যেন কথয়স্বোদ্যমে হতম্॥ ১১

সঞ্জয় উবাচ।

ধিগ্ ধিগ্ ত্বাং মহারাজ শ্রোতা যস্যাস্ত্র দুর্নয়ম্।
মহাক্ষয়ং ক্ষত্রবাশঃ যে কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

(সঞ্জয়কর্তৃক অভিমন্যুর প্রশংসা এবং দ্রোণাচার্যের দ্বারা চক্রব্যূহ নির্মাণ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রুকুলের পক্ষে পাণ্ডব দেবগণের পক্ষেও দুর্জয়। তাঁহারা প্রত্যেকে অত্যন্ত কষ্টের কর্মকারী ছিলেন। তাঁহাদের কষ্টসকলের দ্বারাই তাঁহাদের পরিশ্রম অভিব্যক্ত হয়। ১

সমরক্ষেত্রে, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, ক্ষুধা, বল ও স্ত্রীর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কৃপা অল্প কোন বিষয়ে পূরণ হয় নাই এবং তাঁহাদের হইবে না। ২

সত্যধর্মপরায়ণ ও দিবৌকসদিগের এই রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণপূজাদি দ্বারা সমুদয়সমূহের সর্বদা স্বর্গলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। ৩

রাজন্! সূর্যাস্তকালে যখন শত্রুকুলনাশী পাণ্ডবাগ্রজ ও রথ উপস্থিত ভীমসেন—ইঁহারা তিনজনেই সমান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ৪

তখনকার প্রতিজ্ঞাপূর্বক রথ করিতে বিপুল, গাণ্ডীবধারী যুধিষ্ঠিরের শত্রুদের পক্ষে ঘোরা উপায় আমি ও অন্যান্য দেখিতে পাইতেছি না। ৫

গুরুসম্বন্ধসম্বন্ধ হেতু নৃশংসতা, বিনয়ের পরাজয় প্রকাশ না করা, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন, অনুকূলীয় ভাব ও শৌর্য—এই ছয়টী গুণ এখানে বিপক্ষদলের বিনাশের কারণ। ৬

বেগবান্, ধারীয়, অস্ত্রজ্ঞ, দক্ষ, বল ও পরাক্রমের দৃষ্টিতে বীর সংগ্রামে পরাজয় অধিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য—এই কথা সকলেই অবগত আছে। ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে সকল ক্ষমা প্রভৃতি আছে এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে যেরূপ ক্ষমাদি আছে, সেই সকল গুণসমূহের একাকী অভিমন্যুর মধ্যে বিদ্যমানরূপে দেখা যায়। ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নের পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণের উত্তম চরিত্র এবং ভয়ঙ্কর কর্মকারী ভীমসেনের বীরোচিত কর্মসমূহের তুল্য অভিমন্যুর পরাক্রম, চরিত্র ও কর্ম। ৯

তিনি বল, পরাক্রম ও পাহুবলে অর্জুনের সমান এবং বিনয়ে নকুল ও সহদেবের তুল্য ছিলেন। ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমি অপরাজিত বীর সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। যুদ্ধে সে কিরূপে নিধন হইল। ১১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি ধিক্ হউন এবং যাহা করা অনুচিত হইলেও সেই দোষকে আপনি ক্ষমার যোগ্য

চক্রব্যূহো মহারাজে দ্রোণেনাভিসমস্কৃতঃ।
তত্র পঞ্চোপপন্নাঃ সন্তে রাজানো বিনির্যযুঃ। ১৩
অমর্ষাদ্যেন্ বিক্রান্তাঃ কৃতাস্ত্রাঃ সুদৃঢ়ব্রতাঃ।
সম্প্রাতো রাজপুত্রাণাং অর্থবাদকরং তদা। ১৪
কৃতাভিজনবন্তঃ সর্বে সুবর্ণবিকৃতধ্বজাঃ।
রক্তাম্বরধরাঃ সর্বে সর্বে রক্তবিভূষণাঃ। ১৫
সর্বে রক্তপতাকাশ্চ সর্বে বৈ চেদয়োঽনিনঃ।
চন্দনাগুরুসিক্তাঙ্গাঃ শ্রিয়ঃ সৃষ্টবাসসঃ। ১৬
সহিতাঃ পঞ্চাশদ্ভস্তু কাক্ষিঃ প্রতি মুহুর্মুহুঃ।
তেষাং বলং সহস্রাণি বহূন্যুর্দ্ধমিবাস্যন্। ১৭
পৌত্রঃ তব সুবক্ত্রশ্চ লক্ষ্মণঃ শ্রিয়দর্শনঃ।
অগ্রতোঽনন্তরস্তেষাং অগ্রেসৈন্যস্য বাহিনী। ১৮
অগ্রেতঃ স্পর্ধমানাশ্চ অগ্রেতশ্চ জিতে রতাঃ।
দুর্যোধনস্য ভাগেয়ঃ সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতঃ। ১৯
কর্ণদুঃশাসন-কৃপৈর্গুপ্তো রাজা মহারথৈঃ।
দেবরাজোপমঃ শ্রীমান্ দেবরাজাভিরক্ষিতঃ। ২০
চামরব্যজনক্ষৌমৈরুপস্কৃতঃ সুভূষিতঃ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য দ্রোণোঽবস্থিতমাহবে। ২১
সিন্ধুরাজস্তথাবিষ্টঃ কৌরবাণাং মহারথঃ।
সিন্ধুরাজস্য পার্শ্বে তু অশ্বত্থামপুরোগমাঃ। ২২
শূরাস্তব মহারাজ ত্রিগর্তাস্ত্রিদশোপমাঃ।
মাদ্ধাবরাজঃ কিতবঃ শল্যো দুর্বিষহো যুধি। ২৩
পার্শ্বতঃ সিন্ধুরাজস্য রাজন্ তস্য মহাত্মনঃ।
তস্যঃ প্রবৃত্তে যুদ্ধে তুমুলে লোমহর্ষণে। ২৪
যুধ্যমানাঃ পরেষাং তে যুদ্ধাঃ কৃত্বা বিনির্ণয়ম্। ২৫

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি চক্রব্যূহনির্মাণে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৪

ক্রম। আমি আপনার নিকট বহু-রাজন্যবর্গের সাম্প্রতিক বিনাশের কথা বর্ণনা করিব, শ্রবণ করুন। ১২

রাজন্! আচার্য দ্রোণ যে চক্রব্যূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্রসুখ পঞ্চাধিপতিগণ সমস্ত রাজন্যবর্গকে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। ১৩

ইঁহারা অস্ত্রশস্ত্রসমূহে সুশিক্ষিত ক্ষেত্রজ্ঞ রাজকুমারগণ বলিয়াই ছিলেন। সেই সময় সেখানে সমস্ত রাজকুমারগণের একটি সংবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৪

ইঁহারা সকলেই প্রাণ থাকিতে যুদ্ধ ত্যাগ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের ধ্বজ সুবর্ণবিনির্মিত ছিল। ইঁহারা সকলেই রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং রক্তবর্ণ ভূষণসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন। ১৫

সকলের রথের উপর রক্তবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল; সকলে স্বর্ণের মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন; সকলের শরীরে চন্দন ও অগুরু লেপন করা হইয়াছিল এবং সুন্দরভাবে শোভিত হইয়া সকলেই শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। ১৬

এই সকল রাজপুত্র যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া অনুনয়ন করিয়াছিলেন বিধায় যুদ্ধে থাকিতে রহিলেন। প্রত্যেক-পঞ্চাধিপতিগণের এই যৌথসৈন্য সংখ্যা ছিল বহু হাজার। ১৭

ইঁহারা আপনার প্রিয়দর্শন পৌত্র লক্ষ্মণকে অগ্রে করিয়া থাকিত রহিলেন। ইঁহারা সকলে পরস্পরের দৃঢ় সমস্তরে

দৃষ্টিপাত এবং সকলেই সমান যোদ্ধা ছিলেন। ১৮

ইঁহারা সকলে সকলকে স্পর্ধা করিতে ও সকলের সকলকে বিজয়লাভে তৎপর ছিলেন। রাজেন্দ্র! রাজা দুর্যোধন সৈন্যের মধ্যভাগে বিরাজমান ছিলেন। ১৯

তাঁহার উপর ক্ষেত্রজ্ঞ ধারণ করা হইয়াছিল। তিনি কর্ণ, দুঃশাসন ও কৃপাচার্য প্রভৃতি মহারথী বীরগণে পরিবৃত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ২০

ইঁহার উভয় দিকে চামরব্যজন করা হইতেছিল। তখন তিনি ঔজ্জ্বল্যশালী সুবাসুলা শোভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে দ্রোণাচার্য অবস্থান করিতেছিলেন। ২১

সেই স্থানে সিন্ধুরাজ ইঁহার অন্যতম ক্ষেত্রজ্ঞ পক্ষীয়ের রাজ অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহার পার্শ্বভাগে অশ্বত্থামাদি মহারথীরা বিদ্যমান ছিলেন। ২২

মহারাজ! ক্ষেত্রজ্ঞাধিপতি আপনার ভিন্ন ভিন্ন শূর, সাধারণের নিমিত্ত সাধারণের শত্রুভূমি, সদা এবং দুর্বিজয়—এই সব মহারথী বীরগণ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পার্শ্বভাগে অবস্থিত ছিলেন।

অবশেষে "সকলের সাথে যুদ্ধ করিব অথবা মৃত্যু বরণ করিব" এরূপ নিশ্চয় করিয়া আপনার ও পাণ্ডবদের যোদ্ধাদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সকলেরই রোমাঞ্চকর ছিল। ২৩-২৫

ইতিশ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়ে চক্রব্যূহ-নির্মাণবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরাভিমন্যুপ্রভৃতিভিঃ দ্রোণস্য সহাভিমন্যোঃ প্রতিজ্ঞা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তদনীকময়ব্যূহং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্।
পার্থাঃ সমভ্যবর্তন্ত ভীমসেনপুরোগমাঃ। ১
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
ধৃষ্টিকেতুশ্চ বিক্রান্তো ক্রপদশ্চ মহারথঃ। ২
আহুনিঃ শঙ্খবর্মা চ বৃহৎক্ষত্রশ্চ বীর্যবান্।
চেদিপো ধৃষ্টকেতুশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ নরর্ষভৌ। ৩
ঘটোৎকচশ্চ বিক্রান্তঃ শিবশ্চৌ চাপরাজিতঃ।
উত্তমৌজাশ্চ দুর্ধর্ষো বিরাটশ্চ মহারথঃ। ৪
সৌপদেয়াশ্চ সংরব্ধাঃ শৈব্যশ্চ পরিঘোপমঃ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্যাঃ সর্বাশ্চ সহসৈনিকাঃ। ৫
এতে চান্যে চ বহবঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
সমভ্যবর্তন্ত তদা ভারদ্বাজং দুরাসদম্। ৬
সধীরে বর্তমানাংস্তান্ ভারদ্বাজোঽভিবীর্যবান্।
অবস্থাপ্য পরীতারং ব্যূহস্য সমবাসৃজৎ। ৭
দ্রোণঃ তে সাত্যবর্তস্য বেলামিব জলাশয়ঃ। ৮
পীড়য়ামাস শরৈ রাজন্ দ্রোণশ্চাপবিনিঃসৃতৈঃ।
ন শেকুঃ প্রমুখে স্থাতুং ভারদ্বাজস্য পাণ্ডবাঃ। ৯
তদ্ধনুষ্মণস্তস্য দ্রোণস্য দুরতিক্রমম্।
ধনুষঃ সাত্যবর্তস্য পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ। ১০
তমায়ান্তমভিক্রুদ্ধঃ দ্রোণঃ সৃঞ্জয়ান্ যুধিষ্ঠিরঃ।
বধায় চিক্রমাসাদ্য দ্রোণস্য প্রিয়মাত্মনঃ। ১১
অথৈনং তু বধক্রেণ দ্রোণঃ সর্বা যুধিষ্ঠিরম্।
অবিধ্যৎ তুরং তূর্ণং সৌভদ্রঃ সমবাকিরৎ। ১২
বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ ভাস্করাচ্চাগ্নিসৌরভম্।
অন্তরীয়ং পারীবাহমভিবৃষ্ণ্যন্ধকাদিবঃ। ১৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির ও অভিমন্যুর পরস্পর আলোচনা এবং যুদ্ধের করিবার জন্য অভিমন্যুর প্রস্থান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্যকর্তৃক সুরক্ষিত এই দুর্গম সৈন্যবাহিনীতে ভীমসেন প্রভৃতি বৃকোদরপুত্রগণ সম্মুখসমরে আক্রমণ করিলেন। ১

সাত্যকি, চেকিতান, ক্রুদ্ধস্বরূপ দৃষ্টদ্যুম্ন, পরাক্রমশালী ধৃষ্টকেতু, মহারথী ক্রুপদ, অভিমন্যু, শক্তিশালী দ্রুপদপুত্র, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ঘটোৎকচ, পরাক্রমশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, দৃঢ় বীর উত্তমৌজা, মহারথী বিরাট, ক্রুদ্ধ সৌপদীপুত্রগণ, বলবান্ শিখণ্ডপুত্র, মহাপরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারগণ এবং অন্যান্য সকল সুরক্ষিত অভিরথগণ—ইহারা ও অন্যান্য অসংখ্য সারথী এবং রণদুর্মদ মহাবলবান্ বীরগণ নিজ নিজ সৈন্যদলের সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া সহসা দ্রোণাচার্যের উপর পতিত হইলেন। ২-৬

ভারদ্বাজকর্তৃক দ্রোণাচার্য অভিগুপ্ত পরাক্রমী ছিলেন, সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব এই আক্রমণে তিনি অল্প বিচলিত হইলেন না। তিনি নিকটে আসন্ন পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রচুর বাণবর্ষণ দ্বারা আকুল করিয়া ফেলিলেন। ৭

যেরূপ তুরঙ্গ পর্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া জলের প্রবল প্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং সমুদ্র যেরূপ নিজের তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ পাণ্ডবসৈন্যরা দ্রোণাচার্যের অভিমুখ নিকটে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ৮

রাজন্! দ্রোণাচার্যের ধনু হইতে বিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পাণ্ডব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না। ৯

সেই সময় আমরা দ্রোণাচার্যের বাহুবলের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তখন তাঁহার বাহুবল অতিক্রম করিয়া পঞ্চালসহ সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণ তাঁহার সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না। ১০

অতিশয় ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্যকে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বধ করিবার উপায় সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১১

সেই সময় দ্রোণাচার্যের সমুদ্যত ধনুষ্কাণের সহিত অগ্রসর হইয়া যুধিষ্ঠির এই ভয়ংকর যুদ্ধস্থলে তাঁহাকে অতিক্রম করিবার উপায় অন্বেষণ করিলেন। ১২

অতিমনুষ্যকর্মী অভিমন্যু বাসুদেবসমান, ঐরূপ এবং অর্জুন

এষা নো বাহুবো গর্ভে যথা তাতে তথা মুক।
চক্ষুষোস্তে ন বধ্নাতু বিদ্যো ভেদং কথঞ্চন ॥ ১৪
যঃ বাহুবো বা কুক্ষৌ বা ভিন্দ্যাৎ গ্রহ্যাৎ এব বা।
চক্ষুষোঃ মহাবাহো পক্ষয়ো রোপণন্তবে ॥ ১৫
অভিমন্যো বধং তাত যাচতাং সহসৈনিকি।
পিতৃণাং আকুলানাং চ সৈন্যানাং চৈব সর্বশঃ ॥ ১৬
যবজ্বরো হি নস্তাত পর্যেতেবো দারুণঃ।
ক্ষিপ্রমেবঃ সমাহার রোগানীকং বিনাশয় ॥ ১৭

অভিমন্যুরুবাচ।

রোগস্য মৃত্যুসদৃশস্যনীকস্যবরা যুধি।
পিতৃণাং জয়মাকাঙ্ক্ষন্নপোহেদ্বিজিগিষয়া ॥ ১৮
উপনিষ্ঠে হি মে পিত্রা যোগোঽয়ং নীতিমাস্থিতে।
রোগস্যেহ হি বিনির্ঘাতঃ কথাশ্চিদ্ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্ষিপ্রানীকা যুধাং শ্রেষ্ঠ যাবা সমরদুর্মদ বা।
বধং তাবদমিত্রাণাং মেন যুধ্যে তাত তাদৃশি ॥ ২০
ধনঞ্জয়সমং যুদ্ধে বাং বধং তাত সংযুগে।
প্রবিধাস্যন্তমাত্মানং একমুক্তং সহস্রশঃ ॥ ২১

ভীম উবাচ।

অহং বাহুবলমিত্যাহি দুষ্টাস্ত্রোঽহং সমাশ্রিতঃ।
পাঞ্চালাঃ কেকয়া মৎস্যাস্তথা সর্বে প্রভদ্রকাঃ ॥ ২২
নকুলং ভিন্ধি ভদ্রং তে তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ।
বধং প্রবদ্যসংহিত্যো নিত্যমেবং বধাব্ বধাব্ ॥ ২৩

অভিমন্যুরুবাচ।

অহমেবং প্রবক্ষ্যামি রোগানীকং দুরাসদম্।
পরঞ্চ ঈব সংক্রুদ্ধো অলিত্য ভারতৈসন্য ॥ ২৪
তং তথাস্ত ভবিষ্যামি ছিন্ধি যদ্ বলমোর্ধয়োঃ।
মাতুলস্য চ মে শ্রীমিং কবিষ্যতি পিতুশ্চ মে ॥ ২৫

অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন (কম) ছিলেন না। তিনি শত্রু-সৈন্যগণকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

বৎস! সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন যাহাতে আমাদের নিন্দা না করে (অর্থাৎ আমাদের সকলকে অসমর্থ না বলিতে পারে), সেইরূপ ব্যবস্থা কর। আমরাও' যেরূপে কৌরবগণ চক্ষুঃ ভেদ করিবার প্রক্রিয়া জানি না ॥ ১৪

মহাবাহো! তুমি, অর্জুন, কৃষ্ণ ও প্রদ্যুম্ন—এই চারিজনই চক্ষুঃ ভেদ করিতে সমর্থ। অপর কেহ যোদ্ধাই ইহাকে ভেদ করিতে জানে না ॥ ১৫

বৎস অভিমন্যু! তোমার পিতা ও মামার পক্ষের সকল যোদ্ধা এবং এই সকল সৈন্যরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তুমিই ইহাদের ব্যসন করিবার যোগ্য ॥ ১৬

বৎস! যদি আমরা কৃতকার্য না করি, তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন আমাদিগের নিন্দা করিবে, অতএব তুমি শীঘ্র অস্ত্রাঘাতে বহু রোগাক্রান্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ কর ॥ ১৭

অভিমন্যু বলিলেন,—মাতুল! আমি আমার পিতৃকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্যূহমধ্যে রোগাক্রান্ত অসমর্থ, বৃদ্ধ এবং ছোট সৈন্যদলের মধ্যে সত্বরই প্রবেশ করিব ॥ ১৮

পিতৃদেব আমাকে চক্ষুঃ ভেদ করিবার বিধি বলিয়াছেন, কিন্তু কোনরূপে বিপদ ঘটিয়া পড়িলে আমি সেই যুদ্ধ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিব না ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! তুমি যুদ্ধে ভেদ কর এবং আমাদের জন্য যাহা প্রথম করিয়া যাও। তাত! তারপর তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, আমরা সকলে সেই পথ দিয়াই তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥

বৎস! আমরা এখানে তোমাকে অর্জুনের তুল্য বলিয়াই মনে করি। আমরা সকলে আমাদের চিন্তা তোমার উপরেই রাখিয়া নিরাপদভাবে তোমাকে রক্ষা করিতে করিতে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২০-২১

ভীম বলিলেন,—পুত্র! আমি তোমার সহিত গমন করিব। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধা, কেকয়রাজকুমারগণ, মৎস্যদেশের সৈন্যগণ এবং প্রভদ্রকগণও তোমারই অনুসরণ করিবেন ॥ ২২

তুমি যেখানে সেখানে যুদ্ধে একবার ভেদ করিবে, সেখানে সেখানে আমরা পুনঃ পুনঃ যোদ্ধগণকে বধ করিয়া সেই যুদ্ধে থাকিবার পথ করিতে থাকিব ॥ ২৩

অভিমন্যু বলিলেন,—যেরূপ সমর প্রবেশের অধিক উপযুক্ত হয়, সেইরূপ আমিও ক্রুদ্ধ হইয়া রোগাক্রান্তের দুর্গম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিব ॥ ২৪

আমি আমি এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিব, যাহা দিয়া ও

বিশুদ্ধৈরেকসন্ধানৈঃ কালযামানিনি সন্ততঃ।
ক্ষয়ন্তি সর্বভূতানি বিষবৈনেতানি বৈ যথা ॥ ২৬

নাহং পার্থমি জাতঃ স্যাং ন চ জাতঃ পৃথুশ্রবা।
যদি যে সংযুগে কক্ষিজীবিতো নাশ মুচ্যসে ॥ ২৭

যদি চৈকরথেনাহং সমক্ষং কৃষ্ণয়োস্তয়োঃ।
ন কুর্যোমাহবা মুক্তে ন ভবেয়ং পুনর্নরঃ ॥ ২৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।

এবং তে ভাষমাণস্য বলং সৌভদ্র বর্ধতাম্।
অহং সমুদ্যমস্যামি দ্রোণানীকং দুরাসদম্ ॥ ২৯

রক্ষিতং পুরুষব্যাঘ্রৈরেষাসৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ।
সাধ্য-রুদ্র-মরুদ্বৈশ্যৈরপ্যাদিত্যবিশ্বকৈঃ ॥ ৩০

সঞ্জয় উবাচ।

তত্ত তদ্ বচনং শ্রুত্বা স বভাষেতরেতরম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নান্ বলে ক্ষিপ্রং দ্রোণানীকায় তোষয় ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি সংশপ্তকবধপর্বণি অভিমন্যুপ্রতিজ্ঞায়াং পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

যাহা উভয়কেই সংশয় পক্ষে নিক্ষেপ করিবে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতা অর্জুন এই দুইজনকেই প্রসন্ন করিবে ॥ ২৫

যদিও আমি একাকী বালক, তথাপি আজ সমস্ত প্রাণী দেখিবে যে, আমি একাকীই যুদ্ধ স্থলে যমের ন্যায় সকলকে সংহার করিতে থাকিব ॥ ২৬

যদি আজ আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া কোনক্রমে জীবিত থাকিয়া যাও, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই এবং সুভদ্রাদেবীর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই ॥ ২৭

যদি আমি একাকী রথের সাহায্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া না ফেলি, তবে আমি অর্জুনের পুত্রই নই ॥ ২৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—সুভদ্রানন্দন! এখন তোমার বাক্য বর্ধিত হউক, কারণ, এক্ষণে আমি দ্রোণাচার্যের দুর্গম সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করি ॥ ২৯

দ্রোণাচার্যের এই সৈন্যদল তাদৃশ মহাবলশালী মহাযোদ্ধৃগণ দ্বারা রক্ষিত, যাহারা সাধ্য, রুদ্র ও মরুদ্গণ তুল্য বলবান্ এবং বসু, অশ্বি ও সূর্যতুল্য পরাক্রমশালী ॥ ৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু নিজের সারথিকে এই আদেশ করিলেন—সূতবর! তুমি অতি সত্বর অশ্বগণকে দ্রোণাচার্যের সৈন্যগণের দিকে চালনা কর ॥ ৩১

শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে অভিমন্যুর প্রতিজ্ঞাবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুর রণসজ্জা এবং চতুরঙ্গসেনার যুদ্ধ]

সঞ্জয় উবাচ।

সৌভদ্রবচনং শ্রুত্বা হৃষ্টরূপস্তু সারথিঃ।
অচোদয়দ্ বলানীকং দ্রোণানীকায় ভারত ॥ ১

যেন সংচোদ্যমানস্তু যাহি যাহীতি সারথিঃ।
প্রত্যুবাচ ততো রাজন্নভিমন্যুস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ২

অভিযাহ্যেতমাচার্যমাচার্যকৃতি পাণ্ডবৈঃ।
সন্ত্রাসয়ন্ত্যং বৃথা তত্তঃ যোদ্ধুমর্হসি ॥ ৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর উৎসাহ এবং তাঁহার দ্বারা কৌরবপক্ষের চতুরঙ্গিণী সৈন্যসংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! বুদ্ধিমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিজের সারথিকে দ্রোণাচার্যের দিকে যাইতে আদেশ করিলেন ॥ ১

রাজন্! 'চল, চল' এই কথা বলিয়া অভিমন্যু বারংবার প্রেরিত করিতে থাকিলে সারথি ঘুরিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

আয়ুষ্মন্! পাণ্ডবগণ আপনার উপর এই ভার রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথমে আপনি একবার অবধান করুন যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া লউন। তাহার পর যুদ্ধ করুন ॥ ৩

আচার্য্যো হি কৃতী যোধঃ পরমাস্ত্রে কৃতশ্রমঃ।
অস্ত্যস্তমুষ্ণকৃদ্ধৃষ্ণঃ চারুবিশ্বাসঃ। ৪
ওজোঽভিসঙ্গ্রহাঃ প্রহস্য সাত্যকিং বাক্যমব্রবীৎ।
সাত্বতে কো ধ্রুবং দ্রোণঃ সমগ্রং ক্ষপয়েদ্ যুধি। ৫
ঐরাবতকুলং সর্বং সহাস্ত্রবলবাহনম্।
অথবা জয়শীলানাং সর্বকৃত্যপরাজিতম্। ৬
যোধয়েদ্যঃ প্রযুধ্যে ন যে অন্যেন বিক্ষয়ঃ। ৬
ন যমেন্দ্রং বিবস্বন্তং কালমগ্নিং যোদ্ধুমীহতে। ৭
অপি বিত্রস্তিতঃ বিষ্ণুঃ যাদবা গ্রাপ্য সুব্রত। ৭
পিতরঃ চাস্য নৃত্যন্তি ন ভীর্যমুপযান্তি চ।
অতিমন্যন্ত বাং বাচং কথমীদৃক্ত্বা সাত্বতে। ৮
যাহীত্যেবাব্রবীদেনং দ্রোণানীকায় মা চিরম্।
ওজঃ সংবোলয়ন্নাশু হয়ানাশু ত্রিহায়নান্। ৯
বাহিত্থৈরযুতং যুক্তো হেমতাণপরিষ্কৃতান্।
যে শ্রেষ্ঠিতাঃ পৃথিব্যেন দ্রোণানীকায় যাজিনঃ। ১০
দ্রোণমভ্যাদ্রবন্ রাজন্ মহাবেগপরাক্রমম্।
তদ্ধৃষ্টদ্যুম্ন তথারাজ্ঞঃ সর্বে দ্রোণপুরোগমাঃ। ১১
অভ্যাবর্তন্ত কৌরব্যাঃ সাত্যকাংশ্চ তমব্রবীৎ। ১১
ন কপিকাঃপ্রবরোক্তিরমন্ত্রঃ
সুবর্ণবর্মাজ্ঞ নিয়ন্তৃবাহ্ যঃ।
মৃদুলয়া দ্রোণকুলং মুহাবয়ন্
সমাসদং সিংহবিজৃম্ভিতেন বিপাট্য। ১২
যে বিশ্বসিপক্ষে যতা: সম্প্রহারঃ প্রহর্ষিণে।
আসীদ্ গাঙ্গ ইবাবর্তো মুহূর্তমুদধাবিব। ১৩
পূরাণাঃ মুখ্যমানানাং নিস্তরাণিরবেরবম্।
সংগ্রামেষ্বনৃশো রাজন্ প্রাবর্তত মুখাকুলঃ। ১৪
প্রবর্তমানে সংগ্রামে তস্মিন্নতিভয়ঙ্করে।
দ্রোণস্য বিষয়ো ঘোরঃ ক্ষিপ্রা প্রাবিশদাত্মনিঃ। ১৫

দ্রোণাচার্য অর্জুনের বিশেষজ্ঞ এবং উহার অস্ত্রগুরুর অভ্যাসের জন্য তিনি অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছেন। এদিকে আপনি অতিশয় সুখে চিরকালের দ্বারা পরিবর্ধিত হইয়াছেন: সুতরাং আপনি উহার কাছে কিরূপ ?।৩

তখন অতিরথ হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন,—সাত্বতে! এই দ্রোণাচার্য বা এই সব অস্ত্রিয়গণের কথা আর কি বলিব, আমি ত ঐরাবত হস্তীকে আর সমস্ত বেগবানের সহিত ইন্দ্র কিংবা সকল প্রাণিগণের দ্বারা সুরক্ষিত ও সকলের উপর কালদেবের সহিতও সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব বর্তমানে এই সব অস্ত্রিয়বর্গের সহিত যুদ্ধ করাতে আমার আজ কোন বিষয়ই হইতেছে না ॥ ৪-৬

শত্রুদলের এই সৈন্যবাহিনী আমার যোদ্ধাদের একত্রকেও হইবে না। যদুকুল! বিষ্ণুবিজয়ী বিষ্ণুস্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং শিষ্য অর্জুনও যদি বিপক্ষরূপে আমার সম্মুখে থাকেন, তথাপি আমার ভয় হইবে না। ৭

অতিরথ সাত্যকির স্তুতিবাক্য দ্বারা অবহেলা করিয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি শীঘ্র দ্রোণাচার্যের সৈন্যদল দিকে চল। ৮

তখন সাত্যকি তূর্ণবেগ তুরগে বিদ্যুতের ও ভিন বৎসর বয়স অশ্বসমূহকে শীঘ্র চালাইয়া দিল। সেই সময় তাহার মন অধিক ব্যগ্র ছিল না। ৯

রাজন্! সাত্যকি তাহার কর্তৃক দ্রোণাচার্যের সৈন্যদল দিকে প্রেরিত হইয়া মহাবেগশালী ও পরাক্রমী অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্যের দিকে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল। ১০

অতিরথকে এইরূপে আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য প্রভৃতি কৌরব-বীরগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ধাবিত হইলেন এবং সাত্যকি-যোদ্ধারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ১১

অতিরথ ঈষৎ ও হেসে তখন তাঁহার বুদ্ধিমান্ সূতোচিত বিল। তিনি প্রবর্ধনশিক্ষিত কথাবার্তা করিয়াছিলেন। এই অর্জুনসখা অস্ত্রিয়ের শিক্ষা অল্প আশ্চার্য যোদ্ধা বীর ছিলেন। যেরূপ সিংহগণের বলীদের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অস্ত্রিয়গণ যুদ্ধের ইচ্ছায় দ্রোণাদি ধনুর্ধারী বীরগণের দিকে ধাবিত হইলেন। ১২

অস্ত্রিয়গণ বিপক্ষ যত বড় অগ্রসর হইলেই যুদ্ধ করিতে উদ্যত দ্রোণাচার্যাদি যোদ্ধারা তাঁহার উপর অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেই সময় এই সৈন্যগণ মধ্যে অস্ত্রিয়গণ প্রবেশ করিতে থাকিলে মুহূর্তকালেই সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ সঙ্কট বাধিয়া যাইল, যেরূপ সমুদ্রের সহিত গঙ্গার আবর্তযুক্ত (ঘোলা) জলরাশির সম্মিলন হইয়া থাকে। ১৩

রাজন্! যুদ্ধে তৎপর থাকিয়া পরস্পর পরস্পরের উপর প্রাণঘাতী প্রহার করিতে করিতে সেই বীরদের মধ্যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর সঙ্কট আরম্ভ হইয়া যাইল। ১৪

যখন এই অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন দ্রোণাচার্যের সাক্ষাতেই অর্জুনসখা অস্ত্রিয়গণ হাই ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। ১৫

(তত্তেজসমাবৃদ্ধঃ দ্রোণানীকঃ সুদুর্জয়ম্।
ত্রিষাহুনিয়মগ্রাহ্যো বিধেনাচিন্ত্যবিক্রমঃ।)
তা প্রবিষ্টঃ বিনিষ্কৃষ্য বজ্রসঙ্কাশান্ মহাশরম্।
ধনুষ-রথ-পত্তীনাং পরিবক্রন্দমাদুধাঃ। ১৬

নানাবাদিত্রনিনদৈঃ ঘোষিতোৎকৃষ্টনাদিভিঃ।
তুরাণাং নিনদৈশ্চ ত্রিধা বিস্ফোটিতৈঃ খিতৈঃ। ১৭

ঘোষৈর্হর্ষসমাবেশৈর্মা মাক্ষিষ্টেতি মাদিশি।
অসাধয়দমুত্রেতি প্রবন্তো মুহুর্মুহুঃ। ১৮

হাহিতৈঃ নিহিতৈর্হাসৈঃ কলনেমিস্বনৈরপি।
সমাকরণো বসুধামধিরুহ্যমুবাচ হ। ১৯

তেষামোপস্থিতাঃ ধীরঃ শীঘ্রযোধী মহাবলঃ।
নিজ্ঞাতো ভবধীদ্ রাজন্ মর্দ্যো মর্দতেষিভিঃ। ২০

যে তত্তদাসা বিবশা নানালিঙ্গৈঃ বিভৈঃ শরৈঃ।

অভিপেতুঃ সুবহুশঃ পলভা ইব পাবকম্। ২১
তত্তত্তেজোঃ শরীরৈশ্চ শরীরাবয়বৈশ্চ সঃ।
সমস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রঃ ভূমৈর্মেদিনিবাম্বরে। ২২

বজ্রসোপাধূলিত্রাণান্ সবর্মাসন-সাধকান্।
সাসি-চর্মাধুধাভীষূন্ অতোমর-পরশ্বধান্। ২৩
সমস্তাতোতত্ত-প্রাণোন্ শক্তি-তোমর-পাণিনঃ।
লক্ষিপিশাসপরিঘান্ সলাক্ষিবরকম্পনান্। ২৪

সমুদ্যতোম-মহাসখান্ সকুন্তান্ সকচগ্রহান্।
সমুদ্যতরকেপণীয়ান্ সপাশে-পরিঘোপলান্। ২৫

সকেয়ুরাঙ্গদান্ বাহুন্ শুভপঙ্কানুলেপনান্।
সাভিজ্ঞোন্মাদুনিকুর্ণঃ ফলীয়ানঃ সমস্তমঃ। ২৬

তৈ ক্ষুভিতমহারাজ তত্তত্তে ভূঃ তুলোমিতৈঃ।
পক্ষাভৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিক্ষেপেষু ইবাম্বরে। ২৭

(অভিমন্যুর পরাক্রম অতিমানুষ ছিল। তিনি যোদ্ধগণ বিলোড়িত না হইয়াই অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও দুর্গম সৈন্যূহ ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।)

মুহূর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতে করিতে মুহূর্তের মধ্যেই অভিমন্যুকে অবরোধী, অবরোধী ও পশ্চাতি যোদ্ধাগণ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। ১৬

নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি, ঘোষণাদল, ঘোষণাকারী, গর্জন, হুঙ্কার, সিংহনাদ, 'ধাবমান হও' এই শব্দ এবং রণাঙ্গনে পতনশীল যোদ্ধগণ এই, ঘোড়ার হ্রেষারব এবং, রোষাবেশে পরস্পর 'আমি ও' এখানেই আমি' ইত্যাদি বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে বীর সৈন্যগণ হর্ষোল্লিসের চীৎকার, যুদ্ধক্ষেত্রের ঘন ঘন শব্দ, অট্টহাস, হস্তফালি-শব্দ এবং চক্রবলয়ের ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক বিনাদিত করিতে করিতে অর্জুননন্দন অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ১৭-১৯

রাজন্! ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যু জন্মকাল হইতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন, বিপক্ষপক্ষীয়দের আক্রমণবেগ সহ্য করিতে এবং শত্রুসৈন্যের ব্যূহভেদ করিতে জানিতেন। তিনি নিজের নিকট আগত শত্রুসৈন্যদিগকে মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বধ করিতে লাগিলেন। ২০

নানাপ্রকার ভিন্নভিন্ন তুলোপিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার পাইয়া সেই শত্রুসৈন্যের কৌরব-বীর বিবশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে থাকিলে তখন মনে হইতেছিল যে, পতঙ্গগণ যেন অগ্নির মধ্যে আসিয়া এবং অগ্নিতে পতিত হইতেছে। ২১

যেরূপ বজ্রে পৃথিবী উপর তুল পারা হইয়া যায়, সেইরূপ অভিমন্যুর অভিনব শত্রুসৈন্যের শরীরসমূহ ও বিভিন্ন অবয়বের দ্বারা সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ২২

মহারাজ! অর্জুননন্দন অভিমন্যু আপনার সমস্ত সৈন্যদের সেই যোদ্ধসমূহের ভয় ভেদ করিতে লাগিলেন, যে সকল যোদ্ধ মনে তখনও ভয় ছিল। বীরগণের এই রণক্ষেত্রে ঘোষার চর্মবিনির্মিত দস্তানা দেখা গিয়াছিল, যুদ্ধ ও বাণ দেখা গিয়াছিল। কাহারও হাতে ঢাল, তরবারি, ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্র দেখা যাইল। কাহারও হাতে ঘোষার এবং পাশ ছিল, কাহারও হাতে গদা, লোহার ঘোগা, প্রাস, ঋষ্টি, ঘোষার, শক্তি, ভিন্দিপাল, পরিঘ, ঘোর পট্টিশ, তোমর, প্রতোদ (চাবুক), মহাদণ্ড ও মুষল—এসকল অস্ত্র হাতে দেখা যাইতেছিল। কাহারও হাতে শত্রুসৈন্যের কচগ্রহ করা ছিল। কাহারও হাতে মুষল, ফেলিবার জন্য ঘোড়ার অঙ্গাবরণ, পাশ, পরিঘ এবং প্রস্তরখণ্ড দেখা যাইল। বীরগণের এই সকল অস্ত্র কেয়ূর ও অঙ্গাদিবিলেপনযুক্ত বিভূষিত ছিল। ২৩-২৬

আর্যশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তখন আমুক হইয়া তখনকার এই সকল যুদ্ধে ভূমণ্ডলি সৈন্যের দেহে আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়া দেখা পাইয়া থাকেন। ২৭

স্থবাসাননকেয়ূরৈস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলৈঃ।
সর্বগৌরৈঃ সুটৈঃ ক্রোধাৎ ক্ষত্রিয়ৈঃ পৌরিবং বপু ॥ ১৮
স তৈরেকপুটৈর্নীলৈর্বিচিত্রবিমুখিষ্টৈঃ।
বিশালললিতাকারৈর্বিরাজদ্ভিরিবাম্বরম্ ॥ ১৯
ত্রিক-স্ত্রিকবটৈঃ কালে যজ্ঞিঃ পুণ্যাপচিতিভিঃ।
বিষক্ষিরোভিঃ পৃথিবীং স বৈ তস্মাৎ ককুদ্মিনঃ ॥ ৩০
পৃথুর্মনস্বিনঃ কাব্যান্ বিবিধং ভরিতান্ বধান্।
বীর্যাদ্যূনম্ বিচিত্রেণ্ড্ন্ ভক্তমতকবন্ধুরান্ ॥ ৩১
বিজ্ঞাতকুলবাক্যাস্ত্র বিনেয়বিনয়ানপি।
বিচক্রোপস্করোপস্থান্ ভরোপকরণানপি ॥ ৩২
প্রপাদ্রিজোপস্করণান্ চতুযোগান্ মহাপ্রণঃ।
শকৈর্বিপক্ষলীকৃত্য বিভূ সর্বমেবৃক্তম্ ॥ ৩৩

পৃথুবিপাম্ বিপাবোগম্ বৈণবস্যাপুণ-কর্মণঃ।
দুহাম্ বর্ষাশয়ো কন্যা হৈরেবোস্ত সকলম্ ॥ ৩৪
ঘটাঃ শুক্তাবিধাবাস্ত্রান্ ছবমালাঃ পলাশপান্।
শরৈর্মিশ্রিতযবৌঘৈঃ সাহবাসাসবাক্ষরম্ ॥ ৩৫
যমাম্বুজান্ পর্ণকীরান্ কাংস্যোজাসব বাপ্লিকম্।
ক্ষিরবালবিকর্পাক্ষম্ ভবমাম্ সাধুপাচিনঃ ॥ ৩৬
আকড়ান্ লিখিতৈর্বেণ্ডৈঃ শক্তাষ্টি-স্রাসবোষিতৈঃ।
বিলম্বভাবযুক্তান্ বিপ্রবিদ্ধপ্রকীর্ণকম্ ॥ ৩৭
বিরক্তক্ষিপ্রবেলনাম্ বিকীর্ণাস্থকুলম্বনান্।
ভক্তাবোধাংশ্চিন্নযুক্তান্ ভবাবেপনমোদকান ॥ ৩৮
বিকল্পকর্পকযুক্তান্ পক্বদ্রাক্ষাস্ত্রাস্ত্রান্।
বিপাস্যতরপক্বযাস্ত্রাবকম্ স বাযোচক ॥ ৩৯

যাহাদের মুখের লাবিমা, মুখের মুখ এবং মুখের কেশপাশের সহজ শোভা বাড়িয়াছিল, যাহাদের কোনরূপ অলঙ্কারের কিছু প্রয়োজন ছিল না, যাহাদের কুণ্ডলযুগল যাহাদের প্রকাশিত করিতেছিল, কেয়ূরযুক্ত যাহাদের ভুজযুগল ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা সিগ্ধ ছিল, যাহারা অত্যধিক শক্তিশালী হইয়া বর্তিতেছিল, যাহাদের উন্নত মাংসল মুষ্টি ও পাদযুগ্ম শোভা পাইতেছিল, যাহাদের চক্ষু: সূর্য ও চন্দ্রসদৃশ ছিল, যাহারা বীরত্বহেতু প্রভূত তেজের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল, যাহারা মন্ত্রে মন্ত্রে সিদ্ধ ও সিদ্ধতর দ্বারা বলিতেছিল, যাহাদের সংখ্যা ছিল বহু এবং যাহারা পবিত্র যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই সব যজ্ঞের অধিকর্তা যোদ্ধাদের সম্বন্ধে আজ্ঞাদিক করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৮-৩৩

এইরূপে অধিকর্তা বীর বাসস্থানে শত্রুদলের যন্ত্রকৌশলযুক্ত বিধান ও নির্মিতিজ্ঞান সুপরিচিত বলবাহন সমেত যত যত কর্মিষ্ঠ করিবে তাহাদিগকেই সুনিয়োগ হইতেছিলেন। এই সকল দ্রব্যের প্রধান উপাদান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। নিঃশেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। শুষ্কতরলতা উৎপাটিত হইয়াছিল। উহাদের বস্তুসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের ক্ষমতা (বিনষ্ট) এবং কৃত্য (কোন কার্যের যাহা) তাহারা গিয়াছিল। ভক্তের উপরিভাগ ও পাত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। চক্র, উপস্কর ও ঘনিষ্ঠ যন্ত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সমস্ত সাধনী ও দ্রব্যের অবয়ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দ্রব্যের ছত্রাদী ও আবরণ কৃপাদিতে হইয়াছিল এবং এই সব দ্রব্যের সমস্ত যোদ্ধাই বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ সমস্ত সমস্ত দ্রব্যের ধ্বংস

করিয়া গিয়াছিল ॥ ৩১-৩৬

দ্রব্যসমূহের যাহা করিয়া অধিকর্তা পুরুষার ভীষ্মবার বাসস্থলে শত্রুদলের যত ঘটী, ঘবাধোনী, উহাদের পাত্রাদি, অক্ষ, ক্ষুদ্র, ভাণ্ড, বিন্দু, অঙ্গীবাস, ঘবল, ঘটী, ভাণ্ড, ঘট, ঘাস ও পাত্রসমূহ ধ্বংসকল ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭-৪২

ভাজন্য আসবার বন্ধনযুক্ত, পক্বতীয়, কাংস্যের ও বাল্লীকের যেই সেই অবয়ব—তাহারা শুষ্ক, বর্ণ ও গন্ধের বিকল করিয়া ধারিত হয়, যাহারা বেলযুক্ত ও আবেষ্টনের উপর কাংস্যের উপযোগী, যাহাদের উপর লক্ষ, ঘটী ও ভাণ্ডের দ্বারা মুখ করিয়া সমর্থ প্রতিষিক্ত যেসকল আবেষ্টন করিয়া আছেন, এই সব অবস্থিতে যাহারা ঘবাধারী করিয়ে করিতে একাকী বীর অধিকর্তা একবারে তখনই বিভূর ভাবে করিয়া ও মুখর সব করিয়া অধিকর্তা ধ্বংস পাইতে লাগিলেন। এই সকল আসব ও অন্যান্য, ভাজনের জন্য যত যত ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং মুখরসের আধারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহারা সকলেই অবশ আসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যত আসবের অবয় ভিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। অন্যান্য আসব বিস্রাব ও ক্লেদ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, অন্য ও বহুবিধ যত যত হইয়াছিল এবং সকলেরই আধারাদি ধ্বংস বিনষ্ট হইয়াছিল। উহাদের অবয়বের সূক্ষ্মতা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই সকল অন্ন সুসূক্ষ্ম অবীনস্থ হইয়া মহাপ্রভাবী প্রাণিসমূহের হৃদয়বর্ধন করিতেছিল। উহাদের চাষার ও অন্য যত যত হইয়া গিয়াছিল এবং উহারা অন্ন, মুখ ও চক্ষে বিনষ্টিত করিয়াছিল ॥

এতো বিষ্ণুবিবাচিত্রঃ কৃষা কর্ম সুদুষ্করম্।
ওথা নির্বিবিরে যেন ত্রাসঃ তব মহৎ মহৎ ॥ ৭০
মহাসুরকরঃ ঘোরঃ ত্রাসয়েদ্ যঃ সুরৌজসা।
কৃষা কর্ম মহেশস্য পাইয়াজুর্নিবাসবে ॥ ৭১
অস্মিন্ন পলায়োদ্যোগঃ ক্ষত্রধীরাদ্যেব লক্ষণম্।
এবমেবেন তা সেনাঃ সৌভদ্রেণ বিশেষতঃ ॥ ৭২
কৃপণং বিপ্রলপ্তারঃ দৃষ্ট্বা ভগ্নেষ্বনায়ুধীঃ চমূঃ।
ক্ষত্রীয়াস্তম পুত্রাস্ত ধীক্ষয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৭৩

সংতত্যাস্তাশ্চমূরোঃ প্রবিষ্টা রোমহর্ষিণঃ।
পলায়মকরোল্লোকা বিক্লবাঃ। বিষয়ন্তে ॥ ৭৪
ঘোরমায়ান্তিবক্তেণঃ ক্রুদ্ধস্য কীর্তিকর্মিণঃ।
হতান্ পুত্রান্ পিতৃন্ ভ্রাতৃন্ বন্ধূন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৭৫
প্রাপ্তিশ্চ মহতী ঘোরঃ সর্বেষাং ভয়-বিপদাম্ ॥ ৭৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেরূপ মহাতেজস্বী ত্রিলোচন ভগবান্ রুদ্রদেব অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমন্যু রথ, ঘোড়া ও গজ—এই তিন অঙ্গযুক্ত আপনার বিপক্ষ সৈন্যবাহিনীকে মথিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপ অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ক্রমাগত শত্রুসংহার করিয়া আপনার পক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে সর্বপ্রকারের বিপদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

যেরূপ কার্তিকের অসুরদিগের সৈন্যবাহিনীকে নষ্ট করিয়া থাকেন, সৌভদ্র এবারও তদ্রূপভাবে অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমস্ত কৌরব সৈন্যদিগকে সর্বপ্রকারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আপনার পুত্র ও সৈন্যগণ সমরে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সৈন্যের মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সর্বাঙ্গ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল এবং রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। শত্রুসমক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের হাতে অস্ত্র উদ্যত ছিল না। ৬৬-৬৯

ইহারা কৌরবের আশ্রয় লইয়া নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যি-শোক দূর করিয়া রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় করিতে পরস্পর উৎসাহিত করিতেছিলেন। সেই সময় আপনার সৈন্যরা এরূপ ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিল যে, তাহারা মৃত নিজেদের পুত্র, পিতৃব্য, সম্বন্ধীদিগকে ভাকিয়া, ভাই, বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের অস্ত্র ও বর্মাদিকে অবিলম্বে ত্যাগ করিয়া বসুধায় হইতে পলায়ন করিতেছিল। ৭০-৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুঃ পরাক্রমবর্ণনাত্মকপুত্রস্য বধঃ, পলায়ন যোগঃ, কৌরবসেনায়াঃ পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তাঃ প্রভগ্নাঃ চমূঃ দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণাভিতৌজসা।
দুর্যোধনো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ বচঃ সৌভদ্রবধায় ॥ ১
ওথো রাজানমাসাদ্য সৌভদ্রঃ প্রতি সংযুগে।

দৃষ্ট্বা দ্রোণোঽব্রবীৎ যোধান্ পরীক্ষন্তঃ নরাধিপম্ ॥ ২
পূর্বাভিমন্যুর্নিকাঃ ন পক্ষতাঃ ভবি বীর্যবান্।
ওদ্রাস্রবত মা বৈষ্টি কিপ্রং হন্ত সৌভদ্রম্ ॥ ৩

সেই সময়ে রাজা দুর্যোধনকে অভিমন্যু নিজে বিরিয়া আসিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন—যোদ্ধগণ! মহারথি দুর্যোধনকে তোমরা সর্বদিকে রক্ষা কর। ১

বলবান্ অভিমন্যু আমাদের সাক্ষাতেই নিজের সমস্তকুল রাজা দুর্যোধনকে প্রথমেই বধ করিয়া ফেলিবে; অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া হইয়া সমর কর, তয় করিও না, ইহাই তুমকালীন দুর্যোধনকে রক্ষা কর। ২

তথঃ কৃতজ্ঞা বলিনঃ সুহৃদো জিষ্ণবেঽশিনঃ।
আক্রমাণা ভয়াদ্ ভীতাঃ পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ৪
জোণো জৌণিঃ কৃপঃ কর্ণঃ কৃতবর্মা চ সৌভলঃ।
বৃহদ্বলো মদ্ররাজো দুর্মুখো বিন্দ্যসেনয়োঃ সহঃ ॥ ৫
সৌশ্রবো বৃষসেনশ্চ বিন্দ্যানুবিন্দ্যয়োঃ সুতাঃ।
সৌভদ্রঃ সপ্তবর্ষেণ মহতা সপ্তবাহিনম্ ॥ ৬
সংগ্রামযিত্বা তরসা দুর্যোধনমযোধয়ন্।
আজ্ঞাপ্য ভ্রাতৃবিবাহিপ্তং মধুনে নাগুনাত্মজঃ ॥ ৭
তাদৃশৌঘেণ মহতা সাত্য-সুতান্ মহারথান্।
বিদ্রাবীকৃত্য সৌভদ্রঃ ক্রিয়মাণমযাবধীৎ ॥ ৮
তত্র নাগঃ তত্তঃ ক্রুদ্ধা নিঃসৃত্যেবাভিযৈযিবঃ।
নাগৃহ্ণত পুনর্যত্তা পুনর্দ্রোণমুখা যযুঃ ॥ ৯
ত এনা ভোজকীকৃত্য ভযবাশেন বাহিনীম্।
ব্যসর্জয়িমুরালানি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১০
তাঞ্জন্তরিক্ষে চিক্ষেপ সৌভদ্রো নিশিতৈঃ শরৈঃ।

যাংস্তৈব প্রতিচিক্ষেপ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১১
তত্রস্থে ভোগিবাহেন শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
পরিবব্রুস্তিযঃসপ্ত সৌভদ্রমপরাজিতম্ ॥ ১২
সমুদ্যমিব পর্যন্তাঃ ঘনাঃ তাঃ সমবর্ষয়ন্।
স্বযাবৈকোঽস্তু নিবার্যাশেষেণ তরসাভবৎ ॥ ১৩
পূজাপাঃ পূজামানাঃ নিস্তরাম্যিত্বরেতরম্।
অভিযযুঃ পরেযাক্ত বালং কিঞ্চিৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ১৪
তস্মিংস্তু ঘোরে সংগ্রামে বর্তমানে ভযঙ্করে।
দুঃসহো সবসিষ্যৈরভিমন্যুরবিধ্যত ॥ ১৫
দুঃশাসনো বাসসিঃ কৃপঃ শারদ্বতস্ত্রিভিঃ।
দ্রোণস্তু সপ্তদশভিঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ ॥ ১৬
বিবিংশতিস্তু সপ্তত্যা কৃতবর্মা চ সপ্ততিঃ।
বৃহদ্বলস্তথাষ্টাভিরবধ্যমো চ সপ্ততিঃ ॥ ১৭
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চৈব দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চ সৌভলঃ।
যাবাগ্ন শরাণাং সপ্তবিংশতিস্তু দ্রোণাত্মজো কৃপঃ ॥ ১৮

মহারাজ! তখনও অর্জুনপুত্র বিষ্ণু, বলরাম, হিতৈষী ও বিজয়ী যোদ্ধারা (প্রথম ভঙ্গ) আপনার বীর পুত্রকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন, যদিও তাঁহারা অভিমন্যুর ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ৪

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, দুর্যোধনের পুত্রদ্বয় দুর্মুখ, বৃহদ্বল শল্য, ভূরি, ভূরিশ্রবা, সহ, সৌমদত্তি ও বৃষসেন—ইহারা সকলে অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহারা প্রত্যেক বাণবর্ষণ করিয়া অভিমন্যুকে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। ৫-৮

এইভাবে তাঁহাকে মোহিত করিয়া বীর যোদ্ধারা হর্ষোল্লাসকে মুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতে মনে হইল—সূর্য হইতে মেঘ অন্তরিত হইয়া পড়িল, কিন্তু অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ৯

তখন ভরত বাণবর্ষণের দ্বারা সেই মহারথীদিগকে সকলে ও অশ্বসমূহ দূর হইতে বিদ্ধ করিয়া দিয়া ক্রুদ্ধানন্দন অভিমন্যু সিংহের গর্জনের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ১০

মহাযশী সিংহস্কন্ধ অভিমন্যুর এই গর্জন শ্রবণ করিয়া অন্যান্য ক্রুদ্ধ যোদ্ধারা মহাবলী বীরকে সহ্য করিতে পারিলেন না। ১১

আহা! তখন সেই মহারথী বীরগণ রথসমূহের দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাও করিবার জন্য আরও করিয়া তাঁহার উপর নানা-প্রকার ভিন্নমুখ ভেদীবাণসমূহ আরও করিয়া দিলেন। ১০

কিন্তু আপনার সেই বীর পৌত্র অভিমন্যু নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুগণের ঐ সকল বাণকে আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং এই মহারথীদিগকে আহতও করিলেন—ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল। ১১

সেই সময় অভিমন্যুরক্ষক বাণবর্ষে এই সব যোদ্ধারা বিদ্ধ সর্পমুখ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আপনাদিগের বীর অভিমন্যুকে বধ করিবার বাসনা তাঁহাকে আবৃত করিলেন। ১২

তখনকেহ যেমন উত্তাল সমুদ্রকে তীরভূমি রোধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্য-সাগরকে একাকী অক্ষুব্ধভাবে অভিমন্যু প্রতিরোধ করিলেন। ১৩

সেই সময় শত্রুপক্ষের উপর অস্ত্রপ্রয়োগকারী দুর্ধর্ষ বিপক্ষীয় বীরগণ এবং আক্রমণকারী সেনাই দূর হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। ১৪

এইভাবে তখন অভিমন্যু ভরত ও যোদ্ধাদের মুখ চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আপনার পুত্র দুঃশাসন তিন, দুঃশাসনের পুত্র কৃপাচার্য তিন এবং দ্রোণাচার্য বিদ্ধ করিলেন সর্বশুদ্ধ তাহার সহোদরী ভাগে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। ১৫-১৬

এইরূপে বিবিংশতি সত্তর, কৃতবর্মা সাত, বৃহদ্বল আট, অবধ্যমা সাত, ভূরিশ্রবা তিন, মদ্ররাজ পনর বার, শত্রুসেনের দুই কুমারই দুই বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন। ১৭-১৮

স তু তান্ প্রবিবিধ্যাধ ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ।
নৃত্যন্নিব মহারাজ চাপহস্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৯
ততোঽভিমন্যুঃ সংক্রুদ্ধস্তাবতশ্চতুরো হয়ান্।
বিব্যাধ বৈ সুসংক্রদ্ধো লঘুহস্তো বলী বলম্। ২০
শল্যস্তানিষুভিস্তীক্ষ্ণৈর্বিদ্ধ্বা বাক্যৈশ্চ দারুণৈঃ।
সারথেশ্চক্ষুষী তূর্ণমাজঘানাশু ভারত। ২১
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্ত্রিভিঃ ত্রিভিরথো হয়ান্।
ত্রিভিশ্চ সারথিং তূর্ণং ত্রিভিশ্চ ধ্বজমাশুগৈঃ। ২২
তস্যাভিমন্যুর্বিশিখৈরাদায় সুদৃঢ়ং ধনুঃ।
বাহূ বক্ষঃ শিরশ্চৈবাপ্যবমানোঽভ্যপাতয়ৎ। ২৩
তস্মিন্নিপতিতে বীরে সৌভদ্রেণাহবে তদা।
সঙ্ক্রন্দো বলঃ সর্বঃ পলায়নপরায়ণম্। ২৪
ততঃ কর্ণঃ কৃপো দ্রোণো দৌর্যোধনিরবাহ্যত।
শল্যো দুর্মুখিরুগ্রশ্চ লোহিতাক্ষো বিবিংশতিঃ।
বৃষসেনঃ সুষেণশ্চ কুণ্ডভেদী প্রতাপনঃ। ২৫
দুর্জয়োঽথ জয়ৎসেনো বিকর্ণশ্চিত্রসেনজিৎ।
সুবর্চা দুর্বিমোচশ্চ দুষ্প্রধর্ষশ্চ দুর্মুখঃ। ২৬
দুর্মর্ষণো দুষ্কর্ণশ্চ শ্রুতকর্মা চ বীর্যবান্।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সুদর্শনশ্চ পার্থিবঃ। ২৭
কাম্বোজরাজঃ সুদক্ষিণশ্চ শ্রুতায়ুধশ্চিত্রকেতুশ্চ রাজা।
বৃহদ্বলো মদ্রপতিশ্চ রাজা ক্ষেমঙ্করো বীর্যবতাং বরিষ্ঠঃ। ২৮
এতে মহেষ্বাসবরাঃ কৃতাস্ত্রা রথব্রজৈঃ পরিবার্যাভিমন্যুম্।
ব্যূঢ়ানীকা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমেতা জিঘৃক্ষবো বালমভিপ্রজগ্মুঃ। ২৯
তে তং রথব্রাতমহারথাস্তে সর্বে সমেত্যাভিমন্যুং বিজিত্য।
জগর্জুরুচ্চৈঃ সিংহবদ্ধৃষ্টরূপা বিব্যাধুরেনং শরবর্ষৈরজিহ্মগৈঃ। ৩০
তে তং শরৌঘৈরভিবর্ষমাণা বিব্যাধুরেনং সমরে সমেত্য।
ন চাস্য তে বিবরং সন্তরন্তি ন চাপ্যেনং ব্যথয়ন্তে শরৌঘৈঃ। ৩১
ততো দ্রোণো বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনো বিবিংশতিঃ।
সুষেণো বৃষসেনশ্চ শল্যো দুর্মুখিরেব চ। ৩২
দুর্মর্ষণো দুষ্কর্ণশ্চ শ্রুতকর্মা চ বীর্যবান্।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সুদর্শনশ্চ পার্থিবঃ। ৩৩
কাম্বোজরাজঃ সুদক্ষিণশ্চ শ্রুতায়ুধশ্চিত্রকেতুশ্চ রাজা।
বৃহদ্বলো মদ্রপতিশ্চ রাজা ক্ষেমঙ্করো বীর্যবতাং বরিষ্ঠঃ। ৩৪
এতে মহেষ্বাসবরাঃ কৃতাস্ত্রা রথব্রজৈঃ পরিবার্যাভিমন্যুম্।
ব্যূঢ়ানীকা ধার্তরাষ্ট্রাঃ সমেতা জিঘৃক্ষবো বালমভিপ্রজগ্মুঃ। ৩৫
তে তং রথব্রাতমহারথাস্তে সর্বে সমেত্যাভিমন্যুং বিজিত্য।
জগর্জুরুচ্চৈঃ সিংহবদ্ধৃষ্টরূপা বিব্যাধুরেনং শরবর্ষৈরজিহ্মগৈঃ। ৩৬
তে তং শরৌঘৈরভিবর্ষমাণা বিব্যাধুরেনং সমরে সমেত্য।
ন চাস্য তে বিবরং সন্তরন্তি ন চাপ্যেনং ব্যথয়ন্তে শরৌঘৈঃ। ৩৭

মহারাজ! সেই সময় হাতে ধনু লইয়া প্রতাপশালী অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতেই চারিদিকে ঘুরিয়া এই সব মহারথী বীরগণকে তিনটি তিনটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ১৯

তখন আপনার সকল পুরুষগণ একত্রে মিলিয়া অভিমন্যুকে তীব্র বেগেতে আঘাত করিলেন। ইহাতে তিনি যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং নিজের অঙ্গবিদ্যা ও হস্তের লঘুতারই বল দেখাইতে লাগিলেন। ২০

এই সময় অন্যের দূর সাধিবার যোগ্য শাস্ত্রজ্ঞানী, বলবান ও বায়ুবেগ বেগশালী এবং তূণিকির অক্ষয়তার দ্বারা তীক্ষ্ণবিদ্ধে শত্রুদলে আসিয়া আঘাতস্থানে লক্ষ্য করিলেন এবং বলটি বাণ বিদ্ধ করিলেন। তারপর বলিলেন,—ইহাকে, ইহাকে। ২১

তখন অভিমন্যু হাত করিতে করিতেই অশ্বকপুত্রের অশ্বদল, সারথি, ধ্বজ, বাহুদ্বয়, মস্তক ও বক্ষ দশটি বাণের দ্বারা বেগের করিয়া কৃপাবিষ্ট করিলেন। ২২

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুকর্তৃক বীর অশ্বকপুত্র নিহত হইলে আপনার সকল সৈন্যই বিচলিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ২৩

তখনকার কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বাহ্লীকরাজ শল্য, শল্য, দুর্মুখ, দ্রোণপুত্র, বিবিংশতি, দুঃশাসন, কুণ্ডভেদী, প্রতাপবান, দুর্জয়, জয়ৎসেন, বলিষ্ঠ, প্রতাপ, দীর্ঘলোচন এবং অন্যান্য ক্রুদ্ধ দুর্যোধন অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ২৪-২৬

এই মহেষ্বাসগণ বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে অন্যান্য আহত হইয়া অভিমন্যু কর্তৃক নষ্ট করিয়া এমন এক বাণ গ্রহণ করিলেন, যাহা তাঁহার কবচ ও দেহকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল। ২৭

যেরূপ সর্প বল্মীকের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ অভিমন্যু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ কর্ণের শরীর ও কবচ বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। ২৮

যেরূপ ঘূর্ণিবায়ু আরম্ভ হইলে পর্বতকে দুলিতে থাকে, সেইরূপ এই আঘাত লাভের আঘাতে ব্যথিত ও যেন বিহ্বল হইয়াই কর্ণ সেই রণাঙ্গনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ২৯

তারপর বলবান্ অভিমন্যু আঘাত দুলিত হইয়া অশ্ব তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করিয়া দুর্মুখ, দীর্ঘলোচন ও দুঃশাসন—এই তিন বীরকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ৩০

তখন কর্ণ পঁচিশ, অশ্বত্থামা বিশ এবং কৃপাচার্য সাতটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৩১

যদিও সেই সময় ইন্দ্রনন্দন অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সমস্ত অঙ্গই বাণে বাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পাশহস্ত যমরাজের ন্যায় শত্রু-সৈন্যদলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩২

রাজা শল্য অভিমন্যুর পার্শ্বেই ছিলেন, তখন এই মহাবাহু বীর অভিমন্যু শল্যের উপর বাণবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো মর্ষণিস্তিরিশিষ্টৈঃ।
শল্যো রাজন্ রথোপস্থে নিষসাদ মুহোঽহ ৮ ৫ ৩১
তং হি দৃষ্ট্বা তথা বিদ্ধং সৌভদ্রেণ মহাত্মনা।
সন্ত্রাসবচনং সর্বা তাম্রয়াজশ্চ পক্ষতঃ॥ ৫৫
সম্প্রেক্ষ্য তং মহাবাহুঃ কৃতপুঙ্খৈঃ সমাহতম্।
ঘটোৎকচঃ প্রসন্নাত্মা সিংহনাদিনা ইব॥ ৫৬

সা তু বলবলাভিপূজ্যমানঃ
পিতৃ-সুত-চারণ-সিদ্ধ-সঙ্ঘলৈঃ।
অবনিতলগতৈশ্চ দুষ্টমনৈঃ-
রতিবিবভৌ তরস্বিনাং বরিষ্ঠঃ ১৩৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

চলি আপনার সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে থাকিলেন। ৫৪

রাজন্! অমিত অভিমন্যু কর্তৃক বিদ্ধ হইলে তিনি সুবর্ণপুঙ্খ বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া রাজা শল্য রথে বসিবার আসনে গিয়া বসিলেন এবং মূর্ছিত হইলেন। ৫৫

বলবান্ সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু কর্তৃক শল্যকে এইভাবে বাণবিদ্ধ হইতে দেখিয়া সোমকগণের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যগণ সিংহনাদ করিল। ৫৬

মহাবাহু শল্যকে অভিমন্যুর তুর্বলের শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইতে দেখিয়া আপনার সকল সৈন্যই সিংহনাদের ন্যায় ভীষণ রবে শল্যাকে আহ্বান করিল। ৫৭

বলবান্, সিদ্ধগণ, চারণ ও সিদ্ধসঙ্ঘ, বন্দিগণ, দুষ্টমনা দুর্জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া দুর্যোধনের হৃদয়ে প্রকাশিত অভিমন্যু মহারথগণ অতিরিক্ত আনন্দের ভার বোধ করিতে লাগিলেন। ৫৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে অভিমন্যু পরাক্রমবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুনা শল্যস্যার্জুনিনো রোমাঞ্চায়ন্ত রথসেনানাং পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথা প্রমথ্যমানে তু মহেষ্বাসাবজিহ্মগৈঃ।
আর্জুনিঃ রাথকাঃ সর্বে কে যেনা সমযোধয়ন্॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ দুর্যোধন রথে বিস্ফোটিকং মহৎ।
বিজিগ্যিরো রথানীকং তাবদেবেন ধীমতা॥ ২
মত্তেনং সাদিনং দৃষ্ট্বা সৌভদ্রেণাতুলে রণে।
শল্যাদয়স্তঃ ক্রুদ্ধং কিমু যোধাঃ সমভ্যয়ুঃ॥ ৩
সা বিদ্ধা বলবদ্ভিশ্চ সায়কৈরগ্নিতেজসৈঃ।
ঐন্দ্রোপলহতাবদ্ধং ছিন্নং ভিন্নেতি চাব্রবীৎ॥ ৪
তমার্জুনিঃ বিনির্ভিন্দ্য পার্শ্বিগাংশ্চ মহারথান্।
যুগং ধ্বজং নিহত্যাশু ত্রিভিরেব চ সায়কৈঃ॥ ৫

এবম্বিধ তাহা সৈন্যদিগকে বিশেষ ভাবেই ভীষণ করিয়াছিল। ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্ধর অভিমন্যু যখন এইভাবে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রথম প্রথম মহান্ ভীষণত্বের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তখন আমার পক্ষের কোন্ যোদ্ধারা তাঁহাকে যুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্ন অভিমন্যুর বিশাল সেনাব্যূহ দর্শন করিয়া প্রথম করুন। তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে এবম্বিধ ভয়ঙ্কর ভীষণ সৈন্যদিগকে বিশেষ ভাবেই ভীষণ করিয়াছিলেন। ২

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রণাঙ্গনে ভীম বিক্রমশালী বাণসমূহের দ্বারা আহত করিয়া মহারাজ শল্যকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার অবিচ্ছিন্ন দ্বারা কুপিতচিত্তে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

তিনি তখন সুতীক্ষ্ণ বাণে অত্যন্ত ও সার্থি সহ অভিমন্যুকে অস্ত্রবিদ্ধ করিয়া ভীষণরবে গর্জন করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৪

সেই সময় ভীষণ সমরকার্যে রত রাজাদিগের বিপুল অনুজনগণ

চক্রং ভ্রমৎ ভ্রমীরঃ ভ্রমরকচক্রং সাহরৈঃ।
পরাক্রাঃ চক্রমোপাস্তে সংযোপকরণানি চ ॥ ৩
সন্নদ্ধঃ প্রচিক্ষেপ সদৃশে তঃ ন কশ্চন।
স পরান্ বিরথী ভীমঃ প্রবিষ্টঃ তরসাধ্বরম্ ॥ ৭
বাসুদেব মহাশৈলঃ সন্নদ্ধোঽমিতসেনসা।
অক্ষৌহিণীস্তু বিস্তারঃ প্রাহরন্ সর্বতো দিশঃ ॥ ৮
আজ্ঞায় তৎ বলং ঘোরং দৃষ্ট্বা সন্ত্রাসমুদ্যতম্।
মাধবেন সমুদ্ভূতানি সাধু সাধিতি ভারত ॥ ৯
পলায়ত্রাণমধাকন্তে বহবস্তত্র সৈনিকাঃ।
কুলাদিবেদমাদায় প্রাবৃড়ন্তেঽম্বুবাহজম্ ॥ ১০
অন্যোন্যমন্ত সংক্রুদ্ধা বিবেধাযুধপাণয়ঃ।
রথৈরথৈর্ দ্বিপৈস্তদ্বৎ পত্তিভিশ্চাতে বলোৎকটাঃ ॥ ১১
বাণশব্দেন মহতা ধনুর্নির্ঘাতনেন চ।
হতাশৈঃ ক্ষেপ্তিভিশ্চাস্ত্রৈঃ সংগ্রামঃ সমপদ্যত ॥ ১২

আয়সত্রবরৈরন্যে গদাসিপরশ্বধৈঃ।
ক্রুদ্ধাস্তে ন বৈ জীবন্ যোদ্ধারো জীবিতাপিতি ॥ ১৩
তাংস্তথা ক্রুদ্ধান্ দৃষ্ট্বা সৌভস্থঃ প্রদ্যুম্নাদয়ঃ।
যে যোদ্ধুমেয়ুঃ প্রহরৎ সূদয়ঃ তঃ তৎ বিধায় পত্রিভিঃ ॥ ১৪
সপর্ণবিদ্রবন্ত্রাণি বিচিত্রাণি ধনূংষি চ।
আজ্ঞায় সমরে সূতা দৃঢ়সূতমুখ্যয়া ॥ ১৫
বাসুদেবানুভাবজ্ঞা যদ্বা যদুকুলাধ্বরে।
অমর্ষয়ন্ত তৎ কাম্যং কৃতান্তমবিশেষয়ৎ ॥ ১৬
যুদ্ধমেতৎ তদা তেষাং সাক্ষাদভূৎ পুনঃ পুনঃ।
সর্ববৃষ্ণি বিনাশায়েন্ নিবিশেষমবৃদ্ধত ॥ ১৭
চাণূরমুষ্টিকবলৈস্তাঞ্জিঃ বিক্রীড়তঃ বিভূঃ।
দৃষ্ট্বোদ্যতং সংরম্ভাদে সবিক্রমঃ যথা ॥ ১৮
জ্যায়ঃ শুশ্রূষবে তস্য তনয়শ্চক্ষ আত্মনঃ।
মহাসম্বিদ্ধঃ কালে পরোমনসের নিঃস্পৃহঃ ॥ ১৯

নিজের রাজসূয়ে সভার মতোর সকল, ঐশ্বর্য, বৈভব, সাধন, বল, অস্ত্রশস্ত্র, দুর্গ (কোমর), দুর্গ, অক্ষয়, সভাগৃহ, চক্রহস্ত এবং যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ সামগ্রী কাড়িয়া ফেলিলেন। যেমন বায়ুর বেগে মেঘ বিলীন হইয়া পড়িয়া যায়, সেইরূপ আততায়ীরা অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে পলায়নের জন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ছুটিতে লাগিল। তখন তাঁহার বল ও আক্রমণ সকলের ভয় ভয় হইয়া গিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া তাঁহার অনুগামী যোদ্ধারা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তাহারা অভিমন্যুসমরের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিতে করিতে 'সাধু সাধু' প্রভৃতি সূচক চারিদিকে হুঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিল। ৫-৯

পলায়ন আরম্ভ হইলে পর তাঁহার বলশালী সৈন্যেরা যেমন কোন বিশাল স্থানের নাম শুনাইতে শুনাইতে ক্রুদ্ধ হইয়া বনে বাস্তুকরার অন্ত-শস্ত্র গ্রহণ করত অভিমন্যুকে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন।

বহু বীর রথ, অশ্ব ও হাতীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। অন্য বলশালী প্রচণ্ড বলশালী যোদ্ধা পদাতিরাই যোগাইয়া আসিলেন। বাণশব্দের পরস্পর শব্দ, ধনুকের টঙ্কারের ঘোর ভীষণ শব্দ, হুঙ্কার, ঘোড়াদের, আওয়াজ, সিংহনাদ, গর্জন, অস্ত্র চালার শব্দ এবং হুড়াহুড়ির চই চটাচই শব্দের সহিত তখন ঘনঘন ধ্বনিতে করিতে অভিমন্যু যোদ্ধাদের অন্তঃপুরুষকে এই কথা বলিয়া আক্রমণ করিলেন যে, আমরা তোমাদের এখন জীবিত ছাড়িব না। তোমাদের এখন অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। ১০-১৩

ইহাদিগকে এই কথা বলিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রদ্যুম্ন অভিমন্যু ইত্যাদির হাত ধরিতে ধরিতে যে যে যোদ্ধারা প্রথমে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই তিনি সমস্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

বীরবর অর্জুনপুত্র সমরাঙ্গণে ঘোর বিচিত্র ও শত্রুনাশী অস্ত্রসমূহের প্রয়োগ দেখাইতে দেখাইতে প্রথমে যুদ্ধারম্ভে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫

তখনই বীরক ও অর্জুন হইতে অভিমন্যু যে যে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই সেই অস্ত্র সকলকে তিনি তাঁহাদের উপরেই ঘোর যুদ্ধস্থলে প্রয়োগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৬

তত (অভিমন্যু আদি) তাঁর ও তাঁর উপরে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সেই সময় পুনঃ পুনঃ বাণবর্ষণ এবং নিক্ষেপ করিতে থাকিলে যেমন একবারেই যুদ্ধ হইতেছিলেন। ১৭

যেরূপ পরমকালে আততায়ী দুর্যোধনের সকল দেখা যায়, সেইরূপ অভিমন্যুর বলবীর্যের মধ্যে চারিদিকেই যেন উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইল। ১৮

ইহার মধ্যে তাঁর এবং দুজনের পক্ষ বীরত্বের ভয়ের যুদ্ধ-পরাক্রমী যেন সকলের ভাব ভয়ের ভয়া যাইতেছিল। ১৯

হ্রীমানমর্ষী সৌভদ্রো মানয়ন্ শ্রিয়মর্জুনেঃ।
সন্ধিমনেষিষুর্বীরানিবৈন্দ্রোপায়ুধাম্বুদান্ ॥ ১০
মুহুর্মুহুঃ মহারাজ শুশুভে সমলঙ্কৃতঃ।
মহাভাগ্যো মহাভাগ্যৈঃ শুশুবাঙ্গদবীব দিবাকরঃ ॥ ১১
শরান্ বিচিত্রান্ সুবহূন্ ভল্লপুঙ্খাংশ্চিলাশিতান্।
মুমোচ সমরঃ ক্রুদ্ধো সপত্নীরিব তাপনঃ ॥ ১২
ক্ষুরৈর্ধ্বজৈর্ধনুষ্কোটি নিষাদৈশ্চ মহাত্মনঃ।
নাবাটৈশ্চ তনুত্রাণৈশ্চিন্নৈরভিহতৈরপি ॥ ১৩
অবাকিরন্ রথানীকং তাবকানাং পরস্তপঃ।
উত্তরাসৈন্যমবধীৎ বিদ্ধ্যঃ শরদীব্বিষম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

লঙ্ঘাবীর, অমর্ষপূর্ণ, অপরাজ মহারথকারী এবং দেখিতে সকলেরই প্রিয় সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু বিপক্ষ বীরগণের সমান-লাভের জন্যই অস্ত্রবল দ্বারা অস্ত্র মুখ অধিকেছিলেন ॥ ১০

মহারাজ! যেমন মধ্যাহ্নে অতিমাত্রিক তাপে সংতপ্ত হইয়া ভগবান্ সূর্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অভিমন্যু প্রথমে মৃদু থাকিলেও পরে শত্রুগণের সঙ্গে অভিলগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ১১

যেমন সূর্যদেব নিজ শত শত কিরণাবলিতে তাপিতেরই তাপন করেন, সেইরূপ অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ ভল্ল, পুঙ্খ, শিলাশাণিত, সুবহু শরনিকর দ্বারা শত্রুগণের ধনুষ্কোটি, ধ্বজ, তূণীর, কবচ, অস্ত্রসঞ্চালক হস্ত, বাহু এবং আরোহিগণ অনবরত ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই নৈপুণ্য উত্তর রাজপুত্রের সৈন্যের মুখ ফিরাইয়া বিমুখ করিয়া পলায়ন করিল ॥ ১২-১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

(দ্রোণাচার্যোপাভিমন্যুপরাক্রমসা প্রশংসা, দুর্যোধনানুজ্ঞয়াভিমন্যোঃ সহ দুঃশাসনস্য যুদ্ধারম্ভঃ)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

বৈরীভবতি যে চিত্তং স্নিগ্ধা দৃষ্টী চ সঞ্জয়।
মম পুত্রস্য যে সৈন্যং সৌভদ্রঃ সমবাধত ॥ ১
বিস্তরেণৈব মে শংস সর্বং সাধ্বতে পুনঃ।
বিক্রীড়িতং কুমারস্য ক্ষত্রস্যেবাগ্নিজৌজসঃ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ বিশাংপতে।
একস্য চ বহূনাঞ্চ যথাসীৎ কুশলো রণঃ ॥ ৩
অভিমন্যুঃ কুরোঃসৈন্যং কুরোঃসাগরমক্ষয়ম্।
ব্যগাহত রথিনঃ সর্বানস্ত্রাগ্নিজ্বলিতেক্ষণঃ ॥ ৪

করিয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকটে বর্ণন কর ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি আমার যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ এই মহাসমরের তুমুল বৃত্তান্ত বলিতেছি, সেখানে এক বীরের মহাসংগ্রাম বহুসংখ্য বীরের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৩

অভিমন্যু যুদ্ধে বড় অভিলাষী ছিলেন। তিনি রণে উপস্থিত হইয়া আমার উৎসাহশালী পক্ষসমূহ সমর স্থলে বীরগণের উপর ধাবমান হইতে লাগিলেন ॥ ৪

দ্রোণঃ কর্ণঃ কৃপঃ শল্যঃ দ্রৌণিঃ ভোজঃ বৃহদ্বলম্।
দুর্যোধনঃ সৌহৃদিঃ শকুনিশ্চ মহাবলম্॥ ৪

নানারূপম্ নৃপশ্রেষ্ঠম্ সৈন্যানি বিবিধানি চ।
অনায়তঞ্চক্রব্যূহম্ বায়ুঃ সমাপদ্যত॥ ৬

নিস্ত্রিংশিনম্ সৌভদ্রঃ পরমাস্ত্রৈঃ প্রকাশবান্।
মহর্ষভস্য ভেজস্বী সিংহ সমাহ্বয়ে॥ ৭

তম্ দৃষ্ট্বা চলিতঃ তস্য সৌভদ্রস্যাভিরৌজসঃ।
সমকম্পন্ত সৈন্যানি ক্ষীয়মাণি মহাত্মনঃ॥ ৮

অমায়াবীমহামায়ো মায়য়াজঃ প্রকাশবান্।
চক্রেরোধমুদ্যতবঃ কৃপমাচার্য্য সত্তমম্॥ ৯

ষট্ত্রিংশে মমাপি পুত্রস্য তব চারক।
অতিষ্ঠন্তঃ রথে দৃষ্ট্বা তথা রথিনামহম্॥ ১০

এষ যাতি সৌভদ্রঃ পার্থানাং প্রথিতো যুধা।
নন্দয়ন্ পুত্রম্ সমান্ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্॥ ১১

নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবম্।
বহুন্ সমভিবর্তন্তান্ মমাপান্ যুদ্ধদুর্মদান্॥ ১২

নাস্তি যুদ্ধে সমঃ যস্য কশ্চিদস্তা মনুষ্যজঃ।
ইচ্ছন্ হন্তুমিহাঃ সেনাম্ কিমর্থমপি মোহিতঃ॥ ১৩

দ্রোণস্য শ্রীবিনাশায়ুক্তঃ ক্ষয়ো যাস্যতি ভারতঃ।
আত্মনিঃ প্রতি সংক্রুদ্ধো দ্রোণঃ দৃষ্ট্বা মহারথিম্॥ ১৪

অথ দুর্যোধনঃ কর্ণমব্রবীৎ বাহ্লীকম্ নৃপম্।
দুঃশাসনম্ মহারাজ তাংস্তথাক্তান্ মহারথান্॥ ১৫

সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামাচার্য্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
অভূমিম্ সুতঃ মূঢ়ঃ মায়ম্ যন্ত্রমিমেক্ষতি॥ ১৬

ন তস্য সমরে দুর্যোধনকোপ্যস্তকোপমঃ।
কিমকঃ পুরুষব্যাঘ্রা যূয়ঃ সর্বে সমাগতাঃ॥ ১৭

অভূমিম্ সুতঃ যেন নিস্তরাহবিমর্দকি।
নিস্তাঃ পুত্রান্ত হরিষ্যন্তঃ পাণ্ডবান্ ধর্মিণাম্॥ ১৮

দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, ভোজবীর কৃতবর্মা, সুহৃদ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, মহাবল সপ্তমি, বহুসংখ্যক নানাজাতি ও নানা-রূপের এই তাঁহাদের নানাপ্রকার সৈন্যবাহিনীর উপর অধিনায়ক অনায়তচক্রব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধের সূচনায় বায়ুবেগে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৪-৬

তারত! প্রতাপশালী ও তেজস্বী বীর সুভদ্রানন্দন নিজের বিশালধনুষের দ্বারা শত্রুবিনাশে বাণ বর্ষণে তাবতে চারি-দিকের দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন। ৭

অমিততেজস্বী দুর্ভদ্রানুজ অভিমন্যুর এই রূপের দ্রোণ আপনার সমস্ত সৈন্য ক্ষয় করিতে পারিবে। ৮

তখনকার সময় বুদ্ধিমান্ ও প্রতাপশালী বীর দ্রোণাচার্য্যের চেষ্টা দেখে উৎসুক হইয়া উঠিল। তারত! তিনি যুদ্ধবিশারদ আচার্য্যকে যুদ্ধে অগ্রসর দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধনের মনোমধ্যে আবার তাঁহাকে ভয় সেই সময় আসি সময় দ্রোণাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ৯-১০

এই পার্থবংশের (যুধিষ্ঠিরদের) প্রসিদ্ধ যশস্বী বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু নিজের সমস্ত যুদ্ধদুর্মদ এবং রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, অন্যান্য আরও বহুবর্ষ, সমস্ত ও আমার যুদ্ধদুর্মদ আপনাদের করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। ১১-১২

আমি অন্য কোনও যোদ্ধাকে ইহার সমান বীর বলিয়া মনে করি না। যদি সে ইচ্ছা করে, তবে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকেই বিনাশ করিতে পারিবে, কিন্তু আমি মনে করি, যেন সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছে না। ১৩

অধিকন্তু সমস্ত দ্রোণাচার্য্যের এই শ্রীবিনাশ বাসনা করিয়া আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের এবং দ্রোণাচার্য্যের নিকট দৃষ্টিপাতপূর্বক ঈষৎ হাস্যমুখে কর্ণ, বাহ্লীক, দুঃশাসন, অন্যান্য সকল এবং অন্যান্য মহারথীদিগকে বলিলেন। ১৪-১৫

এই সমস্ত মূর্ধাভিষিক্ত নৃপগণের আচার্য্য ও সর্বজ্ঞেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ দ্রোণ অর্জুনের এই যুদ্ধে সুভদ্রকে বধ করিতে অভিলাষী নন্। ১৬

বীরগণ! আমি আপনাদের এই সভা মধ্যে বলিতেছি যে, যদি তিনি যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে ইহার সম্মুখে যদি সাক্ষাৎ যমরাজও উপস্থিত হন, তাহা হইলে তিনি ইহার নিকটে অবস্থান করিতে সমর্থ হন না, এরূপ স্থলে মনুষ্য মধ্যেই বা কে থাকিতে পারে? ১৭

কিন্তু তিনি অর্জুনের পুত্রকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন; অতএব, অর্জুন ইহার পিতা। পিতা আর পুত্র ইহারা উভয়ে ও সমরেরই প্রিয়; এখন কি ইহাদের সমানধর্মের মর্যাদা পুত্রদের প্রিয় হইয়া থাকে? ১৮

সারঙ্গমাণো রোষেণ মন্তরে বীর্যমাস্থিতঃ।
আয়ন্তদাস্থিতো বৃদ্ধ্যা প্রহর্তুং ন তু চিত্রয়ন্ ॥১৯

এবমুক্তস্তু তে রাজন্ সাধবীপুত্রবচস্তদা।
সারঙ্গাস্তে ক্রিয়াসক্তো ভারদ্বাজস্য পশ্যতঃ ॥ ২০

দুঃশাসনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দুর্যোধনবচস্তদা।
অব্রবীৎ কুরুশার্দূল দুর্যোধনমিদং বচঃ ॥২১

অয়মেনং হনিষ্যামি মহারাজ ত্রবীমি তে।
বিনতাং পাতুপুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ২২

প্রবিশ্যাশ্বস্য সৌভদ্রং যথা রাহুর্দিবাকরম্।
ইত্যুক্ত্বা চারয়ীদ্ বাজাঃ কুরুরাজমিদং পুনঃ ॥ ২৩

তথা কৃষ্ণো যথা প্রাহুঃ সৌভদ্রমভিযানিনো।
পরিবৃত্তঃ শ্রেষ্ঠলোকঃ ক্ষীণলোকায় সংপ্রতি ॥ ২৪

তৌ চ তথা কৃষ্ণৌ বাজেঃ পাণ্ডোঃ পৌত্রৌ মহারথৌ।
এবাহুঃ সমুপক্রম্য ক্রৌঞ্চারাতিমিবাজিতম্ ॥ ২৫

তস্মাদস্মিন্ হ্রদে পদ্মে তথা সংবর্ধিতাবুভৌ।
বিদেম যাং ন যাচিষ্ণুং যাচন্তমপি বিষ্ণুতম্ ॥ ২৬

এবমুক্তস্তদা রাজন্ পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
সৌভদ্রমভাষাৎ ক্রুদ্ধঃ পরুষৈরক্ষরৈর্বচঃ ॥ ২৭

ত্বমভিক্রুদ্ধমায়ান্তং তব পুত্রমভিপ্লবঃ।
অভিমন্যো শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ষড়্বিংশত্যা সমাপ্নহি ॥ ২৮

দুঃশাসনস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রবিশ্য তব কুত্রাঃ।
অন্বধাবত সৌভদ্রমভিমন্যুং তদা যুধে ॥ ২৯

তৌ মত্তমিব চিত্রাণি যথাযাতাং যথা-বলিনাম্।
চরমাণাবসংখ্যাতাং যমনিকাশিনাহবে ॥ ৩০

এই অভিমন্যু যোদ্ধাদের অন্তর রক্ষিত হইতেছে বলিয়া সে যুদ্ধে নিজের বল ও পরাক্রমের অভিমান করিতেছে। এই পূর্ব অভিমন্যু অবতার আদ্যাশক্তারী, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে বিনাশ করুন। ১৯

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সেই সকল বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে বধ করিবার উদ্যোগ যোদ্ধাদিগকে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২০

মহারাজ! সেই সময় দুর্যোধনের পুত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ২১

মহারাজ! আমি আপনাকে (প্রতিজ্ঞাপূর্বক) বলিতেছি যে, আমি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই এই অভিমন্যুকে বধ করিব। ২২

যেরূপ রাহু সূর্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে গ্রাস করিয়া লইব। এই কথা বলিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে করিতে পুনরায় দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ২৩

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে আমার দ্বারা ক্রান্ত-জীবিত হইতে শুনিয়া অন্যান্য অভিমানী বীরগণ ও অর্জুন এই জীবলোক হইতে শ্রেষ্ঠলোক গমন করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৪

তৌ ৬ কথা দুষ্টৌ বাজেঃ পাণ্ডোঃ পৌত্রৌ মহারথৌ।
এবাহুঃ সমুপক্রম্য ক্রৌঞ্চারাতিমিবাজিতম্ ॥ ২৫

তস্মাদস্মিন্ হ্রদে পদ্মে তথা সংবর্ধিতাবুভৌ।
বিদেম যাং ন যাচিষ্ণুং যাচন্তমপি বিষ্ণুতম্ ॥ ২৬

এবমুক্তস্তদা রাজন্ পুত্রো দুঃশাসনস্তব।
সৌভদ্রমভাষাৎ ক্রুদ্ধঃ পরুষৈরক্ষরৈর্বচঃ ॥ ২৭

ত্বমভিক্রুদ্ধমায়ান্তং তব পুত্রমভিপ্লবঃ।
অভিমন্যো শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ ষড়্বিংশত্যা সমাপ্নহি ॥ ২৮

দুঃশাসনস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রবিশ্য তব কুত্রাঃ।
অন্বধাবত সৌভদ্রমভিমন্যুং তদা যুধে ॥ ২৯

তৌ মত্তমিব চিত্রাণি যথাযাতাং যথা-বলিনাম্।
চরমাণাবসংখ্যাতাং যমনিকাশিনাহবে ॥ ৩০

ইহাদের দুইজনকে (ইহাদের ও অর্জুনকে) নিজের তুমিয়া পাণ্ডুর ক্রোড়ে উপর অত্যন্ত চাহিয়া থাকেন তাহাদিগকে নিজের দুইহাতের পরিশ্রম একই দিনে প্রাণত্যাগ করিবে। ২৫

অতএব এই আমাদের একমাত্র পক্ষ অভিমন্যু নিহত হইলেই আমরা সকল অর্থ পরাজয় করা হইয়া যাইবে। অতএব আপনি আমার কথায় কাজ করুন। এই আমি একাই আপনার শত্রুদিগকে বধ করিব। ২৬

মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন। ২৭

আপনার পুত্র দুঃশাসনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া পরাক্রম অভিমন্যু তাঁহাকেই তীক্ষ্ণবাণে বধ করিবার আরম্ভ করিয়া ফেলিলেন। ২৮

মহাবাহো সুভদ্রানন্দন ক্রুদ্ধ দুঃশাসন সেই সংগ্রামে অভিমন্যুর সহিত এবং অভিমন্যু দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৯

যমদণ্ডের বিপুল এই উভয় যোদ্ধাই রণের যারা করিতে থাকে বিচিত্র গতিসমূহ প্রদর্শন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৩০

অথ শঙ্খ-ভূরয়-ভূর্যুদীনাং
ক্রুদ্ধ-মহারথ-ঘোষ-কর্ণবাণান্ ।
নিনদয়ন্তিরুদৎ নরাঃ প্রচক্রু-
র্নিশম্য তল্লোহবনিঃচরাম্বিজিষ্ণুম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি দুর্যোধনযুদ্ধে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সেই সময় মহারথগণের ঘোর, ভীষণ, ভূরি, ভূরি, কঠোর, মহা ঘোর, ভেরি ও কর্ণরবসকলের আঘাত জনিত শব্দ শ্রবণ করিয়ে লোকের ও সিংহনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল ॥ ৩১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সহস্রসংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্বাধ্যায়ে অভিমন্যুবধপর্বে দুর্যোধনের যুদ্ধবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুর দুর্যোধনবধ ও কর্ণের পরাজয় ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

(ততঃ সমন্তবদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ।
তস্মিন্ কালে মহারাজ দৌহৃত্রঃ শ্বশুরং তব ।
সমরং কামুকং ছিত্ত্বা সায়কেন ধনাগমম্ ।
দুর্যোধনং মহেষ্বাসৈঃ সর্বতশ্চ সমন্তুদৎ ॥)

শরবিক্ষতগাত্রস্তু প্রব্যথিতমনন্তরম্ ।
অভিমন্যুঃ স্বয়ং ভীমান্ দুর্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ১
ছিত্ত্বা পঞ্চাশতা সদ্যো মর্মাণি সুবহূনি তে
নিষ্টুরঃ ক্রূরকর্মাসি যাতোঽসি পরমাং গতিম্ ।

যৎ ত্বয়াহং বধা বালো যুধ্যমানঃ সুখৈষিণঃ ।
কোশিঃ পঞ্চশতৈর্ঘোরৈর্মর্মাণ্যভিহতঃ দৃঢ়ম্ ॥ ৩
তস্যাপরাধস্য ফলমদ্য প্রাপ্তোঽসি দুর্মতে ।
অদ্যক্রূরং মহাস্ত্রিভ্যা সৌবলস্যাত্মজো বলম্ ॥ ৪
যৎ ত্বয়েহমন্যুপ্রাপ্তঃ তস্য কোপায়তাননঃ ।
শরবিস্তারচাপস্য ক্রোধস্যাপ্রশমস্য চ ॥ ৫
লোপস্য জ্ঞানবাপস্য হোতস্যাত্মাভিমন্যুচ ।
নিষ্টুরং যন্ন হাস্যন্তি হরপন্তোঽপরাধিনম্ ॥ ৬
যৎ ত্বয়েমমনুপ্রাপ্তঃ প্রকোপোঽয় বৈ মহাত্মনাম্ ।
ন হ্যন্তোঽস্যমনুষ্যস্য ফলং প্রাপ্নোতি দুর্মতে ॥ ৭

চত্বারিংশ অধ্যায়

[অভিমন্যু কর্তৃক দুর্যোধনের ও কর্ণের পরাজয় ।]

(সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । সেই সময় শত্রুবীরগণের সংহারকারী মহাবীর যুদ্ধাভিলাষী অভিমন্যু অতিশয় সত্বরতার সহিত দুর্যোধনের ধনু সহ যষ্টিটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অন্য বিদ্ধ করিয়া দিলেন ।)

তাহার পর যুধিষ্ঠির অভিমন্যু ঈষৎ হাস্য সহকারে বিপক্ষগণ সমক্ষে স্থিত এবং বাণসমূহে আঘাত অন্ধ-বিক্ষত দেহ দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন । ১

তাপরাধন্ত্বং আজ আমি যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত এবং নিজেকে সুরবীর মনিয়া অভিমানকারী তোমার তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্মা ও পাপের নিমিত্ত মর্মস্থল তৎপর পঞ্চাশ প্রকার দেখিতে পাইলাম । ২

আরে মূর্খ ! তুমি পাপাচারে অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়া সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে তুমাইতে তুমাইতে নিজের নিষ্ঠুর বাক্যের দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে এবং দ্রৌপদির আকর্ষণ—পাণ্ডবদিগের ছল কপটতার সহায়তা করিয়া ভীমসেনের প্রতি যে সমস্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলে, ইহাতে সেই সমস্ত কার্য্যের যে ফোল হইয়াছিল, তাহারই সেই ফলের কিছু আজ তোমাকে এখনে দুর্মতে পরিতে হইয়াছে ।

অন্যের ধন অপহরণ, দ্রোহ, অপকৃতি, লোভ, জ্ঞানলোপ, মোহ, দুরাত্মাদিগের পূর্ণ হাসন্তা এবং আমার ঈদৃশ দুর্দশার নিষ্ঠুরগণের হাস্য অপরাধে—এ সমস্ত অপকর্মের ফলস্বরূপ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের ক্রোধ আজ তোমাকে এই দুর্দশা প্রাপ্ত করিতে হইয়াছে ।

দুর্মতি ! তুমি যোহার সেই অপকর্মের ফলের কণা আজ প্রাপ্ত হও । আজ আমি সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সমক্ষেই

পাণ্ডিত্যাদ্বাপি তে বীরাঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
অমানুষমনুষ্যত্বং কৌশল্যং বলিনো ভৃশম্ ॥ ৮
অমর্ষিতায়াঃ কৃষ্ণায়াঃ কাঙ্ক্ষিতস্য চ তে পিতুঃ।
অথ কৌরবা ভীষ্মস্য মতিমাস্থায়সো মহীম্ ॥
ন হি তে যেন্যোধেন ভীষ্মে যতি যোৎস্যমানে রণম্।
এবমুক্ত্বা মহাবাহবঃ কৃষ্ণাসমবাপ্তকম্ ॥ ১০
সম্প্রেষে পরবীরঘ্নঃ কালাগ্নিমিলবর্চসম্।
অস্ত্রোরপূর্বমাদায় ব্রহ্মদেবং বিনির্মিতম্ ॥ ১১
তমাশু সহ পুত্রেণ বস্ত্রাভরণ ভূষণঃ।
অষ্টৈঃ সপ্তবিংশত্যা পুনরেব সমাপয়ং ॥ ১২
শরৈরগ্নিসমস্পর্শৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
স পাঞ্চবিন্যো বাহিন্যো বধোপস্থ উপানিবৎ ॥ ১৩
কৃষ্ণাসনো মহাবাহু কপ্তলঃ কাঞ্চিনধ্বজঃ।
সারথিস্তমসংবার্য কৃষ্ণাসমমচোদয়ৎ ॥ ১৪

প্রগৃহ্যাপ্রসংবার্য সৌবলস্যাপি চিহ্নিতম্।
পাণ্ডবা দ্রৌপদেয়াশ্চ বিরাটশ্চ সমীক্ষ্য তম্ ॥ ১৫
পাঞ্চালাঃ কেকয়াশ্চৈব সিংহনাদমথানদন্।
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি নানালিঙ্গানি সর্বশঃ ॥ ১৬
প্রাধ্মাযন্ত সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবানাং জয় ষৈষিণঃ।
অথশব্দং মহদাসীৎ সৌবলস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৭
অন্যান্যবৈরিণঃ দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা পক্ষং পরাজিতম্।
ধর্মরাজস্যপক্ষস্যাবর্ধিনোঃ প্রতিযাতয়া ॥ ১৮
যাবদেতো মহাত্মানৌ দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দৃষ্ট্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ১৯
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ মৎস্যাঃ পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মুদা যুক্তা ধৃতিষ্টদ্যুম্নযোগয়াঃ ॥ ২০
অভ্যহরন্ত ত্বরিতা দ্রোণানীকং বিনির্মলম্।
তত্রোত্তমমনুষ্যাণাং ক্ষীণানাং পরৈঃ সহ ॥ ২১

নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যোদ্ধাদের শত্রু হনন করিল। আর আপনি যুদ্ধে সেই মহাত্মা পিতৃদেবের কোপে প্রতিযোগ করে করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনুমতি হইল ॥ ৬-৯

কৃষ্ণাসমবাপ্তক। আর অমর্ষপূর্ণা যাজ্ঞা দ্রৌপদী ও পিতৃদেব ভীমসেনের অন্তরে মনোরথ পূর্ণ করিয়া এই যুদ্ধে তাঁহাদের বল হইতে আমি মুক্ত হইব ॥ ১০

যদি তুমি যুদ্ধ আমি করিয়া পলাইয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া যাইতে দিবে না। এই কথা বলিয়া শত্রুনাশকারী মহাবীর অভিমন্যু তখন, অগ্নি ও সূর্যতুল্য তেজস্বী একটি বাণ সন্ধান করিলেন, যাহা দুঃশাসনের প্রাণ হরণ করিতে সমর্থ ছিল ॥

এই বাণ অভিমন্যু তাঁহার ধনুকে যোজনা করিয়া তাঁহার কর্ণসমান স্থান বিদীর্ণ করিতে করিতে পক্ষস্থ অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। রথের তখন মনে হইতেছিল—কোন একটি বর্ণ ভয়ঙ্কর-মাংস প্রবেশ করিতেছে। তারপর অভিমন্যু দুঃশাসনকে আরও পঁচিশটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ১০-১২

দুঃশাসন বর্ণ সমস্ত আবেগ করিয়া বিদ্ধিত অভিমন্যু সন্ধানযুক্ত সেই সমস্ত বাণ শরীর আঘাতে পাইয়া দুঃশাসন রাধিবচিত্তে ভয় করিয়া আসনে বসিয়া পড়িলেন ॥ ১৩

মহারাজ! সেই সময় দুঃশাসন অভিমন্যু মোহাচ্ছন্ন হইলেন। তখন অভিমন্যুর যাবতীয় সৈন্যরা এবং অন্যান্য

দুঃশাসনকে সারথি অন্যত্র যাইবার সহিত যুদ্ধস্থল হইতে বাহিরে লইয়া গেল।

সেই সময় পাঞ্চজন্য, শঙ্খ সৌম্যসৈন্যরা, ভাষা বিরাট, পাঞ্চাল যোদ্ধারা ও কেকয়-যোদ্ধারা দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥

পাণ্ডব সৈন্যরা তখন সেই স্থানে অভিমন্যু স্থির হইয়া মহাত্মাদের দেখিবার জন্য যাইতে আরম্ভ করিলেন এবং যাহা করিতে করিয়া যুদ্ধস্থলের অভিমন্যু যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৭

পরিত্যক্ত সিংহের অন্যান্য পক্ষ দুঃশাসনকে পরাজিত হইতে দেখিয়া সিংহের ভয়ার অন্যান্যের বধ, ধৃষ্ট, ইন্দ্র ও অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের প্রতিমা যাহারা মহারথী দ্রৌপদী কুমারগণ, সাত্যকি, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, কেকয়-রাজকুমারগণ, ধৃষ্টকেতু, বৎস, পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডবেরা হর্ষের সহিত অতি সত্বর দ্রোণাচার্যের যুদ্ধ ভেদ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥

তখনকার বিজয়াভিলাষী ও অন্যান্যদিক আনন্দের বীর সৈন্যদের সহিত পক্ষগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥

মহারাজ! যখন এইরূপে সংগ্রাম ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল, তখন দুর্যোধন রাজাদের বর্গকে এই কথা বলিলেন ॥

অন্তরাকাশমাপান্নং শূন্যমাসেদিরে দিশঃ।
তথা তু বর্তমানে বৈ সংগ্রামেঽতিভয়ঙ্করে। ২২
দুর্যোধনো মহারাজ রাঘবেণ্যমব্রবীৎ।
পশ্য দুঃশাসনং বীরমতিবৃদ্ধাঃ সমম্। ২৩
প্রহরন্তমরিসৈন্যানি নিঘ্নন্তং সায়কান্ বহূন্।
অথ চৈনে মৃদ্নাত্যেষ দিশো বৈ বলোদ্ধতঃ। ২৪
সৌভদ্রমুদ্যতাস্ত্রাস্তু সর্বতো বাণবর্ষিণঃ।
ততঃ কর্ণঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভিমন্যুং দুরাসদম্। ২৫
মহাবর্ষেণ সংক্রুদ্ধঃ পুত্রস্তব দিধক্ষয়ন্।
তস্য চাস্ত্রচরাস্তীক্ষ্ণৈর্বিনাশং পরমেষুভিঃ। ২৬
অবজ্ঞায়ৈব তৎ সর্বং পুনঃ সৌভদ্রকঃ শরান্।
অভিমন্যুস্তু রাধেয়ং বিনদন্তমা বিনীষুভিঃ। ২৭
অবিধ্যৎ দশভির্বীরম্ রোষাৎ প্রেক্ষ্য চ হৃচ্ছয়ঃ।
তং তথা নাশকৎ কর্ণো রোষাদ্ বাসবিনুং রণে ॥২৮
আরুরক্ষুং রথবরান্ সূতস্যাশ্বাংশ্চ সায়কৈঃ।

তস্য কর্ণো ধ্বজশ্রেষ্ঠং ধনুশ্চিচ্ছেদ সর্বতঃ ॥২৯
সৌভদ্রঃ পরমোদ্বিগ্নো ধনুরন্যদ্ রথস্থিতঃ।
সোঽন্যৈর্ধনুর্ভিঃ সংক্রুদ্ধো রাধেয়স্য রথং প্রতাপবান্। ৩০
সমরে শত্রুসৈন্যানি মর্দয়িত্বা শরোত্তমৈঃ।
ন তথা পীড়য়ামাস রাধেয়ো বাসবাত্মজঃ। ৩১
সমরেঽমরসঙ্কাশঃ সৌভদ্রো ন ব্যদীর্যত।
ততঃ শীঘ্রাভিবেগাভীস্তীক্ষ্ণৈঃ শরনিবর্হিভিঃ। ৩২
ছিত্বা ধনুষি সূতস্যাস্যাশ্বাংশ্চ কর্ণমার্দয়ৎ।
বহুধনুর্বিমুক্তৈঃ সংরোষাদ্বিষমোপমৈঃ। ৩৩
সন্নতগ্রন্থিপর্বাভিঃ সায়কাগ্র্যৈঃ শরৈরিব।
কর্ণোঽপি চাস্য চিচ্ছেদ বাণান্ সন্নতপর্বণঃ। ৩৪
অসম্ভ্রান্তস্তু তান্ সর্বান্ছিত্ত্বা কার্ষ্ণিরাত্মজঃ।
ততো মুহূর্তাৎ কর্ণস্য বধেপ্সুরেক বীর্যবান্ ॥৩৫
সন্ধায়ঃ কার্মুকং বীরশ্চিত্বা সূতস্য কার্মুকম্।
ততঃ কৃষ্ণসুতঃ কর্ণং তূর্ণং কর্ণিনমস্যতঃ ॥৩৬

কর্ণঃ দেখুন, বীর ছাত্রের পৃষ্ঠরক্ষা পঞ্চালৈন্যদিগকে সঙ্কট করিতে করিতে তাহাদের সহায় করিতেছিল, এই অবসরে সে অভিমন্যুর বশীভূত হইয়া পড়ে ॥

অন্য দিকে অভিমন্যু কুরু সৈন্যগণ ভস্মসাৎ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রলয় কালীন সিংহের ন্যায় ধাবিত হইতেছে ॥

ইহা শুনিয়া আপনার পুত্রের হিতকারী কর্ণ সত্বরে ক্রোধে অধির হইয়া বীর অভিমন্যুর অশ্বসারথিদিগকে তীক্ষ্ণ এবং উত্তম বাণসমূহের দ্বারা অবরোধমানসে বিদ্ধ করিলেন ॥

রাজন্! সেই সময় মহারথ অভিমন্যু রোষাবেশে নিকট উপস্থিত হইবার ইচ্ছায় অতি সত্বর তিনটী বাণের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥

এই সময় ক্রোধত বীর কর্ণ তদসমূহ বিনাশকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের সেই তনয়কে রোষাবেশে নিকটে যাইতে বারা দিতে সমর্থ হইল না ॥

অস্ত্রবিদ্যাবী, সমস্ত ধনুর্ধরগণের মধ্যে মানী, অরিন্দুর্ধর্ষ অর্জুন সেই, পরন্তপ, শত্রু এবং প্রতাপশালী বীর কর্ণ নিজের উত্তম অস্ত্রবলের প্রয়োগ দেখাইতে থাকিয়া শত শত বাণের দ্বারা পঞ্চালপুত্র সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন এবং প্রত্যেকে তাঁহাকে পীড়িত করিতে থাকিলেন ॥

কর্ণকর্তৃক অস্ত্রগুলি পীড়িত হইলে অর্জুনিকে দেবতুল্য অভিমন্যু সমরাঙ্গনে নিহিত হইয়া পড়িলেন না ॥

তাঁহারপর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু বিনাশে শর লিপ্ত রাজপুত্র তীক্ষ্ণ আয়তপর্বযুক্ত অস্ত্রসমূহের দ্বারা বীরজ্যেষ্ঠের বধ ইচ্ছা করিয়া কর্ণকে সত্বরভাবে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥

তিনি উত্তম রাজরথের নিকের ধ্বজদণ্ডের সেই অস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত বিষম দর্শনযুক্ত তমসের বাণসমূহের দ্বারা অশ্ব, অশ্ব, সারথি এবং অপরাপর কর্ণকে অভিমন্যুর আঘাত করিয়া ফেলিলেন ॥

কর্ণও এই সময় ইহার উপর সত্বরভাবে আয়তপর্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জুনতনয় অভিমন্যু কোনরূপ বিনাশ না হইয়াই এ সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন ॥

তাহার মুহূর্তকালের মধ্যে মহারথশালী বীর অভিমন্যু একটী বাণ প্রয়োগ করিয়া কর্ণের ধ্বজদণ্ড হইতে যেরূপ করিয়া ফেলিতে পারিত করিলেন ॥

কর্ণের সারথীকে মারিয়া তাঁহার অশ্বি মারা হত এবং পরে করত অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর সম্মুখীন হইলেন ॥৮-৩৬

সৌভদ্রমত্যর্থং দৃষ্ট্বা দৃঢ়মুদ্যমম্ কার্ষ্ণিঃ কৃৎ।
তত উচ্চৈর্জুগুপুঃ পার্থদেষ্যাঃ চাপুরুষা জনাঃ।
বাহিত্রমপি চ সম্ভ্রান্তং সৌভদ্রং চালি দুষ্টবান্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি কর্ণদুঃশাসনপরাজয়ে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

অবশিষ্ট সৈন্যরা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন, বাদ্যযন্ত্রের এবং অভিমন্যুর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ৫৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পবিত্র মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে কর্ণ ও দুঃশাসনের পরাজয়-বিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুর কর্তৃক কর্ণভ্রাতৃবধ, কৌরবসৈন্যের সংহার ও পলায়ন]

সঞ্জয় উবাচ।

ততোঽভিপত্য বলবান্ বিকর্ণম্ পুনঃ পুনঃ।
অস্যোরসাঽভ্যহরদূর্ণঃ ক্ষয়ান্তমিব সাদরম্ ॥ ১
সোঽবিষহ্যং বলবতীমভিমন্যোঃ সুদুর্মদম্।
সম্ভ্রমন্নতমস্যাঃ সাদমাস্থ সহসৈব ॥ ২
নিষ্টপ্তৈনমথো কর্ণঃ কুপিতশ্চাভিমারুষম্।
দৃষ্ট্বাভিমন্যুং শরৈঃ কার্ষ্ণিঃ ত্বরিতো ত্বভিদুদ্রুবে ॥ ৩
তস্যাভিমন্যুর্ধনুষো ক্ষুরান্তেন সমিণা।
শিরঃ প্রচিচ্ছেদাসাদ্য তদ্বৎসো ভ্রাতরং দৃঢ়ম্ ॥ ৪

অসিকার্মুকিবাহুং তং বাহেরাপতিতং ভুবি।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা রজন্ কর্ণো ব্যথাং যযৌ ॥ ৫
বিদ্রবীকৃত্য কর্ণং তু সৌভদ্রঃ কদনপ্রিয়ঃ।
অক্ষয়েণাপি মহেষ্বাসান্ দূর্মর্ষেবাভিদুদ্রুবে ॥ ৬
তত্তদ্বৎ বিকরং সৈন্যং হন্যমানমনপ্রিয়ম্।
ক্রুদ্ধোঽভিমন্যুরভিবৎ ক্রিয়তেতো যযৌ বধঃ ॥ ৭
কর্ণস্তু বধমিচ্ছন্যোধানোঽভিমন্যুনা।
অনাহ্যাক্ষবৈরৈবৈতদ্যোধনী কথয়ন্নয় ॥ ৮

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুকর্তৃক কর্ণভ্রাতৃবধে বিষাদ এবং কৌরবসৈন্যের সংহার ও পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের সেই ভ্রাতা হাতে ধনু লইয়া অত্যন্ত গর্জন করিতে করিতে এবং তাঁকে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে অভিমন্যুর এই দুই মহাবলী বীরের প্রথম যুদ্ধব্যাপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

তিনি তখন হাসিতে হাসিতেই বলী এবং প্রহার করিয়া দুর্জয় বীর অভিমন্যুকে ভল্ল, শর, সায়ক ও অন্যান্য বিধ করিয়া ফেলিলেন। ২

বীর পিতা শিনিবাহনের আত্মজ মাদ্রীর তত্ত্ব-পরাক্রম অপেক্ষা অধিক পরাক্রমপ্রকাশকারী অক্ষয়তূণীর অভিমন্যুকে সেই সময় বলসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার সৈন্যরা হর্ষোল্লাস করিতে লাগিল। ৩

তখন অভিমন্যু হাসিতে হাসিতে বিষের বজ্রতুল্য আকর্ণ করিয়া একটী বাণের দ্বারাই কর্ণের এই ভ্রাতার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। মাথাটী দেহ হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় মনে হইল—বাহুযুগল আস্ফোলিত হইয়া উৎপাটিত করিয়া কুরু পক্ষতাঁবর মধ্যে অবলম্বিত হইল। ৪

রাজন্! নিজের ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া কর্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। এদিকে কুমারবীর অভিমন্যুর যুদ্ধকুশল বাণসমূহ কর্ণকে মুহুর্মুহু বিদ্ধ করিতে লাগিল। কর্ণও অন্যান্য মহেষ্বাসদের বীরত্বকে উপেক্ষা করিয়া অভিমন্যুর আক্রমণ করিলেন। ৫-৬

সেই সময় ক্রুদ্ধ ও শত্রু সেবনী মহারথী অভিমন্যু হাতী, ঘোড়া, রথ ও পদাতি সৈন্যসংঘকে পরিপূর্ণ বিনাশ করিয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। ৭

অভিমন্যুকর্তৃক নিহত বন্ধুদের বাণে পীড়িত হইয়া কর্ণ তাঁর সেনাপতি রাজার সমীপবর্তী অভিমন্যুর বধকরি হইতে পলায়ন করিলেন। তখন সকল সৈন্যরাই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ৮

শলৈরিব চাকাশে বাণাভিরিব চাবৃতে।
অভিমন্যোঃ পথে বাজন্ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন। ৯
তাবকানাং তু যোধানাং বধ্যতাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অকৃত্র সৈন্ধবাদ্ রাজন্ ন স্ম কশ্চিদবিষ্ঠত। ১০
সৌভদ্রস্য ততঃ পন্থাঃ প্রধ্বস্তা পুরুষর্ষভঃ।
শীঘ্রমভ্যাপতৎ সেনাং ভারতীং ভরতর্ষভ॥ ১১
স তৎসৈন্যমিবিবেশাশু নিঘ্নংস্তরসা রিপূন্।
মধ্যে তারকসৈন্যানামাবন্তিভিঃ সহাবৃতঃ॥ ১২
রথ-নাগাশ্বমনুজানবধীন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সপ্রবিদ্ধাক্ষরোদ্ ভূমিং কবন্ধগণসঙ্কুলাম্। ১৩
সৌভদ্রচাপপ্রভবৈর্নিকৃত্তাঃ সায়কৈর্ভুবি।
বাহবোঽভিমুখান্ রুদ্ধঃ প্রাহরন্ জীবিতার্থিনঃ। ১৪
তে যোধা রৌদ্রকর্মাণো বিনাশা বহবঃ পিতুঃ।
নিঘ্নতো রথিনাং রাজন্ জঘ্নুরাশু মহদ্ধনম্। ১৫
সাদ্বলাঃ সাদ্বলিষ্ঠাশ্চ সমরে সাজ্ঞয়া রণে।
দুঃশলে বাহবশ্ছিন্না বেমুরুদ্বেপয়ন্তিকাঃ। ১৬
শরাস্তাপানি খড়াশ্চ গদাশ্চ পরিঘাংস্তথা।
সঙ্কুলানি প্রপীনি ভূষাবাসাংস্য সহস্রশঃ। ১৭
সোপস্করৈর্বিচিত্রাভৈরীষাদণ্ডৈশ্চ বহুভিঃ।
অক্ষৈবিষাণচক্রৈশ্চ যুগৈরন্যৈশ্চ পাতিতৈঃ। ১৮
শক্তিভাসাসিভিশ্চৈব পতিতৈশ্চ মহাধ্বজৈঃ।
চর্মভাসদ্বৈশ্চৈব বাহুকীর্যৈঃ সমাবৃতঃ। ১৯
নিহতৈঃ কুঞ্জরৈরশ্বৈরশ্বৈশ্চ বিনাকৃতে।
অমনুষ্যকৃতা পৃথিবী অপেনাসীৎ সুদারুণা। ২০
বধ্যতাং রাজপুত্রাণাং ক্রন্দতামিতরেতরম্।
প্রাদুরাসীন্মহারাজ ভীরূণাং ভয়বর্ধনঃ। ২১
স শব্দো ভরতশ্রেষ্ঠ দিবং সর্বা ব্যনাদয়ৎ।
সৌভদ্রচাপবৎ সেনাং তব্ দরাবরবিনাশম্। ২২

সৈন্যগণকে বধ করিতে থাকায় অভিমন্যুর রথাতলে ছাড়ী হইতে লাগিল॥ ৮

সেই যুদ্ধে আমুধ, হস্তাভরণ (কেয়ূর), মণি এবং অঙ্গদ সহ বীরগণের ছিন্নভিন্ন বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে দেখা যাইল॥ ১৩

সেই রণস্থান গজ, বাজি, মনুষ্য, পতাকা এবং হার ও কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তক সমূহে সমস্ত সংগ্রাম স্থল-ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে॥ ১৭

আবরক সামগ্রী, বাঁধিবার আসন (জেয়া প্রভৃতি), ঈষাদণ্ড, বন্ধুর, অক্ষ এবং চক্রসকল চূর্ণ বিচূর্ণ এবং যত খণ্ড হইয়া পতিত হইতে লাগিল। শক্তি, খড়্গ, গদা, পতিত বিশাল ধ্বজ, ঢাল এবং বাণসকলও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িয়াছিল। প্রজানাথ! অশ্বসাদক অশ্বি, অশ্ব এবং হস্তীও নিহত হইয়া পতিত ছিল। এই সব কারণে সেনাসমূহ রণভূমি অপেক্ষাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও অগম্য হইয়া পড়িল॥ ১৮-১৯

বাণসকলের আঘাত পাইয়া পরস্পর ক্রন্দন করিতে করিতে রাজকুমারগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল, যে শব্দ কাপুরুষদিগের ভয়বর্ধন করিয়াছিল॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই শব্দ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এই সময় ভেরী শব্দ, ধনু ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে করিতে সৌভদ্রসৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২২

তমভ্যধাবদ্বিংশোৎসৃষ্টো নির্ভয়স্তনয়া বিভুঃ।
যথা তারস্তৈরাবানাত্মুনিঃ প্রভাদ্গজম্ ॥ ১০
বিভেদ্ধুঃ শিরঃ সর্বঃ প্রদিশশ্চাপি তারত।
তং তথা বাহুশস্ত্রাঃ শৈলেন চ রজসাবৃতে ॥ ১১
আজঘ্নুঃ পরমাবানাং নৃপাঃ চাদুর্বি তারত।
অথেনং তুরঃ পশ্চাৎ সূর্যঃ প্রযাধিনে যথা ॥ ১২
অভিমন্যুঃ মহারাজ প্রতপন্তং দ্বিষদ্বলম্।

ন যাবদন্তং সংযো বালস্তাবদ্ব্যদারয়ৎ ॥
অভিমন্যুশরাস্তাত সৈন্যমধ্যে ব্যরোচত ॥ ১৩
(যথা পুরা বলিপুত্রোঽসুরসৈন্যেষু বীর্যবান্।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

তত্র বনমধ্যে বিবিধ অবলম্বন অর্থাৎ মহাবল অভিমন্যু যোদ্ধৃগণের সহিত সঙ্কুলযুদ্ধ বিধান করিতে থাকিয়া কৌরবসৈন্যের সমস্ত বিভাগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তাৎপর্য ॥ দুর্দমনীয় আক্রান্তি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সহস্র সিংহ ও বিংহি (ক্রোধ)-সমূহে বিভক্তকারী অভিমন্যুকে সেই সময় আসতে দেখিতে পারিলেন না ॥ ১১

তত্ত্বমন্তব্য ॥ তপী, অস্ত্র এবং পদাতি সৈন্যসমূহ আর্ (ক্রোধ)-তত্ত্বসমূহী অভিমন্যুকে আসতে দেখিবার মধ্যেই

বিপক্ষবাহিনী সূর্যের ন্যায় সহস্রৈশ্বর্যসহকারে পুনরায় সমাগত করিতে দেখিলাম। মহারাজ ! ইন্দ্রপুত্র অর্জুনের এই পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধে ইন্দ্রসমূহ পরাক্রমী বিক্রম বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যেরূপ পুরাকালে পরাক্রমশালী বৃত্রাসুর ভাগীরথ অসুরদের সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অভিমন্যু কৌরবসৈন্যদের বিনাশ করিতে করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১২-১৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সহস্রশ্লোকী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বাধীন অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশাঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুবধপর্বাধ্যায়ঃ পাণ্ডবানাং ব্যূহপ্রবেশেন ভঙ্গত্বেনাবরোধঃ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বালমভ্যন্তরপ্রাপ্তং ব্যূহদ্বারস্থিতং মম।
যুদ্ধেষু কৃতকঃ ধীরঃ কৃতপূর্বঃ তন্ত্রজাতম্ ॥ ১
পাঞ্চালানবরুদ্ধ্যানি সর্বশৈশ্চ ত্রিগর্তকৈঃ।
অপি যৌধিষ্ঠিরাং সৈন্যাং অভিমন্যুবধং বলী ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনঃ শিখণ্ডী সাত্যকির্যমৌ।
দৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ সকেকয়ঃ ॥ ৩
ধৃষ্টকেতুশ্চ সংরব্ধো মহত্যাকৌহিণীপতঃ।
যেনৈব তু পথা যাতঃ পিতরো মাতুলৈঃ সহ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুর পরাক্রমে ধনঞ্জয়ানুগামী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বল-প্রয়োগে ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার পুত্রে সংরক্ষিত বালক অভিমন্যু যুদ্ধে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। নিজের পরাক্রমের উপর ইহার গর্বও ছিল। সে উত্তমরূপে উৎসাহ ও তীব্রতেজে পরিপূর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে ছিল। সে সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং মহাবীর ঘটোৎকচ—ইহারা সকলেই মাতুলকুলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ নিজ নিজ সৈন্যসহিত যুদ্ধার্থে সংঘটিত হইয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাহার বহির্গমন পথে যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগে একসঙ্গে বাধিত হইলেন ॥

ধনঞ্জয়ের বীর যোদ্ধা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল ॥ ১-৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, যমজ-সহোদর, দৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, কেকয়রাজকুমার-গণ, মহাপরাক্রমশালী এবং মহাসৈন্যের যোদ্ধারা—ইহারা সকলেই যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর পিতৃব্যগণ ও মাতুলগণ নিজ নিজ সৈন্যসহিত যুদ্ধার্থে সংঘটিত হইয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাহার বহির্গমন পথে যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগে একসঙ্গে বাধিত হইলেন ॥

অভ্যাদ্রবন্ পরীপ্সন্তো ধার্তরাষ্ট্রাঃ প্রহারিণঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতঃ শূরাংস্তানীকা বিমুখাভবন্॥ ৪
ততস্তদ্ বিমুখং দৃষ্ট্বা তব পুত্রোঽব্রবীদ্ বলম্।
আদত্তাং তব তেজস্বী সংস্তম্ভয়িতুমব্রবীৎ॥ ৫
সৈন্ধবস্তু মহারাজ পুত্রো রাজ্ঞস্তবাপ্রিয়ঃ।
স পুত্রগৃদ্ধিঃ পার্থানাং সহসৈন্যানবারয়ৎ॥ ৬
উদ্যম্য মহতোঽস্ত্রৌঘান্ বিধমন্তমুপাদ্রবৎ।
বার্ষদন্তিপদাদেব প্রবপন্তিব কুঞ্জরঃ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অতিভারসহং যন্তে সৈন্ধবে লম্বতাধিকম্।
যদেকঃ পাণ্ডবান্ ক্রুদ্ধান্ পুত্রস্পন্দ্ অবারয়ৎ॥ ৮
অত্যদ্ভুতমহং মন্যে বলং সৌহার্দ সৈন্ধবে।
তস্য প্রপ্রথি যে বীর্যং কর্ম চাস্ত্রং মহাত্মনঃ॥ ৯
কিং নস্তঃ কৃতবিদ্যো বা কিং শুক্রস্যথবো গুরুঃ।

সিন্ধুরাজো হি যেনৈকঃ পাণ্ডবান্ সমবারয়ৎ॥ ১১
(যদ্যো বা ব্রহ্মচর্যং বা সুত যজ্ঞো দমস্তপঃ।
যেন কৃষ্ণসখাযাতো বিষ্ণুর্মৌশলমব্রজৎ॥
সিন্ধুরাট্ তমরে সক্তান্ ক্রুদ্ধঃ পার্থানবারয়ৎ।
সৈন্যং কৃৎস্নং মহৎ কর্ম তীব্রেষ্বাস্ত্রেষ্বিবাকৃথা॥)

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌপদীহরণে যদ্ যদ্ ভীমসেনেন নির্জিতঃ।
যাচিতঃ স বরস্তেন রাজা ধর্মাত্মা সুব্রতঃ॥ ১২
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রতিহৃত্য সমাহিতঃ।
ক্ষুদ্বিনাশাত্তপঃ কৃত্বা ধর্মনিত্যস্তরঃ॥ ১৩
বেদমাত্মবতঃ পুত্রং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তপঃস্বাধ্যায়নিত্যস্তং তত্রে তত্রো দমাত্মকম্॥ ১৪
তপসাস্তেন বীর্যেণ তথা বিদ্যাবলেন চ।
বরাস্তেনাপি চৈবাপ্তা ভবঃ সিন্ধুপতেঃ সুতম্।
বরঃ দৃষ্টশ্চ তীব্রোঽপি তদ্ভবান্ বিদিতঃ তব॥ ১৫

(সেনাপ্রধান পুত্র! তাহাকে যে ইন্দ্রিয়সমূহ কিংবা ইন্দ্রিয়ার্থ আছে, তাহা আমাকে বল। বিষ্ণু, শিব অথবা ব্রহ্মা যেরূপ যেরূপে আরাধনা করিয়া সিন্ধুরাজ অন্যের অসহ্য হইয়া শত্রুগণকে বধ করিতে উহার পাণ্ডবগণকে কেবল গতিরোধ প্রতিরোধ করিলেন। ভীষ্মও যে প্রকার এরূপ পরাক্রম করিয়াছেন, সেইরূপ কোন বিষয় আমার জানা নাই।)

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্রৌপদীহরণসময়ে অত্যন্তকে যে ভীমসেনের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, তাহাতেই অত্যন্তকাশ্যপ: আপনার অনুমতি করিয়া রাজা ধর্মপরায়ণ ধর্মরাজ ধর্মের আশ্রয় করিয়া অধিনয় করিবার আশয় করিয়াছিলেন। ১২

ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া সমাহিত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্ষয় সম্পাদন করিতে করিতে অত্যন্ত ধর্মাত্মা হইয়া পরিলেন। তখন তাঁহার শরীরে মাংসাদি দেখা যাইতে লাগিল। ১৩

তিনি সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার আরাধনা করিতে থাকিলেন। তখন ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—মহাত্মন্! তুমি কি চাও? বর প্রার্থনা কর। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। ১৩-১৪

এবমুক্তস্তু সর্বেষাং সিন্ধুরাজো জয়দ্রথঃ।
উবাচ প্রণতো ভূত্বা রাজ্ঞঃ সাম্রাজ্যসিদ্ধিমান্ ॥ ১৬
পাণ্ডবেয়াস্তবঃ সর্বে ভীমসেনপুরোগমাঃ।
বাসুদেবং বয়ঞ্চৈব সমস্থানিতি বিদ্ধি ভোঃ ॥ ১৭
এবমুক্তস্তু ধর্মেণ ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
প্রত্যাহ তং নরং সৌম্য বিদ্ধি সর্বং মমক্ষয়ম্ ॥ ১৮
বাসুদেবসি সাম্রাজ্যে চতুরঃ পাণ্ডবক্ষয়ান্।
এবমাশিষি ধর্মেণ যুক্তো রাজা ভবিষ্যসি ॥ ১৯
ন চৈব বচনাদেব বিনাশমুপযাস্যতি ॥

এতঃ সংস্মারয়ামাস পাণ্ডবেয়ো মহীক্ষিতম্ ॥ ২০
তত্র জানন্নপ্যেষ কৃষ্ণিনাং ভয়মাবিশৎ।
পরাজয়ঞ্চ যত্নেন তঃ পরমকোবিদঃ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তু কৃষ্ণিনা তাং তৈস্তদা সর্বমাহিতম্।
উপক্রুষ্টোপহরণং রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রৌপদ্যর্থে অরিষ্টনেমিবাসুদেবসংবাদে ভগবদ্বাক্যে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

"অবধ্য"। তোমার কথাই সত্য হউক। তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহারা (১৮-১৯ শ্লোকে যে পাণ্ডবক্ষয়ের কথা বলিলে) সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। ১৬-২২

অথবা। আমি মুখে তখন যদিও ধর্ম্মরাজকে সমস্ত পাণ্ডবগণকে কৌরব হইতে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিব বলিয়াছিলাম, তাহাদের অপরাধি হইতে পারে। কারণ। তিনি এই কথা বলিলে পর হয়ত বলিতে পারেন—সৌম্য! আমি তোমাকে বর প্রদান করিলাম। তুমি কৃষ্ণীপুত্র অর্জুন ব্যতীত সেই চারিজন পাণ্ডবকে (এক দিন) মুখে অপরাধি হইতে নিবারিত করিবে। তখন তোমার বাক্যানুসারে

এতঃ সংস্মারয়ামাস পাণ্ডবেয়ো মহীক্ষিতম্ ॥ ২০
তত্র জানন্নপ্যেষ কৃষ্ণিনাং ভয়মাবিশৎ।
পরাজয়ঞ্চ যত্নেন তঃ পরমকোবিদঃ ॥ ২১
দৃষ্ট্বা তু কৃষ্ণিনা তাং তৈস্তদা সর্বমাহিতম্।
উপক্রুষ্টোপহরণং রাজন্ যেন যৌধিষ্ঠিরং বলম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রৌপদ্যর্থে অরিষ্টনেমিবাসুদেবসংবাদে ভগবদ্বাক্যে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

"অবধ্য"। তোমার কথাই সত্য হউক। তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ইহারা (১৮-১৯ শ্লোকে যে পাণ্ডবক্ষয়ের কথা বলিলে) সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবে। ১৬-২২

সেই কারণে ও কিনা অন্য কারণে যদিও ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবসৈন্যদিগকে রক্ষিবেন করিলেন। ২০

তাঁহার মনে তৈরবদর্শন প্রভৃতি করিয়া পরাজয়ের আশঙ্কা হইল, কিন্তু আপনার সৈন্যরা অত্যন্তই হইলেন। ২১

রাজন্! সেই সময় মুখের সময় তার অন্তরে উপায় করিয়াছে দেখিয়া আপনার পুত্রের যৌবন হয়ে। তাহাদের করিয়ে যে দিকে যুধিষ্ঠিরের সৈন্য অবস্থান করিতেছে, সেইদিকে যাইল হইলেন। ২২

ইতিশ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্রৌপদ্যর্থে অরিষ্টনেমিবাসুদেবসংবাদে ভগবদ্বাক্যে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(পাণ্ডবৈঃ সহ ভগবদ্বাক্যস্য মুখম্, যুধিষ্ঠিরে পাণ্ডবানাং অরিষ্টনেমিঃ)

সঞ্জয় উবাচ।

ত্বয়া পৃষ্ঠস্তি রাজেন্দ্র সিন্ধুরাজস্য নিক্রমম্।
শৃণু তৎ সর্বমাখ্যাতে যথা পাণ্ডুসুতাংস্তদা ॥ ১

ত্বয়ুর্ধাজিনো বজ্রাঃ সৈন্ধবাঃ সাধুবাহিনঃ।
বিস্তুর্বাণা রথস্তোষাঃ পদসোপস্করস্রজঃ ॥ ২
অন্তর্বনমহাকোষাঃ বিশিবং কবিতাঃ যথা।
তস্তাতাশোঽভবৎ কেতুর্বারাহো রাজতো মহান্ ॥ ৩

সারথি বলিলেন, ঈশ্বরগণে বরণ করিতে অবাস্ত, বাহুতুল্য বেগশালী এবং নানারূপের অবয়বযুক্ত অশ্বসকলকারী সিন্ধুরাজের বিশাল অশ্বসৈন্য সেই সময় অবস্থানকে বহন করিতেছিল। ১

যিনি অশ্বগণের লক্ষিত ঈশ্বরা এবং অশ্বরক্ষকগণের প্রাণ হরণ করিতেছিল। ইহার ধ্বজদণ্ডটির এবং বরাহ চিহ্নযুক্ত বিশাল অশ্বসৈন্য পথ ঘিরিয়া রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২-৩

স্বেতচ্ছত্রপতাকাভিশ্চামরব্যজনেন চ।
স রথো হ্যমভিযুক্তৈস্তস্যারাদুপতিষ্ঠতে ॥ ৮
যুক্তাশ্বমথিরোহ্যর্ক্ষং বিপ্রবর্গৈরভিষ্টুতঃ।
বরদা বিশতো তস্য জ্যোতিঃ পরিবাতুরম্ ॥ ৯
স বিস্ফার্য মহাশঙ্খং দিগ্বাসসমসূন্ বহূন্।
তং শ্রুত্বা পুরবাসিন্য আশংসন্যস্তুজিহ্বিকাঃ ॥ ১০
স সান্ত্বয়ন্ বিশঃ শ্রীমান্ বিধাটঃ শবৈঃ শবৈঃ।
ক্রমশঃ পঞ্চভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সপ্তভিশ্চ দিবং যযৌ ॥ ১১
কেতুমান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চ ত্রৌপদেয়াস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নিস্তু সপ্তত্বা তথঃ শেষানপাদুদৎ।
ইষুক্ষয়েণ মহতা তদ্বদুক্তমিবাভবৎ ॥ ১২
অথাস্ত্র বিজয়ীয়েন জহ্রেণাদিত্য কার্ষ্ণিঃ।
চিক্ষেপ প্রহসন্ রাজা ধর্মপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৩

স্বেতচ্ছত্র, পতাকা, চামর ও ব্যজন—এই সব রাজচিহ্ন সঙ্গে লইয়া তিনি আকাশে প্রলয় কালে সূর্যের ন্যায় শোভিত হইলেন।৮

শুক্ল, যবি, সুবর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ইঁহার রথের শোভার অবশ্য বর্ণনাস্থলে পরিধানে আকাশের সমূহ শোভা পাইয়াছিল। ৯

তিনি ভীম বিষাণ বহু বিস্ফারিত করিয়া বলপূর্বক বায়ু-সমূহ বাধ করিতে করিতে মুহূর্তে সেই জায়গে যোদ্ধাগণের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিলেন, যে জায়গে অবিদ্যা বিরাজিত করিয়া ছিলেন। ১০

সেই সময় তিনি সাত্যকিকে বিদ্ধ, ভীমসেনকে আট, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, বিরাটকে নয়, দ্রুপদকে পাঁচ, শিখণ্ডীকে সাত, কেকয়রাজকুমারগণকে পঁচিশ, শৌনকীর পুত্রদিগকে তিনটি তিনটি এবং ধৃষ্টকেতুকে সত্তরটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে বাসনসূত্রে বলা পাকিয়া তিনি যেন নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শনে বাধা করিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল। ১-১

এই সময় প্রতাপশালী রাজা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একটি তীক্ষ্ণ ও নীত বর্ষের ভল্লের দ্বারা তাঁহার পুত্র ক্ষেমক বধিবার কথা ঘোষণা করিয়া ইহা ক্ষেপণ করিলেন। ১০

তখন অন্তরীক্ষ নিক্ষেপকালের মধ্যেই খণ্ড খণ্ড হইয়া

অস্ত্রোন্নিক্ষেপমাত্রেণ সোঽকরোন্নাস্য কার্ষ্ণিম্।
বিস্ময়ং পরমং পার্থঃ তাবৈতাবাত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১১
তং তস্য নাশয়ং জ্ঞাত্বা ভীমো ভীমৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যুগপৎ তস্য ক্ষিপ্তো ভিন্নমনাহত্য ॥ ১২
সোঽস্ত্রমায়ায় বলবান্ সভাং কৃত্বা চ কার্ষ্ণিম্।
ভীমসাশ্বরথং কোপাৎ বহুধা স্ত বাবিধ ॥ ১৩
স হতাশ্বরথমুজ্ঝ্য ভিন্নধনুর্মহারথঃ।
সাত্যকেরাদুধে যানং বিধোরিব কেশবী ॥ ১৪
তত্রস্থবীরাঃ সাপ্তাশ্বাঃ সাধু সাধ্বিতি সাধিনঃ।
শিনুপ্রবীরস্য তং কর্ম প্রেক্ষ্যাপ্রতিমমূচুঃ ॥ ১৫
সাত্যকিস্তান্ পাণ্ডবানেকো যদ্ যযাবুদ্যতেষুধিঃ।
তং তস্য কর্ম কৃতবানি সর্বসাধারণাদ্ভুতম্ ॥ ১৬
সৌভদ্রেণ হতৈঃ পুত্রৈঃ সোঽকরোন্নিরবিন্দ্রিয়ঃ।
পাণ্ডবাঃ বধিতঃ সর্বাঃ তৈস্তদেন বিনাকৃতঃ ॥ ১৭

ধৃষ্টদ্যুম্নকে লক্ষ্য করিয়া যত তীক্ষ্ণবাণকে 'তিনটি তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১১

তাঁহার এই বিক্রম দেখিয়া ও বুঝিয়া ভীমসেন তিনটি তিনটি করিয়া তাঁহার বধ, অস্ত্র এবং ধ্বজকে যুগপৎ বিদ্ধ করিয়া কৃপাণিত করিলেন। ১২

তাহা দেখি সেই বলবান্ বীর অস্ত্রবল আশ্রয় করিয়া তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের রথ, অশ্ব এবং সারথিকে ধ্বংসাধীন করিয়া দিলেন। ১৩

তখন ভিন্ন ধনুর্ধর মহারথ ভীম রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া ভীমসেন সাত্যকির রথে গিয়া উপবেশন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন সিংহ পর্বতশিখরে গিয়া আরোহণ করিলেন। ১৪

শিনুবীর অস্ত্রবলের এই পরাক্রম, যাহা অবশ্য করিলে বিস্ময় জন্মে না, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া পাণ্ডবরা সকল সৈন্যই পরস্পর মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। ১৫

অবশ্য একাকীই সিংহ বিনাশকারীর ন্যায় কুরু পাণ্ডবপক্ষের যে সব করিয়া ছিলেন, তাহাতে এই পরাক্রমকে সকল প্রাণীই প্রশংসা করিতে লাগিল। ১৬

দ্রুপদাদুষার অভিলাষ প্রণের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত বলপরাক্রম প্রদর্শনকে বধ করিয়া তুমি প্রবেশ করিবার জন্য পাণ্ডবশিবিরে পদ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশ্য তাহা বধ করিয়া দিলেন। ১৭

যতমানাস্তু তে বীরা মৎস্য-পাঞ্চাল-কেকয়াঃ।
পাণ্ডবাস্তাবকাশ্চৈব প্রবিবেশুর্মহৈষিণম্ ॥ ১৮
সো যোধৈর্হি মহদ্ভে ক্ষুব্ধৈঃ সোমকানীকৈঃ সমাহিতৈঃ।
তং যত্নেন মহৎ প্রাপ্য সৈন্ধবঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ভারতামৃতে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

বীর যোদ্ধা, পাঞ্চাল, কেকয় ও পাণ্ডবগণ তখন যাহাতে বিঘ্ন না হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিন্ধুরাজের সম্মুখে থাকিতেই পারিলেন না ॥ ১৮

আপনার যে যে পক্ষ দ্রোণাচার্যের মুখের ভেদ করিবার যত্ন করিয়াছিল, সেই সেই ভেদ বীরগণের নিতান্ত উপযুক্ত হইয়া অবশেষে জয়দ্রথের দ্বারা রুদ্ধ করিতে পারিলেন ॥ ১৯

শ্রীমহাভারতে দ্রোণপর্বাধীন পরমাদ্ভুত সংহিতা মহাভারতে দ্রোণপর্বাধীন অভিমন্যুবধপর্বে ভারতের মুখবিবরে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অভিমন্যুর পরাক্রম, ভেদ বলাতীয়ানি-যোদ্ধৃণাং বিনাশশ্চ)

সঞ্জয় উবাচ।

সৈন্ধবেন বিরুদ্ধেষু তবপুত্রিষু পাণ্ডুষু।
মুখোদ্ঘাটনযত্নং তু চক্রুস্তে সহ তৈ ॥ ১
প্রবিশ্যাথাভিমন্যুস্তু সত্যশ্রদ্ধো দৃঢ়ব্রতঃ।
ব্যদ্যোতয়ত বেগেন মকরঃ সাগরং যথা ॥ ২
তং তথা পরবীরেষু ক্রীড়ন্তমমরোপমম্।
যথা প্রধানাঃ সৌভদ্রমভ্যবর্ত্তন্ত যত্নতঃ ॥ ৩
তেষাং তস্য চ সংঘর্ষো বভূবোল্বণদর্শনঃ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

(অভিমন্যুর পরাক্রম এবং তাঁহার দ্বারা বলাতীয় প্রভৃতি দ্রোণসেনা বিনাশ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অনন্তর অভিমন্যু পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য ব্যূহ করিয়া দেখিলেন, সেই সময় আপনার সৈন্যেরা সৈন্ধবের সহিত অভিমন্যুর দ্বারা মুখ ভেদ করিয়াছিল ॥ ১

অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ও ভেজস্বী বীর অভিমন্যু আপনার সৈন্যের দ্বারা প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সৌভদ্রের বিমুখিত করিয়া তুলিলেন, যেমন মকর সাগরকে বিমুখিত করিয়া থাকে ॥ ২

এইরূপে বলবানের দ্বারা সৌভদ্রবৈরথিদিগকে বিমুখিত করিতে করিতে মুখরক্ষক শত্রুগণ অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করাইয়া বীরগণ একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

মৃত্যোঃ পরবশাদি প্রাপ্তমধিতৌজসম্ ॥ ৪
তমাত্তেন সংরম্ভৈস্তবপুত্রৈরধার্ত্তিভিঃ।
বৃষসেনস্য ত্বরাঃ ত্বরা চিক্ষেপ কার্মুকম্ ॥ ৫
তস্য বিদ্যাং বলবান্ শরৈরপ্রতিবিষ্টকৈঃ।
ব্যধমন্নিশিতৈরেব তৈরাশীবিষসন্নিভৈঃ ॥ ৬
তেষামুরোভিমর্দ্দোঽস্ত্রাণামাসীদ্ বহ্নিবৎ।
রথতত্রাক্ষরো ক্রীড়ঃ সাধু সাধ্বিতি চুক্রুশুঃ ॥ ৭

সেই সময় অত্যন্ত ভেজস্বী বৌর যোদ্ধারা পরস্পর শ্রেষ্ঠত্ব লাভে যত্নবান্ হইয়া বধ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সে যত্ন অনন্তকাল ধরিয়া যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৪

ঐরূপ সঙ্কটে বিপক্ষের বলবানের দ্বারা অত্যন্তপীড়ন সহ্যকরতঃ বিষাদ ভাবিয়া যে সমাহিত, তখাপি তিনি বৃষসেনের সারথিকে আঘাত করিয়া তাঁহার ধনুকে ভেদ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তখন বলবান্ বৃষসেন বিপক্ষ পরাক্রমী বাণসমূহের দ্বারা অভিমন্যুর অস্ত্রসমূহকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অস্ত্রসকল বায়ুবেগে পরস্পর সংঘর্ষ করিতে লাগিল। এইরূপে তিনি অস্ত্রসকলের দ্বারা রণ ভূমে নৃত্য করিলেন ॥ ৬

অভিমন্যুর দ্বারা এইরূপ বিষ উদ্গিরণ হইলে সেই সময় বৃষসেনের সারথি তাঁহার রথকে বেগের সহিত ভূমে লইয়া যাইল। ইহাতে সেখানে সমবেত রাজপুত্রগণ স্তব্ধ হইয়া 'উত্তমরূপে, উত্তমরূপে' এই কথা বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তা নিরীক্ষিব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ তং পরৈরহম্।
আরাদায়ান্তমজ্ঞাত্বা বনাদ্বীরোঽথ তাপস ॥ ৮
সোঽভিমন্যুঃ শরৈঃ ষষ্ঠ্যা কল্পবৃক্ষৈরবাকিরৎ।
অরবীচ্চ ন যে জীবন্ জীবতো মুনি মোক্ষ্যসে ॥ ৯
তমহং শরবর্ষাণিমুক্ত্বা মুক্তাশিখা।
বিব্যাধ ত্বরি সৌভদ্র স সপাশ বাহু ছিন্নৌ ॥ ১০
বনাত্তীব্রঃ ততঃ ক্রুদ্ধো ভিন্নবক্ষাঃ ক্ষিতিক্ষুবাৎ।
পরিঘেণাহনন্ মাং সৌভদ্র ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ১১
বিস্তারহেমপৃষ্ঠাভ্যাং নানারত্নবিভূষিতম্।
তত্ত্ব মুক্তমহং ঘোরং সৌভদ্রাভিহিতং সদা ॥ ১২
ঘোরাঃ পরাস্ত মেঘাভা গদাস্তাভিহিতা ময়া।
সপ্তত্রিংশানি প্রতীপি ক্রুদ্ধস্তিষ্ঠন্ত কালবৎ ॥ ১৩
সপ্তাশ্বাঃ সাদুলিতাঃ সপ্তাশ্চিত্র-পতাকিনঃ।
অনুক্তস্ত মুক্তাস্তিষ্ঠা ঘোরাশ্চণ্ডপরাক্রমাঃ ॥ ১৪
প্রমথিতা ময়া পৈশৈঃ সাদিভিশ্চ মহাবলৈঃ।

ধনুষ্টঙ্কবিস্ফারৈর্মুক্তৈশ্চন্দ্র-চাপৈঃ ॥ ১৫
উদ্যতৈরভিসারৈশ্চ তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
অক্ষৌহিণীর্দ্বিসপ্তৈকাং ক্রুদ্ধস্তস্ত বধায় বৈ ॥ ১৬
অনুক্তৈঃ পরাবারিক্ষয়া সাদি-সারিভিঃ।
ধনেশ তস্তৈনাপৈশ্চ হতৈঃ কীর্ণা বসুন্ধরা ॥ ১৭
নিহতৈঃ কাঞ্চনৈঃ পূর্ণৈরোজনস্তরৈঃ।
অক্ষয়ৈর্ভূষিতা ভূমিরাসন্না সমলঙ্কৃতা ॥ ১৮
ততো নিহত্য তান্ সর্বান্ সমস্তান্ প্রতিযোধিনঃ।
ধনেষ্টঙ্কবিস্ফারৈঃ ক্রুদ্ধস্ত কালমুত্তমৌজসঃ ॥ ১৯
ধনুস্তস্ত ময়াচ্ছিন্নং সপ্তধা চাপবন্ধনি চ।
মুক্তাস্ত ময়াপাশ্চ ত্রিদশপ্রাণ বেগবন্ ॥ ২০
তং তথা মাময়ৎ কালমুক্তাস্তিষ্ঠৌষ্ঠিমুত্তমম্।
আরাদায়ং পরৈরাযান্ মহো পুত্রমিব প্রিয়ম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমদ্রামায়ণে সপ্তদশ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং যোগপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥

তাঁহাদের নিকটে গমন করিয়া তিনি বিনয় বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং ধনেশ্বরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৮

তিনি অভিমন্যুর উপর তুরন্ধম সদৃশ বাইটি বাণের বর্ষণ করিলেন এবং বলিলেন—তুমি আজ জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না। ৯

তখন অভিমন্যু বহু যুদ্ধে স্থির লক্ষ্য হওয়াতে তাঁহার শরাঘাত করিবার সময় একটী বাণের দ্বারা লৌহময় কবচধারণকারী বনাত্তীরের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, তাহাতে তিনি প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ১০

হায়রে! বনাত্তীরের নিধন দেখিয়া ক্রুদ্ধ অরিন্দমগণ আমার পৌত্র অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে বিরিয়া ফেলিলেন। ১১

তাঁহারা সেই সময় বিনোদের বহুলপক্ষকে বারম্বার উত্তোলিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় পক্ষপদের পবিত্র মুক্তাসমূহের শোভার মুখ আরও হইল। ১২

তখন অভিমন্যুর অভিমন্য ভূপিত হইয়া ইহাকে বধ, বাধ, পীড়ন এবং হার ও মুকুলযুক্ত মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া বিনোদ। ১৩

ধনুষ্টঙ্কারে ভীষণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিয়া ইনি ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৪

ইনি ধনুর্বাণ দ্বারা অশ্বারোহী, হস্তী ও রথারোহী সৈন্যদিগকে বধ করিয়া ধরাতলে শায়িত করিয়াছিলেন। ১৫

অনন্তর ইনি ধনুর্বাণ দ্বারা অক্ষৌহিণী সংখ্যক সৈন্যকে বধ করিবার জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬

ধনেশ্বর! তখন ইনি অনুচর বিহীন হইয়া অবিরত শরবর্ষণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে বধ করিয়াছিলেন। ১৭

তাহাতে ধরাতল নিহত কাঞ্চনময় অক্ষয় রথসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ১৮

অনন্তর ইনি সমস্ত প্রতিযোধিগণকে বধ করিয়া ধনুষ্টঙ্কার করিতে লাগিলেন। ১৯

তখন অভিমন্যু ইহার ধনুর্বাণ সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২০

তখন ইনি কালমুক্ত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করিবার জন্য তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন। ২১

ইতি শ্রীমদ্রামায়ণে সপ্তদশ্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং যোগপর্বণি অভিমন্যুপরাক্রমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ০ ॥

অভিমন্যুর অবস্থান অবলম্বন তাঁহাদের হতোদ্যম হইল, তখন তাঁহারা (দ্রোণাদি) পরিঘ ও পরশ্বধ নিক্ষেপ করিয়া আমার সেনা বধ করেন। ১৩

ছিন্ন-ভিন্ন পক্ষিত হার, আভরণ, বস্ত্র, বিমান যান, রথ, ধ্বজ, ছত্র, অনেকের মুকুট, চামর, আবদ্ধ ক্রমা, রত্নের আসন, ঔষধ, বন্ধুর, চূর্ণ পতাকা ধ্বজ, অস্ত্রচয়, খড়্গবিদ্ধ মুখ, অশ্বগণ, পরাসু সাদিগণ, অশ্ব, রথ এবং নিহত বহু হস্তী দ্বারা যোদ্ধাদের রণভূমি আকীর্ণ হইয়া শোভান্বিত হইয়াছিল। ১৪-১৯

অনন্তর তাঁহারা ধনুক বিহীন অনন্তের অভিমুখি হইয়া তীক্ষ্ণ এবং মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহাদের মুখের পাতিত হইয়া সেই রণভূমি অত্যন্ত শোভা ধারণ করিল। ২০

সেই সময়ে কুপিত হইয়া যাবা দিক্-বিদিক্‌সমূহে বিচরণকারী অভিমন্যুর ধনু তখন খণ্ড হইয়া পতিত। ২১

তাঁহার কবচ, আভরণ, বস্ত্র ও বাণসমূহের যে যে অবয়ব সুরক্ষিত ছিল, কেবল সেই সকল অবয়বের আঘাত মুখ হইতে দেখিতে পাইতেছিলাম। ২২

অভিমন্যু যে সময় বাণসমূহের দ্বারা যোদ্ধাদের প্রাণহরণ করিতেছিলেন এবং যুদ্ধের আকাশে সূর্যসদৃশ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কোন বীরই চক্ষু তুলিয়া তাঁহাকে দেখিবারই সাহস করিলেন না। ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সপ্তদশসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বাধিপ অভিমন্যুপরাক্রমে অভিমন্যুর পরাক্রমবিষয়ক ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুর সহিত রাজকন্যার, অভিষেকের, ভগবদ্যজ্ঞ অভিমন্যুর, শত্রুপক্ষ রাজকুমারগণের সংহার, দ্রৌপদীর সহিত পরীক্ষিতের]

সঞ্জয় উবাচ।

আপন্নেষ্বথ পুত্রেষু ভরতানাং চমূং প্রতি।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং প্রাপ্তাং কাল ইবাগতে ॥ ১

স পক্ষ ইব বিক্রান্তঃ পক্ষপুত্রো যুবা বলী।
অভিমন্যুস্তবানীকং প্রেক্ষমাণঃ সমর্দয়ৎ ॥ ২

প্রবিবেশৈব তু ব্যূহেন্দ্রং অরিসৈন্যাভকোপমঃ।
সত্যাবরণমাস্থায় ব্যাদ্যো মৃগমিবোদ্যতঃ ॥ ৩

সত্যাবরণি চাক্ষিপ্তে ভরদ্বাজা মহারথাঃ।
প্রযুযুধুর্বিপুলং সৈন্যমভিমন্যুজিঘাংসবঃ ॥ ৪

অথঃ পুরুষতঃ পৃষ্ঠমিতি অরিচমূহরাঃ।
স্পর্ধমানাঃ সমাজগ্মুর্বিনাশায়োপজগ্মিরে ॥ ৫

অরিব্যূহমুখী কালি প্রজ্বলাক্ষিবরে যথা।
অন্তরাস্ত বিনিষ্পাদ্য ক্ষুদ্রমেনানিবর্হণে ॥ ৬

যে কেচন মহাত্মানঃ সমীপবলশালিনঃ।
ন তে প্রতিমুখস্থাস্তু সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭

মহাপ্রাকৃতযোধেন বারুণেন তরস্বিনা।
সমকম্পত সা সেনা বিক্ষোভ্য সৌরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ কর্ণস্তুতো নাম মহেষ্বাসপুরোগমঃ
ব্যূহদ্বারাণমস্তব্ধো বাক্যমাহ প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ পুত্রা নৈষ কশ্চিদ্ভয়ং দিশেৎ।
অহমেনং প্রতিষ্যামি জীবন্ত্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভদ্রমভিদ্রুত্য বীর্যবান্।
পুরুষিতেরোগুরাঃ সাপ্তদেন বিবাজতা ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যু বধের পরামর্শ, যুদ্ধ আরম্ভ, কর্ণের এবং তাঁহার ভিন্নপক্ষ ও পরে পরে রাজকুমারদের সহিত এবং দ্রৌপদীর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃশাসন উপস্থিত হইলে যেরূপ মহারথ সকল প্রাণীর প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অভিমন্যুকে অভিমন্যুর বীরত্বের আহ্বান করিতে থাকিয়া তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ১।

ঐরূপ অভিমন্যুর বলবান্ পুত্র অভিমন্যু শত্রুপক্ষ সংহারকারী ছিলেন। তিনি সেই সময় যেন সমস্ত সৈন্যকেই বধ করিতে লাগিলেন। ২।

রাজেন্দ্র! যেমন অগ্নির বীরত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ বরুণের অভিমন্যু সেই সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঊর্মিযুক্ত বায়ু প্রবল হইলে যেরূপ জলের ন্যায় সমস্তদিকে ক্ষোভ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে যে করিলেন। ৩।

এই ভাবে সমাজের বিনষ্ট হইলে পর অন্যান্য মহারথী বীরগণ প্রভুর অনুগত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর বিক্রমে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। ৪।

সেই সব অরিসৈন্যের বীরগণ "প্রথমে আমি, প্রথমে আমি" এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে দেখাইতে অভিমন্যুর অভিমুখে আগমন করিলেন। ৫

অরিব্যূহমুখী কালি প্রজ্বলাক্ষিবরে যথা।
অন্তরাস্ত বিনিষ্পাদ্য ক্ষুদ্রমেনানিবর্হণে ॥ ৬

যে কেহন মহাত্মানঃ সমীপবলশালিনঃ।
ন তে প্রতিমুখস্থাস্তু সমুদ্রাদিব সিন্ধবঃ ॥ ৭

মহাপ্রাকৃতযোধেন বারুণেন তরস্বিনা।
সমকম্পত সা সেনা বিক্ষোভ্য সৌরিবার্ণবে ॥ ৮

অথ কর্ণস্তুতো নাম মহেষ্বাসপুরোগমঃ
ব্যূহদ্বারাণমস্তব্ধো বাক্যমাহ প্রহর্ষয়ন্ ॥ ৯

অলং ত্রাসেন বঃ পুত্রা নৈষ কশ্চিদ্ভয়ং দিশেৎ।
অহমেনং প্রতিষ্যামি জীবন্ত্রাহং ন সংশয়ঃ ॥ ১০

এবমুক্ত্বা তু সৌভদ্রমভিদ্রুত্য বীর্যবান্।
পুরুষিতেরোগুরাঃ সাপ্তদেন বিবাজতা ॥ ১১

সেই সময় বাণের ঝঞ্ঝাবাতের অন্তরালের ন্যায় সৈন্যগণকে সেই ভাবে অভিমন্যু তাদের প্রাণের সংহার করিয়া দিলেন, যেরূপ সাগরে বিনিপাতের মহাবেগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে গ্রাস করিয়া থাকে। ৬

যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন নাই, এমন যে সব বীর সেই সময় অভিমন্যুর নিকট বিরাজিলেন, তাঁহাদের কেহই আর ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন নাই, যেরূপ সমুদ্রে বিলিয়া গেলে নদীসকল আসিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসেনা। ৭

মহাবেগ সমুদ্র যেরূপ হইয়া থাকে, যে বায়ুর বেগে তরঙ্গাকুল হইয়াছে এবং যাহাতে আবর্তের বৃদ্ধি হয় (বিশেষ তরঙ্গ) করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সৌরি যেরূপ সাগরকে বিক্ষোভিত করিতে থাকে, সেইরূপ এই সব সৈন্য বাহিনীকে লাগিল। ৮

এই সময় মহারাজ দলের বলবান্ পুত্র কর্ণের অগ্রণী হইয়া বীর সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে নিম্ন চিত্তে বলিতে লাগিলেন। ৯

বীরগণ! ভয়েরও ভীত হইবেন। আমি থাকিতে এর অভিমন্যু কিছুই নহে। আমি এখনই ইহাকে ভীতির অবস্থায় বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০

এই কথা বলিয়া মহাবলশালী কর্ণের পুত্র ও তিনি সহসাতে ধনুষ্টঙ্কার করে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে অভিমন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন। ১১

সোঽভিষেকার্থা রিক্তাশ্চৈবৈক্ষিতা বচনাদাবরম্ ।
রিক্তিক্ত হক্তিত যাহো সংবো চ নিশিতৈস্তিভিঃ । ১২
স তাংস্তাবদ্ধনঃ ছিত্বা কার্মুকং সবাণক্ষিণো ।
ভূতো বিরথ বক্ষিক্ত কিন্তো ক্রিয়মণাহতম্ । ১৩
দৃষ্ট্বা চক্রবধং ঘোরং পুত্রং সলাসা মানিনম্ ।
ভীতত্রাস বিস্তুকঃ সৌচক্রেণ বধিষ্যতা । ১৪
সংগ্রামমূর্ধা রাজন্ রাজপুত্রাঃ প্রহারিণঃ ।
বহবঃ শলাপুত্রা পূর্বসিক্তবলাহতাঃ । ১৫
তালমাত্রাণি চাপানি বিবৃত্যন্তো মহাবলাঃ ।
আর্জুনিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্ । ১৬
শূরৈঃ বিক্ষাবলোদ্রেকৈস্তক্তপৈরতমর্ষণৈঃ ।
দৃষ্ট্বৈকং সমরে শূরং সৌভদ্রমনয়ন্তিকম্ । ১৭
রাজমানং শরব্রাতৈর্দ্রৌ দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ।
বৈরথস্তস্য ভবান্ ভর্তা ক্ষেমমস্তস্তু তে । ১৮

যুধ্যমানৈরভিন্নৈশ্চ বাণৈঃ সুনিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অযুধ্যমানৈঃ চক্ষুর্ভিরযোধা যে দুরাসদাঃ । ১৯
সমূহ্যাবস্থিতঃ তত্র পুত্রস্তব মহারথঃ ।
আহিতঃ সমরশ্লাঘী যথাবিধি বলৈরিব । ২০
স গাঢ়বিদ্ধঃ ক্রুদ্ধশ্চ তোমরৈর্ভৃশ ভৈরবৈঃ ।
গাঢ়বেদনমর্মজ্ঞঃ রথমাহাক্ষ ভারত । ২১
অর্জুনেন তপস্তপ্তা যন্মাদ্বেদা যথাক্রমম্ ।
দুষ্কৃতস্যুদ্বেগো বৈ যেনাযোধয়তাহিতান্ । ২২
এবমা শরতা রাজন্ দুষ্কৃতং স্ব মহাত্মনা ।
অলায়তক্ষয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রমস্যাপি বর্ধয়ন্ । ২৩
বয়ঃস্থৈরল্পবাহিভিরোদরিভিঃ পরন্তপঃ ।
বিদ্ধেন শরবা রাজন্ শরীরাণি মহাক্ষিতম্ । ২৪
প্রাণাঃ প্রাণভৃতাং দেহে প্রেপিতানি নিতৈঃ শরৈঃ ।
রাজন্ প্রাপুরমূং লোকং শরীরাণ্যাবিঃ বন্ধুঃ । ২৫

তিনি অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া নিহতবৎ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনটি বাণে তাঁহার ধনু ও দ্বিতীয় তূণে বাণ থাকিতে ছিন্ন করিলেন। ১১

তখন অর্জুনপুত্র অভিমন্যু ক্রোধাবেশে গদা ফেলিয়া তাঁহার রথ-চক্র ধারণ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ফেরাও ও রথের ঘূর্ণায়মান মণ্ডলাকারে অতি সত্বর ফেরণ করিয়া ঘুরাইতে করিলেন। ১৩

রাজন্! রাজা সংগ্রামে এই আশ্চর্যকারী পুত্র তোমার, তিনি অভিমন্যুকে জীবিত অবস্থায় রথী কার্যে অভিলাষী হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে ঘুরে ঘুরাইতেছেন অভিমন্যু ক্রুদ্ধ নিকট হইয়া দেখিয়া পলায়নের বলবান্ মিত্র রাজপুত্রগণ, যাঁহারা প্রথমে অভিমন্যুর বিনাশ ছিলেন এবং ঘুরে ঈষৎ হইয়া সংগ্রামে করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই অভিমন্যুকে চারিদিকে ঘিরিয়া বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাদের সকলেই অস্ত্র-বিদ্যায় ছিল এবং ইহারা চারিজন সকল বড় যখন আক্রমণ করিতে ছিলেন। ১৪-১৬

শিক্ষা ও বলদর্পে, ধৈর্য অবাধ পরাক্রমী এবং বীরত্ব রাজপুত্রগণের ক্রুদ্ধ অসহ্যতার ও সৌভদ্রকে সৌভাগ্যে একাকী বীর অভিমন্যুকে সমরাঙ্গনে বালকদিগে আক্রান্তিত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধনের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তিনি মনে করিলেন—অতএব অভিমন্যু পরাজয়ের হইয়াই গিয়াছে। ১৭-১৮

সেই রাজপুত্রগণ পর্বত ঘুরিয়া, বারংবার ফিরে ঘুরোধনের ও অভিমন্যু আক্রমণ বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের পুত্রকে বিষেষকালের মধ্যেই অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ১৯

আর্য! সাধারণ, অস্ত্র ও বলের সহ অভিমন্যুর ঘুরে আমি যেরূপে বাণসমূহে দ্বারা দেখিলাম, সেরূপ বাহিরের যেই বর্ণনা যায় যাবে। ২০

ভারত! বাণসমূহের ক্ষতের আঘাত পাইয়া অভিমন্যু অর্জুনের আঘাতে নীচক বলবানের। ক্রমে দুর্দিক হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বাহক অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং রথযায়া (রথ-ঘূর্ণের নিপুণতা) প্রকাশ করিলেন। ২১

অর্জুন তপস্যা করিয়া ঘুরে প্রভৃতি মহাত্মাদের নিকট হইতে যে সমস্ত বর লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব অস্ত্রের দ্বারা অভিমন্যু শত্রুগণকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। ২২

রাজন্! যখন তিনি শিক্ষার সহিত অস্ত্রসঞ্চালনের কৌশল দেখাইতে থাকিয়া ঘুরে অগ্নিতুল্যের ন্যায় জ্বলিতে লাগিলেন, তখন ও সমস্ত প্রকারে দুর্নিরোধ্য হইতে লাগিলেন। ২৩

মহারাজ! শত্রুবধানক অভিমন্যু ঘুরুতা ও অল্পবলের দ্বারা মোহিত করিয়া মহীপতিগণের শরীরসমূহকে শত শত শরে ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিলেন। ২৪

রাজন্! সেই ঘুরুসমে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে প্রেরিত হইয়া রাজিগণের শরীরসমূহ ভূমিতে পতিত হইল, কিন্তু প্রাণ পরলোকে চলিয়া গিয়াছিল। ২৫

বহ্বাশাবান্ নিষঙ্গাংশ্চ ধনুশ্চাস্য সায়কান্।
বিভ্রাণশ্চ শিতৈর্বাণৈরেতেষাং চিন্ত্যেদ্ বাহুনি:। ১৬
দুরাধারো যথা ভর্তু: শত্রুবর্গে ফলোদয়:।
রাজপুত্রস্য তদ্বৎ সৌভদ্রস্যেব বিশাম্পতে। ১৭
ক্রুদ্ধাশীবিষসঙ্কাশান্ সুকুমারান্ সুসংহিতান্।
একেন বিশিখান্ হত্বা তীক্ষ্ণো দুর্য্যোধনোঽভবৎ। ১৮
রবিন: কুরুরাজস্য পুত্রা লোকাংশ্চ ষড়্জয়:।

দুর্য্যোধনস্য ত্রিপ্রমুখাংস্ত্রয়ো বৃষময়ি:। ১৯
ত্রয়ো: অন্যতিবাপূর্ণ: সংগ্রাম: সমপদ্যত।
অথাভবন্ তে বিমুখা: পুন: প্রত্যবরোহত:। ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ষোড়শসাহস্র্যাং অভিমন্যুবধপর্ব্বণি দুর্য্যোধনপরাজয়ে
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়: ॥ ৭৫

দেখিয়া দুর্য্যোধন তাহাকে ধরিয়া লইলেন। ১৮

রবিন, কুরুরাজের ছয় পুত্র, ত্রিপ্রমুখ, বৃষময়ি ও সংহারিসৈন্যগণকে অভিমন্যুবধী সমরে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া অবশিষ্ট দুর্য্যোধন অভিমন্যুর উপরে দিকে ধাবিত হইলেন। ১৯

তখন উভয়ের উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম অনন্যসাধারণভাবে ঘোর চলিল। তাহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পরে পরে বাণে আহত হইয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। ২০

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুবধ সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, সৈন্যসংহারকারী আর মহারথিদের পলায়নকথন]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথা যদি মে সূত একস্য বহবি: সহ।
সংগ্রাম: তুমুল: ঘোর: তচ্চ চৈব মহাদ্ভুত: ॥ ১
অন্যেষ্বেবমিবাস্তাঞ্চ সৌভদ্রস্যাথ বিক্রমম্।
ব্রূহি তু নাস্তাকুমে যেষাং যেষু বলাবল: ॥ ২

দুর্য্যোধনে চ বিমুখে রাজপুত্রেষু চাহবে।
সৌভদ্রে প্রতিযুধ্যন্তি কা: প্রত্যাসন্ন আসকৃৎ। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

লাঘতাস্ত্রাংস্তদা দৃষ্ট্বা অবিদ্ধা লোমহর্ষণা:।
পলায়নকৃতোৎসাহা বিমনস্কা বিষেদিরে। ৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অভিমন্যুবধে সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের কথা এবং সৈন্যদের মহারথীর পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! তুমি এখন যেরূপ কথা বলিতেছ, তাহাতে বোধিতেছি—একাকী বালক বীর অভিমন্যুর সহিত আমার ভয়ঙ্কর যোদ্ধৃগণ সমিলিত হইয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং এই যুদ্ধে বিক্রমও তাহারই হইয়াছে—সুভদ্রানন্দনের এই পরাক্রম আশ্চর্য্যজনক। এরূপ পরাক্রমের কথা তোমার উপর পূর্ব্বে বিদ্যমান কথা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের বলই একমাত্র আশ্রয়, তাহাদের পক্ষে এই

সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন পলায়ন করিল এবং পর পর রাজপুত্রগণ বিমুখ হইল, সেই সময় আমার পুত্রগণ কুরুরাজের অভিমন্যুকে সম্মুখীন হইবার জন্য কে কে গমন করিল? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার সকল সৈন্যের মুখই শুকাইয়া গেল, তাহা অতি চঞ্চল হইয়া উঠিল, সকলে ঘর্ম্মাক্ত হইল এবং তাহাদের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তাহারা পলায়ন করিবার জন্য উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। সকলে তখন অভিমন্যুর বিষয় কোনরূপ উৎসাহই তাহাদের ছিল না। ৪

হতান্ গুরূন্ পিতৄন্ পুত্রান্ শ্বশুরান্ সুহৃদো বান্ধবান্।
উৎসৃজ্যোৎপতিতা সত্যং দুরন্তং ক্ষত্র-বিদ্যয়া। ৫
তান্ যে পরাঙ্মুখান্ হন্তুং দ্রোণো দ্রৌণির্বৃষদ্রথঃ।
কৃপো দুর্যোধনঃ কর্ণঃ কৃতবর্মাথ সৌবলঃ। ৬
অন্যাবাসং গতাঃ কৃষ্ণাঃ সৌভদ্রমপরাজিতম্।
কে নু পৌরবে তে রাজন্ প্রায়শো নিধনীকৃতাঃ। ৭
এবন্তু বচনং রাজন্ কর্ণস্যে নির্দহন্ হৃদি।
ধৈর্যমবিস্রবচ্চৈব সত্যসেনোঽনুমিত্রবাট্। ৮
তমব্রবীন্মহাবাহুঃ শ্রুত্বা কর্ণস্য ভাষিতম্।
অন্যত্রযোধনঃ শ্রান্তে ভবতশ্চ মহারথাঃ। ৯
যঃ ক্রোধবিষবিস্ফূর্জাপ্রেক্ষো নিরিন্ধনাগ্নিভূঃ।
স নু তান্ প্রহরন্নেকো বিষয়েষু যথাসুখম্। ১০
পৌত্রঃ তব চ দুর্বুদ্ধেঃ লক্ষ্মণঃ প্রিয়দর্শনম্।
পিতুঃ সমীপে নিহতং পুত্রমুত্তমকং ক্ষম। ১১
অভাগমুখসংবৃদ্ধঃ যেনেবরতয়োদয়ম্।
আলম্বে রথে কাঞ্চিদ্যেন তন্মিন দিনম্। ১২
লক্ষ্মণেন তু সঙ্গম্য সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
শরৈঃ সুনিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্যাম্যলোকমনি চাপিতঃ। ১৩
লক্ষ্মণো বৈ মহারাজ মহারাজ তবাত্মজঃ।
সৌভদ্রস্য মহারাজ তব সৌভদ্রমাচত। ১৪
সুদৃষ্টঃ ক্রিয়তাং লোকো জয়ঃ লোকং গমিষ্যসি।
লক্ষ্মণাং বান্ধবানাং যাং নরাণি যমসাদনম্। ১৫
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
উৎসৃজ্য মহারাজ নিমুক্তোরসনদ্বিজম্। ১৬
স তস্য মুক্তনির্মুক্তো লক্ষ্মণস্য সুবর্মনম্।
সুনসা শুভ্রকেশান্তং শিরোঽহার্ষীৎ সমুত্তমম্। ১৭

তাহারা মুখে দুই বাহু, পিতা, পুত্র, শ্বশুর, সখা এবং বন্ধু-বান্ধবগণকে সংহারপূর্বক নিজেদের অন্ত ও অপরিহার্য ঘোর আত্মঘাতে করার অভিসন্ধি সম্পাদন করিতে লাগিল। ৪

রাজন্! ইহাদের সকলকে সংহার করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, কর্ণ, কৃতবর্মা ও শকুনি—ইহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অসংখ্যক ঘোর অস্ত্রিকস্ত্র নিক্ষেপে সমস্তকের প্রাণ হরণ করিতে তাড়াইয়া দিলেন। ৫-৭

সেই সময় তথায় পরিবর্ধিত, মহাতেজে আবদ্ধ, একাকী, মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ নিজের বলবত্তায় ও অস্ত্রিকস্ত্রবলে নিজে হইয়া অস্ত্রিকস্ত্রে সম্মুখে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলেন। ৮

পুত্রকে দেখা করিতে অভিলাষী পিতা দুর্যোধনও তাঁহার সহিত যুদ্ধে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্যোধনের সম্মুখে সম্মুখে অন্যান্য মহারথীরাও প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৯

যেমন যেন কোন পর্বতকে নিজের বাসিয়ারার নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে, সৌভদ্র তাঁহারা মহাবলী অভিমন্যুর উপর বল-পূর্বক বধ করিতে লাগিলেন, যেমন চারিদিকেই প্রজ্বলিত বায়ু যেমন উড়াইয়া দেয়, যেমনই আবার একাকী অভিমন্যু সেই সব বীরদের বধিত করিয়া ফেলিলেন। ১০

রাজন্! আপনার ভিতরেই সৌম্য লক্ষণ অভিমন্যু ছিল বীর ছিলেন। তিনি যম উদ্যোগের করত দিয়া ছিলেন। দুর্যোধনেরই সাথে উৎসাহিত ছিলেন। আপনি তথায় পরবিধিত এই বীর লক্ষণ কুমারের পুত্রের ন্যায় প্রতীয় করিতেছিলেন। যেমন মহত্ত হাতী অপর এক মদমত্ত হাতীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, সৌভদ্র অন্যূনপুত্র অভিমন্যু লক্ষ্মণের উপর আক্রমণ করিলেন। ১১-১৩

লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া শত্রুবীরঘাতী সুভদ্রাকুমার তাঁহার বধ্য বীর ও মৃত্যুবাণে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে অন্যান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। ১৪

মহারাজ! এই আপনার পুত্রপ্রবরের উপর সর্পের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পৌত্র অভিমন্যু আপনার অপর পৌত্র লক্ষ্মণকে বলিলেন। ১৫

লক্ষ্মণ! এই অবস্থাতে তুমি ক্ষান্ত করিয়া দেখিয়া লও। এখন ইহাই তুমি পরলোকে গমন করিবে। এই বান্ধবগণের লক্ষ্মণেরই যোদ্ধাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব। ১৬

এই কথা বলিয়া শত্রুবীরঘাতী মহাবাহু সুভদ্রাকুমার যোদ্ধা-যুক্ত সর্পের ন্যায় নিজের এই ধনুর্ধর হইতে বাহির করিলেন।

অভিমন্যুর ধনুর্ধর হইতে নির্গত সেই ধনুর্ধর দেখিতে অভিমন্য সুন্দর, অক্ষয় নাসিকা, ধনুকের ন্যায়, মনোজ্ঞ যোগাভরণ এবং ধনুর্ধর যুক্তে ভূষিত লক্ষ্মণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ১৬-১৭

সঞ্জয়ঃ নিহতং দৃষ্ট্বা ভারেষ্বাজ্ঞাতং তু তৎসুতম্।
অতো দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে ॥ ১৮
দৃষ্টৈনমিতি চুক্রোশ অভিমান্ অভিমন্যুকঃ।
ততো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণপূর্ব্বো বৃহদ্বলঃ ॥ ১৯
কৃতবর্ম্মা চ সাত্বতঃ ষড়্ ইমাঃ পরমারথাঃ।
আত্ত বিদ্ধা বিরথাংশৈবিমুক্তকবচাংস্তথা ॥ ২০
বেগেনাভ্যাপতৎ ক্রুদ্ধঃ সৈন্ধবস্তত্র বলম্।
আবন্তশ্চ সহায়ঃ পক্ষাবীকেন চ সংবিতঃ ॥ ২১
কলিঙ্গাশ্চ নিষাদাশ্চ ক্রাথপৌরুষকা বীর্য্যবান্।
তং প্রত্যুদ্যযুরাত্মার্থে মৃত্যুমাসীং বিশাম্পতে ॥ ২২
ততস্তদ্ কৃষ্ণানীকং ব্যাধুন্বদ্ বৃষ্টিবাতু নিঃ।
যথা বায়ুরিবাসম্বিদ্ধলদানং সমুদ্যতে ॥ ২৩

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বিরথ হইতে দেখিয়া তখন সকল লোকেই ভীতমনে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বিরথ পিতৃ পুত্র সকল বিরথ হইলে অভিমন্যুকে দুর্যোধন দুর্দ্দিন হইলেন এবং সকল অভিমন্যুকে বলিলেন—আহা! এই অভিমন্যুকে সংহার কর।

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল ও কৃতবর্ম্মা—এই ছয় মহারথী অভিমন্যুকে বিরিয়া ফেলিলেন।

ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু তীব্র তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিশেষ করিয়া বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রবেগে সহিত আসিয়া সৈন্ধব তাঁহাকে আঘাত করিল।

সেই সময় কলিঙ্গদেশীয় সৈন্যগণ, নিষাদগণ ও শত্রুতাপনকারী ক্রাথপুত্র—ইহারা সকলে মরণপণ করিয়া অভিমন্যুর দ্বারা অভিমন্যুর সম্মুখে ধাবিত হইলেন।

প্রজানাথ! তখন সেখানে অস্ত্রের বিষ্টি হইতেই লোকের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুনপুত্র তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই সব মহারথিদিগকে নিবারণ করিয়া দিলেন, যেমন প্রবাহিত

ততঃ ক্রুদ্ধঃ শরব্রাতৈরাত্ত নিঃ সমবাকিরৎ।
অমেয়াত্মা সংবিদ্ধ্যন্তঃ পুনর্দ্রৌণমুখা রথাঃ ॥ ২৪
পরমন্যুপরীতাঃ সৌভদ্রমভিদুদ্রুবুঃ।
তান্ বিনার্য্যাত্ত নির্ঘাতৈঃ ক্রাথপুত্রমথার্দয়ৎ ॥ ২৫
শরৌঘেণাপ্রমেয়েণ স্বরথাগ্রো বিশাম্পতে।
সন্নিবার্য্যেষুবর্ষেণ বাণৌ সমুদ্যতৌ শিতৌ ॥ ২৬
সন্ধায় সন্ধায় শরান্ ধনুষ্যাধায় কর্ষতি।
মুঞ্চন্নীমুঞ্চতিক্ষ্ণাগ্রান্ বীর্য্যাৎ চাদ্ভুতদর্শনঃ ॥
মুক্তে তস্মিন্ ততো বীরাঃ প্রাহরন্ বিমুখেষবঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

বায়ু আঘাতে সব দিক হইতে মেঘসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় ॥ ১৮-২৩

তারপর তাঁহার অস্ত্রসমূহ অন্তরীক্ষ উহার বাণসমূহে আবৃত করিয়া দিলেন। এই সময়ের মধ্যেই দ্রোণ প্রভৃতি অন্য মহারথীরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা সকলে উহার অস্ত্রসমূহের প্রতিরোধ করিতে করিতে ক্রুদ্ধভাবে অভিমন্যুর উপর আক্রমণ করিলেন। অতঃপর বিপক্ষের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদারণ করিয়া ক্রাথপুত্রকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

তারপর তিনি অন্যের বাণসমূহে ক্রাথপুত্রের বধ করিবার ইচ্ছায় তাহাদিগকে হটাইয়া তাঁহার রথের ও ঘোড়াদের দুই বাহু, যুগদণ্ডসহিত অক্ষ, ধ্বজ ও সারথিসহ রথ এবং অন্যান্যদেরও বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

ধনু, তীর, বাণসমূহ, বল, বীর্য্য ও অদ্ভুতদর্শন সেই বীর ক্রাথপুত্র বিদ্ধ হইলে পর আপনার সৈন্যের প্রায় সকল বীর সৈন্যগণ খুব তাড়া করিয়া সমরে করিল ॥ ২৭

শ্রীমহর্ষি দ্বৈপায়নপ্রণীত পবিত্র মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যোঃ পরাক্রমঃ, ষড়্ভির্মহারথৈঃ সহ যোধনং যুদ্ধং, তেন কুমারক-রুক্মরথপ্রভৃতীনাং বধঃ, কোশলরাজস্য বৃহদ্বলস্য বিনাশশ্চ)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রবিষ্টে তস্মিন্ সৌভদ্রবলসাগরম্।
কুমারৈরপরৈঃ শূরৈঃ সাগ্রাম্বেরপলাদিনম্। ১
আজানেয়ৈঃ সুবলিভির্বাতরংহোভিরাশুগৈঃ।
হ্রদবানিবাকাশে কে শূরাঃ সমবারয়ন্। ২

সঞ্জয় উবাচ।

অভিমন্যুঃ প্রবিষ্টোঽন্তঃকার্ম্মুকান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অকরোৎ পার্থিবান্ সর্বান্ বিমুখান্ পাণ্ডুনন্দনঃ। ৩
যং তু রোণঃ কৃপঃ কর্ণো দ্রৌণিশ্চ মহারথঃ।
কৃতবর্ম্মা চ দ্রাঘবন্তঃ ষড়্রথাঃ পর্য্যবারয়ন্। ৪
দৃষ্ট্বা তু সৈন্ধবে তাত্রধ্বজিনীমাত্মজং সখাজিতম্।
সৈন্ধবঃ তব দুর্দ্ধর্ষো মৃগিণীমৃগরাজবৎ। ৫
সৌভদ্রজিদ্বরে বীরমভ্যবর্ত্তত শত্রুহা।

তালমাত্রানি চাপানি বিকর্ষন্তো মহারথাঃ। ৬
তানস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরান্।
বারয়ন্ রণে বীর্য্যৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা। ৭
রোষং পক্ষপতাবিদ্ধং শিলয়া চ মৃদুঙ্গমম্।
অধীত্য কৃতবর্ম্মাণং কৃপঃ ষষ্ঠা শিলীমুখৈঃ। ৮
কল্পনৃত্যৈর্মহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ।
অবিধ্যদ্ দশভির্বাণৈরথাস্যানমমর্ষণঃ। ৯
স কর্ণঃ কর্ণিনা কর্ণে পীড়িতো ভৃশমর্দ্দিতঃ।
কার্ম্মুকান্নিশিতান্ ঘোরান্ বিব্যাধ পরমেষুণা। ১০
পার্ষ্ণিসারথী। কৃপস্যাশ্বাংশ্চতুর্ভিস্তু দ্রৌণেস্তিসৃভিরাশুগৈঃ।
শরৈরনবভির্বীরঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্বনান্তরে। ১১
তত্রো কুমারকঃ বীরো কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
পুত্রাণাং তব বীরাণাং সম্মতস্যবরোহ্যজী। ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

(অভিমন্যুর পরাক্রম, ছয় মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ এবং তাঁহার দ্বারা কুমারক ও দশ হাজার অশ্ব সাতজনের সহিত কোশলরাজ বৃহদ্বলের বিনাশ।)

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অনন্তর ঐ ব্যূহ হইতে অনন্তরশক্তি অমিতবীর্য্য অভিমন্যু এইরূপে যখন অন্যান্য সৈন্যদিগকে প্রবেশ করত নিজ কুলের অনুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল এবং উহার ভাবিতে উৎপন্ন তিন বৎসরের অশ্বগণের দ্বারা যে আকাশে উড়িতে উড়িতে আসিয়া যখন আক্রমণ করিল, তখন কোন্ বীরগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রুকুলনাশন অভিমন্যু সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার সকল কুলকিল্লীকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা মুগ্ধ পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। ৩

তখন দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং সুবিখ্যাত দ্রাঘবান্—এই ছয় মহারথী তাঁহাকে চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৪

মহারাজ! সিংহের অন্তরালের উপর ক্রুদ্ধতর ভাব আসিয়া পড়িলে যেমন আপনার সৈন্যবাহিনী দ্বারা দুর্দ্ধর্ষতর সিংহ বারিত হইল। ৫

অস্ত্র বিদ্যুৎ প্রকাশ যেমন নিজের চারি হাত দিয়া মহা মেঘ আবরণ করিতে করিতে যেমন ইন্দ্রধনুর দ্বারা বীর অভিমন্যুর উপর বাণবর্ষণ অন্ধকার করিয়া দিলেন। ৬

তিনি পক্ষযুক্ত শিলাধারী অভিমন্যু সমস্ত বিদ্যার প্রবীণ সেই সব মহারথগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন। ৭

অনুক্রমে অভিমন্যু রোষাগারকে পরাস্ত, মৃদুঙ্গকে ছিন্ন, চক্রবর্ম্মাকে আহত, চন্দ্রাবলম্বক যষ্টি এবং অশ্বত্থামাকে জর্জ্জরিত আকার করিয়া নিজের কর্ণের পর্য্যন্ত আকর্ষণকারী সুতীক্ষ্ণ মহাবেগশালী দশটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৮-৯

অনন্তর অভিমন্যু পরাক্রমের দ্বারা অবস্থান করত কর্ণের বাণে পীড়িত ও ভীষণভাবে একটি উত্তম বাণের দ্বারা প্রহত আকার করিলেন। ১০

দ্রোণাচার্য্যের তিনটি অশ্ব ও তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষক কৃপাচার্য্য তাঁহার অন্তরালে সুতীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা প্রহার করিলেন। ১১

অনন্তর অনন্তর অভিমন্যু কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন বীর কুমারককে আপনার পুত্রগণের সম্মানযোগ্য বধ করিলেন। ১২

ততঃ সৌদিঃ পঞ্চবিংশত্যা ক্ষুরপ্রাণাং সমার্পয়ৎ।
দ্বাভ্যাং ধ্বজমিত্রাণাময়ত্নবতীতরৎ ॥ ১৩
স তু বাণৈঃ শিতৈঃ পূর্ণঃ প্রত্যবিধ্যত মার্গবি।
পঞ্চভিঃ বাহতশ্চাপমপরেণাস্য মারিষ ॥ ১৪
অথৈনং শরবর্ষেণ তং সৌদিস্তিগ্মধারৈঃ সুতেজনৈঃ।
ঔর্ব্বেয়কল্পং বিদ্ধা তৈনাবধিষ্ট শতক্রতুম্ ॥ ১৫
স তু সৌদিঃ ত্রিসপ্তত্যা হেমপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
প্রত্যবিধ্যদ্ভরদ্বাজং মর্মদারণকারিভিঃ ॥ ১৬
তস্মিন্ দ্রোণো ব্যথমতঃ সুভৃশং ক্ষতমার্গবঃ।
অথৈনমো ত্রয়াষ্টৌ চ সায়কান্ নিরতঃ হরৎ। ১৭
কর্ণো বাবিংশতিঃ তস্মিন্ ক্ষুরবর্ষা চ বিংশতিম্।
দুঃশলস্তু পঞ্চাশৎ ক্রুদ্ধ বারণতো বশ ॥ ১৮
তান্তু সর্বান্ পরাবীয় দশাভিশ্চতুরঃ শরৈঃ।
ত্রৈবর্ণানঃ সৌভদ্রঃ সংজ্ঞো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯

ততঃ কোশলরাজস্য বিদ্বঃ শত্রুশরাসনম্।
স তত্রাবর্তত ক্রুদ্ধঃ চাপঃ সূতঃ চাপাভরক্ষিণৌ ॥২০
অথ কোশলরাজস্য বিদ্বঃ শত্রুশরাসনম্।
হৃষ্টেন ফাল্গুনঃ কার্ত্তাস্ত্রিভো ভল্লৈঃ সহস্রশঃ ॥ ২১
স কোশলাধিপঃ রাজন্ সুভৃশং বহুভিঃ শরৈঃ।
ভূমি বিব্যাধ বাণেন স ত্রিভস্তমোদশভিঃ ॥২২
ধ্বজঞ্চ চ শতৈরাশু ধনু বাজাং মহাত্মনঃ।
সূতঞ্চাস্যাহিনৎ বাহঃ ষড়ভিঃ কার্ত্তস্বতধ্বজম্ ॥ ২৩
তথা বৃহন্তলাং তথা সৌভদ্রো বাহবম্ রণে।
বাহুচক্ষুর্হরৌ যোগাত্তব শরাসুতিঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি তৃতীয়ভাগে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

তখন সেই পঞ্চবিংশতি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অভিমন্যু সৌভদ্রের ধনু ও ধ্বজ এবং দুই সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ২০

তখন কোশলরাজ বৃহদ্বল ভল্লের দ্বারা অভিমন্যুর ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন অভিমন্যু তাঁহার চারিটি অশ্ব ও সূত, ধ্বজ এবং সারথিকেও বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ২১

তখন কোশলরাজ বৃহদ্বল অন্য ধনু লইয়া অভিমন্যুর ধ্বজ ও সারথি এবং অভিমন্যুর বাহু ও বক্ষঃস্থল তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২২

এই সময়ে অভিমন্যু একটি বাণের দ্বারা কোশলরাজের অভিমুখে ধাবমান কৃতবর্মার ধ্বজে বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। ২৩

ইহার পর অভিমন্যু অন্যান্য বাণের দ্বারা কোশলরাজের অশ্ব ও সূত বাহনের প্রাণ সংহার করিলেন। ২৪

এইরূপে অভিমন্যু বৃহদ্বলকে বধ করিয়া আপনার দ্রোণাচার্য্যের উপর যাহা বাকী ছিল তাহা বধ করিতে করিতে তাহা নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বের বঙ্গানুবাদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অভিমন্যুনাথকেতো-ভোজদ্য কর্ণদন্তিবাদীনাঞ্চ বধঃ, ষড়্ভিরধ্যায়ৈঃ সহ ত্রয়োদশ যুদ্ধম্, তৈর্দ্বাদশভিঃ-অভিমন্যোর্বধশ্চ, দ্রৌণেঃ, কর্ণস্য, ষড়্ভিঃ বিনাশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ ।

স তৎ কর্ণ বিনা কর্ণে পুত্রবিধ্বংস কারণম্ ।
শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ তৈরন্তবিধ্বং কোপনম্ ভৃশম্ । ১

প্রতিবিধ্যাথ রাধেয়স্তাবদ্ভিরধিকং ততঃ পুনঃ ।
শরৈরাচিতসর্বাঙ্গো বহ্বসেরেব পাদপঃ । ২

কর্ণঃ চাপাকরোৎ ক্রুদ্ধো কপিরোষ্টিবাহিনম্ ।
কর্ণোঽপি বিরথো পূর্বং শরৈশ্চিত্রৈরলঙ্কৃতঃ । ৩

(সন্ধ্যানুপমরূপাঙ্গঃ পরবীর বিনাশকঃ ।)
তাবুভৌ পরচিত্রাণৌ কপিরেণ সমুদ্যিতৌ ।
বহুধনুর্ধরাস্থানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ । ৪

অথ কর্ণস্য সচিবান্ বৌ পুত্রাণাঞ্চিরযোধিনঃ ।
সাধ-সূত-ধ্বজ-রথান্ সৌভদ্রো নিজঘান হ । ৫

তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ বশতিশতিঃ শরৈঃ ।
প্রত্যবিধ্যৎ সন্ধায়ভল্লমুভৌ বিরাজতুঃ । ৬

মাদ্রবত্যা তথা পুত্রঃ হতা ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ ।
নাগঃ সসূতঃ তুরগমবধীদ্ভরতর্ষভ । ৭

মাত্রিকাবধকঃ ক্রোধাৎ ততঃ ক্রুদ্ধতরোঽভবৎ ।
ক্ষুরপ্রেণ সমুদ্যম্য নয়ন্ বিষ্বজন্ শরান্ । ৮

তস্য ত্রীণ্যেব নিচ্ছিদ্য চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ।
সূতমেকেন বিব্যাধ ধনশ্চিচ্ছাদ বাসবম্ । ৯

ততো হৈরণ্যনিষ্কাভিঃ কাক্ষিবিদ্ধা সপত্তিরাপ্তুষ্টৈঃ ।
সংরম্ভাদ্ রক্তনয়নো বাক্যমূচৈরমাত্রবীৎ । ১০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অভিমন্যুকর্তৃক অশ্বকেতু, ভোজ ও কর্ণের সচিবাদিকে বধ এবং দ্রৌণ মহারথীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ও শেষে মহারথিগণের দ্বারা অভিমন্যুর বধ, দুঃখ, চাপ ও তদ্বধকারি নাম ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর অর্জুনপুত্র অভিমন্যু একটী বাণের দ্বারা কর্ণের কার্য পুনরায় ব্যাঘাত করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিতে করিতে আরও পঁচিশটী বাণের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত আঘাত করিয়া ফেলিলেন । ১

অনন্তর তখন রাধাপুত্র কর্ণও অভিমন্যুকে তদনুরূপ (পঁচিশটী) বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । এই সময় তাঁহার সন্ধান বাণে হাত থাকায় তিনি অভিপুত্র দেখা পাইয়াছিলেন । ২

পুনরায় ক্রুদ্ধ অভিমন্যু কর্ণকে বাণসমূহে অন্ধ-বিদ্ধ করিতে থাকিয়া তাঁহার শরীর রক্তাক্ত আঘাতিত করিয়া দিলেন । সেই সময় বীরবর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাক্ত অবস্থায় যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, সেরূপ পুষ্পিত পরংকমল সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণ হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন । ৩

তখন তাঁহাদের উভয়ের শরীর বাণে আর থাকায় বিচিত্র দেখাইতেছিল । উভয়েই আসা হইয়া পরস্পরাভিমুখে এবং এই দুই মহাধনুর্ধর বীর বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন । ৪

তদনন্তর ইন্দ্রতনয় অভিমন্যু বিচিত্র দুইখানি কর্ণের ধ্বজ ও বীর মহীপে তাঁহাদের অশ্ব, সারথি, রথ এবং অস্ত্রসহ বিদ্ধ করিলেন । ৫

কেবল তাহাই নহে, তিনি এই সময় তোমরদণ্ড বিশিষ্ট না হইয়াই দশ দশটী বাণের দ্বারা অন্য মহারথীর বীরত্বকেও আঘাত করিয়া ফেলিলেন । ইহা তখন সকলের অদ্ভুত আশ্চর্য বলিয়াই মনে হইতেছিল । ৬

এইরূপে অভিমন্যু মাদ্রবতী পুত্রের তরুণ মুখ অশ্বকেতুকেও দুইটী বাণের দ্বারা প্রহার করিয়া তাঁহাকে অশ্বসহ ও সারথির সহ রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন । ৭

তাহার পর ক্রমে ক্রমে পূর্বোল্লিখিত অবশিষ্ট মাত্রিকাবধক ভোজের অবিশিষ্ট ভোজকে একটী ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা বধ করিয়া অভিমন্যু ব্যাপার করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ৮

তখন দুঃশাসনের পুত্র তাহাকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা অভিমন্যুর চারটী অশ্বকে আঘাত করিয়া একটী বাণে সারথিকে ও দশ বাণের দ্বারা স্বয়ং অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন । ৯

ইহা দেখিয়া অর্জুনকুমার অভিমন্যুর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । এই অবস্থায় তিনি দশটী বাণের দ্বারা দুঃশাসন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন । ১০

পিতা তবাহং তাতস্য মাতা কাপুরুষো যথা।
ক্ষিপ্তা ত্বয়ি বাণীয়ে যোদ্ধুং ন ত্বং যোক্ষসে ৫১১
এতাবদুক্ত্বা বচনং কন্যারূপবিনাশিতম্।
নাসাতঃ নিঃসরাগ্নৈ তঃ শ্রৌণিমুক্তিবাদ্বিতম্ ॥ ১১
তস্যাস্তু নির্গতং ছিত্বা শরাং ত্রিভিরমার্গগৈঃ।
তং শল্যো নবভির্বাণৈর্বাহুমূরসি চার্পয়ৎ ॥ ১৩
শুভলক্ষ্মাণমুদ্যন্তং রাজলক্ষ্মমিবাগতম্।
তস্যাস্তু নির্গতং ছিত্বা ধনুষ্কোটী পাত্রিসারথী ॥১৪
তং বিব্যাধাষ্টভিঃ ষড়্ভিঃ সোপাস্ত্রোপস্করধ্বজম্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চকেতুং যেষবেণং সুবচসম্ ॥১৫
সুধাভাসঞ্চ পাঞ্চাল্যং ছত্বা বিব্যাধ সৌবলম্।
তং সৌবলস্ত্রিভির্বিদ্ধা হৃদয়ান্তরচারিণী ॥ ১৬
সর্ব এবং বিমুহ্যন্তঃ সুতৈকৈকং ত্রিভির্ন্যধুঃ।

অথাস্যাধীং সুনাসোরুঃ কর্ণো বৈকর্তনো রণে ॥১৭
পুত্রা সখায় প্রমথ্যেতি ভ্রুকুটীং বদনান্তরে ন।
ততো রোষো মহেষ্বাসঃ সর্বাংস্তান্ প্রত্যবাধত ॥ ১৮
অস্তি বাস্যাস্তরা কিঞ্চিদ্ যুদ্ধাদন্যত্র পাণ্ডবাঃ।
অবধ্যাস্যাস্তরং ব্রূত যদহোষিষম্ ॥ ১৯
শীঘ্রাস্ত্রা নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্যত।
ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য ধনুর্মণ্ডলে দৃশ্যতে ॥ ২০
সন্ধানমস্য বিবিধান্ শীঘ্রং চৈব বিমুঞ্চতঃ।
আকর্ণমপি মে প্রাণান্ যোধয়ন্তি শরৈঃ ॥ ২১
প্রহরন্তি মাং ক্রুদ্ধাঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অস্তি মাং বলবত্তোব সৌবলো বিজয়ে রণে ॥ ২২
অন্তরং যস্য লক্ষন্তো ন পশ্যন্তি মহারথাঃ।
অমাত্যো লঘুহস্তস্য বিদ্যঃ সর্বা মহেষ্বাঃ ॥ ২৩

ঘরে! তোর বাবা কাপুরুষের মত যুদ্ধ ত্যাগ করায় পলাইয়া গিয়াছে। সৌবলের বধ এই যে, তুই যুদ্ধ করিতে জানিস্, কিন্তু এখন তুই আর প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিবি না ॥ ১১

এই কথা বলিয়া অভিমন্যু কাঞ্চনভূষিত শরিষ্কাক্ষির একটি বাণদ্বারা দুঃশাসনের পুত্রের উপর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা তিনটী বাণ সন্ধান করিয়া উহাকে মধ্যপথে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুনতনয় অভিমন্যু অশ্বত্থামার বক্ষে ছেদন করিয়া পনাকে তিনটী বাণে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! এই সময় পলা হস্তে অক্ষত বিরাজ করিতে লাগিল। দ্রুণাচার্যপুত্রকে একটী বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল।

এই সময় অভিমন্যু পলোর অক্ষত ছেদন করিয়া তাঁহার ধ্বজ সারথিকেও বধ করিলেন এবং তাহাকেও সৌবলনিক্ষিপ্ত দুইটী বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পলা পলাইয়া অন্য রথে আরোহণ করিলেন।

তাহাদের পঞ্চক, চন্দ্রকেতু, যেষবেণ, সুবর্চা এবং সুধাভাস—এই পাঁচজন বধ করায় ধ্রুবসেনপুত্র সহদেবাদিগণ আহত করিয়া ফেলিলেন। তখন সমুদিত তিন বাণে অভিমন্যুকে আহত করিয়া দুর্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৬

রাজন্! এই অভিমন্যু আমাদের এক একজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া অন্তরের করিবার পূর্বেই আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে মধ্যে বাণদ্বারা ফেলিব। তাহার বিপক্ষপক্ষের কর্ণ সুবলপুত্র প্রভৃতি যোদ্ধাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭

আচার্য! অভিমন্যু আমাদের সকলকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে, সুতরাং সমর স্থলে আমরা পূর্বেই তাহাকে বধ করিতে পারি, তাহার উপায় বলুন। তখন মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৮

দেখ, এই যুবার অভিমন্যুর মধ্যে কোথায় ছিদ্র আছে? চারিদিকে রথমধ্যে বিচরণকারী এই আচার্যের মধ্যে অন্তর কোন ছিদ্র দেখিতে পাও, তাহার শত্রু এখন বলিয়া দাও ॥ ১৯

এই যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব-পুত্রের শীঘ্রতা দেখ। কেমন শীঘ্রতা সহকারে সে বাণসমূহের সন্ধান এবং নিক্ষেপ করিতেছে, এই সময় ধনুর্মণ্ডলে ধনুর্মণ্ডলী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই দেখা যাইতেছে ॥

শত্রুসংহারের সংকল্পকারী যুদ্ধাভিলাষী অভিমন্যু বহিত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আমাদের সকলকে আঘাত করিতে করিতেছে, তথাপি বারম্বার সে আমার হৃদয় ভেদ করিতেছে। রণস্থলে বিচরণকারী এই যুদ্ধাভিলাষী অভিমন্যু আমাকে অত্যন্ত আকর্ষিত করিতেছে ॥ ২০-২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ বীরগণও যাহার ছিদ্র দেখিতে পাইতেছেন না: সে অভিমন্যু হস্ত চালনা করিতে করিতে নিজের

ন বিদ্যেঃ প্রপশ্যামি রণে গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অথ কর্ণঃ পুনর্যোধমাহবে বিনিবর্হয়ঃ ॥ ২৯
স্বাতবাসিতি বিশ্বাসি শৌরাসারোহিণস্তথা।
ভেজিরিরে সুদারুণা শরাঃ পাণ্ডবসেনাগাঃ ॥ ৩০
বিপতি স্মরন্তঃ যেন্তে যোধাঃ পাবকতেজসঃ।
তমাচার্যোহব্রবীৎ কর্ণঃ পরবৈকঃ প্রহরন্নিতি ॥ ৩১
অন্তেষ্বন্তা ভবতঃ যুধা চাস্তপরাক্রমঃ।
উপদিষ্টো মহা চাসা নিত্যঃ কথয়তাং বরঃ ॥ ৩২
তাদৃশেন বিনিত্যাং যেন্তি ত্বং পরপুরঞ্জয়ঃ।
শক্যঃ যদা মহেন্দ্রেণ ত্রাতুং বাণৈঃ সমাহিতৈঃ ॥ ৩৩
অতীব্যন্তে ত্বয়াস্তেন তবোত্তো পাকি-সাধনী।
এবং ব্রুবতি সংগ্রামে রাধেয়ে রথিনাং বরে ॥ ৩৪
অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরতা ক্রুরঃ।

সমন্ততো ন শক্যোঽহমপি জেতুং সুরাসুরৈঃ ॥ ৩৫
বিদ্ধঃ বিদ্ধেন ক্রুরেণ ধনুষ্টেন তু।
তমাচার্যঃ ক্রুধা কর্ণং বৈকর্তনমব্রবীৎ ॥ ৩৬
অমাত্তো মন্যুমুক্তস্য পুরুষৈর্ব্যুরাজিনম্।
অবমেনাবধীদ্ ভোজো গৌতমঃ সাকিসাধনী ॥ ৩৭
যেনাস্য ছিন্নবর্মাণঃ শরবৈরবাকিরন্।
তুমুলাণ্ডস্ত্রকালে বিদ্ধঃ অন্তরাত্মনা ॥ ৩৮
পরবৈরেকরূপা বালমেবমবাকিরন্।
ন ছিন্নধন্বা বিরথঃ অবর্মাস্ত্রপলেক্ষতঃ ॥ ৩৯
যদা যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীমানুপপাদ্য বিহায়সা।
মার্গৈঃ সকৌশিকাস্তৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ ॥ ৪০
আজুহাবাস্ত্রমস্ত্রজ্ঞো ব্যোমি তুল্যং চ পক্ষিভিঃ।
তদোগ্রং নিপতন্ত্যোঘ সাদিত্রিভূজাস্ত্রদৃষ্টিঃ ॥ ৪১

মহাবাণবৃষ্টির দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি দুঃখবশে গাণ্ডীবধারী অর্জুন ও এই অভিমন্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি না।

তখনও কর্ণ পুনরায় দ্রোণাচার্যকে বলিলেন,—আমি অভিমন্যুর বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া যেমন এইরূপ একবার যুদ্ধস্থলে অপেক্ষা করিতেছি যে, যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে ইহা (তাহা না হইলে আমি এই যুদ্ধেই পলায়ন করিতাম)।

দ্রৌপদী কুমার অভিমন্যুর এই অদ্ভুত বাণ ও অক্ষিপ্রতা দেখিয়া তাহার বাণসমূহ আর আমার শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। এই কথা বলিয়া দ্রোণাচার্য হাসিয়া করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥২৯-৩৬

কর্ণ! অভিমন্যুর বয়স অল্প। এই বালক বীর শৌর্যের সহিত যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। আমি ইহার নিকটে কবচধারণ করিবার বিধি উপদেশ করিয়াছিলাম। সমরদুর্মদ এই বীর কুমার নিশ্চয়ই সেই সব বিধি জানে (তুমিও ইহার বয়স অল্প হইবেই)। কিন্তু মনোযোগসহকারে যুদ্ধ করিলে ইহার ছিদ্র ও ভুল দেখিতে পারা যায় ॥ ৩৭-৩৮

সেই সঙ্গে ইহার অবস্থানের সময়ে, অবসর এবং দুই পার্শ্বদেশকেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মহাবাহু বাসুদেব! যদি পার তো এই কাজ কর ॥ ৩৯

অভিমন্যুকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করিয়া বিনা পাপে ইহার উপর প্রহার কর। ইহার হাতে যদি অস্ত্র থাকে, তবে কে তাহা সহ্য দেবতা ও অসুরগণেরও কর পারেন না ॥ ৪০

যদি তুমি ইহাকে পরাস্ত করিতে চাও, তবে প্রথমে ইহার ধনু ও যষ্টিকে নষ্ট করিয়া দাও। আচার্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিরথীকৃত কর্ণ অভিমন্যুর অশ্বসারথির সহিত বিদ্ধ করিয়া শীঘ্রতাসহকারে ধনু টানাইয়া অস্ত্র প্রয়োগকারী অভিমন্যুর বক্ষ ছেদন করিয়াফেলিলেন। ভোজবংশীয় কৃতবর্মা তাঁহার অশ্বসারথিকে বিনাশ করিলেন এবং কৃপাচার্য তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিলেন ॥ ৪১-৪২

অভিমন্যু অত্যন্ত মহাবেগে অভিমন্যুর বক্ষ ছিন্ন হইয়া যাইলে তাহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অভিমন্যুর ধনুকে সমস্তই এই দুই বিশাল মহারথী অধিপতি সমস্তের সহিত ধনুর্বেদ এবং সেই বালকের উপর বাণবর্ষণ করিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

বক্ষ ছিন্ন হইলে এবং রথ নষ্ট হইয়া যাইলে দ্রৌপদী বীর অভিমন্যু বীর ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মপালন করিতে করিতে ঢাল ও তরবারি হাতে লইয়া আকাশপথে লাফাইয়া পড়িলেন।

অশ্বত্থামার অভিমন্যু কৌশিক প্রভৃতি মার্গসমূহের দ্বারা এবং শীঘ্রতাবিদ্যা ও বল-পরাক্রমের পক্ষিরাজ স্বরূপ দ্রুতগতি আকাশেই অভিমন্যুর বিনাশ করিতে লাগিলেন।

তখন সমরাঙ্গনে প্রতিপক্ষের ছিদ্রান্বেষণকারী দ্রোণপুত্রের মনে হইতেছিল, এই অভিমন্যু আমার উপর তরবারি লইয়া লম্ফিত হইলে এখন আমরা করিয়া উপরের দিকে দুই বিশাল বক্ষ মহাবাহুর অভিমন্যুকে বলপূর্বক ধরিতে লাগিলেন।

বিষাদমূঢ়ঃ সংরেভাঃ সদনে স্বিন্নবিন্দ্রিয়ঃ।
তত্র স্রোণোঽস্ত্রিনদ্ধুষ্টী ধনুঃ খং ঘণিমদ্ধনদম্ ॥ ৪৭
ভূবনেন মহাবেগাদ্ধরয়াণঃ সপত্নজিৎ।
বাবেরো নিশিতৈর্বাণৈর্যমদণ্ডং চতুর্ভয়ম্ ॥ ৪৮
বাহ্নি-কর্মণ্ড পূর্বাঙ্গঃ লোহমস্ত্রিণাং পুনঃ কিঞ্চিৎ।
আস্থিতশ্চক্রমুদ্যম্য স্রোণঃ ক্রুদ্ধোঽভ্যধাবত ॥ ৪৯
ন চক্রেরন্ ক্ষণস্যোত্তিষ্ঠতো
যত্নাবতীর্যোজ্জ্বলচক্রপাণিঃ।
মেঘেষ্বিবস্থঃ কপিলো রৌদ্রঃ
ন বাসুদেবাদ্ব্যথতে প্রযুদ্ধ্যন্ ॥ ৫০
প্রেক্ষন্তিবিকৃষ্টৈকরাগবাস্ত্রা
ভ্রুকুটীমুটীবুটিলোদ্বিগ্নিচক্ষুঃ।
অমূর্ত্তমিবস্থলা মৃত্যোঽভিমুখা-
ন্নৈপরেরন্যগতো স্থিরঃ ধ্যাত্মাত্মনঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুবিজয়করণে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

হইতেছিল। সেই সময়ে অভিমন্যু চক্রব্যূহ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় করিতে করিতে অন্যান্যের মধ্যেই অন্যায় ভয়ের হইয়া উঠিলেন। ৪০

এই সময় অভিমন্যুর বহু তীক্ষ্ণ শরাঘাতে একবার একবারেই হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ধনুঃ ঊর্ধ্ব বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহার মুষ্টিতল মুষ্টিত করিয়া ধরিয়াছিল এবং তিনি অতি ঊর্ধ্বেরে সিংহনাদ করিতেছিলেন। এমন অবস্থায় প্রভাবশালী ও অপরিসীম বলবান্ অভিমন্যু সেই সময়ে পূর্বোক্ত সেই একাদশজনের মধ্যে কাহার বিপক্ষে দোষ পাইতে পারিলেন। ৪১

শ্রীমদ্ভগবদ্ বেদব্যাসপ্রণীত পঞ্চসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে অভিমন্যুকে বহুবী-একাদশবিধের অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অভিমন্যুবা কালিকেয়-বসাতি-কেকয়বধিবীরাণাং বধঃ, বহু তির্যগাধিকিঃ সংরোদ্রোণেনাভিস্রোবিনশ্চ, পলায়নপর-স্বকীয়সৈন্যেভ্যো দুর্যোধনস্যাশ্বাসনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

বিদ্রোঃ স্বপুর্নজকরঃ স বিষ্ণুস্বসুরুদ্বরঃ।
ব্রহ্মাজাতিরথঃ সংযে জবার্জন ইবাপরঃ ॥ ১

মাদ্রেয়োদ্ধুকেশাস্তুরারিবরাত্মজম্।
বহু সমীক্ষ্য পৃথীপা দুঃসহীক্ষ্যা সুরৈরপি ॥ ২
ওজঃক্ষ ভূপমুদ্বিগ্নাঃ সকিঞ্চিদ্বরনেবরা।
মহারথক্ষতঃ কালিঃ সাজগ্রাহ মহাগদাম্ ॥ ৩

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অভিমন্যুর কালিকেয়, বসাতি ও কেকয় প্রভৃতি বীরদিগের বধ এবং দ্রোণ মহারথীর সহায়তায় অভিমন্যুর বিনাশ ও পলায়নপর স্বকীয় সৈন্যদিগকে দুর্যোধনের আশ্বাসপ্রদান।]

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার আত্মজ এবং শ্রীকৃষ্ণসদৃশ বলশালী অস্ত্রে দুর্লোভিত অভিমন্যু বীর অভিমন্যু সেই সময়ে দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১

এই সময় প্রবাহিত বায়ু তাঁহার কেশসমূহের আন্দোলন ঘটাইতেছিল। তিনি বীর হস্তে চক্রায়ুধ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন তাঁহার শরীর ও বাহার স্থির দৃষ্টিপাত দেখিয়া দেবতাদেরও পক্ষেও অভিভূত হইবার ভয় ছিল, সেই সময়ে দেখিয়া সমস্ত মহাযোদ্ধারা ভীত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ চক্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

বিষ্ণু-শঙ্খনাদিভৈর্বিচক্রুশ্চারিণিঃ কুরঃ।
অভিযন্যুর্ধনাপাণির্ব্যধমান্মমর্দেষু ॥ ৪
স গদামুদ্যতাং দৃষ্ট্বা অলম্বুষমনৌষিব।
অপাক্রামদ্ রথোপস্থাদ্ বিক্রমাদ্ধীন্ মহাবলঃ ॥ ৫
তস্যাবধ্যান্ গদা তস্য রথোপস্থে পাণ্ডি-সারথী।
শরাচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ খাদিত্বেব মহদ্ধনুঃ ॥ ৬
ততঃ সুবলপুত্রস্য ভানিকেতমপোহয়ৎ।
জঘান চতুরোঽশ্বাংশ্চ গান্ধারান্ নতপর্বভিঃ ॥ ৭
পূর্বজস্যৈব বলিনো জঘান রথিনো বরান্।
কেতুদানাঃ রথান্ গত্বা চ বল কুরূণাম্ ॥ ৮
সৌভদ্রনিহতা সাধ্বঃ গদয়া লঘুপোহয়ৎ।
ততো সৌভদ্রিমে ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য মাধিব ॥ ৯
অভিদ্রুদ্রাব সৌভদ্রঃ বিষ্ণু বিষ্ণুরিব চারণীঃ।
তাবুভাবপতো বীরাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ১০

আকৃষ্টৌ সম্প্রহৃষ্টাভে পুরেব ত্রিপুরাগতৌ।
তাবন্যোন্যং গদাভ্যাতাড়য়ন্তৌ পরিতৌ ভিতৌ ॥ ১১
ইন্দ্রধ্বজাবিবোৎপন্নৌ রণমধ্যে পরন্তপৌ।
সৌভদ্রনিহতোঘাতে কুরবাঃ কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ১২
উদ্ভিদ্যমানঃ সৌভদ্রঃ গদয়া দুরাধিষ্ঠয়ে।
গদাবেগেন মহতা বাতাবেগেন চ মোহিতঃ ॥ ১৩
বিবেশ কুণপন্ দুর্গে সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
এবং বিনিহতো রাজন্নেকো বহুভিরাহবে ॥ ১৪
ক্ষেত্রেষিবা চমূঃ সর্বাঃ দলিনীমিব কুঞ্জরঃ।
অমেয়েণ চরন্ বীরো বারৈর্বলবতো যথা ॥ ১৫
তঃ তথা পরিতঃ দৃষ্ট্বা তাবকাঃ পরমাবরম্।
দ্রাবং দৃষ্ট্বা যথা শান্তং সাগরং নিশিরাত্যয়ে ॥ ১৬
বিদ্রুতং বলমুদ্বীক্ষ্য সংনিবৃত্তমিবাবিলম্।
অন্তরেণরিবাদিত্যঃ তস্থৌ তারকাধিপীম্ ॥ ১৭

তখন মহারথী অভিমন্যু এক বিশাল গদা হাতে লইলেন। সকলে তাঁহাকে বজ্র, চক্র, শঙ্খ ও চক্র হইতে রক্ষিত করিয়া রাখিল। সেইজন্য গদা হাতে লইয়া তাঁহাকে আঘাত করিবার এক অসম্ভাবনার বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। ১-৩

প্রজ্বলিত বজ্রতুল্য সেই গদাকে উদ্যত দেখিয়া রথের অধ্যক্ষগণ বীর রথের আসন হইতে তিন পদ পরিমাণ পিছাইয়া গেলেন। ৪

সেই গদার আঘাতে অশ্বগণের চারিটি অশ্ব ও দুই পার্শ্বরক্ষককে বধ করিয়া বাসুদেব হেতু অভিমন্যু আমাদের সেনাগণের ভয় দূর করিতে লাগিলেন। ৫

তারপর তিনি সুবলপুত্র ভানিকেতকে গদাঘাতে ভূমিতে পোথিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার অনুসরণকারী গান্ধার বীরগণের চোদ্দজনকে বধ করিলেন। ৭

তাহার পর তখনও বলাভিমানে বিরত হয়েন নাই। কেতুসেনের সাত রথী ও সপ্তম রাজাকে বিনাশ করিয়া সুভদ্রানন্দনের অব্যর্থগদা হাতে গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

আর্য! ইহাতে সুভদ্রানন্দন পুলকিত হইয়া যাহে অবস্থানের জন্য অভিমন্যুর দিকে যাইতে হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—আর্য, ধীরাত্ম, ধীরাত্ম।

এই দুই বীর পরস্পরের উপর লৌহাঘাতে গদার আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পূর্বকালে ত্রিপুরাসুরে গমনকালে পরস্পরের প্রতি আঘাত করিয়াছিলেন।

গদাঘাতে এই দুই বীর তখন পরস্পরের গদার আঘাতের আঘাতে আহত অবস্থায় কুপিত হইয়া দুইটি ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় পৃথিবীতে পড়িয়া রহিলেন।

তারপর সুভদ্রানন্দন বীরবর্ধন দুঃশাসনপুত্র প্রথমে উত্থিত হইয়া অভিমন্যুর গদাঘাতে উপর গদার প্রহার আঘাত করিলেন।

গদার এই আঘাতের ও পরিশ্রমে আহত হইয়া পরাক্রমশালী অভিমন্যু অল্পক্ষণ অবসন্ন ভূতলে পতিত হইলেন। রাজন্! এইভাবে সেই যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া একাকী অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলেন। ৮-১৪

যেরূপ রাজা যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ক্ষুব্ধ করিয়া বাসুদেবতুল্য বলবান বাহুর দ্বারা ভার অস্ত্রসকল করত বীর অভিমন্যু সেখানে অসুর শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৫

এইরূপে ভাবনে পরিত্যক্ত বীরগণ অভিমন্যুকে আপনার সৈন্যগণ চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন। যেরূপ গ্রীষ্মকালে বনভূমিতে প্রজ্বলিত অগ্নি লাভ হইয়া থাকে, যেরূপ বায়ু ক্ষুব্ধ সাগরসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বিক্ষুব্ধ হয়, যেরূপ অসংখ্য সন্ধ্যাপিত করিয়া সূর্যাদের অস্তাচলে গমন করেন, যেরূপ রাত্রে প্রাণ করিয়া যাহে এবং যেরূপ সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ

উপস্থিতঃ যথা লোকঃ সংক্ষুব্ধমিব সাগরম্।
পূর্ণচন্দ্রোদয়বনঃ তাতপক্ষপ্রকাশিতম্ ॥ ১৮
তং দৃষ্ট্বা সহিতঃ দৃষ্ট্বা তাবকানাং মহারথাঃ।
মুদা পরময়া যুক্তাশ্চুক্রুঃ সিংহনাদান্ ॥ ১৯
আসীৎ পরময়ো হৃষ্টস্তাবকানাং বিশাম্পতে।
উত্তরেষাং তু বীরাণাং নেত্রেষাং প্রাপ্তকল্মষম্ ॥ ২০
অন্তরিক্ষে চ ভূতানি প্রাহ্লোশন্ত বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা বিনিহতং বীরং দ্রুমং ছিন্নমিবাগ্রতঃ ॥ ২১
দ্রোণকর্ণমুখৈঃ ষড়্ভির্মহারথৈর্মহাবলৈঃ।
একোঽয়ং নিহতঃ শেতে বৈত্ব যথো যমস্য হি ॥ ২২
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে বভূবোত্তম ভেরিনী।
যৌধিষ্ঠী পূর্ণচন্দ্রেব নক্ষত্রগণমালিনী ॥ ২৩
তস্যানুযৈশ্চ সম্পূর্ণা কবিভৌষপরিপ্লুতা।
উত্তমাজৈশ্চ যুদ্ধাগ্রাঃ আজগ্মুঃ সমুদগ্রলৈঃ ॥ ২৪

বিচিত্রৈশ্চ পরিস্তোমৈঃ পতাকাভিশ্চ সংবৃতা।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রাবিষ্টৈস্তাবকৈর্বলৈঃ ॥ ২৫
তথাপরজনাদানামলঙ্কারৈশ্চ সুপ্রভৈঃ
বহুভিঃ সুনিবিষ্টৈঃ বিরেজিরে রথৈস্তব ॥ ২৬
চাপৈশ্চ বিবিধৈশ্চিত্রৈঃ শক্তীনাং প্রাসবন্দনৈঃ।
বিবিধৈশ্চাযুধৈশ্চাত্রৈঃ সংবৃতা দুরবোধত ॥ ২৭
বাজিভিশ্চাপি সিতৈঃ শুভ্রৈঃ সৌবিতোক্ষিতৈঃ।
সারোহৈর্বিবিধা ভূমিঃ সৌভদ্রেণ বিশাম্পতে ॥ ২৮
সাদূলৈঃ সমরামাদৈঃ সমদাযুধকেতুভিঃ
পদ্মৈরিব বিচিত্রৈর্বিবিধৈশ্চাপি বর্ণতঃ ॥ ২৯
সুবিষাণমুকীর্ষৈশ্চ বাণসারথি-যোধিভিঃ।
বৃষৈরিব প্রকৃষ্টৈর্হি বলবদ্ভিঃ বশোভতে ॥ ৩০
মহাসিনাঞ্জৈশ্চ তথৈবিবিধায়ুধধারিভিঃ।
ভীষণাঃ প্রাসজনী যোধরক্ষণাশ্চরন্তী ॥ ৩১

সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া পূর্ণচন্দ্রসুশোভিনী অভিমন্যু কুরুসৈন্য বিনাশিত করিলেন, তাঁহার মস্তকোপরি তপনোপরি (ছত্রশ্রী) দ্বারা তাঁহার মস্তক আবৃত হইয়া ছিলাছিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া আপনার মহারথী বীর যোদ্ধারা অতিশয় প্রসন্নতার সহিত আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯

প্রজানাথ! আপনার সৈন্যগণের ঐ' আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু পাণ্ডব-সৈন্যদের নেত্র হইতে তখন অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল ॥ ২০

মহারাজ! সেই সময় অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণ আকাশে উঠিয়া পতিত বৃক্ষের ন্যায় বীর অভিমন্যুকে রণভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার মহারথী যোদ্ধাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি ছয় কৌরবমহারথী বীরগণের দ্বারা আপনার অবশ্যই দুষ্কৃতকর্ম্ম হইয়াছে এই বীর বালক এখানে শুইয়া আছে,—ইহা আমাদের মনে হইতেছে ॥ ২২

বীর অভিমন্যু নিহত হইলে পর সেই রণভূমি পূর্ণচন্দ্রে যুক্ত ও নক্ষত্রমালায় অলঙ্কৃত আকাশের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৩

তখন সৈন্যগণ পরিবৃত্তিত আপনার যোদ্ধারা রণভূমি পরিপূর্ণ

করিয়া অভিমন্যুর নিকটে আসিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তাঁহারা বিচিত্র পরিচ্ছদ, পতাকা, চামর, কম্বল প্রভৃতি আবৃত রথে, বহুবিধ অলঙ্কার ও সুন্দর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত রথে, বহুসংখ্যক সুনিপুণ সারথিযুক্ত রথে, বিচিত্র ধনুক, শক্তি ও প্রাস-সমূহে আবৃত রথে, বিবিধপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রথে, শ্বেত ও শুভ্রবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে, সিংহচিহ্নিত ধ্বজ ও পতাকাযুক্ত রথে, বিচিত্রবর্ণ ও বিচিত্রধ্বজযুক্ত রথে, ধনুর্দ্ধর ও শরসারথিযুক্ত রথে, বলবান্ বৃষভের ন্যায় প্রকৃষ্ট ও বলবান্ অশ্বযুক্ত রথে, বিবিধপ্রকার অস্ত্রধারী মহাসিনাঞ্জ সৈন্যদের দ্বারা সেই রণভূমি অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৫-৩১

শত্রুসৈন্যগণ অভিমন্যুকে নিহত করিয়া তুমুলধ্বনি করিতে লাগিলে দীর্ঘ ও মহান্ অশ্বগণ ও অন্যান্য যোদ্ধাদিগের দ্বারা সেই রণভূমি ঘোর ও দুর্গম হইয়া উঠিল ॥ ৩২

অর্জুন, মাদ্রব, ধৃষ্ট, আমু এবং অন্যান্যদের সহিত যে সব মহারথ বাণবর্ষণে ঘর্ষিত হইয়া বিপক্ষ সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিল, সেই সব ক্ষেত্র রথ, অশ্ব, সারথি ও যোদ্ধাদের দ্বারা সংঘর্ষ সংঘাতের ন্যায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল। মাতুলগণের আনন্দ ও অমর্ষবর্দ্ধনকারী সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে সমুদায় সেই দুঃখ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সংবাদ দ্বারা সেনাগণের হৃদয়াদি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা মুহ্যমানের মত ভয় উৎপন্ন করিতে লাগিল ॥ ৩৩-৩৬

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
ভাবকানাং পরা প্রীতিঃ পাণ্ডবানাং চাভবন্ মহী ॥ ২২
অভিমন্যৌ হতে রাজন্ বিস্ময়েনাগতৌজসে।
সম্প্রাদ্রবদ্ভয়ং সর্ব্বং ধর্ম্মরাজস্য সৈনিকঃ ॥ ৩১
দীর্য্যমাণঃ বলঃ দৃষ্ট্বা সৌভদ্রে নিহতে রণে।
অজাতশত্রুজান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২
অর্জ্জুনেন বয়ং পূর্ব্বং যে হতো ন পরাঙ্মুখঃ।
তানস্মদ্ভয়তো যূয়ং বৈরিণো বিনিবর্ত্তয় ॥ ৩৩
ইত্যেবং স মহারাজ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মরাজঃ
ধর্ম্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো জগ্রহ দুঃখমপ্লুবং ॥ ৩৪

যুদ্ধে ত্রাসীবিনাকারান্ বাণপূগান্ রণে বিভুঃ।
পূর্ব্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাত্মনি নিক্ষিপন্ ॥ ৩৫
হত্বা রথং সসূতাশ্বং কৌরবাণাং মহারথম্।
কৃতাস্ত্রং বলবান্ কাক্ষি পঞ্চলোকাঃ পরো গতঃ ॥ ৩৬
যথাবলবদাত্মানং বিনিহত্য মহারণে।
অভিমুক্তঃ স সংগ্রামাল্লোকান্ পুণ্যকর্ম্মণঃ।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাশ্বতান্ পুণ্যনির্জ্জিতান্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুগতিবর্ণনে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

হত ও ভূতলশায়ী অভিমন্যুকে দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয় হইতে লাগিল এবং পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া উঠিল। ৩১

রাজন্! যিনি সমরে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, সেই বালক অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সকলেরই ভীষণ সকল সৈন্যবাহিনী পলায়ন করিতে লাগিল। ৩২

মহারাজ অভিমন্যু যতক্ষণ যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ান হইতে দেখিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

এই বীরবর অভিমন্যু যুদ্ধ করত নিহত হইয়া ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তোমরাও সমরে বৈরীগণকে বধ করিয়া ভীত হইও না, আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই জয় করিব। ৩৪

যুদ্ধে ত্রাসীবিনাকারান্ বাণপূগান্ রণে বিভুঃ।
পূর্ব্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাত্মনি নিক্ষিপন্ ॥ ৩৫
হত্বা রথং সসূতাশ্বং কৌরবাণাং মহারথম্।
কৃতাস্ত্রং বলবান্ কাক্ষি পঞ্চলোকাঃ পরো গতঃ ॥ ৩৬
যথাবলবদাত্মানং বিনিহত্য মহারণে।
অভিমুক্তঃ স সংগ্রামাল্লোকান্ পুণ্যকর্ম্মণঃ।
গতঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ শাশ্বতান্ পুণ্যনির্জ্জিতান্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি অভিমন্যুগতিবর্ণনে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

মহাবাহো! যিনি সমরে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই, সেই বালক অভিমন্যু নিহত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের সৈন্যদিগকে এই কথা বলিয়া তাহাদের ভয় নিবারণ করিলেন। ৩৩

যুদ্ধে বিপক্ষ সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞ মহাবল পরাক্রান্ত বাহুযুদ্ধবিশারদ প্রবল হইয়া পরে অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ৩৭

হে রাজন্! তিনি যখন যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান হইতে দেখিয়া পাণ্ডবদিগের পরম শত্রু ও মহাবলী দ্রোণসন্তান যুদ্ধস্থলে বধ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনতুল্য পরাক্রমশালী অভিমন্যু অবলীলাক্রমে গমন করিয়াছেন। ৩৮

সমর পরাঙ্মুখ, অশ্ব, সূতাদি ও হস্তীসৈন্যকে সংহার করিয়াও তিনি ক্ষুব্ধ হন নাই। পুণ্যকর্ম্মকারী অভিমন্যু দ্রোণসৈন্যের আঘাত্য ছিলেন। তিনি পুণ্যাত্মাদিগের পুণ্যার্জ্জিত সনাতন লোকে গমন করিলেন। ৩৯

ইতিশ্রীমহাভারতীয় শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব্বে অভিমন্যুগতি বর্ণনবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[তৃতীয়দিবসের যুদ্ধসমাপ্তি, সৈন্যগণের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন, রণভূমিবর্ণন।]

সঞ্জয় উবাচ।

বধ্বা তু প্রথমং তত্র তেষাং বৈঃ পরবীরহা।
নিবেশায়াকুতোভীতাঃ সারয়ন্তি কপিধ্বজঃ ॥ ১)
নিহীকরণমাস্থায় বয়ং পরে চারোহণম্ শনৈঃ।
অপযাতা মহারাজ প্রাপ্য শিবিরমন্তিকে ॥ ২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[তৃতীয়দিবসের যুদ্ধ সমাপ্ত, সৈন্যগণের শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রণভূমির বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা পক্ষদিগের শ্রেষ্ঠ বীর অভিমন্যুকে বধ করিয়া এবং তাহাদের সাধারণকে শীঘ্রিত করিয়া সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিবার জন্য শিবিরে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় আমাদের সকলকে নিকটে নিহত হইয়া গিয়াছিল। ১

মহারাজ! আমরা এবং পক্ষদিগের সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলে

অথো নিশায়া বিরমত্ত চারিণঃ
শিবাগণৈঃ সন্নিবর্তরাক্ষসঃ।
দুরেশয়াশীস্থবিতে শিবারবে
বিলম্বমানেষ্বমুশেষু সর্বতঃ॥ ৩

বরাসিশূলর্ষিবরপ্রধর্ষণাঃ
বিকৃষ্যমাণাঃ সমাক্ষিপন্ প্রভাঃ।
বিকৃষ্ট কৃষ্ণিক সমানবর্হিষ
স্ত্রিয়ঃ শুচঃ শাল্বলবৈণবীরিব॥ ৪

মহাজকূটাচলপুঞ্জসন্নিভৈ-
র্মদৈরনেকৈরিব বজ্রপাতিভৈঃ
স বৈজয়ন্ত্যাযুধবর্ষবৃষ্টি-
র্নিপাতিভৈর্ন্যস্তিভিন্না দিবিঃ॥ ৫

হতেষ্বথৈষ্বন্ত বিকল্পজা পরৈ-
র্দ্বিরাবমুক্তৈর্বিকৃতাকৃতৈর্মৃধি।
মহাসুরৈঃ শুক্রমতে স্থিতৈর্নিজৈঃ
পুরৈরিবাভিন্নতটৈর্মহাদ্রিভিঃ॥ ৬

বলাহকৈঃ সহ সান্দ্রবিদ্যুতৈঃ
প্রদীপ্তচাপাতরলৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
বিমর্দবিস্ফোটনবাতলোহটনৈ-
র্বৃতা বভৌ ঘোরবিমর্দদর্শনা॥ ৭

প্রবিদ্ধবীরাঙ্গবলাম্বুবাহিনী
বিশস্ত্রশস্ত্রাম্বরবাহনা নরৈঃ।
মহাইবদ্যাস্ত্রবলোচিতাক্ষণা
ভিষাবলাবা ইব শোণিতে হতাঃ॥ ৮

অতীব ভীমাঃ ধ-পূগাল-বায়স
বকাঃ পুনর্গৃধ্র কুলেষ্বজন্মনঃ।
মহাংসলম্বন্ত্রপাতৃষ রক্তধারা মদাঃ
পিশাচসঙ্ঘাশ্চ তুরাজগা হবে॥ ৯

অতো বিনির্ভিন্ন শিরঃ কলেবরম্
হবৈব মজ্জাঃ পিশিতানি চাপ্লুবন্।
বসাঃ বিলুম্পন্তি তনূনি খাদি চ
প্রকর্ষমাণাঃ কৃপণাস্ত্রবেগবঃ॥ ১০

দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে সেখান হইতে অন্য কোথায়। এই সময় অন্যান্য যোদ্ধগণ পাণ্ডবগণের সৈন্যগণ অতেজসহকারে হইয়া পড়িল॥ ২

সেই সময় যখন সূর্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িলেন, তখন তিনি অন্তর্নিহিত মুমূর্ষুর ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্বরূপ এই অদ্ভুত সন্ধ্যা নিবাগণের ভয়ঙ্কর পক্ষে অবতরণকারী বলিয়া মনে হইতে লাগিল॥ ৩

সূর্যদেব যেই অস্তাচলে, পক্ষি, কীট, বরাহ, চাল ও আকাশ-বলের প্রভা হরণ করিতে থাকিয়া আকাশ এবং পৃথিবীকে যেন এক অবস্থায় লইয়া যাইতে লাইতে নিজের দিব্য শরীর অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন॥ ৪

মহাদেবদূত ও পঞ্চভূতনিধনস্বরূপ নিশাচরের ঘনঘোর ভাষী প্রলয়ে প্রাণীগণ পরিত্যাগিল যে, মনে হইতেছিল আকাশ মজ্জমান হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে। বৈজয়ন্তী পতাকা, অস্ত্র, কবচ এবং মাহতসহ ছিন্নভিন্ন সেই সব গজরাজগণের দেহে সেখানকার রণভূমি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যাহার ফল সেখানে গমনাগমন করাই দুষ্কর হইয়া পড়িল॥ ৫

মহামুনি! পঞ্চনখবিশিষ্ট বিবিধ বিশাল নখরসমূহের ন্যায় বড় বড় ও তীক্ষ্ণ দন্তসমূহ দ্বারা ভীষণ-দর্শন হইয়া শোভা পাইতেছিল। ইহাদের অস্ত্র ও সাদি বিদ্ধ হইয়াছিল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছিল। এইভাবে এই সকল বীরের আরোহী যোদ্ধাগণ বিনষ্ট হইয়াছিল। সমাপ্তি হৈতেয়া ও অন্যান্য বহু যুদ্ধোপযোগী প্রকাণ্ডকায় হাতি বিদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিল। তখন এই সকলের দ্বারা রণভূমি আকাশের মেঘাচ্ছন্ন পর্বতের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল॥ ৬

হত ও অবশিষ্ট আরোহীদের সহিত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ছিন্ন ভিন্ন বর্ম ও আভরণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত ছিল। মস্তক ও সন্ধিস্থলের ছিন্ন, শল্য আর (খাঁজ) এবং চক্ষুসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এই সকলের দ্বারা সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিল। ধ্বজা, অস্ত্র ও রথসমূহের অন্তরণকারী পদাতি মনুষ্যগণ নিহতের প্রাণ হারাইয়া সেই স্থানে পতিত ছিল। যে সকল ধ্বজা ও রাজকুমার বহুমূল্য শয্যা এবং বিছানায় শয়ন করিবার যোগ্য ছিলেন, তাহারা সকলে বিদ্ধ হইয়া অন্যের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন॥ ৭-৮

বৃহৎ, শৃগাল, কাক, বক, সারস, বৃক, বরাহ, রক্তপায়ী পক্ষী, রাক্ষসগণের বল এবং অন্যান্য অনেক পিশাচগণ সেই রণাঙ্গনে পরিপূর্ণ হইয়া বিচরণ করিতেছিল॥ ৯

ইহারা মৃতদের অন্ত্র (নাড়ী) বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের মেদ

শরীরলক্ষণাবয়বা রুরুরুরুজা
সবোরুপা রুরুরৈশলক্ষ্মী ।
মহারুচিরোপলমালকণ্ঠিকা
প্রবিদ্ধনালাবিলসদ্ভুবাসিনী ॥ ১১
তথাবরা বৈদলকীব দুস্তরা
প্রবর্ধিতা ঘোরবৈতরণী নদী ।
উদায় যবোদ ধনাধিরোহণং
তথাবরা জীবযুতপ্রবাহিণী ॥ ১২
পিবন্তি চাসন্তি চ যত্র দুর্খিতাঃ
পিশাচলক্ষাস্য নরস্তি বৈতরাঃ ।
সুবন্ধিতাঃ প্রাপ্তকয়াঃ কয়তয়াঃ
সমানরক্তাঃ য-মৃগাল-পক্ষিণঃ ॥ ১৩

তথা তথায়োধনমুদ্গরাদিনা
নিপাতমুদ্যে পিতৃপক্ষিরাট্টবম্ ।
নিরীক্ষমাণাঃ পরলৈকবন্ধবঃ
সমুদ্বিজা দুরাকবন্ধসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
অপেক্ষ-বিক্ষেপ-পরাহতস্বনঃ
নিপাতিতঃ শক্রসমঃ মহাবলম্ ।
বলেন্দ্রিয়প্রাণ যুতস্তথা জনা
যমোপহার্যং লভতে যমেক্ষয়া ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ত্রোদশস্কন্ধে অভিমন্যুবধপর্বণি তৃতীয়ভিক্ষুসংবাদে
নরকবর্ণনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

---

৩ হইতেছিল, যেখা ও স্থান যাইতেছিল, চলিতেছে চলিতে করিতেছিল এবং যম দূতগণের এক্ষি ও চলিয়া লইয়া যাইতেছিল। তখন তাহারা হাসিতে ও স্থান পাইতে ছিল ॥ ১০

সেই সময় ঘোর ঘোরা। দুরদুরিতে ঘোরে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাহা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুস্তর ও অধম প্রতীত হইতেছিল। তাহাতে জলের স্থলে কেবল রক্তধারাই বহিয়া যাইতেছিল। যম দূতগণসকল এই নদীতে যাহিত হইতেছিল। তাহাতে নরকস্থ লোকের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। হস্তিসকলের দেহ উহাতে পর্বতের ন্যায় মনে হইতেছিল। মহাবলের মস্তকসমূহ এই নদীর প্রস্তরস্থলে ছিল এবং মাংস ছিল কর্দমসমূহ। সেখানে যত যত হইয়া পক্ষিগণ নানাপ্রকার আকারসমূহ ধারার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই ভয়ানক ভয়ঙ্কর নদী প্রবাহের আকার দিয়া প্রবাহিত হইয়া দূর ও দীর্ঘিপথকে বহন করিতেছিল ॥ ১১-১৩

তথা তথায়োধনমুদ্গরাদিনা
নিপাতমুদ্যে পিতৃপক্ষিরাট্টবম্ ।
নিরীক্ষমাণাঃ পরলৈকবন্ধবঃ
সমুদ্বিজা দুরাকবন্ধসঙ্কুলম্ ॥ ১৪
অপেক্ষ-বিক্ষেপ-পরাহতস্বনঃ
নিপাতিতঃ শক্রসমঃ মহাবলম্ ।
বলেন্দ্রিয়প্রাণ যুতস্তথা জনা
যমোপহার্যং লভতে যমেক্ষয়া ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ত্রোদশস্কন্ধে অভিমন্যুবধপর্বণি তৃতীয়ভিক্ষুসংবাদে
নরকবর্ণনং নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

যাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করায় অভিমন্য ভীষিত ছিল, এরূপ ভয়ঙ্কর পিশাচসমূহ সেখানে একটি গান করিতে লাগিল। সমস্ত প্রাণিদলের বিনাশকারী এই পিশাচেরা অভিমন্য আনন্দিত ছিল। দুরদুর, দুরদুর এবং পক্ষিগণও সমানভাবে ঘোরনাদকারী লাগিয়াছিল ॥ ১৩

প্রলয়কালে যমরাজের রাজসূয়িকের যেই দুরদুরের অভিমন্য ভয়ের দেখাইতেছিল। সেখানে দুরদুরাগণ বর কবন্ধ (মুণ্ডহীন শরীর) ভূমিতে নাচ করিয়া নাচিয়াছিল। এই সব দেখিতে দেখিতে উহার পক্ষের ঘোড়ারা দুরদুর হইতে ধীরে ধীরে যাইতে থাকিয়া দুরদুরি আরম্ভ করিল ॥ ১৪

সেই সময় সকল লোকে দেখিতে লাগিলেন, বিজয়ী পরাক্রমশালী অভিমন্য রণক্ষেত্রে পতিত হইয়াছেন। তাহার ধনুষ্ণ আকারসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া শরীর হইতে দূরে যাইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি বজ্রধরণীর উপর বজ্রাহতবীর অহির ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পতিত আছেন ॥ ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ত্রোদশস্কন্ধের অভিমন্যুবধপর্বে তৃতীয়ভিক্ষুসংবাদের নরকবর্ণনা নামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে সৌভদ্রে রথযূথপে।
বিমুক্তকবচস্নাহাঃ সর্বে নিশ্চিন্তুকার্ম্মুকাঃ। ১
উপোপবিষ্টা রাজানঃ পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
অযত্নেব মৃধা যাতঃ সৌভদ্রস্তরুণোমনাঃ। ২
তত্রো যুধিষ্ঠিরো রাজা বিললাপ সুদুঃখিতঃ।
অভিমন্যৌ হতে বীরে ভ্রাতুঃ পুত্রে মহারথে। ৩
(এবং ত্রিত্বা কৃপণং সভায়াং রাজসংসদি সুযোধনম্।
ভোগঃ ভৌগিঃ মহেষ্বাসঃ ভবৈবাজ্ঞাং মহারথম্।)
ভোগানীকমনস্বন্তং যম প্রিয়চিকীর্ষয়া।
(তথা শত্রুশমার্থায় বীরানেব ধেতে নিশাস্তিতঃ।
কৃষ্ণাত্মান্ যুদ্ধকুশলান্ মহেষ্বাসান্ মহারথান্।
কুল-শীল-গুণেষু ক্তান্ পুরান্ বিদ্যাবলৌজসঃ।
ভোগেন বিহিতঃ গুরুমহেন্দ্রসমবৈরিভি॥
অষ্টপূর্ব্বমযাতিঃ চক্রঃ চক্রান্মধিপ্রিয়ঃ।)
ত্রিত্বা গুরুঃ প্রবিষ্টোঽসৌ ভোগবাসিব কেসরী। ৪
(বিক্রীড়িতঃ বলে যেন নিত্যং বৈ পরবান্ বলান্।)
যস্য পুত্রা মহেষ্বাসাঃ প্রত্যনীকপরা রণে।
প্রথমা বিধিবদ্বৃত্তে কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ। ৫
অস্ত্রান্তরজ্ঞমাত্মানং যেন জ্ঞাপয়তা গুরোঃ।
ক্ষিপ্রং গুরুমুখঃ সংখ্যে বিসংজ্ঞো বিনিপাতিতঃ। ৬
স তীর্ত্বা দুস্তরং বীরো ভোগানীকমহার্ণবম্।
প্রাপ্তো ভৌবসনিং কালিং প্রান্তো বৈবস্বতক্ষয়ম্। ৭
কথং ত্বক্ষ্যামি ভৌদ্রেয়ং সৌভদ্রং রিপুসেবিনম্।
পুরুষ্যা বা মহাভাগাং প্রিয়া পুত্রমলক্ষতীম্। ৮

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের বিলাপ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাস্ত্রজ্ঞসম্পন্ন বলবৃদ্ধি পুরুষশ্রেষ্ঠ অভিমন্যু নিহত হইলে পর সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধারা চল্ল ও তথায় সমবেত রাজগণ পূর্ব্বক দুঃখসন্তপ্ত বীরের দিকে অবলম্ব করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করত তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ইহাদের সকলেরই মন পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অভিমন্যুর উপরই নিবিষ্ট ছিল এবং ইহারা তাহার সেই যুদ্ধের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। ১-২

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতা অর্জুনের বীর পুত্র অভিমন্যু নিহত হইলে পর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৩

অহো! দ্রোণাচার্য্য, কৃপ, রাজা দুর্য্যোধন, ভোজাচার্য্য, মহারথি অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য মহারথী বীরগণকে জয় করিয়া, আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় ভোজাচার্য্যের বিশাল সৈন্যমধ্যে বিষ্ণু তুল্য বীর পরাক্রমকে বিনাশ করিবার পর পুত্র অভিমন্যু নিহত হইয়াছে এবং সে এখন লক্ষিত হইয়া আছে। যাহারা অস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান্, যুদ্ধবিশারদ, কুল-শীল ও বল সম্পন্ন তথায়ুধ, ভোজবংশী বীর, বিক্রমের পরাক্রমের জন্য যুদ্ধে প্রসিদ্ধ, সেই সব মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া ভোজরাজের সৈন্যকে যেরূপ তুলাযোগ এবং আমরা কোনরূপে পূর্ণে করিতে দেখি নাই, সেই ভোগবিদিত চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া চক্রধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রক্ষিণী-সদৃশ অভিমন্যু তাহার মধ্যে সেইরূপ প্রবেশ করিয়াছিল, যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৪

যে বালক যুদ্ধে মহান মহান পরাক্রমীগণকে বধ করিতে করিতে অদ্ভুত বলশালী হইয়াছিল। যুদ্ধে যাহার সম্মুখে আসিলে পর শত্রুপক্ষের অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, যুদ্ধকুশল ও মহারথীর বীরগণও উদ্বেজিত হইয়া পলায়ন করিত। ৫

যে বীর অল্পবয়স্কতার সুযোগে আমাদের ভোজরাজ শত্রু দুর্য্যোধন সম্মুখে আসিলে অতি ক্রুর বিদ্বেষ, অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া নিজ বিক্রান্তির পরিচয় দিয়াছিল, সেই বীর দ্রুত মহারথসমূহ দুরতিক্রমণীয় ভোগসেনা পার হইয়া দুর্য্যোধনের পুত্রের নিকট পঁহুছিয়া যমলোকে গমন করিল। ৬-৭

দ্রৌপদী-তনয় অভিমন্যুকে বিনাশ করিয়া কেমন করিয়া আমি এখন কিরূপে অর্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিব? অথবা যে নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পায় নাই, সেই মহাভাগা সুভদ্রার সম্মুখে কিরূপে গমন করিব? ৮

কিঞ্চিদ্ বয়মপেক্ষার্থমন্ত্রিণামনয়জ্ঞসম্।
তাবুভৌ প্রতিপক্ষায়ো হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ। ৯
অহহৈব মুহূর্ত্তাদ্যাঃ কেশবার্জুনয়োরপি।
ত্রিরাত্রায়ো ভবাত্রাজ্ঞো কৃতবান্নিরমন্ত্রিয়ম্। ১০
ন নূনো মৃগয়ে দোষো ক্ষোণাস্তোয়াদয়ঃ প্রবর্ত্তকে।
মন্যুলব্ধিঃ নাপন্নঃ প্রশান্তমনসো যথা। ১১
যো হি ক্ষোভো পুরস্যাস্যো যাদবেন্দ্র-সমুদ্রয়োঃ।
ভূতয়োস্তু সোঽস্মাকিমাসো ধৃষি পুরস্কৃতঃ। ১২
ধ্রুবং হি বালস্তনয়ো মৃত্যুমন্বিষ্যতাগতঃ।
সদস্য ইব সদ্যাগে বিদ্যে কেমমঞ্জসা। ১৩
যো ছেত্তি বয়মশ্লোকং ভ্রাতৃব্যং পরমর্দ্ধিভি।
বীক্ষতাং ক্ষোভণীত্রস্যা দ্বয়া কৃপণবৎসলা। ১৪
অনুজ্ঞো মন্ত্রিণান্ ভূমন্ ক্ষমায়াং ক্রিয়তাং বলী।
বসুধায়া যানকৃদ্ বীরঃ শ্রিতঃ সত্যপরাক্রমঃ। ১৫
হন্ত প্রায়শ্চিত্তি বিদ্বাংস্তবাপ্যাত্তিকরো মতঃ।
নিবর্ত্তকয়তাং তত্র কালকেয়াংশ্চ বীর্যবান্। ১৬

যদুবংশধ্বংস ও অর্জুন এই দুইটিরও সূচনায় এই অধ্যায়পূর্ণ, অনন্তর ও অন্যান্য বৃত্তান্ত বিস্তরে বর্ণনা করিব। ৮

আহা! আমার প্রিয় সখিবর ঈষার মুখে অমার জন্য দুঃখ হইয়া দুঃখিত, ঈশ্বর ও অর্জুনের এই অগ্নির কার্য করিলেন। ১০

লোকী যখন কোন কার্যের দোষ দেখিতে পায় না। সে দোষ ও দোষের বশীভূত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। আমি মুনিগণ মধ্যবর্তী নাথ করিবার কামনা করিয়া ইহা দেখি নাই যে, ইহাতে তাদৃশ পক্ষের ক্ষয় আছে। ১১

হায়! যে যদুবংশ বালকের ক্রোধজ, পরম, যাদব আরোহণ এবং ব্রহ্মবিধান প্রভৃতি কর্মেই অন্তে স্থান দিতে হয়, তাহাকে বিনা আয়াসে মুখের জন্য সাধারণ দিলাম। ১২

সেই তনয় মৃত্যুর এখনও বালক। মৃত্যুবিদ্যার পূর্ণ নিপুণতা অর্জন করে নাই, সুতরাং যাদব বংশে প্রবেশ করিয়া সভার মধ্যে এই বিষয় সকলের সম্মুখে বাহির বিনাবে কুলনে থাকিতে পারিবে। ১৩

যদি আমরা অভিমন্যুর সহিত্যই আজ প্রভাসে গমন না করি, তবে ক্রোধে উদ্বেলিত অর্জুনের লোকাধুল মেরুবাসিদের অবশ্যই আমরা লয় হইয়া যাইব। ১৪

যে লোকহীন, বুদ্ধিমান্, লজ্জাশীল, ক্ষমাবান্, বলবান্, বদান্য, সুদৃঢ় পরীক্ষাকারী, আপনাকে মানদানকারী, শ্রীনিবাস, যাহার কথা দেবগণও প্রশংসা করেন, যাহার কথা বহুপূর্ণ ও মধুর, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ ও কালেয়দের অহঙ্কারকে বিনাশ করিয়াছে, যে ভুজ বিক্রমের মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রসখ পৌলোমদিগকে সাগরগর্ভের সহিত তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই মহাবলশালী অর্জুন সকলকে যদি অস্ত্র ভাবনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহা দিগকেও সে অবশ্যই করিয়া থাকে; হায়! এরূপ বলশালী বীরের পূজায় আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ১৫-১৮

অয়ে! মহাবল যদুবৃষ্ণিপুরুষদের উপর এখন অধিপত্য করিবার ভার আপনি উপযুক্ত হইল আমরা, নিজের পুত্রের হাত বুদ্ধি হইয়া বুদ্ধীদুয়ের অর্জুন কৌরবদিগকে রক্ষা করিয়া ফেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে। ১৯

দুর্যোধন বীর পুরুষ। তাহার সহায়কারীও বীর; তাই যে নিশ্চয়ই অর্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া ক্রোধে বাতুল হইয়া যাঁর প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ২০

যাহার ধন ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেন্দ্রসুখার অর্জুনের সেই পুত্র অভিমন্যুকে প্রভাসে মৃত দেখিয়া এখন আমাকে বিনয়, রাজা, অবলম্ব, ও দেবলোকবাসীর শ্রীতিমান করিতে পারে না। ২১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশসাহস্র্যাং শ্রীকৃষ্ণোপনিষদি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫১

বীর ও মহাসাগরকল্প, যাহার কথা দেবগণও প্রশংসা করেন, যাহার কথা বহুপূর্ণ ও মধুর, যে পরাক্রমশালী বীর নিবাতকবচ ও কালেয়দের অহঙ্কারকে বিনাশ করিয়াছে, যে ভুজ বিক্রমের মধ্যেই হিরণ্যপুরবাসী ইন্দ্রসখ পৌলোমদিগকে সাগরগর্ভের সহিত তাহাদের সংহার করিয়াছিল, সেই মহাবলশালী অর্জুন সকলকে যদি অস্ত্র ভাবনা করিয়া তাহার নিকটে আসে, তবে তাহা দিগকেও সে অবশ্যই করিয়া থাকে; হায়! এরূপ বলশালী বীরের পূজায় আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ১৫-১৮

অয়ে! মহাবল যদুবৃষ্ণিপুরুষদের উপর এখন অধিপত্য করিবার ভার আপনি উপযুক্ত হইল আমরা, নিজের পুত্রের হাত বুদ্ধি হইয়া বুদ্ধীদুয়ের অর্জুন কৌরবদিগকে রক্ষা করিয়া ফেলিবে—তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া দিবে। ১৯

দুর্যোধন বীর পুরুষ। তাহার সহায়কারীও বীর; তাই যে নিশ্চয়ই অর্জুনের হাতে নিজের পক্ষের বিনাশ দেখিয়া ক্রোধে বাতুল হইয়া যাঁর প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। ২০

যাহার ধন ও পুরুষার্থের কোনও তুলনা নাই, দেবেন্দ্রসুখার অর্জুনের সেই পুত্র অভিমন্যুকে প্রভাসে মৃত দেখিয়া এখন আমাকে বিনয়, রাজা, অবলম্ব, ও দেবলোকবাসীর শ্রীতিমান করিতে পারে না। ২১

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশসাহস্র্যাং শ্রীকৃষ্ণোপনিষদি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিলাপরত-যুধিষ্ঠিরসমীপে বাসুদেবস্যাগমনম্, তৎকর্ত্তৃক-মারবধবৃত্তান্ত-বর্ণনয়া ব্যাসেন দুর্য্যোধনোৎপত্তি-প্রসঙ্গবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথৈনং বিলপন্তং তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তত্র আজগাম মহামুনিঃ। ১

অর্চ্চিতো যথান্যায়মুপবিষ্টঃ যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীন্মোক্ষসম্বন্ধং তাতঃ পুত্রমিবেশ্বরঃ। ২

অথর্ষয়ৈস্তৈর্ব্বহুভিঃ পরিবার্য্য মহাত্মভিঃ।
যুধামানো মহেষ্বাসৈঃ সৌভদ্রো নিহতো রণে। ৩

বালস্ত বালবুদ্ধিস্ত সৌভদ্রঃ পরবীরহা।
অন্যপ্রাণেন সংত্রাসে যুধামানো বিশেষতঃ। ৪

যদা প্রোক্তঃ স সংত্রাসে ত্বয়া সত্যবতীসুত।
প্রবিষ্টোঽস্মদ্বলে তস্মিন্ সৈন্ধবেন বিরাজিতঃ। ৫

সহ নাম সহঃ বৃদ্ধসেবীঃ বৃদ্ধজীবিনি।
ঈঃ চৈবাসঃ যুদ্ধজীবুদ্ধং যং কৃতঃ পরৈঃ। ৬

তেনাস্ত্র কৃতসঙ্কল্পঃ সোঽবধ্যস্তব্যাকুলঃ।
ব্যূঢ়ঃ নৈবাধিপজ্ঞানি চিত্রয়ানঃ পুনঃ পুনঃ। ৭

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা বিলপন্তং বৈ শোকব্যাকুলমানসম্
উবাচ ভগবান্ ব্যাসো যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ। ৮

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
ব্যাসস্য ন মৃতান্ যূয়ং ভগবন্ত্বং। ৯

যাবদ্বৈ নঃ কথাঃ পুণ্যাঃ শ্রবণীয়া ভবন্তি হ।
অবাপ্তসম্ভবঃ কর্ম্ম কৃত্বা বৈ পুরুষোত্তম। ১০

অনন্তিক্রমণীয়ো বৈ বিধিরেষ যুধিষ্ঠির।
দেহবানহ-সম্বন্ধান্ মৃত্যুর্হরতি জীবতঃ। ১১

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর শোক দূরীকরণ করিতে করিতে ব্যাসদেবকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের উৎপত্তির প্রসঙ্গবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর এইরূপে বিলাপরত যুধিষ্ঠিরের নিকট সে স্থানে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শুভাগমন করিলেন। ১

সৌভদ্র যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ব্যাসদেব তিনি ঋষি উপবিষ্ট হইলেন, তখন রাজা অভিমন্যুর পুত্র অভিমন্যুর বিনাশে শোকসন্তপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন। ২

মুনে! অথর্ব্বপরায়ণ অন্য মহাত্মগণের সহিত আপনি মহাবলী চারিদিক দিয়া বিরিয়া রাজাকে যুদ্ধ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমন্যুকে অন্যায় আঘাত করিয়াছেন। ৩

অল্পবীর্য্যবান্ অভিমন্যু একাকী যুদ্ধে ন রাজকুমার যুধিষ্ঠিরের ছিল। বিশেষতঃ সে সংগ্রামে উপস্থিত অন্যান্য মহাবীর্য্য হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। ৪

আমি যুদ্ধস্থলে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, যুধি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শত্রু আমাদের যার উদ্ঘাটন করিয়া যান। তখন সে যার উদ্ঘাটন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যাইল। তাহার পর আমরা সেই যার দিয়া যুদ্ধের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন সিন্ধুরাজ বরদান আমাদের প্রতিরোধ করিল। ৫

যুদ্ধবীর অভিমন্যুর বীর্য্য দেখা আমাদের সকলেরই বীরের মতিতে যুদ্ধ করিবার বাসনা করা উচিত। পরন্তু সে অতিবালক বহুতর যুদ্ধ করিল, যাহা কখনই সহ্য হইতে পারে না। ৬

হে ঋষি আমি আজ সত্য, লোকান্তরে গিয়া আমার ১৬ পুত্র বধিয়া যাইতেছে আমি যাহাদের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি এবং আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপরত যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন। ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে রাজা বিশেষজ্ঞ, মহামতি, ভরতকুলতিলক যুধিষ্ঠির! তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে সহসা শোকগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। ৯

যে পুরুষোত্তম অভিমন্যু পৌরুষশালী বীর। সে ধর্ম্মানুযায়ী অবলোকনীয় পরাক্রম প্রকাশ করত বহুসংখ্যক শত্রুকে বধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে। ১০

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ইহা বিধাতারই বিধান। ইহাকে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। মৃত্যু দেহধারী মানব ও দেহবন্ধনকে হরণ করিয়া থাকে। ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে বৈ পৃথিবীপালাঃ শেরতে পৃথিবীতলে।
বিহতাঃ পুরুষব্যাঘ্রা মৃত্যুনাদ্যা মহাবলাঃ। ১২
নাদ্যাপ্যুত্তরলোকাত্তে বান্ধবৈরবলোক্যতে।
ত এতে বিহতাঃ সংখ্যে পুনরাকল্পা নৈরৃতৈঃ। ১৩
নৈষাং পশ্যামি তন্ত্রাজ্ঞ প্রাপিনাং সাধুবে কচিৎ।
বিক্রমযোগসম্পন্নাস্তপোযজ্ঞসমাধিভিঃ। ১৪
জেতারমিতি চাত্মানং যেষাং বিশ্বাঃ প্রজা বিভো।
অথ তেষে হতাঃ প্রাজ্ঞাঃ শেরতে বিগতাসবঃ। ১৫
মৃত্বা ইতি চ শব্দোঽয়ং বর্ততে চ তবোপরি।
ইমে মৃত্বা মহীপালাঃ প্রাহরেষা ভীমবিক্রমাঃ। ১৬
বিদ্বেষ্টা বিদ্বতাবাসা মৃত্যুঃ সর্বজনপ্রভুঃ।
রাজপুত্রান্ত সংবেদ্য বৈবাসনমুদ্যতঃ। ১৭
অত্র যে সংশয়ঃ প্রাপ্তঃ মৃত্যুঃ সংজ্ঞা হতা ইতি।
তত্র মৃত্বা মৃতো মৃত্যুঃ কেন মৃত্যুবিদো প্রজাঃ। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই প্রকারে মৃত্যুসময় সৈন্যদের মধ্যভাগে বিদ্ধ হইয়া "মৃত" নাম ধারণ করত মৃত্যুকে পশ্চাৎ করিয়া আছে। ১১

ইহাদের মধ্যে বহু রাজাই দশ হাজার হস্তিতুল্য বলশালী এবং বহু রাজার ভেজ ও বল বায়ুতুল্য। এই সব তুলাকল্পিগণ মৃত্যুকর্তৃক আমার সম্মুখেই মৃত্যুমুখে নিহিত হইয়াছে। ১৩

এই সকল প্রাণশক্তিসম্পন্ন বীরগণের মৃত্যু কোন প্রকারে আমি কোথাও দেখিতে পাইতেছি না, কারণ, ইহারা সকলেই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবলান্বিত। ১৪

যাহাদের ভয়ে পরস্পরকে জয়লাভ করিবার বাসনা বর্তমান ছিল, সেই সব বলশক্তিসম্পন্ন আমু শেষ হইয়া যাওয়ায় মৃত্যু নিহত হইয়া ধরাতলে পতন করিয়া আছে। ১৫

আমরা ইহাদের প্রতি "মৃত"-এই শব্দ সর্বতোভাবে বর্তমান আছে। এই সমস্ত পরাক্রমশালী ভূপালগণকে প্রায় মৃতই বলা হইয়াছে। ১৬

এই শৌর্যশালী বীর রাজকুমারগণ (তাঁহা) ও অভিমানশূন্য হইয়া শত্রুদিগের অধীনত্ব করিয়াছে। ইহারা কুপিত হইয়া বাণবর্ষণে অগ্নিসূর্য জ্বলেন করিয়াছে। ১৭

এবিষয়ে আমার এমাত্র সংশয় হইয়াছে যে, ইহাদের কেন এই মৃত্যু বলা হয়? মৃত্যু মরে কোথা হইতে আসিয়া? কাহার মৃত্যু হয়? যে কেহ মৃত্যু হয়? এই মৃত্যু কি তত্ত্ব সকল প্রকারে (আত্মীয়) অবগত করিয়া থাকে? তেমনটা নিশ্চয়ই। এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ১৮

লোম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ জ্ঞানবতী যুধিষ্ঠিরকে মুনিবর ভগবান্ ব্যাসদেব এই আখ্যানটিকে যাহা বলিলেন। ১৯

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরেশ্বর! জ্ঞানী পুরুষগণ এবিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্তরূপ উপস্থাপন করেন। এই ইতিহাসে যে পূর্বে দেবর্ষি নারদ যাহা অকম্পনকে বলিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র! রাজা অকম্পনও নিজ পুত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত করিয়াছিলেন, যাহা আমার বিশ্বাসের একমাত্র সর্বাপেক্ষা অধিক অন্যতম ছিল। ২০-২১

এইজন্য আমি তোমাকে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয়ক উত্তম বৃত্তান্ত আদ্য বর্ণনা করিব, ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি শোকসন্তপ্তের কারণ উৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ২২

এই উপাখ্যান সমস্ত পাপরাশিনাশক। আমি ইহার বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ইহা ধন ও আয়ু বৃদ্ধিকারক, শোকনাশী, পুষ্টিবর্ধক, পবিত্র, পরমমঙ্গলবিধায়ক এবং সমস্ত অমঙ্গলাশী ভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমস্তকারক। যেমন যেমনমূহের আমার পুণ্যপ্রদ, সেইরূপ এই উপাখ্যানও পুণ্যপ্রদ বলিয়া জানিবে। ২৩-২৪

অবনীঃ মহারাজ প্রাহরিষ্যন্ নৃপাত্মজৈঃ।
পুত্রানামুদ্ভবো রাজন্নীদৃশৈরাদৃতৈঃ ক্রিয়া ॥ ২৪
পুরা কৃতযুগে তাত আসীদ্ রাজা ভরঙ্করঃ।
স শত্রুপক্ষমাসাদ্য মমো নাম্রাযমূর্ষতি। ২৫
তস্য পুত্রো হরিশ্চন্দ্র ইত্যাসীদ্যমজো মহান্।
শ্রীমান্ কৃতাস্ত্রো যোদ্ধাবী মূর্ধি যজ্ঞোপমো বলী ॥ ২৬
স শত্রুভিঃ পরিবৃতো বরুণা ভবমূর্ধনি।
যাজন বসিষ্ঠপ্রাপি যোগেন্ত ও সঙ্গেন্ত ও ॥ ২৭
স কর্ম দুষ্করং কৃত্বা সংগ্রামে শত্রুভাপনঃ।
শত্রুভির্নিহতঃ সংখ্যে পুত্রপ্রাপ্তঃ যুধিষ্ঠির। ২৮
স রাজা প্রেতকৃত্যানি তস্য কৃত্বা তপোধিকঃ।
যোজয়ামি রাজ্যে ও নাম্নাচ্চ সুখবর্ধনঃ ॥ ২৯
তস্য যোজঃ বিধিনা তু পুত্রযাজনসম্ভবম্।
রাজসূয়েন যেবর্ষির্ভবোহস্য সভীপতঃ। ৩০

মহারাজ! শৌর্যযুক্ত পুত্র, রাজা এবং মহাত্মাদিগের ভাগ্যবানেরা যেরূপ যজ্ঞের প্রভাবে প্রাপ্তকালে এই উপাখ্যান শ্রবণ করা উচিত। ২৪

রাজা! প্রাচীনকালের কথা, সত্যযুগে অকম্পনপুত্র এক মহিমা রাজা ছিলেন। তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগের ভীষণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ২৫

রাজার এক পুত্র ছিল, তাঁহার নাম হইল হরি। তিনি বলে ভগবান্ নারায়ণের তুল্য ছিলেন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যোদ্ধা, শ্রীমান্ এবং যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী। ২৬

তিনি এক সময় শত্রুপক্ষকর্তৃক পরিবৃত হইয়া শত্রুদলের যোদ্ধাদের ও বরুণদেবী বৈদ্যদের উপর যাইতেছিলেন, সময় সময় বসিষ্ঠদেব করিতে লাগিলেন। ২৭

যুধিষ্ঠির! সেই শত্রুদমন বীর রাজপুত্র সংগ্রামে দুষ্কর পরাক্রম দেখাইয়া শেষে বৈরিদলের মধ্যে শত্রুদলের দ্বারা নিহত হন। ২৮

তখন রাজা অকম্পন শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগই শোকে বিলম্ব করিলেন। তাঁহার মনে তখন শান্তি ছিল না। ২৯

তাঁর পুত্রের মৃত্যুতে রাজা অকম্পন সন্তাপে শোকাকুল হইয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট আসিলেন। ৩০

স তু রাজা মহারাজো দৃষ্ট্বা দেবর্ষিসত্তমম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং কথমেবমথাব্রবীৎ ॥ ৩১
তস্য সর্বং সমাচষ্ট যথাবৃত্তং নরেশ্বরঃ।
শত্রুভির্বিজয়ং সংখ্যে পুত্রস্য চ বধং তথা। ৩২
ব্রহ্ম পুত্রো মহাবীর্যো ইন্দ্র-বিষ্ণুসমদ্যুতিঃ।
শত্রুভির্ন্যহতঃ সংখ্যে পরাক্রম্য হতো বলী ॥ ৩৩
ও এষ মুহূর্তজন্মা হি বীর্যবানপরাজিতঃ।
এতন্নিজ্ঞামি ভদ্রং তে কুতঃ সম্ভূতবান্ বর ॥ ৩৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা নারদো বদতাং বরঃ।
আত্মানমিত্যমাচষ্টে পুত্রশোকাপহং নৃপ ॥ ৩৫

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্ মহারাজো আত্মানং বহুবিস্তরম্।
যথাবৃত্তং প্রভবং চৈব মহাপি বসুধাধিপ। ৩৬

সেই সময় মহারাজ রাজা অকম্পন দেবর্ষিপ্রবর নারদকে সমাগত দেখিয়া যথাযোগ্য পূজা করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত বলিলেন। ৩১

রাজা অকম্পন কথায় শত্রুদলের বিজয় এবং যুদ্ধস্থলে নিজ পুত্রের মৃত্যুবৃত্তান্ত এ সমস্ত বিষয়ই নারদকে যথাযথভাবে বলিয়া শুনাইলেন। ৩২

তিনি বলিলেন,—দেবর্ষে! আমার পুত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায় তেজস্বী, মহাপরাক্রমশালী এবং বলবান্ ছিল, কিন্তু যুদ্ধে বহু শত্রু একত্রে মিলিত হইয়া পরাক্রমপ্রকাশে তাহাকে বধ করিয়াছে। ৩৩

ভগবন্! এই মৃত্যু কে? তাহার বীর্য, বল ও তেজ কিরূপ? মুনিবরশ্রেষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! আমি এই সব বিষয় যথাযথভাবে শুনিতে চাই। ৩৪

রাজা অকম্পনের এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ বলিতে লাগিলেন ও প্রভাবশালী নারদ এই পুত্রশোকনাশক উত্তম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৫

নারদ বলিলেন,—নৃপবর! তোমার পুত্রের মৃত্যু যেরূপে হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আমি যথাযথরূপ পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছি। মহারাজ রাজন্! এখন আমি তোমার নিকট এক বিস্তৃত উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি। তুমি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৩৬

প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদা ব্রহ্মা আবিদদর্শে পিতামহঃ।
অসাক্ষাদ্ভয় মহাবেগা সৃষ্টা জগদিদং প্রভুঃ। ৩৮
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না সংহারং প্রতি পার্থিব।
চিন্তয়ন্ত স্তদৌ বেদ সাহায়ং মনুবাধিপ॥ ৩৯
তত্র রোষান্ মহারাজ খেদ্যোঽগ্নিসমবির্চসঃ।
জ্ঞেন সর্বা দিশো ধ্যাত্বা সাস্তর্দেশা বিশাম্পতে॥ ৪০
ততো দিবং ভুবং চৈব আলাবালাসমাকুলম্।
চরাচরা জগৎ সর্বং দদাহ ভগবান্ প্রভুঃ॥ ৪১
ততো হতানি ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
দহতা ক্রোধবেগেন মাসরাশিং যথার্চিষম্। ৪২

ততো ব্রহ্মা জগী স্থাণুমিদমাহরণক্ষিতিঃ।
ভবান্ সৃষ্টা জগৎ বেদং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্॥ ৪৩
তমিদানীমিদং স্থাণো প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
অস্তরীং পরমো বেদো জলদ্ভির মহামুনিঃ॥ ৪৪
কিং সৃষ্টং কামং তাবাহ কামাজ্ঞাতোঽসি সুব্রত।
করিষ্যামি প্রিয়ং সর্বং ব্রূহি স্থাণো যদীচ্ছসি॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ক্রোধপর্বণি অগ্নিস্তুত্যবসর্পণে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২

সৃষ্টীর আদিতে ব্রহ্মাতেজসী ও পরিপালনী শিবমূর্তির ব্রহ্মা হতে প্রলয়কালের সৃষ্টি করিলেন, তখন সংহারের কোনই ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং এই সম্পূর্ণ জগৎকে গ্রাসিবারে পরিপূর্ণ ও মৃত্যু-রহিত দেখিয়া প্রাণিগণের সংহারের জন্য চিন্তিত হইলেন। তাহাতে; কৃপাল! যত কিছু চিন্তা করিবার সকল প্রকার প্রাণিগণের সংহারের বিষয় কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না ৩৮—৩৯

মহারাজ! সেই সময় ক্রোধপরবশ ব্রহ্মার খেদ্যোতি ইন্দ্রিয়-বাহ-সমূহ দিয়া অগ্নি উৎপন্ন হইল। সেই অগ্নি এই জগৎকে ভস্ম করিবার ইচ্ছায় সমস্ত দিক্ ও বিদিক্সমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। ৪০

তখনকার আকাশ ও পৃথিবীতে সকলই অগ্নি স্তূপ দিয়া ব্যাপ্ত হইল। সব করিবে সমর্থ এবং অত্যন্ত পরিপালনী ভগবান্ অগ্নিদেব তাঁর ক্রোধবেগে সমস্তকে সহজ করিতে করিতে সম্পূর্ণ ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। ৪১

তাহাতে সমস্ত চরাচর ও স্থাবরাদি ভূতগণ দগ্ধ হইতে লাগিল। ইহাতে যে ভাবের ভস্মরাশি এই হইয়া থাকে ৪২-৪২

তাহার পর ব্রহ্মাদেবের অধিপতি, ধরাধারী, ভূতধাত্রী স্থাণু-নামধারী ভগবান্ রুদ্র পরমেষ্টী ভগবান্ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ৪৩

প্রজাপতির হিতকাঙ্ক্ষী ভগবান্ রুদ্রদেব আগমন করিলে পর মহামুনি ব্রহ্মা বীর বেদ হইতে বেদোপায় হইয়া এইরূপ বলিলেন। ৪৪

বীর স্থাণুদেব আপনি সৃষ্টি করিয়া বেদ্য পুরু! তুমি আমার মানসিক সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। আমি তোমার কোন্ কামনা পূর্ণ করিব? তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছুক, তাহা বল। আমি তোমার সকল মনোরথসমূহ প্রিয় কার্য করিব ৪৫

শ্রীমহাভারত বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভগবান্ ক্রোধপর্বের ক্রোধপরবশ অগ্নিস্তুত্যবসর্পণ বিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সমস্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সংহার, ভূতোদ্ভবপত্তি, তদুপরি প্রজাসংহারতারতম্য-কথন।]

স্থাণুরুবাচ।

প্রজাসর্গনিমিত্তং হি ভূতো মত্তস্ত্বয়া বিভো।
ত্বয়া সৃষ্টাশ্চ ভূতান্তে ভূতপ্রাণাঃ পৃথগ্বিধাঃ॥ ১

তাস্তেষু পুনঃ ক্রোধাৎ প্রজা ভক্ষন্তি সর্বশঃ।
তা দৃষ্ট্বা মম কারুণ্যাৎ প্রসীদ ভগবন্ প্রভো॥ ২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংহার, ভূতোদ্ভবপত্তি, তদুপরি প্রজাসংহারতারতম্য-কথন।]

স্থাণু (রুদ্রদেব) বলিলেন,—ব্রহ্মা! আপনি প্রজাসৃজনের সৃষ্টির জন্য আমা হতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি আমা হতে নানাপ্রকার প্রাণিগণের সৃষ্টি ও সৃষ্টি করিয়াছেন। ১

আপনার সেই সৃষ্ট প্রজাগণ পুনরায় আপনাকেই ক্রোধে গ্রাস করিতেছে। ইহাতে তাহাদের জন্য আমার হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভগবন্! প্রভো! সেইজন্য আপনি এই প্রজাগণের প্রলয়কারী ক্রোধ হইতে ২

ব্রহ্মোবাচ।

সাহস্রং ন চ মে কাম্য এতদেবং ভবেদিতি।
পৃথিব্যা হিতকামঃ স্ম অতো মাং মধুরোবিধৎ। ৮
ইত্যুক্ত্বা হি মধুঃ দেবী ভার্যার্থে সমচূচুদৎ।
সাহস্রার্থং মহাদেব ভার্যেপাত্তিকা সতী। ৯
অতোঽহং নাধিগচ্ছামি তথা বরবিধৌ তথা।
সাহস্রমস্ত্রমেবেত্ত তস্মাৎ মন্ত্রাবিধৎ স্ম। ১০

রুদ্র উবাচ।

সাহস্রার্থং প্রসীদস্ব মা ভবো বরুবাদিন।
যা প্রজাঃ স্থাবরাশ্চৈব জঙ্গমাশ্চ বানীমনঃ। ১১
তব প্রসাদাৎ ভবিতা বর্তেরং স্থিরা ভবং।
অনাবৃতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতি বর্ততে। ১২
ভবন্ ক্রোধসমুদ্ভূতঃ ক্রোধাগ্নিরিবাসকৃৎ।
স ত্বত্যন্তকৃতানি ভ্রমাংশ্চ দহিতুমর্হসি। ১৩
সপ্তলানি চ সর্বাণি সর্বাংশ্চৈব তুলোলপান্।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব নিঃশেষং কুরুতে ভবং। ১৪

ভবেজ্জ ভক্ষয়ন্নাত্মঃ ভবং স্থাবর-জঙ্গমম্।
প্রসীদ ভবন্ ন যঃ রোষো ন ভাব্ বরো মম। ১৫
সর্বে হি সৃষ্টা ভবতি তব দেব কথঞ্চন।
তস্মান্নিবর্তয়াং রোষস্তবোদ্ভবমিমং প্রভো। ১৬
তব পত্ন দেব সুভগাঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
যদেমে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তেরংস্তথা কুরু। ১৭
অন্যথা নেহ সংক্ষেপুরুৎসন্নজননাঃ প্রজাঃ।
আদিদেব নিযুঙ্ক্ষোঽগ্নি যথা লোকান্ ভবেন্ লোকভৃৎ। ১৮
যা বিনাশেচ্ছয়াপ ভবং স্থাবরজঙ্গমম্।
প্রসাদাভিমুখঃ দেবঃ তস্মাদেবঃ প্রসীদতাম্। ১৯

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা হি বচনং দেবঃ প্রজানাং হিতকারণে।
ক্রোধঃ সম্ভারয়ামাস সুরেশোঽগ্নরাশনি। ২০
ঊর্ধ্বোর্ধ্বমুপসংক্রান্তা জ্বালাঃ সোঽক্রমংস্তদা।
প্রযুক্তঃ নিযুক্তঃ তথায়াস বৈ প্রভুঃ। ২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—রুদ্র! আমার ইচ্ছা এরূপ নহে যে, এই প্রজাগণ এইস্থানে বিনষ্ট হউক। তবদেবের হিত কামনা করিয়াই আমার মনে এই ক্রোধ আবির্ভূত হইয়াছে। ৮

ভগবান্! এই পৃথিবীদেবী প্রজাগণের প্রাণে পীড়িত হইয়া তাহাদের সংহারের জন্য আমাকে প্রেরণা করিয়াছে। এই মধু-নাম্নীদেবী ভক্তিভাবে অবনত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। ৯

আমি অনেক প্রকার এই পঞ্চ ভূতের সংহারের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কোন উপায়ই আমি উদ্ভাবন করিতে পারি নাই। এজন্য আজ আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। ১০

রুদ্র বলিলেন,—বহুরূপ পরমেশ্বর! আপনি ক্রোধ করিবেন না। জগতের সংহার নিবারণের জন্য আপনি প্রসন্ন হউন। এই স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসকলকে বিনাশ করিবেন না। ১১

ভগবন্! আপনার কৃপায় এই ভূত যাহা সৃষ্টি ছিল, যাহা ভূত, যাহা ভবিষ্যতে থাকিবে, সেই ভবিষ্যৎ ও যাহা সম্প্রতি আছে, সেই বর্তমান—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিচালিত হইতেছে। ১২

প্রভো! আপনি ক্রোধে প্রজাগণ হইয়া ক্রোধানুরূপ যে অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পরমতেজস্বী, বৃক্ষ ও ঔষধিসমূহকে ভস্ম করিতেছেন। ১৩

এই অগ্নি সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, নদীপ্রবাহ ও সমুদ্রসমূহ এবং পর্বতীয় জলাশয় সমূহকেও শুষ্ক করিতেছে। এইরূপে এই সমস্ত চরাচর জগৎ শূন্যময় করিয়া তুলিতেছে। ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আপনার মনে যেন আর ক্রোধ ক্রোধ না থাকে, তাহাই আপনার নিকট আমার যাচ্ঞা প্রার্থনা। ১৪-১৫

দেব! আপনার পক্ষ এই সমস্ত প্রাণী যে কোনরূপে নষ্ট হইয়া যাইবে, অতএব আপনার এই ক্রোধরূপ ক্রোধ জগতের সংহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার মধ্যে বিলীন হউক। ১৬

প্রভো! আপনার প্রজাবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া ইহাদের উপর কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করুন। যাহাতে এই সমস্ত প্রাণী জন্মে বর্তমানে রক্ষা পায়, আপনি তাহাই করুন। ১৭

সন্তানরহিত না হইয়া যাহাতে সকল প্রাণী সুখে বাস করে। আদিদেব! আপনি লোকসমূহের মধ্যে আমাকে লোকস্রষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ১৮

ভগবান্! এই চরাচর জগৎ যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইরূপ দয়া করিতে উমার প্রভুর সম্মুখে আমার একান্ত প্রার্থনা আমি নিবেদন করিলাম। ১৯

ব্যাস বলিলেন,—রাজন্! ব্রহ্মার বাক্যে দেবের জন্য মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় তাঁহার অন্তরাত্মায় সেই রোষ (ক্রোধ) ধারণ করিলেন। ২০

তখন বিশ্বভাবিত ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ক্রোধাগ্নির উপসংহার

উপসংহরতস্তস্য তমগ্নিং মোক্ষঃ তথা।
প্রাদুর্ভূত বিশেষো গোত্যো নারী মহাব্রতঃ। ১৭
কৃষ্ণকেশা তথা সিতরক্তজিহ্বাস্যলোচনা।
কুণ্ডলাভ্যাং তু রাজেন্দ্র তপ্তাভ্যাং তপ্তভূষণা। ১৮
সা বিশেষা তথা মেধ্যো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতা।
পরমানো চ লাবেণ্য মেধ্যো বিশেষরাকৃতৌ। ১৯
তমাদায় তথা মেধ্যো লোকাদিনিধনেশ্বরঃ।
(উদ্ধরন্ মহতঃ বাক্যং লাঙ্গলিষা পুনঃ পুনঃ।)
ধৃতো ইতি মহীপাল তস্মিং মেধ্যঃ প্রজা ইতি। ২০
যং হি সংহারমুদ্যান্তং প্রাদুর্ভূতা কথো যদ।

তথাং সংহর সর্বান্ প্রজাঃ দক্ষকৃপতিতাঃ। ২১
যদ যং হি নিয়োগেন তথা মেধ্যো ভবান্যহি।
এবমুক্তা তু সা দেবী মুক্তাঃ কমললোচনা। ২২
মধ্যে চতুর্দশিবলা প্রলয়ান্তে চ পুষ্করম্।
পাণিভ্যাং প্রতিজগ্রাহ তাভ্যামগ্নিং পিতামহঃ।
সমন্তরহিতার্থায় তাঃ চাপ্যাত্মনঃ তথা। ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মোক্ষপর্বণি অশ্বমেধপর্বণি মৃত্যুগীতায়াং ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৩

করিয়া মহাদেবের স্তব প্রভৃতি (কথা ও বিশ্রুতি (জ্ঞান) দ্বারায় উপদেশ দান করিলেন। ১৮

সেই মোক্ষাগ্নি উপসংহার করিবার সময় অকস্মাৎ প্রলয়ের সময় উহাহইতে এক নারী প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণবিশিষ্টা ছিলেন। ইহার জিহ্বা, মুখ এবং নেত্র শ্বেতবর্ণ ও রক্তবর্ণ ছিল। রাজেন্দ্র! তিনি তপ্ত সুবর্ণনির্মিত কুণ্ডলে সুশোভিত এবং তাঁহার সমস্ত আভরণই তপ্ত সুবর্ণ নির্মিত ছিল। ১৭-১৮

তিনি প্রলয়ে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেই দুই বিশেষের সেবনার্থ নিজ নিরীক্ষণ করিতে করিতে মৃদু ভাবে করিতে লাগিলেন। ১৯

মহীপাল! সেই সময় ভগবান্ অগ্নি ও সূর্যের অধিপতি স্বামী ব্রহ্মা সেই নারীকে নিজের নিকটে আসিতে করিয়া আনিয়া ধারণ করিলেন। ২০

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর মহাব্রতধারী সেই কমলনয়না নারী অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইয়া পশ্চিমের এবং ঊর্ধ্বমুখ-অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২১

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার সেই অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণের নিধনের জন্য ঘোর মূর্তি ধারণ করিলেন এবং সেই নারীকেও অন্যান্য সহকারে গ্রহণ করিলেন। ২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মোক্ষশাস্ত্রাধীন অশ্বমেধপর্বাধীন মৃত্যুগীতা বর্ণনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(মৃত্যোরুক্তিঃ তথা তস্যাঃ সখীপক্ষে বরলাভঃ, মাহাত্ম্যকীর্ত্তনসহিতায়াঃ সপ্তশ্লোক্যাশ্চ।)

নারদ উবাচ।

বিনীয় দুঃখবলো ভাবজ্ঞেন প্রজাপতিম্।
উবাচ আঞ্জলিমূর্দ্ধা পরেষামধিকা পুনঃ॥ ১

মৃত্যুরুবাচ।

যদা সৃষ্টা ত্বয়া নাথ নারী ঈশ্বরী বরাঃ বর।
ক্রূরং কর্ম্মাহিতং কৃত্যাং তদৈব কিমু ভাষসে॥ ২

বিচেষ্যাহমবধ্যাস্তি প্রাণীহ ভগবন্ প্রভো
প্রিয়ান্ পুত্রান্ বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৃন্ মাতৃঃ পিতৃন্ পতীন্॥ ৩

অনধ্যাস্যন্তি যে দেব মৃত্যোর্মে চা বিচেষ্যহম্।
কৃপণানাং হি তেষাং যে শত্রবস্তাঞ্জিঘাংসতঃ॥ ৪

ক্ষেত্রাণ্যহং তদন্ ভীতা শরণং ত্বামুপাগতা।
যদত্র তবনং দেব পদ্মেভ্যো ন সুখোদয়ম্॥ ৫

কায়েন বিনয়োপেতা মৃত্যোরুপ্রশ্রয়েণ চ।
একবিজ্ঞাপয়োঃ কাঃ তত্র লোকেপিতায়ঃ॥ ৬

ইচ্ছেতং যদ্যদাদাস্যি তপস্তপ্তং প্রজেশ্বর।
প্রবিশেয়ং বরং দেব যং যং তদন্ প্রভো॥ ৭

যদা বাক্যা ময়িষ্যামি যেন কালমনুত্তমম্।
তত্র তত্রো তপস্তীব্রং তদ্বোধায়নে বরা॥ ৮

ন হি পশ্যামি লোকেশ প্রাণান প্রাণভৃতাং প্রিয়ান্।
বহূন্ বিলপমানানামধরীমিতরেষ মাম্॥ ৯

প্রজেশ্বর।

মৃত্যো সত্যমিদমাহ যা প্রজাসংযমকোবিদা।
সর্ব্ব এব সমর্থাস্তে প্রজা যা মে বিচারণা॥ ১০

তবিতা ক্ষেত্রদেবঃ হি মৈত্রক্ষাত্রকৃপা ভবেৎ।
তব ধর্ম্মিষ্ঠা লোকে কুরুষ বচনং মম॥ ১১

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(মৃত্যুর মোহ অপসৃত, প্রজাপতি কর্ত্তৃক তাঁহার বরলাভ এবং মাহাত্ম্য-অবশ্যপঠনীয়তার উপসংহার।)

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তৎপরে সেই অবলা নিজের অন্তরের দুঃখকে গোপন করিয়া অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন। ১

মৃত্যু বলিলেন,—হে জগতের সৃষ্টা হে প্রজাপতি! আপনি আমাকে এরূপ নারীরূপে কেন উৎপন্ন করিলেন? আমি জানিয়া শুনিয়া এই ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য কিরূপে করিব? ২

ভগবন্! আমি অবধ্য হইতে ভীত হইয়াছি। প্রভো! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। যখন আমি প্রাণিগণের প্রিয় পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা, মাতা, পিতা এবং পতিদিগকে নিধন করিতে থাকিব, দেব! তখন সেই বিষম অবস্থায় আমাকে দেখিয়া চিন্তা করিতে থাকিবে। অতএব আমি ইহাদের সকলের নিকট হইতে ভীত হইতেছি। ৩

ভগবন্! লোকপালগণ দীন-দুঃখী প্রাণিগণের দেহ হইতে যে অক্ষয়িষ্ণু পতিত হইবে, আমি তাহা হইতে ভীতা হইয়া আপনার শরণাপন্না হইলাম। ৪

হে দেব! হে জগদীশ! আমি ভয়ার্ত্ত ও অতিশয় নম্র করিয়া এবং করজোড়ে বিনীত ভাবে আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার পূর্ণ করিতে চাই যে, আমি যেন কাহাকে বধ না করি। ৫-৬

প্রজেশ্বর! আমি আপনার কথায় ভরসা করিয়া এরূপ বলিয়াছি। দেব! ভগবন্! প্রভো! আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ৭

আপনার আজ্ঞা লইয়া আমি উগ্র তপস্যাসহকারে যখন করিব এবং যেখানে আপনারই আরাধনার নিমিত্ত থাকিয়া তপস্যা করিব। ৮

দেবেশ্বর! আমি কখন করিতে করিতে বিলাপরত প্রাণিগণের দিকে প্রাণের সমতুল্য করিতে পারিব না। আপনি আমাকে এই বর হইতে রক্ষা করুন। ৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—মৃত্যো! প্রজাগণের সংযমের ভারই আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। যাও, তুমি সকল প্রজাকে সংযত কর। তোমার মনে আর অন্য কোন বিচার করা উচিত নহে। ১০

এই কথা করিবার তরেই তোমার এই জন্ম। ইহা ভগবন্ অন্যথা হইবে না। তুমি লোকে অনিন্দিতা থাকিয়া আমার আদেশ পালন কর। ১১

নারদ উবাচ

এবমুক্তাস্তরং প্রীতা প্রাঞ্জলিস্তমব্রুবীৎ।
সংহারে নাবকাশো মে সৃষ্টিঃ প্রজানাং বিধেরহম্ ॥ ১২
ভৃগোর্মাসীৎ বধূ দেবঃ প্রজনোর্ধ্বরেতসঃ।
প্রসাদং চাসদং বিষ্ণুমাত্মনৈব প্রজাপতিঃ ॥ ১৩
অয়মানস্ত দেবেশো লোকান্ সর্বানবেক্ষতে ॥
লোকাস্তাসন্ ব্যথাপূর্ণঃ দৃষ্ট্বাস্ত্রেনাসমন্ত্রিতা ॥১৪
নিবৃত্তরোষে তস্মিংস্তু তদবতাসনাজিতে।
সা কন্যাপি জগামাশু সমীপাং তস্য ধীমতঃ ॥ ১৫
অপসৃত্যাগ্রতিষ্ঠন্তী প্রজাসংহরণং তথা।
বরয়ামাস চ হরেস্তং দৃষ্ট্বাপ্রতিমবিক্রমম্ ॥ ১৬
সা তত্র পরমং স্থানং চক্রে ভর্তুরনুব্রতম্।
সা তত্র ক্ষেত্রশমনে তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্ ॥ ১৭
শত চাব্দানি কাল্যাং প্রজানাং তু হিতৈষিণী
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সংহৃত্যেহ সমিতঞ্জয়া সা ॥ ১৮

তত্রস্থেনৈব পাদেন পুনরুত্থায় সত্ত্ব বৈ।
তপশ্চে পঞ্চাগ্নি ঘোরং সপ্ত বৈ সপ্তকং পরম্ ॥ ১৯
ততঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ তাত দৃষ্টাঃ সপ্ত চচার সা।
পুনর্দধ্যৌ তপো নক্তং পুণ্যাং ত্রৈলোক্যলোকিতাম্ ॥ ২০
অথ বৈ সপ্তমে প্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তকে পরে।
বায়ুভক্ষা তু নিয়তা বভূবাঃ ধীতকল্মষা ॥ ২১
সা পূতা কৌশিকী পুণ্যা জগাম নিয়তৈষিণী।
তত্র বাহুনদাভাসা চচার নিয়তা পুনঃ ॥ ২২
পঞ্চমন্ত্রাস্তু সা পুণ্যা কল্পা বেতসভোজনা ॥
তপোবিশেষৈর্বিবিধৈঃ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥ ২৩
তপো বর্ষা তু সা পশ্চাৎ মহাযোগমুপেয়ুষী।
তপশ্চে চাগ্নিহোত্রস্থা প্রাণায়ামপরায়ণা ॥ ২৪
পুনর্হিমবতো মূর্ধি তত্র বেগাং পুরাবতম্।
তত্রাস্থায় সা তপশ্চে নিয়তং সমধা তদা ॥ ২৫

নারদ বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর তাঁহার বিষ্ণু দুঃখ করায় কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই নারী ধীরে ধীরে অত্যন্ত প্রণত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রজাপতির বিশ্বকার্যের ভারহরণে সহায় করিতে মনোনিবেশ করিলেন না ॥ ১১

তখন প্রজাপতিগণের অধিপতি ভগবান্ ব্রহ্মা নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা অধিসত্ত্বর বিষ্ণুকে বিদায় প্রদান করিলেন ॥ ১৩

দেবেশ ব্রহ্মা সমস্ত লোকসমূহের হিতে দৃষ্টিপাত করত ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি জ্যোতীরূপ হইয়া দেখিলেন বলিয়া সকল লোকই পূর্ণের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল ॥ ১৪

সেই অপ্রমাণিত ভগবান্ ব্রহ্মার রোষ পর্যন্ত হইয়া গেলে সেই ভগবান এই পাদমূলিষ্যান্ লোকের ব্রহ্মার নিকট হইতে অন্তর হইয়া গেলেন ॥ ১৫

রাজন্! সেই সময় ব্রহ্মাপুত্রকে সংহার করিবার বিষয়ে কোন প্রক্রিয়া না করিয়া মৃত্যু সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং অধিসত্ত্ব সেইস্থানে চিন্তিত হইলেন ॥ ১৬

তিনি সেখানে অত্যন্ত ভাবিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তের পালন আরম্ভ করিলেন। সেই সময় তিনি সাধারণতঃ প্রজাসর্গের বিষয় কামনা করিবার ইচ্ছায় স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় বিষয়সমূহ হইতে সরাইয়া লইয়া একাগ্র মনের সহিত একপদে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ১৭-১৮

বহুকাল! তখনও পুনরায় অন্য একরূপ সৃষ্টিকর্ম সেখানে একপদে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

তাত! তাহার পর দশ হাজার পঞ্চ বৎসরকাল তিনি তপশ্চরণের পরিচয় বিষয় করিলেন। তাহার দীপ্তি ও বিস্তৃত তপস্যা পুণ্যতী ত্রৈলোক্যলোকে যাইয়া তাঁহার তপে আট হাজার বৎসর অতিবাহিত করিলেন ॥

এইরূপে তপোবলে নিজেকে কৃশ করিয়া তিনি বিলীন হইয়া গেলেন। তাহার পর নিয়ম অবলম্বন করিয়া পুণ্য পুণ্যতী কৌশিকী নদীতে অবগাহন করিলেন এবং সেখানে বায়ু ও জল আহার করত পুনরায় বহুকাল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২০-২২

সেই পবিত্র কন্যা পঞ্চমন্ত্র ও বেতসভোজনে বহু তিক্ত তিক্ত তপস্যার দ্বারা নিজের শরীরকে অত্যন্ত কৃশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩

তাহার পর তিনি মহাযোগে এবং অগ্নিহোত্র মন্ত্রোচ্চারণের নিয়মে থাকিয়া প্রাণায়াম করত প্রজাসৃষ্টির ভার নিজেই-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তাহার দেবতাদের পূজ্য হিমালয়ের যে শিখরে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া এই সময় তপস্যা করা এক নিয়ম হয় পঞ্চম বেতস পাদের কৃশতনুর সাহায্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২৫

পুত্রবেষণ যোগেন বৈরিণে মনসে তথা।
অপাকর্তুং স্বতঃ দেহং নিত্যৈর্যৌবনশ্রিয়ঃ। ১৬
অনঙ্গদেহতা নিত্যং পুত্রত্বঞ্চ পিতামহে।
তথৌ পিতামহঃ তৈব যোগমায়াবলে বশীঃ। ১৭
তত্তস্তামব্রবীৎ প্রীতো লোকানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ।
সৌম্যেন মনসা বাক্যং প্রীতঃ প্রীতমনাস্তদা। ১৮
ব্রূহি কিঞ্চিদভিপ্রায়ং তপসাপি চরন্তীহ।
ততোঽব্রবীৎ পুনর্ব্রহ্মা দেবদেবঃ পিতামহঃ। ১৯
নাহং তপস্যা প্রজা বৈ যত্নাদ্ভোগোপভোগয়োঃ।
এতদিচ্ছামি সর্বেণ যদ্যে যদ্যয়া প্রভো। ৩০
অবর্ণত্বঞ্চ তীব্রাণি তবোদ্বেগা তথা আধিজা।
স্ত্রীত্বাচ্চ মহাভাগে প্রবৃত্ত্যাঽতমসাত্ত। ৩১
আর্তা চাহাপদী নারী যাচামি ভব মে শক্তিঃ।
তাম্রব্রবীৎ তদা দেবো বৃত্ত-তপা-তবিষ্যবিৎ। ৩২

অবর্ণো নাস্তি তে পুত্র্যা সাধবস্যা ইতঃ প্রজাঃ।
যদা লোকঃ দৃষা তত্ত্বে তবিতা ন তদক্ষম। ৩৩
তস্মাৎ সাধব তন্যাসি প্রজাঃ সর্বাস্তনুবিধাঃ।
যথঃ সনাতনস্য ত্বং সর্বথা পাবয়িষ্যতি। ৩৪
লোকপালো যমস্তেন সহায়ো ব্যাবহস্ত তে।
অহক্ষ বিষ্ণুবাস্তেন পুনর্যাস্যাম তে যথম্। ৩৫
ইথা তদ্বচনেনা তুক্তা বিরজাঃ যাবিষ্যতি।
সৈবমুক্তা মহাভাগা কৃতাঞ্জলিরিদং বিভুম্। ৩৬
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং প্রসাদ্য পিতরং তদা।
অস্তেবমেতৎ কর্তব্যা যথা ন স্যাদ্ বিধা প্রভো। ৩৭
তথাস্তো মূর্তি যে কন্যা মম যে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
লোকঃ ক্রোধোঽতাপুত্রেষ্যা
দ্রোহো মোহশ্চ মেদিনী। ৩৮

অবর্ণত্ব পুত্রত্ব, দৌর্ভাগ্য, বৈরিতাবশ্য ও মনস্তাপ তীব্রভাবে তাহাকে আক্রমণ করিবে। তখন তুমি, তাহাদের ও পতিদেবের আশ্রয় লইয়া তীব্র তপস্যা করিয়া দেহত্যাগ করিবে।

ব্রহ্মা তাহাকে এই প্রকার বলিলে তিনি পুনরায় ব্রহ্মাকে বলিলেন। ৩২

ভগবন্! এই প্রকারণতে সংসার করিলে মোক্ষ কখন হইবে না। তাহাতে আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা কখনও বিফল হইতে না। ৩৩

ভগবান্! যেহেতু তুমি চারিত্রাদি বিষয়ে সমস্ত প্রাণিগণকে সংসার কর। সেইজন্য তুমি মোক্ষকে সর্বতোভাবে পবিত্র করিয়া রাখিবে। ৩৪

লোকপাল, যম ও নারায়ণের সহিতমুক্ত মোক্ষ সাহায্য করিবে। আমি এবং অন্যান্য দেবগণ মোক্ষকে পুরাণ তত্ত্বজ্ঞান করিব, যাহাতে তুমি পাপমুক্ত হইয়া নিজে নিশ্চয়রূপে অন্যকে বিমুক্ত করিবে। ৩৫

ব্রহ্মাজী! তিনি এই কথা বলিলে পর তাহা হওয়াতে তাঁহার অন্যান্য অন্যান্য ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সেই সময় পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন।

প্রভো! যদি এই বাধা আমি বিনা সন্দেহ নাই হয়, তবে আমি আপনার এই আজ্ঞা শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা শুনুন।

লোভ, ক্রোধ, অসূয়া, ঈর্ষা, দ্রোহ, মোহ, নিদ্রাকন্যা এবং পরাপ্রসঙ্গের প্রতি অতিশয় কঠোর বাক্য—এই বিভিন্ন দোষসমূহই দেহধারিগণের দেহ ক্ষয় করে। ৩৬-৩৮

অন্নীশ্চাক্রোন্যপক্ষা যেন: ক্রিয়ুঃ পুরুষিয়াঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

তথা তবিষ্যতে মৃত্যো নাস্তু ভয়ং তব বৈ প্রজাঃ।
অবমন্তে ন তবিষ্যন্তি নাপরাস্তাস্যন্তি তে ৫ ৫৯

যাস্যন্তবিষ্যন্তি ভয়ে মমাদ:-

যে ব্যাধয়: প্রাণিনামায়ুষ্করাস্তা:।
তে যাস্যন্তি নরান্ পশ্চাদ্

নাবমংস্যে তবিষ্যন্তি যা চ দৈবী: ৫ ৬০

নাবমংস্যে তবিষ্যন্তি প্রাণিনাং বৈ
যং বৈ ধর্মজ্ঞ হি ধর্মজ্ঞ তেন।
ধন্যা ভূতা ধর্মবিদ্যা ধরিত্রী
ভস্মাদ্ প্রাণান্ সর্বদেবান্ নিবোধ ৫ ৬১

সর্বেষাং বৈ প্রাণিনাং কাম-রোষৌ
সন্তাজ্য যং সংভবেদ্ ভীতবান্।
এষ ধর্মজ্ঞঃ তবিষ্যত্যনন্তো
বিদ্যাবৃদ্ধান্ যাস্যতি ভূতধর্মঃ ৫ ৬২

যেনাস্মানং পাবয়ন্তাপরে যং
শাপেভ্যস্তানং মন্যমিত্যস্যাস্যাৎ।
তস্মাৎ কামং রোষমপাস্যতঃ যং
সন্ত্যাজ্যাত্মঃ সংভবেদ্ভি ভীতান্ ৫ ৬৩

নারদ উবাচ।

সা বৈ ভীতা দুহিতা ব্রহ্মণস্তেষা-
জ্ঞায়াদ্ ভীতা যাস্যমিত্যব্রবীৎ তম্।
সা চ প্রাণঃ প্রাণিনামন্তকালে
কাম-রোষৌ ত্যক্ত্যা হ্যন্তবাসকঃ ৫ ৬৪

দুহিতৃত্বেন ব্যাধয়শ্চাপ্রমত্তা
ব্যাধী রোগো ভবিষ্যতি যেন জন্তু।
সর্বেষাং প্রাণিনঃ প্রাণনাশে
তস্মাদ্ভোক্তা যা কৃতা বিদ্ধতা ত্বম্ ৫ ৬৫

সত্ত্বে যেষাং প্রাপিতিঃ প্রাবধীত্তে
সন্তা ভূত্বা সংনিবৃত্তাস্তথৈব।
এষ: সর্বে প্রাণিনস্তত্র সন্তা
ভূত্বা যেষা মর্ত্যবদ্ রাজসিংহ ৫ ৬৬

হত্যা করিবেন, —ভূত্যু! তাহাই হইবে। তুমি উহার ভীতি অন্তরে করিয়া প্রাণিগণকে সংহার কর। তাহা হইলে তোমার কোন অধর্ম হইবে না এবং আমিও তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করিব না। ৫৯

তোমার অন্তর্বিভূষণ, ব্যাধিগণ আদি হইতে যাহাদিগকে করিয়াছিলাম, তাহারা প্রাণিগণের নিজ নিজ আয়ুর ক্ষয় হইতে উৎপন্ন ব্যাধিরূপে উপস্থিত হইয়া আয়ুক্ষয় প্রাণীদিগকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তুমি ভীত হইও না। ৬০

তোমার কোন অধর্মই হইবে না। তুমিই প্রাণিগণের বধ ও সেই বধের হেতুরূপ হইবে। অতএব সকলে মনে মনে এবং ধর্মজ্ঞরূপ জীবন ধারণ করিতে পারিবে বলিয়া বলিতেছি হইবে। এই সমস্ত জীবগণের প্রাণকে নিষ্পাপ বলিয়া জান। ৬১

কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত এই ধর্মতত্ত্বের সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে সংহার কর। ইহা করিলে তুমি অধর্ম ধর্মজ্ঞ করিতে সমর্থ হইবে। বিদ্যাবৃদ্ধ পুরুষেরা ও তাহার অধর্মই লাভ করিয়া থাকিবে। ৬২

তুমি ধর্মাচরণের দ্বারা আপনি নিজেকে নিজে পবিত্র কর। অন্যথায় আমার প্রভব করিলে পর প্রাণী আপনি নিজেকে পাপশূন্য বিবেচনা করিবে। সেইজন্য নিজের মনে উৎপন্ন কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত তুমি সমস্ত জীবকে সংহার কর। ৬৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! সেই দুহিতাবাদিনী ব্রাহ্মী কন্যার সেই উপদেশ, বিশেষতঃ তাঁহার শাপের ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আপনার আদেশ আমি স্বীকার করিলাম। সেই দুহিতা অন্তকাল আসিলেই কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত অনাসক্তভাবে সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন। ৬৪

ইহাই হইল প্রাণিগণের দুহিতা, ইহার অন্য ব্যাধিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। রোগের নাম হইল ব্যাধি, যাহার দ্বারা প্রাণিগণ ক্ষয় হইয়া যায় (অর্থাৎ আয়ুক্ষয়ের আধারভূত হইয়া যায়)। আয়ু শেষ হইলে সমস্ত প্রাণীগণের মৃত্যু এইভাবে হইয়া থাকে। রাজন্! অতএব তুমি মৃত্যু শোক করিও না। ৬৫

আয়ু শেষ হইয়া যাইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাণিগণের নিজ পরলোকে যাইয়া অবস্থান করে এবং পুনরায় আয়ুক্ষয়ের সহিতই এই লোকে প্রত্যাবর্তন করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সমস্ত প্রাণী কর্মফলে লোকান্তরে যাইয়া সেখানে দেবতারূপে অবস্থান করিয়া থাকে এবং সেই কর্মফলের অবসানের সাথে সাথে পুনরায় এ-জগতে ফিরিয়া আসে। ৬৬

যাদৃগ্‌বিধো ভীষণতো মহৌজা
ক্ষেত্তা দেহান্ প্রাণিনাং সর্বশোঽসৌ।
যো যাতয়িত্বৈব বৃকিং কথঞ্চিৎ
প্রাণোদ্ধারোদ্যতস্তেনাবিশিষ্টঃ ৪৪৭
সর্বে বেদা দর্শনান্যাবিশিষ্টা-
স্তস্মাৎ পুত্রং মা শুচো রাজসিংহ।
ধর্মঃ প্রাণো যোনয়ে যে ত্বনৃতো
নিত্যং বসন্ বীরলোকানবাপ্তঃ ৪৮
যাজ্ঞা হ্যেষা সদ্ভিঃ পুণ্যকৃদ্ভি-
র্বেদা যত্রার্থেবিদ্ভিঃ প্রজানাম্।
প্রাপ্তে কালে সংক্ষয়ন্তী যথাবৎ
স্বয়ং কৃত্তা প্রাণভৃতাং প্রজানেম্ ৪৯
আত্মানং বৈ প্রাণিনো যান্তি সর্বে
বৈতান্ মৃত্যুঃ পাশিভির্বধ্নাতি।
তস্মাত্তস্মান্ মানুষোঽস্মিন্ ধীরো
মৃত্যুং ত্যক্ত্বা নিত্যং ব্রহ্মভূয়ৈব্।

ইত্যং সৃষ্টিং বেদবৃদ্ধাং বিদিত্বা
পুত্রান্নাস্যোঽকমাত্তং তাত্তব ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বার্থবদ্ বাক্যং নারদেন প্রকাশিতম্।
বৈবাহ্যকল্পনো রাজা সমাধিং নারদং তথা ৫১
বাদেত্বলোকঃ প্রীতোঽস্মি তবয়ৈবমিদং কৃতম্।
জন্মেহিতাদ্যঃ যত্তস্য কৃতার্থোঽস্মীতি বাদয়ে ৫২
ঋষেরাজ্ঞা নারদস্যেন রাজ্ঞা ঋষিরোত্তমঃ।
জগাম নন্দনং শীঘ্রং দেবর্ষিগণিতাশ্রমম্ ৫৩
পূজ্যা যত্নাত্তা বর্ণাশ্চ সর্বান্নাত্বুদ্ধয়েব চ।
সংক্ষেপিতাস্তস্য সদা শ্রবণং শ্রাবণং তথা ৫৪
এতদর্থপদং শ্রুত্বা তথা রাজা যুধিষ্ঠির।
জন্মমৃত্যু বিজ্ঞায় পুরাণাক্ষ পরাং গতিম্ ৫৫
সম্প্রাপ্তোঽস্মীতি মহাবীর্যাঃ স্বর্গলোকং মহাযশঃ।
অভিমন্যুঃ পরান্ হত্বা সমুদ্রে সর্বসিন্ধবে ৫৬

হত্বাত্তে উৎসৃজ্য লোকে সমর পরিত্যাগ ৫৭ ৫০

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের বাক্যের অনিলে, যুধিষ্ঠির নারদের কথিত এই অর্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অকম্পন বীর ঋষি নারদকে এই বলিলেন। ৫১

ভগবন্! যুধিষ্ঠির। আপনার মুখ হইতে এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমার লোক দুর্লভত্ব হইবার আমি প্রসন্ন ও কৃতার্থ হইলাম। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি। ৫২

রাজা অকম্পনকে এই কথা বলিয়া ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অভিমন্যুর দেবর্ষি নারদ অভিমন্যুর নন্দনবন অভিমুখে গমন করিলেন। ৫৩

যে ব্যক্তি ইহা সর্বদা শ্রবণ করেন ও অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহাকে এই ইতিহাস পুণ্য, যশ, স্বর্গ, ধন এবং আয়ু প্রদান করিয়া থাকে। ৫৪

যুধিষ্ঠির! সেই সময় মহাবলী ও মহাপরাক্রমী রাজা অকম্পন এই উত্তম অর্থপ্রকাশকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঋষিদের বর্গ পুণ্য বীরগণের গতি অভিমন্যুর অত্যন্ত দুষ্কর যুদ্ধের বর্ণনাকে গমন করিলেন।

মহারাজের অভিমন্যু পূর্বজন্মে চন্দ্রের পুত্র ছিলেন। এই মহাবলী বীর সমরাঙ্গণে সমস্ত মহারথগণের সম্মুখে সমরবিজয়ে

মৃত্যুমাপো মহেষ্বাসো ভয়ঃ সোমস্তিমুত্তমো মনে।
অগ্নিনা সহসা সপ্তম্যু মৃত্যুনা চ মহাবলঃ।
বিষ্ণুঃ সোমসুতঃ স পুরুষত্র প্রকীর্তিতে। ৫৭
উষায়াং পরমা বৃদ্ধিঃ কৃষা ত্রাকৃতিঃ সহ পাণ্ডব।
অশ্বয়কঃ সুসম্বন্ধঃ শীঘ্রঃ যোড়শুলাক্ষয়। ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগান্তর্গতে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি ভবিষ্যদ্ব্যবসপর্বণি মৃত্যু-প্রজাপতিসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৪

যম করিয়া বলবান্ শক্তি, বল ও বলশালী সমুদয়কে করিতে করিতে নিহত হইয়াছে এবং ভাগ্যবলিত হইয়া পুনরায় সেই ভূতলেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ৫৬-৫৭

পাণ্ডুনন্দন! অতএব তুমি মাতৃকুলের সহিত উহার নৈর্ঋতের ন্যায় প্রমাদ (অনবধানতা) পরিহার করিয়া উত্তরকর্ম করিতে তৎপর হইয়া পুনরায় অভিমন্যু মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। ৫৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সমগ্রভারতী সংহিতা মহাভারতের ষোড়শপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্ব মৃত্যু-প্রজাপতি-সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ষোড়শ-রাজকীয়োপাখ্যানারম্ভঃ, নারদের কথনারম্ভ রাজা সৃঞ্জয়ের পুত্রলাভ, লক্ষ্মী ভিক্ষুরূপ বিষ্ণু, সুহোত্রাদি-সপ্তপুত্র সৃঞ্জয়কে সবিধে নারদের ব্রহ্মস্তুতিবিষয়ক।]

সঞ্জয় উবাচ।

কথা মৃত্যুসমুৎপত্তিঃ কর্মাণাপ্রতিমানি চ।
বর্ষরাজঃ পুরাকাঃ প্রজাস্বৈনমথাব্রবীৎ। ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতঃ পুণ্যকর্মাণঃ মন্ত্রপ্রক্রিয়বিক্রমাঃ।
স্থানে রাজবয়ো ব্রহ্মন্ সন্তাপয়ন্তি। ২
কৃষ্ণ এব তু মে তত্ত্বমাখ্যাতুমিহার্হসি।
রাজর্ষীণাং পুরাণানাং সমাখ্যাসহ কর্মভিঃ। ৩

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যান আরম্ভ, নারদের কথায় রাজা সৃঞ্জয়ের পুত্রলাভ, লক্ষ্মীরূপিণী বিষ্ণু সৃঞ্জয়কে সপুত্রগণকে ব্রহ্মস্তুতি করিতে উপদেশ করেন এবং পুত্রগণের সৃঞ্জয়ের নিকট নারদের সমক্ষে ব্রহ্মস্তুতি করিতে বসেন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুর উৎপত্তি ও তাঁহার অসাধারণ কর্মের কথা শ্রবণ করিয়া বর্ষরাজ যুধিষ্ঠির পুরাকাল রাজর্ষিগণকে প্রশ্ন করিয়া এই কথা বলিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ইতঃপূর্বে পরমকর্মা, ব্রহ্মজ্ঞ, পুণ্যকর্মা, বিদ্বান্ এবং মন্ত্রবাদী রাজর্ষিগণ নিজেদের যোগ্য উত্তম স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ২

অতএব আপনি পুরাকাল সেই সব প্রাচীন রাজর্ষিগণের সংকর্ম-সমূহের যেরূপ আপনার যথার্থ জ্ঞান দ্বারা আমার সৌভাগ্যবর্ধন করুন এবং আমাকে আশ্বাসপ্রদান করুন। ৩

বিদেহ্যো দক্ষিণা দত্তাঃ ত্রৈপ্তে দত্তা মহাদ্যুতিঃ।
রাজর্ষিভিঃ পুরাকল্পৈস্তথা প্রস্তরীষু যে। ৭

ব্যাস উবাচ।

ত্রৈবাণা নৃপতেঃ পুত্রঃ সৃঞ্জয়ো নাম নামতঃ।
সখায়ো তস্য ত্রৈবাণেঃ ত্রয়ো পর্বত-নারদৌ। ৪
তৌ কদাচিৎ সুতং তস্য প্রবিশ্যৌ ঋদ্ধিবর্ধনম্।
বিধিনাভ্যর্চিতৌ তেন প্রীতৌ তত্রোষতুঃ সুখম্। ৫
ততঃ কদাচিৎ সুখাসীনঃ রাজানং সহ তুম্বিভিঃ।
দুহিতাভ্যাগমৎ কন্যা সৃঞ্জয়ং বরবর্ণিনী। ৬

পূর্বকালে কোন কোন পুণ্যকর্মকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণ যজ্ঞে উত্তম দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! রাজা ত্রৈবাণের সখা তিনে এক প্রখ্যাত মুনি ছিলেন। পর্বত ও নারদ এই দুই জন দেবর্ষি তাঁহার মিত্র ছিলেন। ৪

একদিন সেই দুই দেবর্ষি সঞ্জয়কে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি ইহাদের দুই জনের যিনি অগ্রগণ্য তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহারাও উত্তম সুখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ৫

এক সময় তখন এই দুই দেবর্ষির সহিত রাজা সঞ্জয় বসিয়া

ওষধিবনিতাঃ কন্যামকামাং বনাশিনি।
অনলিঙ্গিতিরাজীভিলিঙ্গিতাঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৮
যা নিশীথাবরীষ বাকা পর্বতঃ প্রহসন্নিব।
তস্যৈবং চরতশ্চারী সর্বলক্ষণলক্ষিতা ॥ ৯
উবাচেদং তদা বিপ্রর্ষভ ক্ষুধয়া বিনা স্ত্রিয়ম্।
শ্রীঃ কীর্তিঃ ধৃতিঃ পুষ্টিঃ সিদ্ধিস্তুষ্টিঃ প্রভা ॥ ১০
এবং ক্রমাণঃ দেবর্ষিঃ নৃপতিঃ সত্যবাদিনীম্।
অমোঘঃ ভবতম্ কন্যা মনো বরয়তীপতি ॥ ১১
নারদস্যৈবমীশেন যেহি মন্ত্রিতাঃ নৃপ।
তাবাবাং সুমহদ্দুঃখং প্রাপ্তৌ ভেষিক্ষয়ে নৃপ ॥ ১২
ঋষীণামেব সর্বেষাং সুতঃ প্রাণ নারদম্।
পর্বতস্তু সুদাক্ষুণ্ণো নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩
ক্ষন্তব্যে মম পূর্বং কুরাং বৈ বৃত্তবানসি।

অন্যায় কৃতা কৃতা বিপ্র যা যাঃ বর্ষঃ সহস্রশঃ ॥ ১৪
এবমুক্তো নারদস্তঃ প্রত্যুবাচোত্তরং বচঃ।
মনোবাক্‌-বুদ্ধিনন্যায়া ক্ষমা ক্ষেপকপূর্বকম্ ॥ ১৫
পাবিত্রং পরমন্যান্ত প্রথিতঃ বরলক্ষণম্।
ন যেষা নিশ্চিতা নিত্যা নিত্যা সত্যপরা স্মৃতা ॥ ১৬
অনুলোমে চ কাব্যার্থে মাং ঘ্নং ব্যাহৃতবানসি।
তস্মাৎ ত্বমপি ন ধর্ম্যং পরিহৃসি মহা বিনা ॥ ১৭
অক্রোধনেন শক্তো বৈ ক্রুদ্ধমুক্তম ক্ষমা।
অথ লোকপি নৃপো বিপ্রান্ পারাজ্ঞাদন-তোষেণ ॥ ১৮
পুত্রকাম্যা সদা শক্যা মহাভোগাচ্ছন্নুচি।
তত্র প্রসন্না বিপ্রেন্দ্রাঃ কথাচিৎ পুত্রমীপতে ॥ ১৯
তদর্থমাত্মনিমিত্তা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
ধনিনা নারদঃ প্রাহ্মণৈশ্চ পুত্রমীপ্সিতম্ ॥ ২০

ছিলেন, তখন তাঁহার পবিত্র ধ্যানযোগী পরমা সুন্দরী কন্যা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

তিনি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান সেই কন্যাকে বিধিপূর্বক জিজ্ঞাসিলেন। ৮

তখন দেবর্ষি পর্বত সেই কন্যার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—ভদ্রে! সমস্ত শুভলক্ষণযুক্তে সমানিতা চারুহাসিনী এই কন্যা কাহার পুত্রী? ৯

অম্বে! এই কন্যা সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠা অথবা অধিকেরও দিবা? দিবা শ্রী, হ্রী, কীর্তি, ধৃতি, পুষ্টি, সিদ্ধি ও তুষ্টি প্রভা প্রভা। ১০

এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি পর্বতকে রাজা বসু বলিলেন,—ভগবন্! এ আমারই কন্যা, সে আমার নিকট হইতে বরলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ১১

এই সময়ে নারদ রাজাকে বলিলেন,—হে নৃপ! যদি তুমি সত্য কথাপ্রসঙ্গে করিতে অভিলাষী হও, তবে তোমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে করিবার জন্য আমাকে প্রদান কর। ১২

তখন পর্বত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে বলিলেন—আহা, প্রবঞ্চনা করিয়া তুমি অত্যন্ত দুষিত হইয়া নারদকে বলিলেন। ১৩

ব্রহ্মন্! আমি মনে মনে একবারই যে কন্যাকে বরণ করিয়াছি, তাহাকেই তুমি এখন বলপূর্বক করিলে। যেহেতু তুমি আমার অভিপ্রায়ের বিপরীতে বরণ করিয়াছ, সেইহেতু তুমি এখন ধর্মের সহায়তার অবশ্য পতন করিতে পারিবে না। ১৪

তিনি এই কথা বলিলে পর নারদ তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন—মনে সমস্ত করিয়া, বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কর্মের দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করিয়া, পরস্পর সম্ভাষণপূর্বক এবং সম্বন্ধের জন্য হাতে মন্ত্রিত যে কন্যাদান করা হয়, বরকর্তৃক যে কন্যার পাণি গ্রহণ করা হয় এবং বৈদিক মন্ত্রদ্বারা করা হয়, এই সকল বিধি-বিহিত বিবাহই কন্যার পাণিগ্রহণের সাধকরূপে প্রসিদ্ধ, কিন্তু কেবল বিবাহ দ্বারা পাণিগ্রহণের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। ইহার পূর্ণ নিয়া (পরিসমাপ্তি) তে সপ্তপদী গমনই উচিত হইয়াছে। ১৫-১৬

অতএব এই কন্যার উপরে পরিবর্তে তোমার কোন অধিকার নাই—এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে শাপদান করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও আমার সাহায্য ব্যতীত স্বর্গলোকে যাইতে পারিবে না। ১৭

এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শাপদান করিয়া সেই দুই দেবর্ষি সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যদিকে রাজা বসু পুত্রলাভ করিবার ইচ্ছায় সাম্বোৎসর্গ পূর্ণ যজ্ঞ প্রারম্ভ করিয়া অভিপ্রায় যজ্ঞের সাধক তোমন, পান করিবার যোগ্য পদার্থ এবং বস্ত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণদের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে পুত্রদান করিতে অভিলাষী সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বেদ-বেদাঙ্গসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন, ইঁহারা একসঙ্গে নারদকে বলিলেন—দেবর্ষে! আপনি এই রাজা বসুর অভীষ্ট পুত্র প্রদান করুন। ১৮-২০

অথেজ্যাজ্ঞ। বিনীতজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ বাক্যমেতদ্বৈ।
ভূতাঃ প্রজ্ঞা রাজর্ষে পুত্রমীপ্সসি ব্রাহ্মণাঃ। ১১
যজ্ঞঃ কুরীষ তুভ্যং তে যাস্যতি পুত্রমীপিতম্।
অথোবাচ প্রাঞ্জলী রাজা পুত্রং যজ্ঞে তথাবিধম্। ১২
ঋষিভিঃ কীর্তিমন্তঃ তেজস্বিনমরিন্দমম্।
যজ্ঞ মূলং পুরীষক্ষ ক্রেঃ যেন্দ্র কারণম্। ১৩
(সর্গঃ তবেন প্রসাদাদ্ বৈ ভাবিনঃ তনয়ঃ গুণে।)

ব্যাস উবাচ।

তথা তবিষ্যতীত্যুক্তে ভক্তে তত্রোপিতঃ সুতঃ।
কাঞ্চনস্যাকরঃ শ্রীমান্ প্রসাদাচ্চ সুরাজ্ঞিঃ।
অপত্যং তস্য নেত্রাভ্যাং প্রস্রবন্তস্য নেত্রজম্।)
সুবর্ণষ্ঠীবিনিষ্ঠ্যেবং তস্য নামকরৎ কৃতম্।
তস্মিন্ বরপ্রদানেন বর্ষত্রয়াধিকঃ ক্রমঃ। ২৪
কারয়ামাস নৃপতিঃ সৌবর্ণঃ সর্বমীপিতম্।
গৃহপ্রাকারহর্ম্যাণি ব্রাহ্মণাবসথাংশ্চপি। ২৫
পর্যাপ্তানানি যানানি ভূষণে শিবিরাজিরম্।
তস্য যজ্ঞেঽপি যদ্ বেশ্ম বাহনস্যোপভোগজম্। ২৬
সর্বং তৎ কাঞ্চনময়ং কারেন পরিবর্ধিতম্।
অথ বসুমনাঃ রাজা দৃষ্ট্বা চৈনং তথাবিধম্। ২৭
সম্ভূত্য তস্য নৃপতেঃ সমারব্ধাস্তিকীর্তিকুম্।
হেতিং তত্রাকরৎ রাজ্ঞঃ পুত্রং দৃষ্ট্বা চ বৈ পরম্। ২৮
সোঽস্যাকরঃ কাঞ্চনস্য তস্য যজ্ঞে চরাচরে।
তত্রস্থে তত্রগো পুত্রাঃ প্রবিষ্ট নৃপতেগৃহম্। ২৯
রাজপুত্রঃ তথা তত্রু: পুরন্দরিবিনঃ বলাৎ।
দৃষ্ট্বৈনমনুপায়ন্তা নীয়মানমচেতসঃ। ৩০
তথা বিলপ্ত রাজপুত্রা বসু ন বিন্দন।
তস্য প্রাণৈর্বিমুক্তস্য নষ্টে তস্মিন্ বসুন্ধরে বসু। ৩১
তত্রস্থঃ তথাভোগঃ তস্য মূর্ধ্নী বিচেতসঃ।
তথা সর্বস্বনঃ নষ্টাঃ মুমারঃ চাদুতঃ ভূবি। ৩২

ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর রাজা 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদের সেই অনুরোধ স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহাদের প্রস্থানে পুরোহিত এই কথা বলিলেন—রাজন্! এই ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তোমাকে অতীষ্ট পুত্রলাভ করাইতে বাসনা করিয়াছেন।।

তোমার কল্যাণ হউক। তোমার যেরূপ পুত্র অভীষ্ট, সেরূপ পুত্রের জন্য যাগ যজ্ঞ প্রার্থনা কর। রাজা এই কথা বলিলে পর রাজা বসুমনা হইয়া তাঁহার নিকট মনের অনুরূপপুত্র, ধনসী, কীর্তিমান্, তেজস্বী এবং শত্রুদমন পুত্রের বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—গুরো! আমি এরূপ পুত্র প্রার্থনা করিতেছি, যাহার মল, মূত্র, ঘুম্ ও প্রস্রাব প্রভৃতি সমই আমার কল্যাণ বর্ষণ করিতে থাকিবে। ১১-১৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! তখন রাজা ঋষি বলিলেন, 'তাহাই হইবে'। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা বসুমনোবাঞ্ছিত পুত্র লাভ করিলেন। ঋষির প্রসাদে পোষ্যবর্গী পুত্র সুবর্ণের খনিস্বরূপ হইল। রাজা তাহাই কামনা করিয়াছিলেন। এই পুত্র যখন রোদন করিত, তখন তাহার চক্ষু হইতে স্বর্ণময় অশ্রু নির্গত হইত। এই কারণে সেই পুত্রের 'সুবর্ণ ষ্ঠীবী' এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। বরদানের প্রভাবে সে অনন্ত ধনরাশি বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৫

রাজা বসুমনা তখন গৃহ, প্রাসাদ, প্রাচীর, দুর্গ এবং ব্রাহ্মণগণের নিবাসস্থান এ সমস্ত অতীষ্ট বহু স্বর্ণে রাজা নির্মাণ করাইলেন। শয্যা, আসন, যান, স্থালী, অন্যান্য বাসনপত্র, রাজার অন্তঃপুর এবং অন্যান্য যাহা উপকরণ সমস্ত—এ সমস্তই স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বসুমনা রাজার বৈভবের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে সেইরূপ ঐশ্বর্য সম্পন্ন দেখিয়া একত্রে মিলিতভাবে রাজার সেখানে ডাকাতি অপরাধ করিতে লাগিল।

সেই অপরাধের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ বলিল যে, আমরা সকলে মিলিয়া এই রাজপুত্রকে নিজদের অধিকারে লইয়া যাইব, কারণ, এই পুত্রই স্বর্ণের খনিস্বরূপ। অতএব আমরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য যত্ন করিব।

তখন সেই সব লোকেরা রাজাধানীতে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্রকে স্বর্ণষ্ঠীবীকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইল।

রোগা উপাসনের অবশিষ্ট সেই বিবেকহীন লোকেরা তাহাকে বনে লইয়া যাইয়া তখা করিল এবং তাহার দেহের খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যাইল না। সেই পুত্র প্রাণহীন হইলেই তাহার ধনরাশি বৈভব নষ্ট হইয়া যাইল। ১৬-৩১

সেই সময় এই বিনাশশক্তিযুক্ত, দুর্গ এবং দুরাচারী লোকদের দুষ্কৃতের এই অদ্ভুত ও অনন্তর দুরাচার দেখিয়া তখন সমস্ত

অদন্তায়াঃ পত্যা ঘোরা ব্রহ্মহং দুষ্টকারিণঃ।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং পুত্রং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩০
বিললাপ সুদুঃখার্তো বহ্বীঃ করুণাঃ নৃপ।
বিলপন্তং নিশম্যাথ পুত্রশোকাতুরং নৃপম্ ॥ ৩১
প্রত্যুত্থায় দেবর্ষির্নারদস্তত্র সত্রিধৌ।
উবাচ চৈনং দুঃখার্তং বিলপন্তমচেতসম্ ॥ ৩২
সৃঞ্জয়ঃ নারদোঽনুজ্ঞাতো ভক্তিমান্ মুনিসত্তম।

(নারদ উবাচ।
ত্যজ শোকং মহারাজ দৈবেনৈষা তাজ বুদ্ধিম্।
ন ত্বয়া শোচতো জীবেন্মৃতো বা ত্বমবাপ্নুয়াঃ।
ত্যজ শোকং নৃপশ্রেষ্ঠ ন হি মুহ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
ধীরো ভব মহারাজ জানন্নুৎপাতমেদিনীং মে সখা ॥)
কায়ব্যায়বিনিষ্পন্নঃ সৃঞ্জয়েহ মরিষ্যতি ॥ ৩৩
যস্য চৈতে বরং পুত্রে উচিতা ভরতর্ষভ।

আদিত্যিকঃ মহাত্মা চ পুত্রঃ সত্রয় তুভ্যম্ ॥ ৩৭
নারদো যাজয়ামাস স্পর্ধয়া বৈ বৃহস্পতেঃ।
যদৈষ রাজহরে যজ্ঞে মরুতঃ স ভগবান্ প্রভুঃ। ৩৮
চৈনং ক্ষিপন্তঃ শাপেঃ বিস্ময়ন্তোঽবিচেতসঃ ন বৈ
যস্য সোমপ্রবরণা বৃহস্পতিমুখোদগমাঃ। ৩৯
দেবা বিস্ময়ন্তঃ সর্বে যজ্ঞমাগ্নে সমাসতে।
যজ্ঞবাটস্য সৌবর্ণীঃ সর্বে চাসন্ পরিচ্ছদাঃ। ৪০
যস্য সর্বঃ তদা শুক্লঃ মনোঽভিপ্রায়ঃ শুচি।
কাম্বোজা বৃষ্ণয়ঃ সর্বে চত্বারিংশো দ্বিজাঃ ৪১
পদ্মো নাম নৃপঃ শ্রীমান্ তোক্তা তোক্তাক্ষ শোভনম্।
যস্য যজ্ঞে সর্বেষু বাসাংস্যাচ্ছাদনানি চ ৪২
উচ্চিক্ষিপ্তা পরিশ্রান্তে প্রদ্রবন্তি দেশাদ্দেশম্।
মরুতঃ পরিবেষ্টারো মরুত্তস্যাভবন্ পুরে। ৪৩
আদিত্যিকস্য রাজর্ষেরিত্যে দেবাঃ সভাসদঃ।
যস্য যজ্ঞে বৃহতো রাজ্ঞঃ সুবর্ণা অন্নসম্পদঃ ৪৪

করপল্লবে বল করিতে পারিল। একবারে তাহারা সকলে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া তাহার নিকট পতিত হইল।

মুনি ঘরে আসিয়া সেই পুত্রকে নিহত দেখিয়া সেই মহাতপস্বী একটি অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার করুণাজনক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া সকল বিলাপ করিতেছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

মুনিবর! দুঃখপীড়িত আচেতন হইয়া বিলাপকারী রাজা সৃঞ্জয়ের নিকট আসিয়া নারদ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

(নারদ বলিলেন,—মহারাজ! শোক পরিত্যাগ কর। বুদ্ধিমান্ হওয়াও! ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর। কোন ব্যক্তি যদি শোক করিয়া কিংবা দুঃখে মুহ্যমান হন, তাহাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয় না।

নৃপশ্রেষ্ঠ! শোক ত্যাগ কর, শোকের দ্বারা ব্যক্তির সংজ্ঞা মোহিত হওয়া উচিত নহে। মহারাজ! ধৈর্যাবলম্বন কর, কারণ, আমি তোমাকে ভাবীপুত্র বলিয়া মনে করি।)

সঞ্জয়! যাহার গৃহে ভ্রমণকারী মুনি আমরা বাস করি, সেই মুনি এখানে একদিন ক্রোধে অন্ধ হইয়া মৃত্যুলাভ করিবে। সঞ্জয়! অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্ত নিহত হইয়াছেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৩৪-৩৫

বৃহস্পতির সহিত স্পর্ধা করিয়া সংবর্তমুনি রাজর্ষি মরুত্তের নিকা যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা ঐ ভগবান্‌কে আরাধনা করিবার ইচ্ছা হইল বলিয়া তাঁহাকে ভগবান্ শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের সহিত দর্শন দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন যজ্ঞকার্য্যের শেষে যাহার সভায় উপস্থিতি দেবগণ এবং বৃহস্পতি প্রভৃতি প্রধানগণের সম্মানস্থলে উপবিষ্ট থাকিতেন। যাঁহার যজ্ঞে সভাসদ সকলেই সকলের সকল প্রকার মনোমত দিতেন। যাঁহার যজ্ঞস্থানে সকল দিকেই সকলপ্রকার অন্ন মনের ইচ্ছানুযায়ী পরিবেশনে উপযোগের জন্য পাওয়া যাইত। সমস্ত ভোজনার্থী ব্রাহ্মণগণ এবং বিশেষ বিশেষ দেশের বিভিন্ন ইচ্ছানুসারে মরু, মরি, মরু, মরু এবং মুকুল মুকুল ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজন করিতেন। যাঁহার সকল যজ্ঞে অগ্নিতে ঘৃতের, সোমলতার পাত্রধারী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ নিয়মের ক্রমানুসারে বেদ পাঠ ও অন্যান্য কার্য করিতেন। যে রাজর্ষি মরুত্তের যজ্ঞে স্বয়ংপ্রভ শঙ্খ প্রভৃতি পাত্রসমূহের দ্বারা পরিবেশন করিতেন। ৩৬-৪০

সেই অবিক্ষিতপুত্র মরুত্তের ভবনে বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন। এই পৃথিবীবাসী নরপতির যাগে উত্তম বৃষ্টি হইত বলিয়া ক্ষেত্রে বহু শস্য উৎপন্ন হইত। তিনি উত্তম বিধি অনুসারে

হবির্ভিরপিবা যেন সম্যক্ ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধিনা।
ক্ষত্রধর্মাভিরিষ্টশ্চ সর্বৈর্যজ্ঞৈশ্চ সর্বদা।
সমাসমমানানি ধর্মরাশিশ্চ তুল্যতাঃ। ৪৬
তং সর্বগুণসম্পন্নং বিদিত্বা ধর্মতঃ প্রিয়ম্।
সোঽনুব্যাহৃত শক্রেণ প্রজাঃ কৃত্বা নিরাময়াঃ। ৪৭
অনুজ্ঞাতো ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পুরা হ্যেতেঽভ্যধারয়ন্।
সপ্তাঙ্গঃ সমুপায়াত্মা সংযাপত্যাবরোধবান্। ৪৮

যৌবনের সহস্রাক্ষ যজতো বাজিমেধকৈঃ।
ন তেষাং সৃজতে চক্ষুর্ভক্ষ্যমাণেষু বাজিষু। ৪৯
পুত্রাঃ পুণ্যতমস্যাসন্ যা পুত্রমনুশাসতঃ।
অযজ্ঞানমযাজিনামহি বৈতেয়মুত্তমম্। ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
মোক্ষপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৫৫

সবিতার প্রসাদে তেজোরাশিতে তুল্য হইয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্মচর্যপালন ও বেদাধ্যয়নে সহ ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা এবং সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা ঋত্বিক্, পিতৃগণ ও সুরগণকে সন্তুষ্ট করিতেন, তিনি ইন্দ্রানুরূপে ব্রহ্মবলকে সখা, আত্মা, ধাম ও ক্ষত্রধর্মাদি প্রভৃতি—এ সমস্ত অবলম্বিত করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র যাহার শুভচিন্তা করিতেন, সেই মহাত্মা মরুত্ত যীয় প্রজাগণকে নীরোগ করিয়া নিজের সমতেজস্বত্বের দ্বারা নিজ পুণ্যকর্মদ্বারা অন্তরলোকে গমন করিয়াছিলেন।

রাজা মরুত্ত দুরন্ত ব্যাধিসমূহ প্রজা, যজ্ঞ, বেদপাঠী, পুত্র ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত একবারেই এই পদ্যত্রয় উচ্চারণ করিয়াছিলেন।।

যৌবন (বেদপুত্র) সম্বন্ধে : যজ্ঞ, দান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই চারিটী বিষয়েই রাজা মরুত্ত তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যবান্ ছিলেন। তোমার পুত্র ত' তোমার যজ্ঞ করে নাই এবং তাহারে যজ্ঞ করাইতে কোন উপায়ও ছিল না, সুতরাং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমি চিন্তা করিও না—দেবর্ষি নারদ রাজা সঞ্জয়কে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪৯-৫০

শ্রীমহাভারতীয় বেদব্যাসরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের মোক্ষপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয় উপাখ্যানে-বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজঃ সুহোত্রস্য ধার্মশীলত্বাদিবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
সুহোত্রঃ নাম রাজাসীৎ পুরু পুরুর ওজসা।
একবীরবলস্থঃ তময়ৈরভিবীক্ষিতুম্। ১
স প্রাপ্য রাজ্যং ধর্মেণ অধিগম্য-পুরোহিতম্।
অসৃজ্যযাজনং শ্রেষ্ঠং পৃষ্ট্বা তেষাং মতে স্থিতঃ। ২

প্রজানাং পালনং ধর্ম্যং ধার্মিষ্ঠ্যং স্থিরমাত্মনি।
এবমস্য সুহোত্রস্য বিজ্ঞায় ধর্মেণৈজুষ্ম্ ধনাগমম্। ৩
ধর্মেণাবাপ্তধনান্ দেবান্ যাগৈঃ সত্রৈঃ সমর্চ্য তু।
ধর্মাণাপি চ তুষ্টানি ধর্মতৈরেপারয়ন্। ৪

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা সুহোত্রের ধার্মশীলতা বর্ণন।]

নারদ কহিলেন,—সঞ্জয়! রাজা সুহোত্রের বৃত্তান্ত তথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। তিনি সর্বজনীন অধিপতি বীর ছিলেন। দেবগণও তাঁহার বিরুদ্ধ চক্ষু তুলিয়া তাকাইতে পারিতেন না।১

তিনি ধর্মানুসারে রাজ্যলাভ করিয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণকে নিজের কল্যাণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সম্মতি অনুসারে সকল কার্য করিতেন।২

প্রজাপালন, যজ্ঞ, দান, ব্রত এবং আত্মসংযম এই সকলকে রাজা সুহোত্র নিজের পক্ষে শ্রেয়ের জন্য হইয়া ধর্মের দ্বারাই ধনলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।৩

তিনি এই পৃথিবীকে স্নেহ ও মমতাসহিত করিয়া ইহার উপভোগ করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাগণের আরাধনা এবং ধর্মসূত্রের দ্বারা সজ্জনিগকে অনুরাগ করা—এই সমস্ত যীয় সুকৃতের সহায়ে তিনি সকল প্রাণীর অভীষ্ট

যো ভুক্তে মাং মনুষ্যেষু ব্রহ্মাতীবিকবর্জিতাম্।
যদৈষ বর্ষং পঞ্জন্যো দিব্যাঃ পরিষদন্নয়ন্।
হৈরণ্যাশ্চ মহিষ্যঃ বৈহিণ্যো যাবন্ পুরা।
প্রাহান্ ভক্ষীকারাংশ্চৈব সংস্কারান্ বিবিধান্ বহূন্।
কামান্ বর্ষতি পর্জন্যো রূপাণি বিবিধানি চ।
সৌবর্ণান্-প্রসবোনি যানাংশ্চ ক্রোশসন্নিভাঃ।
সহস্রং বাহনান্ যুক্তান্ নক্তান্ মকর-কঞ্চুকান্।
সৌবর্ণান্ বিহিতান্ দৃষ্ট্বা অন্যোঽন্যস্য চ ঈর্ষ্যা।
তং সুবর্ণময়ৈরাজ্ঞৈঃ রাজর্ষিঃ কুলমাবহৎ।
ইজ্যাবো বিহতে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যো ধনস্য চ।
লোভমেবসহস্রেণ যাজয়ামাস চ।
পুনঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যেশ্চ প্রভূতধনসঞ্চিতৈঃ।
কামান্নৈমিত্তিকাংশ্চৈব প্রেষিতাঃ প্রতিযযুস্তদা।
ন চেদয়ন্ত সত্রং তচ্চতুর্ভিরধনৈর্দ্বিজৈঃ।
পুত্রং পুণ্যকৃতং যজ্ঞে যা পুত্রমনুতপ্যতে।
অযজ্ঞমেবমাত্মানমতি বৈ মেনুষোঽধনং।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

করিতে লাগিলেন। ইহাতে অন্য যেসব যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিল ॥ ৪-৫

রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে যজ্ঞস্থল খনিতে হইয়াছিল, তাহাতে পরিপূর্ণ ঘৃত নদী প্রবাহিত হইত (ঘিয়ের ভাসত)। ওষধি (ঔষধী), মৎস্য এবং নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বন্টন করিয়াছিল ॥ ৬

যেসব পাত্রীয় যজ্ঞস্থল ও নানাপ্রকার যজ্ঞ এবং অন্যান্য স্বর্গ লাভ করিয়াছিল। ইহার রাজ্যে এক এক ক্রোশব্যাপী বড় বাঁধা ছিল ॥ ৭

এই সব বাঁধাতে সহস্র সহস্র যান ও মুক্ত, গাছ, হাতী ও বস্ত্রাদি ছিল, ইহাদের পরিধান সুবর্ণময় ছিল। ইহাদের দেখিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনে তখন বিষম আশঙ্কা হইয়াছিল ॥ ৮

রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র কুলক্ষয়সংকল্প যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ধনরত্ন দিয়াছিলেন ॥ ৯

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রভূত ধনসম্পত্তি দিয়াছিলেন ॥ ১০

রাজা হরিশ্চন্দ্র নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য যজ্ঞসমূহের বিধান অনুসারে যথাযোগ্য পরিমাণ করিয়াছেন। কিন্তু সত্রের ঋত্বিক যোগ্য অপেক্ষা কম, তাই, বৈশ্যরা ও ঔষধি—এই তাবিজ কবচাদিও বিধি হইতে ছোট ছিলেন। যোগ্য পুত্র হইতেও যিনি অধিক পুণ্যবান ছিলেন। যখন তিনি যজ্ঞ-দান করিয়াছেন, তখন যোগ্যতম যাঁর পুত্রের জন্য অনুতাপ করা উচিত নয়, কারণ, যোগ্য পুত্র যেন যজ্ঞ করে নাই এবং তাহার যাগ যোগ্যতম সাক্ষিগোপাল ছিল না। তাহার যাগ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১১-১২

দ্রোণপর্বাধ্যায়ে অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজঃ সৌরবস্যাদ্ভুতদানবৃত্তান্ত-কথনম্।]

নারদ উবাচ।

রাজানং সৌরবং বীরং যূয়ং সর্বত্র পূজয়।
সহস্রং যঃ সহস্রাণাং মেধানামাজহার হ। ১
তস্যাশ্বমেধে রাজেন্দ্রসোমোঽপাং সমীড়্বান্।
বিশ্বকর্মহবির্বিজ্ঞানাং নাদীং সাধ্যা বিপশ্চিতাম্॥ ২
বেদির্হিরণ্ময়ী তস্য বভূবোচ্ছ্রিতপর্ণয়া।
সুচিক্কাঞ্চনযূপাঃ সুপর্ণাধ্বরভোজনাঃ॥ ৩
নট-বর্হিণ-গরুত্মৈঃ পূর্ণৈর্বর্ষদ্ভিরাকৈঃ।
নিত্যোদ্ভোগৈশ্চ ক্রীড়দ্ভিস্তত্র চ পরিচারিতাঃ॥ ৪
যজ্ঞে যজ্ঞে যথাকালং দক্ষিণাঃ সোমরাজকাঃ।
বিপ্রা দশসহস্রাণ্যঃ; প্রমদাঃ কাঞ্চনস্রজঃ॥ ৫
সবর্ণাঃ সপতাকাশ্চ রথা হেমপরিষ্কৃতাঃ।
যং সহস্রং সহস্রাণি কল্পা হেমবিভূষিতাঃ॥ ৬
মৃদুঙ্গাপণবাঘাতাঃ সমুদ্ঘুষ্টজয়োপমাঃ।
সপ্ত সপ্তসহস্রাণি তূর্যঘোষিণ্য আসন্ বৈ॥ ৭
পদ্মাঃ সহস্রান্তরান্ দক্ষিণাস্তোঽকালয়ন্।
হেমকক্ষ্যা রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ॥ ৮
দাসীদাসবরোষ্ট্রাংশ্চ প্রাহাদাজাবিকং বসু।
হয়ানাং বিবিধানাঞ্চ বিবিধঃস্কন্ধপর্বণাম্॥ ৯
তস্মিন্ সংবিহিতে যজ্ঞে দক্ষিণায়ত্যকালতঃ।
ভরদ্বাজ আথা গার্গ্যস্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ॥ ১০
অজস্র যজমানস্য সর্বথাবিদ্ধতাঃ শুভাঃ।
গুণোত্তরাস্তু ক্রতবস্তস্যাসন্ সার্বকামিকাঃ॥ ১১
ন হেমরাশি সদৃশং তূর্ণমত্যহরদ্ধরা।
পুরাণং পুণ্যবন্তস্তাঃ স্ম পুত্রমনুতপ্যথাঃ।
অহমানময়াক্ষিপ্যমতি বৈতোদ্বাহরৎ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলভাগে হরিবংশে ভবিষ্যপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি ষোড়শরাজকীয়ে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৭

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা সৌরবের অদ্ভুত দানবৃত্তান্ত কথন।]

নারদ বলিলেন,—পুত্রক! আমরা বীর রাজা সৌরবেরও স্তুতি স্তব করিয়াছি, তিনি একসঙ্গে যোড় হাজার অশ্ব দান করিয়াছিলেন। ১

এই রাজর্ষি সৌরবের অশ্বমেধ যজ্ঞে সাধ্যেরা হইতে আপ্ত বিশ্বকর্মা অগ্নি (বিশ্বের হোমের নিমিত্ত) ও ঋত্বিকদিগের অধিপতি বিদ্বান্‌গণের হোম সংসাধী ছিল॥ ২

বেদিকার আস্তরণের জন্য বেদ করিয়াছিলেন, উহার ও প্রোক্ষণীর পবিত্রকল্প রাজার নিকট হইতে উহার অশ্ব, যজ্ঞ, যূপ, সুবর্ণ পক্ষী, আসন ও ভোজন লাভ করিয়াছেন॥ ৩

বিদ্যা উত্তমাঙ্গী এবং ক্রীড়া অধিক নট, বর্হিণ ও গরুত্মান পক্ষযুক্তপূর্ণ পক্ষীর (আহুতির) দ্বারা বিভোজন করাইয়া সেই বিদ্বান্‌গণের মনোরঞ্জন ও পরিচর্যা করিত॥

রাজা সৌরব প্রত্যেক যজ্ঞে যথাসময়ে প্রচুর দক্ষিণা বিতরণ করিয়া প্রদান করিতেন। তিনি যখন যে ঋত্বিগ্‌দিগকে যে রাজ্য বা যে দেশ দান করিতেন, তখন এই পৃথিবীতেই তাহার অধিকার হয় ও এই সমস্ত পৃথিবীকে তাহারা ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন॥ ৪-৬

সেই যজ্ঞের যূপ, অশ্ব ও রথই উত্তম আভরণ ছিল। সহস্র সহস্র গাভী, ছাগ ও মেষ তাহাদের দক্ষিণা দিয়াছিলেন। রাজা সৌরব সুবর্ণমালাবলিত বিমান রথে এক যোড়ী যজ্ঞ এবং তাহাদের সহস্র সহস্র অলঙ্কারযুক্ত কন্যা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বর্ষীয়ান্ পুরু, রজতময় খুর ও কাংস্য-নির্মিত দুগ্ধপাত্রবিশিষ্ট এবং বৎসযুক্ত ধবলবর্ণ গাভীসকল ও দাস, দাসী, উষ্ট্র এবং ঘোড়া প্রভৃতি প্রচুর সংখ্যায় দান করিলেন।

সেই বিশাল যজ্ঞে নানাপ্রকারে বসুরাশি এবং বিবিধ অঙ্গসম্পন্ন পর্বতসদৃশরাশি বিধি দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গাথা গান করেন॥ ৭-১০

যজমান অজস্রদক্ষিণ সৌরবের সকল যজ্ঞই অবভৃথস্নানে প্রান্ত ও শুভ ছিল। উহারা উত্তরোত্তর গুণবান্ ও সম্পূর্ণ কামনাসম্পন্ন বলিয়াই হইত॥ ১১

পুত্রক! রাজা সৌরব ধন, মান, বৈভব ও ঐশ্বর্য—এই চারিটি বিষয়েই তোমা অপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তোমার পুত্র অপেক্ষাও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। বৈভব পুত্রক! যখন ইনিও বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তুমি যজ্ঞ ও দক্ষিণারহিত নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না। নারদ পর্বতকে এই কথা বলিয়াছিলেন॥ ১২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত পরমাশ্চর্যী সংহিতা মহাভারতের খিলপর্বান্তর্গত ভবিষ্যপর্বান্তর্গত অভিমন্যুবধপর্বে ষোড়শরাজকীয়োপাখ্যানবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথবা বটে জীব যেখানেই যেরকমে জন্মুক তার যেন মুক্তি হয়—এই আমার বর, আমি আর কিছু চাই না।"

আমি বলি—"হে দেবেশ! তোমার ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে মৃত মানব, এমন কি কৃমি-কীটগণও মোক্ষ লাভ করে—এর অন্যথা হবে না। তোমার অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সকলের মুক্তিসিদ্ধির জন্য আমি সেখানে পাষাণ-প্রতিমারূপেও দণ্ডায়মান থাকবো।"

শঙ্করের তুল্য আমার দ্বিতীয় ভক্ত নাই, আমি তাঁকে আমার শরীর ব'লে মনে করি, তাঁকে যত ভালবাসি এমন কাউকে ভালবাসি না, তিনি আমার প্রিয়তম। শঙ্কর প্রত্যেকবারে আমার একটী অনুপম স্তব উপদেশ করেন, তাহাকে তা কল্পতরু বলে কথিত হয়েছে। তিনি শেষে তাঁদের বলেন,—"হে ব্রাহ্মণকুলকল! পুরুষোত্তম পরমাত্মার এই স্তব তোমাদের বললাম। তোমরা একান্তভাবে ইহা জপ ক'রতে ক'রতে তপস্যা করো, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" তিনি অন্তর্হিত হন। মনুষ্যের বৎসরকাল তাঁরা তপস্যা করে, আমি তখন যান হতে তাদের অভীষ্ট বর প্রদান করি। সেই কল্পতরুর দ্বারা প্রাতঃ ও সায়ংকালে যারা আমার স্তব ক'রবে, তাদের অভিলষিত বর ও শোভনপ্রজ্ঞা দান ক'রবো।

শ্রীদেব গৌতমমুনিকে বলেছিলেন—"হে নারদ! শোনো, আমি অজন্মা নাই। আমি সত্য সত্য ব'লছি—নারায়ণ হ'তে এ জগৎ উৎপন্ন হয়, নারায়ণে প্রলীন হয়, তিনিই পালন করেন, তিনিই জ্যোতির্ময় নারায়ণ প্রকৃতি হ'তে শ্রেষ্ঠ। আমি বিশ্বরূপ হলেও তাঁর আজ্ঞা পালন করি। আমি অধিকারে নিযুক্ত হ'য়ে আমলী প্রভৃতি

লাভ ক'রেছি, তাঁর প্রসাদে তাঁর নামও স্মরণ ক'রেছি। তিনি সব জানেন; তাঁর দ্বারা কারিত হয়ে আমি বাস করি, তাঁরই অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, হুতাশন নক্ষোদার্থ দান করে, কাল জীর্ণ করে থাকে, মৃত্যু সকলদিকে ধাবিত হয়, সেখানে সূর্য দীপ্তি প্রদান করেন, চন্দ্র-তারাগণ ও বিদ্যুৎ কোথায়? তিনি প্রকাশমান হ'লে সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয়।

"হে মুনীষ! আমি অনিন্দ্য হ'য়েও শিব (মঙ্গলময়), যাঁর প্রসাদে আমি সেই দেবতার দাস, আমি সত্য সত্য বলছি, এতে সংশয় নাই। হে মৌদ্গল্য! আমি সত্য সত্য বলছি, নারায়ণ আমার আত্মা, আমি তাঁর আত্মা। আমি বাহু উত্তোলন ক'রে বলছি—মুনিগণ কর্তৃক উচ্চস্বরে ঘোষিত নারায়ণের চরণকমল ভিন্ন অপর কোন উপায়ের উপায় নাই।" শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে তাঁহার স্বরূপের উপদেশ করেছেন। যখন যখন এই তাঁহার স্বরূপের হানি হয়, তখন তখন আমি ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হ'ই। (ভগবদ্ভক্তিরিত, ৪র্থ পাদ, ১ম অধ্যায়)।

—:০:—

I 3419 '77

শ্রীরামরঞ্জন ভাগ-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, সিতারাম ঘি. রোড, কলিকাতা—৪৪ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিকুমার ঘোষ, মহামিলন ঘং, পি. তারিণী ঘি. রোড, কলিকাতা-৪৪ হইতে মুদ্রাপিত।